লাতিন আমেরিকা ও কিউবা
বিপ্লবী সংগ্রামের ধারা

সুজিত সেন সম্পাদিত

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস :
টেকনোগ্রাফিক
কলকাতা-৩৫

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ
কলকাতা - ৪

'কৃষি-সংস্কার, সুবিচার, রুটি, স্বাধীনতা'
এই দৃপ্ত গেভারা-আদর্শ স্মরণে
ফিদেল কাস্ত্রো এবং —
উত্তর প্রজন্মের জন্যে

সম্পাদকের অন্যান্য বই

জাতপাতের রাজনীতি (সম্পাদিত)
সাম্প্রদায়িকতা : সমস্যা ও উত্তরণ (সম্পাদিত)
জাতপাত ও জাতি : ভারতীয় প্রেক্ষাপট (সম্পাদিত)
চে : মানবিক উৎসের দিকে
অরুণ মিত্র : খুঁজে খুঁজে এত দূর
শুদ্ধ আদর্শের খোঁজে

ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপে বাস্তবে বর্তমান ফলিত সমাজতন্ত্র সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। পূর্বে যেখানে গোটা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ, আজ সেখানে শুধুমাত্র হাতগুনতি চারটি দেশে (চীন—যদিও বিতর্কিত—কারণ 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' বহাল আছে—যাকে বলে : বাজার সমাজতন্ত্র, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবা) সমাজতন্ত্র তার উজ্জীবন্ত অস্তিত্ব জানান দিয়ে যাচ্ছে। উলটপুরাণের এই সাময়িক সাংকটিক প্রেক্ষাপটে লাতিন আমেরিকা ও কিউবার বিপ্লবী সংগ্রামের ধারা, মানবোন্নয়নমূলক মার্কসবাদের অস্তিত্ব-প্রেষণা বর্তমান বিশ্বে আজো প্রাসঙ্গিক মাত্রা নিয়ে বিরাজ করছে। চে গেভারা ও ফিদেল কাস্ত্রো আজো দুই জীবন্ততম জীবনের আদর্শিক ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন। চে-কাস্ত্রোর উষ্ণার্ত সামরিক মার্কসবাদ, বিপ্লবী মানবিকী মার্কসবাদ আজো এক ঐকান্তিক-সঞ্জীবন্ত ব্যঞ্জনাময় আদর্শ হয়ে আছে। আর এই জন্যই লাতিন আমেরিকা-কিউবা-গেভারা-কাস্ত্রো-র বিপ্লবী মানবিকী সংগ্রামিক ঐতিহ্যের ধারা-সংক্রান্ত আদর্শ এই পুস্তকে প্রাসঙ্গিকআলোচ্য হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে মার্কসবাদের প্রায়োগিক সংকট দেখা দিলেও, তা কিন্তু সাময়িক, তা এক নবায়নের, শুভ্র মানবীয় ভোরের শাণিত ইঙ্গিত। এটা LPG-র (Liberalization—উদারীকরণ, Privatization—বেসরকারিকরণ, Globalization—বিশ্বায়ন) যুগ, গোটা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, কিন্তু আমাদের হাত, মার্কসীয় বিপ্লবী মানবীয় পক্ষপাত ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ মার্কসবাদের বৈপ্লবিক বাস্তবায়ন তথা প্রায়োগিক প্রেক্ষিত সাময়িকভাবে সংকুচিত হয়ে এলেও, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের উওত আদর্শ ক্রমশ বিস্তারিত বিষয়-মন্ময়ী বাস্তব হয়ে উঠছে। এখান থেকে এটাই প্রতিভাত হয়ে উঠছে : We shall overcome—আমরা করব জয়, নিশ্চয়, বুকে গভীর আছে প্রত্যয়—আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে—'প্রত্যেক রাত্রেই পৃথিবী অন্তঃসত্ত্বা হয়'—সংঘর্ষ-নির্মাণের দ্বান্দ্বিক সূত্র ধরে এই পৃথিবীতে একদিন দেখা দেবে : শুভ্র মানবিক ভোর—সায়ন্তন অতিক্রম করে একদিন উজ্জীবন্ত হয়ে উঠবে বাসন্তিক ভোরাই। এটাই সারস্বত সত্য, চিরায়ত আদর্শ, এটাই ক্ষণভঙ্গবাদী (অর্থাৎ, ভাঙনের ভেতর দিয়ে সৃজনের সম্ভাব্য আগমন) বাস্তব—ভাঙতে-ভাঙতেই সৃজমান হয়ে ওঠে উদ্যত বাস্তব—এটা ভুলে গেলে চলবে না : উলটপুরাণ থেকেই বাসন্তিক হয়ে উঠবে এই বাস্তব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বোঝা ও বোঝানোর সুবিধার জন্য আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত : ক. লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত, খ. কিউবা সংক্রান্ত, গ. গেভারা সংক্রান্ত এবং ঘ. কাস্ত্রো সংক্রান্ত। এছাড়া বানান প্রসঙ্গে বলা যায়—বানান নিয়ে কোনও সার্বজনিক সিদ্ধান্তে আজো আমরা পৌঁছতে পারিনি, তাই প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর নিজ-নিজ ব্যবহৃত বানানকেই এই পুস্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আশা রাখি, পাঠক-পাঠিকারা এই বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

আরেকটা কথা : আলোচ্য সংকলনে লেখকের মান ও মর্যাদা অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়নি, লেখার গুরুত্ব ও ভার অনুসারেই এখানে প্রবন্ধগুলি ধারানুক্রমিকভাবে পরিবেশিত

হয়েছে। আশা রাখি, এই প্রবন্ধভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা পাঠক-পাঠিকারা ভালো চোখে, ভিন্নরুচির উত্তরাধিকার থেকে দেখবেন : সবিনয়-এই-অনুরোধ রাখলাম।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলা খুবই দরকারি : 'পুস্তক বিপণি'-র অন্যতম মনস্বী কর্ণধার অনুপকুমার মাহিন্দার-এর সক্রিয় আন্তরিক উদ্যোগে এই বইটি প্রকাশের আলো দেখতে পেল। এছাড়া, আমার কর্ত্রী রঞ্জনা সেন আর আমার দুই আত্মজ সোমজিৎ-দেবজিৎ এই মাননিক-বৌদ্ধিক-আদর্শিক কর্মকাণ্ডটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছে। পাণ্ডুলিপির বেশিরভাগ অংশটাই সম্পন্ন করেছে আমার প্রিয়ভাজন ছাত্র গোপাল কর। এদের প্রত্যেকেই কেউ আমার শ্রদ্ধাভাজন, কেউ আমার প্রীতিভাজন, কেউ আমার অগ্নিগর্ভ শুভেচ্ছা-সৃজনী অস্তিত্ব-চেতনার আত্মিক বাহন। এঁদের/এদের মামুলি ধন্যবাদ জানানো আমার কৃত্রিম-যান্ত্রিক কর্তব্য নয়—তাই এঁদের/এদের প্রত্যেকের উদ্দেশে এই সুযোগে জ্ঞাপন করছি আমার আন্তরিক আত্মীয়তাকেন্দ্রিক সহৃদয়হৃদয়সংবাদী সম্পর্কের মানবিকী আদর্শ এবং এটাই আমার কাছে সবচেয়ে আত্মিক দায়িত্ব—সহৃদয় সামাজিক দায়বদ্ধতার মার্মিক অন্বিষ্ট।

পরিশেষের পরিপ্রাশ্নিক বক্তব্য এই : এই সংকলন-গ্রন্থে লাতিন আমেরিকা-কিউবা-গেভারা ও কাস্ত্রো-র বিপ্লবী তত্ত্ব-কার্মিক সংগ্রামের ধারা বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে অত্যন্ত অনন্য যত্ন সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক সাময়িক উলটপুরাণের প্রেক্ষিতে বিপ্লবী মানবিকী মার্কসবাদের তত্ত্ব-প্রায়োগিক ক্ষেত্রপটে এ এক উল্লেখযোগ্য ঐকান্তিক সংযোজন। এই পুস্তকটি পাঠক-পাঠিকাদের মার্কসীয় বিপ্লবী মানবিকী তত্ত্ব -প্রায়োগিক প্রজ্ঞা-কার্মিক প্রয়োজন-পূরণে যারপরনাই সাহায্য করলে, তবেই আমার এই নির্মাণিক শ্রমতা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সুজিত সেন

সূচিপত্র

লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত

কিউবা সংক্রান্ত

গেভারা সংক্রান্ত

কাস্ত্রো সংক্রান্ত

লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত

লাতিন আমেরিকা : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা

সুজিত সেন

আমাদের সমগ্র বিশ্ব ৭টি মহাদেশে (যথা—এশিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা) বিভক্ত—লাতিন আমেরিকা এদের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান মহাদেশ। সারা বিশ্ব জুড়ে যে রাষ্ট্র ভাঙাগড়ার ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষ করি, তারই পরিণতি হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমান মোট রাষ্ট্রসংখ্যা এখন এসে দাঁড়িয়েছে—১৯২। আর জ্ঞাতার্থে জানাই, লাতিন আমেরিকার বর্তমান মোট রাষ্ট্রসংখ্যা—২৮ (যদিও আরো কয়েকটি দেশ বর্তমান—যেগুলোর উল্লেখ-আলোচনা এখানে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করবে, তাই সে-সব আলোচনায় এখানে আসছি না)। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে লাতিন আমেরিকার এই ২৮টি রাষ্ট্রের আয়তন, জনসংখ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সংবিধান ও প্রশাসন সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চে বলতেন, 'আমাদের আমেরিকা।' এই আমেরিকা বেশিরভাগ ভারতীয়দের পরিচিত আমেরিকা থেকে পৃথক। ভূগোলের পরিভাষায় বলা হয় লাতিন আমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকা বললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত মেক্সিকো থেকে পানামা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড অধরা থেকে যায়। অতএব লাতিন আমেরিকা—অর্থাৎ যে লাতিন দেশগুলো একসময় ইওরোপীয়রা দখল করেছিল এবং আজ লাতিন ভাষাদ্বয়—স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক লাতিন আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্টের সীমান্তে রিয়ো গ্রান্দে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সীমান্তরেখা) থেকে সাতহাজার মাইল দক্ষিণে কেপ হর্ণ বা শিঙ অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল স্থলভাগ—প্রায় দেড়টি মহাদেশ। রাজনৈতিক বিভাজনে এই অঞ্চলে আঠারোটি স্প্যানিশ ভাষাভাষী দেশ আছে। আছে ফরাসি ভাষাভাষী আইতি, পাঁচটি ইংরেজি ভাষাভাষী ক্যারিবিয় রাষ্ট্র এবং পর্তুগিজ ভাষাভাষী ব্রাজিল। সব মিলিয়ে ৮০ লক্ষ বর্গমাইল এবং ৩৫ কোটি লোকের বাস। এই জনসংখ্যা ২ শতাংশ হিসেবে প্রতি বৎসরে বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ১৯ ভাগ এই দেশগুলোর দখলে যদিও পৃথিবীর মাত্র ৭ ভাগ মানুষ এখানে বাস করেন।

সামূহিক জ্ঞাতব্যের আলোকসম্পাতে সর্বপ্রথমেই লাতিন আমেরিকার সামগ্রিক ভৌগোলিক অবস্থানের একটা সংক্ষিপ্ত মানচিত্র এখানে হাজির করা হল :

এবং এরপর এক-এক করে বর্ণানুক্রম অনুসারে লাতিন আমেরিকার ২৮টি দেশের

সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, আর্থ রাজনৈতিক-সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট-পর্যালোচনা হাজির করা যাক—

১. আর্জেন্টিনা—

আয়তন : ২৭,৮০,০৯২ বর্গকিমি (১০,৭৩,১০২ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৩, ৩৫, ৩৩০০০। অধিবাসীদের অধিকাংশ স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত। তার পরেই ইতালীয় বংশোদ্ভূতরা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ আর্জেন্টিনা, ওই মহাদেশ শুধু ব্রাজিলের চেয়ে আয়তনে ছোট। সমতল দেশ, পূর্বে অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে চিলি পর্যন্ত বিস্তারিত। পশ্চিমে সীমান্ত বরাবর দেশ চিলি, উত্তরে বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে আর উত্তর-পূর্বে উরুগুয়ে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : স্পেনের নাবিক জুয়ান দিয়াজ ডি সোলিস ১৫১৬ সালে আর্জেন্টিনার সন্ধান পান ও ধীরে ধীরে বিশাল দেশটি স্পেনের উপনিবেশ রূপে গড়ে ওঠে। রাজধানী বুয়েনস এইরিস শহরের পত্তন হয় ১৫৮০ সালে। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন স্পেন দখল করলে ১৮১০ সালে আর্জেন্টিনা স্বাধীন সরকার গঠন করে। ১৮১৬ সালে আর্জেন্টিনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।

অর্থনীতি : গম, তৈলবীজ প্রধান ফসল, ব্যাপকভাবে পশুপালনও হয়। এছাড়া খনিজ সম্পদের ভিত্তিতে বৃহৎ শিল্পও গড়ে উঠেছে। দেশ থেকে রপ্তানি হয় গম, বাদাম, অন্যান্য শস্য, তৈলবীজ, মাংস, চামড়া ও পশম। আমদানি করতে হয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, তেল ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য। বিশাল দেশ, জনসংখ্যা সামান্য, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তবু সুপরিকল্পিত ব্যবহার না হওয়ায় আর্জেন্টিনা যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২,১৬২ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : রাষ্ট্রপতিশাসিত সাধারণতন্ত্র। ১৮৫৩ সালে বলবৎ সংবিধান অনুসারে দেশ শাসিত হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসক, তাঁর সহকারী রূপে আছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভা। জাতীয় সংসদ দুই-কক্ষ বিশিষ্ট — উচ্চকক্ষ সিনেট আর নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। নাগরিকরা ১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার পায়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রধান জাস্টিসিয়ালিস্ট পার্টি, র‍্যাডিকাল সিভিক ইউনিয়ন, ইউনিয়ন অফ দি ডেমক্র্যাটিক সেন্টার প্রভৃতি।

প্রচলিত মুদ্রা : অস্ত্রাল (পেসো)।

২. অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা—

আয়তন : ক্যারির সাগরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপগোষ্ঠীর দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। অ্যান্টিগা দ্বীপের আয়তন ২৮০ বর্গকিমি (১০৮ বর্গমাইল) ও বারবুডা দ্বীপের আয়তন ১৬১ বর্গ কিমি (৬২ বর্গমাইল)। এছাড়া আছে ছোট্ট দ্বীপ রেডোন্ডা, তার আয়তন ১ বর্গ কিমি। সুতরাং অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা দ্বীপপুঞ্জের মিলিত আয়তন ৪৪২ বর্গ কিমি (১৭০ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ৮৪ হাজার। এর মধ্যে রেডোন্ডা দ্বীপ জনহীন। অধিবাসীদের সকলেই একদা আফ্রিকা থেকে আনা কৃষ্ণাঙ্গদের বংশধর। কিছু শ্বেতাঙ্গও আছে। সকলেই খ্রিস্টান ও সাক্ষর। কিছু স্থানীয় ভাষা থাকলেও সকলেই ইংরেজি জানে এবং ইংরেজিই রাষ্ট্রভাষা। অধিবাসীরা অ্যান্টিগান ও বারবুডান নামে পরিচিত।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরের অংশ, ক্যারিব সাগরে অবস্থিত ওয়েস্টইন্ডিজ দ্বীপমালার দুটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র অ্যান্টিগা ও বারবুডা। অ্যান্টিগা দ্বীপ সমতল, কেবল দক্ষিণ দিকেকিছুটা পাহাড়। বারবুডা একটি প্রবাল দ্বীপ, ঘন বনাচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক সম্পদ সামান্য, মনোরম আবহাওযা পর্যটক আকর্ষণ করে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৪৯৩ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস অ্যান্টিগা দ্বীপটির সন্ধান পান। ১৬৩২ সালে দ্বীপটি ব্রিটেনের উপনিবেশ হয়। ১৯৫৮ সালে দুটি দ্বীপ ওয়েস্টইন্ডিজ ফেডারেশনে যোগ দেয়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে।

অর্থনীতি : পর্যটনই প্রধান শিল্প, মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ আসে পর্যটন থেকে। তার ভিত্তিতে হোটেল, পার্ক, রাস্তা ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ নিয়মিত চলে। ফসলের মধ্যে আছে কলা, নারকেল, আম, আখ প্রভৃতি। কলা থেকে পর্যটকদের প্রিয় বিয়ার উৎপন্ন হয়। মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৬,৫০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : অ্যান্টিগা ও বারবুডা কমনওয়েলথ-এর সদস্য এবং ব্রিটেনের রাজা অথবা রাণি তার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান—তাই সাংবিধানিক ভাষায় এই দ্বীপরাষ্ট্রটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাজমুকুটের প্রতিনিধি রূপে একজন গভর্নর-জেনারেল রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৃত শাসক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা যারা সকল কাজের জন্য জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী। জাতীয় সংসদের নাম হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। নাগরিকদের ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮। প্রধান রাজনৈতিক দল অ্যান্টিগা লেবর পার্টি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে উল্লেখ্য—ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি, ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, প্রগ্রেসিভ লেবর মুভমেন্ট।

প্রচলিত মুদ্রা : ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার।

৩. ইকুয়েডর —

আয়তন : ২,৮৩,৫৬০ বর্গকিমি (১,০৪,৪৭৯ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ১,০৯,৩৪,০০০। বৃদ্ধির হার বার্ষিক ২.২ শতাংশ। অধিবাসীদের ৫৫ শতাংশ মেস্তিজো, ২৫ শতাংশ খাঁটি রেড ইন্ডিয়ান, ১০ শতাংশ স্প্যানিশ ও ১০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ। অধিবাসীরা ইকুয়েডোরিয়ান নামে অভিহিত। রাজধানী কিটো। প্রধান বন্দর গাইয়াকুইল।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশ। কল্পিত বিষুবরেখা (ইকুয়েটর) দেশটির মধ্য দিয়ে চলে গেছে বলে দেশের নাম ইকুয়েডর। উপকূলবর্তী গালাপাগোস দ্বীপ বিরল প্রজাতির প্রাণীর বাসভূমি রূপে বিখ্যাত। কোটোপ্যাকসি পৃথিবীর সর্বোচ্চ জাগ্রত আগ্নেয়গিরি। দেশটি আমাজন বেসিনের বনভূমির বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদ পেট্রোলিয়ম, কাঠ, মাছ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ইকুয়েডর প্রাচীন ইনকা সভ্যতার দেশ। ১৫৩২ সালে স্পেনের নাবিক পিজারো এলাকাটির দখল নেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের উপনিবেশ রূপে ইকুয়েডর গড়ে ওঠে। ফরাশি সম্রাট নেপোলিয়ান স্পেন দখল করলে তার দক্ষিণ আমেরিকার চারটি উপনিবেশ—ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পানামা ও ইকুয়েডর এক সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে ১৯০৯ সালে একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। ১৮৩০ সালে ইকুয়েডর বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে জন্মগ্রহণ করে।

অর্থনীতি : পেট্রোলিয়ম, মাছ ও ভালো জাতের কাঠ ছাড়াও কলা, কোকো, কফি, চিনি, চাল, ফল দেশ থেকে রপ্তানি হয়। প্রচুর তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পরিকল্পিত উন্নতি ব্যাহত হয়। অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১,০৭০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : রাষ্ট্রপতিশাসিত সাধারণতন্ত্র। মার্কিন ধাঁচের সংবিধান। রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভা। এক-কক্ষ জাতীয়

সংসদ, নাম ন্যাশনাল কংগ্রেস। ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮। প্রধান রাজনৈতিক দল—সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি, রিপাবলিকান ইউনিয়ন পার্টি, কনসেনট্রেশন অফ পপুলার ফোরসেস, ডেমোক্রাটিক লেফট প্রভৃতি।

প্রচলিত মুদ্রা : সুক্রে।

৪. উরুগুয়ে —

আয়তন : ১,৭৬,২২০ বর্গকিমি (৬৮,০৩১ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৩১,৪১,৫৩৩। বৃদ্ধির বার্ষিক হার ০.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা উরুগুয়ান নামে পরিচিত। প্রত্যাশিত আয়ু—পুরুষ ৬৯ ও নারী ৭৬ বছর। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। রাজধানী মন্টিভিডিও।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত দেশ। উত্তরে ব্রাজিল, দক্ষিণে আর্জেন্টিনা। সমতল তৃণভূমি, মাঝে মাঝে নিচু পর্বতমালা। প্রধান নদীগুলির নাম পিগ্রো, উরুগুয়ে, রিওডিলা প্লাটা। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, বরফ জমার মতো ঠাণ্ডা কদাচিৎ পড়ে। মাটি উর্বর, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা। কিছু খনিজ সম্পদও আছে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : জুয়ান দিয়াজ দি সোলিস নামে এক স্প্যানিশ অভিযাত্রী ১৫১৬ সালে উরুগুয়ের সন্ধান পান। তবে পর্তুগিজরা প্রথমে দেশটি দখল করে এবং স্প্যানিশরা দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৭৭৮ সালে নিজেদের অধিকারে আনে। ১৮১৭ সালে পর্তুগিজরা ব্রাজিল থেকে আবার উরুগুয়ের দখল নেয়। কিন্তু আর্জেন্টিনার সহায়তায় উরুগুয়ে ১৮২৫ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে ও ১৮২৮ সালে একটি সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে স্বীকৃতি পায়।

অর্থনীতি : ভেড়া ও গবাদি পশুপালন উরুগুয়ের প্রধান জীবিকা। তার প্রধান রপ্তানি মাংস, পশম ও দুগ্ধজাত পণ্য। কাঁচা চামড়া ও চর্মজ সামগ্রী, মাছ ও কিছু চালও রপ্তানি হয়। আমদানি করতে হয় জ্বালানি, লুব্রিক্যান্ট, যন্ত্রপাতি, ধাতব পদার্থ, রাসায়নিক। মোট জাতীয় উৎপাদন ৯১০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২,৯৩৫ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : প্রেসিডেন্ট প্রধান শাসক, মার্কিন ধাঁচের শাসনব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সচিবমণ্ডলী (ক্যাবিনেট) নিয়ে প্রশাসন। দুই-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ—জেনারেল অ্যাসেম্বলি। উচ্চকক্ষ চেম্বার অফ সেনেটরস, নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনাল (ব্লাঙ্কো) পার্টি, কলোরাডো পার্টি, ব্রড ফ্রন্ট কোয়ালিশন প্রভৃতি।

প্রচলিত মুদ্রা : নিউভো পেসো।

৫. এল সালভাদোর —

আয়তন : ২১, ০৪০ বর্গকিমি (৮,২৫৮ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৫৫,৭৫,০০০। অধিবাসীরা সালভাডোরান নামে পরিচিত। রাজধানী সান সালভাদোর।

ভৌগোলিক পরিচয় : মধ্য আমেরিকায়, প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে অবস্থিত দেশ। মধ্য আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে এল সালভাদোরের কোনও অতলান্তিক উপকূল নেই। দেশটির উত্তর ও পূর্বদিকে হুন্ডুরাস ও পশ্চিমে গুয়াতেমালা। আগ্নেয়গিরির লাভায় দেশটি দুহাজার ফুট উঁচু উপত্যকার মতো। মাটি উর্বর।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৫২৫ সালে এল সালভাদোর স্পেনের উপনিবেশ হয়। স্বাধীনতা অর্জন করে ১৮২১ সালে। প্রথমে মধ্য আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এল সালভাদোর তা থেকে বেরিয়ে আসে ১৮৩৮ সালে। এখন এল সালভাদোর শাসিত হয় ১৯৮৩ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে বলবৎ সংবিধান অনুসারে।

অর্থনীতি : মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে ও দেশের ৪০ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে নিযুক্ত। মোট রপ্তানির ৬৬ শতাংশ কৃষিপণ্য। কফিপ্রধান অর্থকরী ফসল, রপ্তানির ৪৫ শতাংশ কফি। অন্য রপ্তানির মধ্যে আছে চিনি, তুলো, চিংড়ি মাছ। আমদানি করে তেল, ভোগ্যপণ্য, খাদ্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সার। মোট জাতীয় উৎপাদন ৫৫০ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১,০১০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : মার্কিন ধাঁচের সংবিধান। প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক, তাঁকে সহায়তা করেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সচিবমণ্ডলী। এককক্ষ জাতীয় সংসদ, সদস্য সংখ্যা ৮৪। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আছে—ন্যাশনাল রিপাবলিকান অ্যালায়েন্স, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, ন্যাশনাল কনসিলিয়েশন পার্টি।

প্রচলিত মুদ্রা ঃ সালভাদোরান কলোন।

৬. কলম্বিয়া —

আয়তন : ১১,৪১,৭৪৮ বর্গকিমি (৪,৪০,৭১৫ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৩,৪৯,৪৩,০০০। অধিবাসীরা কলম্বিয়ান নামে পরিচিত। রেড ইন্ডিয়ানরা অদিবাসী, শ্বেতাঙ্গরা উপনিবেশী যাদের অধিকাংশ স্প্যানিশ আর কৃষ্ণাঙ্গদের একদা আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস রূপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সব মিলেমিশে একাকার, সকলেই কলম্বিয়ান। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। রাজধানী বোগোতা।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশ। প্রভিডেসিসিয়া, সান আন্দ্রেস ও মাপেলো দ্বীপ কলম্বিয়ার অন্তর্গত। ম্যাগদালেনা নদী উত্তর থেকে বেরিয়ে ক্যারিব সাগরে শেষ হয়েছে। দেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৫১০ সালে স্পেনের লোকেরা এখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। দীর্ঘ সংগ্রাম করে ১৮৮৬ সালে কলম্বিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

অর্থনীতি ঃ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ দেশ, কফি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে। রপ্তানির ১৯ শতাংশ তেল, তাছাড়া কফি, কলা, তাজা ফুল ও কয়লা। আমদানি করে শিল্প সরঞ্জাম, পরিবহণ সরঞ্জাম, খাদ্য, রাসায়নিক, কাগজ। বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন ৪.৫০০ কোটি ডলার। মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১,৩০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : প্রায় শতাব্দী কাল অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের পর গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। ১৯৯১ সালে নতুন সংবিধান বলবৎ হয়। মার্কিন ধাঁচের শাসনব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য শাসক, মন্ত্রিমণ্ডলীর সহায়তায় শাসনকার্য চালান। দু-কক্ষ জাতীয় সংসদ—কংগ্রেস। উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আছে—লিবারাল পার্টি, সোশ্যাল কনজারভেটিভ পার্টি, ন্যাশনাল সলভেশন মুভমেন্ট।

প্রচলিত মুদ্রা : পেসো।

৭. কিউবা—

আয়তন : ১,১৪,৫২৪ বর্গকিমি (৪২,৮২০ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা ঃ ১,১,০৮,৪৬,৮২১। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.০ শতাংশ। অধিবাসীরা কিউবান নামে পরিচিত। দেশের ৪৫ শতাংশ লোক ক্যাথলিক। ৯৬ শতাংশ সাক্ষর। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। রাজধানী হাভানা। কিউবার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত শিল্পসমৃদ্ধ শহর ও বন্দর। চুরুট, তামাক, চিনি, কফি ও ফলের জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ২১,০০০০। অন্যান্য শহর সান্দিয়াগো দি কিউবা, ক্যামাগে।

ভৌগোলিক পরিচয় : উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের খাঁড়ি ক্যারিব সাগরে অবস্থিত, পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি দ্বীপ ও কয়েকটি ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ফ্লোরিডা থেকে ১৪৫ কিমি দক্ষিণে। বছরে একবার প্রায়ই সামুদ্রিক ঝড়ে দেশের উপকূল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই দ্বীপে অবতরণ করে স্পেনের উপনিবেশ বলে ঘোষণা করেন। ১৯০১ সালে কিউবা স্বাধীন হয়। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গেভারা সামরিক-বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।

অর্থনীতি : কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ ছিল চিনি, যার অর্ধেকের বেশি কিনত সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ায় ও পূর্ব ইওরোপের বাজার হাতছাড়া হওয়ায় কিউবার অর্থনীতি সংকটে পড়ে। তেল ও অন্যান্য জ্বালানির অভাব শিল্প-সংকটের অন্যতম কারণ। ১৯৯১ সালে কিউবার মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্য ছিল ১৭০০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ১,৫৯০ ডলার। এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অটুট থাকার কালের হিসেব।

প্রশাসন ও সংবিধান : ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গেভারার নেতৃত্বে ১৯৫৯ সাল থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী একতন্ত্র কায়েম হয়। প্রেসিডেন্ট ও একটি কাউন্সিল শাসনকার্য চালায়। এককক্ষ জাতীয় সংসদ, নাম 'ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি অফ দি পিপলস পাওয়ার'। সংসদের আসন সংখ্যা ৫১০। তবে কিউবান কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি সি) দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারী। ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৬।

প্রচলিত মুদ্রা : কিউবান পেসো।

৮. কোস্টারিকা—

আয়তন : ৫১,১০০ বর্গকিমি (১৯,৭৩৫ বর্গমাইল)।

জনসংখ্যা : ৩১,৮৭,০৮৫। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ। অধিবাসীরা কোস্টারিকান নামে পরিচিত। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ, ইংরেজিও সুপ্রচলিত। রাজধানী সানজোসে, তিন লক্ষ লোকের শহর।

ভৌগোলিক পরিচয় : মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্র দেশ। উত্তরে নিকারাগুয়া ও দক্ষিণে পানামা। পূর্বে অতলান্তিক, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। কোস্টারিকার অধিকাংশ মালভূমি, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে তিন হাজার থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচু। প্রশান্ত মহাসাগরে, উপকূল ৪৮৩ কিমি দূরে অবস্থিত কোকোস দ্বীপ (১০ বর্গমাইল) কোস্টারিকার রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : কলম্বাস ১৫০২ সালে কোস্টারিকার সন্ধান পান ও নামকরণ করেন। স্প্যানিশ ভাষায় কোস্টারিকা শব্দটির অর্থ রিচ কোস্ট, সমৃদ্ধ উপকূল। স্পেনের উপনিবেশ কোস্টারিকা ১৮২১ সালে স্বাধীনতা পায়। সাময়িকভাবে স্বাধীনতা হারিয়ে ১৮৪৮ সালে রিপাবলিক হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনীতি : মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশ ও রপ্তানির ৭০ শতাংশ কৃষিপণ্য। কফি, কলা, বনজ সম্পদ, চিনি ও মাংস রপ্তানি করে তেল, যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, রাসায়নিক, সার, খাদ্যশস্য আমদানি করে। মোট জাতীয় উৎপাদন ৬৯০ ডলার মূল্যের। মাথাপিছু আয় ১৯০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। তাঁকে সহযোগিতা করেন দুজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিমণ্ডলী। এককক্ষ জাতীয় সংসদ—লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, তার সদস্য সংখ্যা ৫৭। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনাল লিবারেশন পার্টি, সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান ইউনিটি, মার্কসিস্ট পপুলার ভ্যানগার্ড পার্টি প্রভৃতি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : কোস্টারিকান কলোন।

৯. গায়ানা —

আয়তন : ২,১৪,৯৬৯ বর্গকিমি (৮২,৯৭৮ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৭,৪০,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ০.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা গায়ানিজ নামে পরিচিত। সরকারি ভাষা ইংরেজি, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষাও প্রচলিত। রাজধানী জর্জটাউন প্রধান শহর ও বন্দর। এর লোকসংখ্যা দু'লক্ষ। অন্যান্য শহর নিউ অ্যামস্টারডম, মাবারুমা।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত দেশ। উপকূল এলাকা সমতল, দক্ষিণে ধীরে ধীরে উঁচু পর্বতে মিশেছে। বিশাল বনভূমি, সমতল এলাকায় তৃণভূমি। খনিজ সম্পদ ও উর্বর মাটিতে সমৃদ্ধ দেশ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৮৩১ সালে ব্রিটেনের উপনিবেশ হয়, তখন নাম ছিল ব্রিটিশ গায়ানা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৮৩১ সালে ক্রীতদাস প্রথার অবসান হলে আখচাষের জন্য

শ্রমিকের অভাব হয়। তাই ভারত থেকে আখচাষীদের নিয়ে যাওয়া হয় সে দেশে, তারাই এখন গায়ানার লোকসংখ্যার ৫১ শতাংশ। স্বাধীন গায়ানার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ডাঃ ছেদি জগন। ১৯৬৬ সালে গায়ানা স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৭০ সালে কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়।

অর্থনীতি : গায়ানার প্রধান খনিজ সম্পদ বক্সাইট, কিছু পরিমাণ সোনাও পাওয়া যায়। তবে কৃষিপ্রধান জীবিকা। আখ, ধানের চাষ হয়, চাল, চিনি, গুড়, রাম, চিংড়ি ও বনজ সম্পদ চালান যায়। আমদানি করতে হয় তেল, ভোগ্যপণ্য, যন্ত্রপাতি। মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্য ২৫ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৩০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী মুখ্য প্রশাসক। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বল্লির সদস্য সংখ্যা ৬৫। প্রধান রাজনৈতিক দল—পিপলস প্রগ্রেসিভ পার্টি (পি পি পি), পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস (পি এন সি), ওয়ারকিং পিপলস অ্যালায়েন্স (ডবলিউ পি এ) প্রভৃতি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : গায়ানিজ ডলার।

১০. গুয়াতেমালা—

আয়তন : ১,০৮,৮৯০ বর্গকিমি (৪২,০৩১ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৯৭,৮৪,২৭৫। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৪। অধিবাসীরা 'গুয়াতেমালান' নামে পরিচিত। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ, তবে ব্যাপকভাবে রেড ইন্ডিয়ানদের কথ্যভাষা প্রচলিত। রাজধানী গুয়াতেমালা সিটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। অন্যান্য শহর—কেডাল তেনানগো, কুয়ের্তো বরিয়স।

ভৌগোলিক পরিচয় : মধ্য আমেরিকার দেশ। পর্বতময়, উপকূলভাগ সংকীর্ণ ও সমতল। পূর্বে অতলান্তিক, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। অনেক আগ্নেয়গিরি আছে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : সুপ্রাচীন মায়া সভ্যতার পীঠস্থান গুয়াতেমালা ১৫২৪ সালে স্পেনের উপনিবেশ হয় এবং একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৮৩৯ সালে। বহু সামরিক অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্র ফিরে এসেছে।

অর্থনীতি : কৃষিপ্রধান দেশ। মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৬ শতাংশ কৃষিজ পণ্য ও কৃষিকাজে দেশের ৬০ শতাংশ লোক নিযুক্ত। রপ্তানি করে কফি, চিনি, কলা ও মাংস। আমদানি করে জ্বালানি, খাদ্যশস্য, সার, যন্ত্রপাতি। মোট জাতীয় উৎপাদন ১১৭০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১২৬০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : মার্কিন ধাঁচের সংবিধান, প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক। এককক্ষ জাতীয় সংসদ—কংগ্রেস অফ দি রিপাবলিক, সদস্য সংখ্যা ১১৬। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনাল সেন্ট্রিস্ট ইউনিয়ন (ইউ সি এন), ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি (ডি সি জি)। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : কেত্জাল।

১১. গ্রেনাডা—

আয়তন : ৩৪০ বর্গকিমি (১৩১ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৮৪ হাজার। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ০.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা গ্রেনাডিয়ান নামে পরিচিত। প্রায় সকলেই ক্যাথলিক, কিছু প্রোটেস্টান্ট। সাক্ষর ৯৮ শতাংশ। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি। রাজধানী সেন্ট জর্জেস দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত প্রধান শহর ও বন্দর। অন্যান্য শহর—গ্রেনভিল, হিলসবরো।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরের ক্যারিব সাগরে অবস্থিত ওয়েস্টইন্ডিজ দ্বীপগোষ্ঠীর একটি দ্বীপ। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল থেকে দ্বীপটির দূরত্ব ১৬১ কিমি। দ্বীপটি আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি ও পর্বতময়।

ঐতিহাসিক পরিচয় ঃ ১৪৯৮ সালে কলম্বাস দ্বীপটির সন্ধান পান। তখন শুধু কিছু সংখ্যক রেড ইন্ডিয়ান সেখানে বাস করত, এখন তারা ওই দ্বীপরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু। ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার পর ১৯৭৪ সালে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অর্থনীতি : পর্যটন দ্বীপটির বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান সূত্র। তারপর কৃষি। রপ্তানি করে নাটমেগ, কোকোয়া, কলা, ভুট্টা ও কিছু টেক্সটাইল। আমদানি করে খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, তেল। জি.ডি.পি. ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, মাথাপিছু আয় ২,৮০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র। ব্রিটেনের রাণি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। জাতীয় সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়ী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা। দ্বিকক্ষ জাতীয় সংসদ। উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ হার্ডস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনাল ডেমক্র্যাটিক কংগ্রেস, গ্রেনাডা ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার।

১২. চিলি—

আয়তন : ৭, ৫৬, ৯৫০ বর্গকিমি (২,৯২,২৫৭ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ১,৩৫, ২৯,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা চিলিয়ান নামে পরিচিত। ৯৩ শতাংশ সাক্ষর। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। রাজধানী সান্তিয়াগো, ১৫৪১ সালে স্থাপিত। প্রশস্ত পদ তার বৈশিষ্ট্য। লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ। অন্যান্য শহর কনসেপশন, ভিনা দেল মার, তেমুসো।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকায় দক্ষিণ অংশের পশ্চিম প্রান্তে, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকে শীর্ণ দীর্ঘ দেশ। দেশের পূর্ব সীমান্তে অ্যান্ডিস পর্বতমালা। উত্তরে অ্যাটাকাসা মরুভূমি বিশ্বের শুষ্কতম অঞ্চল। প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ চিলির ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত। দক্ষিণ মেরুর কিছু অংশের ওপর চিলি দাবি রাখে। তামা উৎপাদনে চিলি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ। খনিজ ও বনসম্পদেও সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৫৪১ সালে স্পেন চিলিকে উপনিবেশ করে, তখনই সান্তিয়াগো নগরের পত্তন হয়। ১৮১৮ সালে চিলি স্বাধীন হয়। স্বাধীন হওয়ার পর কোনও সময়েই চিলিতে শান্তি স্থায়ী হয়নি। ১৯৭০ সালে সালভাদোর আলেন্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারে তৎপর হন। ১৯৭৩ সালে সি.আই.এ. প্ররোচিত সামরিক অভ্যুত্থানে জেঃ অগাস্তো পিনোচেত ক্ষমতা দখল করেন, আলেন্দে নিহত হন। ১৯৯০ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে।

অর্থনীতি : চিলির মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভাগ ৯ শতাংশ, শিল্পের ভাগ ৩৬ শতাংশ। চিলির মাটিতে উৎপন্ন হয় গম, যব, আঙুর, বিন, বিট, আলু। মাছ ও বনজ সম্পদেও চিলি সমৃদ্ধ। মোট জাতীয় উৎপাদন মূল্য ৩,০৫০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২,৩০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : ১৮৮৯ সালের ৩০ জুলাই সংশোধিত সংবিধান অনুসারে দেশ শাসিত হচ্ছে। মার্কিন ধাঁচের প্রশাসনিক কাঠামো। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক, মন্ত্রিমন্ডলীর সহায়তায় শাসনকার্য চালান। দ্বিকক্ষ জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল কংগ্রেস— উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১২০। অনেক দল মিলিত হয়ে প্রধান রাজনৈতিক দল কনসার্টেশন অফ পার্টিজ ফর ডেমক্রাসি, সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টি, ন্যাশনাল রেনভেশন প্রভৃতি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : চিলিয়ান পেসো।

১৩. জামেইকা—

আয়তন : ১০,৯৯০ বর্গকিমি (৪,২৩০ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ২৫,০৭,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ০.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা জামেইকান নামে পরিচিত। ভাষা ইংরেজি ও মিশ্রিত ভাষা ক্রিয়োল। রাজধানী কিংস্টন প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ। অন্যান্য শহর—মন্টেগোবে, স্প্যানিশটাউন, সেন্ট এন্ড্রুই।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরের অংশ, ক্যারিব সাগরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপগোষ্ঠীর একটি দ্বীপ। কিউবার ৯০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই দ্বীপটি পর্বতময়। জমি উর্বর ও দেশ খনিজ সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : কলম্বাস ১৪৯৪ সালে দ্বীপটির সন্ধান পান এবং ১৬৫৫ সাল পর্যন্ত স্পেনের অধীনে ছিল। তারপর ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়। আখের চাষ করার জন্য আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আনা হয়, তারাই এখন জামেইকার নাগরিক। ১৯৬২ সালে জামেইকা স্বাধীন রাষ্ট্র হয়।

অর্থনীতি : চিলি, বক্সাইট ও পর্যটন জামেইকার অর্থনীতির মূল বনিয়াদ। মোট জাতীয় উৎপাদনের ৯ শতাংশ কৃষি ও শ্রমশক্তির ২২ শতাংশ কৃষিকর্মে নিযুক্ত। রপ্তানির ২৭ শতাংশও কৃষি। প্রধান ফসল আখ, কলা, কফি, সাইট্রাস, আলু, সবজি।

মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের ভাগ ২৫ শতাংশ। রপ্তানি করে বক্সাইট, অ্যালুমিনিয়াম, চিনি, কলা। আমদানি করে তেল, যন্ত্রপাতি, খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম। মোট জাতীয় উৎপাদন ৩৬০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১৪০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ব্রিটেনের রানি রাষ্ট্রপ্রধান। মুখ্য শাসক প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা। ব্রিটিশ ধাঁচের শাসনব্যবস্থা। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ। উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল—পিপলস ন্যাশনাল পার্টি (পি এন পি) ও জামেইকা লেবর পার্টি (জে এল পি)। ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৮।

প্রচলিত মুদ্রা : জামেইকান ডলার।

১৪. মোডিনিকা—

আয়তন : ৭৫০ বর্গকিমি (২৯০ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৮৭,০৩৫। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ। অধিবাসীরা ডোমিনিকান নামে পরিচিত। প্রায় সকলেই কৃষ্ণাঙ্গ, কিছু রেড ইন্ডিয়ান। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি। রাজধানী রোজিউ। অন্যান্য শহর পোর্টসসাউথ, মেরিগট।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে পরিচিত দ্বীপগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমান্তের দেশ ভেনেজুয়েলার উত্তর সীমানা থেকে সামান্য উত্তরে অবস্থিত ডোমিনিকা দ্বীপ পাহাড় ও বনে ভরা। অধিকাংশ পাহাড়ই মৃত আগ্নেয়গিরি। মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় ও হঠাৎ বন্যায় উপকূল অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়। আবহাওয়া মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দৃষ্টিনন্দন বলে প্রচুর পর্যটক আকর্ষণ করে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : কলম্বাস ১৪৯৩ সালে দ্বীপটির সন্ধান পান। দ্বীপটির দখল নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ চলে, অবশেষে ১৮১৫ সালে ব্রিটেনের উপনিবেশ হয়। ১৯৭৮ সালে ডোমিনিকা স্বাধীনতা লাভ করে।

অর্থনীতি : কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ কৃষিকাজে নিযুক্ত ও জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ কৃষিজপণ্য। প্রধান ফসল কলা, সাইট্রাস, আম, নারকেল, আঙুর। এইসব ফল ও কাঠ চালান যায়, আমদানি হয় খাদ্য, ভোজ্যতেল, রাসায়নিক, জ্বালানি। মোট জাতীয় উৎপাদন ১৭ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : সাধারণতন্ত্রী বহুদলীয় গণতন্ত্র। জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের অনুমোদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন। প্রধান রাজনৈতিক দল—ডোমিনিকা ফ্রিডম পার্টি, ডোমিনিকা লেবার পার্টি, ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ।

১৫. ডোমিনিকান রিপাবলিক —

আয়তন : ৪৮, ৭৩০ বর্গকিমি (১৮,৮২১ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৭৫, ১৬, ০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা ডোমিনিকান নামে পরিচিত। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। রাজধানী সান্তো ডোমিঙ্গো প্রাচীন শহর ও বন্দর। অন্যান্য শহর—সান্তিয়াগো দি লোস ক্যাবালেরস, সান পেদ্রো দি মাকোরিস।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরে কিউবার পূর্বে অবস্থিত দ্বীপ হিসপানিওলা। তার পূর্বদিকে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে ডোমিনিকান রিপাবলিক। ডোমিনিকান রিপাবলিক পর্বতময়।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৪৯২ সালে কলম্বাস দ্বীপটির সন্ধান পান ও তার নাম দেন লা এসপানিওলা। ১৭৯৫ সালে দ্বীপটির পশ্চিম এক-তৃতীয়াংশ ফ্রান্সের দখলে যায় ও হাইতি নামে রাষ্ট্রের পত্তন হয়। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ, ডোমিনিকান রিপাবলিক স্পেনের দখলে থাকে। ১৮২১ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিক বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮২২ সালে হাইতিয়ানরা ডোমিনিকান রিপাবলিক দখল করে কিন্তু ১৮৪৪ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিক আবার স্বাধীন হয়।

অর্থনীতি : কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, শ্রমশক্তির ৪৯ শতাংশ কৃষিকাজে নিযুক্ত। আখপ্রধান অর্থকরী ফসল, তারপর কফি, তুলো, কোকোয়া, তামাক। ধান, আলু, ভুট্টা, কলার চাষ হয় তবে দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর নয়। রপ্তানি করে চিনি, কফি, কোকো, সোনা, ফেরোনিকেল। আমদানি করে খাদ্য, তেল, রাসায়নিক, ওষুধ প্রভৃতি। পর্যটন উন্নত শিল্প। মোট জাতীয় উৎপাদন ৭০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৯৫০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : সাধারণতন্ত্রী বহুদলীয় রাষ্ট্র। মার্কিন ধাঁচের প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সচিব মণ্ডলীর সহায়তায় প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র শাসন করেন। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল কংগ্রেস। উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আছে—সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান রিফর্মিস্ট পার্টি, ডোমিনিকান রেভোলিউশনারি পার্টি, ডোমিনিকান লিবারেশন পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : ডোমিনিকান পেসো।

১৬. ত্রিনিদাদ অ্যান্ড তোবাগো—

আয়তন . ৫,১৩০ বর্গকিমি (১,৮৬৪ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ১৩ লক্ষ। অধিবাসীরা ভিন্নভাবে ত্রিনিদাদিয়ান ও তোবাগোনিয়ান নামে পরিচিত। অধিবাসীদের ৪৩ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ, ৪০ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত, সংমিশ্রিত ১৪ শতাংশ। সরকারি ভাষা ইংরেজি। হিন্দি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষাও প্রচলিত। রাজধানী পোর্ট-অফ-স্পেন। অন্যান্য শহর—সান ফার্নাডো, আরিমা ও তোবাগো দ্বীপের প্রধান শহর স্কারবরো।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরে, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ কিমি দূরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ, দুটি প্রধান দ্বীপ ত্রিনিদাদ ও তোবাগো ছাড়াও কয়েকটি দ্বীপ ওই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। ত্রিনিদাদের দক্ষিণ ভাগ সমতল, ক্রমে উঁচু হতে

হতে উত্তরে পাহাড়। তোবাগো দ্বীপটি ঘন বনে আচ্ছন্ন। উর্বর ভূমি, খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ওয়েস্টইন্ডিজ দ্বীপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিক পরিচয় : কলম্বাস ১৪৯৮ সালে ত্রিনিদাদ দ্বীপটির সন্ধান পান। দ্বীপটি স্পেনের উপনিবেশ হয়। ১৭৯৭ সালে দ্বীপটি ব্রিটেনের অধিকারে আসে। ১৮৯৯ সালে ত্রিনিদাদ ও তোবাগো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৮৩৪ সালে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হলে আখচাষের জন্য শ্রমিকের অভাব ঘটে। তখন ভারতীয় আখচাষীদের নানা সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তারাই বর্তমান ভারতীয়দের পূর্বপুরুষ। ১৯৬২ সালে দ্বীপপুঞ্জটি স্বাধীনতা লাভ করে ও ১৯৭৬ সালে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়।

অর্থনীতি : তেল-সমৃদ্ধ দেশ। রপ্তানির শতকরা ৮০ ভাগ ও জাতীয় উৎপাদন মূল্যের ২৫ শতাংশ তেল রপ্তানির ৮০ ভাগ তেল, ৯ শতাংশ ইস্পাত, তাছাড়া সার, চিনি, কোকোয়া, কফি, সাইট্রাস ফল। আমদানি করে ভোগ্যপণ্য, মূলধনী পণ্য, শিল্পের কাঁচামাল। খাদ্যও অনেকটা আমদানি করতে হয়। পর্যটন উন্নত শিল্প। জাতীয় উৎপাদন ৪৯০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩,৬০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা তাঁর কাজের সহায়ক। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ, উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। প্রধান রাজনৈতিক দল—পিপলস ন্যাশনাল মুভমেন্ট, ইউনাইটেড ন্যাশনাল কংগ্রেস (মুখ্যত ভারতীয়দের দল—নেতা বাসুদেও পান্ডে), ন্যাশনাল অ্যালায়েনস ফর রিকনস্ট্রাকসন। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : ত্রিনিদাদ অ্যান্ড তোবাগো ডলার।

১৭. নিকারাগুয়া—

আয়তন : ১,২৯,৪৯৪ বর্গকিমি (৪৯,৩৬৩ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৩৮,৭৮,১৫০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ। অধিবাসীরা নিকারাগুয়ান নামে পরিচিত। সরকারি ভাষা স্প্যানিশ, অতলান্তিক উপকূল অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ান ভাষা প্রচলিত। রাজধানী মানাগুয়া, ওই নামের বড় হ্রদের তীরে অবস্থিত প্রধান শিল্পনগরী। অন্যান্য শহর—লিয়ঁ, গ্রানাদা।

ভৌগোলিক পরিচয় : মধ্য আমেরিকার বৃহত্তম ও সবচেয়ে জনবিরল দেশ। পূর্বে অতলান্তিক, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগব। খনিজ-সমৃদ্ধ দেশ, বনভূমি দেশের ৩৫ শতাংশ। বিধ্বংসী ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, সামুদ্রিক ঝড় নিকারাগুয়ার নিত্য সহচর।

ঐতিহাসিক পরিচয : স্প্যানিশ উপনিবেশিরা যখন ১৫২২ সালে প্রথম এই দেশে আসে তখন এখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ট্রাইবের নাম ছিল নিকারাগুয়া। তাই থেকে দেশের নাম। ১৮৩৮ সালে নিকারাগুয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

অর্থনীতি : দেশের শ্রমশক্তির ৪৪ শতাংশ কৃষিজীবী ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ কৃষিপণ্য। কফি, তুলো, আখ, কলা, ধান, সাইট্রাস ফল, বিন প্রভৃতি ফসল

জন্মায় এবং খাদ্যে স্বনির্ভর দেশ। রপ্তানি করে কফি, তুলো, চিনি, কলা, মাছ, মাংস ও রাসায়নিক। আমদানি করে তেল, ভোগ্যপণ্য, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি, কাপড়। মোট জাতীয় উৎপাদন ১৬০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৪২৫ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে বারবার সংবিধান বাতিল ও বদল হয়েছে। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে বর্তমান সংবিধান বলবৎ হয়। মার্কিন ধাঁচের সংবিধান। প্রেসিডেন্ট মুখ্য প্রশাসক, তাঁর সহকারী ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সচিবমণ্ডলী। জাতীয় সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। চোদ্দটি দল নিয়ে গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল অপোজিশন ইউনিয়ন (UNO), অন্যান্য দল সাদিনিস্তা ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ডেমোক্রাটিক কনজারভেটিভ পার্টি অফ নিকারাগুয়া, পপুলার অ্যাকশন মুভমেন্ট-মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট। ভোটাধিকার ১৬ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : কর্দোবা।

১৮. পানামা—

আয়তন : ৭৮,২০০ বর্গকিমি (৩০,১৯৩ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ২৫,৩০,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। অধিবাসীরা পানামিয়ান নামে পরিচিত। সরকারি ভাষা স্প্যানিশ, তবে ইংরেজি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রাজধানী পানামাসিটি। পানামা খাল যেখানে প্রশান্ত মহাসাগর ছুঁয়েছে তারই কোণে অবস্থিত শিল্পসমৃদ্ধ শহর। অন্যান্য শহর—ক্রিস্টবল, বালবোয়া, কলোন, ডেভিড।

ভৌগোলিক পরিচয় : মধ্য আমেরিকার দেশ। অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ড। পানামার উপকূল সমতল, অভ্যন্তরভাগ পর্বতময়। পূর্ব ও উত্তর-পূর্বদিক বনাচ্ছন্ন, দেশের ৫৪ শতাংশ বনভূমি।

ঐতিহাসিক পরিচয় : কলম্বাস ১৫০২ সালে তাঁর চতুর্থবার আমেরিকা অভিযান কালে পানামার সন্ধান পান। তারপর স্পেনের উপনিবেশ হয়। ১৮২১ সালে স্বাধীন হলেও দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ১৯০৩ সালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়।

অর্থনীতি : দেশের শ্রমশক্তির ২৫ শতাংশ কৃষি, বন ও মাছচাষের কাজে নিযুক্ত ও জাতীয় উৎপাদনের ১২ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। কলা, ধান, ভুট্টা, কফি, আখপ্রধান ফসল। ব্যাপকভাবে পশুপালন ও মাছচাষ হয়। খাদ্য ও সবজি আমদানি করতে হয়। নির্মাণ সরঞ্জাম, তৈল শোধনাগার, মদ, সিমেন্টের কারখানা, চিনিকল প্রধান শিল্প। মোট জাতীয় উৎপাদন ৫০০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ২,০৪০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : বারবার সংবিধান বদল হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধান ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় ব্যাপক সংশোধন করা হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতাই তার কারণ। মার্কিন ধাঁচের প্রশাসন, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্যশাসক। দুজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীসভার সহায়তায় শাসন-দায়িত্ব নির্বাহ করেন। এককক্ষ

জাতীয় সংসদ—লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনালিস্ট রিপাবলিকান লিবারেল মুভমেন্ট ও ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : বালবোয়া।

১৯. পারাগুয়ে—

আয়তন : ৪,০৬,৭৫০ বর্গকিমি (১,৫৭,০০৬ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৪৯,৩০,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ। অধিবাসীরা পারাগেয়ান নামে পরিচিত। সরকারি ভাষা স্প্যানিশ, স্থানীয় ভাষা গারানি সুপ্রচলিত। রাজধানী আসুনসিওন পারাগেয় নদীর তীরে অবস্থিত দেশের প্রধান বন্দর। শিল্প-সমৃদ্ধ শহর। অন্যান্য শহর—পুয়ের্তো প্রেসিডেন্ট স্ট্রয়েসনার, পেদ্রো যুয়ান সাবালেরো। বন্দর শহর কনসেপশন।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার একটি ভূমিবদ্ধ দেশ। অধিকাংশ নিম্ন ও জলাভূমি। পারগেয় নদী দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত চিহ্নিত করেছে পরনা নদী। দেশের ২০ শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য, ৩৫ শতাংশ বনভূমি। জলবিদ্যুতের বিপুল সম্ভাবনা।

ঐতিহাসিক পরিচয় : স্পেনের উপনিবেশ, ১৮১১ সালে স্বাধীন হয়। শতাব্দীকাল নানা অশান্তি ও অভ্যুত্থানের পর ১৯৯১ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে এসেছে।

অর্থনীতি : কৃষি ও বনের কাজে দেশের শ্রমশক্তির ৪৪ শতাংশ নিযুক্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। খাদ্যে স্বনির্ভর। রপ্তানি করে তুলো, সয়াবিন, কাঠ, ভেজিটেবল অয়েল, কফি, মাংস প্রভৃতি। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, পেট্রোলিয়ম, কাঁচামাল ইত্যাদি। মোট জাতীয় উৎপাদন ৭০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ১,৪৬০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : বহুবার সংবিধান বদলের পর বর্তমানে ১৯৯২ সালের ২০ জুন প্রবর্তিত সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন হচ্ছে। মার্কিন ধাঁচের প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক, মন্ত্রিমণ্ডলীর সহায়তায় দেশশাসন করেন। দ্বিকক্ষ জাতীয় সংসদ—কংগ্রেস। উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ চেম্বার অভ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—কলোরাডো পার্টি, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি, ফেব্রেরিস্তা রেভলিউশনারি পার্টি, পপুলার ডেমোক্রেটিক পার্টি। ভোট দেওয়ার বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছর।

প্রচলিত মুদ্রা : গারানি।

২০. পেরু —

আয়তন : ১২, ৮৫, ২২০ বর্গকিমি (৪,৯৬,২১৬ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ২,২৯,০৯,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.০ শতাংশ। অধিবাসীরা পেরুভিয়ান নামে পরিচিত। প্রায় সকলেই রোমান ক্যাথলিক। সরকারি ভাষা দুটি—

স্প্যানিশ ও কেচুয়া, তাছাড়া আয়সারা ভাষা সুপ্রচলিত। রাজধানী লিমা—শিল্পসমৃদ্ধ শহর। অন্যান্য শহর—আরেকিপা, ইকুইটোস, চিক্লাইয়ো ত্রুজিলো।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশ, উত্তর-দক্ষিণে উপকূল বরাবর মরুভূমি আটকাসা। দেশের মাত্র তিন শতাংশ জমি কর্ষণযোগ্য, ৫৫ শতাংশ বনভূমি। ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার, ভূমিধস, জমির অবক্ষয় পেরুর জনজীবনকে সন্ত্রস্ত করে। খনিজ-সমৃদ্ধ দেশ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : স্পেনের উপনিবেশ, ১৮২৪ সালে স্বাধীন হয়। ঠিকা শ্রমিকের অভাব মেটাতে ১৮৪৯-৭৪ সালে প্রায় ১ লক্ষ চীনাকে পেরুতে আনা হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান গণতন্ত্রকে স্থায়ী হতে দেয় না। ১৯৮০ সালে প্রবর্তিত সংবিধান ১৯৯২ সালে বাতিল হয়ে যায়।

অর্থনীতি : পেরুর শ্রমশক্তির ৩৫ শতাংশ কৃষিকাজে লিপ্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ১০ শতাংশ কৃষিপণ্য। প্রধান বাণিজ্য ফসল কফি, তুলো, আখ। তাছাড়া ধান, গম, আলু, কলার চাষ হয়। পশুপালন ব্যাপকভাবে প্রচলিত, মাছচাষেও উন্নত। তবে খাদ্য, ভোজ্যতেল ও সব্জিতে স্বনির্ভর নয়। উনিশ শতাংশ শ্রমজীবী খনি ও কলকারখানায় কাজ করে। প্রয়োজন মিটিয়ে খনিজ তেল রপ্তানি করতে পারে। তামা-দস্তা-সীসা-রুপার খনি আছে। সীসা উৎপাদনে পেরু দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রথম। মোট জাতীয় উৎপাদন ১,৯৬০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৯৪০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : ফরাশি ধাঁচের সংবিধান। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। প্রধানমন্ত্রী প্রশাসন-প্রধান। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ—কংগ্রেস। উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—চেঞ্জ ৯০, পপুলার ক্রিশ্চিয়ান পার্টি, পপুলার অ্যাকশন পার্টি, আমেরিকান পপুলার রেভোলিউশনারি অ্যালায়েন্স, ন্যাশনাল ফ্রন্ট অফ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : নিউ সোল।

২১. বলিভিয়া—

আয়তন : ১০,৯৮,৫৮১ বর্গকিমি (৪,২৪,০৫২ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৭৩,২৩,০৪৮। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা বলিভিয়ান নামে অভিহিত। স্প্যানিশ, কেচুয়া, আইমারা—তিনটিই সরকারি ভাষা। রাজধানী লা পাজ (প্রশাসনিক) ও সুক্রে (আইন ও বিচার বিভাগীয়)। অন্যান্য শহর—সান্তাক্রুজ, কোচাবাম্বা, ওরুরো, পতোসি।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার ভূমিবদ্ধ দেশ, সবটাই উঁচু উপত্যকা। লা পাজ বিশ্বের সর্বোচ্চ রাজধানী, টিটিকাকা বিশ্বের সর্বোচ্চ নাব্য হ্রদ। দেশের ৫২ শতাংশ স্থান বনভূমি। খনিজ-সমৃদ্ধ, খাদ্যে অনন্য-নির্ভর।

ঐতিহাসিক পরিচয় : রেড ইন্ডিয়ানদের ইনকা সভ্যতার পীঠস্থান। ষোড়শ শতাব্দীতে

স্প্যানিশ উপনিবেশীদের দখলে আসে। স্বাধীনতা পায় ১৮২৫ সালে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা সায়মন বলিভারের নামে দেশের নাম হয় বলিভিয়া। স্বাধীনতার পর থেকে অন্তত ষাটবার অভ্যুত্থান ঘটেছে বলিভিয়ায়।

অর্থনীতি : বলিভিয়া দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম দরিদ্র দেশ, শ্রমশক্তির ২৫ শতাংশ কর্মহীন। জাতীয় উৎপাদনের ২০ শতাংশ কৃষিপণ্য, কফি-কোকো-তুলো-যব-আখ-ধান-আলু প্রভৃতির চাষ হয়। খাদ্যে স্বনির্ভর। কোকা থেকে কোকেন উৎপন্ন হয় এবং কোকা উৎপাদনে সারা পৃথিবীতে পেরুর পরেই বলিভিয়ার স্থান। জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান ৩০ শতাংশ। মোট জাতীয় উৎপাদন ৪৬০ কোটি ডলার ও মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : ১৮২৫ সালে স্বাধীন দেশ চলে ১৯৬৭ সালের সংবিধান অনুসারে। মার্কিন ধাঁচের সংবিধান। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সচিবমন্ডলী দায়িত্ব পালনে সহায়ক। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ—ন্যাশনাল কংগ্রেস। উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—মুভমেন্ট অফ দি রেভোলিউশনারি লেফ্ট (এম. আই. আর), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন (এ. ডি. এন), ন্যাশনাল রেভোলিউশনারি মুভমেন্ট (এম. এন. আর)। ভোটাধিকার বাধ্যতামূলক, বিবাহিত ১৮ বছর বয়সে, অবিবাহিত ২১ বছরে।

প্রচলিত মুদ্রা : বলিভিয়ানো।

২২. ব্রাজিল—

আয়তন : ৮৫,১১,৯৬৫ বর্গকিমি (৩২,৮৫,৬১৮ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ১৫, ১৯,৮৯,০০০। বার্ষিক হার ১.৮ শতাংশ। অধিবাসীরা ব্রাজিলিয়ান নামে উল্লেখিত। জনসংখ্যায় ব্রাজিল পৃথিবীর পঞ্চম দেশ। সরকারি ভাষা পর্তুগিজ, তবে ইংরেজি, স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষা প্রচলিত। ব্রাসিলিয়া ১৯৬০ সাল থেকে দেশের রাজধানী, সুপরিকল্পিত শহর। অন্যান্য শহর—সাওপলো, বেলো হরিজন্তে, ফিউরিতিবা, মানাউস, ফোর্তেলাজা।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড নিয়ে ব্রাজিল। জনসংখ্যায় যেমন, ভৌগোলিক আয়তনেও তেমনই ব্রাজিল পৃথিবীর পঞ্চম স্থানীয় দেশ। ব্রাজিলের এক-তৃতীয়াংশ স্থান আমাজন ও তার দুই শতাধিক উপনদীর জলে সিঞ্চিত। ব্রাজিলের অধিকাংশ স্থান সমতল ও নিম্নভূমি। দেশের ৬৭ শতাংশ বনভূমি। খনিজ পদার্থেও সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৫০০ সালে পর্তুগিজ নাবিকরা এখানে আসা শুরু করেন এবং ১৫৪৯ সালে ব্রাজিলকে পর্তুগিজ উপনিবেশ বলে ঘোষণা করা হয়। জনবিরল ব্রাজিলে কৃষিকাজের প্রয়োজনে পর্তুগিজরা আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাস রূপে ধরে আনে। ১৮২২ সালে ব্রাজিল পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

অর্থনীতি : একটানা রাজনৈতিক অশান্তি ও সুপরিকল্পিত অর্থনীতির অভাবে বিপুল সম্ভাবনাময় দেশ ব্রাজিল বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত। ১২,২০০ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ করে ব্রাজিল এক অবাঞ্ছিত বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে। কফি ও কমলালেবু রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম স্থানাধিকারী দেশ, সয়াবিন রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে। ধান, যব, আখ, কোকোয়ার চাষ হয়। খাদ্যে স্বনির্ভর, শুধু গম ছাড়া। দেশের শ্রমশক্তির ৩১ শতাংশ কৃষিজীবী। রপ্তানি করে কফি, সয়াবিন, কমলালেবুর রস, জুতো, মাংস, আকরিক লোহা। আমদানি করে অপরিশোধিত তেল, ভোগ্যপণ্য, রাসায়নিক, কয়লা ও যন্ত্রপাতি। মোট জাতীয় উৎপাদন ৩৫,৮০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২,৩০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র, মোট ২৬টি রাজ্যে বিভক্ত। ১৮২২ সালে স্বাধীন হলেও বর্তমানে দেশ শাসিত হচ্ছে ১৯৮৮ সালের সংবিধান অনুসারে। মার্কিন ধাঁচের প্রশাসন, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক। একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নির্বাহে সহায়ক। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ—ন্যাশনাল কংগ্রেস, উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন পার্টি (P.R.N), ব্রাজিলিয়ান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট পার্টি (P.M.D.B), লিবারেল ফ্রন্ট পার্টি। ভোটাধিকার ১৬ বছর বয়সে ইচ্ছাধীন, ১৮-৭০ বছর বয়সে বাধ্যতামুলক, ৭০ উত্তীর্ণ বয়সে ইচ্ছাধীন।

প্রচলিত মুদ্রা : ক্রুজাদো।

২৩. ভেনেজুয়েলা—

আয়তন : ৯,১২,০৫০ বর্গকিমি (৩,৫২,১৬২ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ২,০৭,০২,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ। অধিবাসীরা ভেনেজুয়েলান নামে পরিচিত। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ, রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে কথ্যভাষা প্রচলিত। রাজধানী কারাকাস ভেনেজুয়েলার প্রধান শহর। অন্যান্য শহর—বারকিসিমেতো, ভ্যালেন্সিয়া ও বন্দর শহর মারাসাইবো।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরখণ্ডে, অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত দেশ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলার বনভূমি দেশের ৩৯ শতাংশ স্থান জুড়ে। বন্যা, পাহাড়ধস, মাডস্লাইড, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝে মাঝেই ঘটে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ঝর্না এঞ্জেল ফলস এখানেই।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৪৯৮ সালে তৃতীয় অভিযান কালে কলম্বাস দেশটি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে স্পেনের উপনিবেশ হয়। সায়মন বলিভারের নেতৃত্বে ১৮১০ সালে ভেনেজুয়েলা স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

অর্থনীতি : পেট্রোলিয়ম জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদ। পেট্রোলিয়ম, বক্সাইট, আকরিক লোহা, কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। আমদানি করে খাদ্যশস্য, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি, পরিবহণ সরঞ্জাম। মোট জাতীয় উৎপাদন ৫,২৩০ কোটি ডলার, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২,৫৯০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : রাজনৈতিক অস্থিরতায় বারবার সংবিধান বাতিল ও বদল হয়েছে। বর্তমানে দেশশাসন হয় ১৯৬১ সালের সংবিধান অনুসারে। মার্কিন ধাঁচের শাসন-ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক, কাউন্সিল অফ মিনিস্টারস-এর সহায়তায় রাষ্ট্রশাসন করেন। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ—কংগ্রেস অফ দি রিপাবলিক। উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টি, ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন, মুভমেন্ট টুয়ার্ডস সোশ্যালিজম। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : বলিভার।

২৪. মেক্সিকো—

আয়তন : ১৯,৫৮,২০১ বর্গকিমি (৭,৫৬,১৯৮ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৯,২৩,৮০,৭২১। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা মেক্সিকান নামে পরিচিত। রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। রাজধানী মেক্সিকো সিটি শিল্পসমৃদ্ধ শহর ও সংস্কৃতিকেন্দ্র। অন্যান্য শহর—গুয়াদালাজারা, মন্তেরি ও বন্দর শহর ভেরাক্রুজ।

ভৌগোলিক পরিচয় : উত্তর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর দক্ষিণে অবস্থিত দেশ। পূর্বে অতলান্তিক, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। পর্বতময় দেশ, মাঝে মাঝে উপত্যকা ও মরুভূমি। উপকূলভাগ সমতল। প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে প্রায়ই সামুদ্রিক ঝড় হয়, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে হয় বিধ্বংসী ভূমিকম্প। পোপোকেটাপেটেল বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। খনিজ-সমৃদ্ধ দেশ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ। মায়া, টোলটেক ও আজটেক সভ্যতার লীলাভূমি ১৫১৯-২১ সালে স্পেনের অধিকারে আসে ও প্রায় ৩০০ বছর স্প্যানিশ উপনিবেশ ছিল। ১৮১০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে ও ১৮১১ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। ১৮৪৬-৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সঙ্গে যুদ্ধে বিস্তীর্ণ অঞ্চল হারায়। ওই বেদখল এলাকায় গড়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রর কালিফোরনিয়া, নেভাদা, উটা, অ্যারিজোনার অধিকাংশ, নিউমেক্সিকো, ওয়াইয়োমিং ও কলোরাডো রাজ্যের কিছু অংশ। বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ও একনায়কতন্ত্রর পর বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে এসেছে।

অর্থনীতি : তেলনির্ভর অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ওঠাপড়ার ওপর মেক্সিকোর অর্থনীতির উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল। রপ্তানি করে অপরিশোধিত তেল, তেলজাত পণ্য, কফি, চিংড়ি, তুলো, তামাক, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি। আমদানি করে খাদ্যশস্য, কৃষির যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি। মোট জাতীয় উৎপাদন ২৮, ৯০০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৩,২০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : কেন্দ্রীয় শাসনাধীন যুক্তরাষ্ট্র ৩১টি অঙ্গরাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। মার্কিন ধাঁচের প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মনোনীত মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন-দায়িত্ব। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ—ন্যাশনাল কংগ্রেস, উচ্চকক্ষ সিনেট

ও নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—ইনস্টিটিউশনাল রেভোলিউশনারি পার্টি (পি.আর.আই), ন্যাশনাল অ্যাকশন পার্টি (পি.এ.এন), পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টি (পি.পি.এস), ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনারি পার্টি (পি.আর.ডি)। সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : পেসো।

২৫. সুরিনাম—

আয়তন : ১,৬৩,২৭০ বর্গকিমি (৬৩,২৪৩ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৪,১০,০১৬। বার্ষিক বৃদ্ধির হার বছরে ১.৫ শতাংশ। অধিবাসীরা সুরিনামার নামে পরিচিত। সরকারি ভাষা ডাচ, তবে ইংরেজি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এছাড়া হিন্দি (ভোজপুরি), জাভানিজ, শ্রনম টঙ্গো সাধারণ মানুষদের কথ্যভাষা। রাজধানী পারামারিবো ১৫৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত শহর ও বন্দর। অন্যান্য শহর—নিউ নিকেরি, ব্রকোপোন্ডো, নিউআমস্টার্ডম।

ভৌগোলিক পরিচয় : দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তে, অতলান্তিক মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত দেশ। পর্বতময় ও ঘনবনাচ্ছন্ন, উপকূলভাগ সংকীর্ণ সমতল। কাঠ, জলবিদ্যুৎ, মাছ, চিংড়ি, বক্সাইট, লোহা ও কিছু পরিমাণে নিকেল, তামা, প্ল্যাটিনাম, সোনা পাওয়া যায়। দেশের ৯৭ শতাংশ বনভূমি।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৬৬৭ সালে হল্যান্ডের উপনিবেশ হয়। ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করলে দেশের ৪০ শতাংশ লোক হল্যান্ডে চলে যায়। প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান হয় ১৯৮০ সালে। ১৯৮৭ সালে নতুন সংবিধান চালু হয়, রামসেবক শঙ্কর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে শঙ্কর উৎখাত হন। ১৯৯২ সালে শান্তি ও গণতন্ত্র ফিরে আসে।

অর্থনীতি : প্রধান সম্পদ বক্সাইট। রপ্তানি থেকে আয়ের ৭০ শতাংশ ও রাজস্বের ৪০ শতাংশ আসে বক্সাইট থেকে। অন্যান্য রপ্তানির মধ্যে আছে চাল, কাঠ, বনজ সম্পদ, চিংড়ি, মাছ, কলা। আমদানি করতে হয় যন্ত্রপাতি, তেল, খাদ্য, তুলো, ভোগ্যপণ্য। মোট জাতীয় আয় ১৪০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৩,৪০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা নিয়ে প্রশাসন। এককক্ষ জাতীয় সংসদ—ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। সব দল জাতি গোষ্ঠীভিত্তিক। চার দল মিলিয়ে নিউ ফ্রন্ট ক্ষমতাসীন দল। তার মধ্যে ভারতীয়দের দল প্রগ্রেসিভ রিফর্ম পার্টির নেতা জগন্নাথ লছমন। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : সুরিনাম গিল্ডার।

২৬. সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইন্‌স—

আয়তন : ৩৮৮ বর্গকিমি (১৫০ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ১,১৫,৩৩৯। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ। অধিবাসীরা

ভিনসেনশিয়ান নামে পরিচিত। সকলেই কৃষ্ণাঙ্গ, কিছু শ্বেতাঙ্গ, রেড ইন্ডিয়ানের সংমিশ্রণ। ভাষা ইংরেজি। রাজধানী কিংস্টাউন দেশের প্রধান বন্দর, সেন্ট ভিনসেন্ট দ্বীপে অবস্থিত। অন্যান্য শহর জর্জ টাউন, চ্যাটিউবেলিয়ার।

ভৌগোলিক পরিচয় : উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে পরিচিত দ্বীপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আগ্নেয়গিরি ও ঘন বনভূমি দ্বীপদুটির বৈশিষ্ট্য। সেন্ট ভিনসেন্ট দ্বীপে সুফ্রিয়েরে আগ্নেয়গিরি জাগ্রত। সামুদ্রিক ঝড় প্রায়ই আঘাত হানে। কর্ষণযোগ্য জমি ৩৮ শতাংশ, বনভূমি ৪১ শতাংশ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৪৯৮ সালে কলম্বাস দ্বীপগুলির সন্ধান পান। দখল নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১৭৮৩ সালে ব্রিটেনের অধিকার কায়েম হয়। ১৯৭৯ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

অর্থনীতি : দেশের ৬০ শতাংশ লোক কৃষিজীবী ও জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ কৃষিপণ্য। পশুপালন ও মাছধরা অনেকের জীবিকা। শিল্পও কৃষিভিত্তিক, চিনি, ময়দা, রাম, খাদ্যপ্রস্তুতি, সিমেন্ট, আসবাবের কারখানা আছে। জাতীয় উৎপাদনে শিল্পর দান ১৪ শতাংশ। পর্যটন অন্যতম শিল্প। মোট জাতীয় আয় ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, মাথাপিছু আয় ১,৩০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। ব্রিটেনের রাণি রাষ্ট্রপ্রধান, তার প্রতিনিধি গভর্নর-জেনারেল রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা দেশের শাসনকার্য চালান। জাতীয় সংসদ—হাউস অফ অ্যাসেমব্লি। প্রধান রাজনৈতিক দল—নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি, সেন্ট ভিনসেন্ট লেবর পার্টি, ইউনাইটেড পিপলস মুভমেন্ট। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার।

২৭. সেন্ট লুসিয়া—

আয়তন : ৬২০ বর্গকিমি (২৩৮ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ১,৫১,৭৭৪। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশ। অধিবাসীরা সেন্ট লুসিয়ান নামে পরিচিত। ভাষা ইংরেজি, কিছু লোক ভাঙা ফরাসি ভাষায় কথা বলে। রাজধানী কাস্ট্রিজ, দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। অন্যান্য শহর—ভিউফোর্ট, সুফ্রিয়ের।

ভৌগোলিক পরিচয় : অতলান্তিক মহাসাগরের উত্তরভাগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে দ্বীপগোষ্ঠীর অন্যতম। পর্বতময়, মাঝে মাঝে উর্বর উপত্যকা। কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে। পাহাড়ের গা থেকে নামা অনেক নদী ও ঝর্না মাটিকে উর্বর করেছে। জলবিদ্যুতের বিপুল সম্ভাবনা। বন, বালুময় সমুদ্রতীর, ধাতব জলের ঝর্না পর্যটক আকর্ষণ করে। ঝড় ও আগ্নেয়গিরি দ্বীপবাসীদের সন্ত্রস্ত রাখে।

ঐতিহাসিক পরিচয় : ১৫০৩ সালে স্পেনের নাবিকরা দ্বীপটির সন্ধান পায়। প্রথমে স্পেন, তারপরে ফ্রান্স, পরিশেষে ব্রিটেন ১৮০৩ সালে দ্বীপটি দখল করে। ১৯৭৯ সালে সেন্ট লুসিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়।

অর্থনীতি : কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, রপ্তানির ৫৪ শতাংশ কলা। তাছাড়া আছে কোকোয়া, সবজি, ফল, নারকেল। আমদানি করে যন্ত্রপাতি, পরিবহণ সরঞ্জাম, খাদ্য, রাসায়নিক, জ্বালানি। পর্যটন বিদেশি মুদ্রা অর্জনের প্রধান সূত্র। মোট জাতীয় আয় ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার, মাথাপিছু আয় ১,৯৩০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। ব্রিটেনের রানি রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁর প্রতিনিধি গভর্নর-জেনারেল। শাসন-দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার হাতে। দ্বিকক্ষ জাতীয় সংসদ—পার্লামেন্ট। উচ্চকক্ষ সিনেট, নিম্নকক্ষ হাউস অফ অ্যাসেমব্লি। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল—ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি, সেন্ট লুসিয়া লেবর পার্টি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার।

২৮. হাইতি—

আয়তন : ২৭,৭৫০ বর্গকিমি (১০,৭১২ বর্গমাইল)।

লোকসংখ্যা : ৬৪,৩২,০০০। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৩ শতাংশ। অধিবাসীরা হাইতিয়ান নামে পরিচিত। সরকারি ভাষা ফরাসি, তবে তা দশ শতাংশ লোক জানে, সকলে ক্রিওল ভাষায় কথা বলে। রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্স হাইতির প্রধান শিল্পবন্দর। অন্যান্য শহর—ক্যাপ-হাইতিয়েন, গনেইভস, লে কায়ে।

ভৌগোলিক পরিচয় : ক্যারিব সাগরের দ্বীপ হিসপানিওলা, তার পূর্বাংশ নিয়ে হাইতি। অপর অংশ ডোমিনিকান রিপাবলিক নামে আর একটি রাষ্ট্র, হিসপানিওলা, যার অর্থ লিটল স্পেন, ১৪৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। হিসপানিওলার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত হাইতি পর্বতময়, সামুদ্রিক ঝড় ও ভূমিকম্প তার নিত্যসঙ্গী। বক্সাইট খনিজ সম্পদ, কৃষিভূমি ২০ শতাংশ।

ঐতিহাসিক পরিচয় : আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীনতম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ও ওই মহাদেশের একমাত্র দেশ যার সরকারি ভাষা ফরাসি। ১৬৯৭ সালে হাইতি ফ্রান্সের উপনিবেশ হয়। ১৭৯১ সালে দ্বীপের ৫ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। নেপোলিয়ন ওই বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই ১৮০৪ সালে হাইতি স্বাধীন হয়। হাইতির পরের ইতিহাস শুধু অন্তর্দ্বন্দ্ব, অভ্যুত্থান ও একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস। ১৯৯১ সালে হাইতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে।

অর্থনীতি : দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোকের চরম দারিদ্র্যে দিন কাটে। শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশ কৃষিকাজে লিপ্ত ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৮ শতাংশ কৃষিপণ্য। কফি, আখ, আম, কাঠ প্রধান বাণিজ্য ফসল। তাছাড়া ধান, যব সামান্য হয়। খাদ্যে অন্যনির্ভর। চিনি, ময়দা, কাপড়, সিমেন্ট প্রভৃতির কারখানা আছে। পর্যটন উন্নত শিল্প। মোট জাতীয় আয় ২৭০ কোটি ডলার, মাথাপিছু আয় ৪৪০ কোটি ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান : ১৮০৪ সালে স্বাধীন হলেও হাইতি শাসিত হচ্ছে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে প্রবর্তিত সংবিধান অনুসারে এবং সেই সংবিধানও পর্যবেক্ষণাধীন।

এতেই হাইতির রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন ধাঁচের সংবিধান, প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সচিবমণ্ডলী দেশের মুখ্য প্রশাসক। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ—ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। উচ্চকক্ষ সিনেট। নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজ। প্রধান রাজনৈতিক দল—ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর চেঞ্জ অ্যান্ড ডেমোক্রেসি—এটি কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জোট, ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ রেভোলিউশনারি পার্টি, মুভমেন্ট ফর ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন প্রভৃতি। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

প্রচলিত মুদ্রা : গউরদে।

উপসংহারে মন্তব্য

উপরের আলোচনার মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা উপস্থাপন করা হল, তার থেকে এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, একমাত্র কিউবা (নানা বিতর্ক সত্ত্বেও) ছাড়া এই মহাদেশের অন্যান্য বেশিরভাগ দেশের সংবিধান ও আদর্শ মার্কিন/ব্রিটিশ ধাঁচের আদলে গড়া। এই মহাদেশের কিউবা দেশটি কিন্তু এখনও 'সূর্যের মতো তেজস্বী' বিপ্লবী আদর্শিক অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীতে বিরাজ করছে : কিউবা এখনও একটি দুর্দান্তবান জীবন্ততম জীবনের শিরোনাম হয়ে টিকে/বেঁচে আছে। অতএব 'নাই নাই ভয়'—কিউবার অমৃত মন্ত্র আজো অস্তিত্ববান বিপ্লবী মানবিকী আদর্শ হয়ে আছে : দুনিয়ার কমিউনিস্টদের কাছে এটাই একমাত্র ভরসার কথা: আমরা করব জয়, নিশ্চয়/বুকে গভীর আছে প্রত্যয়—পৃথিবীর বর্তমান কমিউনিস্ট উলটপুরাণ নস্যাৎ/খারিজ করে, এই শীতঘুমের পর একদিন দেখা দেবে : জীবন্ততম জীবনের শুভ্র বিপ্লবী মানবিকী ভোর—শুদ্ধ-সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনের অন্বিষ্ট আদর্শ। অতএব 'আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে'—এই সাময়িক সংকট একদিন কাটবেই এবং তখনই এই সায়ন্তন খাজির করে দেখা দেবে নবায়নের উজ্জ্বলতম সুলগ্নদ্বীপ সূর্যাশ্ব : 'নব আনন্দে জাগো'র দ্বন্দ্বাত্মিক সন্ধিমুহূর্ত—সম্ভাবনার বলিষ্ঠ বিপ্লবী রোমান্টিক শিল্প—আর এটাই আজকের অন্ধকারে আশাবাদী রোমান্সের আদর্শিক আলোকস্তম্ভ : মাভৈঃ—মাভৈঃ—চরৈবেতি—আগে চল, আগে চল, ভাই......*

* যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্র অভিধান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৯৭৫—এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে এই পুস্তক থেকে সিংহভাগ সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী চিন্তা ও সংগ্রাম : ঐতিহ্য থেকে সাম্প্রতিক

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

'লাতিন আমেরিকা' শব্দটি উচ্চারণ করলেই মনের মধ্যে এক গভীর অর্থানুষঙ্গ ভেসে ওঠে। 'আমেরিকা' বললে আবার একটা নেতিবাচক চিন্তা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। যাকে মানবসমাজ ও মানবিকতার পরিপন্থী বলা যায়। আদতে লাতিন আমেরিকা একটি আলাদা সম্ভ্রমের জন্ম দেয় সবার মনে। প্রাথমিকভাবে লাতিন আমেরিকা বলতে বোঝায় এক বিরাট ভৌগোলিক অঞ্চল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর দক্ষিণে অবস্থিত মেক্সিকো থেকে মানামা পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যভাবে বলা যায় লাতিন আমেরিকাভুক্ত যে দেশগুলি আমেরিকা একসময় দখল করেছিল এবং যেখানে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষাদুটি প্রতিষ্ঠিত। লাতিন আমেরিকা কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিয়ো গ্রান্দে (বড় নদী) থেকে সাত হাজার মাইল দক্ষিণে কেপহর্ন পর্যন্ত প্রসারিত। লাতিন আমেরিকার অঞ্চলে স্প্যানিশ ভাষার দেশ হল আঠারো। এছাড়া আছে ফরাসি, আইতি (হাইতি) এবং পাঁচটি ইংরেজ ভাষাভাষীর ক্যারিবিয় দেশ। সব মিলিয়ে জনসংখ্যা হল প্রায় ৩৫ কোটি এবং ভৌগোলিক আয়তন প্রায় ৮০ লক্ষ বর্গমাইল। এই অঞ্চলে পাহাড় আছে অনেক। কয়েকটি শহর যেমন মেক্সিকো বোনেড়া কিতো, লা-পাজ এবং সাওপাওলো পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই রয়েছে উপকূলবর্তী ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জ। আদতে লাতিন আমেরিকার জনগোষ্ঠী হল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের পরিযায়ী (Migrating) মানুষ। এর ফলে এসব অঞ্চলে ঘটেছে বহুমুখী মিশ্রণ। জাতির অস্তিত্ব ভাষা ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে সেই কারণে লাতিন আমেরিকার দেশে বহুজাতিক মিশ্রণ ঘটেছে অনায়াসে। এবং তার ফলে দ্বন্দ্ব যেমন হয়েছে তেমনি ঘটেছে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে অভিযোজন (Adaptation)। জনগোষ্ঠীর এই বিরাট প্রবেশ ঘটেছে কমবেশি ২০০০০ থেকে ৪০০০০ বছর আগে।

।। দুই।।

লাতিন আমেরিকার সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মূল অধিবাসী। আদিবাসী জনজাতির সঙ্গে অন্যান্য পরিযায়ী (Migrating) জনগোষ্ঠীর সংবস্থান ও সংগ্রাম। সেক্ষেত্রে মায়াগোষ্ঠীর কথা বলতেই হয়। ইতিহাসের বিচারে মায়াসভ্যতার দুটো ভাগ আছে। একটিকে বলা হয় ক্লাসিক বা সর্বোচ্চ এবং অপরটির নাম লেট বা পরবর্তী পর্ব। প্রথম স্তরে মায়ারা বাস করত গুয়াতেমালায়। মায়াদের সঙ্গে আরেকটি সভ্যতার

নাম উল্লেখ করতেই হয়। সেটি হল আজতেক। আজতেকরা তেরো শতকে মেক্সিকা উপত্যকায় প্রবেশ করে সেখানকার কিছু শহর দখল করে এবং ১৩২৫ সালে গড়ে তোলে সুন্দর রাজধানী তেনোচতিতলান। পরের দিকে মধ্য আমেরিকায় আরও সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এককথায় বলা যায় লাতিন আমেরিকার ইতিহাস অত সহজ নয়। বিভিন্ন অঞ্চল, দেশকে যে যেমন পেরেছে দখল করেছে। এর ফলে অঞ্চলগুলির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে কোনও সময়েই স্থিরতা আসেনি। কলম্বাসের আবিষ্কারের (১৪৯২) পর স্পেনে উত্তর থেকে দক্ষিণে ওরেগন, কোলেরাদো, চিলি (চিলে) এবং আর্জেন্তিনা (আরহেনতিনা) দখল করে। এরপর গড়ে উঠল হাভানা (১৫১৯) মেক্সিকো শহর (১৫২১) লিমা (১৫৩৫) বুয়েনস আইরেস (১৫৩৬) বোগোতা (১৫৩৮) এবং সান্তিয়াগো দে চিলে (১৫৪১)। সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ইনকারা। ইনকা সাম্রাজ্য আন্দেজ পর্বতমালার পরিবেশে পেরুর কুজকো থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে কেবল স্পেন বা পর্তুগাল নয়, ইউরোপও দেশ দখলের খিদে সামলাতে পারেনি। ওলন্দাজরা ১৬৩০-৫০ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের এক তৃতীয়াংশ দখল করেছিল। ১৬২৪ সালে ইংরেজরা ক্যারিবিয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করে। সতেরো দশকে ফরাসিরা দখল করল মার্তিনী এবং গুয়াদেলুপ। এই দখল, শাসন মানেই সবদিক থেকে শোষণ। এইসব দেশের জনজাতির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এককথায় শেকড়ের শ্বাসপ্রশ্বাসকে গ্রাস করার চেষ্টা করল বিদেশিরা। কিন্তু বিজিত দেশ-এর মূল অধিবাসী ও আদিবাসীরা তাদের সত্তা, অস্তিত্বকে হারাতে চায়নি। এই দুই-এর টানাপোড়েনের ফলে তৈরি হয়েছিল পার্থক্য, দূরত্ব ও সংঘাত। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে তাই ধারাবাহিকভাবে অস্থিরতা, অশান্তির বীজ বপন হয়েছিল। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে সেই চিত্রনাট্যেরই অন্বেষণ চলবে।

।। তিন।।

আঠারো শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতক পেরিয়ে ত্রিশ শতকের গোটা সময়টায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে আমরা দেখেছি স্বাধীনতা ও সংযুক্তি সংগ্রামের বর্ণময় লড়াই। শোষণ, শাসন, দমনের যে অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের হয়েছে তার থেকেই জন্ম নিয়েছে সংগ্রামের চেতনা, প্রতিবাদের ভাষা ও প্রতিরোধের পদ্ধতি নিষ্ঠুর শোষণ প্রক্রিয়ার ফলে অনিবার্যভাবে গড়ে উঠেছে অসাম্য, দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য, অসাম্যর যন্ত্রণা জনগণের মনে শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছে। ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক চিন্তা যুক্ত হয়েছে। তাই ব্যাপক সাধারণ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য থেকে মিলেছে সংগ্রামের ভাষা। জীবন-এর পাঠ থেকে অভাব-অসাম্যর মর্ম বুঝতে পারলে প্রতিবাদের শিক্ষা হয় মজবুত। এই সংগ্রামী চেতনা মানুষকে করে তোলে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। তাই মৃত্যুভয় সেখানে হার মানে। ঠিক এইভাবেই লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা, ইকুয়েদর, বলিভিয়া এবং কিউবার

মধ্যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লবের বীজ বপন হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিপ্লবের অর্থ কেবল মার্কসবাদের সূত্রে আবদ্ধ নয়। এসব দেশে শাসন-শোষণ, অন্যায়, অবিচারকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করার সংগ্রামকেই বৈপ্লবিক চিন্তা বলা হয়েছে। পরদেশের শাসন-দমনকে অস্বীকার করার সমাজ-মনস্তত্ত্ব সেখানে ক্রমশ গড়ে উঠেছে। আবার এও সত্যি যে সংগ্রামকে পিছিয়ে নেবার মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানও থাকে। সমাজবিজ্ঞানসম্মত এই বাস্তবতা যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সত্যি তেমনি লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ক্ষেত্রেও সমান বাস্তব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্রপট কিছুটা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার কারণ হল আমাদের দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মের বহুমুখী বৈচিত্র্য। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সেই সূত্রে গড়ে ওঠা জাতীয় মানসিকতা সংগ্রামের ব্যাপক মঞ্চে অনেক সময় বাধা সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ভাষা ও ধর্মের পার্থক্য এতটা ছিল না। সেই কারণে সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে একটু সুবিধা ছিল। কিন্তু জাতিগত (ethnic) সংমিশ্রণের সমস্যা ছিল। এবং এই সমস্যার গুরুত্ব আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে ভেনেজুয়েলার কথাই বলা যায়। (স্বতন্ত্র আলোচনা পরে)। সেখানে আমরা দেখব ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক ছোট দেশ ভাষার ঐক্যকে (স্প্যানিশ) পুঁজি করে কীভাবে বিদেশি শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে। গুয়াতেমালা এল সালভাদোর-এর জনগণ স্প্যানিশ আগ্রাসনের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। ভেনেজুয়েলার মানুষ আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রপতিকে তিনদিনের গণবিক্ষোভে সরিয়ে আবার জনপ্রিয় হুগো সাভেজকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হল কেবল নেতাদের উপর নির্ভরশীলতা নয়। এইসব ছোট ছোট দেশে অনেক সময় ব্যাপক জনগণ তাদের সংগ্রামের জমি থেকে এক ধরনের তাৎক্ষণিক নেতৃত্ব গড়ে তুলেছে। যে নেতৃত্ব জনসাধারণের শৃঙ্খলাপূর্ণ আন্দোলন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়।

কার্যত এককথায় বলা যায় লাতিন-আমেরিকার আর্থসামাজিক ইতিহাসই তার সংগ্রামী চেতনার উৎস। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রান্তিকীকরণ (Marginalisation) প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষাকে সমাজজীবনের ভাষাতে রূপান্তরিত করেছে। এইসঙ্গে রাজা ফার্দিনান্দ-এর কথা এসে যায়। ১৫১২ সালে এ অঞ্চলে স্প্যানিশ ও ভারতীয়দের সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করা হয়। এর মূল হল Law of Burgos. এই প্রচেষ্টাকে সমসাময়িক মাদ্রিদের লোকজন সমর্থন করেছিল। কিন্তু এর মধ্যে রাজা ফার্দিনান্দ-এর সঙ্গে (Encomendero) এনকমেন্দেরোদের (স্প্যানিশ আমেরিকায় ভারতীয়দের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান) সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। ভারতীয় এবং এনকমেন্দেরোদের নিয়ে একটি যৌথমঞ্চ তৈরি হয়। এই পারস্পরিক সহযোগিতা রাজাকে কিছু ভাল কাজ করাতে চাপ সৃষ্টি করেছিল। পরে ১৫১৫ সালে বার্তোলেম নামে জনৈক মিশনারি স্পেনে গিয়ে রাজা ফার্দিনান্দের কাছে ভারতীয়দের জন্য কিছু করার কথা

বলেন। কিন্তু সুপুলভেদা (Supulveda) এই যুক্তি দেন যে ভারতীয়দের নত হয়ে সামাজিক ভালো দিকগুলি গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া ব্রাজিলের মাটিতেও ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের বর্ণসংকর গড়ে উঠেছিল যার পরিচিত-নাম মেসটিজো (Mestizo)। এই অধিবাসীরা পরবর্তীকালে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আরহেনতিনা থেকে সান মার্তিনের স্বাধীনতার সৈনিকরা আনদেস অতিক্রম করে চিলেতে উপস্থিত হয় ১৮১৭ সালে এবং তারপর ১৮২০ সালে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র পেরু আক্রমণ করে। এরপর কেবল এগিয়ে যাবার পালা। ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া হয়ে ইকুয়েদর পেরু। এবং ১৮২৪ সালে আয়াকুচোরযুদ্ধ। স্পেনীয়রা পরাজিত হল ১৮২৬-এ।

।। চার।।

লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী চেতনার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কুবার হোসে মার্তি। যৌবনের শুরু থেকেই তিনি কুবার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সতেরো বছর বয়সে জেলে যান এবং কুবা থেকে তাকে স্পেনে নির্বাসিত করা হয়। স্পেনে পড়াশোনা করেন এবং দর্শনশাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় ডক্টরেট হন। এরপর আবার ফিরে আসেন আমেরিকায় এবং পিতৃভূমির মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। আদতে কুবার (কিউবা) স্বাধীনতাই ছিল মার্তির একমাত্র লক্ষ্য। মার্তি স্প্যানিশ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ধারক হয়েও নিজের শেকড় সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল চরিত্র সম্পর্কে তিনি কড়া সমালোচক ছিলেন। তিনি একসময় মার্কিন নীতি সম্পর্কে বলেছিলেন—'সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৈতিকতার কোনও বালাই নেই।' স্বাধীনতা বর্ণশুদ্ধ মানুষদের কাছে কাঁচা মাংসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা এদের অগ্রাহ্য করতে অন্যদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আগ্রহী। ভেরসোস সেনসিওস-এর ভূমিকায় তিনি লেখেন—'সে ছিল নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার এক শীতকাল। যখন অজ্ঞানতা বা অন্ধবিশ্বাসজনিত ভীতি বা সৌজন্যবশত লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ওয়াশিংটনের ভয়ার্ত ঈগলের নীচে জমা হয়।' (লাতিন আমেরিকার প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে এ মন্তব্য)। তিনি আরও লেখেন "সংগত কারণেই যে আশঙ্কা ও লজ্জা আমাকে পেয়ে বসে তাহলো আমরা কিউবানরা কি এক নতুন দেশপ্রেমের মোড়কে স্বজন খুনের রক্তে হাত রাঙিয়ে লাতিন আমেরিকা থেকে কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করার নির্বোধ খেলায় সাহায্য করছি।' কুবার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সঠিক পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে গেছেন হোসে মার্তি। এইভাবে আঠারো-উনিশ শতকের দীর্ঘ সময়ে গোটা লাতিন আমেরিকায় সময়ান্তরে স্বদেশে রক্ত আন্দোলন চলেছে। নানাসময়ে অভ্যন্তরীণ জাতিগত (ethnic) বিরোধে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কখনও গায়ের রঙ আবার কখনও 'ভাষার ভিন্ন উৎস' ও তার জাতীয় মানসিকতা সংগ্রামের ধারাকে শিথিল করেছে এবং কিছুটা এই কারণে চিলে এল সালভাদর কুবার স্বাধীনতা বিলম্বিত হয়েছিল। কার্যত লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি সামরিক অভ্যুত্থান, অগ্নিগর্ভ সামাজিক

পরিস্থিতি। কখনও মেকি গণতন্ত্র, আবার কখনও একনায়কতন্ত্রের জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছে। নাগরিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে। এর ফলে ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ দানা বাধছিল। আর্থিক অবস্থানেও রয়েছে অসম অবস্থান। ভেনেজুয়েলার অবস্থা কিছুটা ভাল আবার অন্যদিকে বলিভিয়া, গুয়াতেমালা, ইকুয়েদর দেশগুলির অবস্থা খারাপ। বিশেষত কিউবার অর্থনীতিকে দুর্ভিক্ষ, বেকারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ভূমিকম্প নানাভাবে ক্ষতি করেছে। কিন্তু এটাই সব নয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ তথা খনিজ সম্পদ। ঘন জঙ্গল, নদী, সমুদ্র সব মিলিয়ে এক সম্ভাবনার খনি। কিন্তু এসব সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়নি। বিদেশি হাত তাদের কড়ির পাহাড় গড়ার জন্য যা করা দরকার করেছে। কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়নও যে এই সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারে হতে পারে, সে দিকে নজর দেয়নি। এর ফলে সমাজে গড়ে উঠেছে নানা টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব। এই সামাজিক পরিস্থিতি বিক্ষোভ, আন্দোলন, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির আয়নায় ফুটে উঠেছে। এই শিল্প-সংস্কৃতি লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী চেতনাকে উৎসাহিত করেছে। আমরা তাই লাতিন আমেরিকায় পেয়েছি চিলের রোবেরতো মাসতিও সানদাভাল। এরনেস্ত্রো মাইয়ো (আর্জেন্তিনা), হুয়ান দে দিওস পেসা (মেক্সিকো), কবি হেমেনেথ, রুবেন দারিয়ো (নিকারাগুয়া) আদালক্ষো মোনতিবেল রাইয়েস তেরাস (উরুগুয়ে) পানামার রোখেলিও সিনান ইত্যাদি।

।। পাঁচ ।।

গুয়াতেমালা : ঐতিহ্যের বিস্তার না করে সাম্প্রতিক সংগ্রামের প্রধানত বিশ শতক চিত্রনাট্যের সলিতামর্দন করা যাক। গত শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে লাতিন আমেরিকার সংগ্রামের পর্দায় আমরা প্রথমেই পেয়ে যাই গুয়াতেমালাকে। গুয়াতেমালার পরদেশি শাসন কার্যত প্রথম শুরু হয় ১৫০০ সালে। এটা লক্ষ্যণীয় যে গুয়াতেমালার প্রায় অর্ধেক মানুষ আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। সাধারণভাবে বলা হয় আমেরিন্দিয়ান। দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান কারিগর হল এই আদিবাসী। এরাই প্রথমে স্পেনীয় শাসন-শোষণের শিকার হন। কিন্তু আবার সব জমি এদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়নি। কিছুটা জমি তারা চাষ করার সুযোগ পেত। এরপর ১৮৮৫-৯২ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন মানুয়েল 'লিসান্দো বারিয়াস'। বারিয়াস ভয়ানক আদিবাসী বিরোধী ছিলেন। আদিবাসীরা এইসময় জমির জন্য প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করেন। এরপর গত শতকের শেষ দশকের কথা। এই সময় থেকে গুয়াতেমালার চলছে টানাপোড়েন। '৯৪ সালের শেষের দিকে ১৫০টি মায়াসংগঠন একত্রিত হয়ে একটা মঞ্চ তৈরি করে। সংগঠনের নাম : 'Coalition of organization of the Maya People of Guatemala (COPMAGUA)'। এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল মায়াজাতির স্বার্থে সরকারের কাছে একটি দাবিসনদ পেশ করা। তারা মনে করেন এর মধ্য দিয়ে মায়াজাতির সার্বিক দাবি-দাওয়া জাতীয় স্তরে তুলে ধরা সম্ভব

হবে। এই সার্বিক আন্দোলনের ফল হিসেবে মায়াজাতিভুক্ত সাধারণ মানুষ আরও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করতে পারবে। কিন্তু COPMAGUA-কে এই দাবি পেশ করাতে বাধাসৃষ্টি করা হয়েছিল এতে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়ে এবং শেষে ASC (Assembly of Civil Sectors এবং COPMAGUA-র সঙ্গে URNG (Guatemalan National Revolutionary Unity) সমস্যা সমাধানে গোলটেবিল বৈঠকে বসে। ASC-এর মধ্যে শ্রমিক, চার্চ, মানবিক অধিকার গোষ্ঠী যুক্ত আছে এবং COPMAGUA-র মধ্যে মায়াজনসাধারণের প্রতিনিধি আছে এবং মতামতের ঐক্যও আছে। এবং নিজেদের সাংগঠনিক সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে তারা সফল। মাঝেমধ্যে কৌশল, নেতৃত্বের প্রশ্নে মতবিরোধ ঘটেনি এমনও নয়। সাম্প্রতিক এক তথ্য বলছে এই মায়ামঞ্চে কমবেশি ৩০০টি সংগঠন যুক্ত আছে। তবে কপমাগুয়ার সাংগঠনিক শক্তির পেছনে একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। গুয়াতেয়ালার প্রতিরোধী যুদ্ধে কমবেশি দেড় লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল এবং এর বেশির ভাগ লোক ছিল মায়াপ্রজাতিভুক্ত। এবং সামরিক শাসন শেষ হবার দশ বছর পরেও সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। কিন্তু গুয়াতেমালার সংগ্রামের ইতিহাসের আরও কিছু দিক আছে যা উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন এস্ত্রাদাকারবেরার রাজত্ব। ১৮৯৮ থেকে ১৯২০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি শাসনক্ষমতায় ছিলেন। তিনিই বিদেশি পুঁজি নিয়ে আসেন ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানিকে রেলপথ তৈরির বরাত দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। এরপর ১৯৩১ সালে রাষ্ট্রপতি হলেন হোরহে উবিকো। এর একনায়কত্বর চরমতাকে কুবার বাতিস্তা বা নিকারাগুয়ার সোমোজার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এরপরে ১৯৬০/৭০ সালে মায়াজাতির গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ এবং ১৯৭৮ সালে জমির অধিকার সম্পর্কিত সংস্থা 'Committee of Camposino Unity' (CUC) গড়ে তোলে। জমির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে National Coordination Committee of Indigenous people and compesinos (CONIC)। ৭০-এর দশক থেকে মায়াজনজাতির মধ্যে একটি সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠছিল। এদের গেরিলা কায়দায় আন্দোলনকে গুয়াতেমালা সরকার দমিয়ে দেবার জন্য নানা কায়দা নিয়েছিল। পরে আরও চূড়ান্ত অত্যাচার এবং এর ফলে এদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বুনোট ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু এতে তলিয়ে যায়নি মায়াজনজাতি। সংঘবদ্ধ হওয়ার সংগ্রাম তখনও চলছিল এবং এই কাজে Mutual Support Group (GAM) এবং National coordinating Committee of Displaced Persons of Guatemala' (CONDEG) এরপর ৮০-র দশকে আরও কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে নানা প্রশ্নে মতবিরোধ ছিল। যেমন কোনও গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক শোষণকে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। কেননা তারা মনে করেন মায়াজাতির শোষণের মূলে রয়েছে সাংস্কৃতিক জাতীয় বৈষম্য। আরেকটি গোষ্ঠী শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চান। তবে এইসব কৌশলগত প্রশ্ন মায়াজাতির মূল ঐক্যকে নষ্ট করেনি কেননা তাদের আসল লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায় অর্জন করা।

ব্রাজিল : ব্রাজিলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কিছুটা স্বতন্ত্র। এই দেশের বিদেশি শাসক ছিল পর্তুগাল। ইতিহাস-এর আঙ্গিকে বলতে হয় আঠারো শতক থেকে এখানে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। এবং এ সময়েই জনগণের জমিসংক্রান্ত অধিকার আইনি স্বীকৃতি পায়। ফার্নান্দো হেনরিক (fernando Henrique) তখন সরকারের প্রধান ছিলেন। ব্রাজিলের মূল অধিবাসীদের অধিকারের দাবিকে সামনে তুলে ধরেছিল ব্রাজিলিয়ান ফোরাম। ১৭৭৫ সালের ডিক্রিকে নতুন আইনের আওতায় নিয়ে আসে। ব্রাজিলের সাম্প্রতিক সামজিক সমস্যার মূল হল রাজনৈতিক দুর্নীতি, ফার্নান্দো কালোর দে মেলো (Fernando Collar de Mello) এবং তার ঘনিষ্ঠ পাওলো সিজার-এর যুগলমিলনে দুর্নীতি চরমে পৌছেছিল। দুর্নীতির রাজনীতি ব্রাজিলে অবশ্য নতুন নয়। পঞ্চাশের দশকে রাষ্ট্রপতি গেতুলিয়ার ভার্সাস (Getulir Vargas)-এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কার্লোস লাসেরদা (Carlos Lacerda)-এই আন্দোলন রাষ্ট্রপতিকে ইমপীচ করার দাবিও তুলেছিল। পরবর্তীকালে 'মরালিটি আন্দোলন' হয়েছিল এবং এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে খুব নাড়া দিয়েছিল। এর সুফল হিসেবেই ১৯৬১ সালে কাদ্রো রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু নানাকারণে সাতমাস পরে তাকে পদত্যাগ করতে হয় এবং ভার্গাসের অনুসারী হুয়াও গুলারত (Juao Goulart) রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। কিন্তু গুলারতও তীব্র দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের জোয়ারে ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর টানা ছাব্বিশ বছর একনায়কতন্ত্র শাসন বজায় থাকে। এক কথায় বলতে হয় ব্রাজিলের রাজনীতি, সরকার, প্রশাসন এর মধ্যে অন্ধকার জগতের একটা সহজ করিডর আছে। তাই রাজনীতির মধ্য থেকে দুর্নীতি জন্ম নেয়। আবার দুর্নীতির মধ্যে রাজনীতি ঘুরপাক খায়। রাষ্ট্রপতি কলোর-এর পুরো সরকার শাসন ও পারিবারিক দুর্নীতির চিত্রনাট্য। কলোর-এর শ্যাল মার্কোস কোয়েমব্রা (Marcos Coimbra) এবং তার বোন আনা সুইজা দে মেলো সরকারের সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা হিসেবে কাজ করেছে। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী রোসানে (Rosane) এবং মা সরকারি টাকা আত্মসাৎ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন.

।। ছয়।।

এলসালভাদোর : এল সালভাদোর-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ করার মতো। গণতন্ত্রের কণ্ঠ ছিল সেখানে জেলবন্দি। সামরিকবাদ এবং কমিউনিস্ট বিরোধী মতবাদের কড়া পাহাড়ায় মানুষের প্রতিবাদ, অধিকারের ভাষা সেখানে বাকরুদ্ধ। ১৯৮২ সালের আমেরিকা সরকার এবং সামরিক, অর্থনৈতিক এলিটদের যৌথ অভিযান এই বাস্তবতাকে নিয়ে এসেছিল। মতামতটা এরকম ছিল যে এল সালভাদোরের গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল এবং সেই কারণে তার পেছনে মিলিটারি শক্তির মদত দরকার। এরপর ১৯৮৪ ও '৮৯-এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটে। এরপর '৯২ সালে গৃহযুদ্ধ শেষ করার

লক্ষে সালভাদোর সরকার চাপুলতেপেক (Chapultepec) চুক্তিতে সই করে। সরকার সৈন্যদের বহর কমিয়ে আনে। (৬২,৮০০ থেকে ৩৪০০০-এ)। এই সঙ্গে অবসর প্রকল্প বাস্তবায়িত করে। রাষ্ট্রসংঘের Truth Commission সমসাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে। FMLN ও তাঁদের সামরিক বিভাগগুলিকে নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া এল সালভাদোরের সামরিক বাহিনীকে সবসময় আইনের উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। এবং সেইসূত্রে তারা ১৯৮৯-এ ছয়জন জেসুইটকে হত্যা করে। কিন্তু সামরিক বিভাগের কোনও পদস্থ কর্মচারীর এই অপরাধের জন্য শাস্তি হয়নি। এই সামরিক অত্যাচার, দমনপীড়ন, গণতান্ত্রিক অধিকারহরণ সবকিছুর বিরুদ্ধে এল সালভাদোরের জনগণ তীব্র লড়াই চালিয়েছে এবং একটি জনকল্যাণমুখী সরকার-এর দাবি করেছে। ১৯৭০ সাল থেকে সালভাদোরের সামরিক বিভাগ কার্যত দুটি সমান্তরাল পরিকাঠামো বজায় রেখেছে। তার দ্বিতীয়টি হল death squard-ঘাতকবাহিনী। তবে এই সামরিক বাহিনীর এই কাঠামো ভেঙে একটি নতুন পুলিশবাহিনী (National Police forces) গড়ার চেষ্টা চলছে। এই বাহিনীটি হবে National Civil Police. FMLN কার্যত এখন নিজেকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তুলেছে। তবে এখনও এই সামরিক বাহিনীর সংস্কার সম্পূর্ণ হয়নি। এবং এও বলা দরকার সামরিক বাহিনীর এই দলসুলভ আত্মপ্রকাশের মধ্যেও মতের অমিল আছে। একটি গোষ্ঠী চাইছে যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় মিলিটারিকরণ প্রক্রিয়ার অবসান এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার। অপর গোষ্ঠী সরাসরি কমিউনিজম বিরোধী এবং সেইসঙ্গে গণতন্ত্র বিরোধী। এই গোষ্ঠীটি স্বভাবতই FMLN বিরোধী এবং নিপীড়ন-অত্যাচার নীতিকে ফিরিয়ে আনার কথা বলছে। এই টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, অস্থিরতার মধ্যে এখনও এল সালভাদোরের জনগণ সংগ্রামকে জীবনের ভাষায় পরিণত করেছে।

।। সাত ।।

ভেনেজুয়েলা : লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক বিপ্লবী সংগ্রামকে তুলে ধরছেন রাষ্ট্রপতি হুগো সাভেজ (Hugo Chavez) হুগো সাভেজ কেবল একটি নাম নয়। ভেনেজুয়েলার বিপ্লবী আন্দোলনের 'প্রতীকী' হয়ে উঠছেন সাভেজ। ১৯৯৯-এর রাষ্ট্রপতি আন্দ্রে পেবেজের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ওই বছর নভেম্বর মাসে সাভেজের নেতৃত্বে (তখন তিনি জেলে) দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে। কু'দেতা বা সামরিক অভিযান/ বিদ্রোহ সফল হবার পর সাভেজ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—'My government will be revolutionary' এবং এই সঙ্গে এও বলেছিলেন .....'that venezuela had entered'—'a true revolutionary process that allows no turning back' সাভেজ নিজের সংগঠনকে ক্রমশ সংগঠিত করছিলেন। বিশেষত Social Christian Party এবং DAP-র যুগ্ম শাসন ক্রমশ কুশাসনে পরিণত হচ্ছিল। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজেই তারা বেশি ব্যস্ত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯-এ কার্লোস

আন্দ্রে পেরেজ এবং '৯০ সালের মাঝামাঝি রাফাএল কালদেরা (Rafeal Caldera)-এর শাসনের পরিবর্তন দাবি করেছিল। কেননা গত দুই দশকে ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে বণিকশ্রেণীর সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থার (IMF/World Bank) ইত্যাদি গাঁটছড়া চলছিল। গোটা লাতিন আমেরিকার মধ্যে ওই সময়ে বিশ্ববাজার-এর (global market) উপর নির্ভরতা ছিল। বিশ্ববাজারের কুফল থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার কাজে সরকারের এক ধরনের স্থবিরতা ও শিথিলতা ছিল। এর ফলে লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছিল ক্রমবর্ধমান আয়ের বৈষম্য। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন দেখা দিয়েছিল হতাশা, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলির গতিশীলতা, কর্মোদ্যোগও কিছুটা কমেছিল। এই অবস্থা পেরু এবং ইকুয়েদরেও হয়েছিল। কার্যত পেরুতে রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফুজিমোরি (Altberto Fuzimore)-র রাজনীতি বিরোধী নীতি ও অবস্থান তাদের 'Neo liberal economy' নতুন উদার নীতি কায়েম করাতে তাদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু সাভেজের ক্ষেত্রে এই অবস্থান জাতীয়তাবাদী মননকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষত তা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধী তেল কোম্পানিকে বেসরকারিকরণ করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সাভেজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এখানেও ধরা পড়ে কেননা তিনি একথা মানেননি যে কেবলমাত্র সামরিক শাসন শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং উৎপাদনমুখী সমাজ গড়ে তুলতে পারে। তিনি একটি সংস্কারসুলভ, পরিবর্তনমুখী সামরিক নেতৃত্বের কথা বলছিলেন। কেননা সাভেজ গরিব জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন এবং নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। হাভেজ এই সংগ্রামী সত্তা পেয়েছিলেন তাঁর মামাবাড়ির পরিবার থেকে।

ইকুয়েদর : সংগ্রামের আরেক বর্ণমালার পরিচয় আমরা পেলাম ইকুয়েদরে যেখানে এখন বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আছে। আদতে একথা বলা ও বোঝা দরকার লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ভাষা, জাতিগোষ্ঠী (ethnic group)-র নানা সূত্র একসঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর টানাপোড়েনে মিলেমিশে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। ১ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ হল মূল অধিবাসী। যা এগারোটি জনজাতি নিয়ে গঠিত। গুয়াতেমালায় যেমন মায়াসভ্যতা এবং ইকুয়েদরে তেমনি আদিবাসীদের সঙ্গে পরিযায়ী (migrating) মানুষের মিশ্রণ ও দ্বন্দ্ব। '৯৪ সালের জুন মাসে ইকুয়েদরের জীবনযাত্রা দুসপ্তাহের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ নতুন উদার আর্থিকনীতির সূত্রে কৃষিপণ্যের নতুন আইন প্রণয়ন। Duran Ballen সরকার এই কৃষি আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জোতদার মালিকদের স্বার্থরক্ষা করা। এই নতুন আইন অন্যদিক থেকে ইকুয়েদরের মূল অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষা করেনি। CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador) এই প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। রাস্তাঘাট অবরোধ, দেশের বাজার বয়কট করে ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। 'CONAIE' আন্দোলনে এই দাবি তোলে যে দেশের সব শিল্পক্ষেত্রে সুষম আর্থিক অবস্থান গড়ে তুলতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা

দিতে হবে (Food Security)। কিন্তু সরকার এই আন্দোলন বরবাদ করার জন্য সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার শুরু করে। ভারতীয় বিপ্লবীদের নানাভাবে হেনস্থা ও অত্যাচার করতে থাকে। সৈন্যরা নারীপুরুষ সহ শিশুদের ধর্মীয় স্থান থেকে জোর করে বার করে দেয়। এর মধ্যে কয়েকজনকে হত্যাও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে সরকার কৃষি আইন সংশোধন করতে রাজি হয়। মূল অধিবাসীদের আন্দোলন কার্যত ইকুয়েদরের জাতীয় রাজনীতির দিকবলয় পরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করেছে।

কিউবা : লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী ভাবমূর্তি, ঐতিহ্য সবচেয়ে জ্বলন্ত এক দৃষ্টান্ত কিউবার (কুবা) বিপ্লবী চিন্তা ও সংগ্রাম, আঠারো শতক থেকে আজ পর্যন্ত নানা পর্যায়ে নানা স্তরে এই সংগ্রাম-লড়াই উন্মোচিত হয়েছে। স্প্যানিশ-আমেরিকায় সব শাসনকালেই বিপ্লবী চেতনার স্পষ্ট আভাস আমরা পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে বলতে হয় ১৫১০ সাল নাগাদ কিউবা অভিযান শুরু। ভেলাসকাস কিউবার পূর্বদিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন। কেননা কিউবায় প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। সোনা, চিনি শিল্পর বিপুল সম্ভাবনা সেখানে ছিল। এসব সম্পদ ভোগ করার তাগিদেই এই স্পেনীয় আগ্রাসন। হাত বুলিয়ে মার্কিন সরকার নানারকম সুবিধা নিতে থাকে। বিশেষত চিনি শিল্পে। ১৮৯০-এর দশকে কুবায় মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়। আমেরিকা কুবায় নাক গলানো শুরু করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষকের ভূমিকার অবতরণ করে। ১৮৯৮ সালের প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিউবার মুক্তিসংগ্রামের কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে যায় চে গেভারার দীপ্ত সংগ্রামের কথা। আমেরিকার করাল গ্রাস থেকে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তাঁর সংগ্রাম উপন্যাসের চমককেও হার মানিয়ে দেয়। কিউবা ছিল গরিব কৃষক, শ্রমিক অধ্যুযিত। পাঁচের দশকেও সেখানে ছিল জলজঙ্গল। কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে সিয়েরা মায়েস্ত্রারা। এখানে কমবেশি ষাট হাজার কৃষক বাস করত। জমিদার ও তার লেঠেলরা এদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল সাধারণ একজন ট্রাক ড্রাইভার ক্রেসেনিও পেরেসা বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করে। ফিদেল কাস্ত্রো এই বিপ্লবে অংশীদার ছিলেন। এই বিপ্লবী সংগ্রামে অংশীদার ছিলেন উনিভেরসো সানচেজ। ইয়ান আলেইদাও ছিলেন এই কাজে। এছাড়া সাহায্য করেছিলেন ফিদেলের অনুগামী রামিরো ভালদেস। কালিকসতো মোরালেস এবং ফারনান্দো রোদরিগেজ। গ্রামের গরিব জনসাধারণ ব্যাপকভাবে ফিদেলকে সাহায্য করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। শত্রু সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সংগ্রাম চালিয়েছিল। এর মধ্যে গেরিলাবাহিনী কিছুটা পিছু হটেছিল। কিন্তু এর পরেও গেরিলাবাহিনী তীব্র লড়াই চালিয়েছিল। সারা দেশে বাতিস্তা সরকার বিরোধী মিছিল ধর্মঘট হয়। এতে সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর মূল কারণ হল চে ও ফিদেলের যুগলবন্দি লড়াই। এইভাবে তৈরি হয়েছিল কিউবার সংগ্রামী ইতিহাস। ৮০ ও ৯০-এর দশকের সংগ্রাম-এর মূল লক্ষ্য ছিল 'আমেরিকার অবরোধ' থেকে নিজেদের রক্ষা করা। এবং সেই সঙ্গে কিউবার পুনর্গঠন তথা সংস্কার।

এরপর কিউবা সরকার প্রধানত দুটি নীতি গ্রহণ করে। প্রথমটি হল বেঁচে থাকা, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা (Survival) এবং দ্বিতীয়টি হল—উন্নতি (Progress (Avenzar)। দ্বিতীয়টির উপর সম্প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নীতি-নির্ধারকরা এখন সাবেকি (Traditional) এবং আধুনিক ক্ষেত্রগুলির উপর জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে '৯৪ সাল থেকে নতুন নীতির ফলে আমদানি-রপ্তানির অনুপাত ভাল হল। প্রযুক্তি তথা নিকেল উৎপাদন বাড়ল। কিউবার শাসকদের মধ্যে একটা নৈতিক (ethical) দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে প্রগতিশীল মনোভাব নেওয়া হচ্ছে। খৃস্টানধর্মে অনুরক্ত হলে বামসমর্থক হতে পারেন না এমন ধারণার পরিবর্তন ঘটল। নাগরিক সমাজ (Civil Society) গড়ে উঠল যার ভিত হল ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ। কিউবায় এন.জি. ও-দের বেশি করে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রিক জীবনে নৈতিকতার প্রয়োগ সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগুলিকে আরও সংহত করছে। গবেষকরা এখন চিন্তা করছেন যে মার্কসবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, পুঁজিবাদের বিবর্তন সব কিছুকেই সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

॥ আট ॥

আর্জেন্তিনা : আর্জেন্তিনা লাতিন আমেরিকার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি দেশ। উনিশ শতকের প্রথমে (১৮১০ সাল) স্পেনীয় শাসককে ক্যানারিয়া দ্বীপপুঞ্জে বিতাড়িত করে। এরপর ১৮১৬-এর জুলাই মাসে সান মার্তিনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আইনি স্বীকৃতি পায়। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্তিনায় একটি উদারপন্থী সরকার ক্ষমতায় ছিল। এই সরকারের আর্দশ ফরাসিবিপ্লবের মূলমন্ত্র সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর পর ১৮২৯ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত হুয়ান শামুয়েল-এর শাসনকাল। এই সময়টাতে আর্জেন্তিনায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অনেক ছোট ছোট অঞ্চলের শাসক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে বুয়েনস আইরেসের সমস্যা বেড়ে যায়। এরকম একটা সমস্যার সন্ধিক্ষণে আর্জেন্তিনায় রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব রোমান আরহেনতিনিও। গাউচো প্রদেশের এই নেতা মূলত ফেডারেল চিন্তার সমর্থক ছিলেন। এর ফলে প্রদেশগুলির স্বশাসন ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৫২ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত আর্জেন্তিনা উগ্রপন্থীদের শাসনে ছিল। ১৮৯১ সালে আবার ক্ষমতার শীর্ষে আসেন রক্ষণশীল শাসক। এই সময় প্রদেশগুলির উপর গ্রেট বিট্রেনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরপর ১৯১৬ সাল নাগাদ মধ্যবিত্তদের বিদ্রোহ কার্যত র‍্যাডিকাল রাজনীতির সূচনা হয়। ১৯৪৪ সাল থেকে আর্জেন্তিনার জাতীয় রাজনীতির নায়ক হন দোমিঙ্গো পেরন। এই রাজত্ব চালু ছিল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্ষন্ত। পেরন ক্ষমতায় আসার পর দেশের সাধারণ মানুষ বলল (Peron Vuelve) Peron returns। কিন্তু পেরনের শাসন তার নানা ত্রুটি, সীমাবদ্ধতার জন্য জনপ্রিয়তা হারায়। ১৯৮৩ সালের পেরন শাসনের বিরাট

পরাজয় ঘটে। এই বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল—সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব, কার্যকলাপ এবং হিংসাত্মক ভাবমূর্তি।

চিলি : চিলি (চিলে)-র আর্থ-সামাজিক চিত্রপট, সামাজিক অবস্থান একটু স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই কারণে যে চিলি প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক দেশ। ঐতিহ্যগত ধারায় কৃষকসমাজ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংকট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দিকচিহ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। সতের শতাব্দীর শেষ থেকেই আমরা লক্ষ্য করলাম কৃষক সমাজ তার বিশেষ অবস্থা নিয়ে সবার সামনে উপস্থিত হল। এর মূল কারণ হল উত্তর চিলির অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশগত অবনতি। এই অঞ্চলের শস্য ও জমি উৎপাদন কমে গেল। এর কারণ হল : ফলনশীল উপত্যকার কেন্দ্রীয় অংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোগ্যপণ্য হিসেবে কার্যকরী হচ্ছিল। অনেক শস্য আর লাভজনক হচ্ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে চাষীরা সংকটের মুখে টিকতে পারলনা। কৃষকসমাজের কাছে খাদ্য, বস্ত্র, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় কোনও সুযোগই আর থাকল না। কৃষকদের বাড়ি ছেড়ে কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যেতে হল। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, কৃষককে চাষের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হল। বয়স্কভাতা, বৈধব্যভাতার উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলেও যেতে পারল না। এই দৈন্যদশা অবস্থার জন্য কমুনেরো (Comunero) নিউ গ্রানাদায় ১৭৮১ সালের কমুনেকে বিদ্রোহ অংশগ্রহণকারী মধ্যে বামপন্থী চিন্তা-চেতনার জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে Eduardo Lara নামে একজন এন. জি. ও অ্যাস্টিভিস্ট (La Serena office of youth for Development (JUNDEP) মন্তব্য করেছিলেন—'That Communism in Eastern Europe ended, the Berlin wall fell and the social union fell apart means nothing in the Agricultural Community'। কমুনেরোর কাছে সমাজতন্ত্র কোনও অবাস্তব কল্পনা নয়। কেননা কম্যুনিজম, সমাজতন্ত্রের চিন্তা দারিদ্র্যমোচনের কথা বলে। এরপর ১৯৭৩ সালে মিলিটারি কু-দেতায় সালভাদোর আলেন্দে (Salvador Alende)-র Popular unity Government-এর পতন ঘটে। কৃষক সংগঠন এবং তার কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা (Embargo) আরোপ করা হয়। কৃষকদের নিজেদের নেতা নির্বাচনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। সবকিছু অনুমোদনের জন্য Governor-এর কাছে পাঠাতে হবে। চিলিতে সামরিক একনায়কতন্ত্রে বামপন্থী দল নিষিদ্ধ হলেও গোপনে নানাভাবে কাজ করেছে। এছাড়া এগ্রিকালচারাল কমিটি, কৃষকসমাজের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কমুনেরো* (Communero) (*নিউগ্রানাদায় ১৭১৮ সালে অনুষ্ঠিত কমুনেরো বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী)। কমিউনেরোরা রাজনৈতিক দল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যোগযোগ রেখে গোপনে কাজ করেছে। এই সাংগঠনিক নেতৃত্ব গণভোটে মিলিটারি শাসকদের বিরুদ্ধে ভোট দেবার কথা বলেছিল। কিন্তু এই মিলিটারি শাসকদের যারা লড়াই করেছিল তাদের মধ্যে নানা বির্তক, বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। কিছুটা হতাশও হয়েছিল। কিন্তু এই হতাশা-বিচ্যুতি কাটিয়ে আবার সংগ্রাম শুরু করেছিল এগ্রি. কমিটি।

এই কাজে সাহায্য করেছিল NGO developing Corporation (JUNDEP)। কমুনেরো এবং এগ্রি. কমিউনিটি এবং কৃষকসমাজকে একত্রিত করার কাজে বিশেষভাবে সাহায্যে করেছিল JUNDEP।

।। নয়।।

লাতিন আমেরিকার সমাজ, বিপ্লবী চিন্তা, আন্দোলন-এর সামগ্রিক প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়। এই সঙ্গেই সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। বিশেষত বিশ্বায়ন নামক অর্থনৈতিক তত্ত্ব, এবং তার আনুষঙ্গিক বাণিজ্যিক দিকগুলি পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যঞ্জনাকে অনেক গভীরতর করেছে, এ বিষয়ে আর বির্তকের সুযোগ নেই। বিশ্বায়ন এখন কেবলমাত্র আর্থিক নীতি ও দর্শনের মোড়ক নয়। এই মোড়কের মধ্য দিয়ে একটা জীবন সমাজ সংস্কৃতির দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। কার্যত বিশ্বায়ন তথা W.T.O. এবং তার সামগ্রিক চিত্রনাট্য এখন বিশ্বরাজনীতির অন্যান্য বিষয়কেও প্রভাবিত করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনীতি, অর্থনীতি, সার্বভৌমত্ব এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই নতুন বাজার অর্থনীতি যতটা ভাল করবে বলে ভাবা হয়েছিল ততটা হয়নি বরং বলা ভাল এর ফাঁকিটা ক্রমশ ধরা পড়ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি বুঝতে পারছে এই বিশ্বায়ন আদতে অজগরের আগ্রাসন ছাড়া কিছু নয়। এসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। চীন, জাপান, তাদের নিজস্ব আর্থিক শক্ত রাখার জন্য অন্তত মুখ থুবড়ে পড়েনি। কিন্তু খারাপ হওয়ার প্রবণতা বুঝতে পারছে। আর্থিক অসাম্য গড়ে ওঠার জন্য W.T.O. সদস্যদের মধ্যে হতাশারও সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ILO রিপোর্ট বলছে—'পৃথিবীর কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বেকার বা প্রায় বেকার। ২০০১ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট স্পষ্টভাবেই বলছে উদারনীতির প্রক্রিয়া গরিব শ্রেণীকে ক্রমশ পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ওই রিপোর্ট আরও বলছে সাধারণ মানুষ জীবনের ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির ৪৪০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় তিন-তৃতীয়াংশ শুধু পানীয় জল পায় না। উন্নত দেশগুলিতে দশ কোটি মানুষের কোনও ঘর নেই। তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ মানুষ বেকার। খোদ আমেরিকার GDP ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে বিখ্যাত ওয়েবসাইট ইকনমি ডটকম আমাদের জানাচ্ছে আমেরিকায় প্রায় সব শিল্পে মুনাফার হার পড়তির দিকে। এই আর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লাতিন আমেরিকা সহ তৃতীয় দুনিয়ার সংগ্রামী চিত্রকে দেখতে হবে। আমেরিকার সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অজুহাতের ফাঁকে দুনিয়ার উপর দাদাগিরি এবং যখন তখন যুদ্ধ করে দেশের উপর চেপে বসার বিরুদ্ধে পৃথিবীর নানা দেশ জেহাদ ঘোষণা করছে নানা স্তরে। উত্তর আমেরিকা সহ ভেনেজুয়ালা, কিউবা, বলিভিয়া. কলম্বিয়ার বোগোতায় লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। আর্জেন্তিনার মানুষ তাদের দুরবস্থার কথা বুঝতে পেরে তীব্র প্রতিবাদ, অভিযান করেছে। বলিভিয়ায় গত ১৮ অক্টোবর (২০০২) লক্ষ

লক্ষ সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্রপতি নিজপদে ইস্তফা দিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেখানেও কারণ হল বেসরকারিকরণ সহ কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্যে ভর্তুকি বিলোপ। লাতিন আমেরিকার অঞ্চল বেসরকারিকরণ ও বেকাররি বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। খোদ রাশিয়ায় '৯৯-এর ২২ অক্টোবর রাজধানী মস্কোতে বেকারদের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ১৯৯৯-এর ১-৩ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের রাজধানী রিয়োদে জেনেরোতে বিশ্বায়ন-বিরোধী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিয়াটোল শহরের W.T.O. সম্মেলন বিক্ষোভের চাপে কার্যত বাতিল হয়ে যায়। সম্প্রতি আর্জেন্তিনায় পনেরো দিনের মধ্যে তিনজন রাষ্ট্রপতি পরিবর্তিত হয়। এইসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়ায় ব্যাপক শ্রমিকসমাজ এখন লড়াই-এর ময়দানে। আজকের একবিংশ শতকের বিশেষ সন্ধিক্ষণে লাতিন আমেরিকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তার লড়াই কার্যত বিশ্ব পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে প্রমাণ করছে। লাতিন আমেরিকার কেবল এলাকার মধ্যে এক লড়াই, এইভাবে না ভেবে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাহলে বিশ্ব-রাজনীতির টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব ও তার মূল কার্যকারণের দিকটিও আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। সমাজ-ইতিহাসের বিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।

লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা ও সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীর আর্থ-রাজনৈতিক মঞ্চ এখন গভীর সংকটের মুখে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষত '৯০-এর দশকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর এবং উদারনীতিপুষ্ট মুক্তবাণিজ্যের অর্থনৈতিক তত্ত্ব চালু হবার পর থেকে গোটা দুনিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রনাট্যের পরিবর্তন শুরু হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশেও এই প্রভাব লক্ষ করা গেল। এইসঙ্গে অবশ্যই আছে তৃতীয় দুনিয়া তথা উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থা। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক মূল চরিত্র হিসেবে আলোচিত হচ্ছে লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপট। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি যেমন নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত ঠিক তেমনি পৃথিবীর স্বঘোষিত দাদা (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে অখন্ড ও নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এই লাতিন আমেরিকা। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার লাতিন আমেরিকার এই অকুতোভয় মানসিকতা, সংগ্রাম কেবলমাত্র কয়েক বছরের ব্যাপার নয়। সংগ্রাম-এর বিভিন্ন সময়, বাঁক, টানাপোড়ন পেরিয়ে এক নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে এই লাতিন আমেরিকা। লড়াই-এর এই লক্ষ্যণীয় ইতিহাস গড়ার পিছনে অবশ্যই কাজ করেছে সেসব অঞ্চলের শোষণ, আর্থ-সামাজিক ঘরানা, ঐতিহ্য-রীতিনীতি, সরকার গড়া এবং কু দেতার মাধ্যমে ভাঙা ইত্যাদি। এইভাবে ক্রমাগত সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সাধারণ মানুষ জীবনের এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা গড়ে তুলেছে। প্রাথমিকভাবে লাতিন আমেরিকা বলতে বোঝায় একটি বিরাট ভৌগোলিক অঞ্চল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত মেক্সিকো থেকে পানামা পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যভাবে ঘুরিয়েও বলা যায় যে দেশগুলি একসময় আমেরিকা দখল করেছিল এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিকতার সূত্রে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষা প্রতিষ্ঠিত। আরও একটু আগে শুরুর শুরু হিসেবে বলা যায় ওই দিনটির কথা অর্থাৎ ১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর। যেদিন ক্রিস্টোবাল কোলোন (কলম্বাস নামেই পরিচিত) পা রেখেছিলেন সান সালভাদোরের মাটিতে। ৭৯ দিন সমুদ্রযাত্রার পরে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত সহযোগীদের নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নতুন এই পৃথিবীতে। এরপরের ইতিহাসের সূচনা হয় শাসন, শোষণ-এর মধ্য দিয়ে। অবধ লুঠতরাজ, ধর্মান্তকরণ ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসন লাতিন আমেরিকার স্বকীয়তাকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে। আক্রমণকারীদের তালিকায় রয়েছেন মেক্সিকোর এরনান

কোরতেস, মধ্য আমেরিকায় নুনিয়েস দে বালবোয়া এবং পেরুর ফ্রান্সিসকো পিসারো। লাতিন আমেরিকার ভৌগোলিক সীমানা হল কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিয়ো গ্রান্দে (বড় নদী) থেকে সাত-হাজার মাইল দক্ষিণে কেপ হর্ন পর্যন্ত প্রসারিত।

দুই

লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা বলা ও বোঝার শুরুতেই এই বিস্তৃত অঞ্চলটির মূল সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। খুব সহজ করে বললে বলা যায় লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রয়েছে মূল অধিবাসী এবং এইসব মূল অধিবাসী ও আদিবাসীদের সঙ্গে নানা সময় নানাভাবে বিবাহ, যার মধ্য দিয়ে বর্ণসংকর ঘটেছিল। এছাড়া গুয়াতেমালা, ইকুয়েদর সহ বিস্তৃত অঞ্চলে এসেছিল আজতেক ও ইনকা সভ্যতা। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় এই আজতেকরা প্রথমে ত্রয়োদশ শতকে মেক্সিকোতে প্রবেশ করে এবং নিজেদের গড়া রাজধানীর নাম দেয় তেনোচতিতলান। এরপর এরা মধ্য আমেরিকায় সামাজ্য বিস্তার করে। এরপর ওলন্দাজদের পালা। এই ঔপনিবেশিক প্রভুরা ১৬৩০-থেকে ৫০ পর্যন্ত ব্রাজিলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল করেছিল। আবার ১৬২৪ সালে ইংরেজরা ক্যারিবিয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করে। সতেরো শতকে ফারাসিরা দখল করে মাতির্নী এবং গুয়াদেলুপ। এই দখল, শাসনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় শোষণ, দখল এবং এর মধ্য দিয়ে এইসব দেশের জনজাতিরা নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, ও সার্বিক সত্তা হারাতে শুরু করে। কিন্তু কিছুতেই তারা নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাস সত্তাকে হারাতে চায়নি। এই আক্রমণ ও নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই—এই বাস্তবতাই গড়ে তুলেছে লাতিন আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও একতার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে এক নিজস্ব সংগ্রামী ঐতিহ্য। এই মূল বিষয়টিই আলোচ্য প্রবন্ধ অনুধাবনের মূল চাবিকাঠি। এককথায় সহজে বলা যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রান্তিকীকরণ এবং তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ-এর ভাষা সমাজজীবনের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্প্যানিশ আমেরিকায় ভারতীয় ও স্পেনীয়দের সম্পর্ক-এ উল্লেখ করা যায়। এই সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ও এনকমেন্দোরোদের নিয়ে একটি যৌথমঞ্চ গঠিত হয় (এনকমেন্দেরো : Encomendero হল স্প্যানিশ আমেরিকায় ভারতীয়দের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান)। এই পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে উদ্ভূত চাপের ফলে রাজা কিছু ভাল কাজ করার কথা ভাবতে শুরু করে। ১৫১৫ খৃস্টাব্দে বার্জেলেস নামে জনৈক মিশনারি স্পেনে গিয়ে রাজা ফার্দিনান্দের কাছে ভারতীয়দের জন্য কিছু করার অনুরোধ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই কাজে নানাসূত্র থেকে আপত্তি ও বাধা আসে। লাতিন আমেরিকা প্রসঙ্গে মেসতিজো (Mestizo) প্রজাতির কথা বলতেই হয়। এই মেসতিজো সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছে।

তিন

লাতিন আমেরিকার সংগ্রাম ও সংগ্রামী সামাজিক মনস্তত্ত্ব গড়ার পেছনে যেমন ওই বিরাট অঞ্চলের পরিস্থিতি রয়েছে তেমনি পরোক্ষ সাহায্য করেছে সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এর মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সুপরিচিত স্লোগান— liberty, equality, fraternity স্বাধীনতা-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন কেবল ইউরোপ নয় ক্যারিবিয়ান অঞ্চলেও এর প্রভাব স্পষ্ট ছিল। আঠারো শতকের উপনিবেশগুলি এই তত্ত্বকে নিজেদের মতো করে দেখেছিল। এই সময়ে চাষীরা, দাসসমাজের অনেক মানুষ নিজেদের মুক্তির জন্য লড়াই শুরু করেছিল। ১৭৯১ খৃস্টাব্দে Sanit Domingue-এ ১লক্ষেরও বেশি মানুষ আফ্রিকার দাস মা-বাবার সন্তান Toussant-L'ouverture এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ-আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। ১৮০১ সাল থেকে Lonverture হিসপানিক আমেরিকার বিরাট অঞ্চলে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছিল। এরপরেই আমরা চলে যেতে পারি লাতিন আমেরিকার একটি ছোট দেশ প্যারাগুয়েতে। এখানেই ১৮১০-১১ সালে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ; প্যারাগুয়ের ব্যাপক জনগণ স্পেন থেকে মুক্তি আদায় করেছিল এবং সেই লা প্লাতা (La plata)-র vice-royality থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিল। এই ঘটনার পর প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের এই দেশ থেকে এগারশো প্রতিনিধি নিয়ে সংসদ গড়ে তোলা হয়। এই সংসদ হোসে গাসপার রডরিগেসকে (Jose Gasper Rodriguez) শাসক হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৮৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্যারাগুয়ে শাসন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আরেক দেশ মেক্সিকোতে মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছিল। মেক্সিকোতে ছিল অনেক পরিযায়ী ভারতীয় এবং সংকর প্রজাতির মানুষ যাদের বলা হয় মেসতিজো (Mestizo)। এই দুই অংশের বিরাট সংখ্যক মানুষদের নিয়ে লড়াই-এর ময়দানে এসেছিলেন ফাদার মিগেল হিদালগো (Father Miguel Hidulgo)। হিদালগোর লড়াই শুরু হয়েছিল গুয়ানাজুয়াতো (Guanajuato) থেকে গুয়াদালাখারা হয়ে (Guadalajara) মেক্সিকোসিটি পর্যন্ত। হিদালগোর সামাজিক দর্শন ছিল চার্চ-প্রভাবিত। সাধারণ মানুষের মঙ্গল করার সঙ্গে সামাজিক মঙ্গল জড়িয়ে আছে এই ছিল তার বিশ্বাস। কিন্তু সার্বিক মূল্যায়নে তার শাসন পরিচালনা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব (Command) এসব বিষয়ে তার কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ছিল না। সমালোচকরা তার চিন্তাধারাকে কিছুটা অস্পষ্ট (vague) স্ববিরোধী (contradictory) বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই হিদালগোর পর মেক্সিকোর গণসংগ্রামের নেতৃত্ব হাতে নেন মেসতিজো খৃস্টান পুরোহিত যোসে মারিয়া মোরেলস (Jose Maria Morelos)। মোরেলস-এর শাসন পরিকল্পনা ছিল অন্য সুরে বাঁধা। তিনি মেক্সিকোর স্বাধীনতা গড়ে তুলেছিলেন এবং স্থায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এমন একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার (Republic Government) গড়েছিলেন যে সরকারে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি থাকবেন। অভিজাত, জমিদার (nobility), ধনীশ্রেণীর প্রাধান্য সেখানে একদমই থাকবে

না। চার্চ-প্রভাবিত ধর্মের প্রভাবও সেখানে থাকবে না। দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক রক্তাক্ত, ধ্বংসাত্মক হয়েছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও বলা দরকার এই অঞ্চলের কিছু উঁচুমানের এবং দক্ষনেতার জন্য লড়াই-সংগ্রামের ক্ষতি বেশি হয়নি। এদের মধ্যে অবশ্যই প্রথম সারির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাইমন বলিভার (Simon Bolivar), বার্নার্দো ও' হিগিন্‌স (Bernardo O' Higgins), যোসে দে সান মার্তিন (Jose de san Martin) এবং এনতোনিও যোসে দে সুক্রে (Antonio de Jose de Sucre)। ব্রাজিলের মাটিতে ভিসকন্দে তে পোর্তো (Visconde de Porto) দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছিলেন—"To know the biographics of all the outstanding men of a period is to know the history of thosetimes."। পেরুভিয়ান ঐতিহাসিক এই মন্তব্যর সুরে সুর মিলিয়ে আরও সুন্দর করে বলেছিলেন—"The history of the South American Republic's may be reduced to the biographics of their representantive men"। দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস কার্যত তাদের প্রতিনিধিদের জীবনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

এরপর ১৮১০ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম অন্য মাত্রা অর্জন করে। এবারের চিত্রনাট্য শুরু হয় ভেনেজুয়েলা এবং আর্জেন্তিনাকে কেন্দ্র ক'রে। আর্জেন্তিনার সংগ্রাম কার্যত প্রতিহত করার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং উত্তরে ভেনেজুয়েলার মানুষ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল। স্প্যানিশ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাকে বিচার করে একে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল ১৮১০-১৪, দ্বিতীয়টি ১৮১৪-১৬ এবং তৃতীয় পর্যায়টি স্বাধীনতার ফলভোগ : ১৮১৭-১৮২৬। যদিও এই পর্যায়ে আসল লড়াই ছিল মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে ভেনেজুয়ালাও আর্জেন্তিনার সংগ্রাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ অন্যদিক থেকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তির আশা অর্থহীন হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্প্যানিশ সেনারা লাতিন আমেরিকার কোনও অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে থাকবে। এই নীতি ও কৌশলকে অনুসরণ ক'রে নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকে আঞ্চলিকতামুক্ত করে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। আর্জেন্তিনার আন্দোলন, দেশের সীমানা আন্দেজ ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল চিলিতে। সময়টা ১৮১৭ সাল। এবং ১৮২০ সালে স্পেনের শক্ত উপনিবেশ-ঘাঁটি পেরুতে তা আছড়ে পড়ল। এইসঙ্গে সংগ্রামের যুগলবন্দি তৈরি করলেন সাইমন বলিভার (Simon Bolivar) (জন্ম : ১৭৮৩, ২৪শে জুলাই কারাকাস)। সাইমন বলিভার ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়ায় ঢুকে পড়েন দ্রুতগতিতে । ১৮১৯ সালে বলিভার বোগোতা (কলম্বিয়ার রাজধানী)-য় প্রবেশ করেন। এখানে বসেই তিনি কলম্বিয়ায়র প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। এইসঙ্গে নিউগ্রানাদার কিছু অঞ্চল যুক্ত করেন। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় কিতো শহরটি (Quito)। বলিভার ১৮২৩ সালে লিমায় প্রবেশ করেন। বলিভার-এর সুযোগ্য সেনাপতি সুক্রে আয়াকুচো জয় করেন ১৮২৪ সালের শেষদিকে। এরপর বলিভার তার সামরিক

অভিযান, কার্যাবলী প্রধানত বন্ধ করেন। ১৮২৬ সালে পানামায় প্রথম সম্মেলন আহ্বান করেন। চারটি দেশ তাদের প্রতিনিধি পাঠান এই সম্মেলনে। বলিভার-এর বীরত্ব সংগ্রামের অতুলনীয় শৌর্য সম্পর্কে হুয়ান মনতালভো (Juan Montalvo) তার লেখায় এরকম মন্তব্য করেছিলেন—বলিভার-এর মধ্যে ছিল এক বিরাট চেতনা, ছিল এক মহৎ লক্ষ্যের স্বপ্ন এবং তার বুকের ভেতর মজুত ছিল হাজার শুভ আকাঙ্ক্ষা যা ছিল মহান আদর্শে ভরপুর। পাবলো নেরুদা বলিভার-এর মৃত্যু শতবর্ষের মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৪১) একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। যার সঙ্গীতের মধ্যে নেরুদা বলিভারকে জাতির জনক বলে সম্মান জানিয়েছিলেন। বলিভার ছিলেন একটি উজ্জ্বল আলো। আগ্নেয়গিরি তোমার সমস্ত নামই জনক আমাদের বাড়িতে পৌঁছয়, 'Todo ueva tu nombre, padre, en nuestra morada' আবার তিনি দিলেন আলো—'el estano bolivar tiene un fulgor bolivar'।

চার

লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আরেক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং শিল্পী হোসে মার্তি। কিউবার হোসে মার্তি (Jose Marti) ছিলেন একাধারে শিল্পী ও অপরদিকে বিপ্লবী। সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক চিন্তার সঙ্গে সমাজবিপ্লব ও পরিবর্তনের যে মৌলিক সম্পর্ক আছে তা মার্তির চিন্তা ও কাজের মধ্যে সুপ্রমানিত। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে জন্ম মার্তির। যৌবনের শুরু থেকেই কিউবাকে মুক্ত করা ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। স্প্যানিশ সংস্কৃতি তার মননে-চিন্তায় থাকলেও তিনি কখনও নিজের মূল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল চরিত্র যে দেশ ও মানবতাবিরোধী সে সম্পর্কে তার কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। শিল্পী ও সংগ্রামীর চরিত্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিজের বোধ ও বিশ্বাসের প্রতি সৎ থাকা। এই সততা তার ছিল নিশ্ছিদ্র। মার্তি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন মার্কিনীরা মানুষের প্রতি নৈতিকতার দায়বদ্ধতা একদমই মানে না। মানবতাবোধকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলাই তাদের প্রধান কাজ। কার্যত কুবার (কিউবা) স্বাধীনতা সংগ্রামকে তার সঠিক পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে গেছেন হোসে মার্তি। তবে একসময় সংগ্রাম চালিয়ে যাবার একান্ত ক্লান্ত ও নিজস্ব মুহূর্তে একমাত্র বলেছিলেন—'খুনের রক্তে হাত রাঙিয়ে লাতিন আমেরিকা থেকে কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করার নির্বোধ খেলায় সাহায্য করছি।' কিউবার হোসে মার্তির পর অনেকটা যেন উত্তরাধিকারের দায়িত্ব নিয়ে শিল্প ও সংগ্রামের ময়দানে হাজির হলেন পাবলো নেরুদা। পাবলো নেরুদা ধরলেন চিলির সংগ্রামকে। ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ১২ই জুলাই চিলি (চিলে)-র পাবাল শহরে জন্ম হয় নেরুদার। আসল নাম ছিল Nataldi Ricardo Reys Basoalto। শিল্প-কবিতা-সাহিত্য চর্চাকে সংগ্রামের হাতিয়ার করেছিলেন পাবলো। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন Veinte Poemas de Amor (ভালবাসার কুড়িটি কবিতা)। Una cancion Desesperade

(হতভাগ্যের গান) এরপর আমরা পেলাম El Habitante y Su esperanza (নাগরিক এবং তার আশা)। (এইসব কবিতা বা সৃষ্টি আদতে চিলির সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ভাষারই বহিঃপ্রকাশ)। এবং সমসাময়িক চিলির ব্যাপক জনসাধারণকে লড়াই চালিয়ে যাবার কাজে অনেক সাহায্য করেছিল। কার্যত স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯) নেরুদার চিন্তা-চেতনাকে বামপন্থী করতে সাহায্য করেছিল। এই স্তরেই তিনি নিজেকে রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা শুরু করেন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে তারাপাকা এবং আন্তোফাগাস্তা প্রদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। চিলিতেই তার ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা জঙ্গি আকার লাভ করে। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে চিলির কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর নেরুদা আত্মগোপন করেন। কিন্তু তার শিল্পী মন তখনও ছিল সক্রিয়। এর মধ্যেই লিখে ফেললেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ। Canto General সরকার ও দলের খুব কাছের লোক হয়ে গিয়েছিলেন নেরুদা। চিলির সমসাময়িক রাষ্ট্রপতি তাঁকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৭১ খৃস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। পাবলো নেরুদার ঐতিহ্যকে তুলে ধরার দায়িত্ব এসে পড়ল আরেক রোমান্টিক বিপ্লবীর উপর। তার নাম চে গেভারা। মূলত আরর্জেন্তিনার রোসারিও শহরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তাঁর জন্ম। চে-র জন্ম আর্জেনতিনায় হলেও তাঁর বিপ্লবী সংগ্রামের পথ প্রসারিত ছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। কোরদোবা থেকে রোসারিও, পরে বুয়েনস আইরেস হয়ে পৌঁছোলেন মিবামায়, মিবামার থেকে নেকচেয়া। এইভাবে পরিব্রাজকের মতো বিপ্লবী ও রোমান্টিক অভিযান চালিয়েছেন চে। কখনও দুর্গম পাহাড়, কখনও মরুভূমি, কখনও নিছক হেঁটে সংগ্রামের ময়দানে নিজেকে নিয়ে গেছেন। হাজির হয়েছেন কয়েকটি হ্রদ পেরিয়ে পৌঁছেছেন চিলির মাটিতে। এখান থেকে এসমেরালদা হ্রদের ওপর দিয়ে লঞ্চে করে চলে এলেন ভালদাভিয়া শহরে (চিলির একটি শহর), এরপর তেমুকো শহর। চিলির পর চে-র নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে কিউবা (কুবা)-র মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে। চে-র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Notas de viaje থেকে আমরা জানতে পারি তার ধৈর্য, কষ্টস্বীকার, দুর্গম অঞ্চলে তার অনুপ্রবেশ। কুবার ১৫৫০ মিটার উঁচু পাহাড় লাবোতেয়াতে আরোহণ উপস্থিত বুদ্ধি কীভাবে তাঁকে সংগ্রামের আত্মনিবেদনে সৎ রেখেছিল। চে-র গেরিলা কায়দায়' লড়াই শত্রুকে অনেকটা পরিমাণে পর্যুদস্ত করেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন চে-র রোমান্টিক অভিযানে কুবার বর্তমান রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোও ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী, চে এবং ফিদেল-এর বাহিনী পিনার দেল আগুয়া আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফিদেলও সংগ্রামে কম ছিলেন না। ১৯৫৭-এর ডিসেম্বরে যুবক ফিদেল সিয়েরা থেকে সমতল যুদ্ধ সরাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনীর ছোট ছোট দল সমতলের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির উপর আক্রমণ করেছিলেন। সংগ্রামের কালিক ক্রমানুসারে এবারের চিত্রনাট্য হল চিলির আরেক সংগ্রাম এবং তার নেতা সালভাদর আলেন্দে (Salvador Allende)। ১৯৭৩ খৃস্টাব্দে মার্কিনী মদত ও সি.আই.এ-র ষড়যন্ত্রে চিলির

কমিউনিস্ট প্রভাবিত আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করা হয়। চিলির জনবিরোধী শাসন-শোষণ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে সাধারণ মানুষের মঙ্গল করার জন্য আলেন্দে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সরকারকে মার্কিনী স্বার্থ নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং শেষে ১৯৭৩ খৃস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর জেনারেল অগস্টো পিনোচেতের নেতৃত্বে আলেন্দে সরকারের পতন ঘটানো হয়। কিন্তু এর পরে সব থেমে যায়নি। পিনোচেত সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৯০ খৃস্টাব্দে পিনোচেতের একনায়কতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটে। সংগ্রামের বর্ণময় ঐতিহ্যের আলো আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিক ভেনেজুয়ালায়। সেখানে বিদ্রোহী মানুষ আমেরিকার পুতুল শাসককে গণ-অভ্যুত্থানে উৎখাত 'করে রাষ্ট্রপতির আসনে অভিষিক্ত করেন হুগো সাভেজ-কে। ১৯৯৯-এ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি আন্দ্রে পেরেজের বিরুদ্ধে প্রবল অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু নানা কারণে সেই বিদ্রোহ সফল হয় না। এরপর আবার আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আন্দ্রে পেরেত্তর জনবিরোধী শাসন খতম করার লক্ষ্যে আবার '৯৯-এর নভেম্বর মাসে কুদেতা সংগঠিত করা হয়। এবার নেতৃত্বে ছিলেন হুগো সাভেজ (Hugo Chavez)। আজ পর্যন্ত বিপ্লবী হুগো সাভেজ ভেনেজুয়েলার শাসক হিসেবে সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়ে আসছেন। কিন্তু পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্নভাবে মার্কিনী ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল চলছে ভেনেজুয়েলাকে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্য। কিন্তু ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ তাদের নেতা ও সংগঠনের নেতৃত্বে সচেতনভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সংগ্রামের ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করি গুয়াতেমালায় গত শতকের ত্রিশের দশকে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে গুয়াতেমালার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হোরহে উবিকোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ দৃষ্টান্তমূলক লড়াই করেছিল। এই ধারাকে টেনে নিয়ে ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে মায়াজাতি জমির অধিকার ফিরে পাবার জন্য গড়ে তোলে Committee of Campesino Unity (CUC)। জমির আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে National Coordination Committee of Indigenous People and Campesinos (CONIC)। ৭০-এর দশকে মায়া-জনজাতির মধ্যে একটি সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠছিল। এই সংগঠন গেরিলা কায়দায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সমসাময়িক সরকার এই আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্য নানাবিধ কৌশল করেছিল। চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু হবার পর মায়াজাতির সাংগঠনিক বুনোট কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একদম তলিয়ে যায়নি। ভিতরের সংগ্রাম তখনও চলছিল। এবং এই কাজে Mutual Supporting Group এবং National Coordinating Committee of Displaced persons গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গুয়াতেমালার সঙ্গে নাম করতে হয় ব্রাজিলের। ব্রাজিলের সাধারণ মানুষ সরকারের নানা ধরনের জনবিরোধী নীতি বিশেষত দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই-প্রতিরোধ সংগঠিত করেছিলেন। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে ব্রাজিলের সাধারণ মানুষ 'মরালিটি আন্দোলন' সংগঠিত করেছিল। এর সুফল হিসেবে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন গেতুলিও ভার্গাস। তিনিও লাগাতার দুর্নীতির মধ্যে ডুবে যান এবং তার বিরুদ্ধেও তীব্র

আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং নতুন রাষ্ট্রপতি হন Juao Goulart। আন্দোলন-লড়াই-এর নিশানা তুলে ধরছে ইকুয়েদর-এর সাধারণ মানুষ। Duran Ballen সরকার-এর জনবিরোধী কৃষি আইনের (১৯৯৪) বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ গণবিক্ষোভ গড়ে তুলেছিল। আন্দোলনের জোয়ারে '৯৪-এর জুন মাসে ইকুয়েদরের জীবনযাত্রা দু'সপ্তাহের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই নতুন আইন-এর উদ্দেশ্যই ছিল জোতদার-মালিকদের স্বার্থরক্ষা করা। Confedaration of Indigenous Nationalities of Ecuadeor তাদের আন্দোলনে দাবি তুলেছিল দেশের সব শিল্পক্ষেত্রে সুষম আর্থিক অবস্থান গড়ে তুলতে হবে এবং সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা (food security) দিতে হবে।

পাঁচ

আলোচ্য প্রবন্ধের বিস্তার পর্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এবার আলোচনার অপেক্ষায়। লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপট-সংগ্রাম এমন একটি সময় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে চলছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। খুব সাদামাটাভাবে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যাক। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ৯০ দশকের ইন্দ্রপতনের ঘটনা। অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন। ঠিক এর পরেই সারা দুনিয়ায় আমদানি হল নতুন এক আর্থিক নীতি। যার নাম বিশ্বায়ন। তৃতীয়ত আমরা দেখলাম সোভিয়েত ব্যবস্থা উঠে যাবার পর একমাত্র কুম্ভ চীনের সমাজতন্ত্র এবং তার পরিশোধিত নতুন (২) নীতি। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চিত্রনাট্যের প্রথম পর্বটি দিয়ে আলোচনার সূচনা হতে পারে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর আমরা দেখলাম গোটা দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নতুন আকার নিল। পৃথিবীর নানা দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন-এ আগে একটি ভারসাম্য বজায় ছিল। আমরা দেখেছি ভিয়েতনাম যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার নির্ণয়কারী ভূমিকা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সবসময় একটা কথা ভাবতে হত—সবকিছুই তার অঙ্গুলিহেলনে চলবে না। কিন্তু ৯০-৯১ এর পর সোভিয়েত পতনের পর মার্কিনীরা কার্যত ফাঁকা মাঠ পেয়ে গেল। দুনিয়ার নানা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও খবরদারি করার ইজারা নিয়ে নিল। কোন দেশ কখন কী করবে, কোথায় কোন দেশে অস্ত্র মজুত করছে (ইরাক) তার রায় দেবার দায়িত্ব এসে গেল আমেরিকার হাতে। সবচেয়ে মজার কথা হল ৯/১১ ঘটনার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার নেতা বানিয়ে ফেলল। অথচ ঘটনার ইতিহাস দেখলে আমরা জানতে পারব সেই ১৯৪০-এর দশক থেকে ৬০ পেরিয়ে আজ পর্যন্ত নানাদেশের সরকার পতন, নেতাহত্যার জঘন্য লীলা চালিয়ে গেছে এই মার্কিনীরা। এর পেছনে ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্র দিল কুখ্যাত সি.বি.আই। কয়েকটি উদাহরণ এরকম (ক) ১৯৪৯ সালে সিরিয়ায় সি.আই.এর (CIA) মদতে সামরিক অভ্যুত্থান, (খ) স্থিতিশীলতার অজুহাত ভুলে লেবাননে নৌ ও স্থল সেনা পাঠায় আমেরিকা (১৯৫৮)। (গ) ১৯৬৭ : ইসরায়েল আরব যুদ্ধে ইসরায়েলকে মদত দান অধিকৃত এলাকা থেকে ইসরায়েলের সরে আসার প্রস্তাবে আমেরিকা ভেটো দেয়। (ঘ)

১৯৮০-৮৮ ইরাককে ইরান আক্রমণে উস্কানি। কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ দমনের মেকি ত্রাতার ভূমিকা নয়, সারা দুনিয়ায় তথাকথিত পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন W.T.O-এর মাধ্যমে দাবিয়ে দেবার কপট খেলার প্রধান পুরোহিত হল এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৯/১১ ঘটনা, বিশ্বায়ন, নতুন আর্থিক নীতি কার্যত একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পারস্পরিক কৌশলমাত্র। মার্কিন মুলুকের মস্তানির কার্যকারণ ও প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আল কায়দার আক্রমণ এবং পরবর্তী পরিস্থিতি অনুধাবন করা দরকার। শুধু মার্কিন নয় কার্যত সারা দুনিয়ার চিত্রপট পালটাবার অন্যতম নির্ণয়কারী কারণ হল ৯। ১১-এর ঘটনা। এবং অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার রাজনীতির টানাপোড়েনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। ৯।১১ ঘটনার পর বুশ প্রশাসন একটা বড় সুযোগ পেয়ে গেল এবং এই অছিলায় ছোটবড় দেশের উপর নানাভাবে দাদাগিরি ও হুকুম করা শুরু করল। এরকম একটা প্রচার CNN মারফত শুরু হল যেখানে বলা হল এই আক্রমণ আদতে ইসলামি মৌলবাদী ফ্রন্ট এবং জঙ্গিবিরোধী মঞ্চ যার নেতা নাকি আমেরিকা। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে এমন একটা ধারণা গড়ে তোলা যাবে যে ইসলামি দেশগুলি একটা মৌলবাদী জোটে আবদ্ধ এবং দুনিয়ার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ-এর নায়ক মৌলবাদী নানা সংগঠন। এতে সুবিধা হল যে এর মধ্য দিয়ে অপকীর্তি, কু-মতলবের কাজগুলিকে (যা করে এই আমেরিকা) আড়াল করা সাহজ হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকা এরকম ঘটনার নেপথ্য নায়ক। লাতিন আমেরিকার গুয়াতেমালায় (১৯৫৪), ১৯৬৭-৬৯ নিকারাগুয়া (৮০-এর দশক), কিউবা (১৯৫৯-৬০), বেলজিয়াম, কঙ্গো (১৯৬৪) এছাড়া কাম্বোডিয়া (১৯৮৩), লিবিয়া (১৯৮৬), সুদান (১৯৯৮), মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক (১৯৯৩), মূল কথায় ফিরে এসে আমেরিকার এই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল জলঘোলা করে সাম্প্রতিক মার্কিন মন্দাবাণিজ্য-অর্থনৈতিক চাঙ্গা করা। এবং এর মূল পথ হল ইরাক, ইরান সহ অন্যান্য দেশগুলির উপর চেপে বসে তেলের সম্পদ নিজেদের আয়ত্তে আনা। আফগানিস্তান যুদ্ধের পেছনেও ছিল এই একই ফন্দি। মধ্য এশিয়া থেকে তথা কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এসব দেশ থেকে তেল পাইপলাইনে নিয়ে আসা সহজ হবে। ইরানের ওপর দিয়ে এটা করেনি কেননা ওদেশের উপর একটা সন্দেহের কালো মেঘ গড়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপট থেকেই আধুনিক বিশ্বের বিশ্বায়ন রাজনীতিকে দেখা প্রয়োজন এবং এই নয়া আর্থিক নীতির টোটকা কার্যকর বা প্রয়োগ করতে গেলে তৃতীয়, তথা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির উপর বা মধ্যে নতুন কায়দায় নিজের অশুভ হাত ঢোকাতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা তাই লক্ষ করছি এশিয়ার নানা প্রান্তে, নানা দেশে নানা ধরনের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল, জাতি-দাঙ্গা, সরকার পতন ও নানা ধরনের কৃত্রিম অশান্তি। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের কথাই বলা যাক। (ভারত নাকি অনতিদূরে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে)। ভারত সরকারের বৈদেশিক তথা আর্থিক নীতিতেও এই কর্তাভজা-কর্তা পুষ্ট করার ব্যবস্থা পাকা হচ্ছে। (সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি বহু

ব্যবহারে মলিন) দু-একটি উদাহরণেই তা স্পষ্ট হবে—(ক) ১৯৭২ সালের এ.বি.এম Anti Ballistic Miseile নীতি ভঙ্গ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ এপ্রিল মাসে যখন তার নতুন ন্যাশনাল ডিফেন্স নীতি ঘোষণা করে তখন ভারতবর্ষই প্রথম রাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়ি নিঃশর্ত সমর্থন জানায়। (খ) বিদেশনীতির অভিমুখ পরিবর্তনের ইঙ্গিত আমরা পাই যখন দেখি ভারতের উদ্যোগে ভারত-মার্কিন-ইজরায়েল অক্ষ গড়ে তোলা হয়, (গ) আমেরিকার পাকিস্তানকে ন্যাটো-বহির্ভূত দেশের স্বীকৃতি দেওয়ার পর অনুরূপ ইঙ্গিত দেখা গেছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে ভারতকে মার্কিন সামরিক প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসার এক বেপরোয়া চেষ্টা।

তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিশ্বায়ন-এর আর্থ-রাজনীতি। এ বিশ্বায়ন জ্ঞানবিজ্ঞান, জনসংযোগ, সংস্কৃতির ভুবনীকরণ নয়, নিছক বাণিজ্যের বিশ্বায়ন এবং যার নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব নিয়ে বসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বায়নের রাজনীতি কায়েম করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা সময় অবস্থা ও দেশ বুঝে কৌশল অবলম্বন করছে। এই কৌশল প্রয়োগের কাজটি অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির জন্য। পৃথিবী কার্যত এখন 'একমেরুতে' (Monopolar) পরিণত হয়েছে। এই নতুন মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বাস্তবতা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যে শ্রমিক আন্দোলন, কমিউনিস্ট দলের সচলতা এবং পুঁজিবাদবিরোধী নানাধরনের প্রতিরোধ কিছুটা পরিমাণে লঘু হয়ে পড়েছে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের দুর্বল অবস্থার জন্য তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক বামপন্থা কিছুটা শিথিল হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। অবস্থা আরও একটু প্রতিকূল হয়ে পড়েছে সমাজতান্ত্রিক চীনের বর্তমান অবস্থার জন্য। চীনের জঙ্গি ও শুদ্ধ মার্কসবাদ ও সমাজরাষ্ট্রে তার প্রয়োগের সৎ প্রচেষ্টা অনেকটা পরিবর্তিত চরিত্র আকার নিয়েছে। চীন এখন সাম্যবাদ-এর নতুন নীতি প্রয়োগ গ্রহণ করছে। বাজার সমাজতন্ত্র (Market Socialism) নামে নতুন নীতি গ্রহণ করছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ফিরিয়ে আনছে। বুর্জোয়া জীবনবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং আনুষঙ্গিক সংস্কৃতিকেও তেমন অন্যায় বলে মনে করছে না। গ্যাট চুক্তির ক্ষেত্রেও নিজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে। সব মিলিয়ে প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক বিশ্ব চীন থেকে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু দেখছে না। এই বাস্তব পরিস্থিতি আদতে আমেরিকার দাপটকে শাসন তো করছেই না বরং উৎসাহিত ও সাহায্য করছে।

ছয়

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে সমাজতন্ত্রের সংকট বিশ্বায়ন-এর আর্থ-রাজনীতির মহাযজ্ঞকে সাহায্য করছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিশ্বায়নের অর্থনীতি কেবল বাণিজ্যের স্বার্থ চরিতার্থ করেই সন্তুষ্ট থাকে না। বিশ্বায়ন এক নতুন সংস্কৃতি, জীবনদর্শন, মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে। এই মূল্যবোধ হল ভোগবাদের

মূল্যবোধ। ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিসর্বস্ব স্বার্থচিন্তার এক নিজস্ব ছাপ তৈরি করছে এই অর্থনীতির দর্শন। সামাজিক মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 'সমষ্টিগত মূল্যবোধ' (Collective values) থাকে, বা কাজ করতে চায় সেই প্রক্রিয়া (Mechanism) টিকেই নষ্ট করে দেয় এই কনজিউমার কালচার। স্বভাবতই মানবকল্যাণ, সামাজিক মঙ্গল-এর মনোবীজ, মানসিকতা ক্রমশ শিথিল বা লঘু হতে থাকে। মানবতার চর্চা ক্রমশ তার জায়গা হারাতে থাকে। আদতে এই নতুন জীবনবিরোধী সংস্কৃতি সমাজে চালু করতে পারলে সংগ্রামের মানসিকতা, জোট বাঁধার ও লড়াই করবার উদ্যোগস্পৃহাকে ধ্বংস করা সহজ হয়। এই কারণে সারা দুনিয়ায় এক ধরনের নীরবতা তথা নিস্পৃহতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু এই পর্যন্ত বললে ব্যাপারটা নেতিবাচক হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ সত্যও বলা হবে না। আজকের দুনিয়ায় (এককথায় বলা যায়) অবশ্যই বৈষম্য বেড়েছে। দারিদ্র ও বঞ্চনা ও বঞ্চিতদের দুঃখকষ্ট বেড়েছে। সম্পদের কেন্দ্রীভবন (Concentration of Wealth) ঘটেছে। কেননা বিশ্বায়ন আদতে হল বৈষম্যের বিশ্বায়ন এবং দারিদ্রের ভুবনীকরণ। এবং এই কারণে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি গড়ে উঠতে বাধ্য। এবং ওই ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রেও এই সংস্কৃতি সাহায্য করে। কাজেই বলা অসঙ্গত হবে না যে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। কেবল শোষণপদ্ধতির হেরফের ঘটেছে ক্ষেত্রবিশেষ। এটা হয়েছে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, সময় পালটাবার জন্য। এবং শোষণ, বঞ্চনা ও দমনের ইতিহাসে এখনও চলছে বলেই পাশাপাশি লড়াই-সংগ্রামের ধারাও শেষ হয়নি। এবং এই লড়াই-সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট অংশ হল মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বায়ন তথা W.T.O-এর বিরুদ্ধে লড়াই। এখন প্রশ্ন হল সমাজতন্ত্রের শিবির না থাকার জন্য এর নেতৃত্ব কে দেবে? না, এর জন্য হতাশার কোনও কারণ নেই। যেখানে যখন লড়াই হচ্ছে তার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব নিচ্ছে সেই দেশের প্রগতিশীল শক্তি। লড়াই-সংগ্রাম চলছে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। কিউবায় চলছে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই। মার্কিন অবরোধকে পাত্তা না দিয়ে সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখছেন ফিদেল কাস্ত্রো। বিশ্বায়ন তথা W.T.O-এর বিরুদ্ধেও পৃথিবীর নানা প্রান্তে লড়াই-প্রতিরোধ সংগঠিত হচ্ছে। আমেরিকার সিয়াটেল থেকে ব্যাঙ্কক, ওয়াশিংটন, সিডান, প্রাগ, দাভোস, জেনিভা সর্বত্রই প্রচণ্ড বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে। বিশ্বায়নবিরোধীরা আওয়াজ তুলছে তোমরা জি-৮ আমরা ৬০০ কোটি মানুষ—তোমাদের মুনাফার সামগ্রিক নয়। এই লড়াই-এ শহিদ হয়েছে ইতালির সংগ্রামী ছাত্র কার্লো গিলওয়ানি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে এখনও কিছু প্রগতিশীল তথা গণতান্ত্রিক শক্তি আছে যারা আমেরিকার সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানের অসারতা বুঝতে পারছে। খোদ আমেরিকায় প্রগতিশীল ও বামপন্থী জোট ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধেও যেমন প্রতিবাদ করেছিল, তেমনি আমেরিকার আফগানিস্তান যুদ্ধ ও তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অভিযানকে অন্যায়, অন্যায্য বলে প্রতিবাদ করছে। সেখানকার ছোট বামপন্থী শক্তি একথা সহজেই বুঝতে পারছে তাদের আফিগানিস্তান-যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কোনও সৎ

অভিযান বা যুদ্ধ নয়। বরং বলা ভালো এই যুদ্ধ কার্যত আরেকটি সংগঠিত সন্ত্রাসবাদ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধই হল প্রকৃত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ও জেহাদ ঘোষণার সময় ও সুযোগও আছে। কেননা আমেরিকা কার্যত অনেকটা পরিমাণেই কাগুজে বাঘ (Paper Tiger)। তার মাটির নীচের মূল থেকে ক্রমশই জমি হারিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা ও জাপানে উন্নয়নের হার কমেছে। বুশ প্রশাসন এই সংকট বুঝতে পেরে ২০০২ সালের বাজেটে ৩৩ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করেছে। ২০০৩ সালে আমেরিকান কংগ্রেস আগের বাজেট থেকে ৪৮ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে মোট ৩৭৯ বিলিয়ান করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

সাত

একথা সাদামাটাভাবে বলা যায় লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ আমাদের কাছে এখন একটি সংগ্রামের প্রতীক। শুধু ভঙ্গি দিয়ে মনভুলানো নয়। আঠারো শতক থেকে বিশ শতক পেরিয়ে বর্তমান শতক-এর শুরু পর্যন্ত অত্যাচার, অন্যায় এবং আমেরিকার মদতপুষ্ট সব রকমের আক্রমণ-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করছে। অথচ পাশাপাশি মদত দেবার মতো কোন আন্তর্জাতিক মঞ্চ নেই। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠতেই পারে এতবড় বিরাট শক্তিধর আমেরিকা ও তার স্তাবকদের বিরুদ্ধে অর্থবহ প্রতিরোধ-এর নেতৃত্ব কে দেবে? না, এই প্রশ্নর উত্তর এক কথায় হ্যাঁ বা না দেবার মতো নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী স্বকীয় কায়দায় সংগ্রামের তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। কিউবা (কুবা), ইকুয়েডর, ব্রাজিল (বর্তমানে বামপন্থী সরকার চলছে), ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা এবং চিলি লাতিন আমেরিকার এই দেশগুলি একটি যৌথ মঞ্চ তৈরি করতে পারে এবং বাস্তব পরিস্থিতি এখন সেই দিকেই এগোচ্ছে। তবে এখানেই থেমে থাকা চলবে না। পূর্ব ইউরোপ এবং দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশের এই মঞ্চকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কার্যত বলা ভালো লাতিন আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম (বিশ্বায়নের সময়েও) বাকি বিশ্বের উপর এক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলেছে। এবং পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন-এর যুগে স্বভাবতই দক্ষিণ আমেরিকার এই সংগ্রাম এক নতুন ব্যঞ্জনা গড়ে তুলছে এ বিষয়ে কোনও দ্বিমতের সুযোগ নেই। কেননা-এর পাশাপাশি সারা দুনিয়ায় এখন ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্দোলনও নতুন উদ্যমে শুরু হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলি WFTU (World Federation of Trade Union) দামাস্কাসে (১৯৯৪) সম্মিলনে (৪০০ জনপ্রতিনিধি ৮২টি দেশ) বিশ্বায়ন IMF বিশ্বব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করে। স্বভাবতই এই ইতিবাচক পরিস্থিতিতে লাতিন আমেরিকা আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনের এক শুভ ইঙ্গিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আপাতপতন ঘটলেও বিশ্বায়ন তথা মুক্তবাজারের আর্থিক নীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব-স্ববিরোধিতা নতুন করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নতুন দিক্‌বলয় শুরু হচ্ছে। সুপরিকল্পিত-সুসংগঠিত মানুষের যন্ত্রণামুক্তির শেষ যুদ্ধই

পারে পুঁজিসর্বস্ব অজগরের-মতো-গিলে-খাওয়া-শোষণ-শাসন বিরোধী লড়াইয়ে জয়ী হতে। যুদ্ধের সন্ত্রাসবাদও তখন নির্মূল হবে। ইতিহাসের বিজ্ঞান আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

সহায়ক গ্রন্থসূচি

1 Rich P.B : Latin America : its future in the Global Economy
2. Burns EB - Latin America : a concise interpretine history
3. Cubit Tessa - Latin American Society
4 NACLA (Journal) Nov-Dec 1993. March-April '96 March-April '99
5 অশোক ভট্টাচার্য : চে-গেভারা বর্ণময়.জীবন ও সংগ্রাম
6. Sen Sukomal. Working Class of India . History of emergence and movement 1830-1990
7 কো-অর্ডিনেশন : এপ্রিল
8. সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় - সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি

উত্তরণের পথে উত্তাল লাতিন আমেরিকা : কিছু শিক্ষা, কিছু ভাবনা

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

লাতিন আমেরিকা আবার উত্তাল। উত্তাল বলিভিয়া, উত্তাল ভেনেজুয়েলা, উত্তাল লাতিন আমেরিকার তিন বৃহত্তম দেশ—ব্রাজিল-মেক্সিকো-আর্জেন্টিনা। দুনিয়াজোড়া মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তারের অশ্বমেধের ঘোড়া আজ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ঘেরাওয়ের কবলে। আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের চোখরাঙানিতে সেখানে আর তেমন কাজ হচ্ছে না, ভেস্তে যাচ্ছে অফুরান মুনাফা লোটার সাজানো পরিকল্পনা। কোথাও সি আই এ-র চক্রান্তে ফেলে দেওয়া সরকার ক্ষমতায় বহাল থেকে যাচ্ছে ব্যাপক জনসমর্থনে, কোথাও বা অপদার্থ রাষ্ট্রপ্রধানকে গদি থেকে টেনে নামিয়ে দেশান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে প্রতিবাদী জনতা। কোথাও সশস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ, কোথাও জোরদার ব্যালটের লড়াই, কোথাও বা লক্ষ প্রাণের জাগ্রত ব্যারিকেড। সব মিলিয়ে লাতিন আমেরিকা আজ শ্রেণীসংগ্রামের এক প্রাণবন্ত প্রেক্ষাপট।

এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা। তৃতীয় বিশ্বের কথা উঠতেই এই তিন মহাদেশের নাম আমরা বারবার উচ্চারণ করে থাকি। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ল্যাবরেটরিতে সফল বিপ্লবী পরীক্ষা-নিরীক্ষার তালিকায় লেনিনের রাশিয়া, মাও জে দং-এর চীন, হোচিমিনের ভিয়েতনামের পাশে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে কাস্ত্রো-চে গুয়েভারার কিউবার নাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত আস্ফালনকে অগ্রাহ্য করে ছোট কিউবা যেভাবে মাথা উঁচু করে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা দুনিয়া জুড়ে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এক সানন্দ সশ্রদ্ধ বিস্ময়। শুধু কিউবা নয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে কখনও চিলি, কখনও নিকারাগুয়া, কখনও পেরু-চিয়াপাসের বিপ্লবী জনগণের প্রতি সংহতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থনেও সোচ্চার হয়ে উঠেছে কলকাতার রাজপথ।

লাতিন আমেরিকা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে নিয়ে গড়ে ওঠা ইংরেজি ভাষাভাষী আমেরিকা বা উত্তর আমেরিকার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা 'অন্য' আমেরিকা—মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা বা স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ভাষাভাষী আমেরিকা। ওয়াশিংটন চেয়েছিল লাতিন আমেরিকাকে তার 'সাজানো বাগান' হিসেবে ধরে রাখতে। সস্তায় খনিজ সম্পদ আসবে—তেল, তামা, যখন যা চাই, মিলবে সস্তা শ্রম, পাওয়া যাবে বাঁধা বাজার, আর পাহারায় থাকবে বিশ্বস্ত পাহারাদারের দল। সরকারের রং-ঢং, বেশভূষা যেমনই হোক, হোয়াইট হাউসের আর পেন্টাগনের ইশারা বুঝতে আর পালন করতে সে কখনওই ভুল করবে না।

সে হিসেব প্রথম ওলট-পালট হয়ে গেল কিউবায়। আমেরিকাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে কুখ্যাত বাতিস্তা জমানাকে উৎখাত করে ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার নেতৃত্বে কিউবা পা বাড়াল সমাজতন্ত্রের রাস্তায়। ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও জাপানের পরাজয় ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে মহাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার রাস্তা খুলে গেলেও ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক বিকল্প শিবির। সেই হাওয়া এবার বাসা বাঁধল কিউবায়, আমেরিকার আকাশের কোণেও জ্বলে উঠল এক লাল তারা। কিউবার এই নতুন যাত্রাকে শুরুতেই রুখে দেবার উদ্দেশ্যে মার্কিন ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ ষাটের দশক থেকেই শুরু হয়ে যায়। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কাস্ত্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্তও চলতে থাকে। কিন্তু যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে গোটা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমতের সমর্থনে কাস্ত্রোর নেতৃত্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে কিউবা।

কিউবার মাটিতে পুতুল সরকারকে বাঁচাতে না পারলেও কিউবার উদাহরণকে কিউবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে আমেরিকা মরিয়া হয়ে ওঠে। কিউবার উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ও বামপন্থী শক্তির উপর শুরু হয় সার্বিক আক্রমণ। বলিভিয়ার বুকে চে গুয়েভারাকে হত্যা করে এবং চিলিতে নির্বাচিত আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করে লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান বামপন্থী প্রভাবকে রুখে দিতে সি আই এ-পেন্টাগন-হোয়াইট হাউসের নির্দেশে চলতে থাকে একের পর এক খুনি প্রতিবিপ্লবী হামলা।

এরই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কিউবা। বামপন্থী শক্তির অগ্রগতি ঘটে নিকারাগুয়া এবং এল সালভাদরে। কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে পেরুতে। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও সমগ্র পূর্ব ইউরোপে পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তনের প্রভাব কিউবাতেও পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। নব্বইয়ের দশক জুড়ে অর্থনৈতিক অবরোধ, মতাদর্শগত-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও রাজনৈতিক-সামরিক ষড়যন্ত্রের ত্রিমুখী আক্রমণে হাভানার বুকে বহু প্রতীক্ষিত পালাবদলের পালাকে মঞ্চস্থ করতে মার্কিন প্রচেষ্টায় কোনও ত্রুটি থাকেনি। কিন্তু এর মধ্যেও কিউবার টিকে থাকা সেখানকার বিপ্লবের গভীরতা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার বলিষ্ঠতাকেই দেখিয়ে দেয়।

কিউবার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বামপন্থী মহলে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত উদাহরণ ব্রাজিল। গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাম্রাজ্যবাদী আশীর্বাদধন্য একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বস্ত প্রতিনিধিকে পরাজিত করে ব্রাজিলের ইতিহাসে প্রথম বামপন্থী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী ও প্রাক্তন ধাতুশ্রমিক নেতা লুলা। প্রশ্ন উঠেছে, এককালে আলেন্দে সরকারকে বরদাস্ত না করতে পারা আমেরিকা লুলা সরকারকে কতদিন মেনে নেবে? ক্ষমতায় আসার পর থেকে লুলা যেভাবে বামপন্থা ছেড়ে 'তৃতীয় পথে' বা মধ্যপন্থার রাস্তায় পা বাড়িয়েছেন তাতে অবশ্য আমেরিকার ঘুমে

ব্যাঘাত ঘটার বিশেষ কোনও কারণ নেই। যেভাবে এককালে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকারকে ফেলে দিলেও পরবর্তীকালে জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বাম সরকারকে তিন দশক ধরে মেনে নিতে কেন্দ্রের কংগ্রেস বা বিজেপি সরকারের কোনও অসুবিধা হয়নি, একইভাবে বোধ করি আজ লুলার সরকারকে নিয়েও কোনও মার্কিন মাথাব্যথা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা বা ব্রাজিলে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভর দিয়ে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা বামপন্থী সরকারের কাছেও আজ বাজারকে 'মুক্ত' করাই যে প্রধান কর্মসূচি। পরিবর্তন নয়, মেনে নেওয়া-মানিয়ে নেওয়াই মূল মন্ত্র!

ব্রাজিলের বামপন্থী আন্দোলন কিন্তু এখানেই থমকে যায়নি। ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির ভেতরে শুরু হয়েছে জোরদার মতাদর্শগত বিতর্ক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। 'পিটি' বা ওয়ার্কার্স পার্টির সহযোগী সংগঠন 'এম এস টি' বা ভূমিহীন গরিবের আন্দোলনের প্রভাবও ব্রাজিলে ক্রমবর্ধমান। সরকারের আপসনীতি ও সীমাবদ্ধতার চালাকি ও দেউলে রাজনীতির সীমা ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে মানুষের প্রতিবাদী মিছিল, শ্রমিক-কৃষকের যৌথ আন্দোলন।

শ্রেণীসংগ্রামের এই নিরন্তর না থেমে যাওয়া, না থমকে যাওয়া চলমান গতিই হল লাতিন আমেরিকা। গত একশো বছর ধরে কত ঝড়ই না বয়ে গিয়েছে এই মহাদেশের বুকে। আজ যে মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে গোটা দুনিয়া তোলপাড়, সেই সম্প্রসারণবাদী অভিযানের প্রথম সাক্ষী লাতিন আমেরিকা। যে তেলের বাজার দখলের জন্য আজ ইরাক সহ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া বা মধ্য-প্রাচ্য জুড়ে উন্মত্ত মার্কিন হানাদারি চলছে, ভেনেজুয়েলা ও মেক্সিকোর তেলখনি ও পাইপলাইনকে ঘিরে সে দখলদারির লড়াই চলছে গত কয়েক দশক ধরে। যে বিশ্বায়নের বিধ্বংসী আঘাতে আজ তৃতীয় বিশ্বের শিল্প ও কৃষি অর্থনীতি নতুন করে নির্ভরশীলতার জালে জড়িয়ে পড়েছে, অবাধ বাণিজ্যের নামে ভারী শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে ভেঙে-চুরে দিয়ে যেভাবে একের পর এক উন্নয়নমুখী দেশকে কাঁচামাল, সস্তা শ্রম ও বিদেশি ভোগ্যপণ্যের চোখধাঁধানো 'মুক্ত' বাজারে পরিণত করা হচ্ছে সেই অভিযানও শুরু হয়েছে লাতিন আমেরিকার মাটি থেকেই। রীতিমতো শিল্পসমৃদ্ধ দেশ মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলকে লুঠ হয়ে যেতে দেখেছে লাতিন আমেরিকা।

আশির দশকে ঋণের ফাঁদে আর নব্বইয়ের দশকে বাণিজ্যের জালে তৃতীয় বিশ্বকে বেঁধে ফেলার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী অভিযানেরও মূল কেন্দ্র থেকেছে লাতিন আমেরিকা। বিদেশি ঋণের বোঝার নিরিখে সবসময়েই উপরের সারিতে থেকেছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো। গ্যাট থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় মার্কিন নেতৃত্ব কানাডা ও মেক্সিকোকে জুতে নিয়ে প্রথমেই গড়ে ওঠে নাফ্‌টা বা নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (উত্তর আমেরিকার অবাধ বাণিজ্যচুক্তি)। কিন্তু এই ফতোয়াকে মেক্সিকোর সাধারণ মানুষ কখনওই মেনে নেয়নি। ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি যখন নাফ্‌টা চুক্তি

চালু হল, গোটা দুনিয়াকে চমকে দিয়ে সেদিনই মেক্সিকোর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সবচেয়ে অনুন্নত ও কৃষিপ্রধান প্রদেশ চিয়াপাসে গর্জে উঠল প্রতিবাদী কৃষক বিদ্রোহ। আর আজ যখন নাফ্‌টা চুক্তিকে গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়ে এফ টি এ এ বা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট অব্ দি আমেরিকাজ নামে সম্প্রসারিত করার চক্রান্ত চলছে তখন সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠেছে সমগ্র লাতিন আমেরিকা।

নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের এই সাম্রাজ্যবাদী নকশা অবশ্যই শুধুমাত্র উৎপাদন-বণ্টন ও বিনিময়ের আঙিনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি—মার্কিন রাজনৈতিক-সামরিক হস্তক্ষেপের সিংহভাগই প্রত্যক্ষ করেছে লাতিন আমেরিকা। গণতন্ত্রের বুলি কপচে একের পর এক দেশে কখনও সামরিক কখনও অসামরিক চেহারার খুনি একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র চাপিয়ে গিয়েছে ওয়াশিংটন। বলা বাহুল্য এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র শুধুমাত্র বাইরে থেকে বা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় যদি না দেশের অভ্যন্তরে এর উপযুক্ত শ্রেণীভিত্তি ও সামাজিক পরিমণ্ডল বজায় থাকে। লাতিন আমেরিকার মাটিতে এই সামাজিক ভিত্তি জুগিয়ে গেছে শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দালাল অভিজাত শ্রেণী। সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ, দালাল অভিজাত শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সম্মিলিত যোগসাজশেই আধা উপনিবেশ তথা নয়া উপনিবেশের কাঠামোয় আবদ্ধ থেকেছে লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র।

আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আজকাল যাঁরা স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাতের' তত্ত্বে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছেন, তাঁদের জন্য লাতিন আমেরিকার উদাহরণ চোখ খুলে দিতে পারে। হান্টিংটনের তত্ত্বে গোটা পৃথিবীকে আটটি সভ্যতায় ভাগ করে দেখানো হয়েছে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ইসলাম ও কনফুসীয় সভ্যতার (সোজা ভাষায় আরব জগৎ, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র ও চীন) সংঘাতই বর্তমান যুগে ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি।

একদিক থেকে হান্টিংটনও ফুকুয়ামার মতোই মনে করেন যে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, মতাদর্শগত সংঘাতের ইতিহাস, পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস আজ থেমে গেছে। কিন্তু ফুকুয়ামা যেখানে তথাকথিত 'উদারনৈতিক গণতন্ত্র', মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত সমাজের সার্বিক আধিপত্যের মধ্যে ইতিহাসেরই পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়েছেন, হান্টিংটন সেখানে ইতিহাসকে একেবারে সংঘাত মুক্ত বা সমাপ্ত বলে মেনে নিতে নারাজ। হান্টিংটনের মতে রাজনীতির মূল কথা আজ সংস্কৃতি আর সংস্কৃতির মূল কথা হল ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক সভ্যতা। আর এই সভ্যতার পারস্পরিক সংঘাতই সোভিয়েত-উত্তর ইতিহাসের মূল প্রবণতা।

লাতিন আমেরিকাকে আমরা সভ্যতার বিচারে কোথায় ফেলব? পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবক্তারা অবশ্যই দাবি করবেন যে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে পশ্চিমী সভ্যতারই ছাপ লাতিন আমেরিকার চোখেমুখে। আর ধর্মের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে তো প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতে হবে যে খ্রিস্টধর্মই লাতিন

আমেরিকার ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম। তাহলে লাতিন আমেরিকা জুড়ে একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বব্যাপী হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন আর অন্যদিকে ব্যাপক জনগণের তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পেছনে রহস্যটা কোথায়?

এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন লেনিন করেছেন 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' শীর্ষক পুস্তিকা ও পরবর্তী বিভিন্ন লেখায়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশের যুগ শেষ হয়ে এলেও আধা-উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশের যুগ মোটেই শেষ হয়নি। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের সূত্র ধরে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদ তার লুটের জাল বিছিয়ে চলে গোটা দুনিয়া জুড়ে। আর্থিক লুণ্ঠনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে জাতীয় উৎপীড়ন। কখনও উপনিবেশ, কখনও বর্ণবৈষম্য, কখনও বা সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্বের আড়ালে জাতীয় নিপীড়নকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। ভুলে গেলে চলবে না ইসলামের প্রাধান্য মূলত তৃতীয় বিশ্বেরই এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে, যেখানে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও আমেরিকা ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে টেক্কা দেবার মতো শক্তিশালী শিল্পকাঠামো বা পরিপক্ক আর্থিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই। সভ্যতার সংঘাতের অজুহাত খাড়া করে প্রয়োজনমতো কখনও ইসলাম, কখনও কনফুসীয় দর্শনের নাম করে আসলে তৃতীয় বিশ্বের এই সম্ভাবনায় ও বিকাশমান দেশগুলির উপর যথেচ্ছ আক্রমণ শানানোর এক যুক্তিজাল তৈরি করে রেখেছে আমেরিকা।

সভ্যতার সংঘাতের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের আরও একটি তত্ত্বকে আমেরিকা বা আমেরিকার ইশারায় পশ্চিমী দুনিয়া তথা রাষ্ট্রসংঘ আজকাল হাজির করে রেখেছে। এটি হল তথাকথিত 'বজ্জাত রাষ্ট্র' বা 'rogue state'-এর তত্ত্ব। কোনও দেশের সরকারকে যদি আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি বা শান্তি-শৃঙ্খলার রাস্তায় বাধা হিসেবে দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বিশ্ব মানবতা, বিশ্বশান্তি বা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের নামে সেই সমস্ত দেশে অবাধ 'মানবতাবাদী' হস্তক্ষেপের এক অপযুক্তি কাঠামো আজকাল তৈরিই হয়ে রয়েছে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের তোয়াক্কা না করেই আক্রমণ শুরু করে দেওয়াটা আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি। আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমী হামলা ও চলমান আগ্রাসনের সমর্থনে 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের এই রাজনৈতিক-সামরিক যুক্তি ও সভ্যতার সংঘাতের মতাদর্শগত-সাংস্কৃতিক আবেগ উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছে আমেরিকা।

অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ও জাতীয় উৎপীড়নের এই সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিপরীতে লেনিন ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী জালের দুর্বলতম গ্রন্থিকে বিচ্ছিন্ন করে প্রয়োজনে একটি দেশেও সমাজতন্ত্র গঠনের বিপ্লবী পতাকা। লেনিনও শুরু করেছিলেন মার্কসের এই ধ্রুপদী ধারণা থেকেই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রা উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই শুরু হবে। এমনকি বিশ্বপর্যায়েই বিপ্লবী পটপরিবর্তন ঘটে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের এক অন্য ছবি তুলে ধরল সামনে। অসম

বিকাশ, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে আগ্রাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, উপনিবেশ/আধা-উপনিবেশ/নয়া-উপনিবেশের নিগড়ে নিষ্পেষিত দুর্বল দেশের অস্তিত্ব—বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই লেনিনের চোখে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল পুঁজিবাদের এক অন্য বিবর্তমান চেহারা। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থলে আশু বিপ্লবের সম্ভাবনা থেকে লেনিন চোখ ফেরালেন পূর্বকোণে, দেখলেন চীন, ভারতের মতো উপনিবেশ/আধা-উপনিবেশের মাটিতে বিপ্লবী ঝড়ের সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিমের ভৌগোলিক মিলনসীমাতেই শেষ পর্যন্ত সফল হল প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। একটি দেশের সীমানায় সমাজতন্ত্রকে সীমিত করে রাখার কোনও সাধের নতুন তত্ত্ব লেনিন গড়েননি, আগ্রাসী নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপ্লবী সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা ও তার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্য থেকেই উঠে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম গ্রন্থিতে আঘাত করে একটি দেশের সীমানার মাঝেও বিপ্লব সফল করে তোলার অনুশীলনলব্ধ তত্ত্ব-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা।

রুশ বিপ্লবের পূর্বসন্ধ্যায় এমনকি তার পরেও লেনিন আশা করেছেন ইতালি ও জার্মানির মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তার বিজয়কেতন উড়িয়ে দেবে। পাশাপাশি এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন যে বিপ্লব যদি বড় আকারে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে পৃথিবীকে আবার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, বিপ্লবী রাশিয়াকে প্রস্তুত থাকতে হবে সমাজতন্ত্রকে গড়ে তোলা ও টিকিয়ে রাখার এক চড়াই-উতরাই ভরা দীর্ঘস্থায়ী, কষ্টসাধ্য, জটিল সংগ্রামের জন্য। আমরা জানি প্রথম সম্ভাবনাটি বাস্তবায়িত হয়নি, সত্য প্রমাণিত হয়েছে লেনিনের দ্বিতীয় আশঙ্কা। ইতালি ও জার্মানিতে বিপ্লব জয়ী হয়নি, জয়ী হয়েছে প্রতিবিপ্লব—ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ, এড়ানো যায়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সামগ্রিক অর্থে বিপ্লবের মানচিত্রকে আরও প্রসারিতই করেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ও পতন ত্বরান্বিত করেছে চীন বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় মুহূর্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল রঙ্গমঞ্চ ছিল ইউরোপ এবং অপরিসীম আত্মত্যাগ, সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে ইউরোপের মাটিতে হিটলারের চ্যালেঞ্জকে রুখে দেওয়া ও পরাস্ত করার মূল দায়িত্বটি সম্পন্ন করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী জনগণ, বিশেষ করে বিপ্লবী লাল ফৌজ। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরমাণু বোমার মারণশক্তি প্রদর্শনে নেমে পড়ে আমেরিকা। জাপানকে শিক্ষা দেবার নাম করে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের বিপ্লবী আন্দোলন ও বিশ্বের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ঢেউকে চোখ রাঙানোর উদ্দেশ্যে হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়াকে জানিয়ে দেয় তার একক মহাশক্তি হয়ে ওঠার নোংরা, কুৎসিত কামনা।

কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে সেই পরমাণু বোমা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জনগণের বিপ্লবী স্পর্ধাকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। হিরোসিমা ও নাগাসাকি

ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে বিপ্লবী জনগণতান্ত্রিক চীন। পরমাণু শক্তিধর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কাগুজে বাঘ হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে ছড়িয়ে পড়ল মাও জে দং-এর উদাত্ত আহ্বান। কিউবা ও ভিয়েতনামের সফল বিপ্লব প্রমাণ করে দিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণপ্রতিরোধ বা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের সার্থক সম্ভাবনা। শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষকের জঙ্গি সংগ্রামের ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতা দেখিয়ে দিল সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ ও সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও উৎপীড়নে আবদ্ধ, অবরুদ্ধ সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা, জমে থাকা বিপ্লবী উপাদানের বিশাল ভাণ্ডার।

এমনই এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের নিশ্চিত ঠিকানা লাতিন আমেরিকা। তার আকাশে-বাতাসে অনবরত উঁকি দিচ্ছে বিপ্লবী সম্ভাবনা। সংগঠিত-অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকের শক্তিশালী আন্দোলন আর কৃষকের জঙ্গি প্রতিরোধের মেলবন্ধনে সেখানে গড়ে উঠেছে বিপ্লবী গণসংগ্রামের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আর্জেন্টিনা-চিলি-নিকারাগুয়া-এল সালভাদরের লাখো শহিদের রক্তে, আদর্শে আর স্বপ্নে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বলিষ্ঠ বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে গণতন্ত্রের দাবিতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলন। আর্জেন্টিনা ও চিলির 'হারিয়ে যাওয়া' হাজারো শহিদের মায়েদের ন্যায়বিচারের দাবিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মানবাধিকার আন্দোলনের নতুন ইতিহাস। বাতিস্তা থেকে পিনোশে কোনও স্বৈরশাসকই শেষ পর্যন্ত ছাড়া পায়নি লাতিন আমেরিকার জাগ্রত গণআদালতে।

যে কোনও জীবন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের মতো লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসেও রয়েছে দ্বিধা-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তির ছোঁয়া। সংসদীয় কাঠামোকে বিপ্লবী স্বার্থে ব্যবহার করা ও সশস্ত্র আন্দোলনে বন্দুককে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং আন্দোলনের বিভিন্ন রূপকে সমন্বিত করে গণচেতনাকে ক্রমেই বিকশিত করা ও গণউদ্যোগের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়ার কথা মুখে বলা যত সহজ বাস্তবে করে দেখানোটা সবসময়েই তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কঠিন। বিভিন্ন ধরনের একপেশেপনা বারবার মাথা তুলেছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন সময়ে।

শক্তিশালী কমিউনিস্ট সংগঠন ও কমিউনিস্ট রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে একদিকে যেমন তত্ত্বে ও অনুশীলনে গোঁড়ামিকে বিসর্জন দেওয়া জরুরি ততটাই জরুরি সামাজিক সংস্কারবাদ ও নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্যরেখাকে প্রতিপদে, বিশেষ করে রাস্তার প্রতিটি বাঁকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। গোঁড়ামি বর্জিত সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও অনুশীলনের দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে লাতিন আমেরিকার। একসময় লাতিন আমেরিকা থেকে আমরা পেয়েছি উৎপীড়িতের ধর্ম ও উৎপীড়িতের শিক্ষার মতো সৃজনশীল তত্ত্ব ও উদ্ভাবনী অনুশীলন। ধর্ম ও শিক্ষার ময়দানে শাসকশ্রেণীর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে প্রসারিত করার চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি কখনও

নিকারাগুয়ায়, কখনও ব্রাজিলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে ও সমাজতন্ত্রের সংকটের পটভূমিকায় মার্কসবাদ ও বামপন্থার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত আস্ফালনকে অগ্রাহ্য করে বামপন্থী আন্দোলনের ধারাকে একমঞ্চে মিলিত করার সাহসী প্রয়াসে গড়ে উঠেছে সাও পাওলো ফোরাম। কিউবাকে ঘিরে দানা বেঁধেছে শক্তিশালী সংহতি আন্দোলন।

শ্রেণীসংগ্রামের সৃজনশীল সম্প্রসারণ ও গণতান্ত্রিক সংহতি নির্মাণের এহেন বিভিন্ন প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই ব্রাজিলের পোর্টো আলেগ্রে থেকে 'অন্য একটি পৃথিবী সম্ভব' স্লোগান দিয়ে শুরু হয় আর এক নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ, যার নাম বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ বা ওয়র্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম।

আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত ঘোষণা 'দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ'-এর বিপরীতে ওয়র্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের স্লোগানে 'অন্য বিশ্বের সম্ভাবনার' কথায় বিশ্বের বিভিন্ন পরিবর্তনকামী প্রগতিশীল শক্তি খুঁজে পেল এক ইতিবাচক ইঙ্গিত। বিশ্বায়ন-বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল বিশ্বের মানচিত্রে সিয়াটল, প্রাগ, জেনোয়ার পাশাপাশি উঠে এল নতুন নাম—পোর্টো আলেগ্রে। সুইজারল্যাণ্ডের শৈলশহর দাভোসে বহুজাতিক কর্পোরেশনের বড় কর্তা, আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের আমলা, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পাণ্ডা ও তৃতীয় বিশ্বের প্রভুভক্ত দেশের অনুগত শিষ্যদের বার্ষিক মহোৎসবের মঞ্চ 'ওয়র্ল্ড ইকনমিক ফোরাম'-এর বিপরীতে বিশ্বায়নের ধাক্কায় জেরবার মানুষ ও আহত প্রকৃতির বেদনা, বিশ্বাস ও আশার কথায় ভরে উঠল এই নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ।

দ্রুত এগিয়ে যেতে শুরু করেছে তাতে 'সামাজিক' মঞ্চের সীমাবদ্ধতাও দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে আবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কুৎসিত বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে আমেরিকা, অন্যদিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের ঢল নেমেছে খোদ আমেরিকা-ব্রিটেন সহ পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রতিটি দুর্গে। বিশ্বায়ন-বিরোধী প্রতিবাদ উত্তীর্ণ হতে শুরু করেছে যুদ্ধ-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধে। উত্তরণের এই ধারার বিপরীতে, তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ ও তথাকথিত নয়া সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও অনুশীলন। 'সাম্রাজ্যবাদ মানেই লুণ্ঠন ও ধ্বংস, সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধ'—অভিজ্ঞতালব্ধ এই কঠোর ঐতিহাসিক সত্য যখন মানুষকে আবার সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের জাল থেকে মুক্তির একমাত্র রাস্তা হিসেবে, বর্বতার একমাত্র মানবিক বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় ও তাগিদে জাগিয়ে তুলছে, তখন রাজনীতিরহিত 'সামাজিকের' অনুসন্ধান ও অনুশীলন বিশ্বায়ন-বিরোধী অসন্তোষকে এক বদ্ধজলায় আটকে রাখতে চায়।

লাতিন আমেরিকার বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন আজ একদিকে এই 'সামাজিক' পরিসীমার সাংস্কৃতিক অনুশাসন ও অন্যদিকে সবকিছু ওলট-পালট করে দেবার রাজনৈতিক আবেগ—এই দুয়ের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পুরনো পথে

পুরনো কায়দায় শাসন চালিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার শাসকশ্রেণীর জন্য দেশে দেশে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিকল্পকে সম্ভব করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এখনও যথেষ্ট সংহত নয়। বিপ্লবী সংকট কড়া নাড়ছে দরজায়; বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, পেরু, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, নিকারাগুয়ার আকাশে উঁকি দিচ্ছে দিন বদলের বিরাট সম্ভাবনা—লাতিন আমেরিকা কি হয়ে উঠবে বিপ্লবের নতুন প্রসূতিগৃহ? সোভিয়েতের পতন ও চীনের পিছু হটার পর সমাজতন্ত্র কি এখানে খুঁজে পাবে তার পরবর্তী পরীক্ষাগার?

আমরা অপেক্ষা করে আছি। অধীর আগ্রহে। বুকভরা আশায়।

লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতি : সমন্বয় এবং সংঘাত

তরুণ ঘটক

স্প্যানিশ ভাষায় কলম্বাস-আবিষ্কৃত ভূখণ্ডটিকে বলা হয় NUEVO MUNDO/নতুন দুনিয়া। সোনারুপো এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অন্বেষণ, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং স্পেনের রাজদরবারে আশ্চর্য সম্পদ প্রদর্শন—এই তিনটি উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন কলম্বাস। ভারতবর্ষে পৌঁছবেন এমন আশা নিয়ে যাত্রা শুরু করে তিনি এলেন GUANAHANI নামক দক্ষিণ আমেরিকার এক উপকূলে যা বর্তমানে WATLING ISLAND নামে পরিচিত। কলম্বাস জানতেন ওই ছিল ভারতবর্ষ; তাই সেখানকার আদিবাসীদের বলা হল—INDIOS/ইন্দিয়োস্ অর্থাৎ ইনডিয়ানস্। স্পেনের রাজদরবারে তিনি এক নতুন দুনিয়ার আশ্চর্য সম্পদ এবং তামাবর্ণের মানুষের সন্ধান দিলেন। সেই ভূখণ্ডের মাটি উর্বর। সুন্দর গাছ, ফল আর পাখির দেশ। কলম্বাস-এর দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন অচিরেই শেষ হল। আরেক ইউরোপীয় অভিযাত্রী আমেরিগো ভেস্‌পুচ্চি'র নামানুসারে ওই ভূখণ্ডের নাম হল আমেরিকা। কলম্বাসের স্মৃতি রইল না। কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের মতো রোমাঞ্চকর ঘটনা বিরল। তাই আজও আমাদের আগ্রহী করে তোলে তাঁর নতুন দুনিয়া যার সর্বজনস্বীকৃত নাম লাতিন আমেরিকা। স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ঔপনিবেশকদের ভাষা ও ধর্ম হয়ে উঠল তার সংস্কৃতির বাহক। প্রভূত সম্পদ করায়ত্ত করার লোভে ইউরোপীয়দের ঢেউ আছড়ে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে। লুঠেরাদের শিকার হয় বিস্তীর্ণ খেতখামার, বনাঞ্চল এবং খনি; আদিবাসীরা অসহায়, ঝোপের আড়াল থেকে শুধু তাদের লক্ষ্য করে, প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই তাদের। ইউরোপের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুখে থাকবে বলেই এমন অবাধ লুণ্ঠনের জোয়ার বয়ে চলে। ১৫১৯ সালে স্পেনীয় সৈনিক Hernan Cortes মাত্র কয়েকশো সঙ্গীসহ দখল করে নিল মহান আজতেক সাম্রাজ্য। ওরা দেখল রাজধানী তেনচ্‌তিৎলানের বিশাল রাজপ্রাসাদ, পিরামিড-সদৃশ মন্দির, সুদৃশ্য হ্রদ আর প্রশস্ত রাস্তাঘাট। ক্ষমতালোভী তথাকথিত সভ্য দস্যুরা আদিবাসীদের সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব নেয় যদিও ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে আগ্রাসনের পূর্বেই প্রভূত উন্নত ছিল আজতেক, মায়া এবং ইন্‌কা সভ্যতা। মেক্সিকো, পেরু, গোয়াতেমালা প্রভৃতি অঞ্চল ছিল এইসব প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। মেক্সিকোর প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক কার্লোস কোয়েন্তেস্ যে আধুনিক নাটক নির্মাণ করেন তার নাম CEREMONIAS DEL ALBA/'ভোরের উৎসব।' প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমি

রচিত নাটকটির বিষয়বস্তু মেক্সিকোর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিফলতা। কার্লোস কোয়েন্তেস্ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রাচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার গলদের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। সম্ভবত অন্তর্গত ত্রুটির জন্যই উন্নত আজতেক, ইন্‌কা এবং মায়াসভ্যতার পীঠস্থান মেক্সিকো, পেরু, গোয়াতেমালা, বলিভিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি অতি সহজেই ঔপনিবেশিকদের দখলে চলে যায়।

স্পেনীয়রা অল্পদিনের মধ্যেই নিজেদের মত করে গড়ে তুলল শহর। শহর পত্তনের কাল এইরকম—১৫১৯ সালে হাভানা, ১৫২১-এ মেক্সিকো সিটি, ১৫৩৫-এ লিমা, ১৫৩৬-এ বোয়েনোস্ আইরেস, ১৫৩৮-এ বোগোতা এবং ১৫৪১ সালে সান্তিয়াগো।

আজতেক, মায়া এবং ইনকা যুগের সাংস্কৃতিক ধারাকে পুষ্ট করেছিল মূলত ধর্ম। প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যেই দেবতার অধিষ্ঠান। বাতাস ও চাঁদের দেবতা কেৎসাল্‌কোয়াতল, সূর্য-অগ্নি-যুদ্ধ বিষয়ক ঈশ্বর হুইৎ-সিল্‌পোচৎলি এবং বৃষ্টির দেবতা ত্লালোক। মূর্তি উপাসক ছিলেন সেই যুগের মানুষ। ঈশ্বর ছিলেন শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। ইউরোপীয় লুঠেরারা মূর্তিপূজাকে অবজ্ঞা করলেও পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় লেখকদের বিস্মিত করেছিল সেই সময়ের দক্ষিণ আমেরিকার উন্নত সাংস্কৃতিক মান।

কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করা ভাল যে সেই ধারাকে অধিকতর শক্তি দিয়েছে লাতিন সংস্কৃতি। প্রায় তিনশো বছর ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত লাতিন সংস্কৃতির বিকাশের কাল। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকার সাহিত্য যা আজ বিশ্বজনীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী মাত্রেই শ্রমিক এবং খেতমজুর। বাণিজ্যিক স্বার্থ বহাল রাখার জন্য এদের শ্রম প্রয়োজন। তাই চতুর স্পেনীয়রা প্রথমেই সমাজের স্থিতাবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করেনি। নিজেদের মতো মানানসই ব্যবস্থা কায়েম করে অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের পাকা বন্দোবস্ত করতে তৎপর হয়েছিল। সুতরাং সমাজব্যবস্থার বহিরঙ্গে কোনও বড় পরিবর্তন না ঘটিয়ে ওরা শহরাঞ্চলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল। স্পেনীয় লেখক বেরনার্দো দে বালবোয়েনা কিংবা হুয়ান্ দেল বাইয়ে বারিয়েন্দোস্ এবং স্থানীয় ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত লেখক ফ্রানসিসকো দে তেররাসাস্ ও সর্ হুয়ানা দে লা ক্রুস্ সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ষোড়শ থেকে সপ্তদশ দশকের লাতিন আমেরিকার সমাজজীবনের দলিল তাঁদের রচনা।

সাম্রাজ্যবাদের প্রথম যুগে স্থানীয় ভাষা এবং লোকাচার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে ক্যাথলিক চার্চ। ধর্মপ্রচার নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজন স্থানীয় মেধার। যে মুষ্টিমেয় 'ইনদিয়োস্' শিক্ষিত বলে গণ্য হয়েছিল তারা সহজেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির উপাসক হয়ে পড়ে। সুতরাং নাগরিক সংস্কৃতির সাধনায় স্থানীয় মানুষের স্বকীয়তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া অধিকসংখ্যায় ইউরোপীয় পুরুষদের উপস্থিতির ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে এক বর্ণসংকর গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যারা 'মেস্‌তিসো' নামে পরিচিত।

স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাট্যনৃত্যাদি পরিবেশনায় ইউরোপীয় আঙ্গিকে আঞ্চলিক বিষয়ের উপস্থাপনা প্রাধান্য পায়। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে স্পেনীয় সংস্কৃতিতে আসক্ত হতে থাকে; এক 'এলিট' সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে। মেক্সিকো সিটি এবং লিমায় উন্নতমানের সংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়ে যায়। মেক্সিকো সিটি'র বিশ্ববিদ্যালয় মানবসম্পদ বিকাশের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আলোকপ্রাপ্ত স্থানীয় অধিবাসীরা সাহিত্য, সংগীত, নাট্য, নৃত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার আলোচনায় উৎসাহিত হতে থাকেন। তবুও ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার সাহিত্যধারায় কোনও স্বকীয় রূপরেখা তৈরি হয়নি। রেনেসাঁস-প্রভাবিত সাহিত্যই ছিল মূলত লাতিন আমেরিকার সাহিত্য। স্পেনের 'স্বর্ণযুগের' সাহিত্য রপ্তানি হত সেখানে, মাদ্রিদ এবং মেক্সিকো সিটি'র শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতিতে কোনও পার্থক্য ছিল না। স্পেনীয় নাটক অভিনীত হত মেক্সিকো এবং পেরুতে। চার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মসমাবেশে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নাটক প্রযোজিত হত। মহৎ বিষয় লেখা হত কাব্যে, নাটকের সংলাপ ছন্দে। মেক্সিকোর প্রথম স্প্যানিশভাষী কবি ছিলেন ফ্রান্‌সিস্‌কো দে তের্‌রাসাস্‌। তাঁর কবিতায় প্রধানত পেত্রার্কের প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্পেনের কবি আলোনসো দে এরসিইয়া রচিত কাব্যগ্রন্থ 'লে আরাওকানা' (এক স্থানের নাম) হিস্‌পানিক সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। আরেক স্প্যানিশ কবি বেরনার্দো দে বালবোয়েনার মহাকাব্য 'এল বেরনার্দো' সম্পর্কে প্রখ্যাত স্পেনীয় সাহিত্য-সমালোচক মেনেনদেস্‌ পেলাইতর মন্তব্য—এটি লাতিন আমেরিকার কাব্যের জনক। এই মহাকাব্যের পটভূমি লাতিন আমেরিকা।

স্প্যানিশ শব্দ CRILLO, ইংরাজিতে বলা হয় CREOLE/'ক্রেওল'। ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত লাতিন আমেরিকার মানুষদের এই সংজ্ঞাভুক্ত করা হয়। সপ্তদশ শতকে 'ক্রেওল'দের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় অভিবাসীদের সঙ্গে এদের সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে কারণ সম্পদে এবং মর্যাদায় এরা প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু কিছু 'ক্রেওল' পরিবার জাহাজের ব্যবসা ইত্যাদির দাক্ষিণ্যে অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে এবং শাসনব্যবস্থায় উচ্চাসনের অধিকারী হয়ে ওঠে। অধিকাংশ 'ইনদিওস' আর 'ক্রেওল' পরিবার অচ্ছুত থেকে যায়। যে নিগ্রো ক্রীতদাসদের আনা হয় তারাও শুধু শ্রম দিয়ে যায়; সাদা চামড়ার ইউরোপীয় প্রভুদের সম্পদ ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। পেরুর প্রখ্যাত সাহিত্যিক রিফার্দো পালমা লিমার ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির কুৎসিত রূপ উপস্থাপিত করেছেন।

লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতির ধারায় মিলিত হয়েছে অনেকগুলি স্রোত। আদিবাসীদের ভাষা, লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ ছিল স্বতন্ত্র যদিও অনেকের মতে এশিয়ার এক সাংস্কৃতিক প্রবাহ সেখানে মিলিত হয়েছিল। ইউরোপীয় অর্থাৎ লাতিন সংস্কৃতি পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার মূলধারা হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর পরে প্রভাবশালী হয় ফরাসি এবং ইংরেজ সংস্কৃতি, বিশেষত মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি। এই মিশ্রণ ঘটে বৌদ্ধিক জগতে—বিনোদনে, সাহিত্যে। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষার বিকল্প হয়ে ওঠে না ফরাসি কিংবা ইংরাজি। ভৌগোলিক বিচারে মেক্সিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ায় সেখানে ইয়াংকি প্রভাব বেশিমাত্রায় লক্ষ করা যায়। ইতালীয় এবং জর্মন প্রভাবও এসে পড়ে চিন্তারাজ্যে। আফ্রিকার মানুষের যে অভিবাসন ঘটে তাতে ব্রাজিলসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে সেই মহাদেশের জীবনধারা একটি অনন্য উপাদান হয়ে ওঠে। সুতরাং মৌলিক ধারা বলে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় আসলে তা তিনটি মহাদেশের সাংস্কৃতিক প্রবাহের সম্মিলিত রূপ।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক জীবনধারায় ইউরোপীয়দের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ প্রবেশ করে। প্রকৃতিপুজোর বদলে এল প্রকৃতিকে জয় করার চিন্তা। ইউরোপীয়দের ঈশ্বর এক পিতা, প্রভু এবং বিশ্বচরাচরের নিয়ন্ত্রক। পুরুষের ক্ষমতা প্রদর্শন ইউরোপীয় সভ্যতার সারকথা। বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে আধুনিক চিন্তার জনক বলে খ্যাত ইউরোপীয়রা সমাজে পুরুষের একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করল। দক্ষিণ আমেরিকার মূর্তিপূজা এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার বদলে এল ক্যাথলিক ধর্ম ও পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন। ইউরোপীয়দের অভিযান এক ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত। পাদ্রী পুরোহিত সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমদানিকৃত ক্যাথলিক ধর্মের দীক্ষা শুরু করল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রবলভাবে এল ধর্মীয় অনুশাসন। বিশাল বিশাল ক্যাথিড্রাল আর চার্চ তৈরি হল। প্রাচীন মন্দির ধ্বংস না করে তার ওপরই নির্মিত হল চার্চ। 'ইনদিয়োস'রা নবনির্মিত উপাসনাগৃহে তাদের দেবতাকেই পুজো দিত। প্রাচীন লোকাচার, গ্রামীণ জীবনের মধ্যে জীবন্ত রইল লাতিন আমেরিকার আদি সংস্কৃতি।

কোনও কোনও ইউরোপীয় শাসক ব্যক্তিগতভাবে উদার এবং বিবেচক হলেও মূলত ওরা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শোষক। ফলে ধীরে ধীরে থাবা বিস্তার করার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই তারা করতে থাকল সুকৌশলে।

দার্শনিক প্লেটো, এরিসটটল, সেনেকার জীবনদর্শনের আগে ইউরোপীয়রা নিয়ে এল পরমপিতা যিশু খ্রিস্টকে। খ্রিস্টের নামে শোষকশ্রেণীর ব্যভিচার আর অত্যাচার মানবিকতার অঙ্গ হয়ে উঠল। ক্রমে স্পেনীয়দের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আত্মসমর্পণ করল 'ইনদিয়োস'রা। এই আত্মসমর্পণের এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এক দার্শনিক। তাঁর মতে এই ঘটনাকে যৌনসম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 'ইনদিয়োস' আর 'স্পেনীয়'দের মিলনের সন্তান লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতি। তবে নানা জটিল বিন্যাস ছিল এর বিকাশে। লাতিন আমেরিকার ধর্মান্তরিত মানুষ পূর্বতন বিশ্বাস অনুযায়ী মাতৃপূজা পরিত্যাগ করেনি। তার প্রমাণ মেক্সিকোর গোয়াদালুপে শহরের কুমারী মারিয়ার আরাধনা। এই মাতৃপূজা প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক। কুমারী মারিয়া আজতেকদের মাটি ও শস্যের দেবী কুমারী তোনান্তজিন-এর খ্রিস্টীয় সংস্করণ। দুই সংস্কৃতির সংঘাত নয়, এই একটি ব্যাপারে ঘটল সমন্বয়।

ধর্মের মধ্যে যেমন দুই পৃথিবীর বিশ্বাসের একটা সেতু নির্মিত হয়েছিল

শিল্পেসাহিত্যেও তার প্রভাব দেখা যায়। ঔপনিবেশিক যুগের স্থাপত্যের যে বিশালত্ব লাতিন আমেরিকায় দেখা গেল তা সমকালীন ইউরোপে ছিল না। লাতিন আমেরিকার স্থাপত্যে এবং চিত্রাঙ্কনে জীবনের স্পন্দন ছিল গভীর।

স্পেনীয় ছাড়া ফরাসি, জর্মন, ইতালীয় এবং ইংরেজ সভ্যতার প্রভাবে লাতিন আমেরিকার মানস প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। ভোলতেয়ার, রুশোর মুক্তচিন্তা, দেকার্তের যুক্তিবাদ সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক মতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক মতাদর্শ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ইংরেজ এবং মার্কিনী চিন্তা অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি নিয়ে ভিন্নতর ভাবনার জন্ম দেয়।

নতুন এবং পুরনো সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র লাতিন আমেরিকা। ইউরোপেও চাষবাসের ক্ষেত্রে ওই মহাদেশের প্রভাব দেখা গেল। তামাক, রবার, কোকো, তুলো, আলু এবং ভুট্টা ইত্যাদির উৎপাদন পদ্ধতি এল লাতিন আমেরিকা থেকে। এল তার সঙ্গে নানাবিধ বনজ ওষুধ, দ্রুত মাছধরার কৌশল, জমি পরিষ্কার করার পদ্ধতি এবং অধিক ফসল ফলানোর উপায় ইত্যাদি।

লাতিন আমেরিকার লুণ্ঠন এবং শোষণের যে ব্যবস্থা করেছিল ইউরোপীয় প্রভুরা তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হওয়াই স্বাভাবিক। লাতিন আমেরিকার মানুষের চেতনায় ঝড় তুলেছিল কিউবার মুক্তিযোদ্ধা ও কবি হোসে মার্তির NUESTRA AMERICA/ 'আমাদের আমেরিকা।' স্বকীয় অস্তিত্বের মর্যাদার প্রশ্ন এল জনমানসে। আর্জেন্তিনার লেখক সারমিয়েন্তো'র তত্ত্ব 'সভ্যতা কিংবা বর্বরতা' দুই ধরনের শাসকদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে। স্থানীয় প্রভুদের স্বৈরাচারী শাসনের সঙ্গে ইউরোপীয় প্রভুদের প্রত্যক্ষ শাসনপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি দ্বিতীয়টির অনুকূলে রায় দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'ক্রেওল'-দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল কারণ ইউরোপীয় সন্তান হয়েও তারা বহু সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের মন্ত্র তাদের উজ্জীবিত করে। ১৮১০ সালে মেক্সিকো, আর্জেন্তিনা এবং ভেনেজুয়েলায় বিদ্রোহ দেখা দিল। ভেনেজুয়েলার সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবক সিমোন বলিভারের নেতৃত্বে এবং জেনারেল সুক্রে'র সুদক্ষ পরিচালনায় ১৮২৬ সালের মধ্যেই এই দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করল।

কিন্তু স্বাধীনতার পরেও শোষণ অব্যাহত রইল। দেশীয় শাসককুল সাধারণ মানুষের সাধ পূর্ণ করার পরিবর্তে নিজেদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতেই আগ্রহী ছিল বেশি। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রায়শই বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগল। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্মূল করার জন্য এল 'Caudillo' অর্থাৎ স্বৈরাচারী শাসক। গোয়াতেমালার বিশিষ্ট লেখক মিগেল আনহেল্ আস্তুরিয়াস এবং কলম্বিয়ার কিংবদন্তী সাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের উপন্যাস যথাক্রমে 'প্রেসিডেন্ট' এবং 'মালিকের শরৎকাল' লাতিন আমেরিকার দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরতান্ত্রিক অপশাসনের দুটি অসামান্য দলিল বলা যায়। উপন্যাস হলেও এই গ্রন্থ দুটি

ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতেই রচিত। লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে একটি তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অধিকাংশ লেখকই সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি কখনওই উপেক্ষা করেননি এবং সেই সাহিত্যই আজ বিশ্বসাহিত্যের জগতে এক অতি মূল্যবান সংযোজন। পাবলো নেরুদা, নিকানর পারয়া, নিকোলাস গিইয়েন, সেসার ভাইয়েহো, হুয়ান রুলকো, কার্পেন্তিয়ের, আসতুরিয়াস, গার্সিয়া মার্কেস, মারিও বেনেদেত্তি, হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি প্রমুখ বিশ্বজয়ী লেখকগণ লাতিন আমেরিকার অতীত গৌরব আর ঔপনিবেশিক এবং তার পরবর্তী যুগের অত্যাচার অবিচার আর যন্ত্রণার অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন।

লাতিন আমেরিকার মানসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে ১৯৫৯ সালের কিউবার বিপ্লব। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে এবং চে গেভারার সফল পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব লাতিন আমেরিকার নির্যাতিত মানুষের মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং সাহিত্যে, শিল্পে, নাটক ও সঙ্গীতে তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিনটি মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক প্রবাহকে পুষ্ট করেছে। ভিন্নমুখী ধারাগুলির সমন্বয় এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। এমন মিলন মিশ্রণ পৃথিবীর সকল প্রান্তে একটি দিশা হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পরস্পরের কাছে গ্রহণীয় হয়ে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেনি।

লোকসংস্কৃতি বিলুপ্ত না হলেও আধুনিকতার জোয়ারে তা নিষ্প্রভ হয়ে যায় অবশ্যই কিন্তু লাতিন আমেরিকায় 'টেলি-নভেল' মালসা, কার্নিভাল, লোকসঙ্গীত, জাদুতে বিশ্বাসপ্রবণতা এবং লোককথা আপন আপন জায়গা করে নিয়েছে। জনগণের সংস্কৃতি এবং উচ্চবিত্তের সংস্কৃতি কখনওই সমান হতে পারে না। সমাজব্যবস্থায় আর্থিক অসঙ্গতি যতদিন থাকে ততদিন এই বিভেদ থাকেই। ধনীদরিদ্রের পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য, ড্রাগ, ইয়াঙ্কিদের শোষণ এবং দেশীয় প্রভুদের লুণ্ঠন অবাধে চলে লাতিন আমেরিকায়।

খ্রিস্টান ধর্মযাজক বারতেলেমো দে লাস্ কাসাস ষোড়শ শতকেই মন্তব্য করেছিলেন স্পেনীয়দের বিজয় অভিযান ছিল অন্যায় আক্রমণ, যদিও তাদের যুক্তি ছিল আদিবাসীদের সভ্য করার জন্যই তাঁদের এই অভিযান। আর এই একবিংশ শতকেও আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও গোয়াতেমালার নোবেলজয়ী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম নেত্রী রিগোবের্তো মেনচু বলেন—'.....একে মিলনের ঘটনা বলা লজ্জাজনক, আসলে গোড়া থেকেই এটা ছিল পররাজ্য গ্রাসের ঘটনা।' আদিবাসী 'ইন্দিয়োস'-দের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের নেতৃত্বে থেকে শ্রীমতী মেনচু লক্ষ করেছেন যে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় আদিবাসীরা আজও প্রাগৈতিহাসিক জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বর্ণবৈষম্যহেতু তারা চরম অবহেলার শিকার। ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কৃষিমজুরদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছে। ১৯৯৪ সালে 'ইন্দিয়োস'-দের সফল বিদ্রোহ একটি দৃষ্টান্ত।

লাতিন আমেরিকার বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই 'কুমারী আমেরিকা'র সভ্যতায় গৌরব বোধ করেন। ভেনেজুয়েলার কবি আনতোনিও আররাইস্ লেখেন

'.....Canto Mi America india sin espanoles y sin cristianismo" । /"আমি ইন্দিয়োস-আমেরিকার বন্দনা গাই যেখানে স্পেনীয় নেই, নেই খ্রিস্টধর্ম। পাবলো নেরুদা 'মারাচু পিকচু'র অতীত মহিমায় গৌরব বোধ করেন অবশ্য একথাও তিনি বলেছেন যে স্প্যানিশ ভাষা তাঁদের এক বিশাল সম্পদ।

হোসে মার্তি কিউবা তথা লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের দিশারি কবি স্বপ্নদর্শী এবং স্বয়ংযোদ্ধা। তাঁর স্বপ্নের স্বতন্ত্র আমেরিকা, স্প্যানিশভাষী আমেরিকার সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন সিমোন বলিভার এবং সুক্রেসহ লক্ষ সৈনিক। চে গেভারার আজীবন সংগ্রামী চেতনা উদ্বুদ্ধ করে সকল মুক্তিকামী মানুষকে। ফিদেল কাস্ত্রো আজও কিউবার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অপরিসীম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটার পরিবর্তন না ঘটলে লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতিও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

উৎসগ্রন্থ : Hispanistica (দিল্লি থেকে প্রকাশিত স্প্যানিশ ভাষার পত্রিকা, Vol.II No.2, 93–)

Memory and Modernity --William Rowe and Vivian schelling.

The spint of Spanish America - Mario B. Rodriguez.

লাতিন আমেরিকা : বিংশ শতাব্দীর কবিতা

তরুণ ঘটক ও পিনাকী ঘোষ

একটি আমেরিকার দুটি ভাগ। কিউবার বিপ্লবী কবি হোসে মার্তি যাকে বলেছিলেন NUESTRA AMERICA অর্থাৎ 'আমাদের আমেরিকা'। সেই দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান ভাষা স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ। একমাত্র ব্রাজিল ছাড়া সবকটি দেশের ভাষাই স্প্যানিশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সমবেত পরিচয় লাতিন আমেরিকা বা স্প্যানিশ আমেরিকা। কলম্বাস-এর আবিষ্কৃত এই নতুন ভূখণ্ডকে বলা হয় NUEVO MUNDO বা 'নতুন দুনিয়া'। সোনারুপোর সন্ধানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ স্পেন ও পর্তুগাল পাড়ি জমাল নতুন দুনিয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকায় রপ্তানি করা হল লাতিন সংস্কৃতি; সেই থেকে এর নাম হল লাতিন আমেরিকা। ইনকা, মায়া, আজতেক যুগের উন্নত সভ্যতার যা কিছু গৌরব তা তখনকার মতো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এক আদিবাসী কবি নেজাহুয়ালকোয়েতাল্ (NEZAHUALCOYOTL) বিষাদের গান গাইলেন— 'আমার জন্ম ব্যর্থ, মিছিমিছি আমি দেবতার ঘর থেকে নেমে এলাম মাটিতে।' তাঁর নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়ার জন্য এই বিষণ্ণতা। কিন্তু আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি আদি সভ্যতা যদিও আমরা লাতিন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত, প্রাচীন সভ্যতা যেন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল।

যাইহোক, আমাদের নিবন্ধের বিষয় যেহেতু বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকার কবিতা আমরা বলব, বলতেই হবে যে, স্প্যানিশ ভাষায় সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন কবি এবং গদ্যকারেরা। পাবলো নেরুদার কথা—ওরা আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে দিয়ে গিয়েছিল এক অসামান্য সম্পদ, ভাষা। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ সত্ত্বেও লাতিন আমেরিকার গৌরব তার সাহিত্য। বিংশ শতাব্দীতেই বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই সাহিত্য। কথাসাহিত্যে হোর্হে লুইস্ বোর্হেস (তিনি কবিও বটে), হুলিও ফোরতাসার, হুয়ান রুলফো, আস্তুরিয়াস, কার্পেনতিয়ের, কার্লোস ফোয়েন্তেস, মারিও ভারগাস্ ইয়োসা, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, এবং আরও অনেক নাম যত সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তেমনটা হয় না কবিদের নিয়ে। পাবলো নেরুদার প্রেম ও প্রতিবাদের সুতীব্র গভীর কণ্ঠস্বর আর সেসার ভাইয়েহোর বেদনামাখা ক্ষোভ ছাড়া অন্য কবিদের কল্লোল পাঠককুলকে তেমন আন্দোলিত করে না। তথাকথিত 'বুম্' গদ্যসাহিত্যেই সীমাবদ্ধ রইল, অর্থ ও খ্যাতি পেলেন উপন্যাস ও গল্পলেখকরা, উপেক্ষিত

রয়ে গেলেন অসাধারণ কাব্যনির্মাতারা। কেন এমন হল? কাব্যগ্রন্থ যে প্রকাশিত হয়নি তা নয়। নিকানোর পায়রা, ভিসেন্তে উইদোব্রো, ওক্‌তাভিও পাস, হোর্হে লুইস, বোর্হেস, নিকোলাস গিইয়েন, পাবলো নেরুদা এবং সেসার ভাইয়েহো প্রমুখ কবিদের অসামান্য কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ রইল সংখ্যালঘু পাঠকের বৃত্তে; গদ্যের তুফানে চাপা পড়ে গেল কবিতার মর্মস্পর্শী প্রত্যয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত 'সমকালীন' কবিদের সৃষ্টিকর্মের প্রতি আলোকপাত করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐতিহ্য এবং নান্দনিকতার বিচারে ১৯২০ সাল পর্যন্ত আভাঁ গার্দ বা নব্যপন্থীদের উত্থানের কাল। ফরাসি শব্দটি আমাদের কাছে যত চেনা স্প্যানিশ প্রতিশব্দ 'ভানগোয়াদিয়া' তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি তার কারণ স্প্যানিশ ভাষা এখনও আমাদের কাছে তত আদরণীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

লাতিন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর কবিতায় ভিন্নমুখী ধারাগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে আলোচনা করা বেশ দুরূহ। 'মদের্নিস্‌মো' বা 'আধুনিকতা', তার সংকট, কবিদের স্বকীয় ভঙ্গির ভিন্নতা, বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব, নানা 'ইস্‌ম'-কণ্টকিত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি বেশ জটিল।

'আধুনিকতা'র মধ্যে যে ভিন্নতা তা কবিদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা প্রসূত। ১৯২০ কিংবা তার অব্যবহিত পূর্বে যে কবিতার জন্ম তার নতুন দিশা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। ওকতাভিও পাস্-এর মতে আধুনিক কবিতার দুটি কাল, আধুনিক এবং সমকালীন। ১৯২০ সাল বিভাজন রেখা, এক থেকে অন্যে উত্তরণের কাল। সমকালীন কবিতার বৈশিষ্ট্য—যুক্তি না মানা, প্রথানুগতার বিরোধিতা, গদ্যভাষার প্রচলন এবং অলঙ্কারের প্রয়োগ ইত্যাদি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আধুনিক কবিতার জন্ম। সারল্য, রোমান্টিকতা, ভাবনার নতুনত্ব, আবেগের অন্তর্মুখীনতা এবং নির্ভেজাল রূপকধর্মিতা এই সময়ের বিশেষত্ব। আধুনিকতা এবং নব্যপন্থা দুটি ধারা, দুটি আন্দোলন। ১৯২০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় নব্যপন্থী কবিদের উত্থানের যুগ আর পরবর্তী যুগকে বলা যায় উত্তর-নব্যপন্থী যুগ। স্প্যানিশ ভাষায় 'পোসভান-গোয়ার্দিসমো' আর প্রচলিত ইংরাজি ফরাসি শব্দে 'পোস্ট আঁভা গার্দ'। আধুনিকতার পরবর্তী যুগের (জন্মের তারিখ হিসেবে) তিনটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সেসার ভাইয়েহোর 'ত্রিলসে'/TRILCE (1922)—'তিক্তমধুর', পাবলো নেরুদার 'রেসিদেনসিয়া এন্ লা তিয়েররা/ RESIDENUA EN LA TIERRA (1933) —'মাটির আবাসন', এবং ভিসেন্তে উইদোব্রোর 'আলতাসোর'/ALTAZOR (1931)—'আলতাসোর'। এই সময় পরাবাস্তবতারও জন্ম; আর্জেন্তিনার প্রখ্যাত গল্পকার এবং কবি হোর্হে লুইস্ বোর্হেস্-কে নবপন্থীদের প্রথম যুগের লেখক মনে করা হয়। এই যুগে নিগ্রো কবিতার আবির্ভাবও খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত নিকোলাস্ গিয়েনের উত্থান স্মরণীয়। নানা বর্ণের 'ইসম্'-এর ঝড় ওঠে এই যুগে। গোষ্ঠীগত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংবাদ

পৌঁছতে থাকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দিনগুলি বড় উদ্দাম, ইউরোপের বিশিষ্ট কবিরা মেক্সিকো শহর কিংবা বোয়েনোস্ আইরেস্-এ উপস্থিত হলে উন্মাদনার ঝড় বয়ে যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় নাম আঁনদ্রে ব্রেটন। ১৯৩৫ সালের কবিদের মধ্যে স্মরণীয় নাম ভেনেজুয়েলার ভিসেন্তে এরবাসি, মেক্সিকোর ওকতাভিও পাস্, এবং চিলির নিকানোর পাররা। এদের রচনায় এল গদ্যভাষার আমূল পরিবর্তন, পরাবাস্তববাদের বহুল নিরীক্ষা, কথ্যভাষার প্রচলন, অ-কবিতার সৃষ্টি এবং কবি ও কবিতার মতাদর্শের মিলন। সবচেয়ে জোরালো হয়ে এল পরাবাস্তবতা। একথা স্বীকার করেছেন ওকতাভিও পাস্। লাতিন আমেরিকার পরাবাস্তববাদে স্পেনীয়দের চেয়ে অধিকতর প্রভাব এল ফরাসি কবিদের। মানুষের অস্তিত্বের জটিলতা আর অসীম জিজ্ঞাসার মুখোমুখি কবির প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠল পরাবাস্তববাদ।

১৯৫০ সাল নাগাদ যে কবিরা এলেন তাঁরা পরাবাস্তবাদের বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠলেন। ১৯৬০ সাল অন্য এক দিকচিহ্ন নিয়ে এল। কাব্যিক চেতনার বিকাশ, স্বকীয় ভাবনার প্রতি গুরুত্ব, স্পেনীয় এবং উত্তর আমেরিকার কাব্যধারার অনুসরণ, গদ্য ও কাব্যের সহাবস্থান, সাধারণের বোধগম্য কবিতা রচনা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেল।

বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকার কবিতায় দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-১৯৩৯) এবং কিউবার বিপ্লব (১৯৫৯) লাতিন আমেরিকার অনেক কবিকেই বিশেষভাবে আলোড়িত করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ওকতাভিও পাস, সেসার ভাইয়েহো, পাবলো নেরুদা প্রমুখ কবিদের প্রবলভাবে আন্দোলিত করে আর নিকোলাস গিইয়েন, নিকানোর পাররা এবং পাবলো নেরুদা কিউবার বিপ্লবে মানুষের অসীম সম্ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

লাতিন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর কবিতায় 'আধুনিকতা' 'নব্যপন্থা' এবং 'উত্তর আধুনিকতা' ইত্যাদি ধারাগুলি বেশ জটিল। তবে বিশ্ববিখ্যাত যে কবিদের নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাঁদের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়েছে আঙ্গিক আর বিষয়বস্তু। সুতরাং গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, ভিসেন্তে উইদোব্রো, পাবলো নেরুদা এবং নিকানোর পাররা হয়ে উঠেছেন চিলির কাব্যধারার প্রতিনিধি। তেমনি মেক্সিকোর ওকতাভিও পাস, আর্জেন্তিনার হোর্হে লুইস, বোর্হেস, পেরুর সেসার ভাইয়েহো, কিউবার নিকোলাস গিইয়েন। এঁরা আঞ্চলিক হয়েও সর্বজনীন। তাই এঁদের কাব্যধারার আলোচনা করলে লাতিন আমেরিকার কবিতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

লাতিন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কিছু অনুবাদ এই নিবন্ধের অংশ হিসেবে সংযুক্ত হল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হল—

গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (১৮৮৯-১৯৫৭)

চিলের উত্তরে 'এলকি' নামক এক নৈসর্গিক উপত্যকার 'মোন্তেগ্রানদে' শহরে জন্মেছিলেন। তাঁর আসল নাম লুসিলা গোদোই আলকাইয়াগা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

শিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতা। পরবর্তীকালে তিনি চিলে ও মেহিকো সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। চিলের কূটনৈতিক প্রতিনিধি হয়ে জীবনের বহু সময় তাঁর মাদ্রিদ, লিসবন, নিস, লস অ্যাঞ্জেলেস ইত্যাদি শহরে কেটেছে। ইওরোপে নাৎসি উত্থানের সময় তিনি ছিলেন ব্রাজিলে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং জাতিসংঘের মুখপাত্র হিসেবে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন।

তাঁর গোড়ার দিকের কবিতায় প্রতীকবাদ (সিম্বোলিসমো)-এর গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। সেই সময়ের কাব্যে আবেগস্পন্দিত এক মানবিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। পরের দিকে তিনি সরে আসেন ভাষার সারল্যের দিকে, তাঁর কবিতাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে দক্ষিণ আমেরিকার চিরাচরিত ঘুম-পাড়ানি গানের মতন। এর পরে তাঁর লেখায় পাওয়া যায় বিভিন্ন বস্তু, একটি একক শিশু, বাচ্চাদের দল এবং তাদের মায়েরা, ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজ, সমাজের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে থাকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, আদি আমেরিকা, ঈশ্বর ইত্যাদির প্রতি এক সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ের আর্তি। তাঁর নিজের ভাষায় লিরিক কবিতার উৎসে রয়েছে 'বস্তুপৃথিবী আমাদের উপরে যে ভালোবাসা চাপিয়ে দেয় তার ক্ষত।' প্রথম লাতিন আমেরিকান লেখক হিসেবে তিনি ১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

মৃত্যুর সনেটগুচ্ছ [সোনেতোস দে লা মুয়েরতে/১৯১৪]
নিঃসঙ্গতা [দেসোলাসিওন/১৯২২]
কোমলতা [তেরনুরা/১৯২৪]
বৃক্ষছেদন [তালা/১৯৩৮]
সংকলন [আনতোলোহিয়া/১৯৫৫]
রচনা সমগ্র [ওব্রাস কোমপ্লেতাস/১৯৫৮]

লজ্জা/বেরগুয়েনসা

যদি তুমি চোখ ফেরাও আমার দিকে আমি হয়ে উঠি নারী এক সুন্দরী
যেরকম থাকে শিশিরের নিচে ঘাস,
আর চিনে নিতে পারবে না মুখ আমার চমৎকার
যখন নদীতে নুয়ে পড়ে উঁচু উঁচু বেতগাছগুলো।

আমার শরম রয়েছে আমার দুঃখিত মুখ নিয়ে;
ভাঙা কণ্ঠস্বর নিয়ে আর আমার অশোধিত হাঁটু নিয়ে;

এখন যে তুমি দেখেছ আমাকে এবং এসেছো কাছে,
নিজেকে রিক্ত দেখেছি এবং ছুঁয়েছি নিজেকে নগ্ন।

একটা পাথরও রাস্তায় খুঁজে পাওনি
এতটা নগ্ন ভোরবেলাকার আলোয়
এই নারী যাকে জাগিয়েছো ঘুম থেকে,
কেননা শুনেছো তার গান, চেয়ে থাকা।

আমি চুপ করে থাকবো কেননা জানে না তারা
যারা চলে যায় সমতল ধরে আমার খুশি
একটা ঝলকে আমার রুক্ষ কপালে যা তুমি দাও
এক ঝটকায় যা আছে আমার হাতে...

এ হল রাত্রি এবং শিশির রয়েছে ঘাসের নিচে;
দেখছে আমাকে দীর্ঘ এবং কথা বলে কোমলতায়,
সকালবেলাটা ইতিমধ্যেই নদীতে গিয়েছে নেমে
যাকে চুম্বন করেছিলে সে তো থেকে যাবে সুন্দর!

শিল্পীর প্রতি দশটি অনুজ্ঞা/দেজালোগো দেল আরতিস্তা

১. ভালোবাসবে সৌন্দর্য, যা হল মহাবিশ্বের ওপরে ঈশ্বরের ছায়া।

২. নিরীশ্বর শিল্প বলে কিছু নেই। যদিও তুমি সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসো না, তবু তাঁর মতন সৃষ্টি তুমি নিশ্চিত করে তুলবে।

৩. সৌন্দর্যকে তুলে ধরো না অনুভূতির খাদ্য হিসেবে, কেবলমাত্র আত্মার স্বাভাবিক আহার্য হিসেবে ছাড়া।

৪. বিলাস-ব্যসনের জন্য কিম্বা আত্মগর্বের উদ্দেশ্যে তুমি হয়ে উঠো না ওজর, কিন্তু হয়ে ওঠো আধ্যাত্মিক সমর্পণ।

৫. মেলায় খুঁজো না তাঁকে, সেখানে নিয়ে যেও না তোমার কাজ, কেননা সৌন্দর্য হল কুমারী, আমার মেলায় যা থাকে তা সে গ্রহণ করে।

৬. সৌন্দর্য তোমার হৃদয় থেকে উঠে যাবে সংগীত পর্যন্ত তোমার, আর তুমি হয়ে উঠবে প্রথম যে বিশুদ্ধ হয়েছে।

৭. তোমার সৌন্দর্য গণ্য হবে সহৃদয়তা হিসেবেও, আর তা সান্ত্বনা দেবে মানুষের হৃদয়কে।

৮. তোমার কাজকে জন্ম দেবে যেরকম সন্তান জন্ম নেয় : তোমার হৃদয় থেকে রক্ত নিংড়ে নিতে নিতে।

৯. তোমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য সৌন্দর্য নয়, তবে কড়া মদ যা তোমাকে জ্বালায় কাজ করার জন্য, কিন্তু যদি তুমি পুরুষ বা নারী না হতে পারো, তাহলে শিল্পী হওয়া ত্যাগ কর।

১০. প্রতিটি সৃষ্টিই লজ্জায় ফেলে দেবে তোমাকে, কেননা তা ছিল তোমার স্বপ্নের চেয়ে খাটো, ঈশ্বরের ওই যাদুস্বপ্নের চেয়ে কম, যা হল নিসর্গ।

সেসার বাইয়েহো (১৮৯২-১৯৩৮)

পুরো নাম সেসার আব্রাম বাইয়েহো মেনদোসা। জন্মেছিলেন পেরুর সান্তিয়াগো দে চুকো নামে এক গ্রামে। জন্মসূত্রে তিনি চোলো বা মেসতিসো অর্থাৎ বর্ণসংকর। 'কাস্তিলিয়ান কবিতায় রোমান্টিকতা' ছিল তাঁর স্নাতক পর্বের গবেষণাপত্র। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার ভেতরেই সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো চালিয়েছেন কিন্তু কোনওটাই শেষ করতে পারেননি। অ্যাকাউনটেন্ট, শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে লিমায় ১৯২১-এ গ্রেপ্তার হন, তিনমাসেরও বেশি ছিল তাঁর কারাবাসের মেয়াদ। কারাগারেই তিনি (ত্রিলসে) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। একত্রিশ বছর বয়সে দেশ ছাড়েন, ঘুরে বেড়ান ইওরোপের নানান শহরে, পারিতে আস্তানা গাড়েন, জীবদ্দশায় আর কখনও নিজের দেশে ফেরেননি। রুশ বিপ্লব এবং এসপানিয়া (স্পেন)-র গৃহযুদ্ধ তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পরিচিতির জন্য ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হন, চলে আসেন এসপানিয়ায়, ওখানে পাবলো নেরুদা ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। জীবনের শেষ তিন বছর অসুস্থ অবস্থায় পারিতে অতিবাহিত করেন।

বাইয়েহোর লেখায় প্রথম থেকেই প্রথাবিরোধিতার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভাষা ব্যবহার ও প্রকরণে এক রীতি-না-মানা মেজাজ তাঁকে আবহমান লাতিন আমেরিকার কবিতার ইতিহাসে তো বটেই, গত সহস্রাব্দের বিশ শতকের বিশ্বকবিতায়ও এক পৃথক কবিব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরেছে। তাঁর কবিতা সংহত, ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে আপামর মানুষের ক্রোধ-লোভ-হিংসা-ভালোবাসাকে মিশিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঋদ্ধ। পেরুর আন্দেস উপত্যকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীরে নিজের শিকড় প্রোথিত করেও বাইয়েহো আত্মসাৎ করেছিলেন ফরাসি পরাবাস্তবতা (সুররেয়ালিসমো) এবং বিমূর্তবাদ (আবসুরদিসমো)। কখনও তাঁর কবিতা ব্যক্তিহৃদয়ের গহনে সঞ্চারমান, আবার কখনও তাতে মিশে গেছে হাজার কণ্ঠস্বরের ঐকতান। পাবলো নেরুদা যদি লাতিন আমেরিকার কবিতায় জনচেতনার কবি হন তাহলে

বাইয়েহো হলেন একক, নিভৃত আত্মার গভীর উপলব্ধির ভাষ্যকার।

কালো ঘোষণাকারীরা [এরালদোস নেগ্রোস/১৯১৮]
মানবিক কবিতাবলি [পোয়েমাস উমানোস/১৯৩৯]
স্পেন, আমার সামনে থেকে এই পেয়ালাটা সরিয়ে নাও [এসপানিয়া, আপারতা দে মি এসতে কালিস/১৯৪০]
কাব্যসমগ্র [ওব্রা পোয়েতিকা কোমপ্লেতা/১৯৬৪]

রুটি কাঁধে চলে যায় একজন মানুষ/উন ওমব্রে পাসা কোন উন পান আল ওমব্রো.

একজন মানুষ কাঁধে নিয়ে চলে যায় একটা রুটি
আমি কি লিখতে যাবো, এর পরও, উপজীব্য করে তুলতে আমার দ্বৈততা?

অন্য আর একজন বসে থাকে, চুলকোয়, উকুন একটা টেনে বের করে বগলের থেকে, মেরে ফেলে ওটা
মনঃসমীক্ষণ নিয়ে কোন সাহসে কথা বলা যায়?

অন্যজন হাতে লাঠি বক্ষপটে সেঁধোয় আমার
এমন সময়ে সক্রেটিস নিয়ে কথাবার্তা ডাক্তারের সাথে?

একজন প্রতিবন্ধী হাতে ধরা শিশু চলে যায়
এর পরও অঁদ্রে ব্রঁত পড়তে শুরু করে দেবো আমি?

আরেকজন কাঁপে ঠাণ্ডা লেগে, কাশে, ফেলে রক্তকফ
কখনও সম্ভব নাকি নিগূঢ় আমির উল্লেখ?

কাদার ভেতরে হাড়, ফলপাকুড়ের চোকলা খুঁজে যাচ্ছে অন্য একজন
কীভাবে, তারপর, লিখব নিঃসীমতা নিয়ে?

এক রাজমিস্ত্রি, পড়ে যায় ছাদ থেকে, মরে আর দুপুরের খাবার খায় না
উদ্ভাবন করতে যাওয়া, তখন, রূপক, অলঙ্কার?

একজন ব্যবসায়ী এক গ্রাম খদ্দেরকে ওজনে ঠকায়

কথা বলা, এর পরেও, চতুর্থ বিস্তার বিষয়ক?

এক মহাজন জাল করে তার অবশিষ্ট অর্থের হিসেব
কোন মুখে কাঁদা যায় থিয়েটারে বসে?

এলেবেলে একজন ঘুমোয় পিছন দিকে পা দুটোকে রেখে
কথাবার্তা, এর পরেও, পিকাসোর কেউ নয়-কে নিয়ে?

গোরস্থানে চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে কেউ একজন
কীভাবে তখন আকাদেমিতে প্রবেশ করা যায়?

তার রান্নাঘরে কেউ একজন ঝাড়পোঁছ করছে রাইফেল
কী সাহসে বলা যায় আরো দূরবর্তী নিয়ে কথা?

তার আঙুল গুনতে গুনতে একজন কেউ চলে যায়
কীভাবে না-আমি নিয়ে কথা বলব চিৎকার না করে?

একটা শাদা পাথরের ওপরে কালো পাথর/পিয়েদ্রা নেগ্রা সোব্রে উনা পিয়েদ্রা ব্লাঙ্কা

পারিতে বৃষ্টিতে ঘোর মারা যাবো আমি
একদিন যার স্মৃতি ইতিমধ্যে রয়েছে আমার
মৃত্যু হবে আমার পারিতে — আর এর কোনো বদল ঘটবে না—
সম্ভবত বিষ্যুদবার, যেরকম আজ, শরতের।

বৃহস্পতিবার হবে সেটা, কারণ আজ, বৃহস্পতিবার, আমি গদ্যে লিখছি
এই পঙ্‌ক্তিগুলি, আমি স্থাপন করেছি দুই বাহু
কুশ্রীতায় এবং, নয় আজকের মতন কখনই, ঘুরে দাঁড়িয়েছি
আমার সকল পথ নিয়ে, দেখব বলে আমি নিজেকে একাকী।

সেসার বাইয়েহো মারা গেছে, আঘাত করেছে ওরা তাকে
সকলেই অথচ সে তাদের করেনি কোনো কিছু;
তাকে ওরা লাঠি দিয়ে ভীষণ পিটেছে আর ভয়ানক

দড়িদড়া দিয়ে; যারা সাক্ষী তারা হল
বৃহস্পতিবার আর হাতের হাড়গোড়,
একাকিত্ব, বৃষ্টিপাত, রাস্তাঘাটগুলো...

বিসেন্তে উইদোব্রো (১৮৯৩-১৯৪৮)

সৃষ্টিবাদ (ক্রেয়াসিয়োনিসমো) যা লাতিন আমেরিকার কবিতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে তার অন্যতম উদ্‌গাতা চিলের এই কবি। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন পারি ও মাদ্রিদে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি ইউরোপের নতুন ধারার কবি ও লেখক যথা ফরাসি গিয়োম আপলিনের এবং গার্টুড স্টেইনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই সময়ে তাঁর কবিতা প্রতীকবাদ (সিম্বোলিসমো), ঘনকবাদ (কুবিসমো), ভবিষ্যৎবাদ (ফুতুরিসমো) এবং চরমপন্থা (উলত্রাইসমো) আন্দোলনগুলি থেকে রসদ জোগাড় করেছে। ১৯১৭-তে বুয়েনোস আইরেস-এ তিনি সৃষ্টিবাদ সম্পর্কিত তাঁর কাব্যতত্ত্ব ইস্তেহার আকারে প্রকাশ করেন। তিনি মনে করতেন কবির মেধাযুক্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে কবিতা। তাঁর যতিচিহ্নহীন কবিতা, গোটা লেখাটিকে সারা পাতাজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া এসবই ঘনকবাদী ছবি আঁকার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আপলিনেরের মতন তিনিও কবিতাকে শুধু পাঠ্য বা শ্রাব্য নয় দর্শনের উপযোগী অর্থাৎ ভিস্যুয়াল করে তোলার উদ্দেশ্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর কাব্যদর্শন এককথায় হল—যে জগৎ চারপাশে বেঁচে রয়েছে তাঁকে পেরিয়ে গিয়ে কবি এমন এক ভাষাবিশ্ব গড়ে তোলেন যার অবস্থান আমাদের চোখে দেখা বাস্তবতার বাইরে। তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কাব্য' (লা পোয়েসিয়া)-তে বলেছিলেন—'কাব্য হচ্ছে যুক্তির সঙ্গে যুক্ত, কেননা তা হল একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তি। কাব্য আমাদের ভুল রাস্তায় পরিচালিত করতে পারে না কারণ কাব্য হচ্ছে তাই যা ইতিমধ্যেই যুক্তি হয়ে উঠেছে।'

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

আত্মার প্রতিধ্বনি [একোস দেল আলমা/১৯১১]
রাতের বেলায় গান [কানসিওনেস এন লা নোচে/১৯১৩]
নৈঃশব্দ্যের গুহা [লা গ্রুতা দেল সিলেনসিও/১৯১৩]
জলের আয়না [এল এসপেহো দেল আগুয়া/১৯১৬]
আইফেল টাওয়ার [তুর ইফেল/১৯১৮]
নিরক্ষরীয় [একুয়াতোরিয়াল/১৯১৮]
আলতাসোর, অথবা প্যারাসুট চড়ে ভ্রমণ [আলতাসোর, ও বিয়াহে এন পারাকাইদাস/১৯৩১]
দেখা ও ছোঁয়া [বের ই পালপার/১৯৩৯]
বিস্মৃতির নাগরিক [এল সিউদানো দেল ওলবিদো/১৯৪১]

সর্বশেষ কবিতাবলি [উলতিমোস পোয়েমাস/১৯৪৮]

কাব্যিক শিল্প/আরতে পোয়েতিকা

পঙ্‌ক্তিগুলো হয়ে উঠুক এক একটা যেন চাবি
হাট করে দিক হাজার হাজার দরজা।
একখানা পাতা ঝরে পড়ে; উড়ে চলে যায় কোনো কিছু;
কত কী যে দেখে চোখেরা হয়তো যা গজাবে একদিন,
এবং শ্রবণকারীর আত্মা কাঁপতে থাকবে হয়তো।

রচে তোলো বহু নতুন পৃথিবী হুঁশিয়ার থেকো শব্দে
বিশেষণগুলো, যখন প্রাণহীন, ওদের হত্যা করো।
আমরা রয়েছি স্নায়ুর আবর্তনে।
মাংসপেশীটা টাঙানো,
যেন স্মৃতি, যাদুঘরে;
আমাদের কমসামর্থ্য নেই বরঞ্চ এর জন্য :
সত্যিকারের দার্ঢ্য
রয়েছে মাথার ভেতরে।

কেন যে তোমরা গান গাও, ওহে কবি যারা গোলাপের!
কবিতায় ওকে ফুটিয়ে তোলো সবাই;
শুধু আমাদের জন্য
সূর্যের নিচে সবকিছু বেঁচে রয়েছে।

একজন খুদে ঈশ্বর হল কবি।

চার/কুয়ানো

তড়িতাহত সমুদ্র
আর বঁড়শিতে গাঁথা তিমিমাছেদের অববাহিকা
পাল তুলে
চারটে ঋতু পাসকুয়া দ্বীপের দিকে চলে যায়
ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকো স্ফুরণবিহীন

জাগরণে তুলে ধরো তোমার নিজেকে
তোমার বেঁচে থাকা হল সকালবেলার মুচমুচে বিস্কুট
আর শুনি জন্মশিলায় ঈগলটা কর্কশ ডাকাডাকি করে
ছায়ার ভেতরে যা ধাবমান
স্মৃতিগুলো বুক থেকে নিজেরাই আলগা হয়ে যায়
পাল তুলে দিয়েছে ওইসব জলযানগুলো
আমার পঙ্‌ক্তিদের দিশি গড্ডলিকা আমি তোমাকে পাঠাই
ছাতাপড়া প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝমধ্যিখানে
পাসকুয়া দ্বীপটা হচ্ছে একটা ডাল
প্রত্যেক বছর যেটা মরে যায়
ওখানে বিদায় নেওয়ার জন্য বেঁচে থাকায়
আর তুমি
তোমার বাহুবেষ্টনে উলঙ্গ
ঘুমিয়ে রয়েছো চারটে দিগন্তের ওপরে।

হোর্হে লুইস বোরহেস (১৮৯৯-১৯৮৬)

গদ্যলেখক হিসেবে বেশি পরিচিত হলেও লাতিন আমেরিকার কবিতার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে বিবেচিত। সুইৎজারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করেছেন, দেশে অর্থাৎ আর্জেন্তিনায় ফিরেছেন ১৯২১-এ। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই নিজেকে 'চরমপন্থী' (উলত্রাইস্তা) আন্দোলনের অন্যতম উদগাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিকারাগুয়াব আধুনিকতাবাদী (মোদেরনিস্তা) কবি রুবেন দারিও (১৮৬৭-১৯১৬)-র যে ব্যাপক প্রভাব লাতিন আমেরিকার কবিতার ওপরে পড়েছিল, বোরহেস সেই সংগীতময়তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিলেন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নানান জটিল গোলকধাঁধায়। দারিওর অলঙ্কারবহুল কবিতার বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন ভাবকল্পকে, যা তাঁর নিজের ভাষায় 'আমাদের সার্বজনীন সঙ্কেত শব্দ ও চিহ্ন।' তাঁর কবিতা ছন্দোবদ্ধ না হয়ে উঠল মুক্তছন্দ বা গদ্যময়। বোরহেসের কবি হয়ে ওঠার পেছনে ইওরোপীয় কবিতার, বিশেষত ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা ও জার্মান অভিব্যক্তিবাদ (এক্সপ্রেসিওনিসমো)-এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অধিবিদ্যা, স্মৃতি, আন্তর্বয়নের গোলকধাঁধা (লাবেরিন্তো দে লা ইনতেরটেক্সতুয়ালিদাদ) এসবই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে মিশে গেছে সময় ও সময়হীনতা এবং মানুষের চৈতন্য সম্পর্কে বোরহেসের নিরন্তর অনুসন্ধান। ভাবলে অবাক হতে হয় তাঁর রচনার বৈচিত্র্যে—গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গোয়েন্দা উপন্যাস, সমালোচনা, কবিতা সর্বত্রই পদচারণা করেছেন সাবলীলতার সঙ্গে। পেশায় ছিলেন বুয়েনোস আইরেসের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও আর্হেনতিনার জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা। শেষ জীবনে বহুদিন সম্পূর্ণ অবস্থায়

কাটিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :
বুয়োনোস আইরেসের উত্তাপ [ফেরবোর দে বুয়েনোস আইরেস/১৯২৩]
সামনে চাঁদ [লুনা দে এনফ্রেনতে/১৯২৫]
ব্যক্তিগত সংকলন [আনতোলোহিয়া পেরসোনাল/১৯৬১]
ছায়ার প্রশংসা [এলোহিও দে লা সোমব্রা/১৯৬৯]
রচনা সমগ্র [ওব্রাস কোমপ্লেতাস/১৯৭৪]
লোহার মুদ্রা [লা মোনেদা দে ইয়েররো/১৯৭৬]

প্রহেলিকাগুলি/লোস এনিগমাস

আমি সেই লোক যে এখন গান গাইছি
কাল হব আমি রহস্যময়, মৃত,
বসবাসকারী ভোজবাজির এক এবং পরিত্যক্ত
গোলকে যেটার না আছে অগ্র না পশ্চাৎ না কখনও।
রহস্য দৃঢ় হয়ে ওঠে এইভাবে। আমার ধারণা
অযোগ্য আমি নরক বা মহিমাব,
আগে থাকে আঁচ করতে কিছুই পারি না। আমাদের ইতিহাস
প্রটোজোয়াদের আকারের মত বদলায়।
কোন্ ঘুরপাক খাওয়ানো গোলকধাঁধা, কোন্ শাদা রঙ
হয়ে উঠবে যে ঝলমলানিতে অন্ধ আমার নিয়তি,
যখন আমার হাতে তুলে দেবে সমাপ্তি এই দুঃসাহসিক যাত্রার
অভিজ্ঞতাটা উৎসুক প্রয়াণের?
আমি চাই পান করতে তোমার স্ফটিক বিস্মরণ,
হয়ে উঠতে চিরকালের জন্য; অথচ না-হয়ে উঠতে।

জিনিসপত্র/লাস কোসাস

হাতছড়িটা, পয়সাগুলো, চাবির রিং
পোষ-মানা তালা, শেষদিককার
টীকা-ভাষ্য যা পড়বে না আর অল্প ক'দিন

যা আছে আমার, খেলার তাস আর জুয়োর টেবিল,
একটা বই ও সেটার পাতায় আবছা
বেগুনি, সৌধ বিকেলের
নিঃসন্দেহে ভোলবার নয় আর বিস্মৃত এখনই,
পশ্চিমী লাল আর্শিটা যাতে জ্বলছে
মায়াময় উষা/কখানা জিনিসপত্র,
উখো, গোবরাট, ম্যাপবই, কাপ,আব্‌টা,
আমাদের সেবা করে যায় যেন অনুগত দাসানুদাস,
অন্ধ ও আশ্চর্যরকম বোবা!
ওরা টিঁকে যাবে আরও ওইদূরে আমাদের ভুলে যাওয়ার
কখনও জানতে পারবে না ওরা আমরা যে চলে গিয়েছি।

নিকোলাস গিইয়েন (১৯০২-১৯৮৯)

কুবা তথা লাতিন আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। 'অন্তর্ঘাতমূলক লেখাপত্র' প্রকাশের অপরাধে ১৯৩৬-এ কারারুদ্ধ হন। ছাড়া পেযে এসপানিয়া (স্পেন)-য় অনুষ্ঠিত সংস্কৃতির স্বপক্ষে মহাসম্মেলনে ১৯৩৭-এ যোগ দিয়েছিলেন। স্বৈরাচারী ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়েও তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

শুরু করেছিলেন একজন আধুনিকতাবাদী (মোদেরনিস্তা) কবি হিসেবে। পরবর্তীকালে আফ্রো-কুবান বাস্তবতাকে শব্দের অবয়বে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় 'কালো কবিতা' (পোয়েসিয়া নেগ্রা) আন্দোলনে পুয়ের্তো রিকোর অত্যন্ত শক্তিশালী কবি লুইস পালেস মাতোসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। হারলেম নবজাগরণ (আরলেম রেনেসঁ) এবং নেগ্রিত্যুদ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁর লেখালেখিতে প্রভূত ছাপ ফেলেছিল। জন্মসূত্রে মেসতিসো (বর্ণসংকর) গিইয়েন আকৃষ্ট হলেন কালো মানুষদের কথাবলার ভঙ্গি, গানের তাল, নাচের ছন্দের প্রতি এবং সেগুলিকে কবিতার ভাষায় মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রচুর ভাষা ও শব্দগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। এর ফলে তিনি হয়ে উঠলেন শুধু কুবা নয় সমগ্র কারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের তথা আন্তিইয়েসের কবি-মুখপাত্র। গিইয়েন-এর কবিতা আপাতসরল, পড়তে ভালো লাগে কিন্তু অনুবাদ করা কঠিন। কেননা আফ্রো-কুবান নাচ যা 'সোন' (শব্দ) নামে পরিচিত তা তাঁর কবিতায় তিনি তুলে আনতে চেয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

ধ্বনির মতলব [মোতিবোস দে সোন/১৯৩০]
সোনগোরো কোসোঙ্গো [১৯৩১]
স্পেন [এসপানিয়া/১৯৩৭]

ওয়েস্ট ইন্ডিজ লিমিটেড [১৯৩৭]

সৈনিকদের জন্য গান আর পর্যটকদের জন্য ধ্বনি [কানতোস পারা সোলদাদোস ই সোনেস পারা তুরিসতাস/১৯৩৭]

বিশাল চিড়িয়াখানা [এল গ্রান সু/১৯৬৭]

হাঁটছি/কামিনান্দো

হাঁটছি হাঁটছি
হাঁটছি!

আমি হাঁটছি উদ্দেশ্যবিহীন,
হাঁটছি;
আমি হাঁটছি কপর্দকহীন,
হাঁটছি।

যে আমাকে খুঁজছে সে হল সুদূর
হাঁটছি;
যে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সে হল আরো বেশি সুদূর,
হাঁটছি;
আর এরই মধ্যে আমার গিটার আমি বন্দক দিয়ে ফেলেছি,
হাঁটছি।

উফ্
পাগুলো ভারি হয়ে যায়
হাঁটছি;
দূর থেকে দেখে চোখগুলো

পাকড়ে ধরে হাত আর আলগা করে না,
হাঁটছি।

একজন যার দেখা পাই তাকে চেপে ধরি,
হাঁটছি,
ও পাওনা মিটিয়ে দেয় সমস্ত কিছুর
হাঁটছি;

ওর আমি ঘাড় মটকাই,
হাঁটছি,
আর যদিও আমার কাছে ক্ষমা চায় ও,
ওকে আমি খাই আর ওকে পান করি,
ওকে আমি পান করি আর ওকে আমি খাই,
হাঁটছি,
হাঁটছি,
হাঁটছি...

লম্বা এক সবুজ গিরগিটি /উন লারগো লাগারতো বেরদে

আন্তিইয়াসের সমুদ্র বরাবর
(যাকে কারিবে বলেও লোকে ডাকে)
সাংঘাতিক ঢেউয়ে আলোড়িত
আর নরম ফেনায় সেজে ওঠা,
সূর্যের নিচে যা তার পিছু নেয়
আর হাওয়া যা নাকচ করে তাকে,
জীবিত চোখের জলে গান গাইতে গাইতে
বেয়ে চলে কুবা তার মানচিত্রটায়:
লম্বা এক সবুজ গিরগিটি,
পাথর ও জলের চোখওয়ালা।

শর্করার উঁচু শিরস্ত্রাণ
তাঁকে বুনে দেয় চাঁচাছোলা আখ;
মুক্তির শিরোপা নয়
বরং দাসত্বের মুকুট পরাতে:
বহিরঙ্গে আলখাল্লা পরিহিতা রানী,
ক্রীতদাসী, ভিতরের আলখাল্লায়,
দুঃখী যেন সবথেকে বেশি দুঃখী
বেয়ে চলে কুবা তার মানচিত্রটায়:
লম্বা এক সবুজ গিরগিটি,
পাথর ও জলের চোখওয়ালা।

একেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে

যে তুমি তৎপর পাহারায়,
স্থির থেকো নৌ-বাহিনীর পাহারাদার,
বল্লমের ডগায়
আর ঢেউয়ের গম্ভীর আওয়াজে
আর শিখার চিৎকারে
আর গিরগিটিটার জাগরণে
টেনে বার করে আনতে নখগুলো মানচিত্রটার:
লম্বা এক সবুজ গিরগিটি,
পাথর ও জলের চোখওয়ালা।

পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩)

বাঙালি পাঠকের কাছে চিলের কবি পাবলো নেরুদা (আসল নাম নেফাতালি রিকার্দো রেইয়েস বাসোয়ালতো)-র পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। লাতিন আমেরিকার যে কজন কবির লেখা বাংলায় প্রচুর অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে, সম্ভবত, পাবলো নেরুদা এক নম্বর। চেক লেখক জান নেরুদার অনুসরণে তিনি নিজের নামকরণ করেছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, তেমুকোর পাবলিক স্কুলে পড়ার সময় তৎকালীন প্রথিতযশা কবি গাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের ছাত্র ছিলেন। একসময় চিলের কূটনৈতিক বিভাগে চাকুরিসূত্রে বিশ্বের নানা জায়গা ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষেও ছিলেন।

নানান ধরনের কবিতা লিখেছেন। মানুষী প্রেম, কখনও কাল্পনিক কখনও চূড়ান্ত মাংসল, গভীর রোমান্টিকতা, একা মানুষের নিঃসঙ্গতা তথা বিচ্ছিন্নতা, লাতিন আমেরিকার প্রথা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের গভীরে নেমে গিয়েও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া, নিষ্ঠাবান তান্ত্রিকের মতন পরাবাস্তবতার চর্চা, রাজনৈতিক মতবাদে সোচ্চার, চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিক, আশপাশের খুঁটিনাটি থেকে মাকচু পিকচুর উচ্চতা পর্যন্ত দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেওয়া এসব এবং আরও অনেক কিছু তাঁর লেখার উপজীব্য। ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্যান-আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গির কাছে আরও অনেক কবির মতন তাঁর ঋণ তিনি নিজের লেখায় সারা বিশ্বের মানুষের পক্ষে কথাবলার মধ্য দিয়ে যেন পরিশোধ করতে চেয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

গোধূলির পুঁথি [ক্রেপুসকুলারিও/১৯২৩]

কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশ গান [বেইন্তে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসেসপেরাদা/১৯২৪]

মাটিতে বাসস্থান [রেসিদেনসিয়া এন লা তিয়েররা/১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৪৭]

হৃদয়ে স্পেন [এসপানিয়া এন এল কোরাসোন/১৯৩৭]

সাদাসিধে গান [কান্তো হেনেরাল/১৯৫০]

মাকচু পিকচুর উচ্চতা [আলতুরাম দে মাকচু পিকচু/১৯৫০]
প্রাথমিক ওডগুলি [ওদাস এলেমেন্তালেস/১৯৫৪]
চিলের পাথর [লাস পিয়েদ্রাস দে চিলে/১৯৬১]
কালো দ্বীপের স্মৃতি [মেমোরিয়াল দে ইসলা নেগ্রা/১৯৬৪]

আলকাচোফার প্রতি ওড /ওদা আ লা আলকাচোফা

কোমল হৃদয়ের
আলকাচোফা
সৈনিকের পোশাক পরেছিল,
ঋজু, বানিয়ে তুলেছিল
ছোট্ট একটা ছাদ,
বজায় রেখেছিল
যাতে না চোঁয়ায় রস
নিচে
তার আঁশগুলোর,
ওর পাশে
উন্মাদ সবজিগুলো
কুঁচকে গিয়েছিল,
তারা হয়ে গিয়েছিল
আকর্ষ, তরোয়ালের মতন পাতাওয়ালা লম্বা ভেষজ উদ্ভিদ,
মন ছুঁয়ে যাওয়া কন্দ,
মাটির তলায়
ঘুমিয়ে ছিল গাজর
লাল রঙের গোঁফওয়ালা,
দ্রাক্ষাকুঞ্জ
শুষ্ক করে তুলেছিল অঙ্কুরগুলোকে
যার ভেতর দিয়ে উপরের দিকে ওঠে মদ,
বাঁধাকপি
জান লড়িয়ে দিয়েছিল
প্রমাণ করতে নিজেকে মহিলা,
পৃথিবীকে সুগন্ধে ভরিয়ে তুলতে
ওরেগানো,
আর মিষ্টি

আলকাচোফা
ওইখানে রান্নাঘরের পেছনদিকের বাগানে
সৈনিকের পোশাক পরিহিত,
বার্নিশ করা
যেন একটা ডালিম,
গর্বিত,
এবং একদিন
একটার সঙ্গে আর অন্যটা
বিশাল ঝুড়িগুলোয় চেপে
বেতের, চলে গিয়েছিল
বাজারের উদ্দেশে
সফল করে তুলতে তার স্বপ্ন:
মিলিসিয়া।
সারবেঁধে
কখনও ছিল না অতখানি সামরিক
যেরকম মেলার ভেতরে,
মানুষজন
আনাজপাতির ভেতরে
তাদের শাদা রঙ জামা সমেত
ছিল
আলকাচোফাদের
মার্শাল,
গাদাগাদি লাইনগুলো,
কমান্ডোদের কণ্ঠস্বর,
আর বিকট শব্দ
একটা বাক্সের যেটা পড়ে যায়,
কিন্তু
তখন
আসে
মারিয়া
তার ঝুড়ি নিয়ে,
বেছে নেয়
একটা আলকাচোফা,
ভয় পায় না ওকে,

নেড়েচেড়ে দেখে ওটা, নিরীক্ষণ করে
আলোর উল্টোদিকে যেন ওটা একটা ডিম,
খরিদ করে,
ওর ব্যাগের ভেতর
ওটাকে গুলিয়ে ফেলে
একজোড়া জুতোর সঙ্গে,
শাদা একটা বাঁধাকপির সঙ্গে আর এক
বোতল
ভিনিগারের সঙ্গে
যতক্ষণ না
তা ঢুকে যাচ্ছে রসুইখানায়
ডুবে যাচ্ছে সসপ্যানের ভেতরে।
এভাবেই ফুরিয়ে যায়
নির্বিঘ্নে,
এই দৌড়নো
সশস্ত্র আনাজের
যার নাম আলকাচোফা।
তারপরে
আঁশের পর আঁশ
আমরা কাপড়জামা খুলি
ফুর্তি
আর খাই
নিস্তরঙ্গ লেই
তাব সবুজ হৃদয়ের।

আলকাচোফা (la alcachofa) : খাদ্য হিসাবে প্রচলিত সবুজ ডাঁটাওয়ালা গাছ।

ওরেগানো (el oregano) : ওষ্ঠাধরের মতন দলমণ্ডলযুক্ত এক ধরনের সুগন্ধী উদ্ভিদ।

আমেরিকা, উচ্চারণ করি না তোমার নাম মিছিমিছি/আমেরিকা নো ইনবোকো তু নোমব্রে এন বানো

আমেরিকা, উচ্চারণ করি না তোমার নাম মিছিমিছি।
হৃদয়ে যখন গেঁথে দিই তরবারি,
ক্ষতকে যখন স'য়ে নিই আত্মায়,

যখন জানালা দিয়ে
তোমার নতুন দিন একটা ভেদ করে চলে যায় আমাকে,
পাকাপাকিভাবে আর সাময়িক আলোর ভেতরে থাকি যা আমাকে বানায়,
বসবাস করি ছায়াতে আমাকে ফুটিয়ে তুলেছে যা,
নিদ্রা যাই ও জেগে উঠি ভোরবেলায় তোমার জরুরি :
আঙুরের মত মিষ্টি এবং ভয়ানক,
পরিবাহী শর্করার ও শাস্তির,
পরিপৃক্ত শুক্রে তোমার প্রজাতির,
স্তন পানরত রক্তে তোমার উত্তরাধিকারের।

ওক্তাবিও পাস (১৯১৪-১৯৯৮)

বাংলা ভাষায় পাবলো নেরুদার মতনই বহুল অনূদিত মেহিকোর এই কবি। মেহিকোর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ছাত্র। এসপানিয়া (স্পেন)-র গৃহযুদ্ধে সারা পৃথিবীর লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পাসও প্রজাতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হন। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বহু জায়গায় কাটিয়েছেন। ১৯৪৫-এ পারিতে পরাবাস্তববাদ (সুররিয়ালিসমো) আন্দোলনের তাত্ত্বিক তথা কবি অঁদ্রে ব্রঁতোর সংস্পর্শে আসেন। পরাবাস্তববাদ তাঁকে প্রভূত আলোড়িত করেছিল। মেহিকোর কূটনৈতিক বিভাগে চাকুরিসূত্রে বহু দেশ সফর করেছেন। তার ভেতরে জাপান ও ভারতবর্ষও ছিল। ভারতবর্ষে মেহিকোর রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে মেহিকো শহরে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশি তথা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে রাষ্ট্রদূতের চাকুরিতে ইস্তফা দেন। ভারতবর্ষে থাকাকালীন বৌদ্ধদর্শন বিশেষত নাগার্জুনের শূনবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কেমব্রিজ, হার্ভার্ড, ব্রিস্টল ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। কবিজীবনের গোড়ার দিকে 'তাইয়ের' (কর্মশালা) এবং উড়নচণ্ডে পুত্র (এল ইহো প্রোদ্রিগো) নামক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে 'বুয়েলতা' (ফেরা) পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯৯০ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

পাসের কবিতা এককথায় বহুমুখী। নানান ধরনের কবিতা লিখেছেন। দার্শনিক সন্দর্ভকে কবিতার ভাষায় উপস্থাপন করার জাদু ছিল তাঁর হাতে। দীর্ঘ কবিতার পাশাপাশি ছোট কবিতাও লিখেছেন। ধ্রুপদী কাব্যের আঙ্গিকে ঠেসে দিয়েছেন আধুনিকতম চিন্তা-ভাবনা-বিতর্ক। প্রথম জীবনে সাম্যবাদী, পরবর্তীতে স্তালিনবাদের প্রতি বিরক্তি, সবই কবিতায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কবিতার মতন তাঁর গদ্যরচনার সংখ্যাও বিপুল। তাঁর 'নিঃসঙ্গতার গোলাকধাঁধা' (এল লাবেরিন্তো দে লা সোলেদাদ) নামের গদ্যগ্রন্থটি তো সারা পৃথিবীতে বহুলপঠিত বইগুলির মধ্যে অন্যতম। লিরিক কবিতার সঙ্গে তিনি গদ্যকবিতার নতুন শৈলী প্রবর্তন করেছিলেন, যা একান্তভাবে তাঁরই। মেহিকোর প্রাচীন আজতেক সভ্যতায় তাঁর শিকড় প্রোথিত বলে মনে করতেন। তাঁর

লেখালেখিতে এই মনোভাবের স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। পাস এমনই এক কবি যিনি কোনও রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক মতবাদের পোশাকে বড় বেশি বেমানান।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

গ্রাম্য চাঁদ [লুনা সিলভেস্ত্রে/১৯৩৩]
মানুষের শিকড় [রাইস দেল ওমব্রে/১৯৩৭]
তোমার স্বচ্ছ ছায়ার নিচে [বাহো তু ক্লারা সোমব্রা/১৯৩৭]
পাথর ও ফুলের ভেতরে [এনত্রে লা পিয়েদ্রা ই লা ফ্লোর/১৯৪১]
শব্দের নিচে স্বাধীনতা [লিবেরতাদ বাহো পালাব্রা/১৯৪৯]
ঈগল অথবা সূর্য? [আগিলা ও সোল/১৯৫১]
সূর্যপাথর [পিয়েদ্রা দেল সোল/১৯৫৭]
শাদা [ব্লাঙ্কো/১৯৬৭]
পুবের চাল [লাদেরা ত্রস্তে/১৯৬৯]

কথা বলা : কাজ করা/ দেসির : আসের [রোমান জ্যাকবসনকে]

যা দেখি আর যা বলি তার ভেতর,
যা বলি আর যা বলি না তার ভেতর,
যা বলি না আর স্বপ্ন দেখি তার ভেতর,
যা স্বপ্ন দেখি আর ভুলে যাই তার ভেতর,
কবিতা।
পিছলে যায়
হ্যাঁ এবং না-এর ভেতরে :
বলে
যা বলি না,
বলে না
যা বলি,
স্বপ্ন দেখে
যা ভুলে যাই।
এ কোনো উক্তি নয়:
এ হল একটা কাজ।
এ হল একটা কাজ
যে এ হল একটা উক্তি।
কবিতা।

বলা হয় আর শোনা যায়:
হচ্ছে বাস্তব।
আর কখনোই বলি না
এ হচ্ছে বাস্তব,
উবে যায়।
এভাবেই তা হচ্ছে অধিক বাস্তব?

দিন খুলে দেয় হাত
তিনখানা মেঘ
আর এই শব্দগুলোকে ছোট্ট

এল দিয়া আব্রে লা মানো
ত্রেস নুবেস
ই এসতাস পোকাস পালাব্রাস

জায়মান যা তা নাম খোঁজে তার ভোরবেলাকার দিকে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু গাছের গুঁড়ির ওপরে আলোক ঝলকায়
পর্বত ছোটে সৈকতমুখো সাগরের
চেঁচিয়ে জানান দিয়ে সূর্যটা সেঁধোয় জলের গহীনে
পাথর আঘাত করছে এবং ভাঙছে দিনের আলোকে
একগুঁয়ে হয়ে ওঠে সমুদ্র আর বেড়ে চলে দিগন্তটার পদতল অভিমুখে
ভাস্কর্যের হয়ে ওঠাটাকে বিভ্রান্তির ফেরে ফেলে দেয় মাটি
এখনও উদোম ললাটকে ছোঁয় পৃথিবী
একটা গানকে খোদাই করার জন্য পাথর চকচকে আর মসৃণ
পরতে পরতে আলো মেলে দেয় পাখা তার যেটা নামগুলো দিয়ে গড়া
একটা গাছের মতন রয়েছে স্তোত্রের মুখবন্ধ
হাওয়া আছে আর হাওয়ার ভেতরে বিশেষ্যগুলি সুন্দর।

নিকানোর পাররা (১৯১৪—)

বিসেন্তে উইদোব্রো, পাবলো নেরুদা পরবর্তী চিলে তথা লাতিন আমেরিকার অন্যতম আলোচিত কবি, যাঁর প্রভাব তাঁর নিজের দেশ ও মহাদেশ পেরিয়ে সারা পৃথিবীর কবিতাচর্চায় নতুন চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর 'প্রতি কবিতা' (আনতি পোয়েমাস) তত্ত্ব বিশ্বকবিতার ধারাবাহিকতায় এক নতুন সংযোজন, সন্দেহ নেই। জার্মান নাট্যকার ব্রেশট্-এর প্রভাবে মুখের ভাষাকে কবিতার প্রতিস্থাপনে তিনি উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তার সঙ্গে ফ্রানৎস কাফকার কিমিতিবাদ (আবসুরদিসমো) তাঁকে 'প্রতিকবিতা'-র উদ্ভাবনে প্ররোচিত করেছিল। তাঁর কাব্যদর্শনের ভিত্তি হল—'শিল্পীর কাজ হল তাঁর অভিজ্ঞতার নিয়মানুবর্তী অভিব্যক্তি, কোনও ধরনের ধারাবিবরণী ছাড়াই।' অক্সফোর্ডের ক্লাউন

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিদ্যার উজ্জ্বল ছাত্র পাররা সানতিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কাজও করেছেন। অনেকদিন থেকেই তাঁর কবিতায় পদার্থবিদ্যার গাণিতিক উপপাদ্যর হদিশ পাওয়া যায়—'ভাষার মিতব্যয়, মেটাফোরের অনুপস্থিতি, সাহিত্যিক অলঙ্কার পরিহার।' টি এদিক থেকে চিত্রকল্পের যাদুকর পাবলো নেরুদার কবিতার থেকে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে। চিলের সামরিক শাসক পিনোচেত-এর বিরুদ্ধাচরণে পাররা তাঁর কবিতায় আমদানি করলেন শ্লেষের উপকরণ। আবহমান লাতিন আমেরিকার কবিতার ইতিহাসে নিকানোর পাররার স্থান

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

নামহীন গায়ক [কানসিওনেরো সিন নোমব্রে/১৯৩৭]
কবিতা ও প্রতিকবিতা [পোয়েমাস ই আনতিপোয়েমাস/১৯৫৪]
আপৎকালীন কবিতা [পোয়েমাস দে এমেরহেনসিয়া/১৯৭২]
কলাকৌশল [আরতেফাকতোস/১৯৭২]
সর্বশেষ কবিতাগুলি [উলতিমোস পোয়েমাস/১৯৮৩]

আত্মপ্রতিকৃতি/আউতোরেত্রাতো

লক্ষ্য কর, বালকেরা
ভিক্ষু সন্ন্যাসীর এই ওভারকোটটাকে:
নাম না জানা পাঠশালার এক শিক্ষক,
ক্লাসে পড়াতে পড়াতে খুইয়ে ফেলেছি কণ্ঠস্বর।
(সবকিছু এবং কিছু-নার পরেও
সপ্তাহপিছু চল্লিশ ঘণ্টা কাজ করি)।
কী বলেছে তোমাদের আমার চড়চাপড় খাঁওয়া মুখ?
এটা সত্যি যে আমাকে দেখলে উথলে ওঠে দুঃখ।
আর যাজকের এই জুতোগুলো কী পরামর্শ দেয় তোমাদের
যে ওগুলো বুড়ো হয়ে গিয়েছিল কোনও কিছু নিয়ে কিছু করার নেই বলে?

চোখের ব্যাপারে, তিন মিটার দূরে
এমনকী আমার নিজের মাকেও চিনতে পারি না।
কী হল আমার? — কিছু নয়।
ক্লাস নিতে নিতে শেষ করে ফেলেছি আমাকে :
খারাপ আলো, সূর্য,

দুঃখী বিষাক্ত চাঁদ।
আর সবকিছু কীসের জন্য!
রোজগার করতে এক বিশাল অমার্জনীয়
পাঁচ পেসেতার মুদ্রা যেন বুর্জোয়ার মুখ
আর গন্ধ ও আস্বাদ সমেত রক্তকে।
কীসের জন্য আমরা জন্মেছি মানুষের মতো
যদি ওরা আমাদের জন্তুর মৃত্যু দান করে!

অতিরিক্ত কাজ করতে করতে, কখনও কখনও
হাওয়ায় আজগুবি সব আকার দেখতে পাই
শুনতে পাই উন্মত্ত দৌড়,
হাসি, অপরাধমূলক কথোপকথন।
তোমার দেখো এই হাতগুলোকে
আর লাশের শাদা হয়ে যাওয়া কপাল,
এই সামান্য চুল যা আমার রয়ে গেছে।
এইসব নারকীয় কালো কুঞ্চনগুলি!
তা সত্ত্বেও আমি ছিলাম যেরকম আপনারা,
যুবক, ভালো ভালো আদের্শে ভরপুর,
স্বপ্ন দেখতাম ঢালাই করছি তামা
আর হীরকের মুখ ঘষে উজ্জ্বল করে তুলছি:
এখানে আজকে আমি তোমার
অস্বস্তিকর এই সরাইখানার পেছনে
একঘেয়ে বকবকানিতে হতচেতন
প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ ঘণ্টা ধরে।

আচার-অনুষ্ঠান/রিতোস

যতবার ফিরে আসি
আমার দেশে
            এক বড়সড় সফরের পর
প্রথমেই যা করি
তা হল কারা কারা মারা গেছে সে সবের তত্ত্বতালাশ
প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে এক একজন বীর
সমাধা করার জন্য মৃত্যুর আটপৌরে কাজ

আর বীরেরা হচ্ছেন শিক্ষক আমাদের।

এবং
আহতদের সম্পর্কে
এই ছোট অন্ত্যেষ্টিকালীন আচার-অনুষ্ঠান
সম্পূর্ণ হওয়ার আগে নয়
কেবলমাত্র তার পরে
আমি মনে করি বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে:
ভালো করে দেখার জন্য বুজে রাখি চোখ
বিদ্বেষ বিষে ভরা গাই
শতাব্দী শুরুর একটা গান।

উৎসগ্রন্থ —1. Anotologia de la poesia hispanoamericana del siglo xx–LUIS ALONSO GIRGADO

2. VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA–PABLO NERUDA

3. LEER (পত্রিকা) SPAIN

লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র : ক্যামেরা, আইডিয়া, বন্দুক

ধীমান দাশগুপ্ত

'যাঁরা হাতে বন্দুক নিয়েছেন, তাঁদের পাশে আমার থাকা উচিত। কিন্তু বন্দুকের জন্য আমি ক্যামেরা ছেড়ে দিতে রাজি নই। আমি মনে করি শিল্প এক বিশেষ বন্দুক। সব আইডিয়াও বন্দুক। অনেক লোকই আইডিয়া থেকে এবং আইডিয়ার জন্যই মারা যাচ্ছেন। আমি মনে করি বন্দুক হল কার্যকর আইডিয়া এবং একটি আইডিয়া হল তাত্ত্বিক বন্দুক। চলচ্চিত্র এক তাত্ত্বিক বন্দুক এবং বন্দুক হল এক কার্যকর ছবি। সৌভাগ্যক্রমে আমার কোনও বন্দুক নেই। সৌভাগ্য, কারণ আমার চোখ এত খারাপ যে হয়তো আমি আমার সব বন্ধুকেই হত্যা করে বসব। আমার মনে হয় ছবির ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ততটা কম নয়, তাই ছবি করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।'

—জঁ-লুকগদার

পৃষ্ঠভূমি : লাতিন আমেরিকার ছবি

দক্ষিণ আমেরিকা তথা লাতিন আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই অগ্নিগর্ভ। এক সময়ে এখানে ছিল ঔপনিবেশিক শাসন, এখন তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর সামরিক শাসনের মরণ-কামড় কিংবা জনবিরোধী সরকারের অপশাসন বা সরকারের তথা দেশের অর্থনৈতিক সংকট। এসবের বিরুদ্ধে জনগণের যে নিরন্তর সংগ্রাম, যার মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির চলচ্চিত্র সেই গণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন এই চলচ্চিত্র এককালে ও কোথাও কোথাও এখনও সামরিক একনায়কতন্ত্রের বা শাসকগোষ্ঠীর বিরূপতা ও বিরোধিতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন পরিচালক ও কলাকুশলীকে তখন নিজ নিজ দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এমনকি হত্যাও করা হয়েছে কখনও (যেমন glazier-কে), এঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল অন্তর্দ্রোহিতার। এই পটভূমিতে লাতিন আমেরিকার চিত্রনির্মাতারা রাজনৈতিক ও শৈল্পিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে করতে যে-সব ছবি বানিয়েছেন ও বানাচ্ছেন তা একই সঙ্গে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ধারাকে ও তৃতীয় বিশ্বের ছবিকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। যদিও এর পাশাপাশি বাণিজ্যিক ছবির ঐতিহ্যও বর্তমান।

আর্জেন্টিনা : এই দেশে চিত্রনির্মাণের সূচনা ১৮৯০-এর দশকেই। প্রারম্ভিক

পরিচালকদের মধ্যে H. Fregonese ও L. Torres Rios উল্লেখযোগ্য। Rios-এর পুত্র L. Torre Nilsson চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ছবি নির্মাণ করেন, এঁর ছবিতে বুনুয়েলের প্রভাব সদর্থক ও অভিঘাতীভাবে পড়েছিল। বাস্তববাদী চিত্রনির্মাণের উদ্দেশ্য নিয়ে ৫৭-য় তরুণ পরিচালকদের একটি গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেন, যার মূল ফল সোলানাসের আবির্ভাব। তাঁর 'দ্য আওয়ার অব দ্য ফারনেসেস' ও Glazier এর 'দ্য ট্রেটর' উল্লেখ্য। রাজনৈতিক চিত্রের এই প্রবণতা সত্তরের দশকে বিশেষ প্রাধান্য পায় যা কিছুদিনের মধ্যেই কড়া সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আশি ও নব্বই-এর দশকে এই দেশে গড়ে প্রতি বছরে ৩০টির মতো কাহিনীচিত্র তৈরি হয়েছে। সূত্রপাত হয়েছে ফিল্‌ম সোসাইটি আন্দোলনেরও (সুদূর ১৯১৯ সালেই), গড়ে উঠেছে সিনেমাথেক, সিনেমার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সংরক্ষণকেন্দ্র, ফেডারেশন ও ফিল্‌ম স্কুল। চলচ্চিত্রবোধ জাগানো, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, জনমত গঠন ও শিক্ষা আর গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা এগুলির উদ্দেশ্য। এই কাজে স্থানীয় ক্যাথলিক আন্দোলন পরোক্ষ সাহায্য যুগিয়েছেন। আত্মপ্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন নতুন পরিচালকও, যাঁদের কাজের ধরন নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি। পুরানো পরিচালকদের মধ্যে মানুয়েল আন্তিন ও ব্যামবার্জের নাম উল্লেখযোগ্য।

উরুগুয়ে : এই দেশের প্রথম ফিচার ছবি ১৯১৯ সালের। দীর্ঘকাল ধরে চলচ্চিত্র এখানে ছিল অপেশাদার ও অব্যবসায়িক। ফিল্‌ম ক্লাবের সূচনা ১৯৩২-য়ে। বিভিন্ন সোসাইটির মাধ্যমে চলচ্চিত্রের আন্দোলন এখানে একসময়ে অতি ব্যাপক, সুষ্ঠু ও প্রভাবশীল রূপ নেয়। চলচ্চিত্র শিক্ষণের জাতীয় ইনস্টিটিউট এবং আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সহযোগিতায় ফিল্‌ম আর্কাইভয়ের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের লাতিন আমেরিকান শাখা স্থাপিত হয়। ক্যাথলিক চলচ্চিত্রের অন্যতম কেন্দ্র এই দেশ, সেখানে রাজনৈতিক সিনেমাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে M. Handler-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

কলম্বিয়া : ১৯১৪-র পর থেকে মূলত সংবাদচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দিয়ে চিত্রনির্মাণ শুরু হলেও, ৬০-য়ের দশকের আগে পর্যন্ত আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের ছবিই, লাতিন আমেরিকার যে কোনও দেশের মতো এখানেও, ছিল মূল আকর্ষণ। তারপর থেকে এ দেশের ছবিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যেতে থাকে। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রেরও সূচনা হয় মোটামুটি এই সময়ে, যে প্রসঙ্গে ফিল্‌ম সোসাইটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখযোগ্য চিত্রনির্মাতার মধ্যে ছিলেন সি. ও জে. আলভারেজ (স্বামী-স্ত্রী), ম্যানুয়েল ও স্যাম্‌পার।

কিউবা : ১৮৯৭-য়ে কিউবায় প্রথম সংবাদচিত্র, ১৯০৮ থেকে নিয়মিতভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র ও ১৯১৩-য় প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে Quesada উল্লেখযোগ্য। কিউবার নির্বাক চলচ্চিত্রে সমাজসচেতন ও বিপ্লবাত্মক বিষয়বস্তুর যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। ১৯৩৭-য়ে প্রথম সবাকচিত্র মুক্তি পাবার পর কিউবার

অধিকাংশ ছবি কিন্তু হালকা কমেডি বা সংগীতপ্রধান প্রমোদচিত্র হয়ে উঠল। পরিবর্তন এল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ওই দেশে বিপ্লব সংঘটিত হবার পর। ১৯৫৯-য়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হল ও ছবি তৈরিতে এল নতুন উৎসাহ। ইউরোপীয় তথ্যচিত্রের সম্পন্ন ঐতিহ্য ও কিউবার নিজস্ব স্যাটায়ার নাট্যের আদর্শ—এই দুই ভাবধারার মিলন ঘটল নতুন ছবিতে। আলভারেজ, আলিয়া, ভেগা, এস্পিনোসা, অক্টাভিয়ো কোর্টাজার ও অক্টাভিয়ো গোমেজ ও সোলাসের ছবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। জাভাত্তিনি, ক্রিশমার্কার ও ইয়োরিস ইভেন্স কিউবায় গিয়ে সেই দেশের বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে ছবি করলেন। এই দেশের ছবি ক্রমে দেশজ বিষয়কে আন্তর্জাতিক মাত্রায় ব্যাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে উঠল। এইসব ছবিতে আত্মসমালোচনা ও ইতিহাসচেতনার সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। কিউবার ন্যাশনাল ফিল্ম স্কুল দীর্ঘদিন 24 Frames Per Second নামে একটি সাপ্তাহিক টিভি অনুষ্ঠান প্রযোজনা করে যা দেশবাসীর চলচ্চিত্র-চেতনা বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হয়েছিল। কাস্ত্রোর বিপ্লবী সরকার চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও অনুশীলনও শুধু নগরকেন্দ্রিক না থেকে কিউবার সমগ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গেছে। সমাজতন্ত্রের সংকটের পর কিউবার প্রতিবাদী চলচ্চিত্রেও সমস্যা দেখা গেছে। তবু কিউবান ছবিগুলি ও-দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরছে কিন্তু অতিকথিত বা প্রচারমূলক এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওঠেনি।

চিলি : দশের দশকের শেষ ভাগে চিত্রনির্মাণ শুরু হয়ে গেলেও তা মোটামুটি স্থিতি পায় বছর কুড়ি পর সিনেমায় শব্দের আগমনে। প্রথম সিনে ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯৫৪-য়। ৭৩-য়ে সামরিক অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত বামপন্থী রাজনীতি চলচ্চিত্র শিল্পে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। পরিচালকদের মধ্যে ফ্রানসিয়া ও মিগুয়েল লিত্তিন, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ছবির মধ্যে গুজম্যানের 'দ্য ফার্স্ট ইয়ার', আর 'দ্য ব্যাটল অব চিলি' খুবই উল্লেখযোগ্য—এ বিষয়ে পরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করব।

বলিভিয়া : লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশই দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে দরিদ্র। তার মধ্যে বলিভিয়ার দারিদ্র যেন আরও বেশি। ৫২-য় জাতীয়তাবাদী সরকার শাসনক্ষমতায় আসার পর চলচ্চিত্র প্রযোজনা এখানে ধীরে ধীরে শুরু হয়। প্রারম্ভিক ছবির মধ্যে জর্জ রুইজের 'লা ভারতিনতে' উল্লেখযোগ্য। সেনজিনেস এ-দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক, তাঁর 'উকামাউ', 'ব্লাড অব দ্য কনডর', 'ভায়লেনচা এন কুয়ের্তা', 'La Noche de San Juan' রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হিসেবে উচ্চপ্রশংসিত। দেশে ৬৫-তে ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ছাত্রসংঘ FUL ও CUB এবং ফিল্ম সোসাইটি চলচ্চিত্র অনুশীলনে বিশ্বস্ত ভূমিকা পালন করে। পরিচালক আন্তনিও এগুইনো নয়া বাস্তববাদের প্রবর্তন করেন।

ব্রাজিল : ১৯০৮ থেকে চিত্রনির্মাণের সূচনা। হলিউড থেকে আসা বাণিজ্যিক ছবির

অবাধ প্রসার, ফ্যান পত্রিকার প্রচলন ও অপসংস্কৃতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ১৭-য় একটি ছোট গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। নৃতত্ত্ব বিষয়ে ছবি বানালেন এ. পিন্টো, ৩৬-য়ে স্থাপিত হল জাতীয় চলচ্চিত্র শিক্ষালয়, ২৮ ও ৪০-য়ে অল্পস্থায়ীভাবে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল সিনে ক্লাব। ছবি নিয়ে পত্রিকা ও বই বেরোতে লাগল, হতে লাগল চলচ্চিত্র উৎসব। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে H. Mauro এবং পরবর্তীদের মধ্যে L. Barreto, N. P. dos Santos ও গ্লবার রোচা (১৯৩৮-৮১) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রোচার ছবিতে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতির জটিল সমস্যার মূল্যবান পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ আছে। ৬৪-তে সামরিক অভ্যুত্থান চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক ধারাকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছিল। পরে অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়। বছরে এখন ফিচার ছবি নির্মিত হয় কম-বেশি ৬০টি। কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবির সংখ্যা খুব বেশি নয়।

মেক্সিকো : এখানেও প্রতি বছর গড়ে কম-বেশি ৬০টি করে কাহিনীচিত্র তৈরি হয়েছে। প্রারম্ভিক চিত্রের মধ্যে 'দ্য নাইট অব দ্য মায়াজ' ও 'দ্য ফরগটেন ভিলেজ', পরিচালকদের মধ্যে ই. ফার্নানডেজ, এবং পরবর্তী সময়ের ছবির মধ্যে 'রুটস' ও 'টোয়েরো' প্রশংসিত। বুনুয়েল এই দেশে প্রথম চলে আসেন ১৯৪৭-য়ে এবং তারপর বিভিন্ন সময়ে এখানে বহু ছবি নির্মাণ করেছেন যেগুলোকে পুরোদস্তুর মেক্সিকান ছবি বলা হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে। তেমনি আছে মেক্সিকোয় এসে তোলা আইজেনস্টাইনের বিশ্ববিখ্যাত 'ক্যভিভা মেক্সিকো'।

এছাড়া নিকারাগুয়া, পেরু ও ভেনেজুয়েলায় সিনেমা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে ধীরে-ধীরে ও কিছু-কিছু কাজও হয়েছে। এর মধ্যে পেরুর ক্যাথলিক চলচ্চিত্র, ভেনেজুয়েলার প্রচারমূলক চরিত্রের কয়েকটি তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্র 'ক্যল্লের জুয়ান'-এর উল্লেখ করা যায়। নিকারাগুয়ায় সিনেমা নিয়ে কার্যকলাপ শুরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, সত্তরের দশকে। স্যান্ডিনিস্ট ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে। তার আগে যে-ছবি তৈরি হয়েছে তা শুধুই ভ্রমণ, বিজ্ঞাপনী ও সংবাদচিত্র। চিলি থেকে এসে অক্টাভিয়ো করটেস 'নিকারাগুয়া : সেপ্টেম্বর ১৯৭৮' ও মেক্সিকো থেকে এসে বার্টা নাভারো 'নিকারাগুয়া : দোউজ হু উইল মেক ফ্রিডম' বানালেন। জুলাই ১৯৭৯-তে বিপ্লবের সাফল্যের পর নিকারাগুয়ান সিনেমা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হল। এর উদ্যোগে তৈরি হল বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্র, যাতে গ্রিয়ারসন ও ইভেন্সের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনীচিত্র নির্মাণও তারপর এখানে শুরু হয়, চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রাণবন্ততা দেখা যায়, তথ্য ও কাহিনীচিত্রের মাঝামাঝি একটি শৈলী নিয়ে এঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, ক্রিশ মার্কারের প্রভাব যে-প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো। লাতিন আমেরিকায় ক্যাথলিক চলচ্চিত্র রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে গণসংস্কৃতিতে উত্তরণের এটি এক দ্বান্দ্বিক পর্যায়। লাতিন আমেরিকার প্রগতিশীল চলচ্চিত্রে একটা লক্ষ্য থাকে, উদ্দেশ্য থাকে, রাজনৈতিক যুক্তি

থাকে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তা মুক্তিকামী জনগণের কথা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সুতীব্রভাবে সক্রিয়। এই চলচ্চিত্র-শিল্পীদের মনোভাব রোচার 'হিংস্রতার নন্দন' প্রবন্ধে চমৎকার উদ্‌ঘাটিত। আর সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই আমাদের আলোচনার পরবর্তী অংশের সূচনা হবে।

নিষ্ঠা, সাহসিকতা, সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রকাররা স্বদেশে থেকে অথবা দেশের বাইরে চলে গিয়েও তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশ এককালে সাহায্যের হাত বাড়িয়েও দিয়েছে তাঁদের দিকে। ছবি তৈরির খরচ বাড়ছে, অন্যান্য বাধা ও সমস্যাও বেড়েছে, তবু নিজেদের আদর্শে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্পীরা অবিচল থাকবেন আমরা এই আশাই করব। লাতিন আমেরিকার ও আফ্রিকা সহ তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিশীল চলচ্চিত্র আজ পরস্পরের বিনিময়যোগ্য।

মধ্যভূমি : ক্যামেরা, আইডিয়া, বন্দুক

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বন্দুক

বন্দুক হাতে নিলেই মাথার ভিতরে ওলোটপালট হ'য়ে যায়
অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখা
মিসিসিপির অববাহিকায় উড়ে গিয়ে বসে চেনা শহর কলকাতা
গোয়াদেল-কুইভার এসে হারিয়ে যায় উত্তরবাংলার গহন বনাঞ্চলে
মাথার ভিতরে নম্র জেলিমাছটি প্রসব করে দুখানা বলিষ্ঠ হাত
রোমশ এবং জিঘাংসু সেই হাতের আঙুলগুলি যেন
বিচ্ছুরিত হতে চায় দিগন্তের স্থিরচিত্রে
পাথর কুঠার এবং তীরবল্লমের পরিবর্তে যেহেতু হাতে উঠে এসেছে বন্দুক
শূন্য চক্ষুকোটরের ভিতর থেকে গুলি বেরিয়ে আসতে থাকে
শব্দহীন এবং অজস্র
এদিকে প্রসবযন্ত্রণায় কাতর জেলিমাছটি কুঁকড়ে মরে যেতেই
শেষ হয়ে যায় সব দংশনজ্বালা
আসলে যে জীবন আমরা চেয়েছি তার রক্তাক্ত অভিজ্ঞান
বারে বারেই হাত ফসকে পালিয়ে গেছে
দশ নখে ছিঁড়ে খেতে পারিনি মাংসের সবুজ পেশীতন্তু
জলের মাছটির কঙ্কাল উঠে এসেছে সমুদ্রবেলায়
এখন আমরা অনেকদিন বিশ্রাম করবো না
এবং আরো সতর্ক হতে হবে আমাদের
নইলে আত্মগ্লানি হয়তো অত্যন্ত সঙ্গোপনে গিয়ে হৃৎপিণ্ডে পুঁতে আসবে

সীসা নামক মৃত্যুবীজ
আর এইভাবে এক ক্লীব অরণ্যে ভরে উঠবে
মিসিসিপির অববাহিকা গোয়াদেল-কুইভার এবং মহামূত্রাগার কলকাতা
এসো, তবে অস্ত্র পরিষ্কার করে আমরাও তৈরি হ'য়ে নিই
সিংহ ও বাইসনের চর্মমঞ্জুষার ভিতর থেকে হু-হু বেরিয়ে
আসছে সমস্ত চাতুর্য ও খড়ের অস্ত্র
আর দীর্ঘ প্রান্তরে এই অবেলায় দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করছে বন্দুকটি
এখন আর ক্ষমাকাতরতা কাউকে মানায় না হে
তীব্র চক্ষুকোটরের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে বন্দুকের গুলি
অজস্র এবং শব্দহীন

— প্রদীপ রায়গুপ্ত

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বলিভিয়ার বিপ্লবী চিত্রপরিচালক জর্জ সেনজিনেস বাঙালি পরিচালক সৈকত ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যে কথা বলেছিলেন, 'বলিভিয়া লাতিন আমেরিকার অন্যতম দরিদ্র দেশ। দারিদ্র্য কল্পনাতীত, অফুরন্ত খনিজ, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বিপুল, তবু অনাহার হাহাকার আর শিশুমৃত্যুর শেষ নেই। বিদেশি শোষণ চলছে পুরোদমে। এই শোষণের হাত থেকে আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ হল বিপ্লব। তাই আজ লাতিন আমেরিকার সর্বত্রই বিপ্লবের পদধ্বনি। আমরা চলচ্চিত্রশিল্পীরা মুক্তিকামী জনগণের কথা বলতে বদ্ধপরিকর। বলিভিয়ার লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের কথা আজ আমরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেব এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। এই মহান কাজের দায়িত্বে প্রগতিশীল শিল্পীরা সবাই সক্রিয়।'— সেই কথা সমগ্র লাতিন আমেরিকার বহু বিপ্লবী পরিচালক সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

ওই সাক্ষাৎকারে লাতিন আমেরিকান পলিটিক্যাল ফিল্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেনজিনেস বলেন—'আমাদের পলিটিক্যাল ফিল্মে একটা লক্ষ্য থাকে। উদ্দেশ্যহীন চলচ্চিত্র কখনওই সফল হয় না। বলিভিয়ার মতো দেশে শুধু ফিল্ম করে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়; কারণ আমরা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। যার শতকরা ৭০ জন অধিবাসী এখনও নিরক্ষর, শতকরা ৩৫ জন মাটির ঘরে থাকেন, গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৬০০ টাকার মতো। এই দারিদ্র্যে উদ্দেশ্যহীন ছবি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক অসুবিধার দরুন সেটা আরও সম্ভব নয়। সে কারণে ছবি নির্মাণের পিছনে অবশ্যই একটা যুক্তি থাকবে।'

এই বক্তব্য, সেনজিনেসের চিত্রকর্ম ও বলিভিয়ার আর্থ-সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যাকড্রপ বা পৃষ্ঠভূমি হিসেবে ধরে আমরা আইডিয়া বিষয়ক আলোচনা শুরু করতে পারি।

১৯৬১-৬৯ সনের মধ্যে সেনজিনেস নির্মাণ করেন 'রেভল্যুশন', 'আয়সা',

'উকামাউ', 'কনডোর ব্লাড'। চারটে ছবিতেই পরিচালকের স্বচ্ছ রাজনৈতিক পরিচয় মেলে। 'রেভল্যুশন' থেকে 'কনডোর ব্লাড' পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশও ঘটে। 'রেভল্যুশন' ছবিতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই পরিচালকের মূল বক্তব্য ও লক্ষ্য ছিল। আর 'আয়সা' খনিঅঞ্চলের শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার জীবন্ত দলিল ও এই খনি-শ্রমিকরাই যে বিপ্লবী জনগণের এক বিশেষ অংশ সেই ধারণারও উত্থাপক। যেমন 'উকামাউ'-য়ে স্থান পেয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম—বলিভিয়ার সমাজব্যবস্থায় আদিবাসী, মেস্তিজো এবং শ্বেতাঙ্গদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এই ছবিতে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত। বলিভিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৬০ জন আদিবাসী, ৩০ জন মেস্তিজো ও ১০ জন শ্বেতাঙ্গ। মাত্র এই শতকরা ১০ জনের প্রতিনিধিই বলিভিয়ার শাসক এবং এরাই সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। তারা যে শুধু দেশটাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দিয়েই ক্ষান্ত ছিল তা নয়, তারা ছিল বলিভিয়ার জনগণের অস্তিত্ব বিলোপ করতেই বদ্ধপরিকর। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত যেখানে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, দেশের শতকরা ৯০ জন যে ভাষায় কথা বলে তা তাদের শিখতে দেওয়া হত না। এমনি করেই ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দেওয়া হত: আদিবাসী বনাম শ্বেতাঙ্গ। তেমনি আদিবাসী বনাম মেস্তিজো। মেস্তিজো এক ভিন্ন গোষ্ঠী। আদিবাসী ও শ্বেতাঙ্গের মিশ্রণে এই মেস্তিজোর সৃষ্টি। শ্বেতাঙ্গের তোষামোদ ও আদিবাসী শোষণই হল তাদের প্রধান কর্ম। আদিবাসীরা অনুন্নত জীবনযাত্রা, কুসংস্কার, অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু, সামাজিক নিম্নমান—সবকিছুর মূলেই মেস্তিজো গোষ্ঠী বিশেষ সক্রিয়। আদিবাসীরা এদের থেকেও মুক্তি চায়। ছবিটিকে শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি বারিয়েন্টস-এর আদেশে 'উকামাউ' নিষিদ্ধ হয়। সেনজিনেস-প্রতিষ্ঠিত ফিল্‌ম ইনস্টিটিউট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেনজিনেসকে নজরবন্দি রাখা হয়। কিন্তু এত করেও তাঁকে প্রতিহত করা যায় না। তিনি তাঁর নতুন ছবি শুরু ও শেষ করেন : 'কনডোর ব্লাড'। এই ছবির মূল বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিসেনাদের গোপনে আদিবাসী নারীদের নির্বীজন। সংবাদপত্রের একটা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম সেনজিনেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একজন সাংবাদিক টিটিকাকাসে একদল মার্কিন ডাক্তার কর্তৃক আদিবাসী মহিলাদের নির্বীজন বিষয়ে তথ্যাদি প্রকাশ করেন। সেনজিনেস আরও সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে থাকেন। দেশের ডাক্তার, অধ্যাপক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী—সবাই এগিয়ে আসেন। ছবি তৈরির জন্য টাকা দেন, মনোবল জোগান, তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেন। চিত্রনাট্যকার তাঁর পৈত্রিক বাড়ি বন্ধক দেন, ক্যামেরাম্যান তাঁর বেশকিছু জিনিসপত্র বিক্রি করেন। এইভাবে পরিচালককে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংকট ও গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু এই ছবিকে কেন্দ্র করেই বলিভিয়ার সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ছবিটির মুক্তিদিবসে সরকার কর্তৃক সহসা নিষেধাজ্ঞা জারি হল। জনসাধারণ

প্রতিবাদ করলেন, বিরাট মিছিল বের হল। পুলিশ মিছিলে গুলি চালাল, অসংখ্য মানুষ হতাহত হল। 'কনডোর ব্লাড' ছিল বলিভিয়ার অতিবাস্তব প্রেক্ষাপটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত উত্থাপন। দেশে শ্রেণীসংঘাতের তখন অত্যন্ত জটিল পর্যায়। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈলসংস্থা জাতীয়করণ করা হবে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে গোপনভাবে আদিবাসী নির্মূল করার চেষ্টা চলছে যাতে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য বিস্তারে কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। 'কনডোর ব্লাড' বলিভিয়ার সেই নগ্ন বাস্তবতারই অভিঘাতী প্রতীক। শুধু বলিভিয়ার সাধারণ মানুষই নয়, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের জনসাধারণও ছবিটি দেখে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় সেনজিনেস তাঁর পরের ছবির পরিকল্পনা করেন—'হিডেন ভায়োলেন্স'—এক বলিভিয় ইয়াংকি যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত হয়ে বলিভিয়ায় ফেরে সাংস্কৃতিক 'গবেষক' হয়ে। কিন্তু তার আসল মতবাদ আদিবাসী নির্মূল করা। তার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। 'গবেষক' ইয়াংকি তখন পালিয়ে যায়। নানা অজুহাতে উপনিবেশকারী ও সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও 'পুরোহিত' সেজে কখনো বা 'গবেষক' হয়ে আদিবাসী নিধনে ব্যাপৃত। এইভাবে বলিভিয়ার সাধারণ মানুষের তীব্র সমস্যার কথা সেনজিনেস গভীর নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও সততায় একটার পর একটা ছবিতে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর ও বলিভিয়ার তৎকালীন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ছবির ক্ষেত্রে জর্জ রুইজের তথ্যচিত্র 'লা ভারতিনতে'র অবদান ও প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেনজিনেসের ১৯৭১ সনের ছবি 'দ্য কারেজ অব দ্য পীপ্‌ল্‌' ব্যক্তির বদলে সমষ্টিকে নায়ক হিসেবে, মনতাজের বদলে অখণ্ড সিকোয়েন্সকে সাংগঠনিক সূত্র হিসেবে এবং কাঠামো হিসেবে রৈখিক কাঠামোকে গ্রহণ করে। এই চিত্রনির্মাণের শেষ পর্যায়ে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার ফলে সেনজিনেস দেশত্যাগ করেন ও তাঁর এই কাঠামো ও ধারার পরবর্তী ছবিগুলি প্রবাসে (পেরুতে ও ইকুয়াডোরে) নির্মিত হয়।

লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে অসংখ্য ছবি রাজনৈতিক কারণে কখন না কখন নিষিদ্ধ হয়েছে। অসংখ্য পরিচালক নিজেদের দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে থাকতে ও প্রবাসে ছবি করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রবাসী চলচ্চিত্র (সিনেমা অব এক্‌জাইল) লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রের এক অপরিহার্য দিক। সম্ভবত প্রবাসী চলচ্চিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল আর্জেন্টাইন পরিচালক ফানান্দো সোলানাসের পরীক্ষামূলক মিউজিক্যাল 'ট্যাঙ্গোস্‌ ঃ দ্য এক্‌জাইল অব গার্ডেল' (১৯৮৫)। রাজনৈতিক ভাববস্তুর পরিবর্তন ও রূপান্তর অবশ্য প্রবাসী চলচ্চিত্রে আবদ্ধ না থেকে কালক্রমে লাতিন আমেরিকার সর্বদেশীয় চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এটা আইডিয়ার ও আইডিয়ার বিবর্তনেরই অংশবিশেষ।

লাতিন আমেরিকায় সিনেমার সূচনাটা হয়েছিল উপনিবেশিক সূচনা। চলচ্চিত্র ছিল অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকবাদের সঙ্গে যুক্ত। আদি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিগুলি মূলত যুরোপিয় অভিবাসী বা আবাসিকদের তোলা ছিল। এইসব চিত্রপ্রতিমায় পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি হত

বহিরাগতদের দৃষ্টিভঙ্গি। লাতিন আমেরিকান বাস্তবতার বহিরাগত রূপায়ণে প্রথম প্রতিবাদ জানায় মেক্সিকোর অধিবাসীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে যেরকম অনুঘটকের কাজ করেছিল লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা মেক্সিকান বিপ্লবের। ৩০-এর ও ৪০-এর দশকের লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রে বিপ্লবাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য। নিরাপদ দেশপ্রেমমূলক বিষয়, জনপ্রিয় দেশপ্রেমমূলকতা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে বিপজ্জনক রাজনৈতিক বিষয়, বিপ্লবী চেতনা ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শে পদার্পণ। ৫০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে এই নতুন সিনেমা জোরালো রূপ নিতে থাকে। ৫০ ও ৬০-এর বছরগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা একটা ফলপ্রদ, জোরদার ও অভিঘাতী আন্দোলনের রূপ পায়। এই সিনেমা ছিল প্রধানত জনগণের দুঃখকষ্টের প্রতিবাদকারী এবং বিদ্রোহী মনোভাব ও প্রবণতার প্রতি নিবেদিত। দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে এই চলচ্চিত্র আন্দোলন পূর্ণ বিকাশ লাভ করে শুধু গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ে তা নয়, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টিই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রের প্রতি। রাজনৈতিক আনুগত্য বিশিষ্ট চিত্রনির্মাণ ৬০-এর দশকে বস্তুত লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রের একটা প্রধান ঘরানা হয়ে ওঠে।

নব্য লাতিন আমেরিকান সিনেমা সাম্রাজ্যবাদী সিনেমার বিরোধিতায় নতুন নতুন অভিমুখ গ্রহণ করে যার ফলে অনেক নতুন ঘরানার সৃষ্টি হয়, প্রগতিশীল চিত্রভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রে আমরা পাই ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ ('দ্য লাস্ট ইন্ডিয়ান আপরাইজিং'), ইতিহাসের বিনির্মাণ ('দ্য মিস্ট্রি অব দ্য স্কারলেট আইজ'), বিপ্লবাত্মক তথ্যমূলকতা ('দ্য আওয়ার অব দ্য ফারনেসেস'), প্রথা বা বৃত্তির বিনির্মাণ ('দ্য জ্যাকেল অব নাহু এলতোরো'), রাজনৈতিক ইতিহাস হিসেবে ব্যক্তিজীবনের চলচ্চিত্রেতিহাস ('লুসিয়া'), আভঁগার্দ (আইজেনস্টাইন-প্রশংসিত ১৯২৯ সনের ব্রাজিলিয় চিত্র 'দ্য বাউন্ডারি') ও ব্ল্যাক কমেডির ('দ্য লাস্ট সাপার') অনবদ্য উদাহরণ। এই সমস্ত ছবি তৈরি হয়েছে এই প্রতিন্যাস থেকে—'An idea in the head and a camera in hand.'

শৈলী বা ঘরানার দিক থেকে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র গ্রহণ করেছে নিও-রিয়ালিজম, সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম, ডকুমেন্টারি রিয়ালিজম, সোশ্যাল ডকুমেনটেশন, ট্রপিকালিজম, ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ বা ইজমকে। কিন্তু এদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে ও এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র এক নিজস্ব ন্যারেটিভের প্রবর্তন করে। লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের যে স্বকীয় কথনভঙ্গি তার প্রথম সূচনা হয় লাতিন আমেরিকার সিনেমার মধ্য দিয়েই। সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে কাহিনী বর্ণনার এই নতুন ভঙ্গির মূল আদর্শ হল একাধিক স্তরে বিষয়বস্তুকে উন্মোচন করতে পারার ক্ষমতা ও দক্ষতা। ব্রাজিলের সিনেমা নোভা, চিলির সিনেমা অব আর্জেন্সি, এস্পিনোসার মতাদর্শ

'ইমপারফেক্ট সিনেমা', সোলানাস ও গেটিনোর ম্যানিফেস্টো 'টুওয়র্ডস এ থার্ড সিনেমা', কিউবার সিনেমা অব পভার্টি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রূপায়িত লাতিন আমেরিকার সিনেমা অব আন্ডার ডেভেলপমেন্টের নিজস্ব ন্যারেটিভ গুরুত্বে সোভিয়েত মনতাজ, মার্কিন মিজঁসেন বা য়ুরোপীয় অট্যরশিপের সমকক্ষ।

সিনেমার এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন গতিবিধির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন কিউবার চলচ্চিত্র কিউবান বিপ্লবের সঙ্গে বা চিলির চলচ্চিত্র পপুলার ইউনিটি মুভমেন্টের সঙ্গে, তেমনি আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্র আর্জেন্টাইন ডকুমেন্টারি ফিল্ম স্কুলের সঙ্গে বা কিউবার চলচ্চিত্র হাভানা ফিল্ম ইন্স্টিটিউটের সঙ্গে, একই ভাবে কিউবান বিপ্লবের অখণ্ড অংশ টমাস আলিয়া বা চিলির গণ আন্দোলনের অখণ্ড অংশ 'ব্যাট্ল্ অব চিলি' (প্যাট্রিসিয়ো গুজম্যান-পরিচালিত)। এইভাবেই ব্রাজিলকে দিয়ে শুরু করে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ৮০-র দশকে নারীবাদী চলচ্চিত্রের যে উত্থান ঘটল তা একদিকে লাতিন আমেরিকায় নারী জাগরণের ও অন্যদিকে সুপার ৮ আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে যুক্ত।

মতাদর্শ ও আঙ্গিক উভয়দিক থেকেই লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র বিশ্ব চলচ্চিত্রের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করল। মার্কিন ও য়ুরোপীয় চিত্রনির্মাতারা লাতিন আমেরিকান তথ্যচিত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। ৬০-এর ও ৭০-এর দশকে য়ুরোপে ও উত্তর আমেরিকায় সংবাদচিত্রশৈলী লাতিন আমেরিকার তথ্যচিত্রশৈলীর কাছে সরাসরি ঋণী। 'রাজনৈতিক ছবি বানাও' : গদারের এই স্লোগান এবং মূলস্রোতের সিনেমার ওপর তাঁর তীব্র আক্রমণের মতাদর্শগত উৎস ইউরোপে ছিল না, ছিল দক্ষিণ আমেরিকায়। ৮০-র দশকের য়ুরোপের আভঁ-গার্দ চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রবাসী চিলিয়ান পরিচালক রাউল রুইজ। তেমনি কিউবান চলচ্চিত্র নাটক ও তথ্যের মধ্যে যে নতুন জোরালো মেলবন্ধন ঘটাল তা এমনকি হলিউডকেও প্রভাবিত করেছিল। যেমন আলিয়ার 'দ্য লাস্ট সাপার'কে শ্রেষ্ঠ গ্রহণ করা হয়েছে শুধু লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রের নয়, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সম্ভবত সবচেয়ে সুচিন্তিত ও চিত্ররূপসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র কর্ম হিসেবে। এইভাবে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র আন্দোলন আজ তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র আন্দোলনের অখণ্ড ও অপরিহার্য অংশ, যে-বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধের তৃতীয় পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পুরোভূমি : হিংস্রতার নন্দন ও জাদুবাস্তবতা

বন্দুকের গল্প

হাড়-হিম ছোট্ট ফোকরের ভেতর সেই বন্দুক শুয়ে থাকে
সারারাত, সারারাত

সমস্ত শহর জুড়ে ফ্যান ঘোরার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পায়
সেই বন্দুক, বন্দুকের ঘুম হয় না,
জেগে জেগে সে শুধু স্বপ্ন দেখে হাজার হাজার বন্দুকের।
আর দিন যায়—
মাঝে মাঝে আলো পড়ে তার শরীরে, রাগে সে
ঠিক রাখতে পারে না তার মাথা, ছায়ার দিকেই
সে ঘুরিয়ে দেয় নল,
মাঝে মাঝে
তাকে আড়াল করে দাঁড়ায় এক প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য,
দাঁড়ায় বাপ স্কুলবাসের জন্য, দাঁড়ায় শয়তান
ফিতে কাটার জন্য,
আর সমস্ত দিন কানের কাছে সে শুনতে পায় লাখ লাখ
কেন্নোর মতো মানুষ সপ্ সপ্ করে টানছে তাদের লালা।
ভয়ে
নীল হয়ে ওঠে বন্দুকের বুক, দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়,
বন্দুক লজ্জা দুশ্চিন্তা ঘৃণার মধ্যে তবুও অপেক্ষা করে. শুধুই
অপেক্ষা করে
আর শক্ত হয় ভেতরে ভেতরে।

—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

এই অধ্যায়ের শিরোনামে 'ও' অব্যয়টির ব্যবহার, এবং অধিকন্তু বনাম সত্ত্বেও চারটি অর্থেই। যে-দুটি ভাব বা প্রতিন্যাসের মধ্যকার সম্পর্ক তথা যাবতীয় মিথষ্ক্রিয়ার কথা আমরা এখানে আলোচনা করব, তার প্রথমটিকে আমি ইতোমধ্যেই সূত্রবদ্ধ করেছি এইভাবে—বন্দুকের বাহুতে আঁকা লাতিন আমেরিকান উল্কির ভিতর বিমূর্ত। সিংহ শিকারের দৃশ্য; এখন দ্বিতীয়টিকে সূত্রবদ্ধ করছি এইভাবে—'জলে ভেজা, বারুদের মাথার ওপর দিয়ে/ চলেছে নদীর মত এই যে সময়, ...'। ফলে এই দুই সূত্র বিষয়ে আমাদের আলোচনা হবে প্রথম সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র, প্রথম সূত্র বনাম দ্বিতীয় সূত্র, প্রথম সূত্র অধিকন্তু দ্বিতীয় সূত্রও, আর প্রথম সূত্র সত্ত্বেও দ্বিতীয় সূত্র—চারটি প্রসঙ্গ নিয়েই।

দামাল শিশু গ্লবার রোচার সুবিখ্যাত ম্যানিফেস্টো 'হিংস্রতার নন্দন (দ্য এস্থেটিক্স অব ভায়োলেন্স)'-এর নামান্তর করা হয়েছিল 'ক্ষুধার নন্দন (দ্য এস্থেটিক্স অব হাঙ্গার)'। অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার জনগণ ও শিল্পীর কাছে ক্ষুধা ও হিংস্রতা পরস্পর পরস্পরে বিনিময় ও অনুবাদযোগ্য। এই ভাষ্যরচনায় রোচা গদার ও পাসোলিনি, চে গুয়েভারা ও ফ্রাঞ্জ ফ্যাননের চিন্তাধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন ও পরে এই ভাষ্য তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদকারী চলচ্চিত্রকারদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব

বিস্তার করেছে। 'দ্য টার্নিং উইন্ড' শুধু রোচার একটা ছবির নাম নয়, লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক জগতের দিকনির্দেশও। লাতিন আমেরিকান ফিল্‌ম ন্যারেটিভের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল তার সমন্বয় প্রবণতা, তথ্য ও আখ্যান, এপিক ও লিরিকের সহাবস্থান ও সমন্বয়। আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতিতে কৌমচেতনার যে-ভূমিকা, জাদু ও জাদুবিশ্বাসের যে-প্রাধান্য এবং বাস্তব ও রহস্যের মধ্যে যে সৃষ্টিশীল সম্পর্ক তার দরুন রাজনীতি-সচেতনতা ও জাদুবাস্তবতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, বরং সমন্বয় আছে। তাই 'দ্য আওয়ার অব দ্য ফারনেসেস'-এর মতো তথ্যচিত্র রাজনৈতিকতা ও ফিল্‌ম-কাব্যিকতা উভয় দিক থেকেই প্রগতিপন্থী, এবং একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি প্রগতিশীল হতে পারবেই না। এই জাতীয় ছবি দলমতনির্বিশেষে সচেতন দর্শককে আলোড়িত করে। আইজেনস্টাইনের ছবির মতন।

আফ্রো-ব্রাজিলিয়ান সংস্কৃতি, আফ্রো-কিউবানিজম, মেক্সিকান মায়া, ট্রপিকালিজম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লাতিন আমেরিকান সিনেমায় জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ ঘটেছে। কথনশৈলীই কখনও কখেনও সরাসরি গৃহীত হতে পারে স্বপ্নের ভাষা থেকে, বুনুয়েলের ছবিতে যেমন। বুনুয়েল তো স্বপ্নের বিভিন্ন মানসাবস্থা, যথা স্বপ্ন, স্বপ্নকল্পনা, দুঃস্বপ্ন, মতিভ্রম ও মোহাবেশের মধ্যে সচেতন পার্থক্যও নির্দেশ করেন। বুনুয়েলের ছবিই মেক্সিকোর সিনেমার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ। যদিও তাঁর ছবিকে লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রের মধ্যে ধরা হবে কি না এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু আলোচনার 'বনাম' প্রসঙ্গে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে বুনুয়েলের কথায়।

রেলপথের দ্বারা যুক্ত কতিপয় শহরের মূলত নাগরিক দর্শক থেকে মহাদেশের প্রত্যন্ত কোণের জনসাধারণ-দর্শক-সমাজের এই যে বিবর্তন ঘটেছিল লাতিন আমেরিকায় তা এখনও অন্যভাবে কার্যকর ও সক্রিয়। যথা শহরের শিক্ষিত বিনোদনমুখী দর্শক বনাম অশিক্ষিত অভুক্ত অর্ধনগ্ন খেটে-খাওয়া গ্রাম্য দর্শক (যারা অশিক্ষিত হলেও সচেতন)। লাতিন আমেরিকান সিনেমায় ক্রিয়াশীল এই প্রকার কয়েকটি দ্বান্দ্বিক সূত্রের উল্লেখ করব এখানে।

যদিও লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বারবার সচেতন সিনেমার উল্লেখ করছি তবু বাণিজ্যিক সিনেমার অস্তিত্বও রয়েছে সেখানে। হালকা মিউজিকাল, কমেডি, অ্যাডভেঞ্চার, মেলোড্রামা ও পাঁচমেশালি বিনোদনচিত্রও যথেষ্ট তৈরি হয় সেখানে। কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র বনাম কমিটেড চলচ্চিত্রের এই দ্বন্দ্বে সমাজবাস্তব থেকে শতহস্ত দূরে থাকা এইসব বাণিজ্যিক জনপ্রিয় ছবিগুলিকে সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্রকর্ম রূপে বিবেচনাই করা হবে না। বলা যায়, এরা লাতিন আমেরিকান সিনেমা পরিবারে জারজ সন্তান। লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রে দ্বান্দ্বিক সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রটি খুবই উর্বর। যেমন—

উত্তর আমেরিকান দৃষ্টিতে লাতিন আমেরিকার বিকৃত চিত্রায়ণ বনাম দক্ষিণ আমেরিকার নিজস্ব দৃষ্টিতে তাদের আপন চিত্ররূপ।

হলিউডের ছবিতে মেক্সিকান বাস্তবের বহিরঙ্গ চিত্রায়ণ বনাম 'ক্য ভিভা মেক্সিকো' ছবিতে আইজেনস্টাইন-কর্তৃক মেক্সিকান ঐতিহ্যের—ইরটিক, ফেস্টিভ, রিলিজিয়াস ও রেভলিউশনারি—এই চার অনুষঙ্গের মধ্যকার জীবনমুখী সম্পর্ক নির্ধারণ (আইজেনস্টাইনের এই ছবিটি মেক্সিকোর একঝাঁক নতুন পরিচালককে অনুপ্রাণিত করেছিল)।

ব্রথেল মেটাফ্যর্ বা থ্রিলারের মতো প্রাচীন লাতিন আমেরিকান জঁ বা ফর্ম্যাটকে লাতিন আমেরিকান পরিচালকরা নতুন ও রাজনৈতিক রূপারোপ দেন। ৫০-এর দশকে মেক্সিকোয় নির্মিত এই জাতীয় ব্রথেল্ ফিল্‌ম বনাম বুনুয়েলের 'বেল দ্য জুর'।

এমিলিও ফার্নান্দেজ-এর কালপর্বটিকে বলা হয়েছে মেক্সিকান চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ। মেক্সিকোর জনফোর্ড নামে পরিচিত এই ফার্নান্দেজের ছবির অসাধারণ সমৃদ্ধ চিত্ররূপময়তা বনাম বুনুয়েলের মেক্সিকোয় নির্মিত ছবিগুলির শীর্ণ আদিম শৈলী তথা শৈলীহীনতা।

ফার্নান্দেজের ছবিতে ক্যামেরাম্যান গ্যাব্রিয়েল ফিগুয়েরোয়ার চিত্রশৈলী যেন, কালার ম্যুরালের, বুনুয়েলের 'লস অলভিদাদোস', 'এল', 'নাজারিন', 'এক্সটারমিনেটিং অ্যাঞ্জেল' প্রভৃতি ছবিতে গ্যাব্রিয়েলের চিত্রশৈলী যেন সাদা-কালো এন্‌গ্রেভিং-য়ের।

বুনুয়েলের 'ভিরিদিয়ানা'য় শেষ আহারের দৃশ্য বনাম আলিয়ার 'দ্য লাস্ট সাপার' ছবিতে শেষ আহারের দৃশ্য পর্যায়।

আলিয়ার 'মেমোরিজ অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট' বনাম মার্সেল ওফুলসের 'দ্য মেমোরি অব জাস্টিস' (১৯৭৬)।

লাতিন আমেরিকার থার্ড সিনেমা তথা মুক্তির সিনেমা (সিনেমা অব লিবারেশন) বনাম হলিউডের ফার্স্ট সিনেমা তথা দর্শককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার চলচ্চিত্র।

চিলি তথা লাতিন আমেরিকার সিনেমা অব আর্জেন্সি বনাম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী চলচ্চিত্র যার নাম আমি দিতে চাই সিনেমা অব প্রোক্র্যাস্‌টিনেশন্।

সিনেমা অব আর্জেন্সি বনাম সিনেমা অব লেজার অ্যান্ড প্লেজার (তুলনীয় গদারের উক্তি : 'আপনি যখন অবকাশের আনন্দ উপভোগ করেন ফ্যাসিবাদ তখন নিঃশব্দে প্রবেশ করে।)।

শহরের বুর্জোয়া অনুভূতিপ্রবণতার বিপরীতে আর্জেন্টিনার পরিচালক লিওপোল্ডো টোরেনিলসনের দ্বারা বুর্জোয়া মানসিকতার নির্মম ব্যবচ্ছেদ, যে শৈলীকে অট্যর সিনেমার এক জাতীয় সংস্করণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিউবার টিভি অনুষ্ঠান 'টোয়েন্টিফোর ফ্রেম্‌স্ পার সেকেন্ড' বনাম কিউবা, চিলি ও ভেনেজুয়েলায় ভ্রমণ, অধ্যাপনা ও ছাত্রদের শিক্ষার্থে চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে প্রস্তুত ইয়োরিস ইভেন্সের দক্ষিণ আমেরিকান ফিল্‌ম-কোলাঁজ 'এ ভলপারেইজো' (১৯৬২)।

লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রে সমস্ত বিভেদের মধ্যে ঐক্য বনাম সাম্রাজ্যবাদী চলচ্চিত্রের ঐক্যবদ্ধভাবে বিভেদ সৃষ্টি ও রক্ষা করা।

যে-সমস্ত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের এতক্ষণ উল্লেখ করলাম তাকে যদি একটি সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করি তবে আমাদের লাতিন আমেরিকার একটি ছবির শিরোনামকেই হয়তো আশ্রয় করতে হবে—'ব্ল্যাকগড, হোয়াইট ডেভিল।'

লাতিন আমেরিকার সিনেমায় প্রসঙ্গগতভাবে যে-সমস্ত মূল ও প্রধান দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ক্রিয়াশীল সেগুলি কিন্তু কোনওমতেই নিছক বৈপরীত্য নয়, পরিবর্তে বৈপরীত্য ও সমতা মিলিয়ে বিপ্রতীপতা, যথা : কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ, পুরাতন ও নতুন, পুরুষ ও নারী, লাতিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকা, তৃতীয় বিশ্ব ও পাশ্চাত্য জগৎ, রাষ্ট্রনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত প্রসঙ্গের মধ্যে শুধু 'বনাম' নয়, 'অধিকন্তু' ও 'সত্ত্বেও'-এর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

সম্পর্কের যে ধরনটিকে 'অধিকন্তু' বলছি তার মধ্যে রয়েছে ধারাবাহিকতার অবকাশ। যেমন, ব্রাজিলের সিনেমা নোভোর অগ্রদূত হলেন হামবার্টো মাউরো, যাঁর 'ব্রুটাল গ্যাঙ্'-এর মতো ছবির মধ্য দিয়ে পরীক্ষামূলক চিত্রভাষার জন্য ক্ষেত্র তৈরি হয়; প্রধান প্রবক্তা হলেন ডোস্ সান্টোস ; মুখ্য মুখপাত্র গ্লবাররোচা; উত্তরসূরি মহিলা ও নারীবাদী পরিচালকেরা যাঁরা নারী-প্রসঙ্গটিকে ধর্ম, জাতি ও শ্রেণী প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেন।

যেমন কিউবার পরিচালক সান্তিয়াগো আলভারেজ সোভিয়েত মনতাজকে পুনরাবিষ্কার করলেন ক্যারিবিয়ান প্রেক্ষাপটে।

আলিয়া রাজনৈতিক গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ করে রাজনৈতিক সিনেমাকে, প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকে, সম্পূর্ণ নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনা দিলেন।

লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক তথ্যচিত্র ৬০-এর ও ৭০-এর দশকে ফরাসি সিনেমা ভেরিতে ও মার্কিন ডিরেক্ট সিনেমার কলাকৌশল ও শৈলীকে সমন্বিত করেছিল।

জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবিগুলি যদি লাতিন আমেরিকান সিনেমা পরিবারের জারজ সন্তান হয়, তবে 'ব্যাট্‌ল্ অব আলজিয়ার্স'-এর মতো ছবি বা আমেরিকার প্রতিবাদী ব্ল্যাক ফিল্‌মগুলিকে যেন বলা যায় তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র পরিবারের ধর্মপুত্র।

লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র যে কালক্রমে রৈখিক বর্ণাত্মকতাকে বাতিল করে বহুমাত্রিক বর্ণনাশৈলীকে গ্রহণ করল যার মধ্যে রয়েছে ভরবেগযুক্ত প্রতিমাগুচ্ছের প্রাধান্য তাতেই লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্রের প্রাণশক্তির প্রমাণ। এই কথনভঙ্গি ছবির ভিতর দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে। ছবি দেখাটাও একটা রাজনৈতিক কর্ম হয়ে ওঠে আর ছবি করাটা হয় বিপ্লবী কর্মসূচির অংশবিশেষ—যেন এক ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিয়াকাণ্ডই।

লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্রকারদের মত ছিল—অনুন্নত জগতের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগগুণ বা শিল্পগুণ বিচারের সত্যকার মাপকাঠি হতে পারে না, সত্যকার বিচার হবে মতাদর্শগত। এই মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই থার্ড সিনেমা, ইম্‌পারফেক্ট সিনেমা, সিনেমা অব আন্ডার ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি আইডিয়া বা ধারণার সূত্রপাত।

হলিউডের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র হল ফার্স্ট সিনেমা, সেকেন্ড সিনেমা বলতে আর্ট সিনেমা বা অট্যর সিনেমা—যা রাজনৈতিক পরিবর্তন কামনা করে। কিন্তু সত্যিকার কোনও পরিবর্তন ঘটাতে যা অক্ষম, এবং সেই কারণেই নতুন এক সিনেমা, থার্ড সিনেমার, প্রয়োজন। থার্ড সিনেমার ধারণা তৃতীয় বিশ্বের চিত্রনির্মাতাদের আজও অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে।

থার্ড সিনেমা প্রয়োগগুণ বা শিল্প গুণের ওপর জোর দেয় না, মনে করে—সুনির্মিত নয় এমন ছবির আবেদন, অভিঘাত ও মূল্য হতে পারে খুবই জোরালো। এই ধারণা থেকেই ইম্‌পারফেক্ট সিনেমার আদর্শের উদ্ভব—যা আমবার্টো একোর 'দ্য ওপ্‌ন্‌ ওয়র্ক-এর ধারণার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত।

উত্তর আমেরিকা, য়ুরোপ, জাপান ও এমনকি নবগঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নও কখনও একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুন্নয়নের মধ্য দিয়ে যায়নি। ফলে ওই সমস্ত দেশের সিনেমা কখনও অনুন্নত সিনেমা ছিল না। পক্ষান্তরে লাতিন আমেরিকার সিনেমা সর্বদাই অনুন্নতির সিনেমা (সিনেমা অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট)। অনুন্নতি তৃতীয় বিশ্বের সিনেমার কোনও পর্ব বা অধ্যায় নয়, তা এক শাশ্বত অবস্থা, এক চিরন্তন শর্ত। সিনেমা অব আর্জেন্সি অনুন্নতির মধ্যে নিহিত এই প্রান্তিকতারই বিরোধিতা করতে চেয়েছিল। লাতিন আমেরিকায় আন্ডারডেভেলপমেন্ট-উইদিন-আন্ডারডেভেলপমেন্ট থেকে সিনেমা অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট হয়ে 'মেমোরিজ অব আন্ডারডেভেলপমেন্ট'—এই বলে এ-অংশের আলোচনা শেষ করতে চাই।

লাতিন আমেরিকান সিনেমায় সমস্ত সচেতনতা সত্ত্বেও একপ্রকার স্ববিরোধিতাও ক্রিয়াশীল।

যেমন গ্লবার রোচার শেষ ছবিটি ক্যাথলিক মতবাদ, বিপ্লবী চেতনা ও আদিমতার মধ্যে এক অলীক ঐক্য স্থাপনের প্রস্তাব করে।

যেমন মেক্সিকোর ব্রথেল্‌ ফিল্‌ম সমাজসচেতনতা সত্ত্বেও কখনও কখনও নারীদেহের মোহে পড়ে যায়।

যেমন লাতিন আমেরিকার নেতিবাদী 'মেমোরিজ অব প্রিজন', য়ুরোপের সদর্থক 'দ্য মেমোরি অভ জাস্টিস।'

জঁভিগো বুনুয়েল সম্পর্কে বলেছিলেন 'Beware of the Andalusian dog. It bites.' তেমনি কোনও কোনও লাতিন আমেরিকান ছবি সম্পর্কে বলা যায় 'Look at the Latin dog. It barks.'

লাতিন আমেরিকার ও মেক্সিকোর চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যে ফ্যান্টাসি-উপাদানের অস্তিত্ব সবিশেষ লক্ষণীয়। যে উপাদানগুলো অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে দানা বেঁধে 'জাদুবাস্তবতা'র রূপ পেয়েছে। এই ঘরানার গভীর সম্পর্ক আছে সাম্প্রতিক হিস্পানিয় সাহিত্যের সঙ্গে। বাস্তববাদী কাঠামোর মধ্যে কাল্পনিক উপাদানের স্বাভাবিকীকরণ এবং

পাঠ্যবস্তুর অভ্যন্তরে নিহিত দার্শনিক ও রাজনৈতিক উপপাঠ্যবস্তুর তাৎপর্য নির্ধারণ হল এর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের এক সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ১৯৯১ সনের মেক্সিকান ছবি 'ওয়াটার ফর হট চকলেট।' কিন্তু জাদুবাস্তবতার আরও প্রাচীন দৃষ্টান্তও বর্তমান। যেমন 'ম্যাকারিও' (৫৯), যে ছবিতে এক গরিব কাঠুরে মৃত্যুর সঙ্গে এক চুক্তি করে; বা 'দ্য গোল্ডেন কক্'(৬৪), যা লোভ ও দারিদ্র্য দুয়ের বিরুদ্ধেই এক সমালোচনামূলক ভাষ্য।

একদিকে যেমন লাতিন আমেরিকার বামপন্থী রাষ্ট্রনায়করা, মেক্সিকোয়, ব্রাজিলে, আর্জেন্টিনায়, কিউবায়; প্রগতিশীল চিত্রনির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করেছেন ও নানান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার রাজনৈতিকভাবে চিত্রনির্মাতাদের বিরোধিতাও করেছে, যে-জন্য লাতিন আমেরিকার বহু রাজনৈতিক ছবির বিষয়বস্তু ও বহু ছবির রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রায়ই পরোক্ষ ও প্রতীকী বা আলংকারিক, সেখানে শ্লেষ বেশি, প্রতিবাদ কম, মার্কসীয় ব্যাখ্যা ততটা প্রত্যক্ষ নয়, বিপ্লবী উচ্চারণের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম; বিশেষত কিউবার ছবি বা থার্ড সিনেমার প্রত্যক্ষ ফসলের চাইতে।

লাতিন আমেরিকান সিনেমার পশ্চাৎপটে যে ফের্নান্দো বিররি-র আপাত-পরোক্ষ উপস্থিতি বর্তমান, যিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় ডলার-প্রভাবিত লাতিন আমেরিকান দেশগুলির শিল্পীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাকে প্রখরভাবে তুলে ধরেছেন, তাঁর লেখা 'কস্‌মুনিস্ট' ইস্তাহারে আমরা পাই কস্‌মিক কম্যুনিজম, ইরোটিক কম্যুনিজম, ম্যাজিকাল কম্যুনিজম, কস্‌মিক সিনেমা প্রভৃতি বিতর্কমূলক শব্দবন্ধকে।

লাতিন আমেরিকার যে-কোনও ফিল্‌ম-তাত্ত্বিকের মতো বিররিও তাঁর মতবাদকে পেশ করতে চেয়েছেন মূলত এক সমালোচনামূলক নন্দন হিসেবে। এই সমালোচনামূলক নান্দনিকতার সূত্রেই লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিশীল চলচ্চিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আলাদা আলাদা মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা পৃথক পৃথক দেশের বিভিন্ন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এই সুনিশ্চিত প্রত্যয় যে তাদের সকলের সাধারণ সাংস্কৃতিক সমস্যা ও সাধারণ সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য মূলত এক — তাদের মূল শত্রুও এক। সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চাই : সক্রিয় সিনেমা, সক্রিয় দর্শক।

লাতিন আমেরিকায় প্রথম ফিল্‌ম ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৪ সনে। এর প্রায় পঁচিশ বছর পর চলমান দেয়াল-পত্রিকায় ফের্নান্দো বিররি লেখেন—

'নতুন লাতিন আমেরিকান সিনেমা
আজ বাস্তব
একটি সত্য
কিন্তু....কিন্তু....
কিন্তু পঁচিশ বছর আগে
তা ছিল উদ্ভট কল্পনা।

এখন তবে
নতুন কল্পনাটি কি?' (অনুবাদ ঃ শ্যামল সেন)

পরবর্তী পঁচিশ-ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে লাতিন আমেরিকার সিনেমা, সমগ্র মহাদেশের সিনেমা, তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিশীল সিনেমা সেই নতুন কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। তার নিজের ভাষায়, তারই পরিকল্পিত আলোর ভাষায়, সেকেন্ডে চব্বিশটি ফ্রেমে দূরে কাছে সামনে পিছনে আলোর ভাষায়, সেকেন্ডে চব্বিশটি ফ্রেমে দূরে কাছে সামনে পিছনে উপরে নিচে ঘুরতে ঘুরতে নিজেরই কথা বলেছে; তার চোখের ভাষা সময়ের উত্তেজনায় সংহত হয়েছে উদার ক্রুদ্ধ কম্পনে। ধ্বনিময় দৃশ্যের সেই প্রতীকী পাখি মানুষের চোখের সামনে মহৎ রূপান্তর পেয়েছে সবুজ তোতাপাখি থেকে কালো ঈগলে....

লাতিন আমেরিকা মূর্ত হয়েছে ডাকটিকিটে

প্রবীরকুমার লাহা

প্রাকৃতিক বন্ধনে ও লালিমায় আমেরিকা মহাদেশটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ভৌগোলিক ভাষ্যে এটির বিভাজনে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে। এর দেশসংখ্যা ২৯টি। এদের মধ্য থেকেই ২১টি দেশ নিয়ে লাতিন আমেরিকা স্বীকৃতি পেয়েছে। এই দেশগুলি হল—কিউবা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, উরুগুয়ে, পেরু, ইকোয়েডর, প্যারাগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, বাহারিন, হাইতি, পানামা, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, গুয়াতামালা, হন্ডুরাস এবং সানসালুয়াডো।

প্রসঙ্গত ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ প্রতিষ্ঠিত লাতিন আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য সংস্থার স্থলে লাতিন আমেরিকান ইনট্রিগেশন অ্যাসোসিয়েশন (LAIA) ১৯৮০-র আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্য দেশ হল ১৫টি (আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা—এদের মধ্যে অন্যতম)।

এই প্রবন্ধে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ডাকটিকিট প্রকাশনার একটি বিষয়-মন্ময় নির্ভর লেখনী-চিত্র দিতে সচেষ্ট করা হবে মাত্র।

কিউবার কবি সমগ্র লাতিন আমেরিকাকে 'আমাদের আমেরিকা' এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'তাহাদের আমেরিকা' নামে অভিহিত করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল—উভয়ের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে লাতিন আমেরিকার জনগণকে ঐক্যবন্ধনে সংবদ্ধ করা।

ডাকটিকিটে দেশের জাতীয় স্বার্থ, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধু প্রতিফলিত হয় না, সমকালীন ইতিহাস-গবেষণা ও চর্চায় ডাকটিকিট উপাদান হতে বাধ্য।

রুশ বিপ্লব (১৯১৭)-এর উত্তাল স্রোত শুধু সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে প্লাবিত করেনি, বৈশ্বিক ডাকটিকিট প্রকাশনার ক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। প্রকাশনায়, সম্ভারে, বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানুষের বৈপ্লবিক-মানবিক চেতনা ও তার বিকাশ পরিস্ফুটিত হল।

ডাকটিকিট প্রকাশনা হল সংশ্লিষ্ট দেশ—ব্যক্তির ফিলাটেনিক ঘটনা ও জীবনীর সমাহারে সম্পৃক্ত তথ্য ও তত্ত্বপুঞ্জের সমাহার।

কিউবা—১৮৫৫-১৮৯৮ পর্যন্ত স্প্যানিশ অধিকৃত সময়ে শিল্প-ভাবনা-চিত্রিত ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৯-১৯০২ মার্কিন শাসনাধীন ডাকটিকিটগুলি ছিল ওভারপ্রিন্ট—১৮৯৪ সালের স্ট্যাম্পের। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম ডাকটিকিট (১৯০২)

হল UNCENTAVO HABAILITADO, সেইসময় ডাকটিকিট প্রকাশ-বিষয়ক ভাবনায় ছিল শ্রম ও শ্রমিক, মানচিত্র, বিশ্বসংস্থাগুলি, ন্যায়বিচার ও মহিলা।

১৯৫৯—কিউবা বিপ্লবের পরের স্ট্যাম্প প্রকাশনায় সবিশেষ ও স্ববিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে —১. বৈপ্লবিক চিন্তা-ভাবনা, ২. স্প্যানিশ চিত্র ব্যবহার, ৩. বিভিন্ন সাইজের (ত্রিকোণ, লম্বা, চতুষ্কোণ) ডাকটিকিট, পাশাপাশি রঙ ও মূল্যমানের বৈচিত্র্যভরা স্ট্যাম্পও প্রকাশ পেয়েছে, ৪. বিষয়-ভাবনায় ডাকটিকিটে রয়েছে—রেডক্রশ (১৯৫৯),জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান (১৯৬২), জাতির বাণী, ওলিম্পিক গেমস প্রভৃতি আর ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক ডাকটিকিট মালায়—রাষ্ট্রপতি গোমেজ, লেনিন (৩ বার), হো-চি-মিন, কিউবার কবি হোসে মার্তি (যিনি নিয়ত স্মারক ডাকটিকিটমালায় মোট ৫৫ বার স্থান পেয়েছেন, প্রকাশকাল—১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬১, ১৯৬৪, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৭২-৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১-৯৩)। বিপ্লবী চে গেভারা বিভিন্ন সময়ে (১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৮৮—এই নিয়ে মোট ১২ বার) ভিন্ন সাইজ, মূল্যবত্তা ও রঙের সমাহারে ডাকটিকিটের প্রকাশপঞ্জীতে স্থান পেয়েছেন। চিত্রায়নে এসেছে তাঁর প্রতিকৃতি। প্রকাশ উপলক্ষ্য—বিপ্লবের সপ্তম বর্ষ স্মরণ, গেরিলা দিবস স্মরণ, তাঁর মৃত্যুবর্ষ স্মরণ। চিত্রসূচিতে বিভিন্ন সাজে চে গেভারা—কখনও পদাতিক সেনানির দলে, বন্দুক হাতে, কখনও বা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে। কার্ল মার্কস, লেনিন, হো-চি-মিন, মহাত্মা গান্ধী ডাকটিকিটে (১৯৬৯) স্থান পেলেও, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত।

কিউবার ডাকটিকিটে বিপ্লববাদ, মানবিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী, স্বাধীনতা, দেশের সংস্কৃতি ইত্যাদি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ কথার প্রমাণের জন্য স্ট্যাম্প প্রকাশপঞ্জীতে রয়েছে—দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ২৫ বর্ষ (১৯৮৬), যুবকমিউনিস্ট লীগের ২৫ বর্ষ (১৯৮৭), বিপ্লবী ANTONIO GUITERS ও CARLOS APONTE (১৯৮৫), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৪ দশক (১৯৮৫), ইজাবন বিপ্লব (১৯৮৫), সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যোগাযোগ-মন্ত্রীদের কংগ্রেস (১৯৭৬), স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ (১৯৮৫), বিশ্ব মার্কসবাদী কংগ্রেস (১৯৮৮), কিউবার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৯৪), বিপ্লবী ANTONIO MACEO (১৮৯৫-১৮৯৬), JOSE MMACEO GRATALS (১৮৪৯-১৮৯৫)—প্রকাশকাল : ১৯৯৫-৯৬, GUISA যুদ্ধ—৪০ বর্ষ (১৯৯৮), লেনিন (১৯৬৪,১৯৮২), কার্ল মার্কস (১৯৮২-৮৩), মহাত্মা গান্ধী (১৯৯৭), হো-চি-মিন (১৯৯০), কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি, নিকারাগুয়ার বিপ্লবী AUGUSTOC SANDINO (১৮৯৩-১৯৩৪), জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন (১৯৭৯), আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (১৯৬২), মেজর CAMILO CIENFUGES (১৯৭৪), মেজর জেনারেল MARIOG MENOCAL (১৯৫৫), হাভানা ঘোষণা (১৯৮৫), শহীদ বিপ্লবী স্মরণে (১৯৭৭), বিপ্লবী INVASION (১৯৮৮), অক্টোবর বিপ্লব (১৯৮৭-১৯৯৮), নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা বিপ্লব (১৯৮৬), বিপ্লবী প্রতিরক্ষা কমিটি (১৯৮৫), মার্টিন লুথার কিং (১৯৮৬), বিপ্লবী অ্যান্টোনিও গিটার্স ও কার্লস অ্যাপোন্তে (১৯৮৮),

পোপ, ডায়না, JOSE M. MACEO GRAJALS (১৮৪৯-১৮৯৬), বিপ্লবী ANTONIO MACEO (১৮৪৫-১৮৯৬) প্রভৃতি। এবংবিধ ডাকটিকিটে লিপির ভাষা হল—ইংরেজি।

এক্ষণে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিট প্রকাশনার বিশ্লেষণ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

১. বলিভিয়া—ডাকটিকিট প্রথম ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল অছিদ্রণ-চিত্রণ স্ট্যাম্প, প্রকাশকাল—১৮৭৪।

ডাকটিকিটে লাতিন ও প্যান আমেরিকান ঐক্যের অঙ্গ হিসেবে লাতিন আমেরিকার মানচিত্র প্রকাশ পেয়েছে (১৯০৭)। এরই পাশাপাশি ৭ম লাতিন আমেরিকান অর্থনৈতিক কংগ্রেস (১৯৫৭)-এর দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানেরা—ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো (১৯৫৭, ১৯৬০), রুশভেল্ট (১৯৫৯), কেনেডি (১৯৬৮), রাষ্ট্রপতি BUSEH (১৯৭১), BANZA (১৯৭১), G. VILLARROEL (১৯৬৮) স্ট্যাম্পের টিকিটে এসেছেন। বিপ্লবী (১৯৫৮), শ্রমজীবী (১৯৩৯), অস্ত্র (১৯৭২), ১৫০ বর্ষ TABLODE যুদ্ধ (১৮১৭)—ডাকটিকিট প্রকাশনায় এসেছে। প্রসঙ্গত ১৮৬৬-তে প্রথম বলিভিয়া ছিল GRENADINE CONFEDERATION-এর—দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্র।

২. গুয়াতেমালার ডাকটিকিটের প্রকাশনায় উল্লেখ্য হল—বিপ্লবী MARIO M. MONTENEGRO (১৯৬৬), কেনেডি (১৯৬৪),—মেক্সিকো ও গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতিদ্বয় যেমন ডাকটিকিটে এসেছে, তেমনি লোকসংস্কৃতি নিয়ে ডাকটিকিটমালার প্রকাশ একটি ফিলাটেনিক নজির সৃষ্টি করেছে।

৩. এল সালভাদর—১৮৬৭ সালে প্রথম স্ট্যাম্প প্রকাশ পেলেও, এখানে বিপ্লবী-কেন্দ্রিক ডাকটিকিট প্রকাশধারায় তেমন ঝোঁক নেই; বরং নিজদেশের রাষ্ট্রপতি—PEDRO JOSE ESCALON (১৯০৬), CARLOS MELENOZ (১৯১৬) এবং রুশভেল্ট (১৯৪৮) ও চার্চিল (১৯৪৮)—ডাকটিকিট প্রকাশের ক্ষেত্রে এঁদের প্রতি আনুগত্য পরিস্ফুট হয়েছে। এ সত্ত্বেও উল্লেখ্য যে কিউবার কবি হোসে মার্তির ৬টি স্ট্যাম্প (১৯৫৩) এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

৪. ব্রাজিল—এর শাসকের কালবিবর্তনের উত্থান-পতনের ধারায় রয়েছে পর্তুগিজ (১৫০০), সম্রাট শাসনাধীন (১৮২২) এবং প্রজাতন্ত্র যুগ (১৮৮৯)।

১৮৪৫ সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ হলেও ১৮৬৬ সালে POM FE PRO–II ডাকটিকিট প্রকাশ ঘটে ১৮৬৬ সালে। রং, সাইজ বৈচিত্র্যময়তার সঙ্গে ডাকটিকিট প্রকাশনায় দেশ-উন্নয়নে শিল্প, কৃষি, সামাজিক ন্যায়বিচার যেমন পরিস্ফুটিত হয়েছে, তেমনি বৈপ্লবিক চেতনায়—PERNAMBUCO বিপ্লবও স্থান পেয়েছে; ব্রাজিল মানচিত্র, নারী-চেতনা-সম্বলিত ডাকটিকিটও প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বসংস্থা ও শান্তির দূত হিসেবে রাষ্ট্রসংঘ এসেছে।

ব্যক্তি ডাকটিকিটমালায়—জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, পর্তুগাল রাজা ষষ্ঠ জন, ট্রুম্যান, কেনেডি, রুশভেল্ট, J. B. BRANDO প্রমুখ অনাদৃত হননি। বিভিন্ন

দেশের রাষ্ট্রপতিরাও ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন—এঁরা হলেন ইতালি, জার্মানি ও ইংল্যান্ড।

শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সাও পাওলো বিপ্লবী সরকারও ডাকটিকিটে মূর্ত হয়েছে।

৫. হাইতি দেশটি ১৮৪৪ সালে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন বাদে ১৮৮১ সালে অছিদ্রন এবং ১৮৮২ সালে ছিদ্রন ডাকটিকিট প্রকাশ পায়।

ডাকটিকিট প্রকাশনায় বিপ্লব-চেতনার অভাব থাকলেও, ব্যক্তি-বন্দনায় কোনও ঘাটতি নেই। প্রকাশ-তালিকায় আলেকজান্ডার ডুমা (১৯৬১), চার্চিল (১৯৬৮), পোপ PICES XII (১৯৫৯), আব্রাহাম লিঙ্কন (১৯৫৯), মার্কিন কংগ্রেস (১৯৩৮), রাষ্ট্রপতিদ্বয়—SALOMAN (১৯৮২), NARDALEXIS (১৯০৪), SIMON SAM এবং C.LECONT (১৯১২) সসম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।

৬. দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রতটে ইকুয়েডর দেশটি ১৮৩০ সালে স্বাধীন হয়। প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে।

এ-দেশের ডাকটিকিট প্রকাশনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে 'স্বাধীনতার' চারটি ধারণাদিক—Freedom from Fear, Religion, Want, এবং Freedom of speach and Expression তুলে ধরার পাশাপাশি জাতীয় পতাকা, বয়স্ক শিক্ষা ও বর্ণমালাকে, দাসত্ব ও স্বাধীনতা (প্রকাশকাল—১৯৫২, ১৯৫৩), মানবিক ন্যায়বিচার (১৯৭২)-বাণীকে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

ব্যক্তি হিসেবে রুজভেল্ট-ও স্ট্যাম্পে সমাদৃত হয়েছেন।

৭. ১৮১৯ সালে স্বাধীন কলম্বিয়ার জন্ম হয়। পূর্বে স্পেনের উপনিবেশ ছিল। ১৮৫৯ সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ ঘটে।

ডাকটিকিট প্রকাশনায় কিউবার কবি হোসে মার্তি (১৯৫৫), স্তালিন, রুজভেল্ট, চার্চিল, জেনারেল SUCRE, DR. GUALENCIA, DR. J. M. LOMBORE স্থান পেয়েছেন; তেমনি পোপ পল চতুর্থ (১৯৬৮) ও BOYALA যুদ্ধ (১৯৬৯) স্ট্যাম্পে আদৃত হয়েছেন।

৮. চিলি দেশটির ১৮৫৩ সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হলেও, এখানকার ডাকটিকিটে জাতীয়, আন্তর্জাতীয়তার বাণীই প্রতিমূর্ত হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকাশনা—RAYCAGUE যুদ্ধ (১৯৫৪), মহাত্মা গান্ধী (১৯৭০), মানচিত্র (১৯৬৮), জাতীয় পতাকা (১৯৬৭) প্রভৃতি।

৯. প্যারাগুয়ের সিংহ-চিত্রিত প্রথম ডাকটিকিট ১৪৭০ সালে প্রকাশ পায়। প্রথম এয়ারমেল স্ট্যাম্প প্রকাশকাল—১৯৩১।

বিভিন্ন বিষয় ডাকটিকিটে স্থান পেলেও, এখানে বিপ্লবী ও বিপ্লববাদ স্ট্যাম্পে না থাকলেও; কিন্তু চারজন দেশপ্রেমিক (কলম্বাস, DIAR, C. RIVARAW) ডাকটিকিটের

ডালিতে এসেছেন (১৮৮৯)—প্রকাশ পেয়েছে হোসে মার্তি, যিনি কিউবার কবি (১৯৯৫ সালে—দুটি স্ট্যাম্প)।

১০. ১৮৫৬ সালে সূর্য-চিত্রিত উরুগুয়ের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ পায়। কিন্তু ডাকটিকিট প্রকাশনার ডালিতে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চার্চিল (১৯৬৬), কেনেডি (১৯৬৫), ওয়াশিংটন (১৯৫৯), বিশ্বশ্রমসংস্থা (১৯৬৬), স্বাধীনতার মূর্তি (১৯১৯), ন্যায়বিচার, মার্কিন কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদ, SARDAPI যুদ্ধ প্রভৃতি।

১১. ১৮২১ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত নিকারাগুয়ার প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশনা ১৮৬২ সালে ঘটে। ডাকটিকিট প্রকাশনায় কিউবার কবি হোসে মার্তি (১৯৮৩, ১৯৮৯—দুটি স্ট্যাম্প) যেমন রয়েছেন, তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন ও ধর্মীয় ঝোঁক প্রতিভাত হয়েছে। প্রকাশপঞ্জিতে রুজভেল্ট (১৯৪৬—ডাকটিকিট প্রচয়নকারী হিসেবে, ১৯৬১, ১৯৭০), চার্চিল (১৯৭৪), কেনেডি (১৯৬৫), রাষ্ট্রপতি SOMOZA (১৯৪০, ১৯৬১), স্বাধীনতার মূর্তি ও ঘণ্টা (১৯৪০, ১৯৬৩) এবং পোপ জন XXII.

১২. মেক্সিকো দেশটির ডাকটিকিটে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়-ভাবনায় কিউবার কবি হোসে মার্তি (১৯৯৫), ইউনেস্কো, জাতীয় নাট্যশালা ও ঐতিহ্য, ডাকব্যবস্থা (১৮৯৫), মার্টিন লুথার কিং (১৯৬৮), মানচিত্র, বিপ্লবী P. MORE NO (১৯০৭) আদৃত হয়েছেন।

১৩. ভেনেজুয়েলা, চিলি, উরুগুয়ে দেশগুলি লাতিন আমেরিকার অঙ্গ হিসেবে ডাকটিকিট প্রকাশনায় সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন ব্যক্তিত্বকে তাদের ডাকটিকিটে স্থান দিয়েছেন।

১৪. আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্র প্রকাশিত ডাকটিকিটে যেমন দেশের সংস্কৃতি, দেশজ ব্যক্তিত্ব চিত্রিত হয়েছেন, তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব ও কিউবার কবি (হোসে মার্তি), ধর্মীয়তা সমভাবে ডাকটিকিট প্রকাশনার ডালিতে চিত্রিত হয়েছেন। প্রকাশপঞ্জীতে যীশুখ্রিস্ট, পোপ, আইনস্টাইন, সান-ইয়াৎ-সেন, রুজভেল্ট, চার্চিল, কামাল আতাতুর্ক, কেনেডি, SAN LORENZO যুদ্ধ (১৫০ বর্ষ—১৯৬৩) প্রভৃতি সুদৃষ্টত হয়েছেন।

লাতিন আমেরিকার ডাকটিকিট প্রকাশনা স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্য-পরিপূর্ণ—এসবের মধ্যে রয়েছে—মার্কিন-ইঙ্গ প্রভাব, নিজ নিজ রাষ্ট্রপ্রধানদের ডাকটিকিট প্রকাশ, আন্তর্জাতিক আবেদন ও সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাধীনতার প্রতিফলন, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে দেশ দুটির জেলা (যথাক্রমে—CABALLERO এবং ARTIGES) স্থানলাভ, কিউবার ডাকটিকিটে বিপ্লবী চরিত্র-ব্যঞ্জনা ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, পেরু, পানামার ডাকটিকিটে বৈচিত্র্য খুবই কম, এবং খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপের বন্দনা এবং সংবাদপত্র, অফিসিয়াল ওভারপ্রিন্ট, পার্সেল স্ট্যাম্প প্রকাশনা রয়েছে।

সর্বোপরি প্রণিধানযোগ্য যে, লাতিন আমেরিকার ডাকটিকিট প্রকাশের ডালিতে বিপ্লববাদ, বিশ্বজনীনতার পূর্ণাঙ্গরূপ প্রতিফলিত হয়নি।

কিউবা সংক্রান্ত

লাতিন আমেরিকার কিউবা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আনন্দগোপাল গুপ্ত

বিখ্যাত কবি হোসে মার্তির স্বপ্নের 'Nuestra America' অর্থাৎ 'আমাদের আমেরিকা' চে-কে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথক। দক্ষিণে অবস্থিত যে অঞ্চলকে বলা হয় লাতিন আমেরিকা—যেখানে স্পেনীয় এবং পর্তুগিজ ভাষা আর ক্রিশ্চিয়ান ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য পাবলো নেরুদা বলেছেন, ওইসব লুণ্ঠনকারী বিজেতার দল সবকিছু লুণ্ঠন করেছিল ঠিকই, তবে সম্পদ একটা দিয়ে গিয়েছিল—সেটা হল ভাষা। ওই ভাষা আরও সমৃদ্ধ করেছেন লাতিন আমেরিকার মানুষরা।

'Geography of Latin America' নামের বইতে F. A. Carlson মতপ্রকাশ করেছেন যে, লাতিন আমেরিকাকে দক্ষিণ আমেরিকা বললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত মেক্সিকো থেকে পানামা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধরা থেকে যায়। 'Today's Latin America' বইতে R.J. Alexander দেখিয়েছেন, লাতিন আমেরিকা বলতে বোঝায় লাতিন যে দেশগুলো একসময় আমেরিকা দখল করেছিল ও আজ যেখানে লাতিন দুটি ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত—স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ। 'Latin America and the United States' বইতে G. H. Stuart দেখিয়েছেন, আধুনিক লাতিন আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে রিয়ো গ্রান্দে নামক নদী থেকে সাত হাজার মাইল দক্ষিণে কেপ হর্ন অর্থাৎ শিঙ অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল স্থলভাগ—প্রায় দেড়টা মহাদেশ।

'A History of Latin America' বইতে George Pendle দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক বিভাজনে আলোচ্য অঞ্চলে আঠারোটি স্প্যানিশ ভাষাভাষী দেশ আছে। আছে ফরাসি ভাষাভাষী আইতি, পাঁচটি ইংরেজি ভাষাভাষী ক্যারিবিয় রাষ্ট্র ও পর্তুগিজ ভাষাভাষী রাষ্ট্র ব্রাজিল। সব মিলিয়ে আশি লক্ষ বর্গমাইল এবং পঁয়ত্রিশ কোটির বেশি লোকের বসবাস। বছরে দুই শতাংশ হারে এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা বাড়ছে। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের উনিশ শতাংশ এই দেশগুলোর দখলে আছে কিন্তু পৃথিবীর মাত্র সাত শতাংশ মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—লাতিন আমেরিকার জনগোষ্ঠীর উৎস। এর ফলে এক অনবদ্য জাতিমিশ্রণ এখানে সম্ভব হয়েছে। স্পেন পর্তুগালের বিভিন্ন অভিযানের বহু আগেই এই অঞ্চলে উন্নতপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যেমন—মায়া, আস্তেক ও ইনকা। লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল স্থানটা ছিল কিউবা।

কিউবা হল উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগরের খাঁড়ি ক্যারির সাগরে অবস্থিত, পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি দ্বীপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ফ্লোরিডা থেকে ১৪৫ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণে। বছরে একবার প্রায়ই সামুদ্রিক ঝড়ে দেশের উপকূল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিউবার নিকটতম ভূখণ্ড হাইতির অবস্থান পশ্চিমে, দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। তা সরাসরি অতিক্রম করে পাওয়া যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জামাইকার অবস্থান কিউবার দক্ষিণে, দূরত্ব পঁচাশি মাইল। কিউবা থেকে মেক্সিকোর দূরত্ব একশো মাইল।

রানি ইসাবেলার কাছ থেকে আমেরিকা আবিষ্কারের অনুমতি নিয়ে ক্রিস্টোফার কলম্বাস ২৭শে অক্টোবর ১৪৯২ সালে কিউবা দ্বীপে উপনীত হন। এর দুবছর পর তিনি আবার এই দ্বীপে আসেন। জলপথ খুলে যায়। ১৫১১ সালে স্পেনের দিয়াগো ভিয়েজ কুয়েজ তিনশো সশস্ত্র লোক নিয়ে এসে কিউবা দ্বীপ দখল করে নেয়। এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা ধীরে ধীরে লোপ পায়। স্পেনের উপনিবেশে পরিণত হয় কিউবা। স্পেন থেকে এখানে বসতি স্থাপন শুরু হয়ে যায়। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মজুর এনে বিক্রি চলতে থাকে। পরে এই দ্বীপের দখল নিয়ে অবিরাম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও চলে। একজন গভর্নর নিয়োগ করে স্পেন এই উপনিবেশ শাসন করতে থাকে। ফরাসি দেশের নেপোলিয়ন বোনাপার্টকেও কিউবার যুদ্ধে পরাস্ত হতে হয়। উনিশ শতকে এসে এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী কিউবান হিসেবে গণ্য করতে থাকে।

১৮৬৮ সাল থেকে দশ বছর গৃহযুদ্ধ চলে। এই সময় আবির্ভাব ঘটে হোসে মারতির (১৮৫৩-১৮৯৫), যাঁর বক্তব্য দিয়ে আমাদের এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী এবং কবি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি কিউবানদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৮৯১-তে তিনি কিউবান রেভোলিউশনারী পার্টি গঠন করেন ও স্বাধীনতার ডাক দেন। বিপ্লবে তিনি এবং জনৈক এন্টোনিও সম্ভবত শহিদ হন। বর্তমান কিউবার তিনি জাতীয় নেতা রূপে শ্রদ্ধায়, সম্মানে, বৈপ্লবিক মতাদর্শের প্রণেতা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮৯৫ সাল থেকে স্পেনের বিরুদ্ধে ও ১৮৯৮ সাল থেকে দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিউবা ১৯০২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টমাস পান সভাপতি হন। ১৯৩৩ সালে ফুলজেনসিও বাতিস্তার স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কিউবার জনগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে লড়াই করে গেছে। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়।

১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি সফল বিপ্লব সংঘটিত করবার পর থেকে নিজেদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মহান কর্মযজ্ঞে সামিল কিউবা। নিজেদের নাকের ডগায় এই 'ঔদ্ধত্য' সহ্য করার কথা ছিল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তাই গুয়ান্তানামোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন থেকে শুরু করে অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্যদান সহ বিপ্লবকে ধ্বংস করার বিবিধ চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দুর্জয় বিপ্লব তা প্রতিহত

করেছে। আর গত শতকের ষাটের দশকের গোড়াতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জারি করেছিল কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ, সেই অবরোধ আজও চলছে। আমরা আশা করতে পারি, মার্কিন অবরোধ নীতি কখনওই সফল হবে না। কারণ কিউবার প্রতিটি মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানেই ছোট্ট দেশ কিউবার অপরিমেয় শক্তির উৎস। কিউবা আজ একটি আন্তর্জাতিক নাম, সংগ্রামের প্রতীক। সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণ থেকে কিউবাকে বিচ্ছিন্ন করে পিষে মারা মহাশক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। কিউবার নিজস্বশক্তির সঙ্গে বিশ্ব সংহতির শক্তি যুক্ত হলে তাকে যে কখনওই পরাজিত করা যাবে না তার উদাহরণ দেখা গেছে ভিয়েতনামের মাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিদারুণ পরাজয়ের মধ্যে।

২০০১ সালের মে মাসের একটা হিসাবে দেখা গিয়েছে কিউবার আয়তন ১,১০,৯২১ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.০ শতাংশ। অধিবাসীদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সংমিশ্রণে সৃষ্ট মুলেটো ৫১ শতাংশ। শ্বেতাঙ্গ ৩৭ শতাংশ, কৃষ্ণাঙ্গ ১১ শতাংশ, চীনা ১ শতাংশ। শ্বেতাঙ্গরা স্প্যানিশ উপনিবেশী, কৃষ্ণাঙ্গরা একদা আফ্রিকা থেকে আনীত ক্রীতদাসদের বংশধর। তবে তাদের মেলামেশায় যে কোনও বাধানিষেধ ছিল না, তা মুলেটোদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রমাণ হয়। দেশের ৮৫ শতাংশ লোক ক্যাথলিক। ৯৪ শতাংশ সাক্ষর। প্রত্যাশিত আয়ু পুরুষ ৭৪ এবং নারী ৭৯ বছর।

কিউবার অধিবাসীরা কিউবান নামে পরিচিত। এখানকার রাষ্ট্রভাষা স্প্যানিশ। প্রচলিত মুদ্রা কিউবান পেসো। রাজধানী হাভানা। এটি কিউবার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত শিল্পসমৃদ্ধ শহর ও বন্দর। শহরটি চুরুট, তামাক, চিনি, কফি ও ফলের জন্যে বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ। অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য শহর হল—স্যান্তিয়েগো দ্যো কিউবা এবং ক্যামাগে।

কিউবার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ ছিল চিনি, যার অর্ধেকের বেশি কিনত সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের পর কিউবার অর্থনীতি কিছুটা সঙ্কটে পড়েছে। তেল ও অন্যান্য জ্বালানির অভাব শিল্পসংকটের অন্যতম কারণ। এতসব সত্ত্বেও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ থেকে কিউবা অনেকটাই এগিয়ে আছে এবং তার জনসাধারণ মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যে রয়েছে। লাতিন আমেরিকার যে সমস্ত দেশ একসময় নিজেদের এই অঞ্চলের উন্নত দেশ বলে মনে করত — যেমন কোস্টারিকা, চিলি, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ে, তারা আজ কিউবা থেকে অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাত করেও কিউবার অগ্রগতি রুখতে পারেনি। কিউবার বিরুদ্ধে দ্বৈত অবরোধ —অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাঁড়াশি অভিযানকে প্রতিরোধ করে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার অথবা বিশ্বব্যাঙ্কের কোনও ঋণ অথবা সাহায্য না নিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের দরুন তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েও কিউবা কিন্তু মাথা উঁচু করে এখনও খাড়া রয়েছে।

১৯২৫ সালে কিউবায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনো হাভানায় বাতিস্তার প্রাসাদটিকে বিপ্লবের যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে কমিউনিস্টদের নামের তালিকা আছে। ১৯২৫ সালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের নাম পেরেজ। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ১৯৫৯ সাল থেকে কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র কিউবাতে কায়েম হয়। প্রেসিডেন্ট ও একটি কাউন্সিল শাসনকার্য চালায়। এককক্ষ জাতীয় সংসদ, নাম 'ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি অফ দ্য পিপলস পাওয়ার'। সংসদের আসন সংখ্যা ৫১০। তবে কিউবান কমিউনিস্ট পার্টি (পি.সি.সি.) দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারী। ভোটাধিকার অর্জনের বয়স ১৬ বছর। ১৯৬১ সালের ১৬ই এপ্রিল ও ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে কিউবার বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি গণভোটের মাধ্যমে কিউবায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার লক্ষ্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির মূল চারটে স্তর—কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রাদেশিক কমিটি, পৌর কমিটি ও তৃণমূল কমিটি। কমিটি পরিচালনার জন্য আভ্যন্তরীণ গ্রুপ, কর্মকর্তা প্রভৃতি আছে। ১৯৯৬ সালে ৪র্থ সম্মেলন অনুযায়ী কিউবায় ১৪টি প্রদেশ, ১৬৯টি পৌর এবং ৫৫, ৮৯৪টি তৃণমূল সংগঠন আছে। ২০০১ মে মাসে পাওয়া তথ্য অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ৭,৬৭,৯৪৪ জন। মহিলাদের সংখ্যা ২৯.৪ ভাগ। শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদকের সংখ্যা ৬১.৬ ভাগ, এর মধ্যে শ্রমিক ৩২.১ ভাগ। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ২২৫ এবং পলিটব্যুরো চব্বিশ জনের।

কিউবার উপকূল ৩৫২০ কিলোমিটার। নদীর সংখ্যা দুশো। সিয়ের মায়েস্ত্রার উচ্চতা ১৯,৮১২ মিটার। সমুদ্র ও উঁচু-নীচু পাহাড়ে ঘেরা সবুজ মনোহারিণী দেশ। আখ, তামাক, কলা, শিশল, কফি, আনারস, চিংড়ি, ঝিনুক, মাছ পর্যাপ্ত। পাইন, দেবদারু, মেহগনি, লিগনাম ভিতেই, প্রাণভিল্লা প্রভৃতি গাছের সমাহার। সর্বত্র মসৃণ হাইওয়ে। রেলপথ প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আর্ট গ্যালারি এবং পাঠাগারের সংখ্যা অনেক। এগুলো সবই জনগণের সম্পত্তি। গান, বাজনা, ছবি আঁকা, স্বাস্থ্যচর্চা শিক্ষার অনুষঙ্গ, শিক্ষায়তনে মেডিকেল ব্যবস্থা আছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খেলার মাঠ, অডিটোরিয়াম, পার্ক ও বনানীর সংখ্যাও অনেক। সম্পূর্ণ বিনা খরচে অভূতপূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা। কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থাও বিশ্ববন্দিত। কিউবায় গড়ে ১২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঝড়-বৃষ্টি-তুফান হলে কিছু কমে। আবহাওয়া আরামদায়ক মনোরম। কিউবার মানুষের তাই বস্ত্রে বেশি বিলাস নেই। বিশেষতঃ মেয়েদের স্কুলে, কলেজে, অফিসে কাজের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তাদের পরনে হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। নারী-পুরুষের পোষাকের বিশেষ কোনও ব্যবধান নেই। অনেকেই প্যান্ট-শার্ট পরে। মন্ত্রী ও নেতাদের পরনেও থাকে প্যান্ট আর সাধারণ শার্ট বা গেঞ্জি, সাধারণ জুতো। মেয়েদের কানে থাকে গয়না। পর্যটক ও বিদেশিদের জন্যে পাওয়া যায় চুরুট ও সিগারেট। চে'র ছবি সংবলিত গেঞ্জির সমাদর

বিপুল, দামও বেশি। ডলার আর তাদের মুদ্রা কিউবান পেসোর মান প্রায় সমান। উদারনীতিতে সর্বত্র মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটছে আর ডলারাইজেশনে কিউবার মুদ্রার রিভ্যুলয়েশন হয়েছে। প্রাপ্ত ডলার কিউবা উৎপাদনে বিনিয়োগ ঘটাচ্ছে। অবরোধ সত্ত্বেও স্পেন ও ইতালির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ফরাসি দেশ কিউবার প্রধান খনিজ সম্পদ নিকেল উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করছে।

যাইহোক, বিপ্লবী কিউবার আত্মপ্রকাশ ছিল এই ঘোষণা নিয়ে যে লড়াইটা ক্ষুধা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে সৃষ্টি এবং জীবনের জন্যে, বেঁচে থাকার ও বাঁচতে দেওয়ার জন্যে লড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের বিরুদ্ধে কিউবা কখনও লড়তে চায়নি—আজও চাইছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ভ্রমণপিপাসু মানুষ যে আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা কিউবায় পায় বোধহয় আর কোথাওই তা পায় না। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর উত্তরকালে কিউবাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিহ্নিত করতে চেয়েছে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসাবে। অথচ ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিপ্লবোত্তর কিউবা থেকে একটা বুলেটও ছুটে যায়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে। একজন মার্কিন নাগরিকেরও জীবনহানির কারণ হয়নি কিউবা। অথচ লাগাতার অপপ্রচার ও প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করার মদত সংগঠিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই যা কিউবার বহু জীবন এবং সম্পত্তিহানির কারণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ধ্বংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করবার সঙ্গে সঙ্গে কিউবাই সেই দেশ যে অ্যানথ্রাক্স জ্বরে কাঁপতে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করতে চেয়েছিল অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়ার উপযুক্ত বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক দল পাঠিয়ে। মার্কিনী প্রেসিডেন্ট পৃথিবী জুড়ে কিউবা-বিরোধী ঘৃণা সৃষ্টি করতে চাইছেন। অথচ কিউবা কখনও নিজের দেশে মার্কিন সরকারের আগ্রাসন নীতিবিরোধী প্রচারকে মার্কিনী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেনি। কিউবার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্তর্জাতিক চেতনাই এর কারণ। এই মতাদর্শেরই বীজ বুনেছিলেন কিউবার জাতীয় বীর হোসে মার্তি। বলেছিলেন, "Humanity is Homeland"। এই বিশ্বাস থেকেই কিউবা মনে করে এই দুনিয়ার সব মানুষ বাঁধা আছে ভ্রাতৃত্ববোধের আত্মীয়তায়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অজস্র বিভিন্নতার মাঝেও আন্তর্জাতিকতাবোধের নিরন্তর দীপ্ত চর্চায় কিউবা উজ্জ্বল হয়ে আছে। আজ কিউবা মানে আমাদের কাছে পশ্চিম গোলার্ধের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিউবা মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরত্বে দাঁড়িয়ে মার্কিনী নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকা— গোটা বিশ্বের কাছে বেঁচে থাকার গান পৌছে দেওয়া। কিউবা মানে সাহস আর লড়াই। কিউবা মানে অপরিসীম স্পর্ধা।

কিউবার বিপ্লব : বাস্তব ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

আনন্দগোপাল গুপ্ত

আমাদের পৃথিবীর মোট সাতটা মহাদেশের মধ্যে দুটো, আমেরিকার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—(১) উত্তর আমেরিকা এবং (২) দক্ষিণ আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকা আবার লাতিন আমেরিকা নামেও চিহ্নিত হয়। তবে 'লাতিন আমেরিকা' যখন আমরা বলি, তখন এই অঞ্চলের বাইশটা দেশ একটা একক সংঘবদ্ধ ব্যাপ্তি (Unit) হিসাবেই যেন আমাদের সামনে চলে আসে। অবশ্য অনেকে ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলোকেও লাতিন আমেরিকার অন্তর্গত বলে গণ্য করেন। কর্কটক্রান্তি ঘেঁষা ক্যারিবিয়ান সাগরের জলে ধোয়া দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হলেও কিউবা আয়তনে খুব একটা বড় নয়।

কিউবার আয়তন ৪৪,২১৮ বর্গমাইল বা ১,১৪,৫২০ বর্গকিলোমিটার। কিউবা ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ধরে সমুদ্রের জল কাটলে পৌঁছানো যায় পিনস দ্বীপে। তিন হাজার ষোলো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপেই স্পেনীয় থেকে বাতিস্তা জমানায় জেলবন্দি করা হত স্বাধীনতা আর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা রাজনৈতিক কর্মীদের। এক্ষেত্রে দ্বীপটা ভারতের আন্দামানকে মনে পড়িয়ে দেয়।

স্পেনের রানি ইসাবেলার কাছ থেকে আমেরিকা আবিষ্কারের অনুমতি নিয়ে কলম্বাস ১৪৯২ সালের ২৭শে অক্টোবর কিউবাতে উপনীত হন। দুবছর পর তিনি আবার এখানে আসেন। খুলে যায় জলপথ। ১৫১১ সালে স্পেনের দিয়াগো কুয়েজ তিনশো সশস্ত্র লোক নিয়ে এসে কিউবা দখল করে নেন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দেশটা স্পেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। স্পেন থেকে বসতি স্থাপন শুরু হয়ে যায়। আফ্রিকা থেকে এনে মজুর বিক্রিও চলতে থাকে। পরে কিউবা দখল নিয়ে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও চলে অবিরাম। স্পেন একজন গভর্নর নিয়োগ করে এই উপনিবেশ শাসন করতে থাকে। নেপোলিয়নকে কিউবার যুদ্ধে পরাস্ত হতে হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এখানকার অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদী কিউবান হিসাবে নিজেদের গণ্য করতে থাকে। এই সময় আবির্ভাব ঘটে হোসে মার্তির (১৮৫৩-১৮৯৫)। তিনি বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী ও কবি ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি কিউবানদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৮৯১ সালে তিনি কিউবান রেভোলিউশনারি পার্টি গঠন করেন এবং স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর কিউবান রেভোলিউশনারী পার্টির মধ্যে সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে সমবেত হয়েছিল মার্কসবাদী, কল্পনাশ্রয়ী এবং নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মানুষেরা। ইতিপূর্বে মার্তির প্রচেষ্টাতেই ১৮৮৬ সালে কিউবাতে দাসত্বপ্রথার পূর্ণ অবসান ঘোষিত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালের ২৪ শে

ফেব্রুয়ারি মুক্তি আন্দোলন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মার্তি নিহত হন। এরপর স্পেনীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের এক উত্তাল পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ বুঝে ১৮৯৮ সালে স্পেনের হাত থেকে কিউবার অর্থনীতি ও বাজারকে করায়ত্ত করার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে কিউবা থেকে চারশো বছরের স্পেনীয় উপনিবেশবাদের অবসান ঘটল।

যদিও কিউবা স্বাধীনতা পেল, তবুও তা ছিল এক আনুষ্ঠানিক ও নিতান্ত মামুলি ধরনের স্বাধীনতা। বিশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই কিউবার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হয়। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের আধিপত্যকে কিউবার মানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ওপরে প্রসারিত করতে চেয়েছিল, তার বৌদ্ধিক ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং জন অ্যাডামস। কিউবার মাটি ও সম্পদের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোভের সরকারি ঘোষণা প্রথম করেছিলেন ওই দেশের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি থমাস জেফারসন। ঘোষণায় বলা হয়েছিল কিউবাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে আনার কথা। ১৮২৫ সালে দক্ষিণ আমেরিকার প্রবীণ ও পিতৃসম রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে পানামায় সর্ব আমেরিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না করায়, প্যান আমেরিকান কংগ্রেসের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতছাড়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কিউবার ব্যাপারে তার আগ্রহ হারাল না।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রভাবে প্রগতিশীল ভাবনায় স্বাধীনতার লড়াই যখন দানা বাঁধছে সে দেশের মাটিতে তখন কিউবার অনিবার্য স্বাধীনতাকে হরণ করার ফিকির খুঁজে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'রাইপ ট্রুপ' তত্ত্ব খাড়া করে বলা হল স্পেনীয় উপনিবেশের অবসান হলেও কিউবা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, তাকে হতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইউরোপের কোনও দেশের আমেরিকায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে কিউবার ভৌগোলিক অবস্থান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। উনিশ শতকের শেষভাগে ঐতিহাসিক দশ বছরের যুদ্ধের শেষে কিউবা তার বাণিজ্যের চুরানব্বই শতাংশের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। দাড়ি কামানোর ব্লেড থেকে রেলের ইঞ্জিন, চিঠি লেখবার পোস্টকার্ড থেকে বিনোদনের জন্যে হলিউডি ফিল্ম সবই আসত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। একটা জাতিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীন করে রাখার সব ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছিল। ১৮৯৮-এর ফেব্রুয়ারিতে কিউবা উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'মেইন'-এ বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনাকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করে মার্কিন নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৮৯৮ সালের আগস্টেই পরাজয় মেনে নিয়েছিল স্পেন। ওই বছরের ডিসেম্বরে

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল প্যারিসে। ১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি স্পেনীয় পতাকা নামিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নিরস্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করা, কিউবান রেভোলিউশনারি পার্টি ভেঙে দেওয়া, অ্যান্টনিও মাসেও এবং ক্যালিক্স্টো গার্সিয়ার মৃত্যু ও ম্যাক্সিমো গোমেজের নির্বাসন কিউবার নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দয়ার ওপর নির্ভরশীল করে দেয়। অসন্তোষের আগুনকে বিদ্রোহে পরিণত হওয়ার হাত থেকে আটকাতে চতুর আমেরিকা 'প্ল্যাট অ্যামেন্ডমেন্ট' নিয়ে আসে যার মমার্থ যে কোনও পরিস্থিতিতে কিউবাতে মার্কিনীদের জীবন এবং সম্পত্তিরক্ষার জন্যে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কিউবার যে কোনও জায়গায় নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের অধিকারও থাকবে। গুয়ান্তানামোর নৌ-ঘাঁটি তখন থেকেই রয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। দখলদায়িত্ব বজায় রেখেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে দেশশাসনের শর্তপালনে রাজি ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষক রাজনৈতিক শক্তিকে দেশশাসনের দায়িত্ব দিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দমন করেছে ১৯৩০-এর দশকের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামকে। সংক্ষেপে বলা যায়, স্পেন চলে গেলে প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া উপনিবেশে পরিণত হয় কিউবা।

দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিউবা ১৯০২ সালে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন টমাস পাম। ১৯৩৩ সালে ফুলজেনসিও বাতিস্তার স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কিউবার জনগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করে গেছে। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে বাতিস্তা সরকারের পতন হয়, ফিদেলের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয় কিউবা।

কিউবায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জের অবস্থান হেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার চেয়ে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের ধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। এই বিপ্লবে ফিদেলের পাশে যে বহু সংখ্যক মানুষরা ছিলেন তার মধ্যে হুবার, রাউল, ক্যামিলো, চে গেভারা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখেন।

হুবার প্রথম সারির বিপ্লবী ও যোদ্ধা। কিন্তু তাঁর মনের গঠন ছিল রক্ষণশীল। বিশেষ করে হুবার কমিউনিজমের প্রসার মনেপ্রাণে চাননি। আংশিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রগতির পথে পরিচালনা যাতে হয় সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন হুবার। ফিদেল হুবারকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পরিপন্থী মনে করতেন। হুবার বুঝতে পেরেছিলেন ফিদেল তাঁর চিন্তাধারাকে কোনওক্রমেই গ্রহণ করবেন না। এর ফলে ভবিষ্যতে ফিদেলের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটবে। যার পরিণতি খুব সুখের না-ও হতে পারে। স্পষ্টতই হুবার বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং পরিণত বিপ্লবের কী চেহারা হবে তা জানতেন না। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না সে বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল।

তিনি পথ বদল করতেও রাজি ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর প্রয়োজন ছিল রণক্ষেত্রে, সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে হুবারকে ফিদেল যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু হুবার রাজনীতি থেকে বিদায় নিলে হুবারের মতবাদ প্রচার রোধ করার জন্যে এবং হুবারকে জনসাধারণের কাছ থেকে আলাদা করার জন্যে ফিদেল হুবারকে গ্রেপ্তার করান। হুবার শেষ পর্যন্ত কিউবা পরিত্যাগ করে আত্মরক্ষা করেন।

ফিদেল নিজেকে কোনও সময়েই কমিউনিস্ট বলে দাবি করেননি। অথচ দাবি করেছেন, তিনি মার্কস ও লেনিনের অনুসরণকারীত্ত মানবতাবাদী। কিন্তু রাউল ছিলেন পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট। দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা বিপ্লবী পরিষদ রাউলকে দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করে। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কও ছিলেন রাউল। তিনি ভেবেছিলেন, কিউবার সফল শক্তির কেন্দ্রগুলোতে কট্টর কমিউনিস্টদের বসাতে হবে। কারণ যারা কমিউনিস্ট নয় তারা গোপনে প্রতিবিপ্লবের প্রস্তুতি ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সতর্কতার প্রথম পদক্ষেপ হল সন্দেহভাজন বাতিস্তাপন্থীদের ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে দলের লোকদের নিযুক্ত করা। ফিদেল রাউলের যুক্তি মেনে নেন। রাউল বলেছিলেন, বিপ্লবের প্রয়োজনে আমরা বহু প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেও মিতালী করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপদসঙ্কুল সময়ে আমরা সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করতে যদি ভুল করি তা হলে নিকট ভবিষ্যতে আমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হব এবং আমাদের এতদিনের অভীপ্সা, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সেই অভীপ্সা চিরসমাধি লাভ করবে। মূলত রাউলের প্রচেষ্টাতে এবং অন্যান্যদের সহযোগিতা নিয়ে বিপ্লবী পরিষদ সমাজবাদের প্রোগ্রাম গ্রহণ করে।

ফিদেলের অন্তরঙ্গ উপদেষ্টা ছিলেন ক্যামিলো, যিনি কিউবা বিপ্লবে কম করেও একশো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সঠিকভাবেই বিপ্লব চলাকালীন মনে করতেন, আমাদের মুক্ত হতে হবে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও পুঁজিবাদীদের হাত থেকে, আমাদের উৎখাত করতে হবে সামন্তপ্রথা, আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে সর্বহারার রাষ্ট্র যেখানে মেহনতি মানুষ ও চাষীর অধিকার স্থাপিত হবে। সেই রাষ্ট্রগঠনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি আর আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখতে, শোষণ বজায় রাখতে সর্বপ্রকারে শক্তি প্রয়োগ করছে। আপাতদৃষ্টিতে ওরা খুবই শক্তিশালী, কিন্তু যেখানে জনতা মুক্তিপাগল সেখানে সেই জনশক্তির কাছে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অনুচরদের শক্তি কিছুই নয়। আমরা আঘাত করছি, কোথাও এগিয়ে চলেছি, কোথাও আবার পিছিয়ে এসে পুনরায় আঘাত করছি। আঘাতের পর আঘাত করে পচা-ভাঙা ইমারতের ভিত আমরা ভাঙতে শুরু করেছি। এইভাবেই আমরা ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করছি। তবে এটাই সব নয়। আমাদের আঘাত চলবে বিরামবিহীন। শত্রুকে বিশ্রাম দেব না, তাদের ঘুমোতে দেব না, ওদের ঘাঁটিগুলো বার বার আক্রমণ করে তা গুঁড়িয়ে দেব। সব সময়েই শত্রু যেন মনে করে তার চারদিক থেকে আক্রমণ করছি। শত্রুর কোনও 'প্রকৃত' বন্ধু নেই। তাদের বন্ধু হল সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা, যাদের সংখ্যা শতকরা এক বা দুজন। আর

আমরা সংখ্যায় হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। আমাদের আঘাতে ওরা অস্থির হয়ে উঠবে।

বিপ্লবে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে ক্যামিলো মনে করতেন। তাঁর মতে প্রথম প্রয়োজন একজন যোদ্ধার চরিত্র গঠন। কারণ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়েও যদি যোদ্ধার মতো চরিত্র গঠন করা না যায় তা হলে যোদ্ধা তার কর্তব্যপালন করতে পারে না। শহরে জঙ্গি মেহনতি শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার কাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েও ক্যামিলো কিউবার মতো পশ্চাদপদ দেশে চাষীদের ওপরেই বেশী ভরসা করতেন। কারণ শহরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শক্ত ঘাঁটিরক্ষায় ব্যস্ত থাকে। শ্রমিকরা যখনই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তখনই সেই আন্দোলনকে বে-আইনি ঘোষণা করে শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন চলতে থাকে। সেই নিপীড়ন ঘটে অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। যার ফলে শ্রমিকদের লড়াই করার মনোবল অনেকটা ভেঙে যায়। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে শাসকের হাত প্রসারিত হলেও তার দুর্বলতা সর্বত্র দেখা যায়। শাসকের এত সৈন্যবল নেই প্রতিটি গ্রামকে তাঁবেতে রেখে শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার। এই কারণেই পল্লী অঞ্চলে সহজেই বিপ্লবী কার্যকলাপ প্রসার লাভ করে। শহরের শ্রমিকদের চেয়ে গ্রামের চাষীরা বেশি উৎপীড়িত। তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে কায়েমী স্বার্থকে আঘাতের পর আঘাত হানতে। এমনও বহু স্থান থাকে যেখানে অত্যাচারীর পেষণদণ্ড পৌঁছতে পারে না, সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের কেন্দ্র গড়ে তোলা মোটেই কষ্টকর হয় না। মুক্তিফৌজের প্রত্যেক সদস্যকে নিজের কাজ করতে হবে আবার সঠিকভাবে আত্মরক্ষাও করতে হবে। পরবর্তীকালে হুবারের গ্রেপ্তার হবার খবর পেয়ে ক্যামিলো প্রতিবাদ করেন। নানা যুক্তিতর্ক দলিল দস্তাবেজ হাজির করেন হুবারের সততা প্রমাণ করতে। ফিদেল হাভানাতে ক্যামিলোকে ডেকে পাঠান। ক্যামাগুয়ে থেকে হাভানাতে আসার পথে বিমান দুর্ঘটনায় ক্যামিলো মারা যান।

ফিদেল একবার স্বীকার করেছিলেন, বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর নিজের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁর সবকিছুর পেছনে রয়েছে চে গেভারার অবদান। চে জন্মসূত্রে আর্জেন্টিনার মানুষ, কিউবার মুক্তিযোদ্ধা, কঙ্গো, গোয়াতেমালা এবং বলিভিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম নেতা। চিকিৎসক, কবি ও যোদ্ধা চে লাতিন আমেরিকার দুঃখী মানুষের বন্ধু। শুধু লাতিন আমেরিকাই বা বলি কেন—তিনি সারা পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা। অনেক সময় তাঁকে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মোটেই তিনি তা ছিলেন না। বিপ্লবের জন্যে নিরাপদ জীবনের সমস্ত নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে অন্তিম পরিণতির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়াটা অ্যাডভেঞ্চারিজম নয়। প্রতিপক্ষকে আঘাত করে প্রথমদিকে লুকিয়ে পিছু হটে যাওয়া, একটা ছোট দলের ক্রমে সুসংগঠিত হয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করে চলা এবং চরম আঘাত হানা—এটা ছিল চে-র নিজস্ব পদ্ধতি। কিউবা, কঙ্গো এবং বলিভিয়ায় চে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিউবায় সফল হলেও অন্য দেশগুলোতে তাঁর যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে।

গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি

কোনও তত্ত্বকথা মাত্র নয়, অতি কঠোর এক অভিজ্ঞতার খুঁতহীন দলিল। এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে : (১) গেরিলা যুদ্ধের সারমর্ম, (২) গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি, (৩) গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল, (৪) গেরিলাদের পক্ষে অনুকূল অঞ্চলে লড়াই, (৫) প্রতিকূল অঞ্চলে যুদ্ধ করা, (৬) শহরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি নানা আনুষঙ্গিক দিক। চে-র গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি ও কৌশলের সঙ্গে সানজু, মাও জে দং এবং জেনারেল গিয়াপের যুদ্ধ ও রণনীতির পার্থক্য ছিল। চে মনে করেন, কিউবার জনগণ সশস্ত্র বিজয় ঘটিয়েছে বাতিস্তার একনায়কত্বের ধ্বংসে, সারা বিশ্ব যার স্বীকৃতি দিয়েছে একটা ঐতিহাসিক সাফল্য হিসাবে। লাতিন আমেরিকার জনগণের ব্যবহারিক আচরণ সম্পর্কে যে পুরনো একগুঁয়েমির ধারণা তা পরিবর্তিত করে ফেলেছে এবং প্রমাণ করেছে : গেরিলা যুদ্ধ মাধ্যমে জনগণের যোগ্যতা যে একটা নির্যাতক সরকারের শৃঙ্খল থেকে নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। লাতিন আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে কিউবার বিপ্লব তিনটে মৌলিক সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছে : (১) জনপ্রিয় শক্তিগুলো একটা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, (২) বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনে তা সৃষ্টি করে নেওয়া সম্ভব এবং (৩) লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলোতে, গ্রামীণ অঞ্চলগুলোই হচ্ছে উত্তম রণাঙ্গন।

কিউবার বিপ্লবীদের মূলশক্তি ছিল জনসমর্থন। বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধারা পেশাদারি সৈন্যদের পঙ্গু করে দেশকে মুক্ত করেছে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে। চে-র নির্দেশমত এরা নিজেদের সমাজ-সংস্কারক ভেবেছে। চে মনে করেছেন, মুক্তিযোদ্ধারা সমাজসংস্কারকের আদর্শ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হবে না। তারা সবসময় আদর্শসৃষ্ট সমস্যাগুলোর প্রয়োগকে যুগোপযোগী করতে সচেষ্ট হবে, তাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কি তারা জানে এবং ঠিক কোন কাজটা করতে ইচ্ছুক। উপযুক্ত সময়ে জনসাধারণের উপকারের জন্যে যা করতে চাইবে তা জানিয়ে দিতে হবে নইলে জনসাধারণ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। চে বিশ্বাস করতেন, গেরিলা যুদ্ধ একটা পথ যা মুক্তিফৌজকে এগিয়ে নিয়ে চলে দেশকে মুক্ত করতে। অতি শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা গরিব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের রীতি। এই পথ ধরে চললে সরকারি ক্ষমতা ক্রমেই সঙ্কুচিত হবে। ধনবাদী সমাজ তার মূল পুঁজি নিয়োগ করে শহর এলাকায়। বিপ্লবীরা পল্লীঅঞ্চলে আঘাত করলে সরকার পুঁজিরক্ষা করতে শহরে বেশি শক্তি নিয়োগ করবে, আর বিপ্লবীরা ধীরে ধীরে পল্লীঅঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে গণ-ফৌজ গড়ে তুলতে পারবে। ভবিষ্যতে সেই শক্তিশালী গণফৌজ মুখোমুখি হবে পুঁজিবাদীদের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের। তখন বিপ্লবীদের জনপ্রিয় ফৌজ ধ্বংস করতে পারবে ভাড়াটিয়া ফৌজকে। গেরিলা যুদ্ধকে হাতিয়ার করে বিপ্লবীরা অত্যাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে জনতাকে মুক্ত করতে পারবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র এসেছিল রাশিয়ার লালফৌজের হাত ধরে। কিন্তু কিউবার বিপ্লব বিজয়ী লালফৌজের পিছনে পিছনে আসেনি। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে যেভাবে শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যবাহিনী অগ্রসর

হয়েছিল, ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লবে তা হয়নি। চীনের গেরিলা যুদ্ধ তথা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গেরিলা যুদ্ধ এবং লাতিন আমেরিকার গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছে গ্রাম থেকে শহরকে ঘিরে ফেলার বিশেষ পদ্ধতিতে। কিউবার গেরিলা যুদ্ধে এগুলো প্রয়োজনীয় কিনা তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট হয়েছিল কিন্তু মার্কসবাদী গোঁড়ামির পরিপন্থী এবং নতুন ধারায় গেরিলা যুদ্ধকে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছিল। মার্কসীয় দর্শনকে সামনে রেখে, লেনিন-স্তালিন-মাও-এর কার্যাবলী ও তথ্য এবং তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে কিউবার উপযোগী পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। চে-র একটা বক্তব্য থেকে একথা আরও স্পষ্ট হয় যে, চীনের বিপ্লব আর কিউবার বিপ্লব এক ধারায় ঘটেনি, অথচ মূল উদ্দেশ্য ছিল একই। চীনের সমাজ, তাদের মানসিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বনিয়াদ, কৃষকের অবস্থা, সমাজতান্ত্রিক যুদ্ধবাজ অবস্থার সঙ্গে কিউবার কোনও অবস্থাই এক নয়। সেজন্যে মাও-জে-দং যে পথে চীনে এগিয়েছেন চে সে পথে কিউবাতে এগোননি। চে-র বিপ্লব দেশ এবং কালোপযোগী হয়েছে, অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজবাদে উপনীত হওয়া, কর্মধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে মাত্র।

১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি সফল বিপ্লব সংঘটিত করবার পর থেকে নিজেদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মহান কর্মযজ্ঞে সামিল কিউবার মানুষ। নিজেদের নাকের ডগায় এই 'ঔদ্ধত্য' সহ্য করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গুয়ান্তানামোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন থেকে শুরু করে অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্যদানসহ বিপ্লবী কিউবাকে ধ্বংস করার জন্যে নানা ধরনের চেষ্টার ব্যতিক্রম করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখনও চালিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক অবরোধ। এসবের বিরুদ্ধে কিউবার লড়াই অব্যাহত রয়েছে। বিপ্লবের পর শুরু হয়েছে আর এক নতুন লড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে কিউবার এই বেঁচে থাকা, গোটা পৃথিবীর কাছে বেঁচে থাকার গান পৌঁছে দিচ্ছে। আজ আমাদের কাছে কিউবা মানে সাহস আর লড়াই। কিউবা মানে অপরিসীম স্পর্ধা। কিউবা তার সফল বিপ্লবের বহু আগে থেকে যেমন লড়েছে, তেমনি আজও লড়ে চলেছে। আশা রাখি, সমাজবাদ-সাম্যবাদের প্রজ্জ্বলন্ত প্রদীপ কিউবাকে শেষ করতে ইয়াঙ্কি প্রভুত্ববাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হবে।

পাঠঋণ

১. কিউবা বিপ্লবের শেষ অধ্যায় — বেদুইন, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ১২. প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৮
২. সংগ্রামী কিউবা—ভানুদেব দত্ত, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৩
৩. The Cuban Revolution—Blas Roca, New Age, December 1960
৪. গেরিলা যুদ্ধ—মূল লেখক চে গেভারা, অনুবাদক : অশোক ভট্টাচার্য, অগ্রণী বুক ক্লাব, এ-১ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলকাতা - ৭০০ ০০৭। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২।
৫. চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের আঙ্গিক ও কৌশল ঃ ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, International Books 35 Chittaranjan Avenue, Calcutta - 700 012. প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।

কিউবা বিপ্লবের তাৎপর্য

ভানুদেব দত্ত

বিশ্বের প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব হল রুশ বিপ্লব। এটি সংঘটিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী যুগে। আর কিউবা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুগে যে যুগ শুরু হয়েছিল রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং এটি স্বাভাবিক যে, রুশ বিপ্লবের তাৎপর্যমণ্ডিত গতিপথে কিউবা বিপ্লবের সাফল্য এসেছিল।

কিউবা পশ্চিম গোলার্ধের একটি দেশ হওয়ার ফলে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে আরও বেশি। কিউবা বিপ্লব লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে জোয়ার সৃষ্টিতে এবং তাদের চেতনার স্তরকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এক ভাস্বর দৃষ্টান্ত স্থাপন তো বটেই, উপরন্তু এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই বিপ্লব এই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে অনেক শক্তিশালী করেছে। একদিকে রুশ বিপ্লবের প্রভাব অন্যদিকে তাঁর কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি—এ দুই-ই কিউবা বিপ্লবের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।[১]

বিরুদ্ধ প্রচার

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কি অতিবাম হঠকারী শক্তি বা দক্ষিণপন্থী শক্তি—এদের তরফ থেকে এর তাৎপর্যকে খাটো করার এক জোর প্রচেষ্টা চলেছিল। কিউবা বিপ্লবের ক্ষেত্রে এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং এর সাফল্য ও তাৎপর্যকে খাটো করার এক হীন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়।

কারও মতে, কিউবা বিপ্লব একটি 'মতাদর্শশূন্য বিপ্লব' এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক 'বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্র'। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এদের প্রচেষ্টা হল সকলকে মতাদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং 'মতাদর্শ পরিহারের তত্ত্ব' প্রচার করা। এদের বক্তব্য হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সূত্রায়িত সমাজ বিকাশের নিয়ম ছাড়াই এই বিপ্লব সমাধা হয়েছে।[২] এ যেন এক আকস্মিক ঘটনা—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এবং কয়েকজন সাহসী মানুষের উপর ভিত্তি করেই তা সমাধা হয়েছে।[৩] কারও মতে, কিউবা বিপ্লবে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী বা বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরী পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টির কোনও ভূমিকা ছিল না। আবার কেউ কেউ এমনও দাবি করেন যে, কিউবা বিপ্লবে ট্রটস্কির স্থায়ী বিপ্লব তত্ত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে।[৪]

কিন্তু প্রকৃত তথ্য এর কোনওটারই যৌক্তিকতা প্রমাণ করে না। এই বিপ্লব কিউবার

সামাজিক জীবনের বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন কোনও রাজনৈতিক ও সামাজিক বিস্ময় নয়, কিউবা বিপ্লবের সাফল্যে কোনও আকস্মিকতা নেই, রয়েছে ইতিহাসের এক ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতার জন্যই কিউবার কমিউনিস্টরা আজও পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধায় একদিকে যেমন স্মরণ করেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনকে, অন্যদিকে স্মরণ করেন অতীতের জাতীয় বীরদের। বর্তমানকালের বিপ্লবীরা যে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের কাছে ঋণী একথা ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই স্বীকার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোনও দ্বিধা পোষণ না করে তিনি এও বলেছেন যে, এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মার্তি, ম্যাসিও, গোমেজ, আগ্রামন্তি, সেস্‌পেদেস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁদের কাছ থেকেই কিউবার সংগ্রামী ধারা সঞ্জীবিত হয়েছে। কিউবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের এঁরাই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথ থেকে সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণ—এই হল কিউবা বিপ্লবের মর্মকথা।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বজুড়ে পরস্পর বিরোধী দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সংগ্রাম চলছিল—কিউবা বিপ্লব তারই এক অংশ। মানব সমাজের ইতিহাসের নিয়মের সঙ্গে তাল রেখে কিউবার বিপ্লবীদের তরফ থেকে যে সচেতন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কিউবা বিপ্লবের সাফল্য তারই এক ফলশ্রুতি। এই বিপ্লবের তাৎপর্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন : (ক) বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা; (খ) রুশ বিপ্লব পরবর্তী যুগের প্রভাব; (গ) বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্বশর্ত; (ঘ) শ্রেণীশক্তির বিন্যাস। আলোচনার এই ধারা কিউবা বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করবে।

ক. বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা : কিউবার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধারার অস্তিত্বের কথা ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্য থেকেই আমরা পাই। বস্তুত এই দুই ধারা কিউবায় তো বটেই, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান ছিল। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা চলে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারা, বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা এবং যার বিকাশ পথে এল সমাজতান্ত্রিক ধারা—এইভাবেই কিউবায় বিপ্লবী প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছিল। এই ধারাগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধারাটি ১৯১৭ সালের রুশ মহাবিপ্লবের পূর্বেই ভ্রূণাকারে লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের মতো কিউবায়ও সেটি এক মূর্তরূপ ধারণ করেছিল। তবে এই ধারাগুলি যে একটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটা এসেছে তা নয়। এ কোনও ক্রমান্বয়িক ধারা বিবর্তন নয়। একটির মধ্যে থেকে অধিকতর বিপ্লবী ধারা হিসাবেই ঘটেছে আরেকটি ধারার উন্মেষ।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কিউবায় যে আন্দোলন চলছিল, তা চরিত্রগত দিক থেকে ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন। বিশিষ্টতার দিক থেকে এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে না ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী, না ছিল শ্রমিকশ্রেণী।

অন্যান্য দেশের মতোই এই আন্দোলনের এক দ্বৈত চরিত্র ছিল। ফলে সামন্তবাদ ও

স্পেনীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ সংগ্রাম করার বোধ জাগ্রত হয়নি। কিন্তু কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পরই কিউবা মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে এক অধিকতর বিপ্লবী ধারা দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত এরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দি অতিক্রম করে সমাধান খুঁজতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের দাসত্ব-বিরোধী সংগ্রাম, ১৮৬৮-'৭৮ সালের দশ বছরের সংগ্রাম, স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ প্রভৃতি হল এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামন্তবাদ ও স্পেনীয় উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি পরিচালিত ছিল। কিউবার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে এগুলি ছিল বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারা।

বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তরে এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারার অস্তিত্বের কথা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন উল্লেখ করেছিলেন। ফরাসি, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশের মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারার অস্তিত্ব তাঁদের বিভিন্ন লেখায় উল্লিখিত রয়েছে। এটি কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি এবং সেই কারণে এই ধারাকে সমর্থন জানানোর কথা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে অধিকতর বিপ্লবী ধারার জন্ম কিউবার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল এবং জোসে মার্তি ছিলেন এর প্রবর্তক।

জোসে মার্তি যে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তার নাম ছিল 'কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি'। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এটি তৈরি হলেও, এতে মার্কসবাদী, কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রী ও নৈরাজ্যবাদী সকলেই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা শুকিয়ে গেলেও, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো অন্তর্নিহিত এক স্রোত ছিল এবং এই স্রোত আবার জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হয় ফিদেল কাস্ত্রোর আমলে।

মার্তির মৃত্যুর পর কিউবান রেভলিউশনারি পার্টি থেকে কয়েকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক অংশ মার্কসবাদের পথে যায় এবং ১৯২৫ সালে গঠন করেন পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টি। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈরী বিরোধ বর্তমান, তার স্পষ্ট স্বীকৃতিটি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করা অথবা প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিকতার জন্য বা বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রাম চালানো—এটাই হল মার্কসবাদের শিক্ষা। কিউবার কমিউনিস্টরাও তাই করেছিল। ত্রিশ দশকে কিউবা যখন সংকট জর্জর, মানুষের বিক্ষোভ যখন চরমে, ধর্মঘট সংঘটিত হচ্ছে সর্বত্র—সে সময় সমস্ত সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে কিউবার কমিউনিস্টরা এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল।

কিউবান রেভলিউশনারি পার্টি থেকে দ্বিতীয় যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার মধ্যে ছিল উদারনৈতিক পেটিবুর্জোয়া অংশ যারা ১৯৪৬ সালে কিউবান পিপ্‌লস্‌ পার্টি (অর্থোডক্স পার্টি নামেও এটি পরিচিত) গঠন করেন। তৃতীয় অংশটি রয়ে গেল প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে।

এই তিনটি অংশের মধ্যে দ্বিতীয় অংশ থেকে ১৯৫৩ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে একদল বেরিয়ে এসে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিল। এঁরা ছিলেন যথার্থভাবে জোসে মার্তির ঐতিহ্যবাহী উত্তরপুরুষ। এঁরা ছিলেন বস্তুত বিপ্লবী গণতন্ত্রী।

কিউবার মার্কসবাদীদের সঙ্গে এইসব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের গভীর মৈত্রী ছিল। মার্কসবাদীরা এইসব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বিভিন্ন ব্যাপারে সমর্থন করত। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর শিক্ষাও ছিল তাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন, মালিকানার প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরা এবং গণতন্ত্রী পার্টিগুলির সঙ্গে ঐক্য ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কাজ করা—কিউবায় কমিউনিস্টরা ঠিক তাই করেছিল। মার্কসবাদী ব্যক্তিদের সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর যে যোগাযোগ ছিল, তার কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।[৫] এঁদের সংস্পর্শে আসার ফলেই এইসব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সামান্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এরই ভিত্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল—কিউবার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট কত গভীর এবং এর সমাধানের রাস্তাই বা কি?

এইভাবে কিউবায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকা সত্ত্বেও, এর মধ্যে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জের অবস্থান হেতু বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছিল কিউবার বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিষয়ীগত দিক।

বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে স্থানীয় বুর্জোয়া ও জমিদার সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংমিশ্রণের ফলে কিউবায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে যে সান্নিধ্য ঘটেছিল, তা ছিল কিউবার বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিষয়গত দিক।

উভয় স্তরের মধ্যে এই সান্নিধ্যের ফলে, কিউবার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দানা বেঁধেছিল। কিউবা বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার দ্রুত বিকাশ। এই ঘটনারই স্বীকৃতি মিলবে কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৭৫) গৃহীত কর্মসূচিতে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক স্তর ও সমাজতান্ত্রিক স্তরকে একই প্রক্রিয়ার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়েছে।[৬]

রুশ বিপ্লব পরবর্তী যুগের প্রভাব

কিউবা বিপ্লব সফলতা অর্জন করেছে এমন এক যুগে যার মর্মবস্তু হল—পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। লেনিনের শিক্ষা হল—মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যুগের প্রভাব অনেকাংশে কাজ করে এবং এ দুটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুগের প্রভাবের অর্থ হল যুগের মর্মবস্তু ও কেন্দ্রস্থলে রয়েছে যে শ্রেণী তার প্রভাব।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর বিশ্বে যে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল, তার প্রভাব কিউবায় দুভাবে পড়েছিল। প্রথমত, এই ঘটনা বা এই যুগ কিউবা মুক্তি

আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ধারাকে উজ্জীবিত করেছিল। ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই বলেছেন—১৯১৭ সালের গৌরবময় অক্টোবর বিপ্লব এমন এক ঘটনা, যা কিউবার ভাগ্য নির্ধারণে এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়ত, এর প্রভাব পড়ে কিউবান রেভলিউশনারি পার্টির অন্তর্গত অধিকতর বিপ্লবী ধারার অনুসারীদের উপর এবং এই প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল এক সমাজতান্ত্রিক ধারা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯২০ সালে হাভানায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স কংগ্রেসে রুশ বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা, ১৯২১-২২ সালে 'রাশিয়াকে রক্ষা করো' এই নামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু কমিটি গঠন, ১৯১৮ সালে সোশ্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন উদ্যমে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শুরু এবং ১৯২৩ সালে কমিউনিস্ট অ্যাসোসিয়েশন নাম গ্রহণ যার ফলশ্রুতিতে ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ইত্যাদি ঘটনা এই দুই ধারার অস্তিত্বেরই প্রমাণ। কিউবা বিপ্লবে এই পার্টির ভূমিকাকে ফিদেল কাস্ত্রো সপ্রশংসভাবে স্মরণ করে বলেছিলেন—'বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লবের বিচ্ছুরিত আলোয় বালিনো ও মেল্লা-র মতো সেই গৌরবমণ্ডিত সময়ে যারা কাজ করেছিলেন, সেই কমিউনিস্টদের ধৈর্যপূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক কাজ, অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার প্রসারকে সহজতর করেছে, যাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হচ্ছিল এমন বহু তরুণের কাছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাকে এক আকর্ষক ও অকাট্য তত্ত্বেও পরিণত করার কাজ সহজতর করেছে।'[৫]

লেনিনের অপর শিক্ষা হল—বিশ্বের যে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলেই যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, তাকে সেই যুগের প্রধান বিরোধের আলোকেই দেখা উচিত। কিউবার ক্ষেত্রে একথা বলা চলে যে বিশ্বজুড়ে দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থার যে সংগ্রাম সে সময় চলছিল, তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কিউবার বিপ্লব সাফল্য অর্জন করেনি। সফলতা অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতির দরুন যা গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক শক্তির নিয়ামক ভূমিকা অর্জনের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে শক্তি বিন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ও ভূমিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার প্রভাব কিউবার উপর সমসাময়িক কালে পড়লেও, অন্যান্য দেশের তুলনায় কিউবা ও লাতিন আমেরিকাতে তার ব্যাপ্তি ও ক্ষিপ্রতা কম ছিল। ১৯৫৩ সালে মনকাড়া দুর্গ অভিযান কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং কিউবার মাটিতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যোগাযোগ কম ছিল।

কিউবার স্বৈরতন্ত্রী শাসন উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো মনকাড়া দুর্গ দখলের যে অভিযান সংঘটিত করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছিল, একথা ঠিক। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, সেই অভিযানে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে তা হলে সেই সাফল্য কতদিন ধরে রাখা যেত বলা মুশকিল। ফিদেল কাস্ত্রোর স্বীকারোক্তির মধ্যেই এই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি ১৯৫৩ সালে বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতাম, তবে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের উৎখাত করতে সক্ষম হত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। তাছাড়া এটা মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রধানত মোক্ষম সাহায্য দেয় কিন্তু ১৯৫৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের সাহায্য দিতে সক্ষম ছিল না। এটা আমার অভিমত।"[৮]

আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতির প্রভাব কালের অগ্রগতিতে জাতীয় পরিস্থিতির উপর বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই কিউবা বৈপ্লবিক আন্দোলনের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিল। এই অনুকূল পরিস্থিতি হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ামক ভূমিকা অর্জন। ১৯১৭ সালের পর যে নতুন যুগ শুরু হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই চরিত্র প্রাপ্তিতে তা এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। কিউবা বিপ্লবের উপর এর এক অনুকূল প্রভাব পড়ে।

আবার কিউবা বিপ্লব টিকে থাকার পিছনেও যে আন্তর্জাতিক অনুকূল পবিস্থিতি কাজ করছে, এটা ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই স্বীকার করেছিল। ১৯৬২ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তুলল, কারা সে সময় কিউবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল—এই. প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে সমস্ত দেশের নাম করেছিলেন, তা হল— "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, বিশ্বের শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রসমূহ।"...

'কেউ কি বলতে পারে যে এই সাহায্য ছাড়া কিউবার বিপ্লব মার্কিন অবরোধ ও মার্কিন বিরোধিতা কাটিয়ে উঠতে পারত।" ..."আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংহতি ছাড়া কিউবার বিপ্লব টিকে থাকতে পারত না।"[৯]

বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্বশর্ত

সমাজ বিকাশের যেমন একটা বিজ্ঞান রয়েছে, তেমনি সামাজিক বিপ্লবেরও একটা বিজ্ঞান রয়েছে। এটা কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব হয় না। আবার সব বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিপ্লব সৃষ্টি করে না। এর জন্য বিষয়গত উপাদানগুলির সঙ্গে বিষয়ীগত উপাদানগুলিও বিবেচ্য। এ দুয়ের সমন্বয় না ঘটলে বিপ্লব শুরু হতে পারে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ীগত পরিস্থিতি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে বলেই কিউবা বিপ্লবের সাফল্য ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে দেশেই সংঘটিত হোক না কেন—এক সাধারণ সূত্র অনুসারেই তার বিকাশ ঘটে। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। তবে সেই দেশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে সংযোজিত হয় বা নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, জনগণের চেতনার বিকাশ এবং অতীত ঐতিহ্য দ্বারা। লেনিন বলেছেন—এটা অনিবার্য যে প্রতিটি রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে। কিন্তু সকলেই একইভাবে পৌঁছবে না। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধরন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে...প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কিছু অবদান রাখবে।[১০]

সেজন্যই দেখি অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও কিউবা বিপ্লবের মধ্যে সাধারণ

সূত্রের দিক থেকে অভিন্নতা থাকলেও, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে। কিউবা বিপ্লব ঘটেছিল—মধ্যবর্তী স্তরের এক পুঁজিবাদী দেশে। এর অর্থনীতি ছিল একপেশে ও কৃষিনির্ভরশীল। কিউবার শিল্প গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র চিনি শিল্পকে কেন্দ্র করে। এর বিকাশ ঘটেছে শ্লথ গতিতে। কৃষিক্ষেত্র যেমন বৃহৎ জমিদারির আধিক্য রয়েছে, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির অস্তিত্বও রয়েছে। যেটুকু শিল্পায়ন সেখানে হয়েছে, তা হল পর-নির্ভরশীল শিল্পায়ন। কিউবার বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। জনসংখ্যার বেশির ভাগ ছিল ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুর। সুতরাং কিউবা বিপ্লবের সাফল্যে এরাও অনেকখানি অবদান রেখেছিল। প্রাক্ বিপ্লবী কিউবা রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল—বুর্জোয়া-লাতিফুন্দিয়া-নয়া উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র।

একথা ঠিক যে, কিউবায় পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। তা সত্ত্বেও সেখানে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এটা কোনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, তা নিয়মমাফিকই হয়েছিল। যারা পুঁজিবাদের পূর্ণ পরিপক্কতা অর্জনকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করার পূর্বশর্ত বলে মনে করেন, কিউবার দৃষ্টান্ত তাদের চোখ খুলে দেবে। মার্কসবাদে যারা বিশ্বাসী তারা কখনওই এটাকে সঠিক বলে মনে করেন না, বরং যা মনে করেন তা হচ্ছে সর্বনিম্ন এক পূর্বশর্ত। সর্বনিম্ন পূর্বশর্তগুলি হচ্ছে : (১) উৎপাদিকা শক্তির নির্দিষ্ট মাত্রার বিকাশ; (২) সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈরিতার একটি নির্দিষ্ট স্তর; (৩) সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে বিপ্লবী শক্তিপুঞ্জকে পরিচালনা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা। বিশ্বের অনুকূল পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পূর্বশর্তগুলির গুরুত্ব জাতীয় ক্ষেত্রে আরও খানিকটা কমে গেছে।[১১] কমে যাচ্ছে বলেই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্যে ক্রমেই বেশি বেশি করে সান্নিধ্য ঘটছে। কিউবার ক্ষেত্রেও এই জিনিস ঘটেছে।

এই বিপ্লব সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরি পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ব্লাস রোকা উল্লেখ করেছেন যে, এটি "এমন এক বিপ্লব যাকে উঁচুস্তরের গণবিপ্লব নামে অভিহিত করা যেতে পারে।[১২] বিপ্লবের অংশগ্রহণকারী শ্রেণীশক্তি, বিপ্লবের চালিকাশক্তি এবং এতে 'র‍্যাডিকেল' পন্থা ব্যবহার প্রভৃতির কারণে কিউবা বিপ্লব গণবিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটি কিছু যুবকের কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এতে যেমন গেরিলা যুদ্ধ ছিল, তেমনি ছিল শ্রমিক আন্দোলন এবং সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ। এগুলি পৃথকভাবে সংঘটিত হলেও, এগুলির একই লক্ষ্য ছিল—বাতিস্তা স্বৈরতন্ত্রের অবসান। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল বলেই, লক্ষ্যঅর্জন সম্ভব হয়েছিল।

বিপ্লবের এই গণভিত্তির মূলে ছিল সেখানকার উপনিবেশবাদ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ও শ্রমিক আন্দোলনের এক বিরাট ঐতিহ্য যা সেখানে গড়ে উঠেছে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। বিপ্লবের এই গণ-ভিত্তি প্রসঙ্গে চে গেভারা উল্লেখ করেছেন, ...বাতিস্তার শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র অথচ আত্মোৎসর্গীকৃত এক বিপ্লবীবাহিনীর পক্ষে

পরাজিত করা যে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ হল এই বাহিনী ব্যাপক জনগণের সমর্থন পেয়েছিল।[১৩]

শ্রেণীশক্তির বিন্যাস

কিউবা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ। গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও লাতিফুন্দিয়া-বিরোধী বিপ্লবের ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদনে যারা এগিয়ে এসেছিল, সে সম্পর্কে ব্লাস রোকা বলেছেন—যে সমস্ত সামাজিক শ্রেণী বাস্তব দিক দিয়ে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদন করার ব্যপারে আগ্রহী, তারা হল শ্রমিক, কৃষক, শহরের মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া। কিন্তু যারা বিপ্লবকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ বিপ্লবের যারা চালিকাশক্তি তারা হল প্রধানত শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও শহরের খুদে বুর্জোয়াদের সংস্কারকামী অংশ।[১৪] ব্লাস রোকার এই মন্তব্যের মধ্যে বিপ্লবী ফ্রন্টে সমাবেশের ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া স্থান পেয়েছে। তবে প্রধান ভূমিকা নেওয়ার প্রশ্নে তিনি জাতীয় বুর্জোয়াকে বাদ দিয়েছেন এবং শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াকে সেই স্থান দিয়েছেন। ফ্রন্টের মেরুদণ্ড বা স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। ফিদেল কাস্ত্রোও কিউবার বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানকারী শক্তিগুলির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণী......কৃষক সম্প্রদায় ও মধ্যবর্তী স্তরের জনগণের সঙ্গে গভীর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[১৫]

শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ার দ্বারা পরিচালিত বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা কেবল বাতিস্তা শাসনের একনায়কত্বেরই অবসান ঘটাতে চায়নি, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা ভয় পেয়ে গেল। ফলে, ''যে পুরাতন ও বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠী তখন পর্যন্ত সময়ে সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখত, তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের সমগ্র শক্তি একত্রিত করল এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে দিল; নতুন শিল্প-মালিক, বুর্জোয়া এবং মধ্যবর্তী স্তরের একাংশ বিপ্লব বর্জন করল। তাঁরা হয় সোজাসুজি বিশ্বাসঘাতকতা করল অথবা বিপ্লবকে সংস্কারবাদের দিকে চালিয়ে তারা 'ডানা কেটে দেওয়ার' চেষ্টা করতে লাগল। যারা প্রথমে সমর্থন জানিয়েছিল, সেই বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পরে দলত্যাগ করে প্রতিবিপ্লবী দেশত্যাগীদের শিবিরে ভিড়ে গিয়েছিল।[১৬]

শ্রমিক, কৃষক ও পেটিবুর্জোয়ারা বিপ্লবের চালিকাশক্তি হলেও, দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, ক্ষেতমজুরেরা সংখ্যায় বেশি থাকার জন্য তাঁরা শিল্প শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয়ত, এই চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে নেতৃত্ব ছিল পেটিবুর্জোয়া বামপন্থী অংশের হাতে।[১৭] এই অংশ বিপ্লবের পরে ১৯৫৯-১৯৬১ এই সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেও নেতৃত্ব দিয়েছিল।

বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্ব অথবা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ব্যতীত অপর কোনও

নেতৃত্ব দ্বারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অর্জন করা যায় না। এটাই হল রুশবিপ্লব পরবর্তী কালের নতুন যুগের এমন কি সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরেও বর্তমান কালের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৈশিষ্ট্য। এই নতুন যুগে এই সাফল্য কিউবায় এসেছিল বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে।

এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি সৈন্যদলকেও সংগঠিত করেছিল এবং এক বিপ্লবী সৈন্যদল গড়ে তুলেছিল। এই বিপ্লবী সৈন্যদল বস্তুত ছিল 'বিপ্লবের জীবন'। এটি একদিকে যেমন সমস্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল, অন্যদিকে এটি ছিল শ্রমিক, কৃষক, শহুরে মধ্যবর্তী সম্প্রদায় এবং সর্বশেষ সমগ্র জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার এক চাবিকাঠি। কিউবায় যে ধরনের সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল সশস্ত্র জনগণের গণতন্ত্র।[১৮] সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা ও আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য একদিকে যেমন সমগ্র জনগণকে সামরিক শিক্ষায় তৈরি করা হয়েছিল, অন্যদিকে তাদেরকে নিয়েই 'বিপ্লবকে রক্ষা করার কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। এদের কাজই ছিল 'বিপ্লবকে রক্ষা করা, ব্যাপক জনগণের মতাদর্শগত বিকাশের মাত্রাকে উন্নীত করা এবং অকুণ্ঠ চিত্তে সামাজিক কর্তব্য পালন করা।'[১৯]

সর্বহারা একনায়কত্বের এক অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল কমিউনিস্ট পার্টির গঠন ও তার নেতৃত্বের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৯ সালের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি অন্য নামে থাকলেও বিপ্লব সমাধা করার ক্ষেত্রে তার এক সহযোগী ভূমিকা ছিল। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এমনই অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং মানব প্রগতির এমনই নির্ধারক ভূমিকা যে বিপ্লবের পরে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সামিল হয়। এর ফলে ১৯৬৫ সালে কিউবায় যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল তা সমস্ত বিপ্লবী এবং জনগণের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সচেতনতার ফলশ্রুতি। কিউবা বিপ্লবের তিনটি ধারা—ফিদেল কাস্ত্রো ২৬ জুলাই আন্দোলন, কমিউনিস্টদের পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টি ও 'বিপ্লবী ডিরেক্টরেট'—এগুলির মিলনের ফলেই জন্ম নিল কমিউনিস্ট পার্টি।

পরিশেষে

কিউবার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং দ্রুত সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল নিম্নলিখিত তিনটি কারণের জন্য। প্রথমত, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা[৫২]; দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তৃতীয়ত, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শক্তির আনুকূল্য। বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক শক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য, কালের অগ্রগতিতে ও অভিজ্ঞতার আলোকে সেই শক্তির বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অবস্থানে উত্তরণ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মঞ্চে সমস্ত বিপ্লবী শক্তির একীকরণ—এই হল কিউবা বিপ্লবের আদর্শ।

সূত্র-নির্দেশিকা

১. Left Wing Communism – An Infantile Disorder – *Lenin Collected works*, Vol. 31 p.21.

২. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, পৃ.৭২।

৩. ঐ।

৪. *International Socialist Review*, New York, March-April, 1968, The Cuban Revolution and its Lessons by Hugo Gonzalez Moscoso–The Cuban Revolution is a living example of how the Trotskyist Theory Works in Reality.

৫. Daily Review (1.11 1978)– Published by Novosti Press Agency. Moscow An interview by Fidel Castro given to Kommunist special correspondent O. Darusenkov Fidel said. "I maintained excellent relations with all the communist leaders at the University. . ..I had the most intimate relationship with representatives of the Popular Socialist Party "

৬. *The Marxist-Leninist Teaching of Socialism and the world today* p. 205 quotes the programme as " .in the epoch of imperialism there is no insuperable barrier between the people's democratic, anti-imperialist and the socialist stages Both are components of a single process "

৭. কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (১৯৭৫)।

৮. কিউবার বিপ্লব—লাতিন আমেরিকার জনগণের সংগ্রামে এক গুণগত অগ্রগতি। 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'— ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৭২।

৯. মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কিউবার বিপ্লব। ঐ, জানুয়ারি ১৯৭৭, পৃ ২।

১০. *A caricature of Marxism–Lenin Collected Works*. Vol 23, p 69-70

১১. *The World Communist Movement*. Moscow, p. 112-13

১২. *The Cuban Revolution*–Blas Roca, New Age. December, 1960

১৩ *Ernesto Che Guevara* by I Lavretsky, Progress Publishers. Moscow. p 146

১৪ *The Cuban Revolution*–Blas Roca. New Age, December, 1960

১৫. *Daily Review* (22 3 1974)–Published by APN–The experience of the Cuban Revolution by O Tikhonov

১৬. সমাজ বিজ্ঞান, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান আকাদেমি. সংখ্যা ৪, ১৯৭৩; অধ্যায়—লাতিন আমেরিকা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ভি ভোলস্কি।

১৭. *Socialism- Therory & Practice*. January 1979 Lessons of the Cuban Revolution by Oleg Darusenkov–Due to specific conditions prevailing in the country the vanguard role in the mounting revolutionary struggle against the dictatorship was played by radical sections of the petty bourgeoisie. p 86

১৮. *The Marxist-Leninist Teaching of Socialism and the world today*–p 216

১৯. কিউবা কমিউনিস্ট পার্টিব প্রথম কংগ্রেস (১৯৭৫)।

২০ *Socialism -Theory & Practice*. January 1979 Lessons of the Cuban Revolution by Oleg Darusenkov p. 68

কিউবার বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

হরকিষাণ সিং সুরজিৎ

কিউবা ৪৫তম বিপ্লব দিবস পালন করল ১লা জানুয়ারি। কিউবার জনগণের এই উৎসব ও আনন্দের দিনে সি পি আই (এম)-র পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

কিন্তু এই আনন্দ ও উৎসবের দিনেও কিউবার নিরাপত্তা এতটুকু শিথিল হওয়ার সুযোগ নেই। নিজেদের ভূখণ্ড থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনওই মেনে নিতে পারেনি, এখনও তারা চুপ করে বসে নেই। কিউবা আজও তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু। গোটা ২০০৩ সাল জুড়ে বুশ প্রশাসনের নানা প্ররোচনামূলক পদক্ষেপের মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে কিউবাকে। কিউবার বিরুদ্ধে ছড়ানো নানা অপপ্রচারের সর্বশেষটি হল, তারা জীবাণু-অস্ত্র তৈরি করছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ নিজে এই অপপ্রচারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একের পর এক বক্তৃতায় তিনি কিউবাকে বিদ্ধ করে চলেছেন এবং স্পর্ধার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, কিউবায় সমাজতন্ত্র ধ্বংস করে "মুক্তবাজার অর্থনীতি" চালু করতে চান তিনি। কিন্তু, যত নোংরা কৌশলই সাম্রাজ্যবাদ নিক, কিউবাকে জয় করতে তারা ব্যর্থ হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহকরা জোর গলায় ঘোষণা করেছিল, অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়বে কিউবার সমাজতন্ত্রও। কিন্তু তাদের সেই দুরাশা ও অপপ্রচারকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন কিউবার জনগণ। কিউবার বিপ্লব বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়ে চলেছে। ১৯৫৯-এ বিপ্লবের আগে তীব্র নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল কিউবার জনগণকে। বিপ্লবকে সফল করার জন্যও তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তারপর থেকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে চালানো সবরকম চক্রান্ত তাঁরা সাহসের সঙ্গে ব্যর্থ করে চলেছেন। বিপ্লব তাঁদের জীবনে নতুন অর্থ সংযোজন করেছে এবং সেজন্যই বিপ্লবকে ধ্বংসের চেষ্টার মোকাবিলায় কিউবার জনগণ সর্বতোভাবে সচেষ্ট রয়েছেন।

১৯৫৯-এর ১লা জানুয়ারি কিউবার বিপ্লব সফল হওয়ার সময়কার পরিস্থিতি আজকের চেয়ে অনেকটাই পৃথক ছিল। প্রাথমিকভাবে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কিউবার নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ফিদেল কাস্ত্রো যখন থেকে বৃহৎ মার্কিন সংস্থাগুলির (বিশেষ করে ইউনাইটেড ফ্রুট) বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা শুরু করলেন, মার্কিন বিরোধিতার সূত্রপাত হল তখনই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে তেল সরবরাহ বন্ধ

করে দেবার পরই এ বিষয়ে কিউবা চুক্তি স্বাক্ষর করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে। কিন্তু কিউবায় মার্কিন শোধনাগারগুলি সোভিয়েতের পাঠানো তেল পরিশোধন করতে অস্বীকার করে। কিউবা মার্কিন শোধনাগারগুলি জাতীয়করণ করে নেয়। এর প্রতিবাদে আইজেনহাওয়ার প্রশাসন কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে। জাতীয় স্বার্থেই কিউবাকে সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে হয় এবং দুপক্ষের মধ্যে নানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রায়ই পুঁজিবাদী সংবাদমাধ্যমে কিউবাকে নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত, স্বৈরতন্ত্রের হাতে নির্যাতিত দেশ হিসাবে দেখানো হয়। কিছু ছোটখাটো ঘটনাকে অযথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাস্তবের বিপরীত ছবি তৈরি করা হয়। অথচ নানা ক্ষেত্রে কিউবার অসাধারণ সাফল্য অর্জনকে সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম বরাবর ব্ল্যাকআউট করে এসেছে।

প্রত্যেকদিন, আমাদের ভারত ও অধিকাংশ দেশে সরকার জনগণকে বুঝিয়ে চলেছে, এতদিন নাগরিকদের যে সব সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া যেত, আর তা দেওয়া যাবে না। আর বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যে ভরতুকি, সস্তায় যানবাহনের ব্যবস্থা করা যাবে না। এইসব গণ-পরিষেবাগুলির জন্য আমাদের আরও বেশি বেশি পয়সা খরচ করতে হবে। উৎপাদন বেড়ে চললেও, বছর বছর কমে চলে সামাজিক সুরক্ষা। কিন্তু চার দশক ধরে তীব্র মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার নাগপাশে পিষ্ট কিউবায় সম্পূর্ণ অন্য চিত্র। সেখানে জনগণের জন্য এইসব সাধারণ সুযোগ-সুবিধা শুধু বজায়ই নেই, নিয়মিত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

কিউবা বিপ্লবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রকে। বিপ্লবের পর নানা ধরনের সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে দেশের চিকিৎসকদের অর্ধেক (প্রায় তিন হাজার) দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এখন কিউবায় চিকিৎসকের সংখ্যা ৬৭ হাজার। জনসংখ্যা পিছু চিকিৎসকদের সংখ্যায় গোটা বিশ্বে সবচেয়ে আগে কিউবা। ১৯৫৮-য় কিউবায় ছিল ৯৭টি হাসপাতাল। আজকে তার সংখ্যা ২৬৭। প্রতি ১৬৯ জন পিছু একজন চিকিৎসক। বিপ্লবের আগে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৬০, আজ ৬.৫। প্রতিটি শিশু এখানে জন্ম নেয় যথোপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে। তৃতীয় বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় কিউবায় শিশুমৃত্যুর হার সর্বনিম্ন এবং বেশ কিছু উন্নত দেশের তুলনাতেও কম। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই শিশুমৃত্যুর হার ৮। কিউবায় গড় আয়ু ৫৫ থেকে বেড়ে ৭৬-এ দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে মেলে। এমনকি জটিল অস্ত্রোপচারের জন্যও কোনও অর্থ লাগে না।

গড় আয়ু বাড়ার অন্য একটি প্রধান কারণ সকলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান। মার্কিনীদের চাপানো নৃশংস অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও কিউবার সরকার সব মানুষের জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে চলেছে। সমস্ত শিশুকে দিনে এক লিটার করে দুধ দেওয়া হয় বিনামূল্যে।

শুধু দেশে নয়, বিশ্বের নানা দেশে, অজস্র চিকিৎসক সরবরাহ করে চলেছে কিউবা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কিউবার চিকিৎসকদের সংখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার চিকিৎসকদের

থেকেও বেশি। অ্যাঙ্গোলায় কয়েকশো কিউবার চিকিৎসক রয়েছেন। বর্তমানে ব্রাজিলসহ ৫০টি দেশে কাজ চালাচ্ছেন দু'হাজারের বেশি কিউবার চিকিৎসক।

শিক্ষাক্ষেত্রেও কিউবার সাফল্য দেখে চমকে উঠতে হয়। জনসংখ্যার বিচারে শিক্ষকের সংখ্যাতেও বিশ্বে প্রথম কিউবা। ১৯৫৮ সালে কিউবার সাক্ষরতার হার ছিল ৩০ শতাংশ। এখন কিউবা নিরক্ষরতা মুক্ত। বিপ্লবের পর কিউবায় সবার আগে যে অভিযান শুরু হয়, তা সার্বিক সাক্ষরতার। ২ লক্ষ ৭০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গোটা দেশে ছড়িয়ে গিয়ে এই অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিশেষ করে মহিলা এবং গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এক ভাষণে ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করেন, ''আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কিউবা জোর গলায় বলতে চলেছে, এখানে একজনও নিরক্ষর নেই। আমেরিকার মধ্যে এ বিষয়ে প্রথম দেশ হতে চলেছে কিউবা।'' কিউবা কাস্ত্রোর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল। ১৯৬১-তে কিউবার নিরক্ষরতার হার ছিল ৪ শতাংশ। আজ ০.২ শতাংশ। বর্তমানে সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ২০:১।

আর একটি চমৎকৃত সাফল্য নারীদের প্রতি বৈষম্য মোচন। ১৯৬০-এ কিউবার মহিলাদের মাত্র ৭ শতাংশ কর্মনিযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে অধিকাংশই নামমাত্র বেতনের পরিচারিকা। মহিলাদের প্রথাবহির্ভূত ক্ষেত্রে জীবিকার জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। মহিলাদের বেতন পুরুষদের সমান করে দেওয়া হল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা গণ-পরিষেবায় এখন প্রচুর মহিলাকর্মী। কিউবার বিজ্ঞানীদের একটা বিরাট অংশই মহিলা।

আমাদের মহাজ্ঞানী সমালোচকরা আবার বলে থাকেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও এ দেশের অর্থনীতি সেভাবে উন্নত হতে পারেনি। এর কারণ খুঁজতে মোটেই কষ্টের প্রয়োজন নেই। কিউবায় বিপ্লব যখন সফল হল, দেশটির পরিচিতি একান্ত অনুন্নত দেশ হিসাবে। এরপরই ১৯৬০ থেকে কিউবার ওপর চেপে বসল মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। বরাবর কিউবা মার্কিন উপনিবেশ হিসাবেই গড়ে ওঠায় এর অর্থনীতি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চিনি বিক্রি এবং সেদেশের পর্যটনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ১৯৫৮ সালে কিউবার মোট আমদানির ৭৩.৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৬৪.৫ শতাংশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পর কিউবার অর্থনীতি তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

কিন্তু, সোভিয়েতের বিপর্যয়ের পর নতুন পরিস্থিতির সূচনা হল। সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নতুন পথ ধরতে হল কিউবাকে। নিজেদের পর্যটনশিল্পকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের ব্যবহার করে বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে নিজেদের দুনিয়ার পয়লা সারিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে কিউবা। কিউবার বিপ্লব কখনও অন্য দেশের মডেল অনুসরণ করেনি। বরং বাস্তবতা স্বীকার করে নতুন নতুন পথ খুঁজে নিয়ে

সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করে চলেছে তারা। কাস্ত্রো সঠিকভাবেই বলেছেন, "গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরলে চলবে না, এটাই বিপ্লবের সাফল্যের গুপ্ত তথ্য।"

প্রতিদিনই নতুন নতুন মিত্র লাভ করে চলেছে কিউবা। এদের মধ্যে মার্কিন নাগরিকরাও রয়েছেন। বিভিন্ন দেশে কিউবা সৌভ্রাতৃত্ব কমিটি তৈরি হয়েছে। কয়েক বছর আগে ভারতের কিউবা সুহৃদ সমিতি এক জাহাজ খাদ্য পাঠিয়েছিল ওই দেশের জনগণের জন্য। কিউবার রাষ্ট্রপতি কাস্ত্রো স্বয়ং সেই জাহাজকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, চরম দুর্যোগের মধ্যেও অন্য দেশকে সহযোগিতা দিতে কিউবা কখনও পেছিয়ে আসে না। নিকারাগুয়ায় প্রায় এক লক্ষ কিউবান স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেছেন। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান নানা দেশে অজস্র কিউবান চিকিৎসক কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করে চলেছেন।

কিন্তু, মার্কিন অন্তর্ঘাত শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মায়ামিতে বসবাসকারী চরম দক্ষিণপন্থী দুর্বৃত্তদের কিউবায় আঘাত হানার জন্য অর্থ ও সমর্থন দেওয়া ছাড়াও "গণতন্ত্র ও মানবাধিকার"-এর ধুয়ো তুলে কিউবায় আগ্রাসনের নানা চক্রান্ত বছরের পর বছর তারা চালিয়ে এসেছে। কিউবা সরকারের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা ও অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে চলেছে। এইসব অভিযোগ, উসকানিমূলক কাজকর্ম সত্ত্বেও কিউবা তাদের লক্ষ্য অর্জনে অনড়। মার্কিন ভূখণ্ড থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে কিউবার জনগণ ৪৪ বছর ধরে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর যারা কিউবার ধ্বংস ঘোষণা করেছিল আজ তাদের পূর্বাভাস মিথ্যা প্রমাণিত। কিউবার জনগণের সাহসিক সংগ্রামই তাদের মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে ছেড়েছে।

কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও এই ছোট্ট দেশটির বিরুদ্ধে সমানে ষড়যন্ত্র চালিয়ে চলেছে। ১৯৬১ সালের ১৭ই এপ্রিল 'বে অব পিগ' হামলা দিয়ে এর সূচনা হয়েছিল। সি আই এ-র মদত ও প্রশিক্ষণপুষ্ট এই বে অব পিগে অবতরণ করেছিল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাভানা দখলের লক্ষ্যে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরও কাস্ত্রো ও বিপ্লবের অন্য নেতাদের হত্যার জন্য কয়েক শত হামলা ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিন মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতামূলক কাজে কিউবায় ৩৪৭৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে, আহত হয়েছেন ২০৯৯ জন। এলিয়ান গনজালেজের কাহিনী সকলেরই জানা। এখন পাঁচ নিরপরাধ কিউবানকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে মায়ামির আদালত। এই মামলায় ন্যায় বিচারের সব শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে। আদতে মায়ামির মার্কিন মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য এই পাঁচ তরুণ কিউবানকে ধরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ফিদেল কাস্ত্রো তাই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, "কিউবার অপরাধটা কি? কেন তাকে বার বার আক্রান্ত হতে হবে?"

এখন কিউবা মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঘোষিত শয়তানের অক্ষের দেশ। মার্কিন হামলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কিউবা। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি কাস্ত্রো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, "কিউবা হবে বুশ প্রশাসনের সর্বশেষ লড়াই। প্রতিরোধ চিনিয়ে দেবেন কিউবার জনগণ।"

বর্তমানে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্যের ভারে ন্যুব্জ লাতিন আমেরিকার কোটি কোটি মানুষের সামনে আলোকবর্তিকা কিউবা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির সৃষ্ট নয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁদের আদর্শ কিউবা। মার্কিন চোখরাঙানির মধ্যেও দক্ষিণ আমেরিকায় একের পর এক বন্ধু লাভ করছে কিউবা। ভেনেজুয়েলায় সাভেজ বিরোধীদের পরাজয় এবং ব্রাজিলে লুই ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা-র জয় মার্কিন হস্তক্ষেপকে আহত করেছে। বিশ্বায়ন ও উদারনীতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইকে উজ্জীবিত করেছে এই দুই ঘটনা। এবং এই লড়াইয়ে কিউবাই উদ্দীপনার কেন্দ্র।

শুধু দক্ষিণ আমেরিকা নয়, গোটা বিশ্বে সমাজতন্ত্র ও শান্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের প্রধান উদ্দীপনা আজ কিউবা। সেজন্যই কিউবার বিপ্লবকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে মার্কিন শাসকরা। কিউবার জনগণের সাহসী প্রতিরোধ তাই ন্যায়, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামকারী বিশ্বের প্রতিটি মানুষেরই শক্তি।

কাস্ত্রোর কথায়, "এই কঠিন পরিস্থিতিতেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জনগণের বিরাট সাফল্যের জন্য কিউবার নাম চিরকালের জন্য ইতিহাসে লেখা থাকবে।"

"আমাদের দেশ অবরোধ করে রেখেছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার পাওয়ার, যার সঙ্গে রয়েছে ইউরোপও। কিন্তু এই জুটি কিউবার বিপ্লবকে ধ্বংস করতে বারবার ব্যর্থ হবে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক কিউবার মতো মূল্যবোধ এবং জনগণের সদিচ্ছা তাদের কারওরই ভাণ্ডারে নেই।"

কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র : এ সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতি

ভানুদেব দত্ত

কিউবা বিপ্লবের ফলে একটা ক্ষুদ্র আধা-ঔপনিবেশিক দেশ লাতিন আমেরিকার প্রথম স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই বিপ্লব মোকাবিলায় অবলম্বন করেছে নতুন উপায় যার লক্ষ্য বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশকে বিঘ্নিত ও স্তব্ধ করা। তারা শুরু করেছিল প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান। অবলম্বিত উপায়গুলির মধ্যে ছিল অন্তর্ঘাত, সশস্ত্র নাশকতামূলক কার্যকলাপ, প্রজাতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের প্রাণহানির চেষ্টা, অর্থনৈতিক অবরোধ ইত্যাদি।

কিউবা যাতে স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে এবং নিজের প্রতিরক্ষার স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে না পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে প্রাণে এটাই চাইত। কিন্তু কিউবা-সোভিয়েত চুক্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুষ্ট হয়। বেপরোয়া ও নগ্ন হঠকারী আগ্রাসনের রাস্তা গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেখা দিল সংকট। সংকট মীমাংসার একটি শর্ত থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ করবে না। ফলে নাকের ডগায় অবস্থান থাকা সত্ত্বেও কোনও আক্রমণের রাস্তায় যেতে পারছে না।

কিউবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ চলেছে প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়কাল জুড়ে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তারা শুরু করেছে অর্থনৈতিক অবরোধ, নিকটবর্তী স্থানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন, মাফিয়া চক্রের সাহায্যে কিউবাবাসীর অপহরণ, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদি। এই নীতির ফলে কিউবার জনসাধারণের ঐহিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত, এবং কিউবানদের পুরুষানুক্রমে এক স্থায়ী বৈরিতা ও উৎকণ্ঠার আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করছে। কিউবার প্রতি দশজনে ছয়জন এই অবস্থার মধ্যে জন্মাবধি দিন যাপন করে চলেছে।

কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন অর্থনৈতিক যুদ্ধের কোনও আইনি সমর্থন নেই। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৮-এর জেনেভা কনভেনশনে গৃহীত নীতির ২নং ধারার 'গ' উপধারা অনুযায়ী তা গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে এবং সে কারণে আন্তর্জাতিক আইনে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

গত ২০০ বছর ধরে কিউবাকে ভয়ঙ্কর মার্কিন বিপদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বরাবরই সে দেশের সবচেয়ে কট্টর শক্তিকেন্দ্রগুলি আমাদের দেশকে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। ইতিহাসের দিকে এক পলক দৃষ্টি দিলেই এই ছোট্ট ক্যারিবিয় দ্বীপটির সম্পর্কে মার্কিন মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তার এই আধিপত্যবাদী মতলব হাসিলের জন্য কোনও কসুর সে করেনি। ১৯৫৯-এর সফল কিউবা বিপ্লবের পর এই প্রয়াস আরও দৃঢ়তর হয়েছে।

কিউবাকে অর্থনৈতিকভাবে জব্দ করা মার্কিন শত্রুতার এক পুরনো রীতি। ৪০ বছরের ওপর এই প্রয়াস আরও দৃঢ় হয়েছে। সর্বপ্রকার বৈরিতাসাধন ও আক্রমণের দ্বারা দুনিয়ার এই সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রটি কিউবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে ব্যবস্থা কিউবান জনগণই তাদের মুক্ত ইচ্ছা অনুসারে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং স্থায়ীভাবে তাকে মজবুত করে তুলেছে।

কিউবার অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের এমন কোনও দিক নেই যা মার্কিন আক্রমণের শিকার হয়নি। দেখা গেছে যে এই মার্কিন মারণ-নীতির ফলে কিউবাকে কম করেও ৭০০ কোটি ডলারের বেশি পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ

(ক) ১৯৫৯ সাল, সবে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে অথচ বিপ্লবী সরকার তখনও পর্যন্ত গঠিত হয়নি। মাঝের এই সময়ে যারা সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করেছিল, তারা সকলেই পালিয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং চিরকাল তাদেরই আশ্রয়ে থাকল, আর ফিরল না। এইসব বাতিস্তাপন্থীরা লুণ্ঠন করেছিল ৪২৪ মিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে প্রথম আঘাত হেনেছিল কিউবার অর্থনীতির ওপর।

(খ) কিউবার জাতীয় অর্থনীতিকে, বিশেষ করে দেশীয় মুদ্রাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বিপ্লবী সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণের জন্য আবেদন করেছিল যা তারা মঞ্জুর করেনি।

(গ) ১৯৫৯ সালের ২৪ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দপ্তর কিউবা থেকে চিনি ক্রয় বন্ধ করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। উদ্দেশ্য কিউবায় ব্যাপক বেকারি ও কর্মচ্যুতি ঘটানো যাতে তাদের ক্ষোভ ও আক্রোশ ফেটে পড়ে কিউবা সরকারের ওপর। সে সময়কার মার্কিন সরকারের স্টেট সেক্রেটারি এই পদক্ষেপকে 'Measures of economic Warfare' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কেবল তাই নয়, ন্যাটো জোটের অভ্যন্তরের দেশগুলিও যাতে একই রাস্তা গ্রহণ করে, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিয়েছিল।

(ঘ) ১৯৬০ সালের ৬ এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল—এ বার আর কেবল চিনি নয়। কিউবার সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে দুর্বল করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হবে যাতে শেষ পর্যন্ত কাস্ত্রোর সরকারকে উচ্ছেদ করা যায়।

(ঙ) ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন সেনেট ৭০-২৮ ভোটে Agricultural Appropriation Bill পাস করে। এই বিলের মূল বক্তব্য হল : অন্য দেশগুলির ওপর থেকে একতরফাভাবে জারি করা অর্থনৈতিক অবরোধ কিছুটা পরিমাণে শিথিল করা,

যাতে খাদ্য ও ওষুধপত্র এই অবরোধের আওতা থেকে ছাড় পায়। এই আইন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু দেশের ওপর থেকে এই দুটি দ্রব্যকে অবরোধের আওতার বাইরে নিয়ে আসে। কিন্তু কিউবার বেলায় কেবল তা বহাল থাকল।

(চ) মার্কিন সেনেট-এর সদস্য জন ক্রাসক্রাফ ও সামব্রাউন ব্যাক এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য জর্জ নেদারকাট ১৯৬৩ সালের ২০ অক্টোবর 'ওয়াশিংটন টাইমস'-এ এক বিবৃতি দেন—তাতে তাঁরা জোর দিয়ে বললেন কিউবার বিরুদ্ধে খাদ্য ও ওষুধের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা যেমন করেই হোক জারি রাখতে হবে।

(ছ) এরই সূত্র ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করেছে অন্য দেশ যাতে কিউবার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে খাদ্য ও ওষুধ সাহায্য সব বন্ধ করে দেয়।

এইভাবেই ৪১ বছর ধরে চলেছে কিউবার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবরোধ। তাদের এই অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায় মার্কিন আধিপত্যের একমেরু সৃষ্টির স্বপ্নযুগে। তাই এই যুগে আমরা দেখি অবরোধ, আধিপত্য ও অভিভাবকত্বের মাত্রা বৃদ্ধি। এ সবের ফলে কিউবার অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। মার্কিনী পণ্য ও প্রযুক্তি থেকে কিউবা বঞ্চিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সাহায্য পায়নি।

কিউবায় মার্কিনী কোম্পানিগুলির বিনিয়োগে মার্কিন সরকারই বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। তাদের বাধাদানের ফলে কিউবাগামী বিদেশি জাহাজকে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। ফলে পণ্যসামগ্রীর পরিবহণ ব্যয় বাড়ছে। বিদেশি বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে। এইভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ কি দাঁড়িয়েছে, তারই এক বিবরণ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে কিউবান প্রতিনিধি রিকাডো অ্যালার্কন।

৪১ বছরের মার্কিনী অপরাধমূলক অবরোধের ফলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে এক আইনি হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, অবরোধের ফলে কিউবার ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২১ বিলিয়ন ডলার। ৪১ বছর ধরে কিউবার ওপর মার্কিনী অবরোধের ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে এসেছে, তেমনি কিউবাবাসীর জীবনেও নেমে এসেছে রোগ ও মৃত্যু এবং যন্ত্রণা ও ক্লেশ।

আমরা জানি বিপ্লবের আগে ও পরে কিউবা থেকে বহু লোক, যারা বর্তমানের কাস্ত্রোর শাসনব্যবস্থার বিরোধী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছে। তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে বাতিস্তা আমলের সেনাবাহিনীর লোকজনেরা, গ্রাম ও শহরের জমিদারেরা এবং বৃহৎ বুর্জোয়ারা। অর্থাৎ নতুন শাসনে যাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তারা।

এরপর প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। কিউবার এই সমস্ত মানুষেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে কিউবার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজটি যাতে সহজে ঘটে তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাসন নীতির

(Immigration policy) মধ্যে দিয়ে কিউবা থেকে যে কোনও মানুষকে সহজেই চুরি করে বা ফুসলিয়ে নিয়ে আসাটা সহজ হয়।

এই রকমই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি যা ঘটেছিল প্রায় বছর দুই আগে।

একটি ছয় বছরের কিউবার ছেলেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাতিস্তাপন্থী মাফিয়াচক্রের সাহায্যে ফ্লোরিডা দ্বীপের নিয়ামিতে নিয়ে গিয়ে বানানো-কাকার আশ্রয়ে রাখা হয়েছিল। কাজটা এতটাই অমানবিক যে শিশুটিকে তার বাবার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হল না। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। একটি ছয় বছরের শিশুর মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ছয় মাস ধরে চাপান-উতোর চলেছিল। মার্কিন সরকারের লজ্জাজনক Cuban Adjustment Act-এর মধ্যে দিয়ে এইভাবে প্রতি বছরে বহু কিউবাবাসী অপহৃত হচ্ছে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর পরিচয় দিয়ে মিয়ামিতে জড়ো করা হচ্ছে। এই মিয়ামি হল কিউবা-বিরোধী চক্রান্তের কেন্দ্র। এইভাবেই তাদেরকে দিয়েই করানো হচ্ছে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ। কিউবার নাগরিকদের এইভাবে নিয়ে আসার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে বাতিস্তাপন্থী কিউবান-আমেরিকান ন্যাশানাল ফাউন্ডেশন।

ছয় বছরের এলিয়ান গোনজালেজকে কিউবায় ফিরিয়ে দেবার জন্য কিউবা এবং অন্যান্য বন্ধুদেশ ও সংগঠন থেকে দাবি উঠেছিল। কেবল দাবি নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাসন নীতি (Immigration Policy)-র প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে কিউবার সমগ্র জনগণসহ বিশ্বের বহু মানুষ। এমনকি এতবড় অমানবিক কাজের শরিক হতে চাননি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মানুষ ও সংগঠন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ছেলেটিকে কিউবায় তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেবার পক্ষে রায় দিয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছেলেটির ওপর ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন (Personality Change)-এর যে ক্রমাগত অনুশীলন চালিয়েছিল, সেই পরিবর্তনের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনস্তত্ত্ববিদ ও মানসিক চিকিৎসকদের প্রাথমিক রিপোর্টে ধরাও পড়েছিল। ইউনেস্কোর (UNESCO) প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ফ্রেডারিকা মেয়র এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে জানান—একজন বিজ্ঞানী ও স্নায়ুবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি সতর্ক করে দিতে চাই যে, যে ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এলিয়ান চলেছে তা তার প্রাণী বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা (Biological and Psychological Stablity)-র ওপর আঘাত হানবে। এইভাবে সেখানকার আইনজীবী সম্প্রদায় (অ্যন্টনিও মার্টিন সানচেজ অন্যতম), নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী (রিগোর্বাতা মেনচু), বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (ডঃ জুলিও ফার্নান্ডেজ অন্যতম) প্রমুখ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্লিন্টন সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তাদেরই সাহায্যপুষ্ট অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও তাদের অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্ররোচনামূলক কাজের মধ্যে রয়েছে গুয়ান্তানামো নৌঘাঁটি

ও ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানে সেনা যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান প্রেরণ। কিউবার কাছাকাছি গুয়ান্তানামো উপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নৌঘাঁটি ছিল তাকে নিজের দেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্ন তুলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ফেলল। এর সঙ্গে যে জাতীয় নিরাপত্তার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সেটা বেশ বোঝা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেটবাহিত যুদ্ধজাহাজের বিশ্বজুড়ে সাগর-উপসাগরে, এমনকি বিপরীত গোলার্ধে, ক্রমাগত ঘোরাফেরার ঘটনায়। তবে কিউবার ওপর এ সংকটও কেটে যায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যা করেছে, কিউবা এবং ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জে সামরিক কার্যকলাপ এরই একটা অংশ। (এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সামরিক কার্যকলাপের একটা তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল)।

এইভাবে একেবারে গোড়াতেই কিউবার বিপ্লবকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেছিল অর্থনৈতিক অবরোধ, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক আগ্রাসনের মধ্যে দিয়ে। প্রথমদিকে তারা বেছে নিয়েছিল চিলির এদুয়ার্দো ফ্রেইকে। লাতিন আমেরিকার এই ধরনের সরকারকে মদত দিয়ে কিউবার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। আবার অন্যদিকে ব্রাজিলের গোলার্ট সরকার এবং ১৯৬৪ সালে গিয়ানার পিপল্স্ প্রোগেসিভ পার্টির সরকারের পতন ঘটাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাহায্য করেছিল। তাদের গুপ্তসংস্থা সি. আই. এ. গুয়াতেমালার গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। এইভাবে ১৯৬৯ সালে হাইতির কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ, বলিভিয়ার প্রগতিশীল তোরেস সরকারের বিরুদ্ধে ক্যু সংগঠিত করা, চিলিতে গণঐক্য ব্লকের সরকারকে সরিয়ে দিয়ে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্র কায়েম করা—এসবের পিছনে ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

বিপ্লবের প্রাথমিক কালপর্ব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ সত্ত্বেও কিউবার অর্থনীতি তা সামলে টিকে থাকতে পেরেছে। এমনকি সামান্য সাফল্য লাভও করতে পেরেছে।

প্রথম ১৫ বছরে কিউবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৭ থেকে ২২ ডিসেম্বর তারিখে। সেখানে কিউবা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক হিসাবে ফিদেল কাস্ত্রো যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি প্রথম ১৫ বছরে কিউবার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে তুলে ধরেছিলেন। তবে তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যাপারটা প্রথম কালপর্বে কিউবার নতুন সরকারের মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে ছিল না। অর্থাৎ সাফল্য বা অগ্রগতি যতটুকু হয়েছিল, তা তাঁর কাছে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। আরও কিছু প্রত্যাশিত ছিল, যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বিপ্লবের এই প্রাথমিক স্তরে, সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, সামরিক

আগ্রাসন ও নির্মম অর্থনৈতিক অবরোধের সামনে দেশের শক্তিকে প্রধানত প্রতিরোধ করে চলার দিকে চালিত করা প্রয়োজন ছিল।

১৯৬৬-৭০ কালপর্বে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৩.৯ শতাংশ তার তুলনায় ১৯৭১-৭৫ কালপর্বে তা দাঁড়িয়েছিল ১০ শতাংশেরও বেশি। এর ফলে গভীর সামাজিক রূপান্তর সাধন সম্ভব হয়েছিল এবং সে সময় পর্যন্ত এমন কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল পশ্চিম গোলার্ধের অন্য কোনও দেশ যা পারেনি।

প্রথম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কিউবায় বেকারি নেই, বর্ণবৈষম্য নেই, নেই ক্ষুধা, দুর্দশা, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, নিরক্ষরতা আর স্কুলে যেতে পারে না, পায়ে জুতো নেই এমন কোনও শিশু।

আলোচ্য কালপর্বে বহু শিল্পের প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটেছে। বিপ্লবের পূর্বে নির্মিত উদ্যোগগুলিতে নিকেলের উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়েছে। তৈল-শোধন শিল্পের উৎপাদন ১৯৫৮ সালে ছিল ৩৬ কোটি টন, ১৯৭৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৩৫,০০০ টন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ২৫৫ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণ। ইস্পাত উৎপাদন অতীতে ছিল অকিঞ্চিৎকর, এখন তা দশগুণ বেড়েছে—২৪০০০ টন থেকে ২৪০,০০০ টন, এবং সার—১৯৫৮-র ১৯৫,০০০ টন থেকে ১৯৭৫ সালে, ১,০০২,০০০ টন রাসায়নিক আগাছা-নাশকের উৎপাদন ১৯৫৮ সালে ছিল ১২০ টন, এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৮০০ টন, সিমেন্ট উৎপাদন ৬৬৫,০০০ টন থেকে বেড়ে হয়েছে কুড়ি লক্ষ টন শিশুখাদ্যের উৎপাদন ১৯৬৩ সালে ছিল ২৮৩২ টন, ১৯৭৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২০,০০০ টন। মাছ ধরার পরিমাণ বৃদ্ধির হার হল ছয় গুণের বেশি।

জমিতে বা কৃষিতে অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটেছিল বিপ্লবের তিন মাসের মধ্যেই। প্রথম ভূমিসংস্কার রচিত হয় ১৯৫৯ সালের মে মাসে। এই আইন অনুসারে কৃষির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে থাকল শতকরা ৪০ ভাগের কিছু বেশি জমি, ছোট কৃষকদের দেওয়া হল শতকরা ৩০ ভাগ আর বাকিটা বড় কৃষক ও গ্রামীণ পেটি-বুর্জোয়াদের হাতে থাকল। প্রসঙ্গত, এই আইন পাশ হলে কিউবার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী—বাতিস্তাপন্থী বৃহত্তম লাতিফুন্ডিয়া গ্রুপের স্বার্থরক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। কোনও অবরোধ বা ভীতি প্রদর্শনে শঙ্কিত না হয়ে কিউবা তার অর্থনৈতিক কর্মসূচি জারি রেখেছিল। দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইন হয়েছিল ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে। এই আইনানুসারে ছোট ও মাঝারি কৃষক এবং বড় কৃষকদের অধীনে থাকা উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ নিয়ে নেওয়া হল, শেষের এই সংস্কার করা সম্ভব হয়েছিল কারণ কিউবার শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল শ্রমজীবী কৃষকেরা।

১৯৫৮ সালের তুলনায় কর্ষিত জমির আয়তন ১৯৭৫ সাসে দ্বিগুণ বেড়েছে জলাধারের সামগ্রিক পরিমাণ ২ কোটি ৯০ লক্ষ ঘন মিটার থেকে বেড়ে ৪৪০ কোটি ঘন মিটার হয়েছে। সেচযুক্ত এলাকা ১৬০,০০০ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০৮,০০০

হেক্টর। বর্তমানে লেবু জাতীয় ফলের চায় হয় এক লক্ষাধিক হেক্টর জমি জুড়ে। অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের তুলনায় তার বৃদ্ধির হার নয় গুণ। কিউবায় প্রথম বছরেই ১৭,০৫৯ কিলোমিটার বড় রাস্তা ও অন্যান্য পথ তৈরি হয়েছে; পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যতটা পথ তৈরি হয়েছিল তার তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০ শতাংশ।

নির্মাণ শিল্পের উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য ১৯৭৫ সালে ১৪০ কোটি পেসোতে গিয়ে পৌঁছেছে, ১৯৭০-এর স্তরের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার হল তিন গুণ।

চিনি শিল্প কিউবার জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেড়দশক সময়কালে আখের ফসল তোলবার অভিযানে একটি লক্ষ্যগত উল্লম্ফন ঘটে গেছে। আখের চাষের আওতায় আসা জমির আয়তন বেড়ে হয়েছে ১,৫১৪,২০০ হেক্টর। ফসল তোলার ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অধিকতর উৎপাদনশীল ফসল প্রবর্তন করা হচ্ছে এবং ক্ষেতে প্রযুক্ত যন্ত্রপাতির পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৭৫ সালে ফসল কাটার মরশুমে ক্ষেতে ক্ষেতে নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮০,০০০ আখ-কাটা কর্মী; এটা হল পুঁজিবাদী অবস্থার কাজে নিযুক্ত সংখ্যার মাত্র অর্ধেক। ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৭০,০০০ শ্রমিক উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য মুক্তি পেয়েছেন।

চিনিকলগুলির উৎপাদনশীলতার কথা বলতে গেলে, জোর দিয়ে বলা দরকার যে সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার, ১৯৭৫ সালে তা কমে হয়েছে ৮৯ হাজার, অর্থাৎ ২৬ শতাংশ কমেছে। মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রমিক অন্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে।

বিপ্লব পরবর্তীকালে জাতীয় ভারী শিল্প বেড়েছে ২.৯ গুণ, তার বার্ষিক বৃদ্ধিহার ৬.৪ শতাংশ। গত পাঁচ বছরে বার্ষিক বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশ।

বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রগুলির নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫৮ সালের পর থেকে বেড়েছে তিন গুণ, এই কালপর্বে অনেকগুলি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

কিউবার বিদ্যুৎশক্তি মাথাপিছু ব্যবহার ১৯৫৯ সালে ছিল ৪৬৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা, ১৯৭৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭০৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বিপ্লবের আগে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১৩,০৯৮ কিলোমিটার, আর আজ এই দৈর্ঘ্য ৩২,০৬৭ কিলোমিটার। এছাড়াও ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন যেসব বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎশক্তি ব্যবস্থা ছিল এখন সেগুলিকে একত্র করে সুসংবদ্ধ এক রাষ্ট্রায়ত্ত পাওয়ার গ্রিড তৈরি করা হয়েছে। চিনি শিল্পে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা ১৯৬৮ সালে ছিল ২০০, ১৯৭৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৭৪।

খনি শিল্পে নিকেলের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে; বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে এই ধাতুটির উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে মোট ৩৬,৮০০ টনে গিয়ে পৌঁছেছে। নিকেল শিল্পে ব্যবহৃত হত মার্কিন সাজসরঞ্জাম ও মার্কিন প্রযুক্তিবিদ্যা; ইনজিনিয়ারিং কর্মীরা কাজ ছেড়ে যাবার পর এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবার পর এই শিল্পের শ্রমিকরা কাজ চালিয়ে যাবার

জন্য এবং বস্তুতপক্ষে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। কিউবার শ্রমিকশ্রেণী কী করতে পারে তাঁরা তা দেখিয়েছেন।

আমাদের বিপ্লবের বিজয়ের আগে, বলতে গেলে কোনও ধাতুকর্ম শিল্পই ছিল না। বস্তুত, আমাদের ছিল প্রায় ৪০টি ফ্যাক্টরি সপ, তার মধ্যে মাত্র আটটি ১০০ জনের বেশি কর্মচারী ছিল, আর ধাতুকর্ম শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,০০০।

১৯৭৫ সালে ধাতুকর্ম শিল্পে ছিল ৭০টি কল-কারখানা, তাতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন ২৯,০০০ মানুষ, তাদের মধ্যে ৩৩৯ জন উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। এই শিল্পে উৎপন্ন হয়েছে ২৭ কোটি ১০ লক্ষ পেসো মূল্যের পণ্য।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় র‍্যাশনালাইজেশন ও যন্ত্রীকরণ কার্যকর করা হয়েছিল এমনভাবে, যেটা স্বভাবতই পুঁজিবাদে যা করা হয় তার থেকে একেবারে আলাদা। পুঁজিবাদে বাড়তি শ্রমিকদের পথে দাঁড়াতে হয়, তাদের ভাগ্যে নেমে আসে দারিদ্র্য। কিউবার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাহায্য করা হয়েছে, তাঁদের সকলকে দেওয়া হয়েছে নতুন কাজ; তাছাড়া শিল্পগত দক্ষতা বাড়াবার জন্য এবং নতুন কাজ পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংগঠিত করা হয়েছিল, সৃষ্টি করা হয়েছিল বিরাট সুযোগ।

১৯৫৮ সালের জুতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ জোড়া, তা ১৯৭৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি জোড়া।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমাদের দেশের সুতাকলগুলি তৈরি করত বছরে ৬ কোটি বর্গমিটার কাপড়, আর দেড় দশক সময়কালে তার উৎপাদন গিয়ে পৌঁছেছে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গমিটারে। এটা যথেষ্ট নয় এবং কিউবাকে এখনও প্রচুর পরিমাণ কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

গত পাঁচ বছরে লঘু শিল্পে বৃদ্ধিহার বেড়েছে ১২ শতাংশ। ১৯৭০ সালে এই শিল্প উৎপন্ন করেছিল ৪১ কোটি পেসো মূল্যের তৈরি পণ্য, আর এই বছর সেই অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩ কোটি ৮০ লক্ষ পেসো। এই শিল্পে শ্রমদক্ষতাও যথেষ্ট বেড়েছে।

গত দশ বছর যাবৎ খাদ্যশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে তার উৎপাদন বাড়ছিল বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে, আর ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে তার গড় বৃদ্ধিহার ছিল ৬ শতাংশ।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭০—এই পাঁচ বছরে খাদ্যশিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পেসো। ১৯৭১-৭৫ কালপর্বে এই শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ অনেকখানি বেড়েছে। শুধু ১৯৭৫ সালেই এই শিল্প উৎপাদন করেছে ১৩৭ কোটি পেসো মূল্যের পণ্য।

এই সময়ে কৃষিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। বিপ্লবের আগে দেশে ৮ শতাংশ ভূ-স্বামী ছিল ৭০ শতাংশের বেশি জমির মালিক। এর মধ্যে ছিল উত্তর আমেরিকার মালিকেরা। কৃষিতে যে রূপান্তর ঘটেছে তার ফলে দেশের সমস্ত জমির ৭০ শতাংশ হয়েছে জনগণের সম্পত্তি এবং এখন তা কিউবায় কৃষিক্ষেত্রের একটা বিরাট অংশে উৎপাদিকাশক্তিগুলির বিকাশের মেরুদণ্ড।

কিউবায় কৃষির পরিবর্তন শুধু কাঠামোগতভাবেই ঘটেনি, কৃৎকৌশলগত ও সামাজিকভাবেও ঘটেছে। প্রাক্-বিপ্লব আমল থেকে পাওয়া ৯০০টি ট্রাকটর দিয়ে কিউবা কাজ শুরু করেছিল। এখন আছে ৫৪,০০০টি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ট্র্যাকটর।

প্রাক্-বিপ্লব আমলের তুলনায় ব্যবহৃত কীটনাশকের পরিমাণ বেড়েছে তিন গুণ এবং রাসায়নিক সারের পরিমাণ বেড়েছে পাঁচ গুণ।

এই সময়ের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের চেহারা বদলিয়েছে।

১৫৩টি কৃষি সমবায় ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে এবং আরও ৭১টি তৈরি হতে চলেছে। আজ বহু গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রস্তুতিমূলক পাঠক্রমের ছাত্ররা, মাধ্যমিক ও কৃৎকৌশলগত স্কুলের ছাত্ররা লেখাপড়ার সঙ্গে কাজকে মিলিয়ে নিয়ে গ্রামাঞ্চলের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। শহরের যুবসমাজকে এইভাবে গঠনমূলক কাজ ও শিক্ষাগত কাজকর্মে টেনে আনা হচ্ছে। এর ফলে তারা গ্রামের অধিবাসীদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের কর্মশক্তি ও সংস্কৃতি পৌঁছে দিচ্ছে।

বিপ্লবের বিজয়ের পর বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আগে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাত জাতীয় ও বিদেশি পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।

বিপ্লবী বিকাশের সময়ে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ছিল গড়ে প্রতিবছর ৭ শতাংশ করে, যদিও প্রতিবছর তা সমান ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটে ১৯৭০-৭৪ কালপর্বে।

১৯৭৪ সালে কিউবার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৫৮ পরিমাণকে ২.৯ গুণ ছাড়িয়ে গেছে এবং ১৯৫৯-৬১ অঙ্ককে ৩.৫ গুণ ছাড়িয়ে গেছে।

বিজয়ী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কিউবার আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। কিউবার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে চললেও এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, গরীব ও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত কিউবার সামনে অসুবিধাও ছিল প্রচুর। এটি হয়েছিল বৈরিতাপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী কাজকর্মের ফলে। নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় নিম্ন-আয়গোষ্ঠীভুক্তি পরিবারগুলিকে রক্ষা করার দৃঢ় নীতির বিপ্লব সব সময় অনুসরণ করেছে। তাই, কতকগুলি পণ্য ও সেবাকর্ম যেমন, মাংস, দুধ, রুটি, চিনি, ডিম, চাল, চর্বি, আলু, ওষুধপত্র ও পৌর পরিবহণের ভাড়া প্রভৃতির মূল্য স্থিতিশীল থেকেছে। গত দশ-পনেরো বছরের বল্‌গাহীন মুদ্রাস্ফীতির দরুন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এইসব পণ্য ও সেবাকর্মের দাম যথেষ্ট বেড়েছে।

মনকাড়া ব্যারাকের উপরে আক্রমণের বছরে দশ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে জনসমষ্টির ২৩.৬ শতাংশ ছিলেন নিরক্ষর। ১৯৫৮ সালে, কিউবার শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় দশা প্রতিফলিত হয় নিম্নলিখিত চারটি অঙ্কের মধ্যে :

দশ লক্ষ লোক সম্পূর্ণ নিরক্ষর; দশ লক্ষের বেশি আধা-সাক্ষর; ৬ লক্ষ শিশু স্কুলে যায় না; দশ হাজার শিক্ষক বেকার।

১৯৬১ সালে নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান চালানো হয়; কিউবার জনগণের পক্ষে সেটা এক বিরাট কৃতিত্ব। এক বছরের মধ্যে ৭০৭,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক লোক পড়তে এবং লিখতে শেখেন।

১৯৫৮ সালে, বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে দেশে মোট ছাত্রসংখ্যা যেখানে ছিল ৮১১,৩৪৫ সেখানে বর্তমানে তার সংখ্যা ৩,০৫১,০০০। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশের প্রতি তিনজনে একজন লেখাপড়া করছে।

বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেখানে ছিল১৫,০০০ সেখানে এখন তাদের সংখ্যা ৮৩,০০০।

বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশের নতুন ভাবনা জনগণের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে।

কিউবার পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং কলা ও সাহিত্যের স্তর উন্নীত করার ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। অনেকগুলি কলাশিল্প শিক্ষায়তন খোলা হয়েছে; বর্তমানে এ ধরনের ৪৭টি শিক্ষায়তন আছে যার ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার—এঁরা সবাই ভবিষ্যতের শিক্ষক, শিক্ষাদাতা ও অভিনেতা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লব জাতীয় ও বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রচনাগুলি জনপ্রিয় করে তোলা সহজতর করেছে। নিরক্ষরতা দূর করে এবং এখন সমগ্র জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার ত্বরান্বিত প্রক্রিয়া সম্পাদন করে বিপ্লব কিউবাকে পরিণত করেছে অজস্র পাঠকের দেশে।

এই কালপর্বে তৈরি হয়েছে শতাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। বর্তমানে গবেষণা কর্মে নিযুক্ত আছেন প্রায় ২১,০০০ বিশেষজ্ঞ ও কৃৎকুশলী। ১৯৭৪ সালের মধ্যে হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৬,৪০২ যেখানে ১৯৫৯ সালে ছিল ২৮,৫৩৬।

ফিদেল কাস্ত্রো প্রথম পার্টি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সময়ে যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, সাধারণত সব বিপ্লবের মধ্যেই ইউটোপীয় চিন্তার কিছু কালপর্ব দেখা যায়। ঐতিহাসিক লক্ষ্য প্রকৃত ঘটনার তুলনায় অনেক কাছে, এরকম চিন্তা করা, জনগণের ইচ্ছাশক্তি ও অভিলাষই সর্বশক্তিমান এরকম ভাবা, এবং বিষয়গত বাস্তবের চাহিদার উপরে তারই অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি।

এর অর্থ এই নয় যে বিপ্লবীদের কোনও স্বপ্ন থাকবে না কিংবা লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি থাকবে না। স্বপ্ন ছাড়া, ইউটোপীয় ছাড়া কোনও বিপ্লবিই হতে পারত না। কখনও কখনও প্রতিবন্ধকের ফলে, লোকের গতি স্তব্ধ হয়ে যায় শুধু এই কারণে যে সেই সব বাধাকে তাঁরা অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করেন, যদিও বস্তুত পক্ষে তার মোকাবিলা করা যায়। কিউবার ইতিহাস দেখিয়েছে যে আপাত অনতিক্রম্য অসুবিধা শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু বিপ্লবীর কর্তব্য হল বাস্তববাদী হওয়া, তার কাজকর্মকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিকাশের নিয়ামক নিয়মসাপেক্ষ করা, রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও বিশ্ব অভিজ্ঞতার

অফুরন্ত উৎস থেকে বিপ্লবী প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা এবং লভ্য তথ্য, ঘটনা ও বাস্তব থেকে শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম হওয়া।

কিন্তু কিউবার বিপ্লব সমাজতন্ত্র নির্মাণে অন্যান্য জাতির অর্থাৎ তারও অনেক আগে যেসব জাতি সেই পথে যাত্রা করেছিল, তাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সম্পদকে প্রথমদিকে কাজে লাগাতে পারেনি। নিজের ক্ষমতাকে যদি কিউবা বাড়িয়ে না দেখত তাহলে তা বিপ্লবীদের বৈশিষ্ট্যসূচক বিনয় প্রকাশ করা হত এবং সেই উৎস থেকে যা কিছু কিউবা শিখতে পারত তার জন্য সযত্নে প্রয়াসী হত এবং কিউবায় বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট অবস্থায় তা প্রয়োগ করতে পারা যেত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি বিজ্ঞান, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্জিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় তা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। কিউবার নিপ্লবীরাও এই উত্তরাধিকারের সম্পদে কিছু যোগ করতে পারে।

কিউবা বিপ্লবের বছরগুলিতে নিঃসন্দেহে বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক কিছু অর্জন করেছে। রূপায়িত করেছে দুঃসাহসী সব পরিকল্পনা। জনগণের জীবনমান উন্নয়নে, তাদের চাহিদা পূরণে এবং অর্থনীতির উন্নতির সহায়ক কাঠামোতে (ইনফ্রাস্ট্রাকচারে) বহুবিধ প্রকল্প সৃষ্টিতে কিউবা বিরাট অগ্রগতি করেছে। গত কয়েক বছরে এই অগ্রগতির হার বেড়েছে।

এ সত্ত্বেও ফিদেল কাস্ত্রো কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রতিবেদনে স্বীকার করেন যে ''বহু ক্ষেত্রে আমাদের সম্পদ সর্বাধিক দক্ষতা-সহকারে ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সবসময়ে যথেষ্ট কার্যকর হয়নি এবং আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাও সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়নি। সাধারণভাবে আমাদের প্রশাসকদের অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞানের অভাব আছে, উৎপাদনের ব্যয় ও উন্নত দক্ষতার প্রশ্নগুলি তাঁরা খতিয়ে বিচার করেন না। অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে আমাদের অপ্রতুল জ্ঞানের দরুন আমরা অতিরিক্ত সময়ে কাজ করা বাবদ কী মূল্য দিই তা র্নিধারণ করা এবং মাল-মশলার মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় নির্ধারণ করা অসম্ভব। আমাদের অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় আমরা নিশ্চিতভাবে আদর্শবাদী ভ্রান্তিতে ভুগেছি। কখনও কখনও আমরা উপলব্ধিই করিনি যে বিষয়গতভাবে বিদ্যমান অর্থনৈতিক নিয়মগুলি মেনে চলা দরকার।

আদর্শবাদী অবস্থা থেকে মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত প্রয়োগ উপেক্ষা করে আমরা নিজস্ব পদ্ধতি বার করার চেষ্টা করেছি। কৃত কাজের জন্য পারিশ্রমিকের নীতি উপেক্ষা করার ফলে, বিভিন্ন সুবিধা ও সেবাকার্যের অপ্রতুল সরবরাহের অবস্থায় বাজারে চালু অর্থের পরিমাণ প্রচণ্ড ও মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি ফাঁকি দেবার এবং শিথিল শ্রম-শৃঙ্খলার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। আমরা ভেবেছি আমরা উৎপাদন ও বণ্টনের কমিউনিস্ট ধরনের কাছাকাছি চলে আসছি অথচ প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঠিক পদ্ধতি থেকে ক্রমেই আমরা আরও দূরে সরে যাচ্ছিলাম।

রাজনৈতিক বিষয়েও আমরা ভুলভ্রান্তি করেছি। সেই ১৯৬২ সালে সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে। অবশ্য যথাসময়ে তা সমালোচিত ও সংশোধিত হয়।

১৯৭০ সালের পর যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করা হয় ও দূর করা হয় তার মধ্যে ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়া, পার্টি ও রাষ্ট্রের কাজকর্মের কিছুটা বিশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক সংস্থাগুলির জায়গায় পার্টি সংস্থাগুলিকে বসানো, এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ভূমিকাকে খাটো করা।"[১]

সূত্র-নির্দেশিকা

১. কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রতিবেদন।

"নাই নাই ভয়" : কিউবার অমৃত মন্ত্র

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"Within the Revolution, every thing, against the Revolution, nothing" [Fidel Castro, 1961]

"I would spend my last days in Gulag rather than in California,"[Graham Greene, interview with 'Granma' (Havana) around Nov. 1983]

বেশ কিছুকাল আগে 'পরিচয়' পত্রিকাতেই ভিয়েতনাম-এর অসমসাহসী সংগ্রাম বিষয়ে লিখতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের কথা—"যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা/দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্কতিলক"। অধুনা পূর্ব ইয়োরোপে প্রতিবিপ্লবের চতুর ছদ্মবেশী স্থিরসঙ্কল্প ও ক্রমান্বিত আঘাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটের অভ্যন্তরেই দীর্ঘদিনের প্রায়-অবোধ্য জাড্য ও তারই অনুষঙ্গে বিপ্লবী চরিত্রে ব্যাপক স্খলনের ফলে প্রায় যেন আত্মহননের মতো ঘটনায় জগৎ জুড়ে সমাজবাদ-সাম্যবাদের বিপর্যয় ঘটেছে। সমাজবাদের অগ্রগমনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রেণীবৈরিতাও যে কঠোরতর হয়ে ওঠে, স্টালিনের এই পুরনো সতর্কবাণীকে গ্রহণ না করে, যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন ব্যাপারে শুধু সোভিয়েট নয় সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন অবহেলা দেখিয়ে এসেছে। বেশ কিছু দেরিতে বুঝলেও এটা বোঝার চেষ্টা খুবই প্রয়োজন। ইতিহাসেরই সাক্ষ্য তো রয়েছে যে, বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবেরও আশঙ্কা থেকে যায়, বিলম্বিত হলেও সে-আশঙ্কার প্রচণ্ড গুরুত্ব কমে না। অতর্কিতে প্রতিবিপ্লবীর হাতে মার খেলাম বলে অজুহাত যে চলে না তা ফ্রান্সে ১৮৪৮-৫১ সালের ঘটনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বয়ং মার্ক্স-এর বহু বহ্নিমান বক্তব্যে ঘোষিত হয়েছে। ব্যক্তি বা সমষ্টির কাছে ইতিহাসের তো কোনও বাধ্যবাধকতা নেই; বিপ্লব অনিবার্য বলে চড়ে বসলাম ইতিহাসের শকটে আর বিনা বাধাবিঘ্নে পৌঁছলাম লক্ষ্যস্থলে, এমন কাণ্ড তো ঘটে না। সেখানে সর্বদাই যে থাকে মানুষের (ব্যক্তি ও সমষ্টি) সক্রিয় ভূমিকা। স্বখাতসলিলে ডুবে মরার ঘটনাও তো একেবারে বিরল নয়। আর কিছু পরিমাণে তাই যে ঘটেছে পূর্ব ইয়োরোপে তা নিঃসংশয়। থাক্ সে-কথা, যার প্রকৃত সমীক্ষা কোনও একসময় ঘটবে আশা করি, আর বর্তমানের বিকট বিড়ম্বনা আর বিপদের অবসানকল্পে আব্বার জগৎ জুড়ে লড়াই চলতে থাকবে।

ইতিমধ্যে চলুক সর্বত্র যথোচিত কালোপযোগী বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের আয়োজন। কেমন করে মানবে দুনিয়ার মানুষ যে বঞ্চিত জনতা আবার জাগবে না? জগতের

বর্তমান 'প্রভু' হয়ে যারা বসেছে, আমেরিকা-ব্রিটেন-জার্মানি-ইতালি-ফ্রান্স, কানাডা-জাপান নিয়ে জি-৭' বলে পরিচিত যে শক্তি, আমাদের মতো দেশকে অবলীলাক্রমে অবদমিত যারা করতে লেগেছে, 'পবিত্র গণতন্ত্র'র নামে যারা ইরাকের সঙ্গে লড়াইয়ে মরুযুদ্ধে ছ'হাজার আরব সৈন্যকে জীবন্ত অবস্থায় বালুকাসমাধি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাদের দুর্বৃত্তি আর দৌরাত্ম্যকে পরাস্ত করার প্রয়াসে সব দেশের জনতা লিপ্ত না হলে আমাদের মনুষ্যত্বই যে লুপ্ত হবে। এজন্যই ভাবি বিশেষ করে ছোট্ট কিউবার কথা, অকুতোভয় যে-দেশ গর্বভরে তুলে ধরেছে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ধ্বজা—ধ্বনি তুলেছে : "Socialism or Death!" এবম্বিধ বাক্য, বাতুলতা মাত্র ভাববেন অবশ্য বহু বিজ্ঞজন। ভাবুন, তবু কিউবার দিকে তাকিয়ে মনে কেবলই ঘুরছে রবীন্দ্রনাথের বাণী :

যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ হয় উত্তাল
হোয়ো নাকো লুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল—
জয় জয় জয় গান গাইও।
হাঁই মারো, মারো টান, হাঁইও।।

* * *

কিউবার বিপ্লব বিষয়ে সামান্য মাত্র সন্ধান থাকলে জানা যায় তার মোহনীয়তা—তারুণ্যের নানাগুণ, আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবত্তা, অকুতোভয় কর্ম ব্যাপৃতি ইত্যাদির সমাবেশ মনকে মুগ্ধ না করে পারে না। ছোট্ট দ্বীপ, মার্কিন উপকূলের অদূরে। ইয়াঙ্কি প্রভুত্ববাদীদের চক্ষুশূল, পাশ্চাত্য গোলার্ধে সমাজবাদ-সাম্যবাদের এক প্রজ্বলন্ত প্রদীপ—একে নিভিয়ে দিতে, নিংড়ে ফেলতে, নিঃশেষ করতে আমেরিকান দৌরাত্ম্যের অন্ত নেই তেত্রিশ বৎসর ধরে। আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থাকে অবজ্ঞা জানিয়ে আজও সেখানে গুয়ান্টানামোতে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। সর্বশক্তি দিয়ে তাকে অবরোধের জোরে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা কখনও স্তব্ধ হয়নি। জগৎ জুড়ে 'ঠাণ্ডা লড়াই' নাকি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু কিউবাকে পিষে মারার মার্কিন দুর্বৃত্তির শেষ নেই। সোভিয়েট আর পূর্ব ইয়োরোপের প্রাক্তন সোসালিস্ট দেশ থেকে কিউবা পেতো খাদ্য, তেল, সিমেন্ট, কলকব্জা প্রভৃতি জিনিস যা বিশেষভাবে কমানো দামে আমদানি হত, আর কিউবা রপ্তানি করত তার প্রধান উৎপাদন চিনি আর নিকেল যা এখন তার পক্ষে সম্ভব আর নয়, কারণ প্রতিবিপ্লব জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোসালিস্ট বাণিজ্যনীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। আমেরিকা আইন করতে চলেছে যাতে কানাডা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দেয় আর সবাই মিলে ক্ষুধাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে দুঃসাহসী কিউবাকে শায়েস্তা করা যায়, পদানত করা যায়। বিপ্লবী কিউবার সংকল্পকে চূর্ণ করা অবশ্য সহজ কর্ম নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানকার বীর জনতাকে প্রচণ্ড অভাব ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাণিজ্য-সংকোচনের ফলে বিষম দুর্দশা তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মোটর গাড়ির সংখ্যা দারুণভাবে কমাতে হয়েছে; পেট্রোল আর যন্ত্রপাতি সবই প্রায় অপ্রাপ্য। চীন থেকে কয়েক লক্ষ বাইসাইকেল

তাই কেনা হয়েছে; ঘোড়ায় টানা এবং গরুর গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে; ভোগ্যবস্তুর সরবরাহের একান্ত অভাব ঘটায় দেশের সবাইকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সহজ নয় এসব কাজ একেবারে। ত্রিশবর্ষাধিক সময় জুড়ে আমেরিকা টাকার জোরে, গোয়েন্দা লাগিয়ে, নেশাভাঙের অজস্র সুযোগ জুগিয়ে, চকমকে বিলাসিতার জীবনের লোভ দেখিয়ে আর অবশ্যই সমাজবাদ-সাম্যবাদবিরোধীদের কিনে নিয়ে মার্কিন প্রভুরা অবিরাম লেগে রয়েছে কিউবার শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দিতে, তার মাথা নুইয়ে দিতে। বহুকাল ধরে চলছে এই যে প্রক্রিয়া তাকে আরও জোরদার, আরও সোল্লাস করে তুলেছে সোভিয়েতসহ পূর্ব ইয়োরোপে প্রতিবিপ্লবের জয়। কেমন করে এই দুরবস্থার মধ্যে মনের জোর বজায় রেখে কিউবা লড়ছে তা বাস্তবিকই এক আশ্চর্য ঘটনা। তবু দেখি, শত্রুপক্ষের বিবরণেই দেখি যে, কিউবার রাজধানী হাভানায় ঢুকলেই চোখে পড়বে বিরাট প্রচারপত্র ঃ ''Mr. Imperialism, we are not afraid of you!'' ["হে শ্রী সাম্রাজ্যবাদ, আমরা তোমাকে ভয় করি না!"]

"অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র" কেবল যে ফিদেল কাস্ত্রোর মতো তেজস্বী কর্মবীরের বজ্রঘোষণায় প্রকাশ হচ্ছে তা নয়। এরই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখা দিল স্পেনের বার্সিলোনায় সম্প্রতি-সমাপ্ত 'অলিম্পিক' ক্রীড়াঙ্গনে। যেখানে বিশ্বের কঠোরতম ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় ছোট্ট কিউবা [যার লোকসংখ্যা বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে!] হয়েছে পঞ্চম [উপরে যে চার দেশ আছে তার মধ্যে মার্কিনদের বাদ দিলে থাকে প্রাক্তন-সোভিয়েট, চীন আর জার্মানি, যাদের কৃতিত্বের দাবি মূলত ও প্রধানত থাকবে অধুনা-বিলুপ্ত সমাজবাদী ব্যবস্থার] । এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, অলিম্পিকের ইতিহাসে সমাজবাদী দেশগুলির অতুলন সাফল্য বহুদিনই দেখা গিয়েছে। '৯১ সালেই Pan-American Games হয়েছিল হাভানাতে। কিউবার গৌরবগরিমা ছিল অম্লান। কাস্ত্রোর পিতৃভূমি হল স্পেন; সেদেশ থেকেই বহু পরিবার আমেরিকায় বসবাস করছে; স্পেনের কবিতা অনবদ্য, সেদেশের স্ত্রী-পুরুষ স্বভাবত প্রাণোচ্ছল, আমুদে, নাচগানের ভক্ত। সুখী জীবনই তাদের কাম্য। আমাদের মতো " কৌপীনবঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" আউড়ে গোমড়া মুখে বসে থাকার পাত্র তারা নয়। তাদেরই ডাক দিয়েছেন কাস্ত্রো কৃচ্ছ্রসাধনে, এবং সন্দেহ নেই যে দারুণ উৎসাহী সাড়া পাচ্ছেন। এর মূল হেতু হল সমাজবাদের বিপ্লবী আবেদন যা কাস্ত্রোও তার সহচরদের আত্মস্থ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আছে ক্রীতদাসরূপে আনা আফ্রিকানদের বংশধরেরা। প্রায় নিঃশেষ [শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে] হলেও আদিম অধিবাসীও রয়েছেন। সবার রঙে রং মিশিয়ে কাস্ত্রো বলে থাকেন যে, তিনি 'লাতিন আমেরিকান' নন; তিনি বরঞ্চ হলেন 'লাতিন আফ্রিকান'। এজন্যই সোভিয়েট, জি-ডি-আর প্রভৃতির মতো দেশ যখন সোসালিস্ট ছিল, তখন কিউবার মানুষ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তাদের সহযোগিতায় আঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি আফ্রিকান দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার বিকাশকল্পে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে পরম সহায় হয়েছিল। পূর্ব ইয়োরোপে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ-কাজ

বন্ধ হয়ে গেছে, নয়া-সাম্রাজ্যতন্ত্র সর্বত্র নবোদ্যমে অভ্যস্ত দৌরাত্ম্যে এখন প্রবৃত্ত। যাই হোক, 'লাতিন আফ্রিকান' হলেও কাস্ত্রো এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা 'লাতিন' চরিত্র হারায়নি। জীবন যে সম্ভোগের বস্তু তা ভোলেনি। তবু তাদেরই আহ্বান জানানো হয়েছে বিপ্লবের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে। আর তারা সাড়া দিয়ে চলেছে। কিউবা-তে তাই আজ এক রণধ্বনি হল : 'Socialism means suffering!' —হ্যাঁ, সুখী জীবনের জন্যই দুঃখ আজ সইতে হবে। "আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়/আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়!" কী অপূর্ব মনুষ্যমহিমা এই অসম সময়ে সূচিত হচ্ছে! বিশ্বে বিবেক বলে যদি কোনও বস্তু থাকে তো তার অকুতোভয় জয় ঘোষণা আজ করছে কিউবা। এমন মনোহারি দেশ এবং তার মানুষের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীবন্ধন অটুট হোক।

* * * *

কাস্ত্রোর নেতৃত্বে আর অবিস্মরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারা-র মতো বিশ্ববিমোহন মানুষের সাহচর্যে কিউবাতে যে বিপ্লব হয় তার স্বকীয়তা ভাস্বর হয়ে রয়েছে। সেদেশের তখনকার প্রায়-পোশাকি কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে কাস্ত্রো সম্পর্কে কতকটা বিমুখ ছিল। তবে অনতিবিলম্বে একত্র কাজ চলতে থাকে, প্রশ্নাতীত কমিউনিস্ট প্রত্যয় নিয়ে কাস্ত্রো সদলে পার্টির অন্তর্ভূত হন। একটা নতুন হাওয়ার ঝলক তখন যেন বয়ে গিয়েছিল আর কিউবার সমাজবাদী বিপ্লব একটা বিশিষ্ট মনোরম চেহারা নিয়েছিল [অবশ্য বিপ্লববিরোধীদের চোখে নয়। মার্কিন কর্তৃপক্ষের রোষনয়ন কখনও একটুও নরম হয়নি!] এক ধরনের স্বচ্ছন্দ এবং স্বাতন্ত্র্যও কিউবার ক্ষেত্রে বারবার দেখা গিয়েছে যদিও ব্যতিক্রম ছিল। কিউবার বিরোধীরা নিশ্চিত হয়নি। বিপ্লব-পরবর্তী প্রথম দশকে বাণিজ্যমন্ত্রীরূপে চে গুয়েভারা সোভিয়েট বাণিজ্যনীতির গলদ প্রকাশ্যে আলোচনা করেন আল্‌জিয়র্সে। চে-র অশান্ত-বিপ্লব পরিক্রমা যা গোটা দক্ষিণ আমেরিকাকে কিছুকাল মাতিয়ে তুলেছিল নিত্যস্মরণীয় তার কথা এখানে তুলে ধরার দরকার নেই। শুধু না লিখে পারছি না যে চে-র পিছু ধাওয়া করে Regis Debray নামধেয় 'বিপ্লবী' লিখলেন, 'Revolution in a Revolution' গ্রন্থ, মস্ত বিপ্লববিশারদ নাম কিনে অনতিবিলম্বে রণে ভঙ্গ দিলেন এবং বর্তমানে বেশ কিছুকাল ফরাসি রাষ্ট্রপতি মিত্তেরঁ-মহোদয়ের পরামর্শদাতা পদে খোশমেজাজে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন, নিজেই লিখছেন যে প্যারিস ছাড়া কোথাও মন বসে না। তবে তারপরই হল নিউইয়র্ক! থাকুন এরা বেঁচেবর্তে, কিন্তু কিউবাতে কাস্ত্রো-সহ বিপ্লবীদের হাজার মুশকিলের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিলেও কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীবৃদ্ধি রুদ্ধ হয়নি। বরঞ্চ ক্রমান্বিত অগ্নিপরীক্ষায় সাফল্যই ঘটেছে।

'৬২ সালে কিউবা থেকে সোভিয়েটের পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার মার্কিন দাবি একটা বিশ্বসংকটের সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সম্ভাবনাময় জগৎ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে সময়ে মাঝে মাঝে সোভিয়েটের সঙ্গেও অল্প মনান্তর ঘটলেও পরিণামে 'শেষ বেশ' দেখা যায়। ক্রুশ্চভ আর কেনেডির শুভবুদ্ধির ফলে সংকট কেটে যায়, আর কাস্ত্রো দুনিয়াকে

সানন্দে ও সগর্বে সোভিয়েটের সঙ্গে কিউবার অটল মৈত্রী ঘোষণা করতে পারেন। এখানে বিশদ বিবরণ সম্ভব নয়। কিন্তু উল্লেখ করতেই হয় যে, একটা সময় ছিল যখন মহাচীনের মতিগতি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে আর কাস্ত্রো স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট। এমনকি কঠোর ভাষাতে বলতে কসুর করেননি যে, আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট সুসম্পর্ক লঙ্ঘিত হওয়ার যে সংকট তার জন্য চীনা নেতাদের দায়িত্ব কম নয়। এমনকি 'প্রতিবিপ্লবী' স্তরেও যেন তারা নেমে যেতে তৈরি ['নাটো'-সংস্থায় ষোড়শ সদস্য বলে বুর্জোয়া টীকাকারের দলের তখন মহা আমোদ।] কিন্তু স্পষ্টবাদী হয়েও বিশ্ববিপ্লবী প্রয়াসে আত্মনিবেদিত কিউবা কখনও আন্দোলনের লেশমাত্র ক্ষতিসাধনে সহায় হয় নি। এজন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যতন্ত্রীদের নিরন্তর অপবাদ ও বৈরিতা সত্ত্বেও কিউবার সুখ্যাতি বিড়ম্বিত হতে পারেনি। বুর্জোয়া পর্যবেক্ষকরা না বলে প্রায়ই পারেনি যে কাস্ত্রোর 'কাস্ত্রোইকা' [গর্বাচভসাহেবের 'পেরেস্ত্রৈকা'-র জবাব!] দেশবাসীর খাদ্যাভাব দূর করেছে; শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুব্যবস্থা করেছে, "Poor but pure" হল এই ব্যবস্থা। কিছু দুর্বৃত্ত সর্বদা থাকলেও মোটের ওপর তরুণ সমাজকে নীতি ও আদর্শে নিষ্ঠ হতে সহায়তা দিয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশের মধ্যে কিউবাতেই সাধারণ মানুষের জীবনের মান ছিল শ্রেষ্ঠ। আজ অবশ্য সেই মান বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হতে চলেছে আর সেজন্যই কাস্ত্রো কৃচ্ছ্রসাধনের বাণী প্রচার করে চলেছেন।

কাস্ত্রোর মুখ থেকেই তাই শুনি : "আমাদের মরা হাড়ে আবার কিউবার জমি উর্বর হয়ে উঠুক, তবু কিছুতেই সমাজবাদ-সাম্যবাদকে পরিহার করব না!" আমাদের দেশ-সমেত সকল দেশের শ্রেষ্ঠ-শিক্ষা যা বলে, পাশ্চাত্যে রুসো থেকে মার্কস্ যার পুনরাবৃত্তি করেছেন ধনতন্ত্রে নিছক সম্ভোগপ্রবৃত্তির অবিবেকী চরিত্রধ্বংসী আতিশয্যের অভিশাপ বিষয়ে। তাই শুনছি কাস্ত্রোর কণ্ঠে কিউবার কঠোর কর্মযজ্ঞের ডাক। কিউবার রাষ্ট্রদূত যখনই আসছেন আমাদের মধ্যে, তখনই তাঁর কথায়, কাজে, মানসিকতায়, ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তারই প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি।

* * * *

১৯৯১ সালে "The August Coup" রচনায় যিনি লেখেন ঃ "I made my choice long ago", সেই গর্বাচভ প্রমুখের উদ্যোগিতায়, সোভিয়েটেরই নিজস্ব অধঃপতনের ফলে, প্রায় দুনিয়াজুড়েই কমিউনিস্ট কার্যক্রম, তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ করে ক্রমশ সমাজ রূপান্তরের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মামুলি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু কারণে ১৯৮৫-৮৭ থেকে শুরু করে সমাজবাদ-সাম্যবাদের বিপর্যয় ঘটল, তখন প্রথম থেকেই যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সতর্কবাণী কিউবার দিক থেকে এসেছে। সংকট ঘনিয়ে আসছে দেখেও যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে কিউবা বলেছে : 'বিপ্লবের ব্যাপক মানহানি আর শিকড় ধরে তাকে উপড়ে ফেলার মতো অপপ্রচার বন্ধ হোক্; সোভিয়েট বিপ্লবের গতিপথে বহু গ্লানি অন্যায় আর অপরাধ ঘটে থাকলেও তার মৌলিক মহিমাকে

কলঙ্কলিপ্ত করা চলবে না; ঐতিহাসিক বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির সৃজনশীল ভূমিকাকে অবলুপ্ত কিছুতেই যেন করা না হয়' ইত্যাদি বহু মূল্যবান পরামর্শ এসেছে কিউবা থেকে। ফিদেল কাস্ত্রোকে কয়েকবার আমি দেখেছি। কথা বলেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। দিল্লিতে দেখা হয়েছে। বার্লিনে (১৯৭২) বক্তৃতা শুনেছি, নভেম্বর ১৯৮৭-তে মস্কোতে দেখেছি। বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকীর প্রথম দিনে তিনি আসেন নি। দ্বিতীয় দিনে এলেন, বেশ কিছুটা গম্ভীর, যেন বিষণ্ন, কথা বললেন প্রধানত নিকারাগুয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের কমরেডদের সঙ্গে, সোভিয়েট হোতারা খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না। [১৯৮৭ সালের সম্মেলনে 'তৃতীয় দুনিয়া' যে খানিকটা অবহেলিত তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজেকেই বলতে পারি।]। কাস্ত্রো বললেন কিছু কথা, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতা ছিল না, নৈরাশ্য না হলেও অপ্রসন্নতা ছিল যেন তার মনে। তাই অমন এক অনুষ্ঠানে প্রত্যাশিত মর্মস্পর্শী ভাষণ কেউ শুনল না। তখনও কারও কল্পনাতেই নেই যে ধীরে, অথচ স্থির পদক্ষেপে গর্বাচভ-নেতৃত্ব এগোতে থাকবে সোসালিস্ট সৌধের প্রস্তরগুলিকে সুকৌশলে ভেঙে ফেলতে। তখনও চিন্তার বাইরে ছিল যে, বার্লিনে '৮৯-এর ৭ই অক্টোবর জি-ডি-আর প্রতিষ্ঠার চল্লিশতম বার্ষিকীতে হনেকার-কে কমরেড সম্বোধনে ভাষণ দেবার অব্যবহিত পরেই গর্বাচভ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এগোবেন, জি-ডি-আরকে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা কার্যকর হবে। লিখছি যখন, তখন সামনে রয়েছে "Gorbachov in Cuba: Documents and Materials" ২—৫ এপ্রিল '৮৯-এ গর্বাচভের ভাষণ ইত্যাদি যাতে রয়েছে। বক্তৃতায় বন্ধুতার উত্তাপ নেই কিন্তু বৈরিতা সুকৌশলে লুক্কায়িত—যে বৈরিতা ফেটে পড়ল অনতিবিলম্বে। আশ্চর্য নয়, কারণ গর্বাচভ তখন মশগুল "Our common dear European home" নিয়ে [যার বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি প্যারিসে—"from the Atlantic to the Urals"]। Alexander Yakovlev-এর মতো ব্যক্তি, একদা "পেরেস্ত্রৈকার জনক" বলে খ্যাত এবং কয়েক বছর গর্বাচভের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, সম্প্রতি নিজমূর্তিতে দেখা দিয়েছেন, বহুকাল ধরে লুক্কায়িত সমাজবাদ বিরোধিতা একান্ত নির্লজ্জভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ইয়োরোপের "সভ্যতা"-য় প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা— দেখুন, ক্ষতি নেই, ইতিহাস চলবে নিজস্ব গতিতে, কিন্তু একটা 'দশকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ' বলে বন্দিত 'নোবেল' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত, মার্কিনদেশে 'Gorbie' নামে সবাইকে আহ্লাদে আটখানা করার নায়ক মহাশয়ের আজকের অবস্থা সবাই দেখছি। চিবিয়ে-ফেলা ছিবড়ের মতো দেখাচ্ছে প্রাক্তন প্রিয়পাত্রকে। নির্মম ধনশক্তি এভাবেই চলে। কই, যে বিজ্ঞানী শাখারভকে ভারতের কোনও কোনও কমিউনিস্ট নেতা তো রুশ দেশের গান্ধী ভেবে মাথায় তুললেন কিন্তু পাশ্চাত্যে তার স্থান আজ কোথায়? অমন যে Solzhenitsyn, যার তুলনা নাকি নেই রুশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, তারও মার্কিন দেশেই প্রায়-বিস্মৃত অবস্থান কি দেখছি না? অতিরিক্ত মদ্যপ বলে একদা চিহ্নিত ইয়েলৎসিন আপাতত কিছু মার্কিন হাততালি পাচ্ছে। কিন্তু তাই বা কতদিন চলবে? এমন সব গুণধর সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির একদা কর্ণধার হতে পারাটাই হল সে দেশের অধঃপাতের

একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ। দুঃখ আরও এই যে আমরাও তৃতীয় বিশ্বে এমনই কর্তব্যপালনে অপারগ হয়েছি যে, নির্জোট আন্দোলন উঠে গেছে। শান্তি আন্দোলনের সাড়াশব্দ নেই। ['Order of Lenin' ধারী, যে রমেশচন্দ্রকে নিয়ে আমাদের অহঙ্কার ছিল তিনি কোথায় জানি না], 'New International Economic Order' -এর প্রবক্তারা এখন মনোমোহন সিংহদের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন, New International Information Order-এর একদা উচ্চভাষী দাবিদার সাংবাদিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট নামধারীরা International Television-এর অর্থপুষ্ট হয়ে সোল্লাসে বুখারেস্ট আর অন্যত্র কমিউনিজম্-এর পতন সংবাদ বিতরণে ব্যস্ত হয়েছেন, আফগান-বিপ্লবকে সুবিপুল সংবর্ধনা জানাবার পর 'গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবার' কাজে উদ্যোগী হয়েছেন—কত আর বলি, লিখে চলছি তীরবেগে, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি কিন্তু বড় দুঃখেই এটা ঘটছে। কোনও সান্ত্বনাই নেই ভেবে যে ১৯৮৭ নভেম্বরে ক্রেমলিনে প্রত্যক্ষদর্শী হয়েই আমার মনে সংশয় ভিড় করতে শুরু করেছিল। তখনই একদিন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা Oliver Tambo-কে জড়িয়ে ধরে বলি : 'কমরেড, এই পশ্চিমীগুলোকে যে আর সইতে পারছি না'। আর পোড়-খাওয়া বিপ্লবী আমাকে বলেন, 'ধৈর্য-যে আমাদের ধরতেই হবে, we have to live with it.'

* * * *

লিখে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবে আরও কষ্ট হচ্ছে দেখে কতকগুলো 'Moscow News' আর 'New Times' যা ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলেই। এই Moscow News (৪৪নং, ১৯৯০) প্রকাণ্ড হেডিং ছাপিয়েছে : ''Castro is the Caribbean's Saddam Hussein!'' কিউবা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা ''Being True to Principles''-কে বিদ্রূপ করে মস্ত লেখার শিরোনাম দিল মস্কো নিউজ (১০নং, ১৯৯০) ঃ ''Being true to Principles or Principles bieng True?'' ঠাট্টা দেখলাম যে হাভানা ভান করছে যে সকল সত্যের অধিকারী হল কিউবা [a sage who alone knows the right way]। মস্কো নিউজ (৩৮নং, ১৯৯০) উত্তর কোরিয়ার মুণ্ডপাত করার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত হরফে ছাপাল ''The Other Cuba''। মিয়ামি-তে ভিড় জমানো কিউবান দুর্বৃত্তদের বর্ণনা আর ভবিষ্যদ্বাণী যে শীঘ্রই কিউবার সোসালিস্ট ব্যবস্থা 'পটল তুলতে বাধ্য হবে!' কী অপরাধ কিউবার যে মস্কোওয়ালাদের এমন আক্রোশ! অপরাধ হল কিউবার দৃপ্ত ঘোষণা যে সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করা সম্ভব নয় যদি ''সমাজবাদের কুৎসা ক্রমাগত রটানো হয়। যদি কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদাকে ধ্বংস করা হয়, যদি সমাজবাদের মূল্যবোধকে নষ্ট করা হয়, যদি সমাজে অগ্রগামী শক্তির উদ্দীপনাকে ভেঙে দেওয়া হয়, যদি সামাজিক শৃঙ্খলাকে বিফল হতে দেওয়া হয়। যদি কেবলই পার্টি আর প্রশাসনের ভার-ভ্রান্ত নেতৃত্বের নিন্দাই চলতে থাকে।'' পুনর্বিন্যাসের নামে সমাজবাদ-সাম্যবাদের সর্বনাশ-সাধনে যাদের কুণ্ঠা জাগেনি, তারা সইবে কেমন করে ছোট্ট কিউবার এই 'আস্ফালন'?

কিছুকাল আগে ইরাক-ইরান যুদ্ধ নিয়ে বোলচাল ছাড়তে গিয়ে লন্ডন 'ইকনমিস্ট'-এর মতো সুসভ্য পত্রিকা লেখে যে তারা হল 'চার অক্ষর'-এর দেশ (''four-letter

countries)! ইংরিজি কয়েকটা চার অক্ষরের শব্দ আছে যা ভদ্রসমাজে উচ্চারণ নিষেধ। আমাদের মতো অ-শ্বেতাঙ্গ দেশ হল দুনিয়ার অহঙ্কারী মালিকদের কাছে নোংরা, অনুচ্চার্য। তাই তো দেখি এ যাবৎ পারমাণবিক বোমা পড়েছে জাপানে, জীবাণু-যুদ্ধ হয়েছে কোরিয়ার বিরুদ্ধে, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে ভিয়েতনামে। ইলেকট্রনিক যুদ্ধ হয়েছে ইরাকের সঙ্গে—সবই অ-শ্বেতাঙ্গদের পোড়া বুকে চাপানো হয়েছে। কিউবা হল আর এক 'four letter' দেশ, যাকে শুধু অবজ্ঞা করে নিয়ে, দানবীয় ক্রূরতার অস্ত্র দিয়ে যাকে মাথা নীচু করানো হবে। অবশ্য "The best-laid plans of mice and men" ভেস্তে যায়। মনুষ্যত্বের এমন নির্লজ্জ অপমান যে সহ্য করবে না মানুষ, তার দৃপ্ত পূর্বাভাস আসছে কিউবা থেকে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৮০-এর মধ্যে ইউনাইটেড নেশন্‌সে মার্কিন দৌরাত্ম্যরোধে যে সোভিয়েট 'ভিটো' ব্যবহার করেছিল ১১২বার, সেই সোভিয়েট আর সে নেই। দুনিয়া আজ সাম্রাজ্যবাদের কব্জায়, কিন্তু তবুও মানুষ জাগবেই, অন্যায়কে সইবে না।

অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে গোটা জগতের সোসালিস্ট সংগ্রামের প্রতীক ছিল অপরাজিত, অপরাজেয় কিউবা। Rio de Janeiro-তে বিশ্বপরিবেশ রক্ষা সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রপতির অপদস্থতা আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট কিউবার নেতা কাস্ত্রোর সমাদর সম্প্রতিকালের স্মরণীয় ঘটনা। গোটা দক্ষিণ আমেরিকা অন্তর দিয়ে জানে এবং বোঝে যে কিউবার বিপ্লব নিরন্তর বিপদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আজও সমুজ্জ্বল চেহারায় দেখা দিয়েছে। বিলাসী জীবনের লোভ দেখিয়ে, প্রায় যেন টেলিভিশন প্রচারের চাপে, সোসালিস্ট ধ্যানধারণাকে উলটে দেওয়ার চেষ্টায় অবশ্য বিরাম নেই। আমাদের সাংবাদিকদেরও অনেকে চীনে গিয়ে সাংহাই শহরে ও সন্নিকটস্থ অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় ভোগ্যদ্রব্য আর বিলাসবস্তুর প্রাচুর্য দেখে ভেবেছেন [যেমন, ইন্দর মালহোত্রা, 'Sunday'14-20 June 1992-তে] যে সাম্যবাদের পীঠস্থানেই replacement of Marx by Mammon" ["মার্কসের জায়গায় 'ম্যামন'-এর অবস্থান"] ঘটেছে। চীনের একান্ত বাস্তববাদী অথচ মূলগতভাবে সমাজবাদ-সাম্যবাদ বিষয়ে পূর্ণ প্রত্যয়ী নেতৃত্বই যথাসময়ে জগৎকে জানাবে যে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তির বদলে কুবেরকে না বসিয়ে তার দেশে নবযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কি না। উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলে (যার অংশীভূত হল কিউবা) মার্কিন প্রভুত্বলালসা গোটা এলাকাকে 'পিছনের উঠোন' বানাতে গিয়ে এখনও তো সফল হতে পারেনি। নিকারাগুয়াতে বদমায়েশি করে জনপ্রিয় শাসনকে হঠিয়েছে বটে কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারেনি আগেকার তাঁবেদার Somoza-পন্থীদের [যে Somoza সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার স্বয়ং বলেছিলেন, সে হল কুত্তীর বাচ্চা কিন্তু আমাদেরই নিজস্ব কুত্তীর বাচ্চা--he is a son of a bitch but our own son of a bitch!] কিউবাকে চূর্ণ করতে পারলে মার্কিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বটে, কিন্তু এ হল শিবের অসাধ্য কর্ম, যে "যৌবনজলতরঙ্গ" আজও কিউবায় বহমান, কে তাকে রোধ করতে পারে?

এদেশে আমরা বিশ্বপরিবেশের চাপে আর নিজেদেরই অকর্মণ্যতার ফলে পাশ্চাত্যের (জাপান-সহ) ধনশক্তির কাছে প্রায় দাসখৎ লিখে ফেলতে চলেছি। খবর পড়ি যে, বিশাখাপত্তনমে মার্কিন নৌঘাঁটি বুঝি হবে—আশ্চর্য নয়। মার্কিন নৌবাহিনীর সঙ্গে একত্র মহড়াও তো আমরা সম্প্রতি দিয়েছি! ভারত মহাসাগর অঞ্চলে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য প্রধান কেন্দ্রীয় মার্কিন ঘাঁটি (পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত) রয়েছে মরিশাস-এর কাছ থেকে চুরি করে আনা Diego Garcia-দ্বীপে। যার কোচিন থেকে দূরত্ব, দিল্লি থেকে কোচিনের দূরত্বের চেয়ে কম। এবার বুঝি খাস বিশাখাপত্তনমে "The lords of human kind"-দের আমরা অভ্যর্থনা করি! কিন্তু এটাই তো শেষ কথা হতে পারে না।

কিউবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগোবার চেষ্টা তাই আজ চলছে আমাদের মধ্যে। বাধা-বিঘ্নের শেষ নেই। কিউবাতে কোনওকিছু পাঠানোই যে মার্কিন প্রভুদের প্রকুপ্ত করবে। আমাদের কাছ থেকে পশ্চিমী সহায়তা সরিয়ে নেবে তারা, আরও কত রকমের বাধা। দেশের ভিতরে পশ্চিমী প্রভুত্বের পক্ষে বাজনদারেরও তো অভাব নেই। মুষ্টিভিক্ষা মারফত চাল গম ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টাকে তাই উপহসিত হতে হচ্ছে। দেশের গরিবদের প্রতি দরদ যাদের আছে বলে জানা ছিল না তারা গম্ভীর গলায় বলছে যে এদেশের গরিব খেতে পায় না আর কমিউনিস্টরা দেশের লোক খেতে পায় না—খাওয়ানোর জন্য 'শঙ্করা'- কে ডাকছে। যত বিদ্রূপই হোক না কেন, দুনিয়া জানে বলেই তো প্রবাদ বাক্য আছে গরিবই গরিবের সহায় ["It is the poor who helps the poor"]। মুষ্টিভিক্ষা তো এদেশে কখনও নিন্দার্হ ছিল না। আর মনে পড়ছে St. Francis of Assissi-র মতো মহাপ্রাণ মানুষের এক কাহিনী। গির্জার বিশপ-এর ঘরে ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়ে তিনি নিজের ভিক্ষার ঝুলি থেকে প্রতিটি অতিথির পাত্রের পাশে একখণ্ড রুটি রাখছেন দেখে বিশপ ভর্ৎসনা করেন : 'ফ্রান্সিসকা। আমি তো রুটির ব্যবস্থা ভালোভাবেই করেছি।'। অবিস্মরণীয় জবাব আসে : "মহামহিম বিশপ মহোদয়। আমি যে গরিবের ঘর থেকে ভিক্ষা করে এনেছি এই রুটি। এ যে পবিত্র বস্তু!' এটা মনে পড়ে আর ভাবি কেমন যেন পবিত্রতা মিশিয়ে থাকবে গরিব ভারতবর্ষ থেকে কিউবাতে পাঠানো এই ভালোবাসার দিনে, জগৎজোড়া মুক্তি-প্রয়াসের পূত পুণ্য প্রতীকরূপে।

আন্তর্জাতিক সোসালিস্ট মৈত্রীর যুগ কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। মনে পড়ছে, ১৯৬৬ সালে ভিয়েতনাম-এর কমিউনিস্ট নেতা Le Duan বলছেন : 'সোভিয়েত আর চীনের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েই আমরা লড়ছি' আর যোগ করেন অবিস্মরণীয় বাক্য : "সোভিয়েট আর আমরা যেন, পান্তাভাত ভাগ করে খেয়েছি [Sharing their rice and water"]। ছিল একদিন যেখন সোভিয়েটের বিপ্লবী গর্ব ছিল যে ভিয়েতনাম, কিউবা, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি নানা দেশে বিপ্লবশক্তি বিকাশের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করেও সহায়তা সোভিয়েট দিচ্ছে—এমনকি পূর্ব-জার্মানী কিম্বা চোকোশ্লাভাকিয়ার মতো জীবনযাত্রার মানের বিচারে অগ্রসর দেশকেও সোভিয়েট

সহায়তা দিয়ে চলেছে। পরে, গর্বাচভ-দের কাছ থেকে জেনেছি এ নিয়ে-সোভিয়েটের মানুষ নাকি ক্ষুব্ধ বোধ করেছে, নিজেদের দিকে তাকাতে গিয়েই আজ তারা পশ্চিমের বৈভব আর বিলাসিতার মোহে পড়েছে। ধনতন্ত্রের চাকচিক্যের মায়ায় বাঁধা পড়েছে। কিছু বাস্তব সত্য এতে রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু এই গোড়ায়-গলদ ব্যাপারটি আগে ধরা যায় নি। মূল নীতি, কম্যুনিজম্-এর বিশ্ববীক্ষা ও জীবনদর্শন প্রায় ভুলে যাওয়া হয়েছিল বলে। কিউবা এ ভুল করে নি। আজও জোর গলায় তাই কিউবা বলছে ঃ যত বিপদ আসুক না কেন, মৃত্যু বরণ করতে হয় হোক্, কিন্তু জগৎ জুড়ে দুঃখীর দুঃখকে সমুলে নিঃশেষ করার যে লড়াই, সমাজবাদ-সাম্যবাদের যে লড়াই তা থেকে বিরত হবো না।

কিউবার মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরা কবে বলার অধিকারী হবো ঃ "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো!" এ-আগুন সর্বভুক্ সর্বনাশা কাণ্ড নয়। এ হল মানুষের জীবন। মানুষের সভ্যতাকে যথাসম্ভব নিষ্কলুষ করে তোলার সংগ্রাম। এ হল অযুতবর্ষব্যাপী মানবনিগ্রহের অবসানসূচনা, এ হল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান।' কবে যে "সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে/জনতার মুখরিত সখ্যে" জাগ্রত হয়ে আমরা মানুষ হয়ে ওঠার লড়াইয়ে কায়মনোবাক্যে নামতে পারব, কে জানে? ইতিমধ্যে সমাজবাদ-সাম্যবাদে পূর্ণ প্রত্যয়ের যে ধ্বজা উড্ডীন রেখেছে কিউবা, সেই ধ্বজাকে আমার যেন অভিনন্দিত করতে পারি, সেই প্রত্যয়ের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি, আমাদের এই "দুঃখী অথচ অন্নপূর্ণা" মাতৃভূমিতে নবযুগের জন্ম ঘটাতে সহায় হতে পারি।

কিউবার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

চে গেভারা

কিউবার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ

এক বছর হল ডিক্টেটর বাতিস্তা পালিয়ে গেছেন এবং কিউবার জনগণের দীর্ঘ ও সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তবুও প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে কিউবার বিপ্লবের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা আমাদের কর্তব্য। মূলত কৃষিভিত্তিক এই মহান জাতীয় বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গি সমর্থন, মধ্যবিত্ত, এমনকি শিল্পপতিদের সমর্থনের ফলে, সমগ্র মহাদেশব্যাপী এবং বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং এর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও মানুষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য বিপ্লবের এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে।

মানুষের মঙ্গলের জন্য যত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার সারাংশও এখানে স্থানাভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইন উল্লেখ করে, যুক্তির মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে কিউবার জনগণের প্রধানতম সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

বাড়িভাড়া আইন, বিদ্যুতের মূল্যহ্রাস, টেলিফোনের মূল্যহ্রাস করতে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্রভৃতি এত দ্রুত একের পর এক কার্যকরী করা হল যে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলো প্রমাদ গুণল। ফিদেল কাস্ত্রো এবং তার বিপ্লবীবাহিনীর সঙ্গে পুরনো রাজনীতিকদের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে যাঁরা বিপ্লবীদের দাড়ি রাখাই একমাত্র পার্থক্য বলে মনে করেছিলেন, তাঁরা সন্দেহ করতে শুরু করলেন যে কিউবার জনমানসে আরও গভীরতম উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাঁদের আজন্ম অধিকারের ভিত টলটলায়মান, অতএব বিজয়ী বিপ্লবীদের 'কমিউনিজম' শব্দের মোড়কের মধ্যে ফেলা হল এবং স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লববিরোধীদের 'কমিউনিজম-বিরোধী' শব্দের অন্তরালে ঐক্য খুঁজতে হল।

পোড়ো জমি সংক্রান্ত আইন ও কিস্তিবন্দিতে বিক্রয়ের আইন মহাজনদের অস্বাচ্ছন্দ্য আরও তীব্র করে তুলল। কিন্তু তখনও বিশেষ কিছু হয়নি। সবকিছুই প্রায় আগের মতোই রয়েছে। এখনও হয়তো ফিদেল কাস্ত্রো নামক পাগলা লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুপথে আনা যেতে পারে। মহান গণতন্ত্রের পথে কিউবা আবার তার যাত্রা শুরু করতে পারে, ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত।

কৃষিসংস্কার আইন আর এক হৃদকম্প সৃষ্টি করল। আহত ব্যক্তিরা স্পষ্ট বুঝলেন এবার কী হতে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার প্রথম গলা-ফাটানো আওয়াজ শোনা গেল গাস্তন

বাকেরোর কণ্ঠে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক ত্রুটিহীন বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ তিনি স্পেনীয় ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর দেশে নির্জন জীবনযাত্রা শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু অনেকে মনে করলেন আইন হল কাগুজে আইন; পূর্বে অনেক সরকারই অনেক আইন পাশ করেছেন; মূল কথা হল আইনগুলো বাস্তবে কার্যকরী হয় কি না। জটিল (!) এবং অসার (!!) 'ইনরা' (National Institute of Agrarian Reform, সংক্ষেপে—INRA) তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত লোকের কাছে পিতৃসুলভ স্নেহ পেতে লাগল—'সমাজনীতি', পাবলিক ফিনান্স প্রভৃতি তাবড় তাবড় শব্দ এবং জ্ঞানের খেলা প্রথমে সংস্কৃতিবিহীন গেরিলাদের বোকা বানিয়ে দিল। কিন্তু 'ইনরা' এগিয়ে চলল—ট্যাঙ্কের মতো বিশাল বিশাল জমিদারীকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, সেখানে এক নতুন সমাজ-সম্পর্ক তৈরি করল। কিউবার কৃষি-সংস্কার আইন বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে সারা আমেরিকা মহাদেশে এক উদাহরণ। একদিকে এই আইন সামন্ততন্ত্র বিরোধী, কারণ কিউবার বিশেষ ধরনের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, ভাগচাষের আইন উচ্ছেদ এবং বিশেষ করে কফি এবং তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে জঘন্য মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ছিল তা উচ্ছেদ করা এই আইনের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ওপর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চাপ লাঘব করা, মালিক-মহাজনের শোষণ এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সসম্মানে কৃষককে উৎপাদন করতে সাহায্য করা প্রভৃতি ব্যাপারে ধনতন্ত্রবিরোধী ভূমিকাও পালন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইনরা প্রথম থেকেই কৃষককে এবং কৃষিশ্রমিককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ব্যাঙ্ক, ইনরা বা 'গণ-সমবায় সমিতি' যা ইতিমধ্যেই ওরিয়েন্তে প্রদেশে স্থাপিত হয়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশেও স্থাপনের উদ্যোগ চলছে, এদের মাধ্যমে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থনৈতিক সাহায্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করবে। সমবায় সমিতি মহাজনীপ্রথা উচ্ছেদ করে কৃষককে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সাহায্য দেয় এবং ন্যায্য দামে কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করে।

মেক্সিকো, গুয়াতেমালা এবং বলিভিয়ায় যে কৃষিসংস্কার আইন পাশ করা হয়েছিল সেগুলোর তুলনায় কিউবার কৃষিসংস্কার আইন আরও বেশি ধারালো, তীক্ষ্ণ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই আইন সমভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— কোনও পক্ষপাতিত্ব আইনের আওতাভুক্ত কোনও লোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এই আইনে জনগণ ব্যতীত অন্য কারও অধিকারকে শ্রদ্ধা করা হয় না, বা কোনও বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে কোনও সুবিধা দেওয়া হয় না—আইনের খড়্গ ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি এবং কিং র‍্যাঞ্চের ক্ষেত্রেও যেমনভাবে প্রযোজ্য ঠিক তেমনভাবে প্রযোজ্য কিউবান জমিদারদের ওপর।

ধান, সরষে, তুলো, যেগুলো দেশের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শস্য, তা যাতে বেশি মাত্রায় উৎপন্ন করা হয় তার জন্য পোড়ো জমি পরিষ্কার করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে; সাব-অয়েল—যা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লোভনীয় লুঠ, তা পেট্রোলিয়াম আইনের মাধ্যমে আবার দেশের সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। এই

আইনের বলে স্বাধীনতাকামী কিউবান জনগণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে আরও উন্নততর সামাজিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবেন। ঠিক এই কারণেই কিউবা এই মহাদেশের যুক্তিপ্রিয় মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ এবং একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলো এত অপ্রিয়। এর কারণ এই নয় যে কিউবা তাদের যথেষ্ট আঘাত হানতে পেরেছে। একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে কিউবা তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ—যদিও অভ্যন্তরীণ চাহিদা হয়তো মেটানো যেতে পারে। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের ফলে কিউবা আমেরিকার জনগণের কাছে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী উদাহরণ সৃষ্টি করল। কারণ অনেক রাষ্ট্রই এই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং এদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। আমেরিকা মহাদেশে কখন কীভাবে আঘাত হানা উচিত কিউবা তারও উদাহরণ। কিউবা শুধু ফস্টার ডালেসের একচেটিয়া স্বার্থকেই (UFCO) আঘাত দেয়নি, রকফেলার, ডয়েট্স্ গ্রুপ প্রভৃতি দানব পুঁজিকেও সে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

নানাবিধ উপায়ে ভীতি প্রদর্শনের সঠিক উত্তর হল 'খনি আইন।' অনেকে বলেন এই আইন কৃষিসংস্কার আইনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আমরা তা মনে করি না। এর ফলে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর ২৫ শতাংশ কর বসানো হয়েছে। দেশের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে নিকেলের বর্তমান উত্তোলনকারীদের সঙ্গে কানাডিয়ান পুঁজিপতিদের বিরোধ বৃদ্ধি পাবে এবং কানাডিয়ানদের অধিক শক্তিশালী করবে। অতএব বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এবং আমদানিকারী পরজীবী ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশকে হ্রাস করতে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করতে, এক স্বাধীন নীতি পরিচালনা করতে এবং খনিদানবদের একচেটিয়া প্রভুত্বকে ভেঙে ফেলে তাদের বিপদে ফেলতে কিউবার বিপ্লব সফল হয়েছে। কিউবার বিপ্লবের তাৎপর্য হল, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দুর্গগুলোতে এক নতুন বাণী সে পৌঁছে দিয়েছে এবং সমগ্র আমেরিকা মহাদেশ জুড়ে এক অনুরণন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলোর সমস্ত রকম বাধাকে অতিক্রম করে আমেরিকার মানুষের কাছে কিউবার বিপ্লবের বাণী করাঘাত করছে। জাতিসত্তা পুনরুত্থানের প্রতীক হল কিউবা, আর ফিদেল কাস্ত্রো মুক্তির প্রতীক।

অভিকর্ষের এক সাধারণ নিয়মের বলে ১১৪ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এবং ৬৫ লক্ষ জনগণের এই ছোট্ট দ্বীপ আমেরিকার উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে অভিষিক্ত। অন্যান্য দেশগুলোর সীমাবদ্ধতা কিউবাকে এই গৌরবজনক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করেছে। ঔপনিবেশিক আমেরিকার অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলোর জাতীয় পুঁজিপতিরা; যারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তীব্র বিরোধিতায় ধুঁকছে, তারা ছোট অথচ মুক্তির পথিকৃৎ এই দ্বীপের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য—কারণ তাদের সরকার এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে একেবারেই অক্ষম। এই কাজ খুব সহজ নয়—অনেক ঝুঁকি, অনেক বিপদ এই কাজের অন্তরালে। সমগ্র জনগণের সমর্থন, এক মহান আদর্শ এবং উৎসর্গীকৃত মানসিকতাই এই কাজকে এগিয়ে

নিয়ে যেতে পারে—কারণ সমগ্র মহাদেশে আমরাই একমাত্র যোদ্ধা। আমাদের আগে ছোট ছোট কয়েকটি দেশ এই কাজে অগ্রসর হয়েছিল। কেতজালের গুয়াতেমালা, ইন্ডিয়ান টেকুম উমানের গুয়াতেমালা—সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ আক্রমণে বিচূর্ণ হয়। আমেরিকা মহাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক মোরিলোর দেশ বলিভিয়া কঠিনতম সংগ্রামে পরাজিত হয়। এই সংগ্রামের তিনটি নীতি কিউবার বিপ্লবের মূল ভিত্তি : পুরনো সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করা, কৃষি-সংস্কার এবং খনি জাতীয়করণ; সম্পদের এগুলো বৃহত্তম উৎস অথচ ন্যূনতম শোকের কারণ।

আগের উদাহরণগুলোর সংবাদ কিউবা রাখে, প্রতিকূলতা এবং পরাজয়ের কথাও সে জানে। কিন্তু সে এও জানে, আমরা এক নতুন যুগের দ্বারদেশে উপনীত। এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের আঘাতে উপনিবেশবাদের স্তম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ। মানুষের ঐক্য এখন ধর্ম, সংস্কার, খাদ্য, বর্ণ থেকে উৎসারিত নয়। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য মানুষের ঐক্য সৃষ্টি করে, ঐক্য সৃষ্টি হয় প্রগতি এবং স্বাধীনতালাভের অদম্য আগ্রহের জন্য। এশিয়া এবং আফ্রিকা হাত মিলিয়েছে বান্দুংয়ে। এখন এশিয়া এবং আফ্রিকা ঔপনিবেশিক আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাবে কিউবার হাভানায়।

অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো মানুষের সংগ্রামের কাছে পরাজয়বরণ করেছে। বেলজিয়াম এবং হল্যান্ড সাম্রাজ্যবাদের ব্যঙ্গচিত্র। জার্মানি এবং ইতালি তাদের উপনিবেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত। ফ্রান্স পরাজয়ের জন্য যুদ্ধ করে চলেছে। ধূর্ত ইংল্যান্ড রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে অর্থনৈতিক সংযোগ বজায় রাখছে।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদের স্থান পূরণ করছে। কিন্তু সে একথাও জানে যে এই শোষণ অত্যন্ত সাময়িক এবং এই সমস্ত রাষ্ট্রে অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি অত্যধিক বেশি। অক্টোপাস তার বন্ধন দৃঢ় করতে সফল হচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদী ঈগলের নখাগ্র ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ মৃত; কিংবা সে তার মৃত্যুর দিন গুনছে।

আমেরিকা মহাদেশের ঘটনা একটু পৃথক। ক্ষুধাক্লিষ্ট ইংরেজ সিংহ বেশ কিছুদিন আগেই দেশে ফিরে গেছে, আর সেই অপূর্ণ স্থান অলঙ্কৃত করেছে ইয়াঙ্কি ধনতন্ত্রীরা, 'গণতন্ত্রের' মুখোশের আড়ালে লাতিন আমেরিকার কুড়িটি দেশেই তাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছে।

লাতিন আমেরিকা হল যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী উপনিবেশ এবং শেষতম আশাভরসা। যদি প্রতিটি লাতিন আমেরিকার দেশ তার মর্যাদাবোধের পতাকা উত্তোলিত করে, যেমনভাবে কিউবা করেছে, তাহলে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কাঁপতে শুরু করবে। তাহলে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় তাকে মানিয়ে নিতে হবে। তার লভ্যাংশ কমতে থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তা চায় না। কিউবার উদাহরণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জগতে মর্যাদাবোধের এই 'খারাপ উদাহরণ', তবুও আমেরিকা মহাদেশে

সমাদৃত হচ্ছে। যখনই কোনও জাতি মুক্তির জন্য চিৎকার করে, কিউবাকে তখনই দোষ দেওয়া হয়। যদিও একদিকে এ কথা সত্য যে কিউবা দোষী, কারণ কিউবাই পথ দেখিয়েছে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের, প্রমাণ করেছে দুর্ধর্ষ অত্যাচারীবাহিনীকেও পরাস্ত করা সম্ভব। পথ দেখিয়েছে কীভাবে শত্রুকে তার ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ধ্বংস করা সম্ভব—এককথায়, মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ।

কিউবার উদাহরণ খুব খারাপ, অত্যন্ত খারাপ পথ কিউবা দেখিয়েছে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে কিউবা। কারণ একেবারে নাগালের মধ্যে থেকেও সমস্ত ভীতি এবং বিপদকে উপেক্ষা করে কিউবা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। অতএব আওয়াজ উঠেছে, কিউবাকে ধ্বংস করতে হবে। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা, আসলে যাঁরা একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই প্রতিনিধি, তাঁরা আওয়াজ তুলেছেন 'কমিউনিজমের' এই দুর্গকে যেভাবেই হোক ধ্বংস করতে হবে। তাঁরা চিৎকার করছেন 'কিউবার পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো।' আমার জানি এর অন্তর্নিহিত অর্থ : কিউবাকে ধ্বংস করতে হবে। বেশ, ভাল কথা। এই অস্বাস্থ্যকর উদাহরণকে ধ্বংস করতে কী কী ধরনের আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে তা দেখা যাক। একটি হতে পারে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক আক্রমণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলো এবং অন্যান্য রপ্তানিকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধার পাওয়াও বন্ধ। এখন চেষ্টা হচ্ছে যাতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো একই পথ অনুসরণ করে। কিন্তু একমাত্র ধার বন্ধ করাই যথেষ্ট নয়।

এই আক্রমণ অর্থনীতিকে আঘাত করছে, কিন্তু শীঘ্রই এই আঘাত থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বাণিজ্যিক স্থিতাবস্থাও ফিরে আসে, কারণ আহত দেশটি জানে কীভাবে কষ্ট স্বীকার করে বেঁচে থাকতে হয়। আরও চাপ প্রয়োগ করা উচিত। অতএব চিনির কোটার ব্যাপারটাকে পরখ করা উচিত। কিন্তু পুঁজিপতিরা কম্পিউটার মেশিনে হিসাব করে দেখল—চিনির কোটা কমানো বিপজ্জনক এবং অসম্ভব। বিপজ্জনক—কারণ রাজনীতির দিক থেকে উদাহরণটা খারাপ এবং অন্যান্য দশ-বারোটি চিনি সরবরাহকারী দেশ প্রত্যেকেই মনে করবে অপরটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে এবং আরও বেশি সরবরাহ করার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অসম্ভব, কেননা কিউবা হল বৃহত্তম, সবচেয়ে দক্ষ এবং সবচেয়ে সস্তা চিনি সরবরাহকারী দেশ। শুধু তাই নয়, চিনি উৎপাদন এবং বাণিজ্যের শতকরা ষাট ভাগ কর পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া ব্যবসাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে লাভজনক। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনি না কিনলে কিউবাও অন্যান্য দ্রব্য তার কাছ থেকে কিনবে না। এবং চিনি না কিনলে চুক্তিভঙ্গ করা হবে। কাজেই খারাপ উদাহরণটা থেকে যাবে। বাজারদরের থেকে তিন সেন্ট করে যে বেশি দাম আমেরিকা দেয় তার কারণ হল সস্তায় চিনি উৎপাদনের অক্ষমতা। শ্রমের উচ্চমূল্য এবং মাটির নিম্নমানের ফলনশীলতার জন্য কিউবার-দরে চিনি উৎপাদন করার ক্ষমতা আমেরিকার নেই। এবং এই উচ্চমূল্য দেওয়ার ফলে দেশগুলোর ওপর বোঝাস্বরূপ অন্যান্য চুক্তি চাপিয়ে দিতে পারে। অতএব কিউবার কোটা একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব।

আমরা একথা মনে করি না যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কিউবার চিনি উৎপাদন কমাবার উদ্দেশ্যে চিনি ক্ষেতে বোমাবর্ষণ করেছে। বরং বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা ও আস্থা হ্রাসের উদ্দেশ্যেই এই বোমাবর্ষণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মৃতদেহ এক কিউবান বাড়ি রক্তাক্ত করেছে, স্বভাবতই একটি নীতিকে তা কলুষিত করছে।[১] এবং প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর উদ্দেশে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রের বিস্ফোরণ সম্পর্কেই বা কী বলা যাবে।)[২]

কিউবার অর্থনীতিকে চাপ দেওয়া যেতে পারে আর একটি দুর্বল স্থানে আঘাত করে—কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে; যেমন তুলো। অবশ্য একথা মনে রাখা উচিত, পৃথিবীতে তুলো উৎপাদনের আধিক্য রয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোনও আক্রমণ অত্যন্ত সামান্য ব্যাপারে পর্যবসিত হবে। খনিজ তেল? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে নজর দেওয়া যেতে পারে। তেল সরবরাহ বন্ধ করে কিউবাকে পঙ্গু করা যেতে পারে কারণ, কিউবাতে পেট্রোলিয়াম খুব কমই উৎপাদিত হয়। কিন্তু যে তেল উৎপাদিত হয় তা দিয়ে বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি চালানো যেতে পারে, এবং গাড়িতে অ্যালকোহল ব্যবহার করা যায়; তাছাড়া পৃথিবীতে পেট্রোলিয়াম অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হয়। সেসব দেশ যেমন মিশর, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তেল বিক্রি করতে পারে; কিছুদিনের মধ্যে ইরাক কিউবাকে তেল বিক্রয় করতে সক্ষম হবে। অতএব অর্থনীতিক আক্রমণ পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অর্থনীতিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, কোনও পুতুল সরকারের মাধ্যমে, ডমিনিকান রিপাব্লিকের মতো কিউবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী।

ইদানীং ও. এ. এস. (Organisation of American States) যে নতুন পথ ধরেছে তা এক বিপজ্জনক পদক্ষেপ, উদ্দেশ্য কিউবার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। ট্রুহিলোর বাহানার পিছনে রয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আক্রমণের অজুহাত খোঁজা। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক সরকার ট্রুহিলোর বিরুদ্ধে আক্রমণের বিরোধিতা করতে আমাদের বাধ্য করেছেন। মহাদেশের লুঠেরাদের কী সুবিধাই না তাঁরা করে দিলেন।

আক্রমণের আর একটা সম্ভাবনা রয়েছে, ফিদেল কাস্ত্রোকে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা। পুঁজিপতিদের তীব্রতম আক্রোশ তাঁর বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই আর দুজন বিপজ্জনক ব্যক্তি রাউল কাস্ত্রো ও এই লেখককে কীভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া

১. একটি বোমারু বিমান নিজের বোমাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মারে। বৈমানিক—একজন আমেরিকান—মারা যান। তাঁর কাছে যে চার্ট পাওয়া গেল তা থেকে জানা যায় তিনি আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে যাত্রা করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করে।

২. ১৯৬০ সালের ৪ মার্চ, ক্যুব্রে নামে এক বেলজিয়ান জাহাজ হাভানা বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটায়। জাহাজটিতে কিউবার প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর জন্য প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র ছিল। প্রায় একশ জন লোক এই দুর্ঘটনায় মারা যান। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি।

যায় সে ব্যাপারেও পরিকল্পনা করতে হবে। আক্রমণের এই পথটাকে বেশ কার্যকর মনে হচ্ছে; যদি তিনজনকেই ক্ষতম করা যায়, অন্তত নেতাকে যদি শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে সেটা হবে প্রতিক্রিয়ার আশাতীত সাফল্য। (তবে পুঁজিপতিরা এবং তাঁদের দালালেরা ভুলে যাবেন না যে এই ধরনের আক্রমণ সফল হলে স্বাধীন কিউবার জনগণ ঘটনার সঙ্গে ন্যূনতম জড়িত সমস্ত ব্যক্তিকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন; তখন তাঁদের নিবৃত্ত করা অসম্ভব হবে)।

গুয়াতেমালা ধরনের আক্রমণ করা হতে পারে; কিউবার অস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলোকে বাধ্য করা যেতে পারে কিউবাকে অস্ত্র বিক্রি না করতে। স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়ে কিউবা কমিউনিস্ট দেশগুলো থেকে অস্ত্র কিনবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবার ওপর আর এক প্রস্থ গালাগালি করা যাবে। এতে ফল হতে পারে। সরকারের কোনও এক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'সেক্ষেত্রে আমাদের কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করা সম্ভব। কিন্তু আমরা এত নির্বোধ নই যে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করবে'।

তবে ঘটনা দেখে যা মনে হচ্ছে, পুঁজিপতিদের দরকার হবে আমাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ করা। অই বি এম মেশিনগুলোতে সব ধরনের পদ্ধতি পরখ করে দেখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে 'স্পেনীয় ধরনের' আক্রমণও প্রযুক্ত হতে পারে। সেটা হল কোনও অজুহাতে প্রবাসী প্রতিবিপ্লবীরা 'স্বেচ্ছাসেবক'দের সাহায্যে আক্রমণ করবে, 'স্বেচ্ছাসেবক' অর্থে ভাড়াটে সৈন্য, বা কোনও বিদেশি শক্তির সৈন্যবাহিনী। নৌবাহিনী এবং স্থলবাহিনীর শক্তিশালী প্রত্যক্ষ সহায়তা তাদের থাকবে যাতে জয়ের সম্ভাবনা বর্তমান। অথবা এমন হতে পারে, ডোমিনিকান রিপাবলিক বা সে ধরনের কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ আক্রমণ। কিছু সৈন্য (যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বমূলক) এবং বেশ কিছু ভাড়াটে সৈন্যকে আমাদের সমুদ্রতীরে মারবার জন্য পাঠানো হবে। ফলে যুদ্ধ বাধবে। অমনি পূর্বপরিকল্পনামতো একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বলবে, আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করব না। তবে যুদ্ধ যাতে সীমিত আকারে থাকে তার জন্য নজর রাখব। নজর রাখবে ক্রুইজার, যুদ্ধজাহাজ, ডেস্ট্রয়ার, এরোপ্লেনবাহী জাহাজ, সাবমেরিন, মাইনসুইপার, টর্পেডো বোট, উড়োজাহাজ। এবং এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যে, যখন তাদের কঠোর প্রহরার মধ্য দিয়ে কোনও নৌকোও কিউবায় ভিড়তে পারছে না, তখন ট্রুহিলোর দেশের দিকে যে নৌযানগুলো যাচ্ছে তাদের অনেকগুলো বা সবকটি এই লৌহ যবনিকা ভেদ করতে সমর্থ হবে। বা কোনও নামকরা আন্তআমেরিকান সংস্থার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে যাতে কিউবায় কমিউনিজমের আবির্ভাবের ফলে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার অবসান হয়।

এতে কাজ না হলে কোরিয়ার মতো প্রত্যক্ষ আক্রমণ করাও সম্ভব—সেক্ষেত্রে তা ঘটবে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে শান্তি এবং স্বার্থরক্ষার পতাকার নিচে। হয়তো আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ আমাদের বিরুদ্ধে হবে না, হবে ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে যাতে আমাদের শেষ সমর্থককে নিশ্চিহ্ন করা যায়। যদি তাই ঘটে

তবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু কিউবা থেকে মহনা বলিভারের দেশে স্থানান্তরিত হবে। ভেনেজুয়েলার জনগণ পরিপূর্ণ উৎসাহে স্বাধীনতা রক্ষা করতে যুদ্ধ করবেন, কারণ তাঁরা জানেন যুদ্ধে পরাজয় মানে জঘন্য অত্যাচারের শিকার হওয়া, আর বিজয় মানে আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। গণ-আন্দোলনের ঢেউ অন্যান্য দেশে পুঁজিপতিদের কবরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শত্রুর জয়ের সম্ভাবনা কম; এর কারণ আছে অনেক। তবে দুটো প্রাথমিক কারণ আমরা উল্লেখ করছি : প্রথম কারণ হল, এখন ১৯৬০ সাল। এই বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে যাঁরা মৃত্যু এবং অর্থের মালিকদের দ্বারা শাসিত হওয়ার মতো ভাগ্যবান নন! দ্বিতীয় কারণ হল, ষাট লক্ষ কিউবান ঐক্যবদ্ধ হয়ে অস্ত্রধারণ করবেন, যে কোনও মূল্যে বিপ্লব এবং দেশকে রক্ষা করবেন। সমগ্র কিউবা এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে এবং সমগ্র জাতি সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত হবে। মতাদর্শগতভাবে দীক্ষিত একটি সশস্ত্র জাতি গতিশীল নেতৃত্বে শত শত গেরিলাবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে সারা দেশব্যাপী লড়াই করবে। শহরে শ্রমিকেরা কারখানার মধ্যে থেকে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করবেন। আর গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা প্রতিটি গাছের পিছন থেকে, প্রতিটি ঝোপের আড়াল থেকে আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করবে।

আর সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদের ঝড় তুলবেন। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দেখবে কীভাবে তাদের উপেক্ষা করে মানুষ প্রতিবাদ করছে, কীভাবে তাদের মিথ্যা সংবাদের জাল ছিন্ন করে মানুষ আসল সংবাদ পাচ্ছে। তবুও ধরা যাক, তারা বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রতিরোধে পিছু হটল না। কিন্তু আমাদের দেশের অভ্যন্তরে তখন কী ঘটবে?

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশ অতি সহজেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র আমাদের নেই। বিমানবাহিনী ক্ষীণকায়। নৌবাহিনী অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং দেশরক্ষার যুদ্ধে আমরা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করব।

আমাদের স্থলবাহিনী ইতিহাসের এই উজ্জ্বল মুহূর্তে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করবে। কিন্তু ধরা যাক, যুদ্ধের ফলাফল আমাদের বিরুদ্ধে গেল। তবুও আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এমনকি মুখোমুখি যুদ্ধে আমাদের স্থলবাহিনী যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে আমরা এক বিশাল গেরিলাবাহিনীতে রূপান্তরিত হব। যদিও সমগ্র বাহিনী এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কাজ করবে, তবুও প্রতিটি শ্রেণীর থাকবে নিজস্ব দ্রুততা, আক্রমণের কৌশলগত ব্যাপারে সেনাপতিদের থাকবে স্বাচ্ছন্দ্য। পর্বতগুলোতে গণফৌজের শেষ সংগঠিত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা হবে। আর যুদ্ধ চলবে প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি ঝোপে, দেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চি মাটিতে। বিপ্লবী বাহিনীর পশ্চাৎবাহিনী হিসাবে দেশের মানুষ এই যুদ্ধ চালাবেন। দেশের প্রতিটি লোক অস্ত্রচালনায় শিক্ষিত হবে।

স্থলবাহিনীর ভারী অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় তারা ট্যাঙ্কবিধ্বংসী এবং বিমানবিধ্বংসী যুদ্ধের

কৌশল আয়ত্ত করবে। প্রচুর পরিমাণে বাজুকা বা ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গ্রেনেড, সবরকম রেঞ্জের বিমানবিধ্বংসী কামান এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ স্থলযোদ্ধা গোলাবারুদের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। চোখের মণির মতো একে রক্ষা করবেন। স্থলবাহিনীর ব্যবহৃত খালি শেল ভর্তি করবে আর একটি বিশেষ দল। এরা প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে থাকবে। গোলাবারুদ সজ্জিত রাখার কঠিন দায়িত্ব এদের।

যে ধরনের আক্রমণের আশঙ্কা আমরা করছি তাতে বিমানবাহিনী হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা আশঙ্কা করছি প্রথম শ্রেণীর কোনও মহাশক্তির সাহায্যপুষ্ট হয়ে আর একটি প্রথম শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী অথবা ভাড়াটেবাহিনী আমাদের আক্রমণ করবে। অতএব আমরা সেই শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কৌশল আলোচনা করছি। জাতীয় বিমানবাহিনী অংশত কিংবা সম্পূর্ণত ধ্বংস হবে। একমাত্র অবশিষ্ট থাকবে যোগাযোগ, সংবাদগ্রহণকারী বিমান অথবা হেলিকপ্টার। নৌসেনাদের নতুন কৌশলে আরও গতিশীল বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হবে। ছোট ছোট লঞ্চের সাহায্যে তারা অভিযান চালাবে। এতে শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে এর আয়তন যথেষ্ট ছোট থাকবে কিন্তু শত্রুকে আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় দ্রুততা সে পাবে। পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে শত্রু চরম হতাশাগ্রস্ত হবে, কারণ আক্রমণ করার মতো কোনও সহজলভ্য বিপক্ষ শক্তি সেখানে নেই। সবিস্ময়ে সে লক্ষ করবে এক বিশাল ছাড়া-ছাড়া অথচ সংঘবদ্ধ বাহিনী তাকে আক্রমণ করছে, কঠোর কশাঘাত করছে, অথচ তাকে ধরবার কোনও উপায় নেই। কারণ সে সর্বদাই গতিশীল এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কোনও মুখোমুখি প্রতিরোধ সে গড়ে তোলে না। অথচ সে শত্রুকে চারিদিক থেকে ক্রমাগত চাবুক মারছে।

সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করা বড় সহজ কথা নয়। মুখোমুখি যুদ্ধে পরাজিত হয়েও জনগণের বাহিনী অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই বাহিনীকে সহায়তা করবে জনগণের দুটি বিশাল অংশ—কৃষক এবং শ্রমিক। পিনার দেল রিয়োতে যে ছোট্ট ভাড়াটেবাহিনী আগ্রাসনে এগিয়ে এসেছিল তাদের প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে কৃষকসমাজ তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কৃষকদের নিজেদের অঞ্চলে শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু প্লেটুন কমান্ডার এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের শিক্ষা দেওয়া হবে আমাদের কেন্দ্রীয় সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে। এখান থেকে শিক্ষিত হয়ে তাঁরা ত্রিশটি কৃষি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বেন। আমাদের দেশকে এখন ত্রিশটি কৃষি উন্নয়ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে কৃষক সংগ্রামের ক্ষেত্রে আরও ত্রিশটি সামরিক কেন্দ্র গঠিত হবে। তাদের দায়িত্ব থাকবে অর্জিত অধিকার রক্ষা করা। জমি, বাড়ি, সেচের জল, খাল, বাঁধ. জমির ফসল, অর্জিত স্বাধীনতা—এককথায়, সুস্থভাবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার যে অধিকার তাঁরা অর্জন করেছেন তা সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন তাঁরা।

প্রথমদিকে আগ্রাসন রুখতে তাঁরা যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন। সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু শত্রুর শক্তি যদি অত্যধিক বেশি হয় তাহলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের কাজে ফিরে যাবেন। প্রত্যেক কৃষক দিনের বেলায় শান্তিপূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকবেন আর রাত্রিবেলায় আতঙ্ক সৃষ্টিকারী গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত হবেন।

রাতকে শত্রু সবচেয়ে বেশি ভয় করে। কোনও কোনও সময় শ্রমিকদের মধ্যে উপরোক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি চালু করা হবে। শ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট তাঁদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে যাতে তাঁরা ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের প্রতিরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিতে পারেন। সমাজের প্রতিটি অংশের কোনও না কোনও বিশেষ কর্তব্য থাকবে।

কৃষক যুদ্ধ করবেন ঠিক একজন গেরিলা যোদ্ধার মতো। তাকে শিখতে হবে কীভাবে ভাল যোদ্ধা হতে হয়। অঞ্চলের সাধারণ প্রতিকূলতার সুযোগ তিনি নেবেন। চোখের নিমেষে কী করে উবে যাওয়া যায় সেই কৌশলও তিনি আয়ত্ত করবেন। অন্যদিকে শ্রমিকরা আধুনিক শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করবেন। সারা শহরটাকে এক বিরাট আধুনিক দুর্গে পরিণত করবেন। অবশ্য দ্রুততার সুযোগ তাঁরা পাবেন না। শ্রমিককে জানতে হবে ব্যারিকেড তৈরির কৌশল। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, মোটরগাড়ি, লরি, আসবাব বা বাসনপত্র তার সাহায্যে দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড তিনি তৈরি করবেন। প্রতিটি বাড়িকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ চলবে বাড়ির ভিতরে দেওয়াল ফুটো করে। প্রতিরক্ষার সেই ভয়ানক অস্ত্র, মলোটভ কক্‌টেল, কীভাবে মোক্ষম আঘাত হানতে ব্যবহার করা যায় তার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। আধুনিক শহরের অসংখ্য আপাতঅদৃশ্য জায়গা থেকে তিনি শত্রুর আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেবেন।

সৈন্যবাহিনীর যে বিভাগ শহর রক্ষার দায়িত্বে থাকবে তারা এবং জাতীয় পুলিশবাহিনী এবং কৃষকশ্রেণী একত্র হয়ে এক শক্তিশালী প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শহরের প্রতিরোধবাহিনীকে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হতে পারে। এমতাবস্থায় শহরের সংগ্রামে ততখানি সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় না যেমনটি পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে। এই যুদ্ধে অনেক নেতা অনেক সহযোদ্ধাকে আমাদের হারাতে হতে পারে। জনগণ ট্যাঙ্কনিধনের কৌশল আয়ত্ত করলে সম্ভাব্য দ্রুততায় শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কগুলোকে অকেজো করে ফেলবেন। কারণ লড়াই করতে করতে ট্যাঙ্কের দুর্বলতা জনগণ ধরে ফেলবেন, তাঁরা ট্যাঙ্কভীতি থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু যতক্ষণ না তা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ ট্যাঙ্কযুদ্ধে বিপ্লবীবাহিনীর বহুতর ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

শ্রমিক এবং কৃষক ছাড়া অন্যান্য সহযোগী শক্তিও আছে। প্রথমত রয়েছে বিপ্লবী ছাত্রবাহিনী। বিপ্লবীবাহিনীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ছাত্রসমাজের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে। যুবসমাজও অনুরূপ সংগ্রামে লিপ্ত হবে। আর নারীসমাজ তার উপস্থিতির মাধ্যমে সহযোদ্ধাকে প্রভূত উৎসাহ দেবে। সাথী-যোদ্ধাদের রান্নাবান্না, সেবা-শুশ্রূষা, মৃত্যুপথযাত্রীদের শেষ সান্ত্বনা দেওয়া, যোদ্ধাদের জামাকাপড় কাচা, পরিষ্কার করা—এককথায় মহিলারা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সহযোদ্ধাদের দেখাবেন যে বিপ্লবের কঠিনতম কঠোরতম পরিস্থিতিতেও তাঁরা তাঁদের পাশে আছেন। এই কার্যক্রম সম্ভব হয় তখনই যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলা যায়, ধৈর্য ধরে সতর্ক হয়ে তাঁদের শিক্ষিত করা যায়। এবং সেটা এমনভাবে যখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের পুঁথিগত শিক্ষাকে বাস্তবে কার্যকরী হতে দেখেন। প্রয়োজন সেই বুনিয়াদি শিক্ষার যা বিপ্লবের যৌক্তিকতা ও সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিপ্লবী আইনগুলো নিয়ে নেতারা প্রতিটি সভা-সমিতিতে আলোচনা করবেন, ব্যাখ্যা করবেন যাতে জনসাধারণ বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। নেতাদের বক্তব্য সবসময় শুনতে হবে, পড়তে হবে। আলোচনা করতে হবে এবং তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে রেডিওর সাহায্যে সংগঠিত উপায়ে জনসাধারণকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনাতে হবে। আরও উন্নত প্রচারমাধ্যমের সুযোগ থাকলে (যেমন টেলিভিশন) তার সাহায্যেও বিপ্লবী বক্তব্য মানুষের কাছে উপস্থিত করা যায়।

রাজনীতির জন্য আরও বেশি বেশি মানুষকে টেনে আনতে হবে। আর আমাদের দেশে সেই রাজনীতির অর্থ হল জনসাধারণের ইচ্ছাকে আইন ডিক্রি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা। বিপ্লববিরোধীদের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে। বিপ্লবীবাহিনীর নৈতিক মেরুদণ্ড সর্বদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি থাকা উচিত। এমনকি অবিপ্লবীদের প্রতি যে ধরনের নজর রাখা কর্তব্য তার থেকে বেশি দৃষ্টি রাখতে হবে বিপ্লবীদের নীতিগতভাবে সঠিক রাখার দিকে। কোনও বিপ্লবী শৃঙ্খলহীনতা বা নীতিহীনতার পরিচয় দিলে তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। যেহেতু আগে তিনি বিপ্লবের সমর্থনে কাজ করেছেন, সুতরাং তিনি রেহাই পাবেন এ ঘটনা যাতে না ঘটে। তাঁর অতীত কার্যাবলী তাঁর প্রাপ্য শাস্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার অবশ্যই করবে, কিন্তু তার জন্য যে অপরাধটা তিনি করেছেন তার শাস্তি তাঁকে দিতেই হবে।

শ্রমের মর্যাদা, বিশেষ করে সমষ্টিগত শ্রমের ক্ষেত্রে এবং সমষ্টিগত মঙ্গলের উদ্দেশে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা উচিত। রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি তৈরি ও নির্মাণ করার যে কোনও উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে এক বিশাল সাড়া পড়ে যায়। ফলে বিপ্লবকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে বাহিনী শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে থেকে উৎসারিত জনসাধারণের সঙ্গে এমন গভীর এবং মধুর সংযোগ রক্ষা করে, শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে যে সম্পূর্ণ একাত্ম এবং তাছাড়াও, যে বাহিনী যে কোনও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং প্রস্তুত, সেই বাহিনী দুর্দমনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য। 'বিপ্লবীবাহিনী হল সামরিক পোশাকে সজ্জিত জনগণ'—মরণবিজয়ী কামিলোর এই উক্তি যেদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে সেদিন গণবাহিনী হবে আরও দুর্দমনীয়, আরও অপরাজেয়। সুতরাং একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই 'খারাপ' উদাহরণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রয়োজনীয়তা যতই বোধ করুক না কেন, কিউবা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছে।

মূল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ :
অশোক ভট্টাচার্য
রচনাকাল : ১৯৬০

নতুন কুবার নতুন মানুষ

অশোক ভট্টাচার্য

চে তার বাহিনী নিয়ে বিশাল স্পেনীয় আমলের দুর্গ লা কাবানিয়াতে পৌঁছলেন ৩রা জানুয়ারির মধ্যরাতে। ইতিমধ্যে সেখানকার পূর্বতন সেনাবাহিনীর প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ২৬শে জুলাই আন্দোলনের মিলিশিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। চে প্রবেশ করলেন দুর্গে। তারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে চে'র বক্তৃতা শুনলেন। চে বললেন—কিভাবে মার্চ করতে হয়, পূর্বতন বাহিনীর সেনারা খুব ভালোভাবেই জানেন আর তার বাহিনীর গেরিলারা জানেন—কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। এর পরে চে এবং আলেইদা সেখানকার সৈন্যাধ্যক্ষের নিবাসে চললেন।

পূর্বতন বাহিনীকে এখন নতুন করে সাজাতে চাইলেন ফিদেল। চাইলেন বিশ্বাসঘাতক এবং ষড়যন্ত্রীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে। আবানায় এই কাজের দায়িত্ব পেলেন চে।

কুবার অসামরিক এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বিপ্লবের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে। বাতিস্তার অত্যাচারের দিন শেষ। এখন শুরু হল ফিদেলিস্তাদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস। বিপ্লবের প্রতি সমর্থন ঘোষণায় মাথা নুইয়ে ফেলল ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো। পুরানো ট্যাক্স যার যা বাকি আছে সত্বর মিটিয়ে দিল এবং কিছু কিছু বড় সংস্থা নতুন বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করল। কুবার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাতে তাদের কোনও সন্দেহ নেই।

ফিদেল এবং তার দাড়িওয়ালা সঙ্গীদের সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক খবর পরিবেশন করতে শুরু করল মিডিয়া। বোয়েমিয়া ম্যাগাজিন প্রায় ফিদেল কাস্ত্রোর মুখপত্র হয়ে উঠল। খ্রিস্টের সঙ্গে ফিদেলের তুলনা করা হল সেখানে। বিজ্ঞাপনগুলোকে করা হল সময়োপযোগী। একটা বিয়ারের কোম্পানি একজন খেটেখাওয়া কৃষকের মুখের ছবির নিচে লিখল—'হ্যাঁ, এখন সময় এসেছে কাজ করার'। অবশ্য কাজ করার পরে বিয়ার খাওয়ার সময় আসবে। শার্টের নামকরণ করা হল 'লিবের্তাদ' বা মুক্তি। ''সকালবেলায় জেনারেল পালিয়েছে' নামে একটা নাটক বেশ জমে উঠল। ফিদেলকে বলা হল কুবার নতুন 'বীর পথপ্রদর্শক'। কুবার নামকরা কমিউনিস্ট কবি নিকোলাস গিয়েন চেকে তুলনা করলেন লাতিন আমেরিকার মহান মুক্তিদাতা সান মার্তিনের সঙ্গে। হুয়ান বোররোতো বিপ্লবের সময় চেকে অর্থনীতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন। তাকে যখন চে তার দপ্তরে ডেকে পাঠালেন, তিনি বিস্ময়ে অভিভূত। তখনই চে যেন এক রূপকথার নায়ক। তাকে দেখতে পাওয়াই অনেক কুবান ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করছে। আর

দেখতেও তখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় চে। তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, বাদামি চুল এবং দীপ্তোজ্জ্বল মুখ।

চের পরে বিশাল বাহিনীর অগ্রভাগে আবানায় পৌঁছালেন ফিদেল। রাউল এবং কামিলোকে পাশে নিয়ে প্রবেশ করলেন লা কলম্বিয়া দুর্গে। সেদিন রাতেই ফিদেল জনগণের উদ্দেশে টেলিভিশনে এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি জোর দিলেন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর, আর বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন। ফিদেল এখন নতুন সরকারের জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে জনগণের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন—তিনি চান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক উপদেষ্টাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। ওয়াশিংটন যদি কুবার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে চায় তাহলে প্রথমেই কুবাকে তাদের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

চে লা কাবানিয়াতে নিজের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করলেন। সৈন্যবাহিনীর সাংস্কৃতিক মান উন্নত করবার জন্য সামরিক-সাংস্কৃতিক আকাদেমি স্থাপিত হল। শিক্ষা এবং সাক্ষরতার পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হল। মুরগির লড়াই বা সে ধরনের চটুল মনোরঞ্জনের পরিবর্তে সেনাদের মধ্যে দাবা, ঘোড়ায় চড়া, এবং অন্যান্য খেলাধূলা প্রবর্তন করা হল। ভাল ভাল সিনেমা দেখানো শুরু হল। 'মুক্ত লা কাবানিয়া' নামে একটি সামরিক মুখপত্র চালু করলেন চে। কিছুদিনের মধ্যে 'সবুজ অলিভ' নামে সামরিক বাহিনীর মুখপত্র প্রকাশ করারও ব্যবস্থা করলেন চে।

লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পালিয়ে যাওয়া বিপ্লবী এবং অন্যান্য কুবানরা এবার কুবায় ফিরে আসতে শুরু করল। বুয়েনস আইরেসে একটা প্লেন পাঠানো হল সেখানকার বিপ্লবীদের নিয়ে আসার জন্য। গেভারা পরিবারকে সেই প্লেনে চড়ে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল। চের মা ও বাবা, বোন সেলিয়া তার স্বামী লুইস আরগানারিয়াস এবং ভাই হুয়ান মার্তিন এই প্লেনে চেপে কুবায় পৌঁছলেন।

সারা জানুয়ারি মাস ধরে যুদ্ধাপরাধীদের লা কাবানিয়ায় নিয়ে আসা হতে লাগল। বেশিরভাগ চাঁই-ই বাতিস্তার অন্তর্ধানের পরে পরেই পালিয়ে গেছে। যারা থেকে গিয়েছিল, শুধুমাত্র তারাই ধরা পড়ল। কয়েক সহস্র যুদ্ধাপরাধীর বিচার শুরু হল এবার। রাত আটটা-নটা নাগাদ শুরু হত এই বিচার। দুকে দে এস্ত্রাদার কাজ ছিল সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করা, বিচারাধীনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং বিচারের বন্দোবস্ত করা। চে ছিলেন 'সর্বোচ্চ বিচারক'। তার কাছেই এসব হাজির করতে হত। দুকের ভাষায় : 'চে আমার সাথে আলোচনা করতেন। কিন্তু দায়িত্বে রয়েছেন চে এবং সামরিক প্রধান হিসেবে তার কথাই শেষ কথা। শতকরা একশো ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা একমত হতাম'।

এ কাজে চেকে সাহায্য করতেন ওরলান্দা বোররেগো। অবশ্য দিনের বেলায় তার কাজ ছিল লা কাবানিয়ার প্রশাসনকে পরিচালনা করা। বোররেগো বলছেন, 'কাজটা খুবই কঠিন ছিল, কারণ বেশিরভাগ সদস্যদেরই কোনও বিচার সম্পর্কিত শিক্ষা ছিল না। আমরা দেখতাম যাতে নৈতিক এবং বৈপ্লবিক দিক থেকে বিচার নির্ভুল হয়, আমাদের

দিক থেকে কোনও ধরনের অনৈতিকতা প্রশ্রয় না পায়। চে এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন'।

কোনও বন্দি বা বিপ্লবীকে লাথি-ঘুষি মারার জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অসম্ভব রকমের অত্যাচারী হত এবং বন্দিদের খুন করে থাকত, তবেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। প্রতিটি কেস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হত। যারা মারা গেছেন বা যাদের অত্যাচার করা হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের ডেকে পাঠানো হত, অত্যাচারীদের জবানবন্দি নেওয়া হত। তারা কিভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল, বিচারের সময় তা তারা বিচারকদের সামনে পেশ করত। বোররেগো আরও জানিয়েছেন যে, বিচারের পদ্ধতি আগে থাকতেই ঠিক করা থাকত—অত্যাচারী এবং তার বিচার যারা চাইছেন উভয়পক্ষই যাতে বক্তব্য বলার সুযোগ পায়। চে প্রতিটি বিচারের সময় নিজে উপস্থিত থাকতেন যাতে কোনও ধরনের অন্যায় সংগঠিত না হয়। চেকে এ ব্যাপারে অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। দেশে-বিদেশে বুর্জোয়া সংবাদপত্র চেকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে। কিন্তু চে তার কাজ অবিচলিত চিত্তে পালন করতে থাকেন, কারণ তার নিজের দিক থেকে বিচারের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না।

১৯৫৯-এর ২৭শে জানুয়ারি চে কুবার কমিউনিস্ট পার্টি পি.এস.পি-র সাথী একটি সংগঠনের সভায় বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি 'বিপ্লবী বাহিনীর সামরিক ভূমিকা' সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এটাই কুবার বিপ্লবী বাহিনীর কোনও সর্বোচ্চ নেতার মুখ থেকে কুবার বিপ্লব সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা। চে বললেন—দুমাস আগে সিয়েরা মায়েস্ত্রায় যে বিপ্লবী ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তাকে আরও ক্ষুরধার করতে হবে। বিপ্লব কৃষকের কাছে ঋণী। সেই ঋণ তাকে শোধ করতে হবে। ভূমিব্যবস্থাকে আমূল পাল্টাতে হবে। ক্ষতিপূরণ দেবার প্রথা যাতে সংস্কারের গতিকে ব্যাহত না করে। কুবাতে এক সবল আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র চিনির ওপরই নির্ভর করা চলবে না, রপ্তানির ক্ষেত্রে একমাত্র মার্কিনিদের ওপর নির্ভর করা উচিত হবে না। দ্রুত শিল্পায়ন করতে হবে। কৃষকসমাজ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হলে এই শিল্পায়ণ সম্ভব হবে না। দেশের ভেতরই শিল্পের বাজার তৈরি করতে হবে।

কুবার অর্থনীতির ৭৫ শতাংশ যারা কব্জা করে রেখেছে তারা সহজে কুবাকে এই কাজ করতে দেবে না। অতএব দেশের ভেতরে এবং বাইরে নতুন বাজারের খোঁজ করতে হবে। কুবার নিজস্ব সম্পদকে নিজের হাতে আনতে হবে। এই বক্তৃতার একাংশে ছিল লাতিন আমেরিকায় নতুন বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কিত বক্তব্য। তিনি বললেন, 'আমাদের বিপ্লবের উদাহরণ এবং শিক্ষা শুধু কফি হাউসের বুলি কপচানোর পরিবর্তে কিছু করে দেখাবার আহ্বান জানাচ্ছে অন্য দেশের তরুণদের কাছে।'

মার্চ মাসের প্রথম দিকে চে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি আবানার তারারা অঞ্চলে একজন বাতিস্তানোর পরিত্যক্ত বাংলোয় অসুখ সারানোর জন্য সপরিবারে বাস করতে

শুরু করেন। এখানে অত্যন্ত সংগোপনে কুবার ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার প্রাথমিক কাজ শুরু করেন চে। এই আইন বাস্তবে কার্যকরী করবার জন্য যে সংগঠন তৈরি করা হল তার নাম দেওয়া হল 'ভূমি সংস্কারের জাতীয় সংস্থা'—সংক্ষেপে ইনরা।

কুবার অর্থনীতি সংস্কারের কার্যক্রমও এ সময় শুরু করেন চে। সাথে নেন পি.এস.পি-র কয়েকজন বিশ্বাসভাজন কমরেডকে। এরপর দরকার পড়ল এক বিপ্লবী সংবাদ সংস্থা সৃষ্টি করার। কারণ, বুর্জোয়া কাগজ এবং সংবাদ সংস্থাগুলো ঠিকমতো সংবাদ পরিবেশন করছিল না। এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হল চের দ্বারা অনুপ্রাণিত আরহেনতিনার সাংবাদিক হোরহে মাসেত্তির ওপর। কিছুদিনের মধ্যেই তৈরি হল প্রেনসা লাতিনা।

৭ই মে ফিদেল কাস্ত্রো ভূমিসংস্কার বিলে সই করলেন। অতএব ইনরাও শুরু করল তার অভিযাত্রা। এর পর ফিদেল চের কোমানদান্তে পদকে সরকারি স্বীকৃতি দিলেন। আর তাকে বিদেশযাত্রায় পাঠালেন। সরকারিভাবে এই বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল কুবার সঙ্গে জাপান এবং সদ্যস্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা—বিশেষ করে ভারতবর্ষ, মিশর এবং যুগোস্লাভিয়ার সাথে।

বিদেশযাত্রার আগে চে ইলদাকে ডির্ভোস করলেন।

২রা জুন একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানে আলেইদাকে বিয়ে করলেন চে গেভারা।

চের যাত্রা ছিল মূলত মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। জাপানই একটা ব্যতিক্রম। জাপান কুবার চিনি আমদানি করে থাকে। কিভাবে এই আমদানির পরিমাণ বাড়ানো যায় এবং জাপানের উন্নত প্রযুক্তি কিভাবে কুবার কাজে লাগানো যায়, এটাই ছিল জাপানযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফিদেল এবং চে জানতেন—ভূমিসংস্কার বিল পাকা করার পরে যে মুহূর্তে তা কার্যে পরিণত করা হবে, তখনই আসবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঘাত। সে উদ্দেশ্যেই নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা।

প্রায় তিন মাস বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে কুবা ফিরে আসেন চে। চোদ্দটা দেশ তিনি এই যাত্রায় ভ্রমণ করেছেন। কথা বলেছেন গামাল আবদেল নাসের, সুকর্ণ, টিটো এবং জওহরলাল নেহরুর সাথে। চের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় নেহরুর সঙ্গে ছিলেন তার কন্যা ইন্দিরা এবং দুই নাতি—রাজীব ও সঞ্জয়। জাপান থেকে মাকে একটা চিঠি লেখেন চে :

'প্রিয় বুড়ি,

আমার পুরনো ইচ্ছে ছিল এই সব দেশগুলো দেখব। যদিও সেটা সফল হয়েছে, কিন্তু মন আমার ভরেনি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলতে বলতে, পার্টি দিতে দিতে আমার ইচ্ছা করে পিরামিডের ছায়ায় বসে দুদণ্ড বিশ্রাম নিই, কিংবা তুতেনখামেনের শবাধারের পাশে শুয়ে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা হল আলেইদা কাছে নেই কারণ আমার কিছু কিছু ব্যক্তিগত নীতিবোধ আছে এবং এজন্য তাকে সঙ্গে আনিনি।'

এ-কথা সে-কথার পর লিখছেন,

'আমার মধ্যে এখন যা দেখা দিয়েছে তা হল ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টি। আমি আগেকার মতোই একা আছি, নিজের মতো করেই নিজের পথ তৈরি করি। তবে এখন আমি আমার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। আমার কোনও বাড়ি নেই, ছেলেমেয়ে নেই, ভাইবোন নেই। আমার বন্ধুরা ততক্ষণই আমার বন্ধু যতক্ষণ তারা আমার রাজনৈতিক মতের সাথে সহমত পোষণ করে। আমি এখন আমার মধ্যে এমন এক অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করি—যা অন্যের মধ্যেও সংক্রামিত হবে। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রয়েছে এক ধরনের স্থির ভয়হীন বিশ্বাস।'

এখনকার পরিস্থিতিতে তিন মাস যথেষ্ট সময়। এই সময়ে কুবায় অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। এখন ফিদেলের হাতে ক্ষমতা অনেক বেশি পরিমাণে সংহত। কুবার রাজনৈতিক আবহাওয়া অনেকটা পাল্টে গেছে। ভূমিসংস্কার আইনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সরকার জমি অধিগ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক ধরনের বন্ড দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়ে বলেছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের যেন ঠিকভাবে তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কামাগুয়ের ধনী পশুপালনকারীরা এই অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং এখানকার বিপ্লবী সামরিক শাসক উবের মাতোস ইনরা এবং বিপ্লবী সামরিক বাহিনীতে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ২৬শে জুলাই আন্দোলনের কমিউনিস্ট বিরোধী অংশের মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন মাতোস। তার অভিযোগ মধ্যপন্থীদের হটিয়ে র‍্যাডিক্যালদের স্থান করে দেওয়া হচ্ছে।

চে আবানায় পৌঁছবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফিদেল তাকে ইনরার শিল্পবিভাগের কাজ শুরু করতে বললেন। ইনরার সভাপতি ফিদেল আর নুনিয়েস হিমেনেস হচ্ছেন কার্যকরী অধিকর্তা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে আবানায় সোভিয়েত শিল্পমেলা আনা হল মেক্সিকো থেকে। উদ্বোধন করলেন সোভিয়েত উপরাষ্ট্রপতি আনাসতাস মিকোয়ান ১৯৫৯ সালের ২৮শে নভেম্বর। এ সময়ে চে সারা রাত কাজ করতেন। এদিকে তিনি ইনরার দায়িত্বপ্রাপ্ত, আবার তাকে এখন আরেকটা দায়িত্বও দেওয়া হল। তিনি এখন কুবার জাতীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি। আবানায় কূটনীতিকরা সকলেই জানেন এখন চের সঙ্গে দেখা করতে হলে মধ্য রাতেই সময় মিলবে, নচেৎ নয়।

বড়দিন উপলক্ষে চে মাকে লিখছেন :

'প্রিয় বুড়ি,

তুমি জান আমার পক্ষে চিঠি লেখা কত কঠিন। সকাল সাড়ে ছটায় একটু বিশ্রামের সুযোগে এই চিঠি লিখছি। তুমি মনে করছ আমার দিনটা বুঝি এখন শুরু হয়েছে, তা নয়। দিনের শেষেই তোমাকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কুবা এখন এমন একটা সময়ের

মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাকে আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে বলা যেতে পারে। একসময় আমি পিসারোর সেনা হতে চেয়েছিলাম। অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এখন আর তার দরকার নেই। তা এখন কুবাতেই পাওয়া যাবে; এখানেই আদর্শের জন্য সংগ্রাম করা, নিজস্ব উদাহরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। আমরা এখন আর মানুষ নই, কাজের যন্ত্র। সময়ের বিরুদ্ধে কঠিন অথচ উজ্জ্বল মুহূর্তে আমরা কাজ করে চলেছি।

শিল্পবিভাগ আমার নিজের হাতে তৈরি। আমি এর কিছুটা দায়িত্ব ছেড়েছি অর্থমন্ত্রকের কাজের জন্য। আমি এখন বিপ্লবীবাহিনীর শিক্ষারও প্রধান। ওরিয়েন্তে প্রদেশের একটি বাহিনীর দায়িত্বও আমার হাতে। আমরা আমেরিকার এক শাশ্বত ইতিহাসের ওপর দিয়ে পদচারণা করছি এখন। আমরাই ভবিষ্যৎ। এবং এটা আমরা জানি। আমরা অতীব আনন্দে এটা তৈরি করছি। আমরা ভুলে গেছি ব্যক্তিগত স্তরের ভালোবাসা। এই যন্ত্রের কাছ থেকে আলিঙ্গন গ্রহণ কর—যে যন্ত্র ভালোবাসা প্রদান করছে একশো ষাট মিলিয়ন আমেরিকাবাসীকে এবং কখনও কখনও যে যন্ত্র তোমার অপরিমণাদর্শী পুত্র।'

ব্যাঙ্কের কর্মসমিতির প্রথম সভাতেই চে প্রশ্ন করলেন কুবার সোনা কোথায় গচ্ছিত আছে? জানলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট নক্সে অবস্থিত ট্রেজারি ভল্টে। চে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে ওই সোনা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে সেই টাকা অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে। ১৯৬০ সালের প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাস্থিত সমস্ত কুবান সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। কুবার সম্পদ অন্যত্র থাকায় মার্কিন প্রত্যাঘাত বিপ্লবী কুবাকে খুব একটা বিপদে ফেলতে পারে না।

১৯৫৯ সালের শেষের দিকে বেশিরভাগ শিল্পই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়। ইনরার হাতে কয়েকটা মাত্র ছোট কারখানা। এগুলো বাতিস্তার সমর্থকদের হাত থেকে অধিগৃহীত হয়েছে। এ সময়ে চিলে এবং একুয়াদোর থেকে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ চের সাথে কাজ করতে শুরু করেন। এমন সব কারখানা অধিগৃহীত হয় যেগুলোর মালিক বিনিয়োগ করতে অস্বীকৃত এবং কারখানা চালাতে অপারগ।

গতবছর এপ্রিল মাসে চের নজরে এল—বিপ্লবী বাহিনীর আশি ভাগ সদস্যই নিরক্ষর। লা কাবানিয়াতে তিনি সাক্ষরতার কাজ শুরু করেন। চে নিজেই উচ্চ গণিত শিখতে শুরু করেন এ সময়। শিক্ষক ভিলাসেকা আসতেন সকাল সাড়ে ছটায় যখন চে তার দিন শেষ করছেন আর ভিলাসেকা করছেন শুরু।

চের গত বছরের বিদেশ ভ্রমণের ফল পরের বছর ফলতে শুরু করল। জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং মিশর থেকে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল কুবায় এলেন। অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর বানিজ্যিক উপযোগিতা থেকেও যা উল্লেখ্য তা হল মার্কিন বেষ্টনী থেকে কুবার বেরিয়ে আসার এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। উমানিসমো পত্রিকায় 'আফ্রো-এশীয় বারান্দা থেকে আমেরিকা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে তিনি বললেন—কুবার সাথে সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর এই মিল যে, উভয় গোষ্ঠীই অর্থনৈতিক

স্বাধীনতা পেতে চাইছে। তিনি আরও বললেন, শুধু আমেরিকা মহাদেশ নয়—বিপ্লবী কুবা এশীয় আফ্রিকীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এক নতুন পথের দিশারি। এ সময়েই চের 'কুবার বিপ্লবী যুদ্ধের স্মৃতি' প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুবার মাটিতে একটা প্লেন আছড়ে পড়ে। মৃত পাইলটের পকেটে যেসব কাগজপত্র পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সে আমেরিকার নাগরিক। কুবার মাটিতে হামলা চালানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিন্দা করলেন ফিদেল।

এর কয়েক দিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কুবা তাদের বাণিজ্যচুক্তি প্রকাশ করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঁচ লক্ষ টন চিনি কেনার কথা ঘোষণা করল। পরবর্তী চার বছরে তারা আরও দশ লক্ষ টন চিনি কিনবে, এ প্রতিশ্রুতিও থাকল। এর সঙ্গে দশ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করা হল সামান্য সুদে। পোল্যান্ড এবং পূর্ব জার্মানিও কুবার সাথে চুক্তিতে সই করল। পিছিয়ে থাকল না চেক এবং চীনারাও। এ সময়ে চের আরেকটি প্রিয় জিনিস—জুসেপ্লান তৈরি করা হল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তর হিসেবে—সোভিয়েত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ঢঙে। মে মাসে মস্কোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। কুবাতে বেড়াতে এলেন জ্যঁ পল সার্তর্‌ এবং সিমোঁ দ্য বোভোয়ার। তখনই একটি কুবার জাহাজে ষড়যন্ত্রকারীরা এক বিস্ফোরণ ঘটায়। মার্কিন আগ্রাসন এবার থেকে প্রতিনিয়ত হতে থাকবে।

এপ্রিল মাসে চের লেখা 'গেরিলা যুদ্ধ' বইটি প্রকাশ করল ইনরা। লাতিন আমেরিকায়ও যে বিপ্লব সংগঠিত করা যায়, তা তিনি ব্যক্ত করলেন এতে। কুবার অর্থনীতিও এ সময়ে এক অসাধারণ গতি পেতে আরম্ভ করে। কুবার হোটেলগুলো অধিগ্রহণ করা হল জুন মাসে। চে কুবার মার্কিন তেল শোধনাগারগুলোকে সোভিয়েত থেকে আনা অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করতে বললেন। তারা রাজি না হলে তাদের শোধনাগারগুলোকেও অধিগ্রহণ করা হবে, এ কথা জানানো হল। দুজন মার্কিন কূটনীতিককে দেশ থেকে বহিস্কার করা হল। আমেরিকাও তিন জন কুবান কূটনীতিককে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করল। ফিদেল হুমকি দিলেন যে, আমেরিকা যদি এক পাউন্ড চিনির আমদানি কমায়, তাহলে মার্কিন চিনিকলগুলো অধিগ্রহণ করা হবে। ২৯শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দুটো তেলভর্তি জাহাজ কুবায় এসে ভিড়ল। সেদিনই বাজেয়াপ্ত করা হল টেকসাকো কোম্পানির সম্পত্তি। একদিনের মধ্যে এসো এবং শেল কোম্পানিও অধিগৃহীত হল। ৩রা জুলাই মার্কিন কংগ্রেস কুবার চিনির কোটা কমাবার অধিকার দিল রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারকে। ফিদেল কুবার আইন সংশোধন করলেন যাতে সমস্ত মার্কিন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায়। ৬ই জুলাই আমেরিকা সে বছরের জন্য কুবার কোটা রদ করল। সমস্ত মার্কিন কোম্পানিগুলোকে তাদের সম্পত্তি কুবাতে রেজিস্ট্রি করতে নির্দেশ দিলেন ফিদেল। তিনি এও জানালেন শীঘ্রই কুবা বন্ধুরাষ্ট্রের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবে। ৯ই জুলাই সোভিয়েত দেশের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুবা আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না। তিনি জানালেন—সোভিয়েত ইউনিয়ন আরও চিনি কিনবে কুবা থেকে।

২৬শে জুলাই বার্ষিকী পালন করা হচ্ছে ওরিয়েন্তে প্রদেশে। সেখানে লাতিন আমেরিকার একনায়কদের বিরুদ্ধে তার সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন ফিদেল কাস্ত্রো। তিনি বললেন—এই একনায়কেরা যদি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেসব দেশের মানুষ কুবার উদাহরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দেস পর্বতমালাকে লাতিন আমেরিকার সিয়েরা মায়েস্ত্রায় পরিণত করবে।

এর দুদিন বাদে লাতিন আমেরিকার প্রথম 'যুব সম্মেলনে' চে বললেন, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ধ্বনিত হচ্ছে মুক্তির সংগ্রাম। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে চের সংগ্রামের প্রতি অঙ্গীকার, সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতিস্বীকার না করে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেবার প্রতিশ্রুতি এক নতুন বার্তা পৌঁছে দিল। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন হাকোবো আরবেনস, আমেরিকার চক্রান্তে উৎখাত হওয়া গুয়াতেমালার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান। পরবর্তীকালে 'বিপ্লবী ওষুধ' এই শিরোনামে এক বক্তৃতায় একদল ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে চে স্মরণ করলেন তাঁর ডাক্তার থেকে গেরিলা যোদ্ধায় রূপান্তরের কথা। তিনি বললেন, তিনি যখন ডাক্তারি পড়বেন বলে মনস্থ করলেন তখন তার ইচ্ছা ছিল একজন বিখ্যাত গবেষক হবার। লাতিন আমেরিকায় ভ্রমণ করতে করতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখতে দেখতে তিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে পড়েন। গুয়াতেমালাতে তিনি একজন বিপ্লবী ডাক্তার হবার পথে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু গুয়াতেমালার সমাজপরিবর্তন আর এগিয়ে গেল না। তাই ব্যর্থ হল তার পরিকল্পনা। তখন তার উপলব্ধি হল বিপ্লবী ডাক্তার হতে গেলে প্রথমে বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। একজন মানুষের ইচ্ছায় বা শক্তিতে কিছু করা সম্ভব নয়। অতএব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তীর্ণ হবে। সুতরাং ব্যক্তিবাদ সামাজিক জীবন থেকে অপসৃত করতে হবে কুবাতে। রূপান্তরিত হবে ব্যক্তিকে সমষ্টির উৎকর্ষের জন্য প্রয়োগ করার চেতনায়।

এই বক্তৃতায় চে তার 'নতুন মানুষের' ধারণার কথা উল্লেখ করেন। চের মার্কসবাদের তাত্ত্বিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক বড় অবদান হিসেবে মনে করা হয়। চে প্রশ্ন করছেন, সমাজের দরকারের সাথে ব্যক্তির ইচ্ছাকে কিভাবে যুক্ত করা যায়? আমাদের স্মরণে রাখতে হবে—বিপ্লবের আগে আমরা কী করতাম এবং কী ভাবতাম। খুব তীক্ষ্ণভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব আমাদের স্মরণে রাখতে হবে—বিপ্লবের আগে আমরা কি করতাম এবং কী ভাবতাম। খুব তীক্ষ্ণভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব আমাদের বিপ্লবপূর্ববর্তী চিন্তাধারায় প্রায় সবটাকেই ফেলে আসার সময় হয়েছে। এক নতুন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা প্রত্যেকে যদি সেই নতুন মানুষের সৃষ্টির স্থপতি হই তাহলে সেই নতুন মানুষ—যে মানুষ হবে নতুন কুবার প্রতিনিধি, অনেক সহজেই সৃষ্টি করা যাবে। এসময় রেনে দুমন্ত নামে একজন ফরাসি অর্থনীতিবিদ কুবায় আসেন। এক আলোচনায় তিনি শ্রমিকদের 'মেটিরিয়াল ইনসেনটিভ' বা অতিরিক্ত বৈষয়িক সুবিধাপ্রদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। চে তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করেন।

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে চে মস্কো গেলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভের আমন্ত্রণে। ৭ই নভেম্বর মস্কোর রেড স্কোয়ারে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে যে মিলিটারি প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়, তা প্রত্যক্ষ করলেন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সাথে। চে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রুশ্চেভের পাশেই। সেখানেই রোগা কালোর্বণের একজন বলিভিয়—মারিও মোনহের সঙ্গে চের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তার সাথে চের কথা খুব কমই হয়েছিল। চে তাকে জানালেন যে, তিনি একসময় বলিভিয়ায় গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দুজনে অবশ্য আবার সাক্ষাৎ করবেন বলিভিয়ার মাটিতে। দুমাসের এই সফরে চে গেলেন প্রাগ, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, স্টালিনগ্রাদ, পিকিং, সাংহাই, পিয়ংইয়ং এবং বার্লিন। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মস্কোর কাছে বিক্রির পর যে চিনি উদ্বৃত্ত থাকবে তা এসব দেশে বিক্রি করা। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করেছে।

১৯৬১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি চে আবানার মিরামারে অবস্থিত ১৮নং সরণির বাড়ি থেকে অফিসে যাবার জন্য বের হলেন। আজকেই তিনি শিল্পমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। অতএব রোজ যে পথে যান, সে পথে না গিয়ে আজ অন্য পথে চললেন চে। একটু পরেই চের বাড়ির সামনে গুলিগোলার আওয়াজ শোনা গেল। কিছু প্রতিবিপ্লবী চেকে আক্রমণ করার জন্য চের প্রতিদিনের যাতায়াতের পথের ধারে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। চেকে খতম করার এটাই প্রথম এবং শেষ প্রচেষ্টা নয়। আবানা এখন যে কোনও সময় চের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফিদেল, চে এবং রাউলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য মার্কিনীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ঘাঁটি থেকে প্রতিক্রিয়াশীল কুবানদের সহযোগিতায় সি আই এ কুবার বিভিন্ন প্রদেশে ছোট ছোট প্রতিবিপ্লবী দল পাঠাবার পরিকল্পনা করছে। উদ্দেশ্য কুবার অভ্যন্তরে অবস্থানকারী প্রতিবিপ্লবীদের সহযোগিতায় এক গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা। মার্কিনীরা অনেকটা গুয়াতেমালার ঢঙে কুবা আক্রমণ করবে—এই কথাটা সর্বত্র খোলাখুলিভাবে আলোচনা হতে লাগল। কুবার প্রতিবিপ্লবীদের অনেককে গুয়াতেমালাতে মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া শুরু হল। আকাশ ভারী হয়ে উঠল সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণের অপেক্ষায়। যুদ্ধ এসে পড়েছে। এই যুদ্ধে জিততেই হবে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন প্রতিদিন কুবার আকাশ থেকে প্রতিবিপ্লবী বিমানচালকেরা বোমা ফেলছে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া আবানার বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে বিস্ফোরণ হচ্ছে, তখন কিভাবে নতুন কুবা তৈরি করা যায়, সে সম্পর্কে অনবরত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন চে।

সমাজতান্ত্রিক মানুষ নির্মাণের জন্য চের নতুন স্লোগান হল স্বেচ্ছাশ্রমদান! কামিলোর মৃত্যুর পর তার স্মৃতিতে একটা স্কুলবাড়ি তৈরি করার সময় চে নিজেই স্বেচ্ছাশ্রমদান করে এই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। মাওয়ের চীনে শ্রম ব্রিগেড দেখে তিনি উৎসাহিত হন এবং কুবাতে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। চে তখন থেকে শনিবারগুলো স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানের জন্য ব্যয় করে আসছিলেন। কখনও ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিলেন, কখনও আখের ক্ষেতে

আখ কেটে কিংবা কোনও বাড়ি তৈরির কাজে ইঁট বয়ে। নিজের দপ্তরের কমরেডদের উৎসাহিত করছিলেন নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য। তার সহকর্মীদের প্রত্যেকেই এই স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানে যুক্ত হন।

চের এই স্বেচ্ছাশ্রমের কার্যক্রমকে 'কমিউনিস্ট হবার সাধনা' বলা হত তখন। চের যুক্তি ছিল এই যখন কোনও ব্যক্তি পারিশ্রমিকের তোয়াক্কা না করে সমাজের জন্য কাজ করছে, সে কমিউনিস্ট চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। জাতীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসেবে চের যে বেতন প্রাপ্য তা তিনি নিতেন না। শিল্পমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেও কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। শুধুমাত্র কোমানদান্তে হিসেবে তিনি যে সামান্য টাকা পেতেন, তা দিয়েই সংসার চালাতেন।

১৪ই এপ্রিল আবানার সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আগুন লাগে। পরের দিন ১৫ই এপ্রিল মার্কিন মদতপুষ্ট বিমানবাহিনী আবানা আক্রমণ করে। চে নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ আবানার ওপরে বোমা ফেলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন সঙ্গী-সাথী নিয়ে। পিনার দেল রিওতে আগে থেকে প্রস্তুত লড়াই-এর ঘাঁটিতে চে পৌঁছে গেলেন। এখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে কাছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

পরের দিন নিহতদের অন্ত্যেষ্টিতে ফিদেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি আক্রমণ করলেন এই বিমানহানা সংগঠিত করার জন্য। তিনি বললেন—কুবা যেহেতু সমাজতন্ত্রের পথে যেতে চাইছে তাই তা সহ্য হচ্ছে না আমেরিকার। কুবা যে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে, তা এই প্রথম ফিদেল খোলাখুলিভাবে জানালেন।

১৭ই এপ্রিলের মধ্যরাতে পনেরশো কুবান প্রতিবিপ্লবী পৌঁছল বে অব পিগস-এর সন্নিকটে প্লায়া হিরন অঞ্চলে। এর কয়েকদিন আগে গুয়াতেমালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে নিকারাগুয়ার পুয়ের্তো কাবেসাতে তারা এসে পৌঁছয়। নিকারাগুয়ায় কুখ্যাত সোমোসা তাদের বিদায় জানায় আর ফিদেলের একগুচ্ছ দাড়ি উপড়ে এনে তাকে উপহার দেবার জন্য অনুরোধ করে। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির একটা জাহাজ প্রতিবিপ্লবীদের কুবার উপকূলে নামিয়ে দেয়। জাহাজটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে দুটো মার্কিন ডেস্ট্রয়ার। পূর্বাহ্ণে খবর পেয়ে অবতরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিদেল তার গেরিলাদের নিয়ে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পেরে সমুদ্রতীরেই প্রতিবিপ্লবীরা যুদ্ধ শুরু করে।

প্রায় দুদিন ধরে এই যুদ্ধ চলল। চের সন্তানদের দেখাশুনা করতেন সোফিয়া নাম্নী এক মহিলা। তিনি বাচ্চাদের নিয়ে সেলিয়ার ফ্ল্যাটে চলে গেলেন। এখন সেটাই সব ধরনের খবরের কেন্দ্রবিন্দু। সেলিয়া সানচেস এক মুহূর্তের জন্যও হাত থেকে টেলিফোন নামিয়ে রাখবার সময় পাচ্ছেন না। একসময় সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিদেল ঢুকলেন সেলিয়ার ফ্ল্যাটে। শ্রান্ত-ক্লান্ত ফিদেল যে খাটে শুয়ে পড়লেন, সেখানে চের ছোট্ট মেয়ে খেলা করছিল। ফিদেল যখন ঘুমোচ্ছেন তখন চের মেয়ে তার দাড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

২০শে এপ্রিলের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। একশো· চোদ্দ জন আক্রমণকারী নিহত, প্রায় বারোশোজন বন্দি। খুশি মনে চে পিনার দেল রিও থেকে ফিরলেন। উল্লেখ্য পিনার দেল রিওতে নিজের পিস্তল থেকে হঠাৎ গুলি ছুটে যাওয়ায় চে তার মুখ এবং ঘাড়ে আঘাত পান। অবশ্য তেমন গুরুতর ছিল না সেই আঘাত।

বে অব পিগস-এ প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কুবার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অযাচিতভাবে সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ কুবাকে আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দেবার প্রস্তাব দেন। কুবা তা গ্রহণ করে। মার্কিনিরা সোভিয়েত-কুবার এই গোপন কার্যক্রমের কথা জানতে পেরে কুবা অবরোধ করে এবং ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সোভিয়েত জাহাজকে ফিরে যাবার জন্য হুমকি দেয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। দিনটা ছিল ১৯৬২ সালের ২২শে অক্টোবর। দুঃখের বিষয় কুবার অজান্তে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির সাথে এক গোপন চুক্তি করেন। ২৮শে অক্টোবর সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ পশ্চাদপসরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে তার আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে নেয় এবং কথা দেয় যে, তারা কুবা আক্রমণ করবে না। অবশ্য অনতিবিলম্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। অসংখ্যবার কুবার ভূমি এবং আকাশ মার্কিন মদতপুষ্ট প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে।

এই ঘটনা চে এবং ফিদেলকে অসম্ভব বিচলিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে চে এবং ফিদেল যে শ্রদ্ধা করতেন, এই ঘটনা তার মূলে আঘাত হানে।

কিউবার সাহিত্যে আধুনিকতা : নতুন দিগন্তের বিস্তার

কঙ্কণ সরকার

কিউবার সাহিত্যে ও সমাজে আধুনিকতার জনক হিসেবে যার নাম সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন তিনি হলেন উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, কবি ও মহান সমাজবিপ্লবী হোসে মার্তি ('Jose Marti') । কিউবার এই কিংবদন্তি জননায়কের চিন্তাতেই প্রথম সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃষ্ট রূপটি ধরা পড়ে। তিনি বুঝেছিলেন কোনও একটি দেশের স্বাধীনতা কেবল সেদেশের আভ্যন্তরীণ জাতীয় সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে না। সে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়স্তরের সমন্বিত সংগ্রামের ফল হিসাবেই বিচার্য। কেননা বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের চোরাগোপ্তা নানা ফাঁদ পাতা আছে। সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি এক দুর্বল সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতেই আরেকটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের খপ্পড়ে পড়া খুব স্বাভাবিক। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রোথিত করে নিয়েছিলেন। কেননা এই সমন্বিত সংগ্রামভিন্ন জনগণের মুক্তি অসম্ভব। তার এই চিন্তার বলিষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে "ন্যুয়েস্ত্রা আমেরিকা" (Nuestra America বা Our America, 1891) প্রবন্ধ সংকলনে। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি এক অখণ্ড আমেরিকার (স্প্যানিশ) স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। স্বপ্নের অনুষঙ্গে এসেছে তার বর্ণময় বাস্তবতা: স্প্যানিশ আমেরিকার নিজস্বতা, ইতিহাস, অস্তিত্ব, নিয়তি এবং ঐতিহ্য। এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে তিনি নিয়মিতভাবে এ অঞ্চলের বর্ণাঢ্য ও অন্তরঙ্গ বৈচিত্র্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন এবং উপস্থাপিত করেছেন। একই সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন রিও ব্রাভো থেকে পাটাগোনিয়াকে। কেবলই আঞ্চলিক বহুলতা নয়, তার স্বাতন্ত্র্য তাঁকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি যেমন নিজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনি অন্যদেরও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এই রচনাসৃজন ও পাঠের মিথষ্ক্রিয়ায়। এলিয়াস ডি লোসাডাকে (Eliás de Losada) লেখা এক চিঠিতে তার পরিপূর্ণ সমর্থন মেলে, 'The newspaper appeared my very soon own because of its tolerance and the fine American Spirit with which you imbue it.'

গোটা স্প্যানিশ আমেরিকাকে একসূত্রে গাঁথার প্রেরণা তিনি অর্জন করেছিলেন ১৮৭৫-১৮৭৮ সালের নির্বাসিত জীবনযাপনে। বলা ভাল যে তিনি এই সময় স্পেনে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনের এই অভিজ্ঞতা তাঁকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সহায়তা করেছিল। তিনি যেন নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন, এক নতুন জগতে প্রবেশ করলেন। এই সময় তিনি মেক্সিকো ও গুয়াতেমালা হয়ে কিউবায় ফিরে এলেন। তিনি অনুভব করলেন, 'Government should emanate from the Country itself. The Spirit of the Government has to be the Spirit of the Country. Government is no more than the equilibrium of a Country's natural elements.' অর্থাৎ সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার সুনির্দিষ্ট পার্থক্য অথবা জনগণ ও সরকারের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য তাঁর চোখে সে সময়েই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি দেশে বা বিদেশে তা সে আমেরিকাতেই হোক বা উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা, কিউবাতেই হোক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড আমেরিকার ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে, 'Latin America must struggle against regionalistic fervor and a limiting world view which promote a general malaise at the same time that they make the continent look with envy toward Europe and the United States. Similarly, New world Hispanic nations must unite to combat the inherent racism of the North Americans and their imperialist impetus.' তাঁর নিজের ভাষায় — "No hay odio de razas, porque no hay razas." (There is no racial hatred, because there are no races). অর্থাৎ মানুষের কোনও জাত নেই, তারা নিজেরাই একটা জাতি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল এই মহাদেশের মানুষকে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা নিতে হবে যে জাতিভেদ (Racism) সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট এক দুষ্টক্ষত। তার অচিরেই নিরাময় হওয়া দরকার। এজন্য তিনি বলেছেন, 'The History of America, from the Incas to the present, must be taught thoroughly, even if we do not teach about Grecian Magistrates. Our Greece is preferable to a Greece that is not Ours.' অর্থাৎ অতীত ইতিহাস থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, আমাদের শিখতে হবে সমস্তটাই। কারও অনুকরণ কখনওই আমাদের নিজস্ব বিষয় হয়ে উঠতে পারে না। অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা ছেড়ে কেবলই নিজের সামর্থ্যে, নিজস্বতায় মানুষ এবং তার সমাজ বেঁচে উঠতে পারে। এই বিচক্ষণতার বোধই একটি দেশকে যথাযথ মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলিই তাঁর বিবেচনায়, একটি দেশের প্রকৃত সম্পদের আকর।

দেশ, মানুষ ও সম্পদের এমন যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়ন তাঁর সমকালে আর কেউ করে উঠতে পারেননি। যদিও এইসময় অনেকেই আমেরিকার ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ 'লা রেভিস্তা ইলাস্ট্রাডা' (La Revista Illustrada) প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ, উপস্থাপন ও দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় হোসে মার্তি সকলকেই ছাপিয়ে গেছেন। এবং সমকালে হয়ে উঠেছেন কিউবাসহ গোটা লাতিন আমেরিকার সাহিত্য ও সমাজে আধুনিকতার পথিকৃৎ।

হোসে মার্তি কেবলমাত্র রাজনীতিবিদ বা প্রাবন্ধিক এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তিনি একটি যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিভার বিকিরণ বহুদিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, বিপ্লবী, সাংবাদিক, সম্পাদক, অনুবাদক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সংগঠক। তিনি ভেনেজুয়েলাব 'রেভিস্তা', মেক্সিকোর 'এল পার্তিদো লিবারাল', আর্জেন্টিনার 'লা ন্যাশন,' হন্ডুরাসের 'লা রিপাবলিকা', উরুগুয়ের 'লা ওপিনিয়ন পাবলিকা', নিউইয়র্কের 'এল ইকোনোমিস্তা আমেরিকানো' এবং ভেনেজুয়েলার 'লা ওপিনিয়ন ন্যাশনাল' ইত্যাদি পত্রিকাগুলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি 'লা আমেরিকানা' পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিছুদিন অনুবাদকের কাজও করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'Cuban Revolutionary Party' এবং তার প্রধান মুখপত্র 'Patria'।

এই প্রবল ও প্রখর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই অজুহাতে কখনওই তার কবিসত্তাকে খাটো করা যায় না। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ইসমাইলিল্লো (Ismaelillo) একটি যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ। কেননা এটি পাঠ করেই গভীর প্রেরণায় রুবেন দারিও (Ruben Dario) লেখেন তাঁর সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ 'আজুল' (Azul)। যে কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে গোটা লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে আধুনিক যুগের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। হোসে মার্তির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রথমটি প্রকাশের প্রায় এগারো বছর বাদে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের নাম 'ভার্সোস সেনসিল্লোস' (Versos Sencillos)। এই কাব্যের পরিণতি, কাব্যভাষার অভিনবত্ব এবং উপস্থাপনার কৌশল এবং কাব্যের বিষয় হিসেবে বৈপ্লবিক কর্মশক্তি অতি চমৎকার। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ তাঁকে আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর, অনেকদিন পর তাঁর আরেকটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'ভার্সোস লিব্রেস' (Versos Libres) ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি তিনি লিখেছিলেন ১৮৭৮ সালের কোনও একসময়। এই কাব্যগ্রন্থে কবির স্বাধীনতা স্পৃহা অসামান্য দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা ভাবনার সঙ্গে ভাষার ওজস্বিতাও লক্ষ করার মতো। রুবেন দারিও এ কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'They were free verse produced by a free man.' কবি নিজেও এটা জানতেন। তাই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন — The irritated free verse। কেননা স্বাধীনতার জন্য তাঁর গভীর উদ্বেগ ও অস্থিরতাই এই কাব্যের প্রধান বিষয়। মনে রাখা দরকার তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বাধীনতার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। কৈশোরেই নাগরিক অধিকারের পক্ষে চিঠি লিখে স্বৈরশাসনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে জেল জরিমানা ও স্পেনে নির্বাসনেও যেতে হয়েছিল।

১৮৮৫ সালে 'আমিস্টাড ফুনেস্তা' (Amistad fuensta) নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন মার্তি। অবশ্যই আগের ভুল করেননি। Adelaida Real ছদ্মনামের আড়ালে এই প্রকাশনা। প্রেমের বিষয় নিয়ে দুটি নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলি হল 'আমোর কোন আমোর সে পাগা' (Amor con amor se paga, 1876); 'অ্যাডালটেরা'

(Adultera, 1935)। এভাবে প্রকাশনা, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সৃজনের মধ্য দিয়ে হোসে মার্তি কিউবার সাহিত্য ও সমাজে আধুনিকতার উৎসমুখকে ভবিষ্যতের দিকে অর্গল মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আধুনিকতার এই স্তরে সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা ছিলো স্বদেশের মুক্তি ও তার সংগ্রামের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত আকারে (সাম্রাজ্যবাদের চাতুরতা এই!) একটা নির্দিষ্ট পরিণাম লাভ করে ২০ শে মে ১৯০২ সালে। প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কিউবা। কিউবার এই জন্মান্তরে আঞ্চলিক সমস্যা, ব্যক্তিজীবনের নির্দিষ্ট সমস্যা বা অন্যান্য স্থানীয় সমস্যাগুলি সাহিত্যে উঠে আসতে শুরু করে। পাশাপাশি সমাধানের চেষ্টাও সাহিত্যের গভীরে ফুটে উঠতে থাকে। এই সময়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এমিলিও বাকার্দি ম্যুরো (Emilio Bacardi Morean, 1844-1922), হেযাস ক্যাস্টেল্লানোস (Jesus Castellanos, 1879-1912), কার্লোস লোভেইরা (Carlos Loveira, 1882-1928), মিগুয়েল ডি ক্যারিয়ন (Miguel de Carrion, 1875-1929) প্রধান। লোভেইরার প্রথম উপন্যাস 'লস ইনমোরালেস' (The Inmoral ones) প্রথমে 'কিউবা কনটেম্পোরনিয়া'তে ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১৯ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে লেখক নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুত আমাদের প্রচলিত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ, ভণ্ডামিকে চূড়ান্তভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাসেও তিনি শাসকশ্রেণীকে কঠোর বিদ্রূপবাণে আক্রমণ করেছেন। এই উপন্যাসের নাম 'জেনারেলস য় ডক্টরস' (Generals and Doctors, 1920)।

১৯২৪ সালে লোভেইরার চতুর্থ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির নাম 'লা অ্যালটিমা লেশন' (The Last Lesson)। এই উপন্যাসে তিনি সমাজে মেয়েদের অবস্থার কঠোর সমালোচক। তাদের শৃঙ্খলমুক্ত করার সামান্য ইঙ্গিতও দিয়েছেন তার কাহিনীতে। তৃতীয় উপন্যাস 'লস সিয়েগোস' (The Blind, 1922) -এ শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়েছেন অসীম সহানুভূতির সঙ্গে। এবং শেষ উপন্যাস 'জুয়ান ক্রিওলো' (John the Creole) প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এই উপন্যাসে তিনি ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত দেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে দাসব্যবস্থা রোধ করা গেলেও স্বাধীনতা অর্জনের পথে এই সংগ্রাম অভীষ্ট লাভ করতে পারে নি। জাতীয়তাবাদরে অভাবহেতু এই পর্যায়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল। এটা নিতান্তই কাম্য ছিল না। আর সেজন্যই কিউবা পরবর্তীকালে চুক্তিসাপেক্ষে স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা পেলেও তাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ছায়াই প্রলম্বিত হয়েছে।

কিউবার তৎকালীন সমাজে নারীর ভূমিকা এবং তাদের বিচিত্র সমস্যা নিয়ে বিস্তর লিখেছেন মিগুয়েল ডি ক্যারিয়ন। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 'লাস ওনারাদাস' (Respect-able Women) উপন্যাসে তিনি বাণিজ্যে সফল এক মহিলার জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে এক বিবাহিত নারী অবদমিত যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন, কিভাবে সেই ব্যাভিচারের যৌক্তিকতা খুঁজেছেন নারীর বঞ্চনার ভেতর। ১৯১৯ সালের উপন্যাস 'লাস ইম্পুরাস' (Fallen women)-এও তিনি নারীর সতীত্ব নিয়ে সামাজিক অনুশাসনের প্রতি গভীর বিদ্রূপ করেছেন। তার মতে সতীত্ব কখনওই দেহে স্থিত হতে পারে না। প্রথম উপন্যাসেও তিনি সমাজের ধর্মাধর্ম বিষয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। ধর্মীয় ভণ্ডামিগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই উপন্যাসের নাম 'এল মিলাগ্রো' (The Miracle, 1903)। পরের উপন্যাস 'নোচেবুয়েনা' (Nochebuena, 1924) এবং 'লা এসফিঙ্গে' (The Sphinx, 1961) -তেও পারিবারিক সমস্যা মূলত নারী ও পুরুষের প্রেমের সমস্যাই প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠেছে।

২

কিউবার সাহিত্যের আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় ১৯৩০ সালে। বিশের দশক থেকেই গোটা লাতিন আমেরিকাতে 'Avant-garde' নামে একটি প্রগতিশীল সাহিত্যিক আন্দোলন দানা বেধে উঠতে থাকে। বিশেষত উনিশ শতকে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক বা শৈল্পিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠে। পরে দেশ কাল ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অনুসারে মেক্সিকো, চিলি, আর্জেন্টিনা, পেরু ও কিউবাতে তা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি পায়। আধুনিকতার এই পর্যায়ে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এমিলিও বাল্লাগাস (Emilio Ballagas, 1908-) হোসে লেজামা লিমা (Jose Lezama Lima, 1910-1976), গুইলার্মো ক্যাব্রেরা ইনফানতে (Guillermo Cabrera Infante, 1929-), লিডিয়া ক্যাব্রেরা (Lydia Cabrera, 1900-92), আলেহো কার্পেন্টিয়ার (Alejo Carpentier, 1904- 1980) প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

কিউবার প্রখর মানবতাবাদী কবি হলেন এমিলিও বাল্লাগাস। তিনি মনে করেন কবিতা হল কবির হৃদয়বত্তার সারাৎসার। কাজেই তাকে অনুভব করতে হয়। সেজন্য কবিতা হল জীবনের ভেতর জীবন, অন্তর্জীবন। তাই তার কোনও লাইন বদলানো যায় না। তাঁর বিবেচনায় 'To change a line, would not only disfigure the poem but would disfure me us well. It is clear that I cannot be different from my own substance and the poem is the substance of the poet.' তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'জুবিলো য় ফুগা (Jubilo y fuga, 1931), কুয়ভার্নো ডি পোয়েসিয়া নেগ্রা' (Notebook of black poetry, 1934), 'অ্যানতোল-জিয়া ডি পয়েজিয়া নেগ্রা হিস্পানো আমেরিকা' (Anthology of Black Hispanic-American Poetry, 1935), 'সাবোর এটানো' (Eternal Taste, 1937), এবং 'মাপা ডি লা পাসিয়া নেগ্রা আমেরিকানা' (Map of black American Poetry, 1946)। তিনি কিউবার কালো নিগ্রো সম্প্রদায়ের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাটি তাঁর কাব্যের ভেতর

উপস্থাপিত করেছেন। ফলে কেউ কেউ তাঁকে কালোদের কবি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মানবতার সপক্ষে তার কাব্যধারাকে প্রসারিত করেছেন। স্পেনের কবি হিমেনেজও একথা বলতে গিয়ে তাঁর কাব্যের প্রকৃতি সুন্দরভাবে নিহিত করেছেন— 'you are without doubt the poet of that poetry which is intimately human and which flows from its beginings to its end through the depths of the Man.'

জেমস জয়েস, মার্শাল প্রুস্ত, এজরা পাউন্ড ও স্টিফেন মালার্মের সঙ্গে কিউবার যে সাহিত্যিকের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় তিনি হলেন হোসে লেজামা লিমা (Jose' Lezama Lima, 1910-)। ১৯৩৭ সালে তাঁরা প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'মুয়ের্টে ডি নার্সিসো (Muerte de Narciso) নামের এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান বিষয় প্রেমাকুতি। এক পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে তা বিকশিত হয়েছে। পরের কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'এনিমিগো রিউমার' (Enemigo rumor, 1941), 'অ্যাভেঞ্চারাস সিগিলোসাস' (Aventuras Sigilosas, 1945), 'লা ফিজেজা' (La fijeza, 1949), 'ডাডর' (Dador, 1960)। ১৯৪৯ সালের পর থেকে তাঁর কাব্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় তিনি 'লা ফিজেজা' প্রকাশ করেন। ওকটাভিও পাজ (Octavio Paz) এই কাব্যগ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন এই কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে এক নতুন Avant-garde আন্দোলনের সূত্রপাত সম্ভব হল। কাব্যভাষা নির্মাণে কবি হোসে লেজামা লিমা এই কাব্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্য প্রকরণে অর্থবোধের চেয়ে সৌন্দর্যবোধকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর নিজের ভাষায় এটা হল 'Eros relacionable'। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে 'ডাডোর'-এ সম্পূর্ণ ভিন্নরীতি তিনি প্রয়োগ করেছেন। এই কাব্যের বাণী ও উদ্দেশ্য চমৎকার। তাঁর নিজের ভাষায় ফিদেলের নেতৃত্বে কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯৫৯) সমস্ত নেতির—কূটকৌশল ও দুর্বুদ্ধির মাথা কেটে দিয়েছে। ফলে এই বিপ্লব একটি রূপকথার জগৎ নির্মাণ করেছে যেখানে সবকিছু সম্ভব। এই পর্যায়ে তিনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং 'অরিজিনেস' ও 'ভার্বাম' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন।

১৯৫৭ সালে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'লা এক্সপ্রেশন আমেরিকানা' (La Expresion Americana) প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্যারাডিসো' (Paradiso) প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাসেই তিনি দ্রুত আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। পৌরাণিক বাতাবরণকে এখানেও সুচারুভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কাহিনী হিসেবে এসেছে ছোট্ট হোসে কেমির জীবনবৃত্তান্ত। অপূর্ব কল্পনাশক্তি, আপ্লুত করা বর্ণনা, ভাষা প্রয়োগে সচেতন বিভ্রান্তি, অসামান্য চরিত্রায়ণ উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। পুরাণ, নস্টালজিয়া ও ভালোবাসা এখানে হাত ধরাধরি করে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে লেখকের বিস্ফোরক জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জেমস জয়েস ও প্রুস্তের সমকক্ষ হয়ে

উঠেছেন। ১৯৭০ সালে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে হাভানা থেকে তাঁর আরেকটি উপন্যাস 'ওপিয়ানো লিকারিও' (Oppiano Licario) প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় গুইলার্মো ক্যাব্রিরা ইনফানতের প্রথম গল্প সংকলন 'এসি এন লা পাজ কোনও এন লা গুয়েরা' (Aci en la paz Como en la guerra)। ১৯৫২ সালেও তাঁর একটি ছোটগল্পের সংকলন বেরিয়েছিল। তিনি প্রথম থেকেই সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ লেখক। তাঁর গল্পে লোকজীবনের সংগ্রাম, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, শোষণ, ইক্ষু উৎপাদন সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশিত বা প্রকটিত হয়েছে। তিনি বলতে ভোলেন নি হাইতি থেকে আসা অধিকাংশ শ্রমিক বছরের অর্ধেক সময় কর্মহীন বেকার বসে থাকেন। অথচ ফসল তোলার মুহূর্তে এদের কাজের চাপ বহু গুণ বেড়ে যায়। তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিও খুব পরিস্কার।— 'We'll all be equal. The Haitians will be equal to the owners. And we will be equal to chinese. There will be no unemployment or deadtime..... There will be justice for all. Social justice yes it will be a Paradise, a real paradise.' তাঁর গল্প পড়তে পড়তে আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ে। তবে তাঁর গল্পে জাঁ পল সার্ত্রের রচনাভঙ্গি এবং জন স্টেইনবেকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে রচনাশৈলী এবং বিষয় নির্বাচনে তাঁর মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও চমৎকার। গল্পগুলিতে হাস্যরস সৃজনেও তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় গল্পে স্বৈরশাসক বাতিস্তার জরুরি অবস্থাকে বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেছিলেন বলে জেলে যেতে হয়েছিল। এবং দু'বছর জার্নালিজম স্কুল থেকেও বিতাড়িত হয়েছিলেন। এসব বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাঁর 'লা হাভানা পারা উন ইনফানতে ডিফুন্টো' (La Habana para un infante difunto) গ্রন্থে।

১৯৬৭ সালে, ৩৮ বছর বয়সে ইনফানতের প্রথম উপন্যাস 'ট্রেস ত্রিস্তেস টিগ্রেস' (Tres Tristes tiogrers) বার্সিলোনা থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক লেখক ও ঐতিহ্যের ভেতরকার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বিন্যাসটি ব্যাখ্যা করেছেন। উপন্যাসের প্রেরণায় আছে বাবার সংগ্রহের একটি বই, পাট্রোনিয়াস আর্বিটারের (Patronius Arbiter) 'সার্টিকোন'। এটি পড়ার পর তিনি 'থ্রি ট্র্যাপড টাইগার্স' লিখতে বাধ্য হন। এ উপন্যাসে কিউবার সমাজবিপ্লবপূর্ব সময়ের নগরজীবন, তার নৈশকাল, বন্ধুত্ব এবং শিক্ষিত ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের কথা গভীর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। এই উপন্যাসের ভাষা নির্মাণেও তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত স্প্যানিশভাষা ও কিউবার লোকভাষার মিশ্রণে এই অভিনব ভাষার জন্ম সম্ভব হয়েছে। একমাত্র আস্তুরিয়াসের "এল সেন প্রেসিডেন্ট" (The President, 1946) বাদ দিলে এমন সাড়া জাগানো উপন্যাস লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে খুব বেশি নেই। বলা ভালো ইনফানতে এই উপন্যাস রচনার বহু আগে থেকেই কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে

নিচ্ছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন 'সাটিকোন' তিনি পড়েছিলেন ১৯৪২ সালে, আর এই উপন্যাসটি লিখেছেন ১৯৬৭ সালে।

১৯৭৯ সালে ইনফানতে একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস লেখেন "লা হাভানা পারা উন ইনফানতে ডিফুন্টো'। ইংরাজিতে Infantes Inferno। এই উপন্যাসের পাঠ অতি উত্তম। এখানে ইনফানতের জীবন ও সাহিত্যের ভেদরেখা বিলীন হয়ে গেছে। ভাষা প্রাণবন্ত এবং শৈলী চমৎকার। কোথাও কোনও কৃত্রিমতা নেই। অন্যদিকে বাস্তব জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের ভাবকল্পনাকে সংহত করেছে। অ্যালফ্রেড জে ম্যাকআদমের ভাষায়—'Life is art because it can be Comprehended only by means of an act of interpretation, that is, of fiction making.'

এই পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক আলেহো কার্পেন্টিয়ার (Alejo Carpentier)। ইনফানতেওর মতো তিনিও 'BOOM'-এর প্রসিদ্ধ লেখক। তিনিও লাতিন আমেরিকার অভিনব রচনাশৈলীকে তাঁর সাহিত্যে প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'এল রেইনো ডি এস্টে মুণ্ডো' (El reino de este mundo)। এই উপন্যাসে তাঁর ইতিহাস ও সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ করা গেছে। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হল 'এল অ্যাকাসো' (El acoso)। এই উপন্যাসেও তার ইতিহাস ও সঙ্গীতপ্রেমের ধারা বলবৎ রয়েছে। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে উপন্যাস দুটি 'The kingdom of this world' এবং 'Manhunt' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩ সালে হাইতির মহাবিপ্লবকে নিয়ে তিনি লেখেন উপন্যাস 'এল সিগলো ডি লাস লুসেস' (El siglo de las luces) বা 'The Explosion in a Cathedral'। অনবদ্য লেখা। এর মধ্য দিয়ে তিনি কালো প্রজাতন্ত্রের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। কালো বা নিগ্রোদের প্রতি তাঁর আগ্রহ বরাবর, এখানে তা সুনির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। মনে রাখা দরকার তিনি তাঁর লেখক জীবন শুরু করেছিলেন 'Afro-Cuban Poet' হিসেবেই। তার বাবা ফরাসি, মা রাশিয়ান। জন্ম ও বেড়ে-ওঠা হাভানাতে। এমন মানুষ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব কমই আছে। মার্টিন স্যেমোর-স্মিথ-এর ভাষায়—'Carpentier has been well known as a writer anxious to discover the heart and soul of Latin America. [Macmillan guide to Modern Literature, P.936]. তিনি উপন্যাসে Baroque' রীতিকে এবং Marvellous বা Magic realism'-এর ধারাকে বহুদূর সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস এ কুয়ে য়াম্প ও (Ecue yamb o) ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে কিউবার স্বৈরশাসক মাচাদোর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে ভূমিকা নেওয়াতে তাঁকে জেলে যেতে হয়। জেলে বসেই লিখতে শুরু করেন 'এল রেইনো ডি এস্টে মুণ্ডো'। এইসব উপন্যাস ছাড়াও তিনি আরো অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এগুলির মধ্যে 'এল আর্পা য় লা সোম্বা' (The Harp and the Shadow), 'লা কনসাগ্রাশন ডি লা প্রিমাভেরা'

(১৯৭৮), 'এল রেকুর্সো ডেল মেটোডো' (Resons of state, 1974), 'কনসিয়ের্টো বারাকো' (Baraque, Concerto, 1974) এবং 'গুয়ের্রা ডেল টিয়েম্পো' বিখ্যাত। প্রচুর প্রবন্ধ সংকলনও রচনা করেছেন এবং সমস্তটাই লাতিন আমেরিকা এবং কিউবাকে নিয়ে। কেননা তাঁর বিবেচনায় এসব 'Marvellousness of Latin America'।

এই সময়ের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে লিডিয়া ক্যাব্রেরা-র (Lydia Cabrera) নাম এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিশেষত তিনি আফ্রো-কিউবান জনগোষ্ঠীর লোকায়ত ঐতিহ্য বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় (কুয়েনটেস নিগ্রেস ডি কিউবা)। ১৯৪৮ সালে ওই একই ধারাতে প্রকাশিত হয় 'পোর কে? : কুয়েনটস নেগ্রোস ডি কিউবা (Why? : Cuban black Stories)। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ 'এল মন্টে' (The Mountain) এবং 'লা সোমিয়েডাড সিক্রেটা অবাকুয়া নারাদা পোর ভিয়েজস অ্যাডেপ্টস' (The Secret Abakűa narrada por viejos adeptos) নামে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধগ্রন্থ। বিষয়: আফ্রো-কিউবান জনগোষ্ঠীর লোকপরম্পরা।

এ পর্বের প্রধান নাট্যকার হলেন হোসে আন্তোনিও রামোস (Jode Antonio Ramos, 1885-1946)। তিনি প্রধানত সামাজিক সমস্যাদি নিয়েই তাঁর নাটক রচনা করেন। বিদেশি ঔপনিবেশিকদের দ্বারা চিনিবাগিচা শিল্পের সঙ্গে জড়িত কৃষি-শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথাই তিনি এসবের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদিমতাও এসেছে খুব স্বাভাবিক ভাবে।

৩

কিউবার সাহিত্যে আধুনিকতার তৃতীয় পর্যায়টি নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালের কিউবার সমাজে অনেকগুলি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেশের শ্রমজীবী জনগণ। কিউবা ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাকে কেন্দ্র করে লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে UNEAC বা 'Union de Escritores by Artistas de Cuba'। লেখক ও শিল্পীদের নিজস্ব সংগঠন। সরকারি স্তরে একটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগও গড়ে উঠেছে। কবি ও লেখকদের সমস্ত প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে রাষ্ট্র নিজেই। ফলে তাদের জীবনের নিশ্চয়তা ও সৃষ্টি প্রকাশনার দায় রাষ্ট্রের। অন্যদিকে এই নয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বত্র এক ব্যাপক লোকায়ত সক্রিয় উদ্যোগ সৃষ্টি করেছে। প্রচুর পরিমাণে Serious লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে লঘু ও বিনোদনসর্বস্ব সাহিত্যসৃজনের জায়গা নিয়েছে গুরুতর জনকল্যাণমূলক বা সমাজবিজ্ঞানের ক্রমোন্মোচিত নানা শাখাপ্রশাখা। পাঠকের সংখ্যাও গুণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সাহিত্যের সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম চালু হয়েছে। দলে দলে খুব সচেতনভাবে লেখকজীবন বেছে নিচ্ছেন এমন মানুষের সংখ্যাও

কম নয়। এই ব্যবস্থায় সাহিত্যসৃজন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এতে যে প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য লেখা ও প্রকাশিত হচ্ছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আবার কিউবার আত্মপ্রকাশে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে নতুন এক উজ্জীবনও সম্ভব হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ইউরোপ ও আমেরিকাতে অনেক সুশিক্ষিত পাঠকের আগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিউবা বা লাতিন আমেরিকার সাহিত্য। বিশেষত আমেরিকাতে এই প্রশ্নে 'UNFAC' পাল্টা হিসেবে আরেকটি লেখক-শিবিরও গড়ে উঠেছে। বার্ষিক পুরস্কার, সম্মেলন এসবও হচ্ছে।

এই কর্মকাণ্ডকে কি আমরা 'বুম' (Boom) বলতে পারি? Encyclopedia of Latin American literature'- এর ১৩৩ পৃষ্ঠায় 'Boom' সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। 'During the 1960's, Latin American, or more pecisely Spanish American Literature quite suddenly came to occupy the fore-front of the international literary stage'... The Cuban Revolution focussed the world's attention on a hitherto relatively unknown subcon-tinent, while it brought together writers who in the past had often worked in isolation and in ignorance of each other's activities. Hispanic publishers saw the potential in all this and promoted the work of Spanish American writers very effectively in a growing market; transla-tions followed; finally, some of the wirters themselves were (or soon became) very adept at keeping in the limelight.

এই পর্বের সাহিত্যিকদের মধ্যে পড়েন নিকোলাস গ্যিয়েন (Nicolas Guillen, 1902-89); রেনাল্ডো এরিনাস (Reinaldo Arenas, 1943-90); মাতিয়াস মন্টেস-হুইডোব্রো (Matias Montes-Huidobro, 1931-); লিনো নোভাস কালভো (Lino Novas Calvo, 1905-83), লিসানদো ওতেরো (Lisando Otero, 1932-); জর্জিনা হেররেরা (Georgina Herrera, 1936-); রবার্টো ফার্নান্ডেজ রেটামার (Roberto Fernandez Retamar, 1930-); ডুলস মারিয়া লোয়নাজ (Dulce Maria Loynaz, 1902-97); হোসে ত্রিয়ানা (Jose' Triana, 1931-) প্রমুখ।

বিপ্লবের বহু আগে থেকে লেখা শুরু করলেও যিনি বিপ্লবোত্তর যুগেও সমান সক্রিয় থেকেছেন এমন মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ডুলস মারিয়া লোয়নাজ অন্যতম। ১৯৯২ সালে তিনি স্প্যানিশ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্মান 'Miguel de Carvantes award' লাভ করেন। ১৯৫৩, ১৯৫৮ ও ১৯৯১ সালে যথাক্রমে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমাস সিন নোম্বে' (Poem without name), 'আল্টিমোস দিয়াস ডি উনাকাসা' (Last days of a house), 'পোয়েমাস নাওফ্রাগোস' (Poems adrift) প্রকাশিত হয়। তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'জারডিন,' (Jardin, 1951), 'য়ো ফুই (ফেলিস) এন কিউবা...লস ডিয়াস কুরানোস ডি লা ইনফান্তে ইউলালিয়া' (I was [happy] in Cuba....The Cuban days of the Infant Eulalia , 1993) বিখ্যাত।

এই পর্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং লাতিন আমেরিকার আধুনিক কবিদের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত কবি হলেন নিকোলাস গ্যিয়েন। বলা ভালো তিনি আধুনিকতম কিউবার মহাকবি। সাহিত্যের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে তিনি সমান সক্রিয় এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ। ১৯৫৯ সালে কিউবার মহাবিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছেন। তিনি আপাতদৃষ্টিতে মুখর রাজনৈতিক, কিন্তু বস্তুত তিনি বিশ্বমানবতাবোধের বিশুদ্ধ রূপকার। তিনি যে ভাষা, যে ভঙ্গি ও যে মহান মানবিক মূল্যবোধকে তাঁর কাব্যে শিল্পিতভাবে উপস্থিত করেছেন তাকে এককথায় অনন্য, অসাধারণ না বলে উপায় নেই। অন্যদিকে তাঁর কাব্যেই প্রথম ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মিশ্র সাংস্কৃতিক রূপকল্প (Mestizaje) সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত। জন্মসূত্রে মুলাট্টো উপজাতির মানুষ হলেও তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ। তাঁর কবিতায় আফ্রিকান এবং হিস্পানি এই দুই সংস্কৃতির অপরূপ সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি 'মটিভস্ ডি সন' (Motives de son, 1930), 'সঙগোরো' (Songoro), 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ লিমিটেড' (West Indies Ltd., 1934), 'কানটোস পারা সোলডাডোস য় সোনেস পারা টুরিস্টাস' (Songs or Soldiers and sones for Touristas 1937), 'এস্পাসা : পোয়েমা এন কুয়াত্রো আঙ্গুসটিয়াস য় উনা এস্পেরাঞ্জা' (Spain : poem in foru anguishes and one hope), 'এলিজিয়া এ জেকব রৌমন', 'এলিজিয়া এ হেসাস মেনেন্দাজ' Elegia for Jesus momendez), 'এলিজিয়াস এল অ্যাসপেল্লিডস' (Elegias el aspellids) ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনায় সাড়া দিয়ে এমন কাব্যরচনা প্রায়শই বিরল!

কিউবার এই সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হলেন এরিনাস। কিউবার জনজীবনের প্রায় চল্লিশ বছর মুদ্রিত হয়ে আছে এরিনাসের কথাসাহিত্যে—বিশেযত সমস্ত ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাসগুলি। ১৯৬৭ সালে তার প্রথম উপন্যাস 'সেলেস্টিনো আন্টিস ডেল আলবা' (Celestino antes del alba)। স্বৈরশাসন বাতিস্তার সময়কালে শিশু ও মায়েদের অবর্ণনীয় গঞ্জনার কথা এই উপন্যাসে অত্যন্ত অভিনবভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এক সদ্যমৃত যুবক সেলেস্টিনোর জবানিতে। পরের উপন্যাস 'এল প্যালাসিও ডে লাস ব্লাকিসিমাস মোফেটাস (The place of the white Skunks, 1980)-তেও এই একই কাহিনী ফিরে এসেছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'এল মুন্ডো অ্যালুসিনান্টে' (El mundo alucinate, 1969)। উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে মেক্সিকোর 'Friar Sarvando Teresa de Mier (1765-1827)-এর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে। ফ্রাইয়ার সার্ভান্ডোর সঙ্গে লেখকের নিজের জীবনের সাদৃশ্যই তাঁকে এ উপন্যাস লিখতে প্রেরণা জোগায়। একথা তিনি তাঁর একটি চিঠিতেও স্বীকার করে নিয়েছেন–The most useful thing was to discover that you and I are the same person. দুজনেই প্রচুর দমনপীড়ন সহ্য করেছেন, জেল খেটেছেন, ক্রমাগত নির্বাসন বা আত্মগোপন করতে হয়েছে। তবে এই উপন্যাসের বিতর্কিত দিকগুলি হল সহকামিতা, হিংসা, মৃত্যু এবং যৌনতা এসেছে এ উপন্যাসের

পাতায় পাতায়। সমুদ্রকে তিনি বারংবার ব্যবহার করেছেন। এখানে সমুদ্র হল ভালোবাসার প্রতীক। তিনি কিউবা থেকে এই বইটি প্রকাশের অনুমতি পাননি। পরে আমেরিকা থেকে প্রকাশ করেন। নিজেও ১৯৮০তে আমেরিকা চলে যান।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর পরের উপন্যাস 'ওট্রা ভেজ এল মার' (Farewell to the Sea) । এই উপন্যাসে বাতিস্তার আমলের মানুষের ওপর বর্বরোচিত দমনপীড়ন অত্যাচার যেমন প্রদর্শিত হয়েছে তেমনি গণরোষ, বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবকেও দেখানো হয়েছে। এই বছরেই প্রকাশিত হয় 'ক্যান্টাডো এন এল পোজো' (Cantando en el pozo) নামে আরেকটি উপন্যাস। স্বৈরশক্তির দমনপীড়ন নিয়ে তিনি ফের লিখেছেন উপন্যাস 'এল অ্যাসাল্টো' (El Asalto, 1991)। এরিনাস আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক পাঁচটি উপন্যাস পরে প্রকাশিত হয়েছে 'পেন্টাগোনিয়া' নামে। প্রধান চরিত্রের নাম প্রতি উপন্যাসেই বদলে যায়।

পরিশেষে এরিনাস সম্পর্কে বলা যায় তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই সৃষ্টি। কেননা তাঁর প্রতিটি লেখাতেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আকাঙ্ক্ষা ভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে। স্বৈরশাসক, অমানবিকতা, বিশৃঙ্খলা বা প্রতিরোধ সমস্তই তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান বিবেচ্য। তাঁর লেখা কথাসাহিত্য ইংরাজি, ইতালিয়ান, জার্মান, পোলিশ, জাপানি, ফ্রান্স, পর্তুগিজ ও ডাচ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন হোসে ত্রিয়ানা (Jose' Triana)। ১৯৫৯ সালের সমাজ বিপ্লবের পর কিউবার নাটক ও মঞ্চচেতনায় তিনি এক নতুন তাৎপর্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'লা নোচে ডি লস অ্যাসির্সিনোস' (The Criminals)। ১৯৬৫ সালে এই নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করলেন আন্তর্জাতিক সম্মান ও খ্যাতি। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলি হল 'এল ইন্সিডেন্ট কোটিডিয়ানো' (The Daily incident, 1957); 'এল মোর জেনারেল হাবলারা ডি টিয়োগালিয়া' (The major general will speak of Thegony, 1980); 'মিডিয়া এন এল ইস্পিজো' (Medea in the Mirror, 1959); 'লা কাসা আর্ডিয়েন্ডো' (The Burning house, 1962); 'এল পারক চিলা ফ্রাটারনিদাদ (Brotherhood Park, 1962); 'লা ভিজিটা দেল এঙ্গেল' (The angles visit, 1961), 'লা মুয়ের্টে দেল নেক' (The Death of the Boogieman, 1963)।

৪

এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল (Boom) 'বুম' বা 'বুমোত্তর' (Post-boom) । সাধারণভাবে এই পর্যায়ের সাধারণ আলোচনা আমরা নির্বাচিত কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে সম্পন্ন করেছি। এরা কেউ কেউ সাহিত্যসৃজনে শিখর স্পর্শ করেছেন বা ফের শিখরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে এর বেশি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে আরেকটি দিক এখানে উল্লেখ করা ভীষণ জরুরী। তা হল নির্বাসিত সাহিত্যিক (Writers in exile)।

নির্বাসিত লেখক বা Writers in exile সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল এই কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ বা বাধ্য হয়ে (নানা কারণেই) অন্যদেশে চলে গেছেন বা আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং এঁদের 'নির্বাসিত লেখক' বলা সঙ্গত নয়। এঁদেরকে আমরা 'Writers in outside cuba' বলতে পারি। এবং সেটাই সঙ্গত। এছাড়া রয়েছে Cuban-American Writers—তাঁদের সংখ্যাটাও কম নয়। ১৯৬০ সালে কিউবার কথাসাহিত্যিকরা যখন সুবর্ণ যুগের (Boom) সূচনা করছেন তখন প্রাথমিকভাবে আমেরিকা পোষিত সাহিত্যে বন্ধ্যাযুগ বা অন্ধকার যুগ চলছে। সত্তর দশকে এই পরিস্থিতিটা বদলে যেতে শুরু করে। খোদ আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় 'Enlace', 'Escandalar' এবং 'Exilio' নামের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকাগুলি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আমেরিকার প্রচেষ্টাতে কিউবান সাহিত্যের ব্যাপকচর্চার আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৮৮ সালে নিউ জার্সিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন, যার প্রধান আলোচ্য—কিউবার সাহিত্য। দশ বছরের ভেতর আরও দুটি এই ধরনের সাহিত্য সম্মেলন আহূত হয় আমেরিকাতে। দেশের বাইরেও কাব্য সংকলন, গল্প সংকলন, ইত্যাদিও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। নব্বইয়ের দশকে এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটি রিভিউ বা সমালোচনামূলক স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে 'Michigan Quarterly Review' এবং 'Revista Iberoamericana' (University of Pittsburgh) ইত্যাদির নাম উল্লেখ্য। এছাড়া প্রথম থেকেই পুরস্কার দেওয়ার প্রথা চালু হয়। নিশ্চিতভাবেই এই গোটা ব্যবস্থাটাই গড়ে ওঠে 'কিউবা উদ্ভব'কে কেন্দ্র করে।

এই নয়া ব্যবস্থায় সৃষ্ট সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই যাদের নাম এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাঁরা হলেন হিলডা পেরেরা (Hilda Peoera, 1926-); সাভারো সারদুয়ে (Severo Sarduy, 1937–); লাউরদেস কাসাল (Lourdes Casal,); ইউভা ক্লাভিজো (Uva Calvijo,), এচি ওবেজাস (Achy obejas, 1956,); পোলোরেস পৃডা (Polores Prida), অন্যতম। এদের নিয়ে আলাদা করে এখনই আলোচনার কোনও সুযোগ এখানে নেই। সাধারণভাবে এদের লেখাতে যৌনতা, হিংস্রতা, আদিমতা, লিঙ্গ সম্পর্ক, সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা, নারীবাদ, সমাজের বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, উৎকেন্দ্রিকতা এসব বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে।

৫

সম্প্রতি কিউবার সাহিত্যে আধুনিকতার সর্বশেষ পর্যায়টি দানা বেধে উঠছে। অনেক তরুণ প্রজন্মের লেখক-লেখিকা প্রচুর পরিমাণে লিখছেন। নিশ্চয়তার পরিবেশে তাঁরা যেমন অতীতের অভিজ্ঞতাকে আরো সুসংহতভাবে, আরও শিল্পিতভাবে নির্মাণ করছেন, তেমনি লোকায়ত সংস্কৃতির অফুরন্ত আকরগুলি নিয়ে ব্যাপকতর পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত আছেন। আঙ্গিকের নির্মাণেও চলছে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অচিরেই এঁরা সফলতার

নতুন সোপানে উপনীত হবেন, এ বিষয়ে আশা করা যায়। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। এঁরা হলেন নানসি মোরেজন (Morejons 1944-), মির্টা আনেজ (Mirta Yanez, 1947); এইডা বারহ (Aida Bahr, 1958-) ; লিওনার্দো পাডুরা ফুয়েনটেস (Leonardo Padura Fuentes, 1955-); রাউল রিভেরো (Raul Rivero, 1952-); লুইস আলভারেজ (Luis Alvarez, 1950-); জুয়ানা রোজা পিটা (Juana Rosa Pita) প্রমুখ।

এই সময়ের জনপ্রিয় নিগ্রো কবি হলেন মোরেজন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'মুটিসমোস' (Silence, 1962); 'প্যারাজেস ডি উনা এপোকা (Conditions of a time, 1979); 'কুয়েডার্নো ডি গ্রানাদা' (Notebook of Granada; 1984); পিয়েদ্রা পুলিডা (Polished stone, 1989); 'ব্যালাডাস পারা উন সুয়েনো' (Ballandes for a Dream, 1989)। ১৯৮৩ সালে আনেজের একটি উপন্যাস বেরিয়েছে নাম 'লা হোরা ডি লস ভেন্টানা' (The time of the Mammee, 1983)। পরের বছর বারহেরও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—তাঁর নামও চমৎকার 'হেই উন গাটো এন লা ভেন্টানা (There is a Cat at the window)। এঁরা সবাই মিলে ইনফানতের 'We all Carry Cuba within us, like a mysterious music, like a singular vision' সার্থক করার সংকল্পে লিপ্ত হয়েছেন। আমরা কিউবা সম্পর্কে খুব আশাবাদী। অপেক্ষায় রইলাম।

Bibliographical References :

1. Encyclopedia of Latin American Literature. By vercity smith. Newyork, Fitroy Dearborn. 1997
2. Latin American Writers, New York
3. Cambridge history of Latin American Literature by R.G. Echevarria & E. Pupo, walker, Newyork : Cambridge University, 1996.
4. Macmillan Guide to Modern World Literature by Seymon-Smith, London : Macmillan, 1985.
5. Oxford companion to women's writing in the United States by Cathy N. Davidson & Linda Wagner-martin, New york, Oxford University Press, 1995.
6. Penguin Companion To literature By M. Bradbury, E. Mottram & J. Franco, New York, Penguin.
7. The Readers Companion to world literature, New York, Drydon Press. 1956.
8. Encyclopedia of literature, Now York, Philosophical library, 1946.
9. Penguin Dictionary of literary Terms & literary theory By J.A. Cuddon, London, Penguin, 1976.

হোসে মার্তি : জীবন ও সাহিত্য

কঙ্কণ সরকার

রাজনৈতিক লেখক বলতে যা বোঝায় হোসে মার্তি (Jose 'Marti') হলেন তাই। তা না হলে কেউ মাত্র ষোলো বছর বয়সেই লিখে ফেলেন স্বাধীনতার দুরন্ত এক নাট্যকাব্য 'আবদালা'(Abdala, 1864) । প্রকাশ করেন "এল দিয়াবো কোজুয়েলা" (The Limping Devil) বা "লা পাত্রিয়া লিব্রে" (The Free Fatherland)-এর মতো প্রবন্ধ। যে প্রবন্ধগুলি সবই অত্যাচারী বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথে উদ্দীপ্ত। এই বয়সেই তিনি বন্ধু ভার্মিন ভালদেসের (Vermin Valdes) সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের রাজনৈতিক অধিকার এবং আচরণ বিষয়ে জানতে চেয়ে শাসকের কাছে চিঠি পাঠান। ফলে সমস্ত প্রচলিত নিয়মকানুন এবং মানবিকতার দায়কে তুচ্ছ করে তাঁকে ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কেবলমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ পর্বটিই চলে ছ' ছ' বছর ধরে। এই সময়ের বৃত্তান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেন "এল প্রেসিডিও পলিটিকো দ্য কিউবা" (১৮৭১) প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে মানবিকতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি তাঁর গভীর সহমর্মিতা এবং স্বৈরশাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা দুইই সমানভাবে প্রকটিত হয়েছে। আব সেদিনই এই স্বাধীনচেতা তরুণ লেখকের হাতে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে প্রকাশিত তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ হল "লা রিপাবলিকা এস্পানোলা এন্তে লা রেভোল্যুশন কিউবানা" (১৮৭৩)। মনে রাখা দরকার এই সময়ে তিনি সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন এবং স্পেন-মেক্সিকো-গুয়াতেমালা-ভেনেজুয়েলা হয়ে শেষে আমেরিকাতে পাড়ি দিয়েছেন। স্বদেশে নিরুপদ্রব শান্তিতে বসবাস তাঁর স্বভাবে নেই। তাই তাঁর দুঃখ অন্যরকম। আর প্রবাসের সেই বেদনার দিনগুলিতে পুষ্ট হয়েছে তাঁর অনন্য সাহিত্য প্রতিভা। তিনি প্রবাসেই তাঁর স্বকীয়তার নিদর্শনকে স্পষ্ট এবং অনুসরণযোগ্য করে তুলেছেন।

২৮ শে জানুয়ারি (১৮৫৩) স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক কিউবাতে জন্মেছেন হোসে মার্তি। স্কুলজীবন কেটেছে মিউনিসিপ্যাল বয়েস স্কুলে (হাভানা : ১৮৬৫-৬৬)। তিন বছর পড়েছেন ইনস্টিটিউট ডি হাভানাতে। পরে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে (১৮৭৩) এবং ইউনিভার্সিটি অব জারাগোজাতে দর্শন নিয়ে পড়েছেন। এই সময় ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দেশের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। "এল ডিয়াবলো" অংশগ্রহণ করেছেন। নিষিদ্ধ বিপ্লবী পত্রপত্রিকায়

নিয়মিত লিখে হাত পাকিয়েছেন। ১৮৭৫ সালেই তিনি লিখছেন "রেভিস্তা ইউনিভার্সাল", নিয়ম করে ঠিক দু'বছর ধরে। এই সময় তাঁরই একান্ত আগ্রহে গড়ে ওঠে 'অ্যালর্কন সোসাইটি' (Alar corn Society)। কারমেন জায়াস বেজানকে (Carmen Zayas Bezan) বিয়ে করে সংসারী (!) হয়েছেন। এই সময় কিছুদিন গুয়াতেমালায় ভাষা ও দর্শনের শিক্ষকতার কাজে মনোনিবেশ করেন। সে মাত্র দেড়-দু'বছর। ফের কিউবাতে ফিরে গেছেন। আইন বিভাগের কর্মী হিসেবে কাজ গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি লিসিও দ্য গুনাবাকোয়াতে সাহিত্যের শিক্ষকতাও করেছেন।

যাঁর রক্তে আছে অস্থিরতা, যাঁর রন্ধ্রে স্বাধীনতার উড্ডীন পতাকা তিনি চুপচাপ থাকেন কিভাবে। ফের তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে (১৮৭৯)। এবং স্পেনে পাঠানো হয়েছে নির্বাসনে। নির্বাসনে বসে থাকার লোক তিনি নন, কাজেই ফ্রান্সে ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়েছেন। এবং সেখান থেকে জলপথে আবার আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা। এবার নিউ ইয়র্কে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুক্ত হয়ে যান "নিউ ইয়র্ক সান" (New York Sun) পত্রিকায়। লিখতে থাকেন কিউবার পরাধীন মানুষের দুঃখকষ্ট জ্বালাযন্ত্রণার কথা। দুবছর পর তিনি যান ভেনেজুয়েলায়। সেখান থেকেই "রেভিস্তা ভেনেজুলান" (Revista Venezolana, 1881) নামে বৈপ্লবিক মুখপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আবার ফিরে যান নিউইয়র্কে। সেখান থেকে লাতিন আমেরিকার সমস্ত বৈপ্লবিক পত্রপত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত হন। বলা ভালো এইসব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তিনি অন্যতম বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে মেক্সিকোর "এল পার্তিদো লিবারাল" (El Partido Liberal, 1881); ভেনেজুয়েলার "লা ওপিনিয়ন ন্যাশনাল" (La Opinion National); আর্জেন্টিনার "লা ন্যাশনাল" (La National, 1882); হন্ডুরাসের "লা রিপাবলিকা" (La Republica); নিউ ইয়র্কে "এল ইকোনোমিস্তা আমেরিকানো" (El Economista Americano); উরুগুয়ের "লা ওপিনিয়ন পাবলিকা" (La Opinion Publica,1889) উল্লেখযোগ্য। এই সময় তাঁর সমস্ত লেখার বিষয় এক এবং অভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখদুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে, কিভাবে তাদের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতাকে বিপন্ন করে তোলে সেই মর্মন্তুদ বিবরণীই এসব প্রবন্ধের বিষয়। ১৮৮৩ সালে তিনি "লা আমেরিকানা" (La Americana) পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এইসময় তিনি অনুবাদকের ভূমিকাতেও নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। চার বছর পরে চার বছরের জন্য নিউ ইয়র্কে উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হন। ১৮৮৯ সালে The Golden Age নামে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় শিশু ত্রৈমাসিক প্রকাশ করেন। স্প্যানিশ ভাষায় যার নাম "লা এদাদ দে ওরো" (La Edad de Oro)। পরের বছর এই কাজের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল হাইস্কুলে স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষকতার কাজও করেন। পরে প্যারাগুয়ে ও আর্জেন্তিনার রাষ্ট্রদূতও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে ফ্লোরিডায় "লিগা দে ইনস্ট্রাকশন" (Liga

de Instruction) গঠন করেন। এভাবেই তিনি কিউবার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সহযোগী হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করেন। পরের বছর ১৮৯২ সালে তাঁর আন্তরিক উদ্যোগে গড়ে ওঠে Cuban Revolutionary party এবং তার মুখপত্র Patria। ফলে তাঁর ব্যস্ততা ও কর্মচঞ্চলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে কিউবার আগামী ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় উঠে আসেন।

১৮৮২ সালে, এসবের ভেতরেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ইসমাইলিল্লো" (Ismaelilla)। আর তার এগারো বছর পর নিউ ইয়র্ক থেকেই প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "ভার্সোস সেনসিল্লোস" (Versos Sencillos)। দুটি কাব্যগ্রন্থই যুগান্তকারী এবং গভীর তাৎপর্যবাহী। প্রথমটিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রুবেন দারিও (Ruben Dario) লেখেন "আজুল" (Azul) নামে তাঁর সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ (১৮৮৮)। এই কাব্যগ্রন্থেই লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে আধুনিকতার সূর্যোদয় সংঘটিত হয়। আর এই সূর্যোদয়কে সম্ভব করে তুলেছেন হোসে মার্তি, হোসে মার্তির "ইসমাইলিল্লো" কাব্যগ্রন্থটি। অন্যদিকে "ভার্সোস সেনসিল্লোস" ১৮৯১-এর পরিণতি, কাব্যভাষার অভিনবত্ব এবং উপস্থাপনার অনবদ্যতা তাঁকে নিঃসন্দিহানভাবে অমর করেছে।

তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে প্রকাশিত হয় "ভার্সোস লিব্রেস" (Versos Libres, 1913)। এই কাব্যগ্রন্থটি তিনি ১৮৭৮ সালে লিখেছিলেন। স্বাধীনতার স্বপ্নে ভরপুর এমন মহান কাব্য তিনি যে কেন তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অর্থাৎ তাঁর কাব্যজীবনের তিনটি সুনির্দিষ্ট কালপর্যায় রয়েছে। তিনি লিখেছিলেন কিউবা ও স্পেনে বসবাসের কালে, দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলি লিখেছিলেন মেক্সিকো ও গুয়াতেমালাতে বসে। এবং শেষ পর্বের কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন মূলত নিউ ইয়র্কে বসবাসের সময়ে। ১৮৭৪ সালে তিনি স্নাতক হন এবং শেষদিকে মেক্সিকো চলে যান। সুতরাং প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে এসেছে একটি নিশ্চিন্ত ও পরিণত ভাব। মনে রাখা দরকার এই পর্বে মেক্সিকো ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়। অবস্থা জটিল হয়ে উঠলে তিনি গুয়াতেমালাতে আশ্রয় নেন। তিনি সেদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অনুশীলনেও অংশ নিয়েছিলেন। তারই উদ্যোগে এখানে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। যা শেষ পর্যন্ত একটি জাতীয় বিতর্কের চেহারাও পেয়েছিল। এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কারমেনের। প্রেম হয় এবং বিয়েও হয় দুজনের।

১৯৮১ সালে চার্লস এ ডানা (Charles A Dana) তাঁকে নিউ ইয়র্ক সান (New York Sun)-এ লেখার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সে ডাকে তিনি তখনই সাড়া দিতে পারেননি। কেননা ওই সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভেনেজুয়েলাতে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময় তিনি "রেভিস্তা ভেনেজুয়েলা" কাগজটি প্রতিষ্ঠা করেন। আর প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত একগুচ্ছ উজ্জ্বল মৌলিক প্রবন্ধের সুসংবদ্ধ সংকলন "ন্যুয়েস্ত্রা আমেরিকা" (Nuestra America) বা Our America। প্রাথমিকভাবে এই প্রবন্ধগুলি নিউ ইয়র্কের "লা রেভিস্তা ইলাস্টাডা" (La Revistra Illustada) জানুয়ারি সংখ্যায়

প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এল পারটিডো লিবারাল। এই প্রবন্ধগুচ্ছ মৌলিক, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। এতে আমেরিকার রিও ব্রাভো থেকে পাটাগোরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যাদি উল্লেখিত হয়েছে।

লাতিন আমেরিকার এই বৈচিত্র্যের কথা, লোকায়ত ঐতিহ্যের কথা তিনি তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ বা প্রবন্ধ-সাহিত্যে তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন সাধারণ মানুষের শোষণ বঞ্চনার কারণ, তাদের প্রতি অমানবিক অত্যাচারের কথা। তিনি বারংবার জানাতে চেয়েছেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কিভাবে শ্রমজীবী মানুষ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিভাবে তাদের ঐক্য ভাঙার জন্য নৈরাজ্যবাদকে-সন্ত্রাসবাদকে-জঙ্গি আক্রমণকে নামিয়ে আনা হয়। কিভাবে জাতিদাঙ্গা ও ধর্মসাম্প্রদায়িকতাকে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। তিনি উপলব্ধি করেছেন একজন অসাধারণ লেখককেও নির্ভর করতে হয় বহুবিধ বৃত্তিকুশলতার ওপর। নিজের জীবনেও তিনি এ প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সেজন্যই নতুন সমাজ গঠনের জন্য তাঁর প্রাণান্তকর উদ্যোগ ছিল সর্বদা। তিনি জানতেন, স্বদেশের মুক্তি ভিন্ন এ সম্ভব নয়। তাই তিনি দেশের মুক্তি বা স্বাধীনতার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে অসংখ্য স্বাধীনতাকামী সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই স্বদেশী দলগুলিকে সংগঠিত করার সময় তিনি নানাস্থানে বহু মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে সেসব সময়ের 'অতল গর্ভে' হারিয়ে গেছে। যে অল্প কিছু পরিমাণ নিদর্শন মেলে তার মধ্যে "লন পিনোজ নুয়েভস" (The New Prines) অন্যতম। এই বক্তৃতায় তাঁর বৈদগ্ধ ও রচনাশৈলী আমাদের আশ্চর্য করে।

১৮৮৩ সালে ১৯ মার্চ কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর কুপার্স ইনস্টিটিউটের ডাকে কার্ল মার্কস স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। হোসে মার্তি সেখানে কিউবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই সভায় প্রদত্ত বক্তব্যেও কার্ল মার্কসের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ফুটে ওঠে। তিনি গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, এল সালভাদোর যেখানেই গেছেন সেখানেই ওই সভার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন বারংবার। বারংবার প্রচার করেছেন নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার কথা। বিশ্বের প্রতি প্রান্তের বিপ্লবীদের সঙ্গে নিপীড়িতের সখ্যতা গড়ে তোলার আন্তরিক আগ্রহের কথা। দেশেও মুক্তির পাশাপাশি তিনি শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।

কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তেমনি শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির ইতিহাসে তাঁর সাহিত্যের মূল্যও অপরিসীম। তিনি কিউবার মুক্তির জন্য ম্যাক্সিমো গোমেজ (Maximo Gomez), আন্তেনিও মাসিও (Autonio Maceo) প্রমুখের সঙ্গে, ১৮৮৪ সালের আগে, যৌথভাবে বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। সেজন্য অর্থসংগ্রহ ও সংগঠন পরিচালনায় তাঁকে যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। পাশাপাশি লেখার কাজে বিরাম দেননি। সময়টা ছিল প্রায় এক দশক। ১৮৯৫ সালে এই প্রচেষ্টার ফলেই কিউবার স্বাধীনতার প্রশ্নে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বলা ভাল এই যুদ্ধে তিনি পিছপা হননি। অসম লড়াইয়ে রণাঙ্গনে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এই দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ তাঁকে

কিউবার কিংবদন্তী জননায়কে রূপান্তরিত করেছে। পাশাপাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর মানবতাবোধ এবং প্রগতির মূর্ত প্রতীক হলেন হোসে মার্তি। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংকলনে এই মানব প্রগতির ভাষ্যই অনবদ্যভাবে শিল্পায়িত হয়েছে। সুতরাং বিশ্বমানবতার স্বার্থে তাঁর সাহিত্যের চর্চা ভীষণ জরুরি।

পরন্তু, আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে হোসে মার্তির সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাঁর সাহিত্যের বিশ্বস্ত ও সাহসী অনুভব আমাদের বিশ্বায়ন পর্বের ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে সর্বদাই প্রেরণা জোগাবে একথা নিশ্চিত।

কিউবা নিয়ে বিতর্ক : একটি বিশ্লেষণ

মাইকেল অ্যালবার্ট

কিউবার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে মার্কিন মুলুকে এবং অন্যত্র বামপন্থী মহলে মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছে। কিউবার সরকার তার দেশের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নির্মম আইনি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার সাম্প্রতিক আচরণ সমেত কয়েক দশকের ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে স্বভাবতই সে এইসব ঘটনাকে ব্যবহার করবে দ্বীপবাসীর বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে।

কিছু বামপন্থী বলতে চান যে এই ভয়ঙ্কর বাস্তবের প্রেক্ষিতে আমাদের উচিত কিউবার সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র সমর্থন জানানো, অথবা সে সব সম্পর্কে স্রেফ নিশ্চুপ থাকা।

অন্য বামপন্থীরা (তাদের মধ্যে আমিও আছি) ওইসব সিদ্ধান্তের খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন, যদিও তা দুটি স্বতন্ত্র আবেদনপত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছে (এর মধ্যে একটি আবেদনপত্রে আমি স্বাক্ষর করেছি, কারণ আমি মনে করেছি এটিতে কিউবা সম্পর্কে সমালোচনা সঠিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই করা হয়েছে, একই সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও সমালোচনা করা হয়েছে; অন্য যেটিতে আমি স্বাক্ষর করিনি তার সপক্ষে যুক্তি হল যে আমি মনে করেছি তাতে প্রেক্ষাপট এবং সুষমতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি)।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমার অভিমত হল যে, বাস্তবে তুলনীয় অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা কিউবায় উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বাসস্থান, শিক্ষা এবং সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক সেখানে একনায়কতন্ত্রের বৈধতা প্রতিপন্ন করে না, একনায়কতন্ত্রের তরফ থেকে নিষ্ঠুর পীড়নমূলক আচরণের তো প্রশ্নই ওঠে না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইনের দোহাই দিয়ে মানুষকে খতম করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনও একজন মানুষকে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রেপ্তার করা, বিচাব করা, অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং ফাঁসিতে লটকে দেয়া আইনি, নৈতিক এবং সামাজিক বোধবুদ্ধি বিবর্জিত একটি ক্রিয়া। বিপুল শক্তিধর কর্তৃক বাহ্যিক আক্রমণের ভয় মাথায রাখা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষ করে যে শক্তিধর রাষ্ট্র কয়েক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে এবং এখন আরও বেশি ক্ষতি করার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তার নামে অভ্যন্তরীণ ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর দমনপীড়ন নামিয়ে আনা এবং আইনশাস্ত্রের সাধারণ বিধিগুলি নষ্ট করা কেবলমাত্র সম্ভাব্যভীতির যৌক্তিকতা বিরোধীই নয়, এটা বাস্তবে বাহ্যিক হস্তক্ষেপকারীর যৌক্তিকতাকেই ইন্ধন যোগায়।

কিন্তু উপরোক্ত মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট জনগণ বর্তমানে বাস্তবে যে দ্বন্দ্বের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার দিকে সঠিক দিশা দেয় না, বা তার সমালোচনার যৌক্তিকতাকেও প্রতিষ্ঠিত করে না; মূল প্রশ্ন হল বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমালোচনাসমূহ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়া উচিত কিনা?

কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অনুধাবন করা খুবই সহজ। ঐতিহাসিক খতিয়ানে মার্কিন নীতির কাপট্য এবং উন্নাসিকতা নগ্নভাবে পরিস্ফুট। অতএব রাজনৈতিক সক্রিয়বাদীদের তরফ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা নীতির বিরোধীতায় কখনওই কোনও ঘাটতি থাকবে না।

সৌভাগ্যক্রমে এই প্রশ্নে বামপন্থীদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই।

কিন্তু যে ব্যাপারটা মানুষের দৃষ্টি কম আকর্ষণ করেছে এবং যে ব্যাপারে মতবিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা হল, কিউবার সঠিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করা অর্থাৎ কিউবার সরকারের পন্থা-প্রকরণ সম্পর্কে বামপন্থী সমালোচনার কার্যকারিতা এবং কিউবার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যাচাই করা।

১৯৬২ সালে 'বিপ্লবীর কর্তব্য' শীর্ষক বক্তৃতায় ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন :

'যে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে তার সারাংশ হল যে এই মহাদেশে প্রতি মিনিটে প্রায় চারজন লোক হয় ক্ষুধা না হয় নিরাময়যোগ্য ব্যাধি অথবা অকাল বার্ধক্যে মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ প্রতিদিন পাঁচ হাজার পাঁচশো জন, প্রতিবছর দুই মিলিয়ন এবং প্রতি পাঁচ বছরে দশ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ মৃত্যু খুব সহজে এড়ানো যেত, কিন্তু কার্যত এ মৃত্যু ঘটে। লাতিন আমেরিকার জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ স্বল্পকাল বেঁচে থাকে এবং তাও নিরন্তর মৃত্যুভয় মাথায় নিয়ে বাঁচতে বাধ্য হয়। পাইকারি হারে জীবননাশ ঘটে চলে, যা পনেরো বছরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুর সংখ্যার দ্বিগুণে পৌঁছে গেছে। ইত্যবসরে লাতিন আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরবচ্ছিন্ন অর্থের স্রোত প্রবহমান আছে : প্রতি মিনিটে প্রায় চার হাজার ডলার, প্রতিদিন পাঁচ মিলিয়ন ডলার, প্রতিবছর প্রায় দু'শো কোটি ডলার, প্রতি পাঁচ বছরে প্রায় দশ শত কোটি ডলার সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। আর লাতিন আমেরিকা থেকে প্রতি এক হাজার ডলার নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অর্থ হল একটি মানুষের শব ফেলে যাওয়া। প্রতিটি মানুষের শবের মূল্য হল একটি মানুষের শবের মূল্য হল এক হাজার ডলার : "সাম্রাজ্যবাদের" এই মূল্যই দিতে হচ্ছে। প্রতিটি মৃত্যুর জন্য এক হাজার ডলার ....প্রতি মিনিটে চারজন মানুষের মৃত্যু।'

কাস্ত্রোর এই মূল্যায়নের চার দশক পরেও কিউবা ছাড়া লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিসংখ্যানের অকিঞ্চিৎকর অগ্রগতি ঘটেছে, অনেক ক্ষেত্রে বস্তুত অবস্থার অবনতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আন্তঃ আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (Inter American Development Bank) তথ্য অনুসারে, ১৯৮০-এর দশকে,

কিউবাকে বাদ দিলে লাতিন আমেরিকার আয় আট ভাগ কমে গেছে। ঐ একই বক্তৃতায় কাস্ত্রোর নির্দেশ তখনকার মতো আজও প্রাসঙ্গিক বলা চলে :

'প্রতিটি বিপ্লবীর কর্তব্য হল বিপ্লব সংঘটিত করা। এটা জানা যে আমেরিকা এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিপ্লব জয়ী হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদের শব অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য তাদের ঘরের সদর দরজায় বসে উপেক্ষাভরে অপেক্ষা করবেন। অসীম ধৈর্যশীল পুরুষের ভূমিকা বিপ্লবীর সাজে না। প্রতিবছর আমেরিকার মুক্তিপ্রচেষ্টা যত ত্বরান্বিত হবে তত লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা পাবে, সংস্কৃতির সংরক্ষক লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী রক্ষা পাবে, মানুষ অপরিমেয় যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।'

লাতিন আমেরিকার জনগণের মূল শত্রু কে এবং কি? সে সম্পর্কে অথবা যে অপরাধের বিহিত আমরা চাইছি তার বিশালত্ব সম্পর্কে ধ্যানধারণার অকিঞ্চিৎকর পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তৎপরিচালিত নয়া উপনিবেশিকতাবাদী আধিপত্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার তাগিদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিরও কম পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু 'মানুষের মুক্তি'র প্রশ্নে? যে ইতিবাচক লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হবে, তার কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে। এ সম্পর্কে আমাদের কিউবার অভিজ্ঞতা কি বলে?

কয়েক দশকের সি.আই.এ. (C.I.A) সমর্থিত সন্ত্রাস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত অর্থনৈতিক বয়কট (বর্জন) সত্ত্বেও কিউবা তার অধিকাংশ লাতিন আমেরিকার প্রতিবেশীদের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, শিক্ষা সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পাদনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাপিয়ে গেছে। এ দিক থেকে অবশ্যই সে অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং সমর্থন দাবি করতে পারে।

কিন্তু একই সঙ্গে, আপনি ব্যাপারটা যেমনভাবে দেখুন না কেন, একটা আমলাতান্ত্রিক স্তরীভূত দলের মাধ্যমে একজন মাত্র ব্যক্তির শাসন একনায়কতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, যদিও সেখানে কিউবার নেতা বহু দিক থেকে অত্যন্ত সদাশয়। কাস্ত্রো হলেন চক্রকেন্দ্র; কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি তার ইচ্ছাকেই রূপদান করে। জনমোহিনী আবেষ্টনী সমেত (Poder-Popular) সমান্তরাল তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহ তৈরি করে একটি অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক ধারার রূপ দেওয়া হয়েছে, যা নানা কারণে দলীয় উদ্দেশ্যসাধন-কৌশল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭০-এর দশকের সূচনা করে কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন : "বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সূত্রগুলি কখনওই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সমার্থক হতে পারে না। উপর থেকে একজন লোক পাঠিয়ে পনের কুড়ি হাজার মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আর এই পনেরো কুড়ি হাজার মানুষের সমষ্টিগত সমস্যার সমাধান একই বিধি মেনে হতে পারেনা— সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান জনগণের দ্বারা, সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করতে হবে, যারা সমস্যার উৎসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ......। আমাদের অবশ্য প্রশাসনিক

পদ্ধতিকে বিসর্জন দিতে হবে এবং সর্বত্র জনতার পদ্ধতি (Mass Method) ব্যবহার করতে হবে।"

কিউবায় আছে একটি লেনিনবাদী, স্তরীভূত রাজনৈতিক দল, আর আছে 'জনমোহিনী আবেষ্টনী' সমন্বিত জনপ্রিয় গণতন্ত্র। কিন্তু কাস্ত্রোর ঘোষাণা (প্রতিশ্রুতি) সত্ত্বেও, সেখানে দলই দৃঢ়তার সঙ্গে জনগণের উপর প্রভুত্ব করে। একটি জটিল এবং বহুরঞ্জিত রাজনৈতিক ইতিহাসের অতি সরলীকরণ করলে যা দাঁড়ায় তা হল, সেখানে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রশাসনের বিকল্প হিসাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ চালু করার জন্য কাস্ত্রোর ঘোষিত প্রত্যাশাকে এখনও বাধাদান করে চলেছে :

(১) কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের সব আইনসিদ্ধ প্রকরণগুলি কুক্ষিগত করে ফেলেছে এবং তদ্বারা নিশ্চিত করেছে যে সেখানে কিউবায় একটিমাত্র রাজনৈতিক পথ (Political Line) খোলা আছে —পার্টি এবং তার নেতৃত্বের লাইন। অতএব প্রথম সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক লেনিন্‌বাদ।

(২) ফিদেল কাস্ত্রোর সর্বত্র বিদ্যমানতা যথার্থ বিকেন্দ্রীভূত তৃণমূল স্তরের ক্ষমতা ব্যবহারের নিমিত্ত যে-কোনও ধরনের জনপ্রিয় পদ্ধতির সুযোগ কমই খোলা রেখেছে। সুতরাং দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ফিদেলতন্ত্র।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক মতবিরোধকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার অতি আগ্রহ এবং তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট করার জন্য বলপ্রয়োগ করার নীতি সেখানে কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জুগিয়েছে। সুতরাং কিউবার সামনে তৃতীয় সমস্যাটি হল অসদাশয় চাচাসাম (Uncle Sam)।

যখন কাস্ত্রো এবং কিউবা উত্তরাধিকার সমস্যার সম্মুখীন, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বয়কট এবং আগ্রাসী নীতি কিউবার মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগটুকুও অত্যন্ত অনৈতিকভাবে হ্রাস করে ফেলছে, এবং যখন কিউবার রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি ক্রমবর্ধমান হারে কিউবার জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তখন ওই দ্বীপরাষ্ট্রের সামনে দুটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক পথ খোলা আছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। (এক) কিউবা তার পূবর্তন প্রত্যাশার জায়গায় ফিরে যেতে পারে এবং লেনিনবাদী দলীয় কাঠামো ও একনায়কতন্ত্র পরিত্যাগ করে জনতার উদ্যোগ আশ্রিত অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র গ্রহণ করতে পারে; অথবা বিকল্প রাস্তা হিসাবে কিউবা কর্তৃত্ববাদের সপক্ষে দাঁড়াতে পারে এবং বিপ্লব রক্ষার নামে (Defending the Revolution) প্রবরকুলের (Elite) সুযোগ-সুবিধাসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। বস্তুত রাজনীতির দুনিয়ায় যা ঘটতে পারে তা হল, যে বিকল্পগুলি সামনে রেখে আরও কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে কিউবা এগিয়ে যাচ্ছে সে বিকল্প হল দমনপীড়নের পথ—কোনওমতেই মুক্তির পথ নয়। যখন কিউবার সরকার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেয়, আদালতে অভিযোগ তরান্বিত করার চেষ্টা করে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার গরজে অন্যান্য পীড়নমূলক কাজে

লিপ্ত হয় (দেশের বাইরের মতামতের মূল্যায়নে অন্তত এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়) তখন তা নিঃসন্দেহে খারাপ; কিন্তু কিউবার সরকার যখন বলে যে তাকে কতকগুলি ইতিবাচক উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের উদ্যোগে এসব করতে হচ্ছে, যখন সে গোপন করে যে বাইরের শক্তির চাপের বাধ্যবাধকতা হেতু এক ঘৃণিত প্রয়োজন হিসেবে সে এসব পদক্ষেপ নিচ্ছে—তখন এই বার্তাটাই সকলের কাছে পৌঁছয় যে কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার কোনও ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি নয়, এসব হচ্ছে নিষ্পাপ লক্ষ্যের প্রতিফলন।

এসবের অর্থনৈতিক অভিব্যক্তি কি? সেখানেও কি সবকিছু জট পাকিয়ে গেছে? এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংসাধন সত্ত্বেও কিউবার অর্থনীতিকে কোনওমতেই মুক্ত অর্থনীতি বলা চলে না। সেখানে পরিকল্পনা-প্রণয়নকারীরা, রাষ্ট্রের আমলারা, স্থানীয় পরিচালকেরা এবং প্রযুক্তিবিদেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কুক্ষিগত করে রেখেছে, আর শ্রমিকরা তাদের হুকুম তামিল করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলত অর্থনীতিতে একটি শাসক-সমন্বয়কারী শ্রেণী শ্রমিকদের সমস্ত প্রচেষ্টার পরিচালনের ভার নিয়েছে এবং তার দরুন মোটা মাইনে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং উচ্চমর্যাদা আত্মসাৎ করছে।

কিউবার সমন্বয়কারী অর্থনীতি কিউবার জনগণের কাছে জাতীয় সংসাধনের নিরিখে গর্বের বস্তু, এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষা, বাসস্থান, সাক্ষরতা, নিরাপত্তা এবং অবশ্যই বয়কটের কাল পর্যন্ত সার্বিক জীবনধারণের মানের দিক থেকে যে উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক প্রাপ্তি ঘটেছে তাও গর্ব করার মতো। এইসব কারণের জন্য কিউবার বিপ্লব জনপ্রিয়তার দাবি করতেই পারে। কিন্তু গুয়াতেমালা, এলসালভাডোর, এমনকি ওয়াটস্ (Watts), অথবা দক্ষিণ ব্রঙ্কস্ (South Bronx)-এর অবস্থার তুলনায় এইসব অর্জন যতই নন্দিত (প্রশংসনীয়) হোক না কেন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত যে কঠিন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যৎপরোনাস্তি শ্রমসাধ্য উপায়ে ওইসব ফলাফল অর্জন করতে হয়েছিল তার নিরিখেও কিউবাকে 'মুক্ত' আখ্যা দেওয়া যায় না। উক্ত আখ্যা পেতে গেলে কোনও শাসকশ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না, এবং শ্রমিকেরা সংহতি এবং সমতার সঙ্গে নিজেদের প্রচেষ্টা সমষ্টিগতভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

যাইহোক, রাজনীতির মতো কিউবার অর্থনৈতিক ইতিহাসও কোনও সরল আবর্তচক্র অনুসরণ করেনি। 'সমন্বয়কারী মডেল' কর্তৃত্বশীল থেকেছে; অবশ্য সবসময়ই একটি বিকল্প মনন বা মেজাজ প্রতিভাত হয়েছে, কখনও আশা নিয়ে আবার কখনও বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার তাগিদে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে কখনওই মুক্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি।

১৯৬২-'৬৩ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত হয়ে, এবং অন্য কোনও বিকল্প পন্থা না পেয়ে, প্রথাগত সোভিয়েত মডেলের অন্ধ অনুকরণ করে কিউবা অর্থনৈতিক প্রকরণ চালু করে দিল। কিন্তু ১৯৬৪ সালের মধ্যেই মোহভঙ্গ শুরু হল এবং প্রচণ্ড বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯৬৫ সালে আফ্রিকা থেকে

লেখা একটি চিঠিতে ওই বির্তকের অংশ হিসাবে তিনি যে সুপারিশগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন তার মূল সূত্রের সংক্ষিপ্তসার করে চে গেভারা লিখলেন :

'যে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে অতীতের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। ব্যক্তির শিক্ষার অবশিষ্টাংশের মাপকাঠিতে এবং যে নিঃসঙ্গতার পরিবেশে ব্যক্তি ধীরে ধীরে বড় হয়েছে তার মাপকাঠিতে এটা কত কঠিন তা কেবল ব্যক্তিচেতনায় বোঝা যাবে তা নয়; বস্তুসম্পর্কের নাছোড়বান্দা চরিত্রের প্রেক্ষিতে রূপান্তর পর্বে এই চরিত্র কত কঠিন তা অনুভূত হবে। বস্তু বা দ্রব্য পুঁজিবাদী সমাজের জীবন-কোষ : যতক্ষণ পর্যন্ত এই জীবন-কোষের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হবে উৎপাদন সংগঠনের মধ্যে এবং স্বভাবতই মানুষের চেতনার মধ্যে।'

ঐ বির্তকে চে 'মুনাফাখোরী মানসিকতা', 'বৈষয়িক স্বার্থ' এবং 'বস্তুতান্ত্রিক মানসিকতা'-র কঠোর নিন্দা করলেন; পক্ষান্তরে তিনি নৈতিকতা, সমষ্টিগত মানসিকতা, সংহতি এবং মানুষের চাহিদা পূরণের মাপকাঠি হিসাবে মূল্যবোধের ব্যবহারের উপর যুক্তি ও জোর দিলেন। অবশ্য তিনি স্বকীয় শ্রমসংস্থানের উপর শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ অথবা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটির ক্ষেত্রে জোর তো দিলেনই না, বরঞ্চ এগুলি তিনি এড়িয়ে গেলেন।

কাস্ত্রো প্রায় একই ধরনের মানবিক অথচ অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি বললেন :

'আমাদের সমাজের নারী ও পুরুষের অন্তর এবং মননে 'ডলার চিহ্ন' এঁকে আমরা কখনওই সমাজতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারব না........ সমাজের কথা ভুলে গিয়ে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কাছে আবেদন-নিবেদন করে, ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রচেষ্টার কাছে আবেদন জানিয়েই সমস্যার সমাধান করতে চান, তারা কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে সক্রিয় আছেন, তারা যথার্থ সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা সৃজনের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন—যদি আমরা ধরেও নিই যে তারা শুভ ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হয়েই এটা করছেন।'

কাস্ত্রো স্বীকার করেছেন যে, তার 'আয়ের সমতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা' এবং 'প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত উৎসাহদায়ক ক্রিয়ার নিরসন' অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। তিনি জানতেন যে, 'বিদ্বান' 'অভিজ্ঞ' অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে 'অর্থনীতি নিয়মের পরিপন্থী বলে মনে হতে পারে'।

'এইসব অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে এই ধরনের নীতির উপর জোর দেওয়ার অর্থ হল এক ধরনের ধর্মদ্রোহিতা, এবং তারা বলে বেড়ায় যে বিপ্লব পরাভূত হতে বাধ্য। কিন্তু ঘটনা হল যে এই বিষয়ে দুটি বিশেষীকৃত শাখা আছে। একটি শাখা হল বিশুদ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌দের শাখা। কিন্তু আরেকটি বিজ্ঞান আছে, আরও গভীরতর বিজ্ঞান, যাকে আমরা বলব যথার্থ বৈপ্লবিক বিজ্ঞান। এটি হল মনুষ্য প্রজাতির উপর আস্থা রাখার

বিজ্ঞান। যদি আমরা ধরে নিই যে মানুষ সংস্কার-সাধনের অসাধ্য, মানুষ কোন কিছু শেখার অযোগ্য; যদি আমরা ধরে নিই যে মানুষ বিবেকবুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর অযোগ্য, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে এইসব 'প্রখর মেধাসম্পন্ন' অর্থনীতিবিদ্‌রা ঠিকই বলেছেন—যে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ ইহা অর্থনীতির নিয়মগুলির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে......।'

বেশ কয়েকবছর ধরে কিউবা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক বিতর্ক দুই মেরুর মধ্যে দোলায়মান থেকেছে : প্রতিযোগিতা বনাম সংহতি, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন বনাম মানুষের চাহিদা মেটানো, বাজার বনাম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অসাম্য বনাম সমষ্টিগত উদ্যোগ ও সাম্য—এর মধ্যে অনেক টানাপোড়েনে অর্থনীতি আন্দোলিত হয়েছে। যখন বামমেরুর অর্থনীতিবিদ্‌রা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তখন কাস্ত্রো যে মন্তব্য করেছিলেন তা নিম্নে অনুধাবন করা যায় :

'একজন মূলধন বিনিয়োগকারী, একজন বিশুদ্ধ অর্থনীতিবিদ, একজন বিপ্লবের অধিবিদ্যাবিশারদ বলতে চাইবেন, 'খুব সাবধান, খাজনা একভাগও কমানো উচিত হবে না। ব্যাপারটা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা কর, মূলধনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা কর, এর সঙ্গে কত পেশো (Pesos) জড়িয়ে আছে সেটা ভাব'! এ ধরনের লোকেদের মাথায় 'ডলার চিহ্ন' আঁকা আছে এবং তারা চায় যে জনগণের মস্তিষ্কে এবং হৃদয়েও 'ডলার চিহ্ন' আঁকা থাক। এ ধরনের মানুষেরা একটিও বৈপ্লবিক আইন তৈরি করতে চাইবেন না। ওইসব নীতিনিয়মের দোহাই দিয়ে তারা কৃষকদের ঋণের উপর সুদ বসিয়েই যাবে; তারা চিকিৎসা এবং হাসপাতাল পরিষেবার জন্য অর্থমূল্য দাবি করবে; তারা স্কুলের পড়াশুনার জন্য ফি্ বসাতে চাইবে; এমনকি বিনামূল্যে পঠনপাঠনের নিমিত্ত আবাসিক স্কুলের উপরেও তারা মূল্য আরোপ করতে চাইবে; এবং এসব তারা করবে জীবন সম্পর্কে অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাদের কাছে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনও গুরুত্ব নেই; জনগণের অগ্রগতির নিরিখে জনতার উৎসাহ-উদ্দীপনা যেখানে মৌলিক ও আদি উপাদান—যে মানুষ নির্মাতা বা স্রষ্টা সেই মানুষের বিপ্লবের প্রতি সমর্থন কতটা জরুরি তা অধিবিদ্যা-বিশারদদের মাপকাঠিতে যোগ-বিয়োগ করে পরিমাপ করা কখনওই যাবে না।'

সমস্যাটা হল যে, বামমেরুর যেসব তাত্ত্বিকেরা খুব উৎসাহভরে সমতাবাদ, সংহতি, মানুষের চাহিদা পূরণ এবং সমষ্টিগত উদ্যোগের পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছিলেন তারাও বিকেন্দ্রীকৃত, সরাসরি কর্মক্ষেত্রজ গণতন্ত্রের নমুনাস্বরূপ জনগণের অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনার পরিবর্তে চরম কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার ভ্রান্ত যুক্তি খাড়া করেছেন। এখানে মুশকিল হল যে বামমার্গী বির্তকের সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে কিছু মূল্যবান উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হল না শুধু তাই নয়; যে সমস্ত ইতিবাচক লক্ষ্য নিয়ে বামপন্থীরা অগ্রসর হয়েছিল—সংহতি, ন্যায়বিচার, সমষ্টিগত সত্তা—তাও সমন্বয়কারী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার চাপে ও ফরমানে তথা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক

স্বাধীনতার অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। যখন বামমার্গীয় নীতি প্রাধান্য অর্জন করেছিল তখনও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা ব্যবহারের ক্রমাগত অভাব এই অর্থই বহন করেছিল যে শ্রমিকদের উৎসাহ এবং সহজাত কর্মদক্ষতাকে প্রত্যাশিত পথে পরিচালিত করা যায়নি। অতএব অর্থনৈতিক কর্মপন্থার উপর বেশ কয়েকবছরের বামপ্রভাবের পরেও দেখা গেল যে পরিণামে অর্থনীতি হোঁচট খাচ্ছে এবং রুশ সাহায্যের উপর কিউবা নির্ভরশীল হওয়ার দরুন সোভিয়েত উপদেষ্টারা কিউবাকে যে দক্ষিণ পন্থায় টেনে আনার ক্রমাগত চেষ্টা করছিল তা বৈধতা অর্জন করছে।

সোভিয়েত 'মডেলের' পতনের মুখেও কিউবা মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচার গাড়িতে চেপে বসে, বস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে একেই বিকল্প মনে করে সে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে আত্মবিক্রয় করেনি। কিন্তু যতদিন যাবে তত তার সামনে অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে?

বিষাদজনক ও দুঃখজনক হলেও অনিবার্য একটি সম্ভাবনা হল যে কিউবার মানুষেরা তাদের বর্তমান ঘটমান পথেই চলবে, যেমন তারা বিগত কয়েক দশক ধরে চলেছে; 'বিপ্লব রক্ষা করা'-র নামেই সমশ্রেণীভুক্তকরণ প্রক্রিয়ার (Co-ordinatorism) জঘন্য অপব্যবহার কিছুটা সংশোধন করে উক্ত ব্যবস্থাকেই রক্ষা করে চলবে।

প্রায় এক দশক আগে যখন সোভিয়েত ব্যবস্থার রূপ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অথচ যখন তার পরিণতি বুঝতে কিছু বাকি ছিল না, যখন আমার এই প্রবন্ধের একটি প্রাগুক্ত ভাষান্তরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আমি লিখেছিলাম যে এক্ষেত্রে পছন্দ বাছাই করার ''তিনটি প্রধান সমস্যা আছে। **প্রথমত**—দূরভবিষ্যতে শ্রমিক এবং ভোক্তাদের পক্ষ থেকে যৌথভাবে তাদের নিজেদের ব্যাপার স্যাপার পরিচালনা করার উপায় থাকবে না। বরঞ্চ এক্ষেত্রেও শ্রমশ্রেণীভুক্তকারকদের শাসন অব্যাহত থাকবে, তাতে শ্রমশ্রেণীভুক্তকারকদের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে সীমিত করার লড়াই যতই সফলতা লাভ করুক না কেন। **দ্বিতীয়ত**—নিকট ভবিষ্যতে এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ে কিউবার জনগণের কাছ থেকে তাদের অর্থনৈতিক নিঃসঙ্গতাজাত দুর্দশা লাঘব করার প্রয়াসে তাদের আনুগত্য আদায় করতে এবং বেশিমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধি করাতে এই ব্যবস্থাকর্মই কার্যকরী হবে। এবং **তৃতীয়ত**—স্বল্পকালীন ও মাঝামাঝি উপায় হিসাবে গণ্য হবে, এই ব্যবস্থা তৃণমূল স্তরে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে কর্মই সক্ষম হবে—অথচ এটাই হতে পারত সোভিয়েত গোষ্ঠীর সাহায্য হ্রাসজনিত সমস্যা সমাধানের একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা। কিউবার এলিটদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, এই ব্যবস্থার গুণ হল যে এই দৃষ্টিভঙ্গি এলিটদের সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করে চলবে এবং কোনও স্বল্পমেয়াদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঝুঁকি নেবে না।'

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে একটি দ্বিতীয় এবং পছন্দসই বিকল্প ছিল, 'কিউবার পক্ষ থেকে চলমান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে চে গেভারা এবং পূর্বসংস্করণের ফিদেল কাস্ত্রোর আদর্শের পথে ফিরে যাওয়া, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্বের নবীন

সচেতনতা যুক্ত করা। এর অর্থ হল কর্মক্ষেত্রভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর জোর দিয়ে একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপন করা, ভোক্তা পর্ষদ গড়ে তোলা যাতে কায়িক এবং মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভেদ লুপ্ত হয়, এবং একটি বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা প্রণালী চালু করা যেখানে ভোক্তা এবং শ্রমিক পর্ষদগুলি নিজেদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নিজেদের ক্রিয়াকাণ্ড নির্ধারণ করবে, প্রয়োজনে সংশোধন করবে এবং প্রণালীবদ্ধ করবে। এই বিকল্পের সমস্যা হল যে এতে সংহতি বিনাশের ঝুঁকি আছে এবং দুনিয়াব্যাপী এলিটবর্গ এর দ্বারা আরও বিছিন্ন হয়ে পড়বে; আর কিউবার এলিটবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই প্রক্রিয়া অবশ্যই তাদের সুযোগ-সুবিধাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং পরিণামে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিঃশেষ করে দেবে। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুক্তির একমাত্র পন্থা হওয়া ছাড়াও বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি ভালো দিক হল ইহা কিউবাকে মুক্তিসংগ্রামে অগ্রণী পরীক্ষানিরীক্ষার ভূমিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে; তার ফলে কিউবার অভ্যন্তরে উত্তরোত্তর আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং আনুগত্য যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দুনিয়াব্যাপী তৃণমূল স্তরের সমর্থন এবং উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তর্জাতিক বামপন্থীদের সমর্থন জোগাড় করা সম্ভব হবে।'

আমার মনে হয়, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে একটি দশকের অপচয় ঘটেছে, এবং আমি খুব নিশ্চিতভাবেই জানি যে এই ক্ষমাহীন অপরাধের একটা বড় উপাদান নিহিত আছে ওই দ্বীপরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় বিকল্প এখনও আমাদের সামনে খোলা আছে, এবং আমার এটাও মনে হয় যে পৃথিবীব্যাপী যে সমস্ত বামপন্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর তাদের এটা পরিষ্কার করে জানাতে হবে আমরা ঠিক কোনটিকে অগ্রগতির পন্থা বলে মনে করছি, এবং আমরা কোনটাকে নৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত, সামাজিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে এমন আত্মঘাতী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করছি।

প্রায়শই নানা দেশ এবং নানা আন্দোলন ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহনকারী জটিল বিকল্প বা পছন্দের সম্মুখীন হয়। যখন Solidarity নামে তৃণমূল স্তরের আন্দোলন পোলাণ্ডে সাফল্য অর্জন করতে শুরু করল, তখন এর শ্রমিকশ্রেণীভিত্তিক গঠন ধরে রাখার সুযোগ ছিল; এবং নতুন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিকদের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ক্ষমতায় উত্তরণ ঘটানোর উপর জোর দেওয়াও ঠিক ছিল; কিন্তু যখন বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমতায় উত্তরণ ঘটানোর পক্ষে এবং স্বকীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও বাজার ব্যবস্থা, প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার সন্ধানে ওইসব কিছু বিসর্জন দেওয়া হল, তখনই জটিলতা দেখা দিল। মুক্তির বিকল্প পথ হারিয়ে গেল, কারণ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার নিমিত্ত কোনও কাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এই নবীন আন্দোলন খাড়া করতে পারেনি।

যখন Jesse Jackson সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবীন কর্মশক্তিকে সঞ্চারিত করলেন তখন তার এবং Rainbow Coalition -এর সামনে সুযোগ এসেছিল স্থায়ী

তৃণমূল স্তরে সংগঠন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার, অথবা সবকিছু সংকীর্ণ নির্বাচনী প্রাধিকারের কাছে বিসর্জন দেবার। আবার এখানেও মুক্তির বিকল্প রাস্তা হারিয়ে গেল, কারণ নতুন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হল না।

পরে, যখন Ralph Nader একটি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন তখন আবার সুযোগ এসেছিল অর্জিত সুফলগুলিকে দৃঢ়ীকৃত করার, সম্ভব হলে একটি ছায়া সরকার তৈরি করার অথবা যে কোনওভাবে হোক এক বিশাল ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণকারী প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধী পক্ষ গড়ে তোলার। কিন্তু পুনরায় মুক্তির সেই বিকল্প পথ নষ্ট হয়ে গেল।

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীব্যাপী প্রথমে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে এবং পরে যুদ্ধবিরোধী কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক তরঙ্গায়ন নতুন ধরনের স্থায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। অনেকেই চেষ্টা করছেন এর গতিবেগ ধরে রাখার। আমাদের দেখতে হবে এর ফলাফল কি দাঁড়ায়—কোনও নতুন কাঠামো অর্জিত সুফলকে দৃঢ়ীভূত করতে পারে কিনা।

অনুরূপভাবে কিউবা তার অবরুদ্ধ মানসিকতা বয়ে বেড়াতে পারে এবং আমলাতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং কর্মস্থলের স্তরীভূত কাঠামোসহ তার কষ্টলব্ধ সৎকাজগুলি ধরে রাখতে পারে; অথবা বিপ্লবী কিউবার অতীত প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কিউবায় অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে পারে, রাজনীতিগতভাবে যথার্থ মুক্ত অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে পারে। তার পূর্বগোলার্ধের মিত্রশিবিরে গতায়াতের সেতু ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সম্ভবত আরও তীব্রতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ায় আমি এইমাত্র আশা করতে পারি যে কিউবা পুনরায় 'বিপ্লবের অভ্যন্তরে বিপ্লব' (a revolution within the revolution) -এর পথই বেছে নেবে; একথা বলার অর্থ হল নিপীড়ক শক্তি এবং লাগামছাড়া লালসার সঙ্গে কোনওরকম আপোস হতে পারে না।

অন্যেরা ব্যাপারটা ভিন্নভাবে দেখতে পারেন। তাতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু যারা মনে করেন, একনায়কতন্ত্র, মৃত্যুদণ্ড এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিষ্ঠুর লঙ্ঘন ইত্যাদির সমালোচনা করার অর্থ হল মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর অঙ্গীকারকে বিসর্জন দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধা, তাদের বিষয়টি দু'বার ভেবে দেখতে বলব।

* ইংরেজি থেকে ভাষান্তর : জগবন্ধু অধিকারী, সুব্রত মাইতি

* উৎস : ফ্রন্টিয়ার

কিউবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস : প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণ

নোয়াম চমস্কি

[আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির স্বনামধন্য অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি-র সঙ্গে বার্নি ডয়্যারের ২৮ আগস্ট, ২০০৩ সালে টেলিফোনে কথোপকথনের মূল অংশ এখানে তুলে ধরা হল। কথোপকথনের পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু ছিল কর্পোরেট জার্নালিজম, কিন্তু সব সফল ও সার্থক সাক্ষাৎকারের মতোই এটি নির্ধারিত বিষয়ের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে গেছে, অধ্যাপক চমস্কি তাঁর সুবিদিত স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির ক্ষুরধার বিশ্লেষণ করেছেন।]

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : ওয়েপন্স অফ মাস ডিসেপসন অ্যাণ্ড স্টুপিড হোয়াইট মেন-এর মতো কিছু জনপ্রিয় বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আপনি কি মনে করেন যে, ঐ-সব বই কর্পোরেট মিডিয়ার কার্যকরী পরিবর্ত হতে পারে?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : না, আপনার উল্লিখিত বইগুলি কর্পোরেট মিডিয়ার পরিবর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কোনওপ্রকার চেষ্টাই করছে না। আসলে আরও কিছু অনুরূপ বই-এর মতো ওই বইগুলি কর্পোরেট মিডিয়া কীভাবে কাজ করে চলেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে। কর্পোরেট মিডিয়া হল কার্যত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মিডিয়ার আর এক নামমাত্র এবং এই কর্পোরেট মিডিয়া কীভাবে একটি কায়েমি শক্তির হয়ে প্রচার করে চলেছে সে সম্পর্কে গণঅভিযান ও বিরোধিতা ইতিমধ্যেই আমার জানা পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলির ভেতরে সবচেয়ে বেশি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে গেছে। গণমাধ্যমকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কুক্ষিগত করার চেষ্টার বিরুদ্ধেও ব্যাপক গণআন্দোলন ও প্রতিবাদ চলছে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ চাইছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ব্যাপ্তির শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে। যে-সব প্রতিবাদী বই প্রকাশিত হয়েছে তার ভেতর থেকে দুটি মাত্র বইয়ের নাম আপনি উল্লেখ করেছেন। সেই বইগুলি এবং সেগুলির সম্বন্ধে লেখা আমার সমালোচনামূলক বইগুলি কোনওভাবেই কর্পোরেট মিডিয়ার পরিবর্ত নয়। বরং বলা যেতে পারে, কর্পোরেট মিডিয়ার পরিবর্ত কিছু সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা চলেছে এবং কর্পোরেট মিডিয়াকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বাধ্য করার যে প্রয়াস চলেছে বইগুলি তার অঙ্গমাত্র।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : ইরাকের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক যে যুদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের জন্য যে-সব কাজকর্ম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র করে চলেছে সে সম্পর্কে সমস্ত প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা দেখে মনে হয় তারা যেন বুশ-প্রশাসনের প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ

করে চলেছে। আপনার কি মনে হয় যে, এটা গণমাধ্যমকে সম্পূর্ণ অক্ষম করার প্রয়াস মাত্র?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : আপনার প্রশ্নের উত্তর হতে পারে খুব বিতর্কিত। সত্যি কথা বলতে কি, কোনও স্বাধীন সংবাদপত্র এভাবে কাজ করতে পারে না। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, সংবাদপত্র যথাযথ কাজ করছে না। সেই আগের মতোই সংবাদপত্র রাষ্টশক্তির হাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসলে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, যখনই সামরিক বিবাদ ও বহিঃশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে তখনই রাষ্ট্রশক্তি অন্যায়ভাবে প্রচারমাধ্যমকে করায়ত্ত করে। সংবাদপত্র আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্রশক্তির দেওয়া সীমারেখার মধ্যে কাজ করে চলে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আমেরিকার দীর্ঘ লড়াইয়ের কালে কীভাবে আমেরিকার প্রচারমাধ্যম অন্ধভাবে সরকারকে সমর্থন করেছিল। ওই যুদ্ধের শেষাশেষি যখন সবাই বুঝতে পারছিল যে, এই যুদ্ধ আমেরিকার বাণিজ্যস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে তখন কিছু-কিছু সংবাদমাধ্যম যুদ্ধের ভীরু ও অপ্রতুলর সমালোচনা শুরু করেছিল। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও একই ধরনের লাভ-ক্ষতিমূলক কথাবার্তা আমরা সংবাদমাধ্যমে লক্ষ করছি। আপনি যতই অতীতে যাবেন আমার বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ পাবেন। একই ঘটনা ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে।

এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে গণমাধ্যম, বাণিজ্যজগৎ ও বুদ্ধিজীবীরা হাত মেলাচ্ছে। এরা একই কাজ করেছিল কিউবা দমনের সময়েও। খুবই কমজনই রয়েছেন যাঁরা জানেন ১৯৫৯ সাল থেকে চলে-আসা কিউবার উপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নির্লজ্জ ও নগ্ন সন্ত্রাসবাদী অত্যাচারের খবর। আসলে সন্ত্রাসবাদ কথার পরিধি খুব বড়ো। প্রায় সবাই এ-সম্পর্কে সবজান্তা, কিন্তু হাজারে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি খোঁজ রাখেন কীভাবে কেনেডি-সরকার কিউবার উপর অত্যাচার ও সন্ত্রাস তীব্রতর করেছিল এবং কীভাবে সে যুদ্ধ আণবিক অস্ত্রপ্রয়োগ দিয়ে শেষ হয়েও শেষ হয়নি। এসবের খবর কোনও মাধ্যমই ভালোভাবে রাখে না।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম কোনও-কোনও রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদী বা সন্ত্রাসবাদের ধারক বা সন্ত্রাসবাদ দোষে দুষ্ট নামে অভিহিত করেছে। কিউবাকে সেইসব প্রচারমাধ্যম এগুলির কোনও একটার মধ্যে ফেলে, এটা জেনেও যে, কিউবাই হল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র। কিউবার বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ আপনার কতটা সত্যি বলে মনে হয়? আপনার কি মনে হয় যে, এই অপপ্রচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] ঃ এই অপপ্রচার ব্বাড়ার সীমা কোথায় বলতে পারেন? কিউবার বিরুদ্ধে এখনকার প্রচার নিশ্চয়ই কখনও কেনেডি সরকারের কিউবা আক্রমণকালীন প্রচারকে ছাড়াতে পারবে না। যে-সময়ে কেনেডি সরকার 'অপারেশন

মঙ্গুজ' চালিয়ে মিসাইল-এর দ্বারা বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল তখনওতো কিউবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের প্রচার অব্যাহত ছিল। তবে হ্যাঁ, কিউবার বিরুদ্ধে প্রচার সাম্প্রতিককালে বাড়ছে। আসলে এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, আমেরিকার মতো অবিসংবাদিত সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র অপর কোনও রাষ্ট্রের শরীরে সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগাতে পারে বা খুলতে পারে। মহামান্য বিশ্ব আদালত একমাত্র আমেরিকার বিরুদ্ধেই এনেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ। বিশ্ব আদালতের রায়ে রয়েছে কীভাবে আমেরিকা বেআইনিভাবে নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করছে। এটাই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ওই রায়কে সমর্থন জানিয়ে দুটি সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। যথারীতি আমেরিকা সেই সিদ্ধান্তের উপর 'ভেটো' প্রয়োগ করে। এটা কি কোনও অংশে কম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ? সত্যি কথা বলতে কি, আমেরিকার ওই সন্ত্রাসবাদ নিকারাগুয়াকে শেষ করে দিয়েছিল। এখন তা শেষ করছে কিউবাকে। কিউবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অপপ্রচার আমেরিকা শুরু করেছিল ১৯৫৯ সালে। ১৯৬০-এ তা তীব্রতর হয় এবং ১৯৭০-এ তা চরমে পৌঁছয়। এ-সব ঘটনা কম আশ্চর্যের নয়।

কিন্তু আমার মনে হয়—আমেরিকার গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখি ও মতামতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে আপনি এমন একটা কথাও খুঁজে পাবেন না যাতে আমেরিকার এই সন্ত্রাসবাদী রূপ ধরা পড়ে এবং কেউ এসব ঘটনায় বিস্মিত হন। এমন-কি আপনি যদি সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ওয়ালটার লাকুয়্যার-এর ন্যায় বন্দিত লেখকদের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে লেখা সাহিত্য পড়েন তাহলে দেখবেন যে, এ-সব বইতেও কিউবার বিরুদ্ধে এই সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে যে, কিউবা হল সন্ত্রাসবাদী শক্তি। অথচ এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, আমেরিকার ন্যায় সন্ত্রাসবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, তাঁরা একটি কথাও খরচ করেন না।

আমেরিকা যে সন্ত্রাসবাদী সে-ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বক্তব্যের পক্ষে পাতার পর পাতা অ-শ্রেণীভুক্ত সরকারি নথিপত্র রয়েছে। এর উপর ব্যাপক পাঠ-আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু তা কখনও জনসমক্ষে আসে না। অবশ্য এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন বুদ্ধিজীবীরা ও প্রচারমাধ্যমের ধারক ও বাহকরা। ইওরোপের ছবিটাও অনেকটা একইরকম। ওখানকার প্রচারমাধ্যমও অনেকটা পঙ্গু। বিশেষত ইংল্যান্ডে তো ব্যাপারটা অনেকাংশে একইরকম।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তির কোনও ক্ষতিই তো কিউবা করার ক্ষমতা রাখে না। তাহলে কেনই বা আমেরিকার সরকার কিউবাকে এভাবে নির্বীর্য করার কথা ভাবছে?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : ব্যাপারটা হল, আমেরিকা কিছু কিছু ব্যাপারে বিশ্বের সবচেয়ে উন্মুক্ত ও উন্নত দেশ। দেশের অভ্যন্তরে ঘটনাবলির নথিপ্রমাণ রাখার ব্যবস্থা আমেরিকায় সুউন্নত। কীভাবে নথিপ্রমাণকে পরিকল্পনামাফিক রাখতে হয় সে-ব্যাপারে আমেরিকার সুনাম সুবিদিত। আর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে আপনার কথার উত্তর।

আমেরিকার প্রশাসন ভয় পায় দেশের অভ্যন্তরে ধরে রাখা প্রমাণসমূহ, আর ভয় পায় বলেই কাউকে তা জানতে দেয় না এবং এখানেই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। তবে কোনওদিনই আমেরিকার সরকার সে-প্রমাণ মুছে ফেলতে পারবে না, কারণ তা ধরা রয়েছে অ-শ্রেণীভুক্ত নথিতে এবং জ্ঞানান্বেষীদের লেখালেখিতে। এবার আশা করি, আপনার উত্তর পেতে অসুবিধে নেই। সরকার এটাকে ভয় পায়। ভয় পেয়েছিল কেনেডি-সরকারও। ভয়ে তারা লাতিন আমেরিকায় তড়িঘড়ি সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান খুলেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল—কেনেডি-সরকারের হয়ে প্রচার। হঠাৎই লাতিন আমেরিকা কেনেডি-সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কেন্দ্রে চলে আসে। এ-সব কাজকর্মে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেনেডির উপদেষ্টা ও ঐতিহাসিক আর্থার স্কিল সাইঙ্গার। এই ঐতিহাসিকের দেওয়া রিপোর্ট গত কয়েক বছরে প্রচারের আলোকে আনার চেষ্টা হয়েছে এবং সে-রিপোর্ট কেনেডি-সরকারকে বোঝাচ্ছে কিউবাকে প্রতিহত ও পদদলিত করার গুরুত্ব।

আসলে কিউবাকে নিয়ে আমেরিকা এত চিন্তিত, কারণ তারা ভয় পায় কাস্ত্রোর স্বাধীনতার ধারণাকে—যা দক্ষিণ গোলার্ধের লাঞ্ছিত ও দরিদ্র মানুষকে শেখাচ্ছে কীভাবে নিজেকে ধনতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত রাখতে হয়। আমেরিকা চায় না কাস্ত্রোর সে ধারণা প্রচার পাক। আপনি যদি শত বা অর্ধশত বছর আগে ফিরে যান তাহলে আপনি খুঁজে পাবেন কত সি.আই.এ. এবং গোয়েন্দা তথ্য—যাতে প্রমাণ মিলবে কীভাবে আমেরিকা কিউবার ভয়ে ভীত ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি মনরো ডকট্রিন-এর কথা বলতে চাইছি। ওই ডকট্রিন আমেরিকা তখন কার্যকর করতে পারেনি। ও-তে বলা ছিল যে, আমেরিকা দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতারূপে জেগে উঠবে। আমেরিকার মতো স্বৈরাচারী ধনতান্ত্রিক দেশের এই উত্থান সবাই মেনে নিলেও কিউবা নতমস্তকে মেনে নেয়নি। কিউবা সফলভাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশো বছর আগে আমেরিকার বিরোধিতা করেছিল। আমেরিকা কিউবাকে আগ্রাসীশক্তি হিসেবে ভয় পায় না, ভয় পায় ছোট দেশ হয়েও কিউবার প্রতিবাদের সাহস দেখে। তবে এই সাহস শুধু কিউবা নয়, অনেক দেশই দেখিয়েছে। ১৯৫৪ সালে যখন গুয়াতেমালার সরকারকে ফেলে দেয় আমেরিকা, তখন তার পেছনে মূল কারণটাই ছিল এই যে, ওখানকার প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার অসংখ্য মানুষের সমর্থন পেয়েছিল। গুয়াতেমালার সরকার কৃষক সম্প্রদায়কে যোগ্যতর করে তুলেছিল সামাজিক সংস্কারের কাজে—যা দেখে প্রতিবেশী দেশগুলি অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এটাই ছিল আমেরিকার কাছে অশনি সংকেত। এটাই ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়।

একই কথা বলা যায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও। সবসময়েই স্বৈরাচারী শক্তি স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদকে ভীতির প্রাথমিক কারণ হিসেবে মনে করেছে। আপনি সুদূর অতীতে ফিরে গিয়ে একবার ভেবে দেখুন, কীভাবে ইওরোপের রাষ্ট্রকর্তারা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। আমেরিকা

প্রজাতন্ত্রের বিজয়ে জার সম্রাট মেটারনিক এবং অন্যান্যরা এই ভেবে ত্রস্ত হয়েছিল যে, এই স্বাধীনতার বাসনা জাগরূক হতে পারে অন্যান্য পরাধীন দেশে এবং তৎকালীন বিশ্বের রক্ষণশীল শক্তি চরম আঘাত পেতে পারে। এটা কখনওই কাম্য নয়। সবসময় স্বাধীনতার ইচ্ছাকে উৎসাহিত করা উচিত। কোনও দেশ যদি নিজেদের শাসনের অধিকার নিজেদের হাতে নিতে চায় তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। এ ধরনের প্রয়াসকে দমন নয়, সানন্দে গ্রহণ করাই সুস্থ ও বিশ্ব-মানবিকতার উন্নত মানস-লক্ষণ।

আমি তো আগেই বলেছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি 'মুক্ত রাষ্ট্র।' আমি এও বলেছি যে, আমাদের রয়েছে তথ্যসংগ্রহ ও রক্ষণের অভিনব ব্যবস্থা! আমরা অতীতের যে-কোনও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পেতে পারি আমাদের তথ্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে। আসুন সেই নথি থেকে বার করা যাক কেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসোলিনি ও হিটলারকে সমর্থন জানিয়েছিল। তার একটা কারণ হল ওরা ভীত ছিল ইতালি ও জার্মানীর স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলির ভয়ে। যদি সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলি জেগে ওঠে ও নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, তাহলে মুসোলিনি ও হিটলারই হতে পারেন ওদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ঢাল। সে-কারণেই বিশ্বের উপরোল্লিখিত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মুসোলিনি ও হিটলারকে সমর্থন করে এসেছেন। যে-কেউ একটু অনুধাবন করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : কিউবাকে অবশেষে নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে হয় দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের আমেরিকার আগ্রাসী নীতির পীড়নে। এমনকি কিউবা আমেরিকার কাছে বারবার আবেদনও করেছে যে, আমেরিকা যেন মিয়ামির দক্ষিণপন্থী কিউবা-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। আপনি কি জানেন যে, আমেরিকা কিউবার পাঁচজন রাজবন্দিকে কারারুদ্ধ করেছিল কারণ তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : হ্যাঁ, মনে আছে। কী ভয়ানক ঘটনা! কিউবা আমেরিকার কাছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সদিচ্ছা নিয়ে। এমনকি, এফ.বি.আই. কিছু প্রতিনিধিও কিউবায় পাঠিয়েছিল, কিউবানদের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে। তারপরের ঘটনা আরও-আরও দুঃখজনক। যে-সব কিউবান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আতঙ্কবাদী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল তারা গ্রেপ্তার হন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, এই খবর কেউ জানে না বা পরিকল্পিতভাবে খবরটি চেপে রাখা হয়েছে। আমেরিকা আতঙ্কবাদীদের গ্রেপ্তার করছে না, করছে কিউবার মানুষদের—আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকা কোনওপ্রকার সহযোগিতা করছে না কিউবার সঙ্গে। তার কারণ একটাই যে, কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুবে। দেখা যাবে খোদ আমেরিকাতেই রয়েছে বিশ্ব-আতঙ্কবাদের মূল ঘাঁটি।

সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৭০ সাল থেকে আমেরিকা নিজ দেশে সুস্থিত আতঙ্কবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে আসছে—কিন্তু একটিবারও ওগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার কথা ভাবছে না। আমেরিকা বলছে, নীতিগতভাবে সে সন্ত্রাসবাদের বিরোধী এবং সে এও দাবি করে যে, মাঝে-মধ্যে কিছু সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তারও করেছে। ঘটনাটা হল এই যে, ১৯৭০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকা নিজেই সন্ত্রাসবাদে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু আমরা এই সে-সব খবর জানতে পারি না।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : যে পাঁচজন কিউবান-এর কথা একটু আগে বলছিলাম তাদের ব্যাপারে তো মিডিয়া আশ্চর্যজনকভাবে নীরব, আপনি কি ওদের হয়ে কিছু করা যায় বলে মনে করেন?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে না থাকলেও অন্যান্য দেশে স্বাধীন মিডিয়া রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসে ওইসবের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী লেখা বাতুলতা মাত্র। ব্রিটিশ মিডিয়া ব্যাপারটাকে ছেপেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও কিছু স্বাধীন মিডিয়া খবরটাকে ছেপেছে। 'কাউন্টার পুঞ্চ' নামক পত্রিকায় উইলিয়াম ব্লাম একটি ভালো লেখা এ-ব্যাপারে লিখেছেন। 'সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' (সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র) নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ওই পাঁচজন বন্দির প্রমাণ ও কাগজপত্র-সহ খবর ছেপেছে। আপনি জি-নেট-এর মতো ইন্টারনেট মাধ্যমেও নিশ্চয়ই খবরটা নজর করে থাকবেন। সুতরাং মানুষ যদি ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হয় তাহলে জানার কোনও উপায় নেই তা বলব না। তবে সরকারি মিডিয়ায় তা পাওয়া দুষ্কর। আর সে-কারণেই সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা জানতে পারছেন না। শিক্ষার উচ্চস্তরের মানুষরা এ-সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলে অবহিত হতে পারেন।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : হাভানার ইউ.এস. ইন্টারেস্ট সেকশন-এর কর্ণধার যখন হন জেমস ক্যাসন তখনই কিউবার বিপ্লবকে পরাভূত ও পদানত করার আমেরিকান প্রয়াস শিখরে পৌঁছয়। তিনি দূরভিসন্ধিমূলকভাবে কিউবার সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন—সরকারি পদে কিছু আমেরিকার খয়ের-খাঁ নিয়োগের মাধ্যমে এবং কিছু কিউবানকে টাকা ও আনুকূল্যের লোভ দেখানোর মাধ্যমে। যখন কিউবার সরকার ওইসব বিশ্বাসঘাতকদের বন্দী করে বিচারের মাধ্যমে কারাবন্দী করেছিল, তখন কিউবার কিছু বন্ধু-রাষ্ট্রও কিউবার সমালোচনা করেছিল। এ-ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : হ্যাঁ, যে লোকগুলিকে কিউবার সরকার শাস্তি দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের যথেষ্ট কাগজপত্র সরকারের হাতে নেই। তারা হয় তো ক্যাসন-এর সঙ্গে দেখা করেছিল, কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তারা দেশদ্রোহী। কিউবা সরকার এই জায়গাটায় একটা ভুল করে গেছে। এমনকি আমি নিজেও ওইরূপ দু-একটা মামলা স্বাক্ষর করেছিলাম এবং বলতে চেয়েছিলাম যে, এ-সবের জন্যে দায়ী আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী মনোভাব ও কার্যকলাপ—যা চলে আসছে

১৯৫৯ সাল থেকে। কিউবা ওইসব মানুষদের শাস্তি দিয়ে আমেরিকার নির্দয় চক্রান্তের হাতকে শক্ত করেছে এবং এ ব্যাপারে কিউবার সরকারের মনোভাব যেন আমেরিকার মনোভাবের সঙ্গে মিলে গেছে।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : এ-সব সত্ত্বেও কি আপনি আগের মতো কিউবার ব্যবস্থাতন্ত্রের গুণগান করবেন?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] ঃ দেখুন আমার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলি, কিউবানরা কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে না নিয়েছে তা নিয়ে বিচার করার লোক আমি নই। আমি শুধু প্রশংসা করব, কিউবার জেদি মনোভাবকে। সফলভাবে তারা আমেরিকাকে অমান্য করেছে। আমি প্রশংসা করি ওদের স্বাধীনচেতা মনোভাবকে—যা তাদের অনুপ্রাণিত করেছে নিজেদের দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে রাখতে। কিউবার সবকিছু ভাল নয়। কিছু ভালো ও কিছু খারাপ আছে। কিন্তু এই খারাপ-ভালো বিচারের দায়িত্ব যেন থাকে কিউবার হাতেই, কোনও বহিঃশক্তির হাতে নয়। আমি চাই—এই গোলার্ধের অতিশক্তিধর কোনও রাষ্ট্র যেন হিংসা, চাপ, বল, ভীতি ও নিষেধাজ্ঞা জারি না করে কিউবাকে তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বাধা সৃষ্টি করে। কিউবাকে নিজের হাতেই আপন ভাগ্য তৈরির অধিকার যেন দেওয়া হয়।

প্রশ্ন [বার্নি ডয়্যার] : আপনি নিশ্চয় জানেন, লাতিন আমেরিকায় সাম্প্রতিককালে একটা উত্তরণের আশা দেখা দিয়েছে—চাভেজ, লুলা এবং কার্চনার-এর হাত ধরে। আপনি কি লাতিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী?

উত্তর [নোয়াম চমস্কি] : উন্নতির সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। কী নাটকীয় ঘটনাটা ঘটে গেল ব্রাজিলে! শিল্পনির্ভর ও পুঁজিনির্ভর গণতান্ত্রিক দেশগুলির এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। ব্রাজিলে গণতন্ত্র এমন সাফল্য অর্জন করেছে যার ধারে-কাছে বিশ্বের কোনও গণতান্ত্রিক দেশ পৌঁছুতে পারবে না। প্রভূত বাধার সামনে দাঁড়িয়েও শ্রমিক সম্প্রদায়, কৃষক সম্প্রদায়, মানবাধিকার রক্ষাধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আরও কিছু জনগণতান্ত্রিক শক্তি নিজেদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেছে মনোরম সেইসব ব্যক্তিত্বকে।

এ-ঘটনা পাশ্চাত্যে ঘটে না। ঘটে না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও। তাই ভয় হয়, আদপেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, ব্রাজিলে গণতন্ত্রের এই জয়কে মেনে নেবে কিনা। চল্লিশ বছর আগে ব্রাজিলে উত্থান হয়েছিল গউলার্ট নামক এক মধ্যপন্থী জনদরদি নেতার। কিন্তু তৎকালীন কেনেডি-সরকার সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে সরকার ভেঙে দেয়। এই ঘটনা শুরু করে লাতিন আমেরিকায় দমন-পীড়নের এক নতুন অধ্যায়।

ব্রাজিলের গণতান্ত্রিক মানুষ এখন যাকে নির্বাচিত করেছে সেই লুলা কিন্তু গউলার্ট-এর চেয়ে অনেক বেশি দায়বদ্ধ লোকপ্রিয় নেতা এবং লুলার প্রভাব লাতিন আমেরিকা তথা ব্রাজিলে অনেক বেশি, তবু আমেরিকা তার গায়ে হাত দিচ্ছে না। এর পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি কারণ হল এই যে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা গত বিশ বা ত্রিশ বছরে নয়া-উদারনৈতিক কাঠামোর উপরে আরোপিত হয়েছে তা

এমন একটি প্রভাব সৃষ্টি করেছে যে, যে গণতন্ত্র তার নিজের পথে চলতে পারছে না—নয়া-উদারনীতির পদক্ষেপের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জনমুখী পছন্দ-অপছন্দের পরিধি কমিয়ে আনা।

এখন ব্রাজিল ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি লাতিন আমেরিকায় কতটা সাফল্য পাবে তার উত্তর খুব কঠিন। এই সাফল্যের জন্য সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন তা হল উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের উচ্চ মেলবন্ধন—যা ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী দেশগুলির করাল ছায়া থেকে তাদের মুক্ত করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, ওদের বিরুদ্ধে সদা-সক্রিয় রয়েছে কিছু অশুভ শক্তি—যারা সামরিক অভিযান না চালিয়েও দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা মানুষকে গণতন্ত্রের ছত্রছায়া থেকে বিতাড়িত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

* উৎস : ফ্রণ্টিয়ার

* ভাষান্তর : দেবদাস রায়

কিউবা দেখার অভিজ্ঞতা

অচিন্ত্য রায়

গত ৫ই অক্টোবর শ্রদ্ধেয় বিনয় কোঙার টেলিফোনে জানতে চাইলেন, আমার পাসপোর্ট আছে কিনা? অতিদ্রুত পাসপোর্ট করিয়ে নিতে বললেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক কৃষকসভার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে হাভানায় বিশ্ব সংহতি সম্মেলনে যোগ দিতে হবে।

তখন শারদীয় ছুটি চলছে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ চলছে। বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশে সন্ত্রাস কবলিত মানুষজনের পুনর্বাসনের উদ্যোগ চলছে। যাইহোক সরকারি ছুটিছাটা সত্ত্বেও পাসপোর্ট ও টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে ১৮ই অক্টোবর কলকাতায় জমা দেওয়া গেল। যাত্রা শুরু হবে ৮ই নভেম্বর। ১০-১৪ই পর্যন্ত চলবে সম্মেলন।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার এক কমরেড বন্ধু খবরটা শুনে বললেন—'স্বপ্নের দেশে'-এ যাচ্ছেন।

যাত্রার প্রথমেই বিভ্রাট। যে বিমানে কথা হয়েছিল, কলকাতা থেকে সরাসরি হাভানা যাওয়া আসা হবে, শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। ৫-৬-৭ই নভেম্বর রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদলের, সভা-সমাবেশ প্রভৃতির কর্মসূচি। আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ৬ই যেত হয় দিল্লিতে। যে রকম ব্যবস্থা হবে সে রকম ভাবেই যেতে হবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হয়, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে প্যারিস যাওয়া যাবে, সেখান থেকে এয়ার ফ্রান্সের বিমানে হাভানা যাওয়া যাবে। এর জন্য প্যারিসের ভিসার চেষ্টা করা হয়। এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিটও কাটা হয়। কিন্তু ভিসা নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়। নেতৃস্থানীয় কমরেডগণ, কয়েকজন এম পি দূতাবাসে অহোরাত্র যোগাযোগ ও পরিশ্রম করে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের ভিসা সংগ্রহে যদিও সমর্থ হন কিন্তু কেরলের প্রতিনিধিদের বলা হয়, তাঁদের আঞ্চলিক অফিস পণ্ডিচেরি বা মুম্বইতে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। ভিসা পেতে এত বিলম্ব হয় যে, এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানের সময় পার হয়ে যায়। সমস্যা দেখা দেয় বিকল্প উড়ান নিয়ে। নেতৃবর্গ এই জটিল সমস্যারও উপায় বার করেন। ভিন্ন রুটে। দিল্লি থেকে কে এল এম এ'র বিমানে যেতে হবে হল্যান্ডের আমস্টারডাম (আম্‌স)। ৭ই ভোর দেড়টার সময়। তার দু'ঘণ্টা আগে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেতৃবৃন্দ পাসপোর্টগুলি, কিউবা ও প্যারিসের ভিসা, প্রয়োজনীয় খরচের বিদেশি মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক অনিশ্চয়তা কেটে যায়। যাত্রা শুরু হয়।

আট ঘণ্টা উড়ানের পর এখানকার সময় সকাল ৬টা নাগাদ সুদৃশ্য সুশৃঙ্খল হল্যান্ডের বিশাল আম্‌স বিমানবন্দরে পৌঁছনো গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পরবর্তী কে এল এম এ'র জেট পাওয়া যাবে সাড়ে এগারোটা নাগাদ। লাগেজ তাতেই যাবে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ পর্যন্ত। যেতে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। সেখানে গিয়ে ইউরোপা বিমান পাওয়া যাবে। যা কিনা দশ ঘণ্টা টানা আটলান্টিক পার হবে এবং হাভানার জোসে মার্তি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছবে। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম—বাঁকুড়া থেকে কলকাতা যেতে প্রথমে চল বিষ্ণুপুর, সেখান থেকে ভিন্ন রুটের বাস ধরে চল আরামবাগ, আরামবাগে বাস ধরে চল কলকাতা। আম্‌স বন্দরে ভোরেই বাসুদেব বাবুর কৌলীন্যে ভারতীয় দূতাবাসের এক মহিলা কর্মী এসে দেখা করলেন। তিনি কোথায় কি করতে হবে, করাতে হবে পরামর্শ ও সাহায্য করে দিচ্ছিলেন। সময় একটু হাতে থাকায় বিশাল বন্দরের একটা ফাঁকা পরিসর খুঁজে নিয়ে প্রাতঃকালীন প্রয়োজন সমাধা করে নেওয়া গেল। বাইরে যাওয়ার ভিসা নেই। দোতলা না তিনতলার কাচের মধ্য দিয়েই দিগন্তের দৃশ্য উপলব্ধি করতে হচ্ছিল। বাইরে তখন আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। বন্দর ছাড়ার জন্য প্রথমে যেতে হল ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। প্রচণ্ড যাত্রীভিড়। লাইনের প্রথমে ভারতীয় প্রতিনিধির পাসপোর্ট দেখে জানাল যে, ছাড় দেওয়া যাবে না। আবার নেতৃবৃন্দের ছোটাছুটি চলতে লাগল। সিকিউরিটি অফিসারের দপ্তরে যোগাযোগ। বিদেশমন্ত্রক থেকে এমন কোনও ভারতীয় টিমকে ছাড় দেওয়ার কোনও ম্যাসেজ নেই। এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল, যেমন পুরো একদিন দিল্লি ছাড়ার আগে হয়েছিল—যে, নিজের জেলায় ফিরে যেতে হতে পারে। নেতৃবৃন্দের তৎপরতায় এবং দূতাবাসের কর্মীর ফোন কম্পিউটার শেষ পর্যন্ত ছাড়পত্রের সুরাহা করে দিল। দুপুরের রৌদ্রের তাপের মধ্য দিয়ে পাহাড় ঘেরা স্পেনের উপর দিয়ে আটলান্টিকের সন্নিকটে মাদ্রিদ শহরে পৌঁছলাম। লাগেজ সংগ্রহের তৎপরতা, পরবর্তী বিমান খুঁজে বার করা, টিকিট বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করা। সবচেয়ে জটিল ইমিগ্রেশন ছাড় পাওয়া। নেতৃত্বের দুজন কমরেডের অমানুষিক শ্রম ও তৎপরতায় শত জটিলতা অতিক্রম করে মাদ্রিদের বিকাল পাঁচটার মতো সময়ে বিরাট জাহাজের মতো ইউরোপা বিমানে আসন পাওয়া গেল। সকলের হাঁফ ছেড়ে গেল। তখন অনেকের পিঠে কোমরে ব্যথা। ক্লান্তি ও অবসন্নতা। টিভি পর্দায় নজর, খাদ্য ও পানীয়ের বাছবিচার, আধোঘুম, পড়া, পার্শ্ববর্তী যাত্রীদের সঙ্গে সংলাপ প্রভৃতির মাধ্যমে সময় কাটিয়ে হাভানার মাটিতে নামা গেল। ঘড়ির কাঁটা আটলান্টিক পার হওয়ার সময় বদলে গেছে। পশ্চিম গোলার্ধে সময় তখন সন্ধ্যে ছটা। এখানেও নিশ্ছিদ্র ইমিগ্রেশন চেক আপ। টুপি খুলিয়ে পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ভিসার অংশ কেটে নিয়ে ছাড়। বাইরে মনোরম ২১-২২ ডিগ্রি তাপমাত্রা। আরামদায়ক আয়নবায়ু। অন্ধকার নেমে এসেছে। বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল চল্লিশ কিমি দূরে গ্রামের মধ্যে একটি ক্যাম্পে। রাত তখন দশটা। এক একটা ঘরে আটজন, চারজন নীচে, চারজন বাংকের উপরে। এই ক্যাম্পে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার, আলোচনা, মুক্তাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রভৃতি হয়ে থাকে। চিকিৎসার ইউনিট আছে। আছে সুরক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থাপনা। তিনশো জনের বেশি প্রতিনিধি এই উপলক্ষে এখানে ছিলেন। ইংল্যান্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি। দেশে ফেরার ব্যবস্থা একই সঙ্গে করা যায়নি। অর্ধেককে পনেরো তারিখে, বাকিদের যোল তারিখে ইউরোপা ধরে হাভানা মাদ্রিদ্ হয়ে প্যারিস যেতে হয়। কিছু প্রতিনিধি প্যারিসে একটি রাত মাত্র ঘোরার সুযোগ পায়। ১৮ই ভোর ৬টা ১৫-র কে এল এম ধরে আমস বিমান পরিবর্তন করে রাত ২৩টা ১০মিঃ দিল্লি। এই বিমানবন্দরে রাত জেগে ১৯শে নভেম্বর ৬টা ১৫মিঃ জেট ধরে ৮টা ১৫মিঃ-এ কলকাতায় অবতরণ।

অধিবেশন

এনটোনিও ডি মেলো ক্যাম্প থেকে প্রতিনিধিদের ব্রাজিলে তৈরি পাঁচতারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে করে একসঙ্গে প্রতিদিন সকাল ৭টায় নিয়ে যাওয়া হত এবং রাত্রি ন'টার মধ্যে একসঙ্গে ফিরিয়ে আনত। হাভানার সমুদ্রতীরে বিশাল কার্ল মার্কস থিয়েটার হলে ১০ই নভেম্বর বেলা ৯টা থেকে ১৫ই নভেম্বর রাত ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত আলোচনা চলে। হলটি আমাদের রবীন্দ্রসদনের চারগুণ হবে। এই সংহতি সম্মেলনে ১১৮টি দেশের ৪৩৪৭ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। আমেরিকা থেকেই ৬০০ প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের এখানে আসার জন্য অনুমতি না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ মেকসিকো, পানামা, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতির মাধ্যমে এখানে আসেন। আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকার প্রতিনিধিদের সংহতিবোধ, কিউবা ও ফিদেলের প্রতি মমত্ব এবং বিশ্বচেতনা নজর কাড়ার মতো। সমস্ত দিন তাঁরা বক্তব্য, উচ্ছ্বাস, স্লোগান, বিতর্ক প্রভৃতিতে সম্মেলক মঞ্চ উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। তুলনায় ইউরোপ, ভারত, রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা ছিলেন সংযত। কিউবার নেতৃস্থানীয় বক্তারা দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য রেখেছেন। সে বক্তব্যে আত্মপ্রত্যয়, দুরদৃষ্টি, বিশ্ববোধ ও মানবিকতা পরিপুষ্ট। বক্তব্যের পর হলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের জন্য মাইক দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সব প্রশ্নের উত্তর বক্তারা স্বচ্ছ, যুক্তিপূর্ণ এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে দেন। তেরো তারিখের রাতে ক্যাম্পে মাইকে জানানো হয় যে, পরদিনের অধিবেশন প্রকাশ্য হবে এবং ৬টার সময় বাস ছাড়বে। রাষ্ট্রপতি কাস্ত্রোর, সম্ভবত নিরাপত্তার জন্য ঘোষণা করা কোনও কর্মসূচি থাকে না। সকলেই অনুমান করল যে, এখানে নিশ্চয় কাস্ত্রো বক্তব্য রাখবেন। এর আগে ৯ই ক্যাম্পের হলে সকাল এগারোটার সময় সেখানে অবস্থিত প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং বিস্তৃত কর্মসূচিটি জানানো হয়। কিন্তু কাস্ত্রোর কোনও উল্লেখ লিখিত কর্মসূচিতে ছিল না। ওইদিনই বিকেল ৪টের সময় হরকিষেণ সিং সুরজিৎ ভারতীয় প্রতিনিধিদের ওই হলেই সংহতি সম্মেলন সম্পর্কে ইতিকর্তব্য ব্যাখ্যা করে যান।

প্রকাশ্য অধিবেশনের জন্য হাভানার সমুদ্রতীরে বিশাল সুসজ্জিত মুক্তঅঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়। বোঝা যায়, এখানে সভা সমাবেশ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য

স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার এক পাশে স্কাইস্ক্রেপার। খোলা মঞ্চের পেছনের দিকে আমেরিকার বিশাল সরকারি ভবন। নিশ্ছিদ্র সুরক্ষার ব্যবস্থা।

প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা এবং তার মাঝে মাঝে নাচ, গান, আবৃত্তি এবং প্রতিনধিদের স্লোগান, বিভিন্নভাবে প্রচার, নাচ ও গানের তালে তালে অঙ্গসঞ্চালন বেলা ১২-৩০মিঃ পর্যন্ত চলতে থাকে। খোলা মঞ্চে কোনও নেতা বা বক্তার বসার ব্যবস্থা ছিল না। মঞ্চের সামনে সকলে বসেছিলেন। সেখানে কারওকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। সর্বক্ষণ কাস্ত্রো সেখানে ছিলেন কিন্তু বক্তব্য রাখেননি। অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে বিভিন্ন দিন বক্তব্য রাখা হয়। সুরজিৎ যুক্তিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছিলেন।

কমিশনে বক্তব্য রেখেছিলেন এম এ বেবি, বিমান বসু। প্রকাশ্য অধিবেশনে এম এ বেবি বক্তব্য পেশ করেন। সব বক্তব্যেরই সরাসরি ইংরাজি ও স্প্যানিসে অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছিল। প্রতিনিধিদের দু ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি একটি ছোট রেডিও কানে লাগানোর তার সহ পাসপোর্ট জমা রেখে হলের বাইরের কাউন্টারে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাতেই অনুবাদ শোনা গিয়েছিল। প্রকাশ্য অধিবেশনের শেষে বলা হয় যে, বেলা চারটার সময় মূল হলে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। কাস্ত্রোকে দেখতে না পেয়ে এবং বক্তব্য শুনতে না পেয়ে সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। চারটার সময় আবার অসমাপ্ত বক্তব্য চলে দেড় ঘণ্টা ধরে। জানানো হয় যে, সাতটার সময় সমাপ্তি অধিবেশন হবে।

বিরতির পর সাতটার সময় হলের বিশাল মঞ্চের পর্দা ধীরে ধীরে উঠে গেল, অলিভগ্রীন সামরিক পোশাক পরিহিত ফিদেল কাস্ত্রো রুজ নেতৃবন্দের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর স্লোগান, হাততালি, উচ্ছ্বাস আর শেষ হতে চায় না। ক্যারবিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। কাস্ত্রোকে তাঁরা সেভিয়ার, লিবারেট এমনকি বর্তমানে বিশ্বের পথপ্রদর্শক মনে করছেন। কাস্ত্রো কিন্তু অতি স্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে দেখা গেল কাস্ত্রো একজনকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করছেন। তিনি মঞ্চের সামনে গেলেন, কাস্ত্রো তাঁকে আলিঙ্গন করলেন পরে তিনি ফিরে এসে সামনের আসনেই বসলেন। তিনি নিকারাগুয়ার নেতা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওরতেগা। আর একজনকে মঞ্চে বসার জন্য জানালেন, তিনিও মঞ্চে উঠে কাস্ত্রোকে আলিঙ্গন করে নীচে বসলেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন ভেনেজুয়েলা অথবা প্যালেস্টাইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। কমিশনের বৈঠকে একদিন উপস্থিত হয়েছিলেন ভিয়েতনামের মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট।

কাস্ত্রো বক্তব্য রাখতে উঠলেন। উঠেই বললেন, অধিবেশনের আজ সমাপ্তি হচ্ছে, তিনি সংক্ষেপে বলবেন তবে মঞ্চের নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার আবার অভ্যাস আছে। মঞ্চে সেসময়ে পার্টির ও সরকারের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল। দাঁড়িয়ে ধীর স্থির ভাবে মৃদু কণ্ঠে বক্তব্য পেশ করে চললেন। বক্তব্য যখন শেষ হল তখন কিউবার ঘড়িতে ১৫ই নভেম্বরের রাত একটা। এরপর আধঘণ্টা চলল প্রশ্নোত্তর। রাত দেড়টায় সংহতি সম্মেলনের সমাপ্তি হল।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বস্ত্র

অধিবেশনের একদিন বিকেলে প্রতিনিধিদের পছন্দমতো কয়েকটি স্থান ঘুরে দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা নিজেরা ভাগ করে নিয়ে অভিজ্ঞতার বিনিময় করেছিলাম। কিউবায় ১৯৫৯ সনে গড় আয়ু ছিল ৫২ বৎসর, ২০০০ সনে ৭৬ বৎসর। শিশুমৃত্যু হাজারে দুই বা তিন। মাথাপিছু ২৪০০ ক্যালরির প্রাপ্তি সকলের জন্য সম্ভব হয়েছে। হাভানার চল্লিশ মিনিটের বাসযাত্রায় একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষালয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। নাম—লিবারেটেড স্কুল। সেখানে প্রাক্ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষাসদনে আসে। সকাল আটটা থেকে বারোটা শিশুদের। বড়দের দশটা থেকে চারটা। দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। বই বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয়বার নিতে গেলে দাম দিতে হয়। খেলাধূলা সিলেবাসের অঙ্গ। উপরদিকে কিয়ৎ পরিমাণে বেতন আছে। প্রায় পঁচাত্তর ভাগ শিক্ষিকা। মাতৃভাষা স্প্যানিশ শেখানো বাধ্যতামূলক। সপ্তম শ্রেণীর একটি ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা ইংরাজি নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর করলাম। ফিদেলের বক্তৃতার সময় শুনলাম কয়েক বছরের মধ্যে স্প্যানিশ এ ইংরাজি ভাষার ভাব বিনিময় সম্ভব হয়ে যাবে। গান, বাজনা, ছবি আঁকা, স্বাস্থ্যচর্চা শিক্ষার অনুষঙ্গ, শিক্ষায়তনে মেডিকেল ব্যবস্থা আছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। কত যে খেলার মাঠ, অডিটোরিয়াম, পার্ক, বনানী, অল্প সময়ে গুনতে পারিনি। বিশ্বভারতীর চেয়েও বড় ক্যাম্পাস। শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছেলেমেয়েরা, সুরক্ষার লোকজন অতি স্বাভাবিকভাবে চলাফেলা করে, কাজকর্ম করছে। বেতনাদি তিন-চারশো টাকার বেশি নয় বলে জানা গেল। আগামী দিনে কিউবায় এই মডেলে সব এলাকায় শিক্ষা চালু করা হবে।

কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিশ্ববিদিত। কোনও শিশুকে রুগ্‌ণ দেখলাম না। সবল, হৃষ্টপুষ্ট। একটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় চল্লিশটি দেশের চারশো জন ছাত্রকে বিনা খরচে চিকিৎসাপদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। তারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছে। কমিশনে হন্ডুরাসের এক হবু ডাক্তার বললেন যে, প্রথম তিনি শিখেছেন, 'আমি কে? আমি কার জন্য?' ওষুধপত্র নির্বাচনে স্থানীয় সম্পদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি ফার্ম দেখতে গিয়ে চারটি শিশুকে আমাদের সামনে দেখতে পেলাম। ছয় থেকে নয় বছর বয়স হবে। হৃষ্টপুষ্ট। কারও জুতো আছে, কারও খালি পা। শিশুরা যেমন হয়। দুজনকে ধরে আমি ঘুঁসি পাকিয়ে মারধোরের ভঙ্গি করলাম। মারপিট এরা জানেই না। আমার ভঙ্গি দেখে দুই বন্ধু কুস্তি শুরু করে দিল। পুরনো হাভানায় বাতিস্তার রাজপ্রাসাদের কাছে, বাজারে, সংকীর্ণ রাস্তায়, পুরনো ঘরবাড়িতে দুঃস্থতার চিহ্ন আছে। রিকশা আছে। এক ডলার দিয়ে এক চক্কর রিকশায় ঘোরা যায়। পুরনো বন্দর-এলাকায় এই চিত্র একটু বেশি। সরকারিভাবে বেকারি ৪-৬ ভাগ। ভিখারিও দু-একজনকে চোখে পড়েছে, বয়স্ক। সমুদ্রধারের লিবার্টি হোটেল প্রাসাদোপম। পর্যটন কিউবার মন কেড়েছে। নিচের তলায়

বিপণন কেন্দ্রগুলি চোখ ঝলসানো। সেখানে হঠাৎ শপ লিফটিংয়ের ঘটনা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এবং মুহূর্তের পুলিসি তৎপরতা বিস্মিত করে দিল।

প্রতিনিধিদের থাকা-খাওয়া, যাওয়া-আসা সব কিছুর জন্য অর্থ দিতে হয়েছে। কারণ কিউবায় অবরোধ চলছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের মতো স্বাচ্ছল্য নেই। খাদ্য, বস্ত্র এক কোটি এগারো লক্ষ নাগরিকের জন্যই সমান। আমাদের কিনতে হয়েছে। জল পর্যন্ত। আধ লিটার জলের দাম, এক কাপ কফি বা চা, এক কাপ ভাত বা একটি ক্রিকেট বলের মতো রুটি বা পিজা, একটি মুরগির আধা ঠ্যাং, এক প্লেট আলু ভাজা নিতে গেলেই এক ডলার করে দিতে হবে। দুধ, চিনি, আমের বা লেবুর রস সর্বত্র পাওয়া যায়। দাম একই। আমাদের ক্যাম্পের দুপাশে কয়েক মাইল লেবুর বাগান। অজস্র লেবু ফলেছে লাল মাটিতে। নারকেল, কলা প্রত্যেক গ্রামে, বাড়িতে আছে। আখের বাগান উঁচুনীচু পাহাড়ি জমিতে মাইলের পর মাইল। ডিম, মাছ পাওয়া যায়। জলাশয় এখানে নেই বললেই চলে। রাস্তায় কোনও পানীয় জল নেই। বাড়িতে সর্বত্র আছে। দুধ ও চিনির দেশে মিষ্টি প্রায় নেই—নেই রসগোল্লা। চিনি থেকে কিয়ৎ পরিমাণ তৈরি হচ্ছে অ্যালকোহল। সর্বত্রই প্রাপ্য। বস্ত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। কিউবায় গড়ে ১২৫ সেমি বৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮, সর্বনিম্ন ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঝড়-বৃষ্টি-তুফান হলে কিছু কমে। আবহাওয়া আরামদায়ক মনোরম। কিউবার মানুষের তাই বস্ত্রে বেশি বিলাস নেই। বিশেষত মেয়েদের। স্কুলে, কলেজে, অফিসে কাজের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তাদের পরনে হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। নারী-পুরুষের পোশাকের কোনও ব্যবধান নেই। অনেকেই প্যান্টশার্ট পরে। মন্ত্রী, নেতাদের পরনেও প্যান্ট আর সাধারণত শার্ট বা গেঞ্জি। সাধারণ জুতো। মেয়েদের কানে গয়নাও আছে। পর্যটক ও বিদেশিদের জন্য নিজ দেশে উৎপাদিত চুরুট, সিগারেট। চে'র ছবি সংবলিত গেঞ্জির সমাদর বিপুল। দামও বেশি। ডলার আর তাদের মুদ্রা পেসো প্রায় সমান। কাস্ত্রো বক্তৃতায় বললেন, উদারনীতিতে সর্বত্র মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটছে আর ডলারাইজেশনে কিউবার মুদ্রার রিভালুয়েশন হয়ে অপর্যাপ্ত ডলার কিউবা উৎপাদনে বিনিয়োগ ঘটাচ্ছে। অবরোধ সত্ত্বেও স্পেন ও ইতালির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ফরাসি দেশ কিউবার প্রধান খনিজ সম্পদ নিকেল উৎপাদনে অংশগ্রহণ করছে।

কৃষি ও কৃষক

ক্যাম্প থেকে এগারো তারিখের রাত ন'টার সময় বাসে করে একটি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নাম শান্তিয়ানো। ১৬ তারিখের জন্য যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের সকাল নটায় একটি কৃষি সমবায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নাম আনিসিও মেট্রোসান। প্রথম দিন দশটি গ্রুপে ভাগ করে গ্রামের সবকিছু দেখানো হয়। স্কুল, স্বাস্থ্য, বাড়িঘর, খাদ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। গান টানও হয়। স্বাভাবিক পরিবেশে স্বচ্ছ কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তর হয়। একটি গ্রাম কমিটি সবকিছু পরিচালনা করছে। প্রতিনিধিদের গ্রামের মানুষের সঙ্গে দুধ, ফল, মাংস প্রভৃতি পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু খেয়ে যাওয়ার এবং অধিক রাত্রি

হওয়ায় খুব কমই তাতে অংশগ্রহণ করেন। সম্ভবত এটি একটি আদর্শ গ্রাম। দ্বিতীয় গ্রামটিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫৯ সনে বিপ্লবের পর কিউবায় দেশি ও মার্কিন মালিকদের বৃহৎ জমি সরকারে ন্যস্ত হয় আইন বলে। লাটিফুন্ডারা এখনও ফুঁসছে। কিউবান মালিকরা মার্কিন মদতে নিয়মিত ষড়যন্ত্র করে চলেছে। মার্কিন মালিকরা তাদের লুটের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির জন্য সুদ সহ ক্ষতিপূরণ দাবি করে চলেছে। কিউবার সরকারের একচল্লিশ বছরের অবরোধে জনগণের ক্ষয়ক্ষতির দাবিতে মার্কিন সরকারের কাছে লক্ষ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আসছে। এই সমবায়টি ছয় জন জমি মালিক নিয়ে ২.১১.৭৯ তারিখে গঠিত হয়। জমির পরিমাণ ছিল ১১ হেক্টর। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৩৬ হেক্টরে, সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের। এর ২৫ হেক্টরে আখ চাষ হয়, মূলত এটি চিনি উৎপাদন সমবায়, প্রতি বছর উৎপাদন গড়ে ১১ হাজর ২০ টন। রাজ্যের মধ্যে অন্যতম উন্নত সমবায়। আয়ের ৫০ ভাগ সদস্যরা পান। বাকি অংশ সমবায়ের উন্নতির ও খরচার জন্য ব্যয় হয়। অষ্টআশি জন শ্রমিক এতে কাজ করেন। সদস্যরাও করতে পারেন। প্রতিদিন মজুরি দুই পেসো করে দেওয়া হয়। বছর শেষে হিসেব করে বাকি মজুরি দেওয়া হয়। পরিচালনার জন্য সরকারি রেগুলেশন আছে। মজুরদের ১০-১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সকলে মিলিত সিদ্ধান্ত করেন। প্রতি মাসে সভা হয়। পাঁচ বছরের জন্য পরিচালন কমিটি নির্বাচিত হয়। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকারি ট্রাইবুনাল বসে। সদস্যদের ও শ্রমিকদের দুপুরের আহার সমবায় থেকে নেওয়া হয়। দুধ কম দামে বিক্রি করা হয়। শুকর, গোরু, মুরগি পালন ও বিক্রি হয়। ফল চাষ হয়। এটি একটি নির্ভরশীল গ্রাম সমবায়। চিনিকল কিন্তু সরকারের। শহর সংলগ্ন এলাকায় বিশাল চিনিকল দেখা গেল। ডিসেম্বর থেকে আখ উঠবে। মিল চলবে। এখন মেরামতি চলছে। কিউবায় ইট দেখা গেল না। পরিবর্তে এখানের পাথুরে মাটি নিয়ে চিনিকলের প্রাঙ্গণে চৌকো চৌকো ব্লক তৈরি হচ্ছে। এসব দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হয়। ছোট জমির মালিক আছেন, নিজেরা চাষবাস করেন, কিন্তু মাড়াই বা বিক্রয় সবই সরকারী আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁরা সরকারি ফার্ম বা সমবায় ফার্মে ক্রমে ক্রমে চলে আসছেন। জমি বিক্রি নিষিদ্ধ। সমবায়ের এখনও নিজস্ব স্কুল, স্বাস্থ্যাবাস, আবাসন গড়ে ওঠেনি। সরকারি পরিকল্পনার সুযোগ সমবায় নিয়ে থাকে। সদস্যদের মধ্যে আটজন পার্টি সদস্য। পরিচালন কমিটির একজন সদস্যা পার্টি ইউনিটের সম্পাদিকা ছিলেন। নাম, মারিয়া লাসানা ফিগারিও। তিরিশ বছরের আগে পার্টি পদ পাওয়া যায় না। তার আগে যুব সংগঠনের সদস্য থাকতে হয়। প্রশ্নোত্তর চলছিল পার্টি সম্পাদিকা এবং সমবায় সভাপতির সঙ্গে অনুবাদ ইঙ্গিত প্রভৃতির মাধ্যমে—গ্রামের মাঝে ফাঁকা মাঠে, রাস্তার ধারে। কোনও গোপনীয়তা ছিল না। সঙ্গে কোনও লোকও ছিলেন না।

দেশ ও পার্টি

কিউবায় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনো হাভানায় বাতিস্তার প্রাসাদটিকে বিপ্লবের জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে কমিউনিস্টদের নামের একটি তালিকা আছে। ১৯২৫ সনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের নাম পেরেজ।

কিউবার বর্তমান আয়তন ১,১০,৯২১ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। পঁচাত্তর শতাংশ সাদা স্প্যানিশ, তিন শতাংশ আফ্রিকান, তিন শতাংশ মিশ্রিত মূলত দেড় শতাংশ চীনা। বাকি বিভিন্ন। এর উপকূল ৩৫২০ কিমি। নদী প্রায় ২০০। সিয়ের মায়েস্ত্রার উচ্চতা ১৯,৮১২ মিটার। সমুদ্র ও উঁচু নীচু পাহাড়ে ঘেরা সবুজ মনমোহিনী দেশ। আখ, তামাক, কলা, শিশল, কফি, আনারস, চিংড়ি, ঝিনুক, মাছ পর্যাপ্ত। পাইন, দেবদারু, মেহগনী, লিগনাম ভিতেই, প্রাণভিল্লা প্রভৃতি গাছের সমাহার। সর্বত্র মসৃণ হাইওয়ে। রেলপথ প্রায় পনেরো হাজার কিমি।

রানী ইসাবেলের কাছ থেকে আমেরিকা আবিষ্কারের অনুমতি নিয়ে কলম্বাস ২৭ ১০ ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে এই কিউবা দ্বীপে উপনীত হন। দু'বছর পর তিনি আবার এই দ্বীপে আসেন। খুলে যায় জলপথ। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের দিয়াগো ভিয়েজ কুয়েজ তিনশো সশস্ত্র লোক নিয়ে এসে দ্বীপ দখল করে নেয়। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিউবা স্পেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। স্পেন থেকে বসতি স্থাপন শুরু হয়ে যায়। আফ্রিকা থেকে এনে মজুর বিক্রীও চলতে থাকে। পরে দ্বীপ দখল নিয়ে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও চলে অবিরাম। স্পেন একজন গভর্নর নিয়োগ করে এই উপনিবেশ শাসন করতে থাকে। নেপোলিয়নকে কিউবার যুদ্ধে পরাস্ত হতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদী কিউবান হিসেবে নিজেদের গণ্য করতে থাকেন। ১৮৬৮ থেকে দশ বছর গৃহযুদ্ধ চলে। এই সময় আবির্ভাব ঘটে হোসে মারতির (১৮৫৩ ১৮৯৫)। তিনি বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী ও কবি ছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি কিউবানদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৮৯১-তে তিনি কিউবান রিভলিউশনারি পার্টি গঠন করেন এবং স্বাধীনতার ডাক দেন। বিপ্লবে তিনি এবং এন্টোনিও সম্ভবত শহিদ হন। বর্তমান কিউবার তিনি জাতীয় নেতা রূপে শ্রদ্ধায়, সম্মানে, বিপ্লবী মতাদর্শে জনপ্রিয়। রিভলিউশন স্কোয়ারে তাঁর দীর্ঘ মূর্তি আছে। ১৮৯৫ থেকে স্পেনের বিরুদ্ধে ও ১৮৯৮ থেকে দখলদার আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিউবা ১৯০২ সনে স্বাধীনতা লাভ করে ও প্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন টমাস পাম। ১৯৩৩ সনে ফুলজেনসিও বাতিস্তার স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ৫৭ বছর কিউবার জনগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের স্বপক্ষে লড়াই করে গেছেন। ১৯৫৯ সনে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। ১৯৬১ সনের ১৬ই এপ্রিল এবং ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ সনে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি গণভোটের মাধ্যমে কিউবায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার লক্ষ্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির মূল চারটি স্তর—কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রাদেশিক কমিটি, পৌর কমিটি ও তৃণমূল কমিটি। কমিটি পরিচালনার জন্য আভ্যন্তরীণ গ্রুপ, কর্মকর্তা প্রভৃতি আছে। ১৯৯৬ সনে ৪র্থ সম্মেলন অনুযায়ী কিউবায় ১৪টি প্রদেশ, ১৬৯টি পৌর এবং ৫৫,৮৯৪টি তৃণমূল সংগঠন আছে।

বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭,৬৭,৯৪৪ জন। মহিলাদের সংখ্যা ২৯.৪ ভাগ। শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদকদের সংখ্যা ৬১.৬ ভাগ (শ্রমিক ৩২.১ ভাগ)। কেন্দ্রীয় কমিটি ২২৫ এবং পি বি ২৪ জনের।

ভ্রমণ

কিউবার পুরাতন দুর্গ মনোরম। হাভানার ওপারে আটলান্টিকের সুড়ঙ্গ দিয়ে সেখানে যেতে হয়। সেখানে দেশ বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের বন্দর হিসেবে জনজীবনের জোয়ার বইছে। আটলান্টিকের তরঙ্গের মতোই তা উত্তাল। কাসা ব্লাংকায় সমুদ্রতীরে কলকাতার শহিদ মিনারের মতো সুউচ্চ সাদা রঙের যীশুর মূর্তি রয়েছে। এখানে রয়েছে আধুনিক চিকিৎসার ও হাসপাতালের বিশাল প্রাঙ্গণ। এপারের আলোকোজ্জ্বলতার সঙ্গে সমুদ্রপারের হাভানার আলোকমালা দর্শকদের অভিভূত করে। পঞ্চাশ কিমি দূরে সান্তামারিয়া বিচ। খেজুর গাছে ভরা, পাতার ছাউনি দেওয়া কুটিরে, নীল সবুজের উচ্ছ্বাস ও জলতরঙ্গে দিগন্ত বিলীন হয়ে গেছে। কিউবার এই সৌন্দর্যে হেমিংওয়ে মাতাল বনে গেছিলেন। কিউবার বর্তমান গান 'ওয়াং তেরা মেরা' লাতিন আমেরিকাকে মাতাল করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই বলতে হয়—হাভানা না দেখলে এ জীবনের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থেকে যায়।*

*রচনাকাল : মে, ২০০১

গেভারা সংক্রান্ত

চে ও মার্কসবাদ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

চে গেভারা-র পরিচয় সাধারণভাবে গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম প্রবক্তারূপে। কেউ কেউ বা তাঁকে রোমান্টিক বিপ্লবী বলে বর্ণনা করেছেন। বিচিত্র ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত ও বিচিত্র কর্মে প্রধাবিত তাঁর জীবনের অসাধারণ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটনার ফলে একটা 'চে অতিকথা' (মিথ)-ও গড়ে উঠেছে। চে সম্পর্কে কয়েকটি জীবনীগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব জীবনী অবলম্বনে ব্যক্তি চে-র চরিত্রায়ণ এই প্রবন্ধের অভীষ্ট নয়। এ-যুগের অন্যতম মনস্বী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র চে-কে চিহ্নিত করেছেন "সমকালের সবচেয়ে গোটা মানুষ" হিসেবে। সেই মানুষকে বা তাঁর চিন্তাধারাকে খণ্ডিতভাবে বোঝার চেষ্টা না করে তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্বের মূলে যে বিপ্লবী আদর্শবাদ সক্রিয় ছিল সেই আদর্শবাদকে বিশ্লেষণ করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে বর্তমান প্রবন্ধকারের মনে হয়েছে। দুঃখের হলেও একথা সত্য যে এ পর্যন্ত দু-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া সে প্রচেষ্টা হয়নি।

চে কেবল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের নায়কই ছিলেন না, বিপ্লবী মার্কসবাদী তত্ত্বেও তাঁর সমান আগ্রহ ও অধিকার ছিল। চে মার্কস্‌বাদী তত্ত্বের ভাণ্ডারে মৌলিক চিন্তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। কমিউনিজমের মানবিক তাৎপর্য, সমাজতন্ত্র-অভিমুখী উত্তরণশীল রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয়-অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যাবলী, 'তৃতীয় দুনিয়ার' বিপ্লবের রাজনীতিক-সামরিক স্ট্র্যাটেজি, আমলাতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের তাৎপর্য, গেরিলা যুদ্ধের সামরিক কৌশল, কিউবার শিল্পায়ন, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা ও সমাজবাদী সমাজ রচনায় পার্টি ও ক্যাডারদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গে চে তাঁর নাতিদীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে যে-সব বক্তব্য উপস্থাপিত করে গিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বিশদ আলোচনা ও গভীর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সেই সামগ্রিক আলোচনার প্রচেষ্টা নেই। চে-র বিপ্লবী কর্মধারা যে মৌল দার্শনিক প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে সম্পর্কে বহিঃরেখ আলোচনার মধ্যেই এই প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে।

২

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত চে-র চিন্তাধারা একটা অখণ্ড সামগ্রিক ঐক্যে বিধৃত। চে-র চিন্তাধারায় দার্শনিক, নৈতিক, আর্থনীতিক, সমাজতাত্ত্বিক,

রাজনীতিক এবং সামাজিক বিষয়সমূহ একই চিন্তার বিভিন্ন দিক, যা অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

কিউবার বিপ্লবের অন্যান্য নেতাদের আগেই চে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় চে মার্কসবাদ "আবিষ্কার" করেন। এর পিছনে দুটি প্রভাব সক্রিয় ছিল : (১) চে-র স্ত্রী হিল্‌ডা গেডিআ-র প্রভাব ও (২) গুয়াতেমালায় অ্যালায়েন্স অফ ডেমোক্রাটিক ইয়ুথ-এর প্রভাব। (হিল্‌ডা পেরুর বিপ্লবী দল 'আমেরিকার জনগণের বিপ্লবী মোর্চা' বা Alianza Popular Revolutionaria Americana (সংক্ষেপে Aprista) র বামপন্থী অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চে গুয়াতেমালা লেবার পার্টিতে যোগ দেন, এই পার্টির গণ-সংগঠন ছিল অ্যালায়েন্স অফ ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ।) হিল্‌ডার ব্যক্তিগত সংগ্রহালয় ও অ্যালায়েন্স-এর লাইব্রেরিতেই চে মার্কস ও লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন।[৪]

কিউবান মারিও ডালমাউ-এর জবানিতে (যাঁর সঙ্গে এই সময়ে গুয়াতেমালায় চে-র দেখা হয়) জানা যায়, চে এই সময়ে "একটা পুরো মার্কসবাদী লাইব্রেরি" পড়ে ফেলেছেন এবং তিনি "স্বচ্ছ মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার" অধিকারী ছিলেন।[৫] বলা বাহুল্য, মার্কসবাদের এই আবিষ্কার চে-র কাছে গ্রন্থকীটের মানসিক তৃপ্তির সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ঘুরে সাধারণ মানুষের অতলান্ত দারিদ্র্য ও অবর্ণনীয় অত্যাচারেব যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন[৬] জীবন-ভিত্তিক সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই চে মার্কসবাদকে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তা ছাড়া, এটা খুবই সম্ভবপর যে ১৯৫৪ সালে কাস্তিলো আরমাস-এর ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গুয়াতেমালা আক্রমণ লাতিন আমেরিকান জনসাধারণ বিশেষত প্রাগ্রসর চেতনা-সম্পন্ন মানুষদের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার ফলে চে-র সদ্যবিকশিত মার্কসবাদী চেতনা সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়। চে ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবিপ্লবের মুখোমুখি হন এবং নিষ্ফলভাবে হলেও আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা করেন। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির মতো বড় বড় একচেটিয়া গোষ্ঠী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, গুয়া তেমালান সৈন্যবাহিনী এবং আরবেনজ-এর শান্তিবাদ কিভাবে গুয়াতেমালায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান আয়োজন করে তা তিনি সেদিন প্রত্যক্ষ করেন। এই অভিজ্ঞতা এবং এই সময়কার অন্যান্য ঘটনা চে-কে মার্কসবাদী চিন্তাধারার দিকে আরও বেশি এগিয়ে দেয়, এই সময়েই তিনি বুঝতে শুরু করেন সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতা।

গুয়াতেমালায় প্রতিবিপ্লবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর চে মেক্সিকোতে যান। সেখানে শুরু হয় চে-র গভীরতর মার্কসবাদী অধ্যয়ন। যখন তাঁর সঙ্গে কিউবার ২৬-এ জুলাই আন্দোলনের আশ্রয়প্রার্থীদের সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তাঁদের মার্কসবাদী গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত করান। কিউবার জনৈক বিপ্লবীর (ডারিও লোপেজ) জবানিতে জানা যায় যে মেক্সিকোতে ২৬-এ জুলাই আন্দোলনের শিক্ষাশিবিরে যে-সব মার্কসবাদী বই ছিল তা চে

নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। (পুলিশ এই শিবির তল্লাশি করে মার্ক্সবাদী রচনাবলী নিয়ে যায়।)

চে কিউবা বিপ্লবের অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসবাদী হননি। (যদিও কিউবা বিপ্লবের অধিকাংশ নেতার মার্কসবাদে উত্তরণ কিউবা বিপ্লবের ক্রমাগ্রগতি ও বিকাশের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল।) বরং বলা চলে, প্রায় সুরু থেকেই তিনি কিউবা বিপ্লবকে মার্কসবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এবং যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন সেই কারণে তিনিই সর্বপ্রথম কিউবা বিপ্লবের ঐতিহাসিক-সামাজিক তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি ১৯৬০-এর জুলাইতে বলতে পেরেছিলেন যে এই বিপ্লব "তার নিজের পদ্ধতি আবিষ্কার করে যে-পথ নির্দেশ করেছে সে-পথ মার্ক্স-নির্দেশিত পথ।"[৭]

৩

চে-র মার্কসবাদ-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তার অন্ধ সংকীর্ণতামুক্ত চরিত্র। চে-র কাছে মার্কস একটি নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তক, যে-বিজ্ঞান প্রচলিত অবস্থার রূপান্তরের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করতে পারে। এই অর্থেই, লোয়ি-র মতে, চে মার্কসকে নিউটনের এবং পাস্তুর-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[৮] "চে-র কাছে মার্কস খ্রিস্টধর্মানুযায়ী ঈশ্বরের তৃতীয় বিভূতি-সম্পন্ন কোনও অভ্রান্ত পোপ হিসেবে বিবেচিত হননি।[৯] মার্কসের তত্ত্বে প্রত্যয়নিষ্ঠ অথচ মুক্তমতি চে বলিভার-এর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত মার্কস্-এর বিশেষ বিশেষ বিশ্লেষণকে সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

গেভারা কয়েক ক্ষেত্রে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে 'মধ্যযুগীয় পণ্ডিতী মনোভাব মার্কসীয় দর্শনের বিকাশকে ব্যাহত করেছে।' এই 'মধ্যযুগীয় পণ্ডিতী মনোভাব' বলতে তিনি স্তালিনবাদকে ইঙ্গিত করেন। মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যের সমষ্টিতে পরিণত করা, তাকে শাশ্বত সত্যের পূর্ণাঙ্গ তন্ত্র, যা অপরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনশীল, বলে বিবেচনা করা মার্কসবাদী ডায়ালেকটিক চিন্তার বিরোধী বলেই চে মনে করতেন। লেনিন যেমনভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিপ্লববিমুখ নেতৃত্বের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আদর্শনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন চেও তেমনিভাবে মার্কসবাদ চূড়ান্ত অর্থে, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পথপ্রদর্শক এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[১০]

চে-র বক্তৃতা ও রচনাবলী আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশের গুরুত্ব (রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব এই শব্দটির যেভাবে অপব্যাখ্যা করে থাকেন, সেই অর্থে নয়) উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র অভিমুখে উত্তরণশীল সমাজসমূহে যে-সব নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে মার্কসবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করে সেইসব সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যবহারিক রূপান্তর সাধন চে-র কাছে জরুরি সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। মার্কস্ এবং লেনিনের

রচনায় এই সব সমস্যার পূর্বাভাস মেলে কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই বিস্তৃততর বিশ্লেষণ ও সমাধান অনুপস্থিত। এইখানেই প্রকৃত মার্কসবাদীর 'কর্তব্য' হল মার্কসবাদী তত্ত্বকে 'আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'। বিপ্লবী মার্কসবাদ ও ডায়ালেকটিকাল বস্তুবাদী পদ্ধতি সে কথাই নির্দেশ করে। চে সে-পথই অনুসরণ করেছিলেন।

যুক্তিসূত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে এই অন্ধ সংকীর্ণতামুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, যা চে-র চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিফলিত হয়েছে চে-র অর্থনীতিক ও রাজনীতিক মতামতে। স্তালিনবাদী আমলাতন্ত্র "শাস্ত্রীয়" কায়দায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিলো। চে মার্কসবাদকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করার কাজে সচেষ্ট হন। সেই প্রচেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায় লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগ প্রশ্নে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতায় পরিপুষ্ট সংকীর্ণদৃষ্টি স্তালিনবাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে চে-র আদর্শনৈতিক সংগ্রামে।[১১] লেনিনকে যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের "মার্কস্‌বাদী" সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিপ্লববিমুখ সংস্কারবাদী, সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবী মার্কসবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হয়েছিল তেমনি, লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে, চে-কেও সরকারি কমিউনিস্টদের 'মার্কসবাদ'-এর বিরুদ্ধে আদর্শনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ মার্কসবাদ ও হিউম্যানিজম-এর সম্পর্ক নিয়ে মার্কসবাদী মহলে বিতর্ক চলেছে। বর্তবান প্রবন্ধে সে বিতর্ক সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। চে মার্কসবাদকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন, তাঁর বিবেচনায় মার্কসবাদের মৌল ভিত্তিভূমি কি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই প্রাসঙ্গিক।

মার্কসবাদে হিউম্যানিজমের উন্নততম বিকাশ ঘটেছে এবং মার্কসের তত্ত্বের মৌলিক উপাদান হিউম্যানিজম[১২] একথা বললে হয়তো অনেক মার্কসবাদীই ভ্রূ কুঞ্চিত করে উঠবেন। বিশেষ করে স্তালিনবাদ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে যাঁরা সমার্থক বলে চিন্তা করেন তাঁদের কাছে মার্কসবাদের মানবিকতাবাদী প্রত্যয়ের কোনও আবেদন নেই। নানান ঐতিহাসিক কারণে বিপ্লবী হিউম্যানিজমের মৌল দার্শনিক প্রত্যয় থেকে শতসহস্র যোজন দূরে অবাঞ্ছিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্তালিনবাদকে মার্কসবাদের সমর্থক বলে পরিগণিত করার মানসিক প্রবণতা ও অভ্যাস কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও সাধারণভাবে প্রগতিশীল মহলে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। (আজও সেই ধারণা তত বেশি প্রবল না হলেও একেবারে দূর হয়েছে?) এই পটভূমিকায় চে মার্কসবাদকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন? কোন প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েই বা তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন?

চে-র বিবেচনায় মার্কস্‌বাদ এবং মানবিকতাবাদের কোনও বিরোধ নেই। এ যুগের প্রকৃত হিউম্যানিজম হল মার্কসবাদ—এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। চে-র 'সমাজবাদ ও মানুষ' এবং অন্যান্য রচনা পাঠ করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হয়। প্রকৃত অর্থে একজন

বিপ্লবী হিউম্যানিস্ট হিসাবেই তিনি কিউবার বিপ্লবের মৌলিকত্ব ও গুরুত্বের উপরজোর দেন। তাঁর মতে, কিউবার বিপ্লব গড়ে তুলতে চায় "a Marxist, socialist system which is coherent, or nearly so, in which man is placed at the centre and in which the individual, the human personality, with the importance it holds as an essential factor in the revolution, is taken into account."[১৩] অর্থাৎ তাঁর মতে মানুষ হবে সমাজবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু এবং বিপ্লবের অপরিহার্য উপাদান হল মানুষ।[১৪]

১৯৫৯ সালে কাস্ত্রো কিউবার বিপ্লবকে হিউম্যানিস্ট বিপ্লব অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের দিকে এই বিপ্লবের উত্তরণের পর্যায়ে (১৯৬০-৬১) এই নির্বিশেষ হিউম্যানিজম সোশ্যালিষ্ট হিউম্যানিজমে উত্তীর্ণ হয়।[১৫] ১৯৬১ সালে এক বক্তৃতায় কাস্ত্রো বলেন, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের মতবাদের ভিত্তি হল হিউম্যানিজম।[১৬] চে-র কাছে কাস্ত্রোর বক্তৃতাটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি সকলকে এর তাৎপর্য অনুধাবন করার সুপারিশ করেন।[১৭]

১৯৬৩-৬৪ সালে চে মার্কসের ১৮৪৪-এর আর্থনীতিক এবং দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'র সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময়ে কিউবার আর্থনীতিক রূপান্তরের প্রশ্নে তীব্র বিতর্কের সূচনা হয়। তরুণ বয়সের মার্কসের রচনাশৈলীর সীমাবদ্ধতা এবং আর্থনীতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণতা ('ক্যাপিটাল'-এর বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধতা 'পাণ্ডুলিপি'তে নেই, সে কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে) সত্ত্বেও চে মার্কসের এই আমলের লেখার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কারণ 'পাণ্ডুলিপি'তে অনন্বয়ের সমস্যাও অনন্বয়-উত্তীর্ণ মানবিক সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[১৮]

'ক্যাপিটাল', 'পাণ্ডুলিপি'র তুলনায় কি কেবলই 'বৈজ্ঞানিক' এবং 'মানবিকতাবাদ বিরোধী'? 'ক্যাপিটাল' সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলে নানা রকম ভাষ্য আছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আমলে 'ক্যাপিটাল' সম্পর্কে নব্যদৃষ্টবাদী (নিও-পজিভিস্ট) বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। (বর্তমানেও নতুন ভাবে 'ক্যাপিটাল' সম্পর্কে 'বৈজ্ঞানিক' ভাষ্য রচনার প্রচেষ্টা চলছে।) কিন্তু 'ক্যাপিটাল'-(যা মার্কসের পরিণত চিন্তার ফসল) কি মানবিকতাবাদী মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন শুষ্ক বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিণতি? চে 'ক্যাপিটাল'কে 'a monument of the human mind' বলে বর্ণনা করে বলছেন : 'ক্যাপিটাল'-এর ভার এতই যে এর ফলে আমরা প্রায়শই এর মানবিকতাবাদী (প্রকৃষ্ট অর্থে) চরিত্রের কথা ভুলে যাই। উৎপাদন-সম্পর্ক ব্যবস্থা এবং তার পরিণতি—শ্রেণী-সংগ্রাম—অনেক ক্ষেত্রেই এই বাস্তব সত্যকে আমাদের চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে রাখে যে মানুষই ইতিহাস-রঙ্গভূমির প্রকৃত নায়ক।[১৯]

চে এই প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে বলেছেন, মার্কসবাদী হিউম্যানিজমের সঙ্গে বুর্জোয়া হিউম্যানিজম, ঐতিহ্যিক হিউম্যানিজম, হিতৈষণাপ্রণোদিত হিউম্যানিজম ইত্যাদির মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। প্রত্যেক বিমূর্ত হিউম্যানিজম "শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত" বলে দাবি করে

থাকে কিন্তু তা, চূড়ান্ত বিচারে, বুর্জোয়া হিউম্যানিজমের রূপভেদমাত্র। এই সব শ্রেণীমূলঅবচ্ছিন্ন হিউম্যানিজমের বিরুদ্ধে অবস্থিত চে-র হিউম্যানিজমে, মার্কসের হিউম্যানিজমের মতোই আত্মোৎপন্নবঞ্চিত মানুষের শ্রেণী দৃষ্টিকোণ প্রত্যক্ষত সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এককথায় এই হিউম্যানিজম সোশ্যালিস্ট হিউম্যানিজম। এই হিউম্যানিজম এই প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আত্মোৎপন্নবঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের মাধ্যমেই মানুষের উপর মানুষের শোষণের চিরতরে অবসান সম্ভবপর এবং প্রকৃত মানবিক সমাজের পত্তন হতে পারে। লোয়ি-র মতে চে লাতিন আমেরিকায় মার্কসবাদের অন্যতম প্রবর্তক আর্জেন্টিনার চিন্তানায়ক আনিবাল পোনসে-র (১৮৯৮-১৯৩৮) রচনার দ্বারা প্রভাবিত হন। এখানে উল্লেখ্য, পোনসে-র 'বুর্জোয়া হিউম্যানিজম বনাম প্রলেতারীয় হিউম্যানিজম' নামক বইটি ১৯৬২ সালে কিউবায় পুনর্মুদ্রিত হয়। পোনসে এই বইয়ে বুর্জোয়া হিউম্যানিজম এবং শ্রমজীবী মানুষের হিউম্যানিজমের মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মাধ্যমেই 'নতুন মানুষ' 'গোটা মানুষ'-এর বিকাশলাভ সম্ভবপর। চে-র মার্কসবাদী হিউম্যানিজম প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী হিউম্যানিজম, যার স্বাক্ষর প্রতিফলিত বিপ্লবে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কিত তাঁর ধারণায়, কমিউনিস্ট নৈতিকতা বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তার মধ্যে এবং নতুন মানুষ সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্য-পরিকল্পনায়।

।। সূত্র ও টীকা।।

১. কাস্ত্রোর বক্তৃতা থেকে : "আমরা যখন চে-র কথা ভাবি তখন আমরা মূলত তাঁর সার্বিক গুণাবলীর কথা চিন্তা করিনে! সশস্ত্র সংঘর্ষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছনোর একটা উপায় মাত্র. সশস্ত্র সংঘর্ষ বিপ্লবীদের কাছে একটা হাতিয়ার। প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে বিপ্লব, প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে বিপ্লবী উদ্দেশ্য, বিপ্লবী চিন্তা, বিপ্লবী লক্ষ্য, বিপ্লবী আবেগ ও বিপ্লবী গুণাবলী।"
—Fidel Castro. "In Tribute to Che" in Che Guevara. Reminiscensces of the Cuban Revolutionary war Monthly Review Press. New York. pp 20–1

২. এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য Michael Lowy. The Marxism of Che Guevara. tans. Brian Pearce. Monthly Review Press New York 1973
বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় এই পুস্তক থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৩ ১৯৬৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে কাস্ত্রো বলেন : "আমার বিশ্বাস যে, যে-সময়ে চে-র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমার চেয়ে বিপ্লবী চিন্তাধারার দিক থেকে চে-র চিন্তাধারা বেশি পরিণত ছিল।"
—Lee Lockwood. Castro's Cuba. Cuba's Fidel, Vintage Books. New York. 1969. pp 162-তে উদ্ধৃত।

৪ গুয়াতেমালার সরকারী কমিউনিস্ট দল Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT)-র আমলাতান্ত্রিক সংকীর্ণতার কারণে চে এই দলের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেননি। পেরুর Aprista-র বামপন্থী অংশ ষাটের দশকে MIR (Moviemiento de Izquierda Revolucionaria)এ-পরিণত হয়।

৫. গ্রানমা (ফরাসি সংস্করণ, অক্টোবর ২৯, ১৯৬৭) থেকে লোয়ি-র পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১। [চে মার্কস্-লেনিনের কোন কোন বই পড়েছিলেন তার একটি তালিকা লোয়ি-র পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ ১২০-১) সংযোজিত হচ্ছে:

৬. "আমাকে যে অবস্থার মধ্যে ঘুরতে হয়েছিল তার ফলে...দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগের চেহারা আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি; আমি দেখেছি অর্থের অভাবে শিশুসন্তানের চিকিৎসা হয়নি; দেখেছি আমি নিরবচ্ছিন্ন ক্ষুধার জ্বালা এবং শাস্তির তাড়নায় লাঞ্ছিত মানুষের হতবুদ্ধি চেহারা।" (১৯৬০-এর ১৯ আগস্টের বক্তৃতা, Venceremos! The Speeches and Writings of Che Guevara. ed., John Gerassi. Simon and Schuster. 1968. p 112
তুলনীয় : উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের (বিশেষ জার্মানির) 'রেড ডক্টরস্'। চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা সমাজ বিপ্লবের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হন।

৭ লাতিন আমেরিকার যুবসমাজের কাছে ১৯৬০-এর ২৮শে জুলাই-এর বক্তৃতা, Selected Works of Ernesto Guevara. ed. Rolands E Bonachea and Nelson P Valde's, Cambridge, M. I T Press. 1970 p 247

৮. "Notes for the Study of the Ideology of the Cuban Revolution" (1160)-এ চে বলছেন . "One should be a 'Marxist' as naturally as one is a 'Newtonian' in physics or a 'Pasteurian' in biology. considering that if new facts. determine new concepts. these new concepts will never take away that part of truth which the older concept had' - Selected Works. op cit. p 49

৯. Lowy. op is. p 13
তুলনীয় লেনিন ঃ "মার্কসের তত্ত্বকে আমরা পরিসমাপ্ত ও স্পর্শাতীত কিছু একটা বলে ভাবিনা, বরং এই কথাই আমরা বিশ্বাস করি যে সে তত্ত্ব বিকাশের মাত্র ভিত্তিপ্রস্তরটা পেতেছে, আর সমাজতন্ত্রী যদি বাস্তব জীবন থেকে পেছিয়ে পড়তে না চায় তাহলে সব দিক দিয়ে সে তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার কর্তব্য।" --'আমাদের কর্মসূচি', রচনা-সংকলন, চারভাগে সম্পূর্ণ, প্রথম ভাগ, পৃ ৪২, 'Our Programme' in Collected Works. Vol IV pp 211-2

১০. দ্রষ্টব্য "Socialism and Man in Cuba" (1965. Selected Works op in. pp 115-69. "On Party Militancy" (1963). Venceremos op cit. p 244

১১. চে সংকীর্ণতাজাত অন্ধ গোঁড়ামি এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। 'এসকালেন্তে প্রসঙ্গে ১৯৬২-এর এপ্রিলে তিনি লেখেন : "দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছিল জনগণ থেকে দূরে থাকার মনোভাব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা। এগুলো সর্বনাশা, বদ গুণ, তাই আমাদের পক্ষে এই সব বদ গুণ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। জনগণ থেকে দূরে থাকা, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি এই সব কারণেই আমরা আমলাতান্ত্রিকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। --লোয়ির পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৮।

*| আনিবাল এসকালেন্তে ছিলেন কিউবার প্রাক্ বিপ্লব যুগের স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির Partido Socialista Popular (P S P) সম্পাদক। কাস্ত্রো যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি একটি সংখ্যালঘু পার্টি ছিল, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ছিল না, কেননা এই পার্টি কিউবার বিপ্লবের বিরোধী শক্তি হিসেবে বাতিস্তার সহযোগী হিসেবে কাজ করে। ১৯৬১ সালে বে অফ পিগস অভিযান এর (যার অল্পকাল পরে কাস্ত্রো আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিজম-এর প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন) সময় পর্যন্ত এইভাবেই চলতে থাকে। পিএসপিকে তখন নতুন কমিউনিস্ট সরকারের জন্য সারাদেশ ব্যাপী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসকালেন্তে তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে ২৬-এ জুলাই আন্দোলনের সদস্যদের অপসারিত করেন এবং সেই সব স্থলে পি-এস-পি সদস্যদের বসান। এর ফলে কাস্ত্রোর পুরনো সহকর্মীদের বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষে ১৯৬২-এর ২৬ মার্চ ফিদেল কাস্ত্রোকে, যতদিন সম্ভবপর এই দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এসকালেন্তে সোভিয়েত ইউনিয়নে বহিষ্কৃত হন এবং এইভাবে তথাকথিত 'সংকীর্ণতাবাদী' পর্বের অবসান ঘটে। চে উল্লিখিত প্রবন্ধে সেই পর্বের আলোচনা করেন।

১৯৬৮-তে এসকালেন্তে দেশে ফিরে আসেন এবং দলেব মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নেব রাজনীতি ("শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান") আমদানি করার চেষ্টা করেন এবং অন্তর্দলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হন। পরিণতি স্বরূপ, এসকালেন্তে এবং তাঁদের সহযোগীরা কারারুদ্ধ হন।

১২. আইজাক ডয়েটশার বলছেন : "The deep universal humanism. has been there in Marxism as its most essential element"—'Marxism and Nonviolence,' in Marxism in Our Time, Ramparts Press. 1973 p. 84

দ্রষ্টব্য : John Lowis. 'Marxist Humanism.' in Marxism & the Open Mind. Rontledge & Kegan Paul. Lodon. 1957. p 144-62

E P Thompson. Socialist Humanism'. in New Reasoner London. I (I). Summer 1957. pp 105-43

Buddhadev Bhattacharyya. 'The Humanist Content of Revolutionary Socialism.' in The Call. Delhi. March 1960 pp 8-14

১৩. লোয়ি-র পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪।

১৪. একমাত্র কমিউনিজম-এর মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ও চরমতম বিকাশ সম্ভবপর, এই ছিল মার্কস-এর বক্তব্যের মূল কথা। ধনতন্ত্র যেহেতু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা স্বরূপ, সেই কারণেই ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এবং সে বিপ্লব আর্থনীতিক স্বয়ংক্রিয়তায় পরিণতি নয়। মানুষের সজ্ঞান, সক্রিয় হস্তক্ষেপেব ফলেই বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে থাকে। মার্কসবাদ ও বিপ্লব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য · David Horowitz. Imperialism and Revolution. Alhen Lane. London, 1969. pp 29-40

১৫. ১৯৫৯-এর ২১ মে এক টেলিভিশন বক্তৃতায় কাস্ত্রো বলেন : "আমাদের বিপ্লব ক্যাপিটালিস্টও নয়, কমিউনিস্টও নয় .." দু বছর বাদে ১৫ এপ্রিল ফিদেল কিউবার বিপ্লবকে 'সমাজবাদী বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেন।

দ্রষ্টব্য : Martin Kenner and James Petral (eds).

pp, Fidal Castro Speaks. Penguin. 1969. pp 114 ff

১৬ চে-র 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের ভূমিকা' (১৯৬৩) প্রবন্ধে কাস্ত্রোর এই বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। Selected Works. op-in pp 109-10

১৭ Selected Works. p 110

১৮. "On the Budgetary Systems of Finance" (1964). ibid. pp 112-3

১৯. Ibid . p. 113.

গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব ও কৌশল : গেভারা ও দেব্রে

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

'গেরিলা যুদ্ধ' কথাটির উৎস ' গেরিলা' কথাটি থেকে যা স্প্যানিশ guerrillero কথাটি থেকে এসেছে। উনিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ত স্পেন দখল করেছিলেন। তখন স্পেনের অসামরিক জনগণের একটি অংশ দখলদারি ফরাসি সেনার বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ছোট ছোট সংগঠিত বাহিনীর মাধ্যমে যারা কোন বড় ধরনের সামরিক সংঘর্ষের পরিবর্তে ছোট ছোট সংঘর্ষ সংগঠিত করত। এই ধরনের ছোট ছোট সংঘর্ষের স্প্যানিশ নাম 'গেরিলেরো' যার থেকে এসেছে 'গেরিলা' (guerrilla) কথাটি। পরে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় 'গেরিলা' বলতে বোঝায় অনিয়মিত সশস্ত্র সংঘর্ষ যা কোনও দেশের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে এবং বৈপ্লবিক মুক্তিযুদ্ধে, অথবা বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের অংশ হিসেবে ঘটতে দেখা যায়। আধুনিক অর্থে, 'গেরিলা যুদ্ধ' কথাটি একটি রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। বিশ শতকের প্রথম ভাগে—১৯৩০-এর দশকে চীন দেশে জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট চীনারা একযোগে যে সংগ্রাম পরিচালনা করে তাতে কমিউনিস্ট নেতা মাও-জে-দং বেশ বড় আকারে গেরিলা যুদ্ধ চালান। অত্যাচারীর হাত থেকে জোর করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে গেরিলা যুদ্ধ। এর আগে ইউরোপে জার্মানিতে ক্লাউজভিৎস্ ও ফ্রান্সে ব্লাঁকি গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করলেও মাও-য়ের হাতেই গেরিলা যুদ্ধ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তিনি গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত তত্ত্ব, রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন। পরবর্তীকালে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভিয়েতনামে হো চি মিনের নেতৃত্বে, কিউবায় কাস্ত্রো ও চে গেভারার নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিন্তাভাবনা দেখা যায়। তবে এঁদের মধ্যে স্বভাবতই চিন্তার মিল ও অমিল দুইই দেখা যায়, কারণ তাঁরা যে পরিস্থিতিতে কাজ করেছিলেন সেগুলি ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক দিয়ে চীনের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির বেশ কিছু পার্থক্য আছে। সেজন্য মাও-এর তত্ত্ব ও কৌশল স্বাভাবিক কারণেই গেভারার তত্ত্ব ও কৌশল থেকে আলাদা হয়েছে কোনও কোনও বিষয়ে। লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফরাসি দার্শনিক ও বিপ্লবী রেজিস দেব্রে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। মূলত গেভারার কাজকর্মের ধারাকে ভিত্তি করেই দেব্রে তাঁর তত্ত্ব তৈরির চেষ্টা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লেখায়

গেরিলা যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। তাঁরা কার্যকরী বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশলগত কারণে গেরিলা যুদ্ধকে গ্রহণ করেছিলেন। আর লেনিন গেরিলা যুদ্ধকে কখনওই উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেন নি। তিনি গেরিলা যুদ্ধকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে খুব বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেননি। তাঁর মতে সমাজতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ না হলে গেরিলা যুদ্ধের কোনও মহিমা থাকে না। একমাত্র সর্বাহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বৃহত্তর শ্রেণী সংগ্রামই গেরিলা যুদ্ধকে তার মাহাত্ম্য দিতে পারে। তাঁর মতে যদি গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক মাত্রা না থাকে এবং যদি র‍্যাডিকাল শ্রেণীসংগ্রামের অংশ হিসেবে তা পরিচালিত না হয় তাহলে গেরিলা যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তার কোনও রাজনৈতিক আকর্ষণ থাকবে না। সুতরাং বিশ শতকে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব বলতে যা বোঝায় তা মোটামুটি পাওয়া যায় কিছুটা মাও-এর লেখায় এবং বিশেষভাবে পাওয়া যায় গেভারা ও দেব্রের লেখায় ও কাজকর্মে।

লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থায় সাবেকি ধরনের যুদ্ধ চালানো অপেক্ষা গেরিলা যুদ্ধকে গেভারা অনেক বেশি ফলপ্রদ বলে মনে করতেন। ১৯৫৯ সালের কিউবার বিপ্লব থেকে গেভারা এই শিক্ষাই নেন যে, একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সংগ্রাম করার সবচেয়ে ভাল ও কার্যকরী পন্থা হল গেরিলা যুদ্ধ 'যার মাধ্যমে অত্যাচারী শাসককুলের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনগণকে নিয়োজিত করা সোজা। যখন ক্ষমতার সংকট দেখা দেয় এবং অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পক্ষে জনগণের মনোভাব তৈরি হয় তখন ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা না করাকে গেভারা প্রকৃতপক্ষে "অপরাধ" বলে মনে করতেন।[১] অপশাসন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার "নৈতিক কর্তব্যের" ধারণা গেভারা পেয়েছিলেন কিউবার হোসে মার্তির কাছ থেকে। আর কাস্ত্রো ও কিউবার অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে মেক্সিকোয় থাকাকালীন সময়ে গেভারা গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োগগত দিক সম্বন্ধে আরমান্দো বায়ো-র কাছ থেকে জানতে পারেন। মাও-এর Problems of Strategy in Guerrilla War against Japan (1938) বইটিও গেভারাকে গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করেছিল। তিনি বুঝতে পারেন যে, দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই গেরিলা যুদ্ধের সম্ভাব্য রণনীতি (strategy) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। অন্যদিকে আলজিরিয়ার, এবং বিশেষ করে ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের কাজকর্ম থেকেও গেভারা অনেক কিছু শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষিতে গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও তার তাত্ত্বিক ধারণা এবং কলাকৌশল সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালাভ করেছিলেন কিউবার বিপ্লবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। গেভারা-র সমসাময়িক দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র রেজিস দেব্রে গেভারা-র কাজকর্ম ও চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ ও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বে তাঁর নিজস্ব কিছু তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেন। গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতাও দেব্রের ছিল। সব মিলিয়ে

গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক আলোচনায় দেব্রের বক্তব্য অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর লেখা Revolution in the Revloution? (1968) বইটি থেকে লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষিতে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব ও কৌশল সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা পাওয়া যায়।

আর্নেস্টো 'চে' গেভারা (1928-67) আজেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুয়েনস্ আয়ারস্-এ মেডিকাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৫৩ সালে। এরপর পরই তিনি ডাক্তারি পেশায় প্রবেশ না করে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। ১৯৫৪ সালে মার্কস পড়েন এবং গুয়াতেমালায় কিউবার নির্বাসিত বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে মেক্সিকো সিটিতে আসেন। এখানেই ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মিলিত হন ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে এবং কিউবার বিপ্লবের কাজে যোগ দেন। এখানেই কিউবার বিপ্লবীরা প্রথম তাঁকে 'চে' (Che) নামে ডাকতে থাকেন (আর্জেন্টিনীয় প্রথায় স্বাগত জানানোর জন্য 'চে' কথাটি ব্যবহৃত হয়)। গেভারা ১৯৫৬ সালে কিউবার বিপ্লবীদের সঙ্গে কিউবার অরিয়েন্ত প্রদেশের সমুদ্রতীরে নামেন। বিপ্লবের কাজ চলতে থাকে। গেভারার নেতৃত্বে একটি ছোট গেরিলা দল ১৯৫৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পুরোদমে কাজ শুরু করে এবং ডিসেম্বর মাসে সান্তাক্লারার যুদ্ধে কিউবার শাসক বাতিস্তা-র সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমেই বাতিস্তা শাসনের পতন হলে গেভারা হাভানায় পৌঁছন এবং কাস্ত্রোর সঙ্গে যোগ দেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই কাস্ত্রো তাঁকে কিউবার নাগরিকত্ব দেন। গেভারা ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে কিউবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাগ্রারিয়ান রিফর্ম-এর শিল্পবিভাগের অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং নভেম্বরে কিউবার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (সে দেশের অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক) প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গেভারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ এবং চীন পরিভ্রমণ করেন। গেভারা ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে আফ্রিকার একাধিক দেশ পরিভ্রমণ করেন সেখানকার বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি অধ্যয়ন করার জন্য। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে হাভানায় ফিরে আসেন এবং এপ্রিলে একটি আন্তর্জাতিক মিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে কঙ্গো (Zaire) গিয়ে পৌঁছন। ১৯৬৫-র ডিসেম্বরে কিউবায় ফিরে এসেই বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। গেভারা ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে বলিভিয়ায় পৌঁছন ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে। গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের কাজে রত থাকা অবস্থাতেই ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে বলিভিয়ার সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি হন এবং পরে নিহত হন।

গেভারা ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি 'গেরিলা যুদ্ধের কৌশল' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে গেভারার গভীর ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদী বিপ্লবের কোনও কোনও প্রবক্তা ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে সংস্কারপন্থী উভয় গোষ্ঠীই গেরিলা যুদ্ধের বিরোধী। এই ব্যাপারে দেব্রে খুব স্পষ্ট

করেই বলেছেন : "...in reality guerrilla warfare is, paradoxically, interpreted both by the proponents of reformist self-defence and by ultra-revolutionary Trotskyism as a militarist tendency towards isolation of masses....Trotskyism and reformism join in condemning guerrilla warfare, in hampering and sobotaging it."[২] গেভারা-র মতে গেরিলা যুদ্ধ আসলে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। শুধু গেরিলা হিংসাই এর উদ্দেশ্য নয়, অথবা কোনও এক ধরনের মহান অ্যাডভেঞ্চার করাও গেরিলা যুদ্ধের সমার্থক নয়। গেরিলা যুদ্ধ একটি পন্থামাত্র, আর লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। গেরিলা যোদ্ধাদের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয়। তাঁদের সামনে কোনও বিকল্প থাকে না : হয় মৃত্যু নয় বিজয়। মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক বেশি বাস্তব এবং জয়লাভ করা একটি বৈপ্লবিক স্বপ্ন। গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রথমেই যে কথাটি সদাই মনে রাখতে হবে তা হল কোনও গেরিলা যোদ্ধাই একা বাঁচতে পারবে না। প্রত্যেক যোদ্ধাকেই চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকের এবং বাহিনীর সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। গেভারার মতে গেরিলা বাহিনী হল একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রগামী বাহিনী (political vanguard) যা ধীরে ধীরে people's army বা জনগণের সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। একেবারে ক্ষমতা দখলের শেষে এই জনবাহিনী একটি রাজনৈতিক দলের (political party) রূপ নেবে। কাস্ত্রো এবং গেভারা উভয়েই লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রথমেই কোনও রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না।

লাতিন আমেরিকার আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গেভারা খুব মনোযোগ দিয়েই লক্ষ করেছিলেন, এবং এ ব্যাপারে পড়াশুনা ও ব্যক্তিগত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ শক্তি ব্যবহার করেই তিনি তাঁর গেরিলা তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম ছাড়া লাতিন আমেরিকার সমাজ ও অর্থনীতিকে যে পুঁজিবাদী-সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় শাসক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না তা গেভারা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিউবার প্রাক্-বিপ্লব পরিস্থিতি, বলিভিয়ায় জাতীয় বিপ্লবের ব্যর্থতা, গুয়াতেমালায় আরবেনজ সরকারের উৎখাত হওয়া—এসব থেকেই গেভারা শিক্ষা নিয়েছিলেন যে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে আঁতাত করার বিশেষ বিপদ আছে কারণ মুক্তিকামী বিপ্লবীরা এই ধরনের আঁতাত করলে তা মরণোন্মুখ পুঁজিবাদকে অক্সিজেন দিয়ে সাহায্য করার সমতুল হবে এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা নষ্ট হবে। লাতিন আমেরিকার জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের কারণেই বিপ্লব-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল, এবং এরা বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে দমন করার জন্য সব সময় সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যে ধরনের আমলাতান্ত্রিক সামরিক শাসনযন্ত্র গড়ে তোলা হয় তা সবসময়ই সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়েই করা হয়। সুতরাং সেখানে সরকারি সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হয়। সেজন্য গেভারা জনগণের সমান্তরাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ওপর

জোর দেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ হিসেবে গেরিলা বাহিনী সংগঠনের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে লাতিন আমেরিকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একমাত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদের ও তার প্রতিনিধি জাতীয় বুর্জোয়াদের শোষণ থেকে মুক্তি সম্ভব।

গেভারার গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল : গেরিলা যুদ্ধ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অন্যতম প্রধান পন্থা। গেরিলা যুদ্ধ চালানোটাই উদ্দেশ্য নয় এবং এই ধরনের যুদ্ধ কখনওই রাজনীতিক কার্যকলাপের শেষ কথা নয়। তাঁর অভিজ্ঞতাসিঞ্চিত, সুচিন্তিত মত হল : একমাত্র একটি প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও বিপ্লব সাধনে নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবীদের সুসংহত গোষ্ঠীই পারে বিপ্লবের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে। এই ধরনের বিপ্লবী গোষ্ঠীকেই স্প্যানিশ ভাষায় বলা হয় 'ফোকো' (foco)! দেব্রে এই বিপ্লবী 'foco' সম্বন্ধে বিস্তৃত অলোচনা করেছেন যা গেভারার ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলা হয়েছে। গেরিলা foco-তত্ত্বের মূলকথা দুইটি : প্রথমত, foco কখনওই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে নিজে গড়ে ওঠে না, আর দ্বিতীয়ত, একবার foco সংগঠন করতে পারলেই তার সাফল্য সুনিশ্চিত হবে না। foco-র সাফল্যলাভের জন্য তার অনুকুল সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারলে foco কখনওই সাফল্য পাবে না। মনে রাখতে হবে, বিপ্লব এবং বিপ্লবী উভয়েই ইতিহাসের সৃষ্টি। মার্কসের অনুসরণ করে বলা যায়, foco-র শেকড় থাকে সমাজের পার্থিব-বৈষয়িক (material) পরিস্থিতির মধ্যেই।গেভারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, foco-র কোন ম্যাজিক করার ক্ষমতা থাকে না বা থাকতে পারে না। লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে foco-র কার্যকারিতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল : "....the awareness of the need for change and the certainty of the possibility of this revolutionary change.....combined with the objective conditions extremely favourable in almost all of Latin America for the development of the struggle and with the firm will to achieve it along with new correlations of forees in the world, create the time for action "[৬]

Foco-র কাজ আরম্ভ করার আগে গেভারা তিনটি শর্তপূরণের ওপর জোর দেন: প্রথমত, অত্যাচাবী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও অভিযোগ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়া—এতটাই বেড়ে যাওয়া যাতে কোনও রকমের আর্থনীতিক প্রশাসনিক প্রলেপ দিয়ে তার প্রতিবিধান সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, শাসকশ্রেণী তার দুর্নীতির জন্য জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছে এবং তার শাসন করার বৈধতা (legitimacy) হারিয়ে ফেলেছে। তৃতীয়ত, জমানা (regime) বদল করার জন্য সবরকম শান্তিপূর্ণ ও আইনসিদ্ধ উপায় কোনও কাজেই আসছে না। এই তিন শর্ত যুগপৎ পূরণ হলে বড় আকারের বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে সাহায্য করে এবং তখন foco সংগঠিত করে কাজে নামলে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা থাকে, যদিও সাফল্যের কোনও নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারে না।

গেভারা মনে করতেন যে, গেরিলা যোদ্ধাকে জনগণের সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সেজন্য তার মধ্যে মা- বিক গুণাবলীর সন্নিবেশ হওয়া প্রয়োজন। জনগণের সঙ্গে গেরিলা যোদ্ধার নিকট সম্পর্ক থাকে বলেই সে একজন দস্যুর থেকে আলাদা। সাধারণ দস্যুরা খুন-জখম ও লুঠতরাজ করে, জনগণের স্বার্থের কথা, তারা কখনওই বিবেচনার মধ্যে আনে না, কিন্তু গেরিলা যোদ্ধাকে সবসময় জনগণের স্বার্থের প্রতি নজর রাখতে হয়। জনগণের সমর্থন লাভের যোগ্য হয়ে উঠতে হয় বলেই গেরিলা যোদ্ধারা শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। গেরিলা যোদ্ধাদের মানসিকতায় এক ধরনের বৈপ্লবিক 'মিশন' বা সেবামূলক মনোভাব থাকে যা জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। গেভারা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে পাহাড়-জঙ্গলময় গ্রামীণ পরিবেশই গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন যে, গেরিলা যোদ্ধা "কৃষক বিপ্লবী" (agrarian revolutionary) বা গ্রামীণ সমাজ-সংস্কারক হিসেবে কাজ করবে এবং তার ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণা থাকবে। কৃষিসংস্কারকে সামনে রেখেই তাকে বৈপ্লবিক ন্যায়নীতির (revolutionary justice) প্রতিভূ হয়ে কাজ করতে হবে। গেরিলা যোদ্ধার বৈপ্লবিক নীতিজ্ঞান (revolutionary ethics) থাকা একান্তভাবেই জরুরি বলে মনে করতেন গেভারা। গেরিলা যোদ্ধাকে তিনি একজন 'পথপ্রদর্শক দেবদূত' (guiding angel), একজন স্বার্থশূন্য সাধুপ্রকৃতির মানুষ হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন যে তার 'মতাদর্শগত পথ-প্রদর্শন' কাজের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে ও কৃষকদের বৈপ্লবিক যুদ্ধে বন্ধুভাবাপন্ন অংশীদার করে নেবে। এইভাবেই গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে উঠবে। গেভারার মতে গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের মানসিক/নৈতিক বিকাশ ঘটবে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার (dialectical process) মাধ্যমে এবং এইভাবেই 'জনগণের সৈন্যবাহিনী' (people's army) অত্যাচারী শাসকের সৈন্যবাহিনীর সমান্তরাল শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে।

বিপ্লব-পূর্ববর্তী কিউবায় কৃষিতে যে ব্যবস্থা অনুসরণ করা হত তাকে স্পেনীয় ভাষায় বলে latifundia ; এই ব্যবস্থায় বিশাল জমি-জায়গার মালিকানা একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীর হাতে থাকত এবং জমিতে 'একটি ফসল' (mono-crop) ফলানো হত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিউবার কৃষিপ্রয়াসকে শুধুই বীট চাষেরমধ্যে সীমায়িত করে রাখে। ফলে জমির পুরো সদ্ব্যবহার করা হত না এবং কিউবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করতে বাধ্য হত। এইভাবে দেশের সম্পদের পর্যাপ্ত সদ্বব্যবহার না করার ফলে বেকারি চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী পথে পরিচালিত এই ব্যবস্থায় বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হত এবং কৃষকশ্রেণীকে চিরস্থায়ী বঞ্চনা ও সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হতো। এই ধরনের অবস্থার প্রেক্ষিতে গেভারা-প্রদত্ত গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বের একটি সামাজিক ভিত্তি লক্ষ করা যায়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এই কারণে কৃষকদের জমির ক্ষুধা (Land hunger) ও তাদের বঞ্চিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বৈপ্লবিক

পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এই দেশগুলিতে কৃষকশ্রেণীই ছিল 'জনগণের সৈন্যবাহিনী'।[৫] মনে রাখতে হবে, কিউবায় গেরিলা যোদ্ধাদের অধিকাংশকেই নেওয়া হয়েছিল কৃষকদের মধ্য থেকে।

গেভারা ছিলেন একজন প্রখর ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন বিপ্লবী। তিনি লাতিন আমেরিকার ভৌগোলিক অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার দিকে বিশেষ নজর দেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের Oligarchic সরকারগুলো। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তিনি 'জনগণের সেনাবাহিনী' (people's army) গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে তিনি গ্রামীণ অঞ্চলকে শহরাঞ্চলের থেকে অনেক বেশি উপযুক্ত বলে মনে করতেন। কেননা শহরাঞ্চলে গেরিলা যোদ্ধাদের ওপর আঘাত হানা শত্রুদের পক্ষে সোজা এই কারণে যে, শহরাঞ্চলে মানুষেরা তাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সদাই ব্যস্ত থাকে এবং সাধারণত গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য সহমর্মিতা বোধ করে না। উপরন্তু শহরাঞ্চলে গেরিলা যোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গার সুবিধে কম। গেভারার মতে 'গ্রাম' দুর্গের কাজ করে এবং পাহাড়ি এলাকা গেরিলা বাহিনীকে সুরক্ষা দেয় যাতে পরবর্তী সময়ে শ্রেণী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শাসনব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তোলা যায়।

গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে গেভারার চিন্তায় ফোকো (foco)-র রাজনৈতিক-সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কিউবার বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি (Strategy) এবং রণকৌশল (tactics) রচনা করেছিলেন।' গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি 'গ্রাম'-কে গুরুত্ব দিতেন 'আক্রমণের ঘাঁটি'' (base of operation) হিসেবে যাতে গেরিলা যোদ্ধাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। তাঁর গেরিলা যুদ্ধের রণনীতির মূল কথা ছিল : গেরিলা যুদ্ধ একটা দ্বান্দ্বিক (dialectical) অবস্থার সৃষ্টি করবে যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সমাজ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে। তাঁর তত্ত্ব রাষ্ট্র সম্পর্কে রাজনীতি ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকাঠামোর ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। তিনি চেয়েছিলেন এইভাবে যদি সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনকে দেখা যায় তাহলে গ্রামীণ মানুষের মনে বিপ্লবের বৈধতা (ligitimacy) সম্পর্কে ধারণা জন্মাতে পারে এবং অত্যাচারী বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে অবৈধ সে ধারণা তাদের মনে সৃষ্টি হতে পারে। গ্রামভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে গেভারা শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে স্পষ্টতর করতে চান যার ফলে রাষ্ট্রের আইনের বৈধতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জের মনোভাব তৈরি করা যায়। শহরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি। বরং তার যে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে তা মানতেন, কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য হল শহরাঞ্চলে যে গেরিলা যুদ্ধ হবে তা কখনওই স্বয়ংসম্পূর্ণ গেরিলা যুদ্ধ হতে পারে না। এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধ ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে কিন্তু সেকাজ বৃহত্তর গ্রামভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করতে হবে এবং বৃহত্তর রাজনীতির প্রয়োজন মাথায় রেখেই তা করতে হবে।

'বিপ্লব যদি নিয়ত এগিয়ে না যায় তাহলে তা পেছিয়ে পড়বে'—মার্কসবাদের এই অবস্থান গেভারার মধ্যেও দেখা যায়। তিনি বিপ্লবের গতিশীল চরিত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং গেরিলা 'ফোকো' (foco) এই গতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে বলে মনে করতেন। তাঁর গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বে জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে অগ্রগামী শক্তি হিসেবে উঠে আসে 'foco' যা জনগণের মধ্যে নিয়ত বৈপ্লবিক এবং আপসহীন কাজকর্মের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-পুঁজিবাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সংগ্রামের সূচনা করা ও ব্যাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে 'foco' একটি অসাধারণ অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনুকূল অবস্থায় 'foco' বিপ্লবের পক্ষে শক্তি সমাবেশ করতে সাহায্য করে এবং বিপ্লবী শক্তিকে একটি মূর্ত রূপ দেয়। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসারে 'foco' একই সঙ্গে হতে পারে ইতিহাসের সৃষ্টি ও স্রষ্টা। গেভারার মতে লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় প্রাতিষ্ঠানিক কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল গৌণ। রণনীতি ও রণকৌশলের বিচারে রুশ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল। কিউবার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল বিদ্রোহী সেনাবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় এবং সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও। গেভারা এবং দেব্রে দু'জনেই 'foco'র বিপ্লবী ভূমিকার ওপর জোর দেন। এঁদের দুজনের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এঁরা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব সংক্রান্ত বক্তব্য খারিজ করে দেন, কেননা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠনে এঁরা বিশ্বাস করতেন না। লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষিতে সেরকম বিশ্বাস করা সম্ভবও না। তাঁরা মাও-জে-দং-এর 'চতুর্গোষ্ঠির যুক্তফ্রন্ট'' তত্ত্বও গ্রহণ করেননি, এবং, বলা বাহুল্য, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংসের জন্য ট্রটস্কির "স্থায়ী বিপ্লব" (permanent revolution)-এর তত্ত্ব তাঁদের মনে কোনও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। কেননা, গেভারা ও দেব্রে উভয়েই একান্তভাবেই লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত ছিলেন।

লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের, বিশেষ করে কিউবার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, গেরিলা যুদ্ধের তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর —গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি; দ্বিতীয় স্তর—তার বিকাশ; এবং তৃতীয় স্তব—বিপ্লবী সামরিক আক্রমণ যা একই সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক। গেভারা ও দেব্রের মতে, প্রথম স্তরটি সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাধ্য। এই স্তরে গেরিলা যোদ্ধাদের পুরোপুরি ভবঘুরের জীবনযাপন করতে হয়। কোনও একটি জায়গায় স্থায়ীভাবে তাঁবু খাটিয়ে তাদের থাকা উচিত নয়, কারণ এই স্তরে যে কোনও সময়, যে কোনও দিক থেকে এবং যে কোনও ধরনের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে যেতে হয়। গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল (tactics) যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেই স্থির করতে হয়। প্রথম স্তরে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

ব্যবস্থা ও খবরাখবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়, খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র জোগানোর রাস্তা ঠিক করতে হয় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে কোথা থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তাও ভেবে রাখতে হয়। প্রথম স্তরের চেয়ে দ্বিতীয় স্তর দীর্ঘতর হয়। এই সময় গেরিলা যোদ্ধাদের কঠিন ও বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে কাজ করার উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হয়। তৃতীয় স্তরে, গেরিলা যুদ্ধের আসল আক্রমণাত্মক কাজকর্মের জন্য উপযুক্ত অঞ্চলকে নির্দিষ্ট করে শত্রুদের ওপর আক্রমণের কাজ আরম্ভ করতে হয়। এইভাবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে গেরিলা বাহিনী সংখ্যায় বেড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। গেরিলা বাহিনীর অস্ত্রশক্তি (fire power) ও আক্রমণ করার ক্ষমতা (Offensive strength) বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ। গেরিলা যোদ্ধারা নতুন নতুন যোদ্ধা সংগ্রহ করার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে।

গেভারা এবং দেব্রে উভয়েই জোর দিয়েছেন গেরিলা যোদ্ধাদের কাজে গোপনীয়তা (secrecy) রক্ষার ওপর। গোপনীয়তার মধ্যে গেরিলা যুদ্ধের জন্ম এবং গোপনীয়তার বাতাবরণে তা বিকাশ লাভ করে। গেরিলা যোদ্ধাদের নিজের নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়। পূর্ব-চিহ্নিত কর্মপন্থাঅনুযায়ীই তারা কোনও প্রকাশ্য স্থানে এবং বিশেষ মুহূর্তে দেখা দেয়। অ-সামরিক (civilian) জনগণের জীবনযাত্রা থেকে গেরিলা যোদ্ধাদের জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। মনে রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বঞ্চনা ও নিষ্পেষন থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হলেও প্রকাশ্যে এবং প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের নেতা হিসেবে যুদ্ধ করা গেরিলা যোদ্ধাদের কাজ নয়। তাদের মূল কাজ হল শাসকশ্রেণীর এবং জোতদারদের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অতর্কিতে আঘাত হানা। এই কাজে গেরিলা যোদ্ধারা সাফল্য লাভ করলে কৃষকদের সুরক্ষা সম্ভব হয়। জনগণের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত স্থিতস্বার্থের প্রতিনিধিদের সামরিকভাবে দুর্বল করে ধ্বংস করতে পারলে শোষিত জনগণকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে গেরিলা যোদ্ধাদের উদ্যোগ নিতে হবে, এবং সেই কারণে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ও তাদের ওপর নির্ভর করে গেরিলা আক্রমণ সংগঠন করা উচিত নয়। গেরিলা রণকৌশলের গোপনীয়তা ও কার্যকারিতা রক্ষা করার জন্যই স্থানীয় জনগণের ওপর নির্ভর করে আক্রমণের রণনীতি ও কার্যক্রম স্থির করা উচিত নয়। এই রণকৌশলের পক্ষে গেভারার কিছু যুক্তি আছে। প্রথমত, গেরিলা 'ফোকো' (foco) নিজের পথে স্বাধীনভাবে কাজ করবে অত্যাচারী সামরিক বাহিনীর হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এর ফলে স্থানীয় কৃষক পরিবারগুলির ওপর সন্দেহ জাগতে পারে না। দ্বিতীয়ত, গেরিলা যোদ্ধাদের পক্ষে ক্ষিপ্রগতি অর্জন করা বিশেষ জরুরি। গোপনীয়তা ও ক্ষিপ্রগতি না থাকলে গেরিলা যোদ্ধাদের পক্ষে শত্রুবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। সেজন্য গেরিলা

যোদ্ধারা কখনওই গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের বাসায় বাস করে না। তৃতীয়ত, প্রয়োজনমতো গ্রামের সব পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, কিন্তু কোনও বিশেষ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে না। গ্রামবাসীদের নিয়ে আলোচনা সভা করতে হলে ওপর ওপর এমন ভাব দেখাতে হবে যাতে মনে হবে যে তাদের জোর করে সভায় আসতে বাধ্য করা হয়েছে। এই কৌশলের মাধ্যমে শত্রু সামরিক বাহিনীকে বুঝতে দেওয়া হয় না যে, গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের কোনও বোঝাপড়া আছে। চতুর্থত, গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে গেরিলা সদর দপ্তর থেকে দূরে কোন স্থানে এবং অত্যন্ত গোপনভাবে। আর কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে তা যেন গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে সকলে না জানতে পারে। কেননা, গ্রামবাসীদের টাকা-পয়সা দিয়ে নৈতিক দুর্নীতির শিকার করা অত্যাচারী সামরিক বাহিনীর পক্ষে সহজ কাজ। সেইসঙ্গে দেখতে হবে, যেসব গ্রামবাসীদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তারাও যেন গেরিলা বাহিনীর সদর দপ্তরের হদিশ না পায়। গেভারা তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, "যদি কখনও কোনও গ্রামবাসী আমাদের দপ্তরের কাছাকাছি এসে পড়ত তাহলে সেই অঞ্চলে গেরিলা আক্রমণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে আটকে রাখতাম।"[৬] এই সতর্কতার অর্থ কৃষকদের অবিশ্বাস করা নয়। যুক্তি হল এই যে, গেরিলা যোদ্ধাদের গতিবিধি সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রামবাসীদের ধারণা ও বিচার-বিবেচনা সব সময় সঠিক না হতে পারে এবং শারীরিক অত্যাচারের মুখে গ্রামবাসীরা গেরিলা যোদ্ধাদের সম্বন্ধে তথ্য শত্রুবাহিনীকে বলে ফেলতে পারে। পঞ্চমত, গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে যদি একজনও দলত্যাগ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই গেরিলা ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। আর খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ যারা করবে তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে, কারণ তাদের মাধ্যমেই গেরিলা 'ফোকো' (foco)-র গতিবিধি জানা যায় এবং 'ফোকো'র মধ্যে অনুপ্রবেশ করা যায়। গেভারা মনে করেন, এই ধরনের কর্মীরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে খুবই বিপজ্জনক, কেননা এরা শত্রু সামরিক বাহিনীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য, সমরসজ্জা ও অস্ত্রবল দেখে গেরিলা বাহিনীর জয় সম্বন্ধে সন্দিহান ও হতাশ হয়ে যেতে পারে এবং উপবাস ও কষ্টের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারে। •

গেরিলা যুদ্ধে কোনও বিশেষ অবস্থার (situation) সুবিধা গ্রহণ করতে হলে যোদ্ধাদের মধ্যে গতি (mobility) ও অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার (adjustment) ক্ষমতা থাকা উচিত। আঘাত হানার কাজে গোপনীয়তা (secrecy), ক্ষিপ্রতা (rapidity) এবং চমক (surprise) খুবই প্রয়োজন। অনেক চিন্তাভাবনা করেই আঘাত হানার ছক কষতে হয়। গেরিলা যুদ্ধের কাজে মহিলা, শিশু ও ঘরবাড়ির জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়া বড় ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুধু নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষার পথ নিয়ে চললে গেরিলা বাহিনী শোষিত ও দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব নিতে সক্ষম হবে না। গেরিলা নেতৃত্বকে বৃহত্তর জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের গুরুত্ব বুঝতে হবে। সুতরাং আত্মরক্ষা করে চলা তার রণনীতি হতে পারে না। গেরিলা বাহিনীকে নিজের উদ্যোগেই শত্রুর ওপর সামরিক

আঘাত হানতে হবে এবং শত্রুবাহিনীকে স্থায়ী আত্মরক্ষার (permanent defensive) পথে ঠেলে দিতে হবে। তাহলেই শত্রুবাহিনী গেরিলা যোদ্ধাদের পিছু নিতে অপারগ হয়ে পড়বে। দেব্রের মতে, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধারা এই রণকৌশল গ্রহণ করেছিল এবং লাতিন আমেরিকাতেও এই কৌশল সাফল্য এনে দেয়।

কিউবার বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, গেরিলা যুদ্ধে সব সময় পূর্ণ 'রণনীতি' (total strategy) আগে স্থির করে তারপর আক্রমণে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন মাফিক 'রণকৌশল' (tactics) গ্রহণ করে ধীরে ধীরে 'রণনীতি' (strategy)-তে পৌঁছন যায় শুধু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। কিউবার বিপ্লবে গেরিলা যোদ্ধারা পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদের জন্য 'সুরক্ষা কেন্দ্র' (security zone) তৈরি করেছিল যার সঙ্গে চীনে মাও যে ধরনের supportive base গঠন করেন তার তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু দেব্রের মতে এই তুলনা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। চীনে মাও 'supportive base' সম্বন্ধে যে তত্ত্ব দেন সেখানে কতকগুলি শর্ত ছিল তা লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে নেই। যেমন : (১) চীনে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডব্যাপী গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল এবং সেজন্য পশ্চাৎভূমি (hinterland)-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সমস্যা থাকায় supportive base তৈরি করা প্রয়োজন ছিল; লাতিন আমেরিকার অবস্থা তা নয়। (২) চীনে গ্রামীণ জনগণের ঘনবসতি ছিল বেশি। সুতরাং supportive base তৈরি করতে খুব অসুবিধে ছিল না; লাতিন আমেরিকায় অবস্থা ভিন্ন। (৩) চীনে শত্রুবাহিনী জাপানের পক্ষে আকাশপথে সৈন্য আনার অসুবিধে ছিল, কিন্তু লাতিন আমেরিকায় তা নয়। (৪) চীনে গেরিলা বাহিনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বেতার-যোগাযোগের অভাব ছিল, লাতিন আমেরিকায় সে অভাব ছিল না। (৫) চীনের ক্ষেত্রে গেরিলা বাহিনী ছিল বিশাল (প্রায় দশ লক্ষ যোদ্ধা), সুতরাং তাদের পক্ষে "war of position" চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং supportive base-এর খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল।

কিউবার বিপ্লবের শিক্ষা হল : গণঅভ্যুত্থান বিরোধী (counter-insurgency) শক্তির পক্ষে গেরিলাদের বিদ্রোহ দমন করা খুবই সহজ হয় যদি যুদ্ধ ক্ষণস্থায়ী হয়, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার আগেই গেরিলা 'ফোকো' (foco)-কে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস করা যায়। গেরিলা বাহিনী সময় চায়, কিন্তু শত্রুবাহিনী সময় নষ্ট করতে চায় না; গেরিলারা অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চায় কিন্তু অত্যাচারীরা শেখার সুযোগ দিতে চায় না এবং গেরিলা যোদ্ধাদের 'সুরক্ষা কেন্দ্র' (security zone) গড়ার সুযোগ দিতে চায় না। লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে গেভারা বুঝেছিলেন যে, অনুপ্রবেশ (infiltration) ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে গেরিলা বাহিনীর প্রধান শক্তি হল তার 'সচলতা' (mobility); সুতরাং অবস্থা অনুকূল না হলে 'মুক্তাঞ্চল' (base) গড়া উচিত নয়। গেরিলা যোদ্ধাদের মুক্তাঞ্চলে থাকবে

হস্তশিল্পকেন্দ্র, হাসপাতাল, বেতারকেন্দ্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈরির কারখানা, এবং গেরিলা প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এইসব সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলতে সময় লাগে এবং একবার গড়ে তোলার পর দেখা উচিত যাতে এগুলি হাতছাড়া না হয়। সেজন্য 'মুক্তাঞ্চল' গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা উচিত। গেরিলা যুদ্ধের প্রধান কর্মসূচি হল শত্রুসৈন্য ধ্বংস করা এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেওয়া।

গেভারা-র মতে শোষিত মানুষের মুক্তি অর্জনের জন্য যে ফ্রন্ট তৈরী করা হয় তার 'সশস্ত্র মুষ্ঠি' (armed fist) হল গেরিলা বাহিনী। গেরিলা বাহিনীকে সব সময় পার্টির নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করতে হলে তার ফল খারাপ হতে পারে। দেব্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : "The 'fist', however well-armed, must consult the head [i.e. leadership] before making a move"[৮] এবং "the guerrilla commander must 'go down' to where 'politics' are made and guided."[৯] কিন্তু পার্টির নেতার সঙ্গে আলোচনার জন্য গেরিলা সেনাপতির কখনওই শহরে যাওয়া উচিত হবে না; প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠাতে পারেন। কেননা, শাসকশ্রেণী সাধারণত অপেক্ষা করে কখন গেরিলা নেতা শহরে আসবে চিকিৎসার জন্য বা অন্য কোনও কারণে। প্রকৃত গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধ করাই তাদের প্রধান কাজ, সুতরাং শাসক শ্রেণী গেরিলা যোদ্ধাদের সোজাসুজি মেরে ফেলতে চায়, তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না; দ্বিতীয়ত, গেরিলা যোদ্ধারা যদি শহর-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে তাদের মধ্যে একধরনের হীনমন্যতা বাড়তে পারে এবং তারা অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, নির্দেশ, এমনকি আক্রমণের সময়সূচির জন্য শহরে নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার ফলে গেরিলা সংগ্রাম ব্যাহত হতে পারে। গেভারা চান গেরিলা বাহিনী তাদের শহুরে সহকর্মীদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করেই চলবে। প্রয়োজনে তাদের সমালোচনাও করবে। কিন্তু গেভারা একটি single command-এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। এই ধরনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন হল বিপ্লবের কাজে সমন্বয় আনা। এই সমন্বয় না থাকলে কী হয়, তা বলেছেন দেব্রে : "The lack of a single command puts the revolutionary forces in the situation of an artillery gunner who has not been told in which direction to fire, of a line of attack without a principal direction of attack : the attackers are lost on the field, they shoot at random, and die in vain"[১০] গেভারা তাঁর "গেরিলা যুদ্ধ" (১৯৬০) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "It is fundamental to recognise that a suburban guerrilla band can never spring up of its own accord....the suburban guerrilla will always be under the direct orders of chiefs located in another zone. The function of this guerrilla band will not be to carry out independent actions but to coordinate its activities with overall strategic plans."[১১]

গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল সম্বন্ধে গেভারার সুস্পষ্ট মত হল শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

কোনও দীর্ঘস্থায়ী ফললাভ হয় না, বরং এর কিছু রাজনৈতিক বিপদ আছে। কিন্তু যদি শহরে সন্ত্রাস কোনও গ্রামাঞ্চলভিত্তিক বৃহত্তর সংগ্রামের প্রয়োজনে সংগঠিত হয় তাহলে সামরিক দিক থেকে এর একটা রণনীতিগত (strategic) মূল্য আছে। এর মাধ্যমে শত্রুসেনাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশকে অচল করে দেওয়া যায়, কেননা তখন সেনাবাহিনী শহরাঞ্চলের কলকারখানা, সেতু, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, অফিসবাড়ি, জাতীয় সড়ক, তৈলবাহী পাইপ লাইন ইত্যাদি রক্ষা করার কাজেই ব্যস্ত থাকবে। শোষক শ্রেণীর এজেন্ট হিসেবে সরকার তখন সব জায়গায় সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থরক্ষা কবার কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে গেরিলা যোদ্ধাদের সেইভাবে কোনও কিছু রক্ষা করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় না। কিউবা বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাতিস্তা সরকার কখনওই তার মোট সৈন্যবাহিনীর এক-পঞ্চমাংশের বেশি সৈন্য গেরিলা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেনি। ফলে বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। সুতরাং রণনীতি হিসেবে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গ্রামীণ গেরিলা বাহিনীকে সুসংবদ্ধ করা। ফিদেল কাস্ত্রো সেই কারণেই কিউবা বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই গ্রামীণ গেরিলা বাহিনীর একাধিপত্যকে সমর্থন করেন।

গেভারার রণকৌশল ছিল ছোট সংগঠন থেকে বড় সংগঠনের দিকে যাওয়া। জনগণের সেনাবাহিনী গড়ার প্রথম ধাপ ছিল গেরিলা 'ফোকো' তৈরি করা যার থেকে পরে ধীরে ধীরে জাতীয় বৈপ্লবিক ফ্রন্ট গড়ে উঠবে। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, সংগ্রামী সংগঠনকে মজবুত না করে বিদ্রোহী অভ্যুত্থান ঘটানো অনুচিত। যখন গেরিলা 'ফোকো' যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করবে এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে একমাত্র তখনই সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযাগ করা উচিত, এবং তাও সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য নয়, বরং শত্রু সামরিক বাহিনীর পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য।

তাঁর নিজের গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে গেভারা বুঝেছিলেন যে, তথাকথিত 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' (psychological warfare) সাফল্য লাভ করতে পারে যদি যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ সংগঠিত করা যায়। সুতরাং তাঁর মতে গেরিলা বাহিনী প্রয়োজনমতো শান্তি আলোচনার কথা বলতে পারে কিন্তু তা যুদ্ধ থামিয়ে দিয়ে নয়। প্রচার করতে হবে যে, গেরিলা যোদ্ধারা শান্তি চায় কিন্তু শত্রুসৈন্যই শান্তি আলোচনা ব্যাহত করছে। এই ধরনের প্রচার গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম রণকৌশল।

কাস্ত্রো ও দেব্রের মতো গেভারাও মনে করতেন, রাজনৈতিক ফ্রন্ট যদি শুধু আলোচনা-বিতর্কের জন্য গঠিত হয় তাহলে তার হাতে গণযুদ্ধ (people's war) পরিচালনার নেতৃত্ব থাকা উচিত নয়। কারণ, বিভিন্ন ধরনের নেতাদের নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক ফ্রন্টে রাজনীতির কচকচানি, বিতর্ক ও নিরন্তর আলোচনা চলতে থাকে এবং মাঝে মাঝে 'ক্ষণস্থায়ী আপস' গড়ে তোলা হয়। এই ধরনের ফ্রন্টের মাধ্যমে সংগ্রামী আন্দোলনের কূটনৈতিক (diplomatic) দিকগুলি সামলানো যায় বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার পক্ষে তা অনুপযুক্ত। গেরিয়া যুদ্ধের প্রযুক্তিগত দিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে

ওয়াকিবহাল থাকলে এবং গেরিলা যোদ্ধাদের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন হলে তবেই সংগ্রামী মুক্তিযুদ্ধে যথাযথ নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। প্রায়শই 'সশস্ত্র সংগ্রাম' কথাটি ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই ধরনের সংগ্রামের উপযুক্ত দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব দেখা যায় নেতাদের মধ্যে। এমনকি তাঁদের কোনও সদর্থক রণকৌশলও থাকে না। নেতাদের মধ্যে যেটা সাধারণত দেখা যায় তা হল এক ধরনের ''happy pragmatism'' যার চরিত্র গেরিলা যুদ্ধের চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গেভারার মতে 'গণযুদ্ধ' (people's war) এক ধরনের প্রায়োগিক কৌশল যা জঙ্গল-পর্বতাকীর্ণ পরিবেশে ব্যবহার করা হয় এবং এই রণকৌশল রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে ব্যবহার করা উচিত। আর লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে এমন রাজনৈতিক 'কর্মী' (cadre)-র কথা ভাবাই যায় না যে একই সঙ্গে সামরিক 'কর্মী' নয়। এই ধরনের কর্মীদেরই গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটি করতে হয়। লাতিন আমেরিকার পরিবেশে কথাটি বিশেষভাবে সত্য। সাধারণভাবে, বিশেষ করে জনবহুল এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে অত্যাচারী-শোষক প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় অনেক কিন্তু গণমুক্তিকামী বিপ্লবীদের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কম। সুতরাং গ্রামীণ দারিদ্র্যের পরিবেশে বঞ্চিত-শোষিত মানুষের ও গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা এখানে এমন খুব বেশি নয় যাতে অস্ত্রের পরিবর্তে শোষিত মানুষের, ও গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যার জোরেই শোষকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো যায়। সুতরাং গেভারার যুক্তি এই যে, লাতিন আমেরিকার গেরিলা যোদ্ধাদের প্রধানত অস্ত্রের জোরেই আক্রমণ শানাতে হবে এবং সেজন্য এইসব দেশে গেরিলা বাহিনীকে যোদ্ধাদের দক্ষতার সঙ্গে মাইন, বাজুকা ও আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। এখানে গেরিলা যোদ্ধাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শত্রুসেনার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া এবং নিতান্ত প্রয়োজন হলে শত্রুসেনাকে বধ করা। সুতরাং লাতিন আমেরিকার গেরিলা বাহিনীর নেতাদের সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় বিষয়েরই খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, গেভারা মনে করতেন যে, বৈপ্লবিক কর্মী (cadre) বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে গেরিলা যুদ্ধ অনেক বেশি ফলপ্রদ। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার ভিত্তিতে তিনি বুঝেছিলেন, কৃষক শ্রেণী—এমনকি পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণী—গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বেশি শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবের কাজে গুপ্ত বাহিনী বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাস্ত্রো নির্দেশ দিয়েছিলেন : ''To these who show military ability, also give political responsibility.'' কাস্ত্রো এবং গেভারা উভয়েই বিপ্লব সংঘটিত করার কাজে জনগণের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং জনগণকে বিপ্লবের কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রাগ্রসর (vanguard) নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন, কিন্তু এই নেতৃত্বকে যে অবধারিতভাবে কেতাবি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসরণ করে বিপ্লবের পথে এগোতে

হবে একথা তাঁরা মনে করতেন না, অন্তত লাতিন আমেরিকার মতো গ্রামীণ পরিবেশে সেরকম কোনও প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি।

গেভারা চেয়েছিলেন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা একযোগে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করেই কাজ করবেন, কোন ধরনের যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে। তাঁর মূল বক্তব্য হল : "leadership must be homogencons, political and military simultaneously" তিনি মনে করতেন, গেরিলা যোদ্ধাদের শেষমেশ রাজনীতির প্রাগ্রসর অংশ (vanguard) হিসেবে কাজ করতে হবে। গেরিলা আন্দোলনকে সামরিকভাবে জয়লাভ করতে হলে রাজনৈতিকভাবে জনগণের বৃহত্তর অংশকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে। গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল সম্বন্ধে গেভারার বক্তব্যের মূল কথা হল শোষিত জনগণকে সঙ্গে নিয়েই গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে। অন্যথায় বিজয়লাভ অসম্ভব। বিপ্লবের প্রয়োজনেই কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করতে হবে, আর গেরিলা বাহিনীর মাধ্যমেই এই জোট গড়ে উঠতে পারে। দেব্রের ভাষায়: "The guerrilla army is a cinfirmation in action of this alliance ; it is the personification of it [i.e. alliance of workers and peasants]." মুক্তিসংগ্রাম চলাকালীন সময়েই গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পরে তা আর করতে পারবে না।

কিউবার বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপরেখা তৈরি করেছিলেন রেজিস দেব্রে। গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল (art) এবং বিজ্ঞান (science) সম্বন্ধে তিনি তাঁর তাত্ত্বিক বক্তব্য উপস্থিত করেন। তাঁর মতে কিউবার বিপ্লব পূর্বতন সমস্ত মার্কসীয় বিপ্লবের কলাকৌশল একেবারে উল্টেপাল্টে দিয়েছিল। কিউবার বিপ্লবে কোনও রাজনৈতিক দলকে সামনে রাখা হয়নি। পর্বতাঞ্চল থেকে বিপ্লবের কাজকর্ম চালিয়েছিল বিদ্রোহী সেনাদল। এই কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের একীকরণ হয়েছিল যার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। দলের মধ্যে উপদলীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বদলে কার্যক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। কিউবার বিপ্লবের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল গেভারার গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও কৌশলের ওপর। লাতিন আমেরিকার নিজস্ব পরিবেশে অত্যাচারী, শোষক ও শক্তিশালী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে ওঠে গেরিলা যুদ্ধ। গেভারার বৈপ্লবিক চিন্তার অঙ্কুরোদগম হয়েছিল কিউবায় এবং তার প্রয়োগ হয়েছিল বলিভিয়ায়। তাঁর নেতৃত্বেই বলিভিয়ায় প্রথম গেরিলা 'ফোকো' তৈরি হয়েছিল। এই 'ফোকো'র মধ্যে ছিল সতেরো জন কিউবার বিপ্লবী, তিনজন পেরুর বিপ্লবী ও উনত্রিশজন বলিভিয়ার বিপ্লবী। এই বহুজাতিক চরিত্রের কারণে বলিভিয়ার গেরিলা 'ফোকো'র মধ্যে প্রথম থেকেই শৃঙ্খলা (discipline) ও আত্মোৎসর্গ (dedication) সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। গেরিলা জীবনের দুঃখকষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও দলত্যাগ ঘটতে থাকে। একই সঙ্গে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না, সেজন্য শহুরে গেরিলা যোদ্ধা বেশি পাওয়া যায়নি।

গেভারা-কে নেতা হিসেবে মেনে নিতে কমিউনিস্ট নেতাদের অনীহা ছিল। অন্যদিকে আমেরিকান সেনাবাহিনী বলিভিয়ার সেনাবাহিনীকে counter insurgency বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এইরকম একাধিক কারণে বলিভিয়ায় গেভারা পরিচালিত গেরিলা 'ফোকো' সাফল্যলাভ করতে পারেনি। গেরিলা যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য প্রয়োজন তিনটি প্রধান নিয়ম : দেব্রের ভাষায় এগুলি হল "Constant vigilance, constant mistrust, constant mobility", অর্থাৎ সদাসতর্ক থাকা, সবাইকে বিশ্বাস না করা এবং সদা সচল থাকা। যেখানে রাজনৈতিক-সামরিক অর্থে এই তিনটি নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলা সম্ভব হয় না সেখানে গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যও সুনিশ্চিত করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব ও কৌশল সম্বন্ধে মাও-জে-দং ও চে গেভারার চিন্তাভাবনার তুলনা করে দেখা প্রয়োজন। মাও ছিলেন বিশ শতকের অন্যতম গেরিলা বিপ্লবী, গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব ও কলাকৌশল গড়ে তোলায় তাঁর দান অসাধারণ। আর গেভারার চিন্তাভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা বিশেষভাবে লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছিল। মাও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন ১৯৩০-এর দশকে জনবহুল চীনদেশে, আর গেভারা গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ১৯৫০-৬০ এর দশকে। মাও কাজ করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। মাও-কে লড়তে হয়েছিল বিদেশি শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে, আর গেভারাকে লড়তে হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের পরে সামরিক শক্তিতে প্রবল শক্তিশালী আমেরিকা ও দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক-বুর্জোয়া শক্তিদের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে।

মাও-এর তত্ত্বে কৃষকদের জলের সঙ্গে এবং গেরিলা যোদ্ধাদের মাছের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, গেরিলা যোদ্ধারা কৃষকদের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ চালাবে। এমনকি কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিক সমাজসেবার কাজও করবে। গেভারার মতে গেরিলা যোদ্ধাদের, কৃষকশ্রেণীর সমর্থন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করাই উচিত। মাও-এর মতে গেরিলা যুদ্ধকে বিপ্লবের বৃহত্তর সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। মাও-এর কাছে গেরিলা যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিপূরক সংগ্রাম। কিন্তু গেভারা চেয়েছিলেন গেরিলা বাহিনী গণযুদ্ধের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

মাও-এর নেতৃত্বাধীন লাল ফৌজে (Red army) কৃষক, শ্রমিক এবং লুম্পেন প্রলেতারিয়ত সকলেই ছিল। গেভারা গেরিলা 'ফোকো'-তে কেবল এমন যোদ্ধাদেরই রাখতে চাইতেন যাদের আচার-আচরণের "নৈতিক" মান কৃষকদের ও গ্রামবাসীদের উন্নত জীবনধারণের জন্য আদর্শ স্থাপন করবে।

মাও কখনওই গেরিলা যুদ্ধকে বিপ্লবের একমাত্র পন্থা বলে মনে করেননি। তিনি গেরিলা যোদ্ধাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন 'লাল ফৌজে'র অগ্রগতিকে সাহায্য করার জন্য। গেভারা চেয়েছিলেন গেরিলা 'ফোকো'-কে কেন্দ্র করেই বিপ্লব সংঘটিত হবে এবং 'ফোকো'কে কখনই সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হবে না।

চীনদেশে মাও ও কমিউনিস্ট পার্টিকে একাধিক 'দ্বন্দ্ব' (contradictions)-এর মোকাবিলা করতে হয়েছিল—যেমন, কৃষকশ্রেণী, প্রলেতারিয়েত, শহুরে পাতি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্বে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে ছিল নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব এবং বিপ্লবী শক্তি সমবায় গড়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু কিউবায় গেভারা-কাস্ত্রোর কর্মকাণ্ডে পার্টি আগে তৈরি হয়নি। দেব্রের ভাষায় কিউবায় ''Party was in embryo'', সেখানে বিদ্রোহী সেনাবাহিনী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়।

আবার মাও এবং গেভারা-র কাজকর্মে কিছু কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা দুজনেই বিপ্লব-পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ করেছিলেন। দুজনেই স্বীকার করেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধের একটা রাজনৈতিক ভূমিকা আছে এবং বিপ্লবের কাজে জনগণের কাছে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আছে গেরিলা বাহিনীর। দুজনেই চেয়েছিলেন গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। দুজনের বিপ্লব তত্ত্বেই দেখা যায় বিপ্লবী সচেতনতার নৈতিক (moral and ethical) আবেদনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গেভারা গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশলের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে 'ফোকো' (foco) গঠনের ওপর জোর দেন। তাঁর গেরিলা 'ফোকো' একমাত্র এইসব দেশেই সাফল্য পায় যে সব দেশে নগরায়ন কম হয়েছে, পাহাড়-জঙ্গল আছে এবং মোট জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই কৃষকশ্রেণীভুক্ত; যেমন, ক্যারিবিয়ান দেশগুলি, কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা এবং নিকারাগুয়া। কিন্তু এই ধরনের অবস্থা নেই এমন দেশগুলিতে গেরিলা 'ফোকো' খুব কিছু সাফল্য পায়নি; যেমন—আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল ও উরুগুয়ে। গেভারা-র মৃত্যুর পর তাঁর গেরিলা 'ফোকো' তত্ত্বের আকর্ষণও অনেকটাই কমে গেছে।

চে গেভারা তাঁর অসাধারণ সাহসের জন্য বিশ্বের সকল বিপ্লবীদের প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কাস্ত্রোর মতে চে গেভারার চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ''loyalty to revolutionary principles, integrity, courage, generosity and selflessnes''[১৩] অনেকে গেভারা-কে দুঃসাহসিক ও আদর্শবাদী বলে নিন্দে করলেও কাস্ত্রোর মতে গেভারা ছিলেন পদ বা নেতৃত্বের মোহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত একজন বিপ্লবী। কিউবায় ও বলিভিয়ায় বিপ্লবের কাজ করার সময় গেভারার মধ্যে ''proverbial tenacity, skill, stoicism, exemplary attitude'' এবং 'irre-proachable responsibility'' দেখা যায়।[১৪] গেভারা তাঁর কাজে কখনওই হাল ছাড়তেন না। তিনি নিজের কাজে ছিলেন সদা নিষ্ঠাবান। নিজেকে সবসময় একজন ''বিপ্লবী সৈন্য'' বলে ভাবতে ভালোবাসতেন। ''কর্তব্য'' ও ''ত্যাগ'' এই দুটি ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। যে কোনও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বিরোধী সংগ্রামে এবং মানুষের পৌর অধিকারের সংগ্রামে চে গেভারা ছিলেন সকলের কাছে উৎসাহের উৎস! পৃথিবীর সকল অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী মানুষের কাছে চে গেভারা ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ।

সূত্র নির্দেশ

১. Che Guevara, 'Guerrilla Warfare : A Method', in *Venceremos. p. 378*

২. Regis Debray, *Revolution in the Revolution ? (Pelican. 1968), pp. 40-41*

৩. Che Guevara, Op. cit, quoted in Bikas Chakrabarti, *Che Guevara : The Iconoclast* (Calculatta : Progressive publishers, 2000) p 82

৪. এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Bikas Chakrabarti, op cit, ch III

৫. Che Guevara, *Remminiscences of the Cuban Revolutionary war* (New York and London : Monthly Review Press, 1971)

৬. R Debray, Op cit, p 43

৭. Debray, op. cit, pp. 60-61

৮. Ibid p. 65

৯. Ibid p. 66

১০. Ibid pp 71-72

১১. Quoted in Debray, Op. cit, p. 73

১২. Debray, Op cit, p 109

১৩. D. Deutschamann (ed.) *Che : A Mamoir by Fidel Castro* (Calcutta National Book Agency, 1994) p 64

১৪. Ibid, p. 89

চে ও তাঁর বিপ্লবী মানবিকতাবাদ : নব দিগন্তের আলোক সংবাদ

সুজিত সেন

১. চে-র মতে কিউবায় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হবে মন, অর্থনীতি নয়। মানসিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা অনেক কাম্য। জাগতিক উৎসাহের পরিবর্তে মানসিক উৎসাহ প্রদান করতে হবে। চে-র কথায়—'সাম্যবাদী নৈতিক চরিত্র ব্যতীত অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র আমাকে আগ্রহান্বিত করে না। আমরা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই লড়ছি না, বিযুক্তির সঙ্গে লড়ছি।'

২. সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ করতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে নতুন মানুষও অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

৩. বিপ্লবীরা আসবে জনগণের প্রকৃত নিজস্ব সুরে নুতন মানুষের গান গাইবার জন্য। এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ।

৪. তোমার ভাবাদর্শের মৃত্যু হয়নি। আমরা যারা তোমার পাশে থেকে লড়েছি, মৃত্যু অথবা চূড়ান্ত জয় না আসা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ নিলাম। তোমার পতাকা, যা আমাদেরও, কখনও লুটিয়ে পড়বে না। আমাদের লক্ষ্য—জয় অথবা মৃত্যু।

৫. আরো একটি চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি (চে: সম্পাদক)। প্রজ্ঞা বা ইচ্ছাশক্তির নয়, অভিজ্ঞতা বা সংগ্রামলব্ধ নয়, এই গুণ হৃদয়সঞ্জাত। তিনি (চে: সম্পাদক) ছিলেন অনন্যাসাধারণ মানবিক গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের মানুষ।.....সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক লৌহকঠিন চরিত্র, ইস্পাতদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, এক অদম্য অধ্যবসায়।

৬. যে মহৎ নৈতিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সমন্বয় আমরা তাঁর (চে : সম্পাদক) চরিত্রে দেখি, কোনও একজন মানুষের ক্ষেত্রে তেমনটি দুর্লভ। স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে বিকশিত যে ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি (চে: সম্পাদক) হয়েছিলেন, একজন মানুষের পক্ষে তা সহজ নয়। আমি বলব তিনি (চে: সম্পাদক) সেই মানুষদের একজন যাঁদের সমকক্ষ হওয়া কঠিন এবং অতিক্রম করা বস্তুত অসম্ভব। কিন্তু আমি এও বলব যে, তাঁর মতো মানুষের উদাহরণই তাঁর মতো মানুষ গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

৭. একজন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট হিসেবে নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানুষের বিবেকের ওপর তাঁর (চে : সম্পাদক) ছিল অগাধ আস্থা। স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি (চে : সম্পাদক) দ্ব্যর্থহীনভাবে মনে করতেন নৈতিক প্রণোদনাই হলো মানবসমাজকে সাম্যবাদে উপনীত করার চালিকাশক্তি।

৮. আমরা যদি কোনও মানুষের মতো মানুষের উদাহরণ চাই, যিনি আমাদের সময়ের

লোক নন—ভবিষ্যতের মানুষ, তাহলে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি বলব সেই মানুষ, যার আচারে কোনও খুঁত নেই, তিনি হলেন চে। আমাদের বাচ্চারা কিরকম হবে, আমরা, যারা বিপ্লবে বিশ্বাস করি, বলব তারা হোক চে-র মতো।

৯. আমরা যখন চে-র কথা ভাবি তখন আমরা মূলত তাঁর সামরিক গুণাবলীর কথা চিন্তা করি না। সশস্ত্র সংঘর্ষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছনোর একটা উপায় মাত্র; সশস্ত্র সংঘর্ষ বিপ্লবীদের কাছে একটা হাতিয়ার। প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে বিপ্লব, প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে বিপ্লবী উদ্দেশ্য, বিপ্লবী চিন্তা, বিপ্লবী লক্ষ্য, বিপ্লবী আবেগ ও বিপ্লবী গুণাবলী।

* * * *

মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : শেষ পর্যন্ত আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু অনিবার্যভাবে কিছু কিছু পথভ্রান্তি এবং বিচ্যুতি ক্রমবর্ধমান হয়ে থাকবে।[১] প্রকৃতপক্ষে যেহেতু মার্কসের তত্ত্বকে আমরা পরিসমাপ্ত ও স্পর্শাতীত কিছু একটা বলে ভাবিনা[২] সেহেতু ইতিহাসকে উপেক্ষা না করে বলা যায় : মার্কস-পরবর্তী মার্কসবাদ বিশ্বের বিভিন্ন মার্কসবাদীর দ্বারা সম্পূর্ণ সৃজনমূলক ও বাস্তবধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে, তা বিচিত্র পথে বাঁক নিয়েছে এবং এর নানা বিচ্যুতিও ঘটেছে। এসবের পরিণতি হিসেবে দেখা যায় : মার্কসের তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ-বীক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক সি. রাইট মিল্‌স বলছেন : দেয়ার ইজ....নো ওয়ান মার্কসিজম অ্যান্ড নো ওয়ান মার্কস।[৩] কিন্তু এর বিপ্রতীপে পরবর্তী সময়ে এ্যাডাম শাফ অন্য এক অনন্য বোধন থেকে সুস্পষ্টত লিখছেন : মার্কস এক, মার্কসবাদও একটি। সে যা হোক, বর্তমান নিবন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব ও কর্মের এবংবিধ সমস্যার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও সম্যক মূল্যায়নের অবকাশ থাকছে না। স্বচ্ছ মার্কসবাদী চিন্তাধারার অধিকারী ও বিপ্লবী মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা চে গেভারা মানবিকতাবাদকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন, তাঁর বিবেচনায় মানবিকতাবাদের মৌল ভিত্তিভূমি কি, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এখানকার প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য।

সমকালীন মার্কসবাদ : মানবিকতাবাদী ও মানবিকতাবাদ-বিরোধী বিতর্ক

বেশ গত কয়েক বৎসর যাবৎ মার্কসবাদ ও মানবিকতাবাদের সম্পর্ক নিয়ে মার্কসবাদী মহলে তীব্র বিতর্ক চলছে। এবং এ নিয়ে দুটো পরস্পর-বিরোধী মতাবলম্বী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে : একটি মানবিকতাবাদী, অন্যটি মানবিকতাবাদ-বিরোধী। প্রথম গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় বক্তব্য : মার্কসবাদে মানবিকতাবাদের উন্নততর বিকাশ ঘটেছে এবং মার্কসের তত্ত্বের মৌলিক উপাদান মানবিকতাবাদ।[৪] কারণ মার্কস তাঁর 'থিসিস অন ফয়েরবাখ'-এ স্পষ্টত লিখছেন : পুরনো বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল 'নাগরিক' সমাজ; নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল মানব-সমাজ বা সমাজীকৃত মানবজাতি।[৫] একথা আজ পরিষ্কার : মার্কস শুধুমাত্র এক বিপ্লবী রোমান্টিক স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক সহৃদয়হৃদয়সংবাদী

বৈপ্লবিক সমাজচিন্তাবিদ এবং বৈজ্ঞানিক মানবিক অর্থনীতিবিদ। তিনি তাঁর তত্ত্ব, তথ্য এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী সমাজকে অনুপুঙ্খ নিরীক্ষণের পর লিখছেন : মানব প্রকৃতিকে এক নতুন সমৃদ্ধির আলোকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। কমিউনিজমের লক্ষ্য হল মানুষকে তার সার্বিক বিকাশের জায়গায় নিয়ে যাওয়া, নতুন সামগ্রিক সত্তায় সুস্থিত করা—মানুষকে টুকরো করে দেখা নয়, সম্পূর্ণ করে দেখা। এই কারণেই মার্কসবাদের সারাৎসার হল : মানবিকতাবাদ।

অন্যদিকে ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী বলতে চান : মার্কসবাদ হল মূলত মানবিকতাবাদ-বিরোধী। বিশেষ করে স্তালিনবাদ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে যাঁরা সমার্থক বলে চিন্তা করেন তাঁদের কাছে মার্কসবাদের মানবতাবাদী প্রত্যয়ের কোনও আবেদন নেই।[৬] এইসব তাত্ত্বিকেরা তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে উদ্ধৃতির সাহায্যে বলেন যে, মার্কস লিখছেন : আমার বিশ্লেষণপদ্ধতির সূত্রবিন্দু মানুষ নয়, পরন্তু অর্থনীতিভিত্তিক এক সামাজিক কাঠামো।[৭] মানবিকতাবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক বিখ্যাত ফরাসি মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ চার্লস বেটেলহেইম বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদী চে গেভারার বিরুদ্ধে লিখিত তাঁর বিতর্কমূলক রচনাগুলিতে দেখিয়েছেন : মার্কসবাদের মানবিকতাবাদী নৈতিক প্রত্যয় পুরোপুরি অমার্কসীয়।[৮] তাঁর মতে : মার্কসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অর্থনীতিভিত্তিক যা উৎপাদন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই মূলত দাঁড়িয়ে আছে।[৯] কিন্তু চে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বেটেলহেইমের তীব্র সমালোচনা করে বলেন : তাঁর (বেটেলহেইম) চিন্তাধারা অন্ধ সংকীর্ণতাজাত গোঁড়ামি এবং শুষ্ক শাস্ত্রবাক্যসদৃশ নিছক তত্ত্বসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছে, তাই তা সম্পূর্ণ একপেশে, অমার্কসীয় ও ভ্রান্ত। অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ায় একে তিনি 'স্থূল মার্কসবাদ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১০]

এখন এই পটভূমিকায় চে মানবিকতাবাদকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন, কোন প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েই বা তিনি বিপ্লবী মানবিকতাবাদে দীক্ষিত হন—তাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

চে ও বিপ্লবী মানবিকতাবাদ : নব দিগন্তের মার্মিক আলোকসংবাদ

মানবিকতাবাদের মৌল চারিত্রবৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনার প্রারম্ভে চে এই প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে যেভাবে মানবিতাবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া মানবিকতাবাদ, ঐতিহ্যিক মানবিকতাবাদ, হিতৈষণাপ্রণোদিত মানবিকতাবাদ ইত্যাদির মৌলিক পার্থক্য নিরূপণ করেছেন তার অবতারণা একান্তই প্রয়োজন। প্রত্যেক বিমূর্ত মানবিকতাবাদ 'শ্রেণীর ঊর্ধ্বে' অবস্থিত বলে দাবি করে থাকে, কিন্তু তা চূড়ান্ত বিচারে বুর্জোয়া মানবিকতাবাদের রূপভেদমাত্র। এইসব শ্রেণীমূলঅবচ্ছিন্ন মানবিকতাবাদের বিরুদ্ধে অবস্থিত চে-র মানবিকতাবাদে মার্কসের মানবিকতাবাদের মতোই আত্মোৎপন্নবঞ্চিত মানুষের শ্রেণী-দৃষ্টিকোণ প্রত্যক্ষত সম্পৃক্ত।[১১]

চে-র মার্কসবাদী মানবিকতাবাদ প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী মানবিকতাবাদ, যার স্বাক্ষর

প্রতিফলিত বিপ্লবে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কিত তাঁর ধারণায়, কমিউনিস্ট নৈতিকতা বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তার মধ্যে এবং নতুন মানুষ সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্য-পরিকল্পনায়।[১২] অর্থাৎ এই মানবিকতাবাদ সমাজতান্ত্রিক মানবিকতাবাদ। এই মানবিকতাবাদ এই প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আত্মোৎপন্নবঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের মাধ্যমেই মানুষের ওপর মানুষের শোষণের চিরতরে অবসান সম্ভবপর এবং প্রকৃত মানবিক সমাজের পত্তন হতে পারে। মাইকেল লোয়ির মতে : চে লাতিন আমেরিকায় মার্কসবাদের অন্যতম প্রবর্তক—আর্জেন্টিনার চিন্তানায়ক আনিবাল পোনসে-র (১৮৯৮-১৯৩৮) রচনার দ্বারা প্রভাবিত হন। এখানে উল্লেখ্য, পোনসের 'বুর্জোয়া হিউম্যানিজম বনাম প্রোলেতারীয় হিউম্যানিজম' নামক বইটি ১৯৬২ সালে কিউবায় পুনর্মুদ্রিত হয়। পোনসে এই বইয়ে বুর্জোয়া মানবিকতাবাদ এবং শ্রমজীবী মানুষের মানবিকতাবাদের মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, প্রোলেতারীয় বিপ্লবের মাধ্যমেই 'নতুন মানুষ' 'গোটা মানুষ'-এর বিকাশলাভ সম্ভবপর।[১৩]

মার্কস তাঁর স্বীকারোক্তিতে স্পষ্টভাষায় বলেছেন : মানবিক কোনও কিছুই আমার কাছে বিচ্ছিন্ন নয়।[১৪] তাই চে-র বিবেচনায় মার্কসবাদ ও মানবিকতাবাদে কোনও বিরোধ নেই। এ যুগের প্রকৃত মানবিকতাবাদ হল মার্কসবাদ—এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। চে-র 'সমাজবাদ ও মানুষ' এবং অন্যান্য রচনা পাঠ করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হয়। প্রকৃত অর্থে একজন বিপ্লবী মানবিকতাবাদী হিসেবেই তিনি কিউবার বিপ্লবের মৌলিকত্ব এবং গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তাঁর মতে : মানুষ হবে সমাজবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বিষয়। এবং বিপ্লবের অনিবার্য উপাদান হল মানুষ।[১৫] ১৯৫৯ সালে কাস্ত্রো কিউবার বিপ্লবকে মানবিকতাবাদী বিপ্লব অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের দিকে এই বিপ্লবের উত্তরণের পর্যায়ে (১৯৬০-৬১) এই নির্বিশেষ মানবিকতাবাদ সমাজতান্ত্রিক মানবিকতাবাদে উত্তীর্ণ হয়।[১৬] ১৯৬১ সালে এক বক্তৃতায় কাস্ত্রো বলেন : মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের মতবাদের ভিত্তি হল মানবিকতাবাদ।[১৭] চে-এর কাছে কাস্ত্রোর বক্তৃতাটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি সকলকে এর তাৎপর্য অনুধাবন করার সুপারিশ করেন।

সুতরাং চে-এর বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদের প্রধান উপাদান হল : মানবিকতা। তাঁর মতে : প্রকৃত মানবিকতাবাদের এক সর্বজনীন মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে এবং এক সামগ্রিক বাস্তব পটভূমির আলোকেই এই মানবিকতাবাদ বিকশিত হয়ে ওঠে। চে বলেছেন : এর জন্য চাই মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা—লাভ ফর পিপ্‌ল, লাভ ফর ম্যানকাইন্ড..।[১৮] কারণ মার্কসবাদী মানবিকতাবাদের মূল কথা হল : নিপীড়িত মানবিকতার মুক্তি, অবক্ষয়িত মানবসত্তার সুস্থিত সংস্থাপন।

চে-এর বিবেচনায় মার্কসবাদী মানবিকতাবাদ কোনও বিমূর্ত ধারণা বা অর্থহীন মানবহিতৈষণা নয়। এই মানবিকতাবাদ একমাত্র প্রোলেতারীয় আর্ন্তজাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতেই বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং একজন

বিপ্লবী হবে খাঁটি আন্তর্জাতিকতাবাদী। অর্থাৎ বিপ্লবী মানবিকতাবাদের বিকাশকল্পে চে নতুন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সৌভ্রাতৃত্ববোধের বলিষ্ঠ বন্ধন চেয়েছিলেন। এছাড়া সমাজতন্ত্র কখনওই বাস্তবায়িত হতে পারে না। প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ শুধুমাত্র এক শুদ্ধ কর্তব্য নয়, চে-র কাছে এর এক ঐতিহাসিক এবং বিপ্লবী প্রয়োজন বর্তমান।

বিপ্লবী মানবিকতাবাদ মানবিক জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কেননা, রুটির চেয়ে মর্যাদা অনেক বড়ো—এই ছিল মার্কসের মূল কথা। এবং তিনি এই প্রসঙ্গে ন্যায়বিচারকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম প্রবক্তা, সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের জীবন্ত মুক্তিযোদ্ধা চে-এর মতে : এই অর্থে বিপ্লবীরা হল 'সুযোগ্য এবং সুনির্বাচিত ধ্বংসের যন্ত্র'—।[২০] পীড়িত মানবিক মূল্যবোধের সংস্থাপন করাই তাঁর মৌল বিপ্লবী আদর্শ। চে বলতেন : একজন গেরিলাকে সাধকের মতো সংযমী জীবনযাপন করতে হবে।......তিনি গেরিলা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন ঠিকই. কিন্তু যেহেতু তিনি বিরাট মানবতা এবং জীবনের শাশ্বত উচ্চাঙ্গ মূল্যবোধগুলোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সেই কারণেই অন্ধ সংকীর্ণতাজাত গোঁড়া সন্ত্রাসবাদের তীব্র বিরোধিতা করতেন। কাস্ত্রোর বক্তৃতা থেকে বলা যায় : যখন আমরা চে-র কথা ভাবি তখন আমরা মূলত তাঁর সামরিক গুণাবলীর কথা চিন্তা করি না। সশস্ত্র সংঘর্ষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছনোর একটা উপায়মাত্র; সশস্ত্র সংগ্রাম বিপ্লবীদের কাছে একটা হাতিয়ার। প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে বিপ্লব।[২১] চে বারে বারে বলেছেন : বিপ্লবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে আহত শত্রুর শুশ্রূষা করা উচিত।[২২] তাঁর 'রেমিনিসেন্স অফ দি কিউবান রেভলিউশনারি ওয়ার' নামক রচনার অনেক জায়গায় তিনি বলছেন : বিপ্লবীকে সহযোদ্ধার প্রতি অবশ্যই সপ্রশংস ও সহমর্মী হতে হবে। এককথায় বিপ্লবী হবে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী, নীতিনিষ্ঠ ও সুবিবেকী। সুতরাং মানবিক মর্যাদাবোধ মার্কসবাদের থেকে কখনওই বিচ্ছিন্ন নয়। তাই মার্কস স্পষ্টত বলছেন : রুটির চেয়ে প্রোলেতারিয়েতের সর্বাগ্রে জরুরি সাহস, আত্মশ্রদ্ধা, গর্ব আর স্বাধীনতা বোধ।[২৩]

মানবিক মর্যাদার মূল কথা হল : স্বাধীনতা। কিন্তু বুর্জোয়া মানবিকতাবাদে স্বাধীনতার ধারণা মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। পুঁজিবাদে স্বাধীনতার অর্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় ব্যক্তির উন্মুক্ত ক্রিয়াকলাপ—অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আর্থিক অসাম্যের উপস্থিত সেখানে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত। এই স্বাধীনতা পুরোপুরি পুঁজিবাদী স্বাধীনতা। সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীনতার কোনও মূল্য নেই। অন্যদিক মার্কসের কাছে সংক্ষেপে স্বাধীনতা হল মূলত 'মুক্ত বাজার-ব্যবস্থা' এবং 'সব রকমের বিচ্ছিন্নতা'র অবসান। চে-এর কাছে স্বাধীনতার ধারণা ছিল এইরূপ : মানুষের বিচ্ছিন্নতাজাত বিরোধিতার সুষ্ঠু সমাধান।[২৪] তাই তিনি বলছেন : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী অঙ্গীকার হল মানুষকে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করা। যে কোনও মার্কসবাদী শ্রেণীসংগ্রাম প্রথমে বৈষয়িক প্রয়োজন বা বাস্তব চাহিদার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং পরে ধীরে তা নিপীড়িত মানবিকতার স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভরূপ ধারণ

করে। চে-র বিবেচনায় মানুষের মুক্তি কোনও একক প্রয়াসের ফসল নয়, তা এক ধারাবাহিক দ্বান্দ্বিক বিপ্লবী প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সমবেত প্রকাশ।

সুতরাং আমাদের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে চে-র বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদের চারটি মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদান হল ৷: মানবিকতা, ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং স্বাধীনতা। সমস্ত ঐতিহ্যিক মানবিকতাবাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উল্লেখ করে চে তাঁর বিপ্লবী মানবিকতাবাদের ধারণাকে এক নতুন ব্যঞ্জনার আলোকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এবং এটা তাঁর কাছে কোনও বিমূর্ত বা অবাস্তব ধারণা ছিল না। কেননা চে-র মতে : একজন মার্কসবাদী বিপ্লবী মানবিকতাবাদকে প্রোলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রাম, খাঁটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বোপরি নিপীড়িত মানবিকতার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ও তাকে বাস্তব রূপ দেয়। চে-র বিবেচনায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বাইরে বিপ্লবীর দ্বিতীয় কোনও জীবন নেই : একমাত্র বিপ্লবের জন্যই সে সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ। 'কী করতে হবে' রচনায় লেনিনও একজন বলিষ্ঠ দায়বদ্ধ বিপ্লবীর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। লিউ শাওচি-র মতে : সেই হল একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট যে তার নিজের স্বার্থকে সমবেত দলীয় স্বার্থের কাছে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছে।[২৫] এই উচ্চাঙ্গ বিপ্লবী আদর্শবাদের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই চে তাঁর কমিউনিস্ট মানুষ ও বিপ্লবী মানবিকতাবাদের অত্যুজ্জ্বল অভিনব বৈজ্ঞানিক ধারণাটি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং তাকে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে বিকাশিত করেছিলেন।

চে-র অনন্যতা

চে-র বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল : তিনি ছিলেন অত্যধিক আদর্শবাদী এবং একজন রোমান্টিক বিপ্লবী। এর প্রতিবাদে অবশ্যই বলা যায় : একনিষ্ঠ আদর্শ, সুস্থির বিশ্বাস ও দুর্মর স্বপ্ন ছাড়া মার্কসবাদ কখনওই তার ফলিত রূপ পেতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন : চে কি রোমান্টিক ছিলেন? হ্যাঁ। তবে বিপ্লবী রোমান্টিক। লেনিন বলেছিলেন : একথা না বললেও চলে যে, রোমান্টিকতা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। রোমান্টিকতায় ঘাটতি পড়ার চেয়ে বরং একটু বেশি থাকা ভালো। যাঁরা বিপ্লবী রোমান্টিক তাঁদের সম্পর্কে সব সময়ই আমরা দরদ বোধ করি, এমনকি তাঁদের সঙ্গে যখন আমাদের মতে মেলে না তখনও।[২৬] এই প্রাসঙ্গিক সূত্র ধরে এলিয়া এরেনবুর্গ তাই যথার্থই বলেছেন : মার্কসিজম ইজ 'রোমান্টিসিজম অফ দি আনরোমানটিক'।[২৭] অর্থাৎ মার্কসবাদ 'অরোমান্টিককে রোমান্টিক করে তোলে'। অর্থাৎ ব্যাপারটা এইরকম এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে : সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাস করি বলেই তো আমরা রোমান্টিক—আবার রোমান্টিক বলেই তো আমরা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি। সম্যক মূল্যায়ন করে তাই বলা যায় : চে ইস্পাতের মতো দৃঢ় চরিত্রের একজন বিপ্লবী ছিলেন এবং নিজের আদর্শগত মতামত তিনি অভ্রান্ত মনে করতেন। চে ছিলেন এক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী। তত্ত্ব ও কর্ম দুয়ের ওপরই তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন। তিনি সব সময়ই সংগ্রামের মধ্যে, যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে

এবং প্রতিরোধের মধ্যেই দিন কাটাতেন। ..... তাঁর শত্রু ছিল অত্যন্ত এক কঠোর বাস্তব—আমরা তাকে সাম্রাজ্যবাদ বলেই জানি। এই শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাকে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কর্তব্য এবং সম্মানজনক ব্যাপার বলে মনে করতেন।[২৮] তিনি বলতেন : বস্তুভিত্তিযুক্ত কমিউনিজমের সঙ্গে নতুন মানুষও গড়া চাই। সমাজতন্ত্রের নাভিকেন্দ্রে যে মানুষের ওতপ্রোত অধিষ্ঠান, যে মানুষকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্টদের সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম স্পন্দমান, সেই মানুষই মার্কসবাদের মৌল মর্মবস্তু—এই তত্ত্ব-বাস্তবিক সত্যটিই চে পুনর্মার্জিতভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তাই তিনি সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ আশাবাদী ও বিপ্লবী মানবিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ, মনন ও স্ফুরণের জায়গা থেকে ঘোষণা করছেন : দৈনন্দিন কর্মধারা আমাদের পরিণত করবে আর অভিনব কারিগরি কলাকৌশলধারী নতুন মানুষ সৃষ্টি করবে। আমরা একবিংশ শতাব্দীর নতুন মানুষ সৃষ্টি করব—নিজেদেরই প্রচেষ্টায়।[২৯]

আলোচনা-সূত্রে এটা বলা প্রয়োজন যে, বিপ্লবী চীনে মার্কসবাদের প্রয়োগ যেমন বেশ কয়েক দশক ধরে মাও-সে-তুং-এর মতোন একজন মানুষের মতো মানুষের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তেমনি তার প্রভাব লাতিন আমেরিকার মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশেও পড়েছিল। কিউবার সামরিক মার্কসবাদের যে-রূপ তা কখনও পুনরাবৃত্ত হবে না তার একটি বড় কারণ চে গেভারার মতো মানুষেরও পুনরাবৃত্তি বিশেষ ঘটার সম্ভাবনা নেই। লাতিন আমেরিকার উচ্চাবচ আর্থনীতিক বিতরণ-ব্যবস্থা তার বিপ্লব আন্দোলনের জন্য যতটা দায়ী; চে-র মতো বিরল ব্যক্তিত্বের একক অভিঘাতেরও দায়িত্ব তার চেয়ে কম নয়। সুতরাং, কিউবার বিপ্লব ছিল এক নিখাদ মানবিক ঘটনা · তার চে-নির্ভরতাজাত মানব-সম্পৃক্তি একথাই সর্বত্রসঞ্চারী এক অগ্নিগর্ভ আদর্শে স্বতপ্রামাণিক করে তোলে। আর এইজন্যই 'কিউবার কলোসাস' বলে পরিচিত ফিদেল কাস্ত্রোর যুগোত্তীর্ণ বক্তৃতার 'চে-প্রশস্তি' অধ্যায় থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে সশ্রদ্ধত সবিশেষ ও স্ববিশেষ গুরুত্ব সহকারে অবশ্য-স্মর্তব্য কর্তব্য হয়ে ওঠে :

১. চে ছিলেন একজন অতুলনীয় সৈনিক। চে ছিলেন একজন অতুলনীয় নেতা। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে চে অসাধারণ সাহসী এবং অসাধারণ জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর এই ভয়ানক আক্রমণাত্মক ভঙ্গির গেরিলা হিসেবে একটাই দুর্বলতা ছিল তা হল বিপদ সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অবজ্ঞা।

২. এই দুটি বীরত্বের কাজ তাঁকে [চে-কে] অসাধারণভাবে যোগ্যনেতার সিলমোহর দিয়েছে—একটি হল বিপ্লবী সংবহন-অধিকার এবং দ্বিতীয়টি কৃতিত্ব।

৩. আমরা কিছুদিন আগে বলেছিলাম চে-র মৃত্যু বিপ্লবের অগ্রগতির পথে এক কঠিন আঘাত, কেননা এর ফলে আমরা যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং সবচেয়ে সমর্থ নেতাকে হারিয়েছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৪. চে-র মতো অসাধারণ অভিজ্ঞ এবং আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা হয়তো ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না। সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব রূপ লাভ করবে। লক্ষ লক্ষ

গ্রাহক-শ্রুতিযন্ত্রে ভবিষ্যতের নেতার নাম বেজে উঠবে, ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ'উত্তোলিত হাত অস্ত্রের দিকে ছুটে যাবে।

৫. ঘটনা এটাই যে, চে যখন আবার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন তখন তিনি চটজলদি জয়ের কথা ভাবেননি। সাম্রাজ্যবাদ এবং অভিজাততন্ত্রের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক জয়ের কথা তিনি ভাবেননি। অভিজ্ঞ একজন লড়াকু নেতা হিসেবে তিনি জানতেন যে, যদি দরকার হয় পাঁচ-দশ-পনেরো এমনকি কুড়ি বছরের দীর্ঘায়ত সংগ্রামের জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং শুধু পাঁচ-দশ-পনেরো-বিশ কেন প্রয়োজনে তিনি আমৃত্যু সংগ্রামে প্রস্তুত ছিলেন।

৬. ভবিষ্যতে যখন প্রোলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিকতার আদর্শের কথা বলা হবে, খোঁজা হবে, তখন চে-র উদাহরণ সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে। তাঁর মন ও হৃদয় থেকে জাতীয় পতাকা, অত্যুগ্র স্বাদেশিকতা, কুসংস্কার এবং অহংমন্যতা চিরতরে বিদায় নিয়েছিল। চে যে-কোনো দেশবাসীর হয়ে, যে-কোনো দেশবাসীর জন্য তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর রক্ত ঝরানোর মতো উদার ছিলেন।

৭. চে-র আদর্শ থেকে আমরা সবসময় প্রেরণা পাব : এ প্রেরণা সংগ্রামের, জেদের, শত্রুনিপাতের এবং আন্তর্জাতিকবোধের।

এবং ৮. সুতরাং আজ রাত্রের এই সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের পর, বিশাল জনতার অবিশ্বাস্য স্বীকৃতির এই প্রদর্শনীর পর, এই অসম্ভব মহিমা, নিয়মনিষ্ঠতা এবং সমর্পিতচিত্ততার পর মনে হয় যে, আমাদের দেশবাসী এক সুকুমার ও মহৎ মানসিকতার অধিকারী অধিবাসী যারা জানে তারা তাঁদের সেবা করে, তারা দেখায় বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে সাধারণের একাত্মতা আছে, তারা দেখায় কীভাবে বিপ্লবের পতাকা এবং বিপ্লবের মূল সূত্রগুলিকে উচ্চ থেকে আরো উচ্চে তুঙ্গতম সীমায় তুলে ধরে রাখতে হয়। স্মরণ-বরণের এই মুহূর্তে ভবিষ্যতের জন্য আমরা আমাদের আশাবাদী আত্মাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, জনগণের পরম বিজয়ে চরম আশা পোষণ করি। আর চে এবং তাঁর সহযোদ্ধা এবং সহমৃত বীরদের উদ্দেশে বলি : সতত জয়ের দিকে অগ্রসর হও।

উপসংহার বা তার বদলে : একটি সৃজন প্রস্তাব

শেষ কথা নয়। একটি সৃজন প্রস্তাব : চে ও তাঁর মানবিকতাবাদ অনুষঙ্গে অনিবার্যভাবেই এম. এন. রায়ের মানবিকতাবাদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। চে ও এম. এন. রায় কতদূর মার্কসবাদী ছিলেন, উভয়ের মানবিকতাবাদের ধারণার মধ্যে কী মিল বা অমিল ছিল, তা ভবিষ্যতে তুলনামূলক আলোচনার বিষয় হতে পারবে।

সংযোজন : মানবিক লাবণ্য-মণ্ডিত একটি আবেদন

এ পর্যন্ত দার্শনিকরা নানা দিক থেকে শুধু দুনিয়াকে বোঝবার চেষ্টাই করেছেন, কিন্তু আসল কাজটা হল দুনিয়াকে বদল করার।

—*(ফয়েরবাথ বিষয়ে সূত্রাবলি : মার্কস)*

মার্কসবাদের যে মানবিকী সারাৎসার—সেটাই এখানে এই নীতিদীর্ঘ নিবন্ধের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব আপ্রাণ তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। চে : বিপ্লবী মানবিকতাবাদের দার্শনিক প্রত্যয়ের বিষয়টা বিশদভাবে আলোচনার আবহনির্মাণ করা হয়েছে আমার সদ্যপ্রকাশিত একটি সম্পূর্ণ মৌলিক পুস্তকের বৃহত্তর পরিসরে, যার নাম : 'চে: মানবিক উৎসের দিকে'। উৎসাহী পাঠকপাঠিকা যাঁরা আছেন, তাঁরা নবদিগন্তের উন্মোচনী পুস্তক হিসেবে উপরোক্ত বইটির সাহায্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট-সুপ্রযুক্ত এক গণমুক্তিপ্রেমী উৎসমূলের নির্মাণিক তাকানো-জাগানো লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারেন। এবং মার্কসবাদ যে শুধুমাত্র কোনও একটা গোঁড়া মতান্ধ—দলান্ধ—ছাঁচে-ঢালা আর্থসামাজিক-রাজনীতিক গণমতবাদ নয়, এর মর্মতলে বৃন্তলগ্ন আছে বিপ্লবী মানবিকী তত্ত্ব-কর্মকাণ্ডের ঐকত্রিক দার্শনিকতার একটা অতলান্ত প্রত্যয়মগ্নতা—সেটাও প্রত্যেককে সঠিক সৃজনী-প্রক্রিয়া ধরে, সুবিস্তৃতির দ্রোহমুখ ছুঁয়ে, বলিষ্ঠ নিষ্ঠা-সহব্রতী হয়ে তাকাতে-জাগাতে-জানতে-বুঝতে হবে। মার্কসবাদের সঙ্গে মুক্তমতির কোনও বিরোধ নেই : এটা মনে রাখা দরকারি শুধু নয়, নীতিবান উচিত কর্তব্যও। অতএব সমাজের সবকিছুকে সম্যক-ঢঙে যাচাই করবার শিরোবাক্য মর্মাস্ত্র হল : 'মানবিক কোনও কিছুই আমার থেকে দূরে নয়'/ 'যা অমানবীয় : তা অনাত্মীয়' ('I am human being ; (so) nothing hamen is alien to me'.—টেরেন্স)—এই নৈতিক প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ খোলা মনে/মুক্তচিন্তার আলোকে অনিবার্য ঋতবিচার্য করে তোলা যে কোনও বিপ্লবী তাত্ত্বিক ও কমিষ্ঠ-বাহিনীর আবশ্যিক অঙ্গীকার হওয়া দরকার। এবং আজকের বিশ্ববাস্তবে বর্তমান/ফলিত সমাজতন্ত্রের যে সাময়িক সংকট দেখা দিয়েছে তার একটা কাটাছেঁড়া মূল্যায়ন বা 'ময়নাতদন্ত' করলে দেখা যাবে—মার্কসবাদ বলতে শুধু আর্থ-সমাজ-রাজনীতিক একটা তত্ত্ব-কর্মকে বোঝায় না, এর পাশাপাশি দ্বান্দ্বিক বিকাশের জায়গা থেকে এটা একটা মানবিক মুক্তিপ্রার্থী সহৃদয়হৃদয়সংবাদী বৈপ্লবিক দর্শনতার মনস্কার্মিক বীক্ষণ—রণায়ণত্ত বটে। সাম্প্রতিক বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে মার্কসীয় চেতনার আলোকে নয়া আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের কৈবল্যই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এর মানবিকী সারাৎসারগামী বাস্তবায়নের দিকেও আমাদের আজ সবিশেষ ও স্ববিশেষ তাকানো-জাগানো নজর/দৃষ্টি স্থাপন করতে হবে। এদিক থেকে, বিপ্লবী মানবিকী মার্কসবাদের বিষয়-মন্ময়ী বিকাশঋদ্ধ নবসমাজ গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রসার্যমান নবদিগন্ত উন্মোচনে আলোকবর্তিকা হিসেবে সাম্মানিক গণমাধুর্যরঞ্জিত হয়ে উঠবে : ভিতরঘরে অষ্টপ্রহর এই উচ্চাশা বহাল রাখি। পাঠকপাঠিকারা এই নিবন্ধ এবং উপনির্দিষ্ট আমার লেখা মৌলিক বইটি ('চে : মানবিক উৎসের দিকে') যদি ভালোভাবে ও বিশদ আকারে অনুসরণ করার জন্য সহব্রতী নিষ্ঠায়াত হতে পারেন; সবেগে-আবেগে-সতেজ উত্তাপে আলোড়িত হতে পারেন—তাহলেই আমার এই সহৃদয় সামাজিক দায়িক-শ্রমতা সার্থক হয়েছে বলে ভাবতে অভ্যস্ত হব—ফলপ্রসূ সমাজচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারব এবং উৎকৃষ্ট লোকায়ত জীবন-ঘরানার সঙ্গে জীবন যোগ করতে পারব : 'বলিষ্ঠ আশাবাদী রোমান্সের' সমাজবর্তী আদর্শিকতাটা আর একবার নতুন করে, নবায়নের

আদর্শমগ্ন জায়গা থেকে 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' সোৎসাহী সোচ্চারতার সড়ক-পন্থা ঃ ঝড়ের রাস্তা ধরে, নিজস্ব সত্তা-চেতনাকে আমূল ঝাঁঝিয়ে নেবার প্রত্যয়িষ্ণু একদায়বান ব্রততা থেকে স্বপ্নদ্রোহী লোকমুখ হয়ে উঠব : 'জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার' হাহাকার-দাবানল-ক্লিষ্ট ভুখা পাঁজরে তুমুল সাঁটিয়ে নেব। এখানে আপাতত এই শুধু নিবেদন : অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত এক লাবণ্যমণ্ডিত বৈপ্লবিক আবেদন—গণস্নাত মানবিক তন্মগ্নতার প্রত্যাশিত 'নবান্ন-পার্বণ' : এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ, 'এসো মুক্ত করো'—অনিন্দিত গণগান, ঘনায়মান রাত্রি চিরে অজস্র তারাভরা আলোর বাগান : 'বলিষ্ঠ' রোমান্টিক সমাজ-রূপান্তরের নিহিত অর্গান, সিদ্ধার্থ বোধন স্রোতে সুস্নাত ভোরের আজান, অন্তঃশীল অনুরাগের অগ্নিব্রতে শুরু হবে নব দিগন্তের 'উল্‌গুলান' (বিরাট তোলপাড়)—অন্য এক আরম্ভের ক্রমায়ত লোকপুরাণ—দেখা দেবে ক্রান্তিকাল : দুর্দান্ত বেপরোয়া শতরূপা মুখশ্রী-মিছিল : আগুন হাতে প্রেমের গণমুখী বৃন্দগান.....

উৎস-সংকেত

১. Quoted in. Buddhadeva Bhattacharyya, Marxism--One Hundred Years After Marx Some Questions, 100 th Death Anniversary of Karl Marx, Seminar on contemporary Marxism Theory and Practice Calcutta, 1, 2 and 3 April 1983
২. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চে ও মার্কসবাদ, বালার্ক, শারদ সংকলন, ১৩৮৩, পৃ. ১০৮ থেকে উদ্ধৃত।
৩. C Wright Mills, The Marxists, Penguin Books, 1962, P 16, 42
৪. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পূর্বে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৪।
৫. Quoted in. Buddhadeva Bhattacharyya Socialism in theory and Practice, Uccharan, Calcutta, 1983 p 1
৬. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চে ও মার্কসবাদ, পূর্বে উদ্ধৃত, পৃ ১০৪।
৭. Louis Althuser, For Marx, The penguin Press, London, 1966, p 219
৮. Quoted in, Michael Lowy (Translated by Brain Pearce) The Marxism of Che Guevara, Monthly Review Press, New York and London, 1973, p 29
৯. Quoted in, Ibid, p 41
১০. Ibid, p 43
১১. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চে ও মার্কসবাদ, পৃ. ১০৬।
১২ তদেব।
১৩. তদেব।
১৪. গেনরিখ ভলকভ, একটি প্রতিভার জন্ম, মনীষা, কলকাতা-৭৩, ১৯৭৮, পৃ পৃ. ১৩৩-৩৪
১৫ কোটেড ইন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চে ও মার্কসবাদ, পূর্বে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৪।
১৬. তদেব, পৃ পৃ. ১০৪-৫
১৭. তদেব।
১৮. তদেব।
১৯. Quoted in, Michael Lowy, op cit, p 31
২০. Ibid
২১. কোটেড ইন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চে ও মার্কসবাদ, পূর্বে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৬।

২২. Quoted in. Michael Lowy, op cit p 31

২৩. Ibid, p. 33

২৪. Ibid.

২৫. দ্রষ্টব্য : লিউ শাও চি, সাচ্চা কমিউনিস্ট কী করে হতে হবে, এন বি এ, কলকাতা-৭৩, ১৯৬৬।

২৬. দ্রষ্টব্য : চে গেভারার ডায়রি, অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১২, ১৯৭৭।

২৭. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, সিগনেট বুকশপ, কলকাতা-৭৩, ১৩৮১, পৃ. ১০৯—থেকে উদ্ধৃত।

২৮. আই. লাভরেৎস্কি, আর্নেস্টো চে গুয়েভারা, মনীষা, কলকাতা-৬, ১৯৮৪, পৃ. ৪০৭ থেকে উদ্ধৃত।

২৯. দ্রষ্টব্য : Venceremos! The selected speeches and writings of Che Guevara. Ed by John Gerassi. Simon and Schuster. 1968

সমাজতন্ত্র ও মানুষ

চে গেভারা

[১৯৫৬ সালের ২রা ডিসেম্বর একাশিজন মানুষ মেক্সিকো থেকে সমুদ্রপথে কিউবাতে গিয়েছিলেন। কিউবার বিপ্লবের শুরু হয় এইভাবেই। এই একাশিজন মানুষ কিউবার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করেছিলেন। চে গেভারা এই একাশিজনেরই একজন।

চে গেভারা কোন দেশের মানুষ সে প্রশ্নের জবাব তিনি যেভাবে দিয়েছেন সেইভাবেই দেওয়া যাক। তিনি কি আর্জেন্টিনা বা কিউবা বা অন্য কোথাকার অধিবাসী, প্রেস-কনফারেন্সে এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"আমি আমেরিকার অধিবাসী।" সত্যই তিনি ছিলেন আমেরিকার অধিবাসী। লাতিন আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি বেড়িয়েছেন বিপ্লবী সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে।

চেয়ারে-বসা লোক ছিলেন না চে গেভারা। তিনি ছিলেন একাধারে যোদ্ধা, ডাক্তার ও কবি। জীবিকার জন্য মধ্য আমেরিকায় কলার বোঝা বয়ে বেড়ানো থেকে শুরু করে মেক্সিকোর রাস্তায় ফোটো তোলার কাজও তিনি করেছেন নির্বিচারে। যে-দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন আদর্শ বিপ্লবী হিসাবে তার সবটুকুই তিনি পালন করেছেন অবিরাম শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে। কিউবার মন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থাতেও সমস্ত সরকারি কর্তব্যের পরেও ছুটির দিনে রবিবারে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আখের ক্ষেতে আখ কাটতেন তিনি। অবসর তাঁর ছিল না—তবুও তার মাঝে তিনি লিখতেন, পড়তেন এবং বিতর্কেও যোগ দিতেন। বিপ্লব চায়ের পার্টি নয়। ত্যাগের মাঝেই বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মানুষকে শুদ্ধ করে তোলে বিপ্লব। বিপ্লবই মানুষকে ব্যক্তি-অভিমানের ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যায়। যে শুদ্ধতা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় তাকে পড়ার মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে বুলেট দিয়ে রক্ষা করতে হয়। চে গেভারা যেমন ভাবতেন ঠিক তেমনটি করতেন।] সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামে ধনতন্ত্রের প্রবক্তার মুখ থেকে অত্যন্ত মামুলি একটা যুক্তি শোনা যায়। তা হচ্ছে এই যে সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র গড়ার যে-যুগে আমরা প্রবেশ করেছি তা নাকি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধীন করে তোলে। শুধু তত্ত্বের সাহায্যে এই যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা আমি করব না। বর্তমানে কিউবাতে যা চলেছে সেই সমস্ত ঘটনাবলী হাজির করে কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য ব্যক্ত করছি। ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের আগের ও পরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েই শুরু করা যাক।

এ কথা সুবিদিত যে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে যে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিণতি লাভ

করেছিল তা শুরু হয় ঠিক ১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই তারিখে। ফিদের কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ওইদিন সকালে একদল মানুষ ওরিয়েন্তে প্রদেশের "মনকাদা" ব্যারাক আক্রমণ করে। এই আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যর্থতা বিপর্যয় ডেকে আনে এবং জীবিতরা হয় কারারুদ্ধ। সরকারি ক্ষমার (Amnesty) ফলে মুক্ত হয়ে আবার তারা শুরু করে বিপ্লবী সংগ্রাম।

এই স্তরে, যেখানে ছিল কেবল সমাজতন্ত্রের বীজ মাত্র, মানুষই ছিল মৌলিক উপাদান। প্রথম ও শেষ নামসহ স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ব্যক্তি—এই মানুষের উপরই আমরা ন্যস্ত করেছিলাম আমাদের আস্থা। তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জয় ও পরাজয় নির্ভর করছিল তার কর্মক্ষমতার উপর।

তারপর এল গেরিলা সংগ্রামের যুগ। দুটি স্বতন্ত্র উপাদানের মাঝে তার বিকাশ ঘটে। একদিকে ছিল জনসাধারণ, সুপ্ত জনতা, যাকে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল এবং অন্যদিকে ছিল আন্দোলনের চালিকাশক্তি, বিপ্লবী চেতনা ও সংগ্রামী উৎসাহের স্রষ্টা গেরিলা বাহিনী, যারা হচ্ছে জনতার অগ্রগামী বাহিনী। পরিবর্তনের নিমিত্ত, এই অগ্রগামী বাহিনী, বিজয়ের উপযোগী প্রয়োজনীয় মানসিক অবস্থার জন্ম দিয়েছিল।

এই ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তাধারাকে সর্বহারা শ্রেণীর চিন্তাধারার অনুগামী করে তোলার কালে, আমাদের স্বভাব ও মনের মাঝে এই যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ব্যক্তিই ছিল সেখানে মূল উপাদান। সিয়েরা মায়েস্ত্রা'র যোদ্ধাদের মাঝে যারা বিপ্লবী বাহিনীর উঁচু পদে উন্নীত হয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই ছিল বিশিষ্ট অবদান। এই ভিত্তিতেই তাঁদের পদোন্নতি হয়েছিল। এটাই ছিল প্রথম বীরত্বের যুগ এবং শুধুমাত্র কর্তব্য সম্পাদনের তৃপ্তির জন্যই তারা সকল গুরুতর দায়িত্বে বৃহত্তম বিপদ বরণের প্রতিযোগিতা করেছেন।

আমাদের বিপ্লবী শিক্ষার কাজে বারবার আমরা এই শিক্ষামূলক দৃষ্টান্তে ফিরে যাই। ভবিষ্যতের মানুষ সম্পর্কে ইঙ্গিত ফুটে ওঠে আমাদের যোদ্ধাদেব মনোভাবের মাঝে।

আমাদের ইতিহাসে আরও অনেক ঘটনাবলী রয়েছে যেখানে বিপ্লবী আদর্শের জন্য পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অক্টোবর সঙ্কটের সময় ও "হারিকেন ফ্লোরা"র কালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সমগ্র জনতার সাহস ও আত্মত্যাগের অসাধারণ নিদর্শন। আদর্শের দিক থেকে প্রতিদিনকার জীবনে এই বীরত্বের মনোভাবকে স্থায়ী করে তোলার পথ খুঁজে বের করাটা আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বাসঘাতক ধনিক শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণসহ বিপ্লবী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। শক্তির মূল উপাদান হিসাবে বিদ্রোহী বাহিনীর অস্তিত্ব গড়ে তোলে ক্ষমতার গ্যারান্টি।

পরবর্তীকালে দেখা দেয় গুরুতর দ্বন্দ্ব। প্রথম দৃষ্টান্ত ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ফিদের কাস্ত্রো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গভর্নমেন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় সেগুলির সমাধান হয়। জনতার চাপে প্রেসিডেন্ট উরাতিয়ার পদত্যাগের ফলে ওই বছরের জুলাই মাসে এই স্তরের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখন কিউবার বিপ্লবের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি শক্তি যা সুসংবদ্ধভাবে বারবার আবির্ভূত হবে—এই শক্তি হচ্ছে জনতা।

জনতা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়ে থাকে যে এই বহুমুখীন শক্তি, একই ধরনের কতকগুলি ছাঁচের সমষ্টি মাত্র—এক পাল পোষ-মানা ভেড়ার মতো তার আচরণ এবং উপরের সংগঠন থেকে চাপিয়ে দেওয়া ছকে তারা পর্যবসিত—তা মোটেই ঠিক নয়। এ কথা ঠিক যে বিনা দ্বিধায় জনতা তার নেতৃত্বের বিশেষত ফিদেল কাস্ত্রোর অনুসরণ করে। কিন্তু যে পরিমাণে তিনি জনতার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং যে পরিমাণে তিনি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে আন্তরিকভাবে পরিপূরণ করার চেষ্টা করেছেন ঠিক সেই পরিমাণেই জনতার আস্থা তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছে।

ভূমি-সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব পালনের কাজে জনতা অংশগ্রহণ করেছে; প্লায়া গিঁরোর বীরত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে তারা চলেছে; সি.আই.এ. কর্তৃক অস্ত্রসজ্জিত বিভিন্ন দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে; অক্টোবর সংকটের দিনগুলিতে আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভেতর দিয়ে তারা পার হয়ে এসেছে; আর আজ তারা সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে নিযুক্ত।

উপর-উপর দেখলে একথার মানে হতে পারে যে, যারা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের দাস মনে করে তারা ঠিক কথাই বলে। অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, আত্মরক্ষা ও শরীরচর্চামূলক গভর্নমেন্ট-নির্দিষ্ট যে কোনও ধরনের কাজই হোক না কেন জনতা তা অতুলনীয় উৎসাহ ও শৃঙ্খলার সাথে প্রতিপালন করে থাকে।

উদ্যোগ সাধারণত আসে ফিদেল অথবা বিপ্লবী নেতৃত্বের কাছ থেকে। জনতার কাছে এগুলি ব্যাখ্যা করা হয় এবং তারা তাকে নিজস্ব বলেই গ্রহণ করে। জনসাধারণের কাছে যার সাধারণ মূল্য আছে এমন সব স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে পার্টি ও গভর্নমেন্ট কাজে লাগিয়ে থাকেন এবং জনতাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে।

তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র কখনও কখনও ভুল করে থাকে। এ ধরনের ভুল যখন ঘটে তখন সামগ্রিক উৎপাদনে ভাঁটা পড়তে দেখা যায়, যে উপাদান নিয়ে সমগ্র জনতা গঠিত সেই উপাদান ব্যক্তিবিশেষের অবদানেও ঘাটতি দেখা দেয়। কাজ এমনই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে উৎপাদনের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় অতি তুচ্ছ। এটাই হচ্ছে সংশোধনের সময়। এনিব্যাল এস্কালান্তে পার্টির উপর যে সংকীর্ণতাবাদ চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার ফলে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে এইরকমটাই দাঁড়িয়েছিল।

বিবেচনাপ্রসূত ব্যবস্থাগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে এই ব্যবস্থা যে যথেষ্ট নয় তা পরিষ্কার। জনতার সঙ্গে আরও বুনিয়াদি সংযোগ প্রয়োজন এবং আমরা আগামী বছরগুলিতে এর উন্নতি সাধন করব। গভর্নমেন্টের উপরিস্তরে জন্ম-নেওয়া উদ্যোগগুলি সম্পর্কে বর্তমানে আমরা প্রায় অনুভূতিমূলক পদ্ধতিতে টোকা মেরে দেখি যে আমাদের সামনেকার মহান সমস্যাগুলির উপর এগুলির সাধারণ প্রতিক্রিয়াটা কী।

এ ব্যাপারে ফিদেল ওস্তাদ। জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার নিজস্ব যে পদ্ধতি তার আছে একমাত্র কাজের মাঝে তাঁকে লক্ষ করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। দু'টি সুরের কম্পনে জন্ম নেয় যেমন একটি নতুন সুর ঠিক তেমনি একটি সুরের মিশ্রণ ভেসে উঠতে দেখা যায় বিশাল জনসভাগুলিতে। কথোপকথনের ক্রমবর্ধমান নিবিড়তার মধ্যে ফিদেল ও জনতা একত্রে কাঁপতে কাঁপতে অকস্মাৎ আমাদের সংগ্রাম ও বিজয়ের ধ্বনিমূলক আরোহের মধ্যে পরিণতি লাভ করে।

বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে বাস করে না তার পক্ষে জনতা ও ব্যক্তির মধ্যকার এই সংঘাতমূলক ঐক্য উপলব্ধি করা কঠিন। ব্যক্তিসমষ্টি নিয়ে গঠিত জনতা তার নেতৃত্বের সঙ্গে এইভাবে সংযুক্ত।

জনমতকে সংগঠিত করার উপযোগী রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটলে ধনতন্ত্রের মাঝেও অনুরূপ অনেক ঘটনা দেখা যায়; কিন্তু এই ঘটনাগুলি কোনও অকৃত্রিম সামাজিক আন্দোলনের প্রতীক নয়। (যদি তা হত তবে তাদের ধনতান্ত্রিক বলা সামগ্রিকভাবে ঠিক হত না)। প্রেরণা-সঞ্চারী ব্যক্তিত্বের জীবিতকাল পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলির পরমায়ু; অথবা যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নির্মমতা এই মোহের অবলুপ্তি না ঘটায় ততদিন পর্যন্ত প্রচলিত-মোহ-সৃষ্ট এই আন্দোলনগুলি টিকে থাকে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের ধারণাতীত একটি নিষ্ঠুর নিয়মের বাঁধনে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিটি সমাজের সমষ্টির সঙ্গে বাঁধা থাকে একটি অদৃশ্য নাড়ির টানে— মূল্যের নিয়মের বাঁধনে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তা সক্রিয় এবং নির্ধারিত করে জীবনের গতি ও ভাগ্যকে।

চিন্তার অগোচরেই এই অদৃশ্য এবং সমষ্টি-সম্পর্কে-অন্ধ ধনতান্ত্রিক নিয়মগুলি ব্যক্তির উপর ক্রিয়ারত। সম্মুখে আপাত-অসীম দিগন্তের বিশালতাকেই সে দেখে থাকে। ধনতান্ত্রিক প্রচারকেরা এমনিভাবেই একে চিত্রিত করে। সত্যি হোক, আর মিথ্যেই হোক রকফেলারের দৃষ্টান্ত থেকে কৃতকার্যতার সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষা তুলে ধরে।

রকফেলারের উদ্ভবের জন্য যে পরিমাণ দারিদ্র্য ও ক্লেশ প্রয়োজন হয় এবং এই বিপুল সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য যে পরিমাণ নীচতার প্রয়োজন হয় তাকে দৃষ্টির বাইরেই রেখে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষকে এগুলি দেখানো সবসময় সম্ভবও নয়।

ব্যক্তির সংজ্ঞা

মোটের উপর সাফল্যের পথকে বিপদসঙ্কুলভাবে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু অবস্থাটাকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে উপযুক্ত, গুণসমন্বিত ব্যক্তি পথের এই বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছতে পারে। দূরে পুরস্কারটিকে দেখা যায়; পথ নির্জন। পথটি নেকড়ে বাঘে ভরা; অন্যের ব্যর্থতার মূল্যে আর একজন সাফল্য লাভ করে।

আমি এখন ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করব। সমাজতন্ত্র রচনার অজানা ও চলমান নাটকের শিল্পী সে। একক ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজের সভ্য হিসাবে আছে তার দ্বৈত সত্তা।

তার গুণের অপূর্ণতা এবং তাকে অসমাপ্ত সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেই যথার্থভাবে বলা হবে। ব্যক্তির চেতনায় বর্তমানে পক্ষান্তরিত হয়েছে অতীতের উপদেশাবলী এবং তাকে মুছে ফেলতে হলে অবিরাম শ্রমের প্রয়োজন। প্রণালীটা দ্বিমুখী: একদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ কাজ করে; অন্যদিকে আত্মশিক্ষার প্রণালীর মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত করে।

নির্মীয়মাণ নতুন সমাজকে অতীতের সঙ্গে হিংস্র প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। চেতনার মধ্যে অতীত নিজেকে প্রতিনিয়ত অনুভব করায়। ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন রাখার শিক্ষাপদ্ধতি অবশেষে এখনও গুরুতর বোঝা হিসাবে চেপে থাকে এবং যুগ-পরিবর্তনকালে বিশেষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে অতীতের বাজার সম্পর্কগুলি এখনও বজায় থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতিক কোষ হচ্ছে পণ্য; যতদিন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে ততদিন উৎপাদনের সংগঠন ও তার অনুগামী চেতনায় এর প্রতিফলন থাকবেই।

যে যুগে আত্মদ্বন্দ্বের ফলে কোন দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিস্ফোরণমূলক রূপান্তর দেখা দেয় সেই যুগকে মার্কস 'যুগ-পরিবর্তনকাল' আখ্যা দিয়েছেন। যা হোক, ইতিহাসের বাস্তবতায় আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদী গাছের দুর্বল শাখা হিসাবে গণ্য কতগুলি দেশ সর্বপ্রথম ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। লেনিন এই ঘটনাকে পূর্বাহ্ণেই লক্ষ করেছিলেন।

এই সমস্ত দেশে ধনতন্ত্র এমন একটা স্তরে উঠেছিল যার প্রতিক্রিয়া একভাবে না একভাবে সাধারণ মানুষকে অনুভব করতে হয়েছে। কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষের পর এই সমাজব্যবস্থাগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটেনি। বিদেশি নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম, যুদ্ধের মতো ঘটনা যার ফলে সুবিধাভোগী শ্রেণী নিষ্পেষিত মানুষের কাঁধে আরও বোঝা চাপাতে পারে, নয়া-উপনিবেশিক শাসনতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য মুক্তিসংগ্রাম— এই সব হচ্ছে এই ধরনের বিস্ফোরণের হেতু। অবশিষ্ট কাজগুলি সমাধান করে থাকে সচেতন কার্যকলাপ।

এইসব দেশে সামাজিক শ্রমের জন্য পুরোপুরি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি এবং শুধু ভোগ-পদ্ধতির পথ বেয়ে জনতার নাগালের মধ্যে সম্পদ এখনও এসে পৌঁছয়নি। একদিকে অনুন্নত অবস্থা এবং অন্যদিকে মূলধন নিষ্ক্রমণের ফলে বিনা ত্যাগ স্বীকারে দ্রুত পরিবর্তনকে অসম্ভব করে তোলে। অর্থনীতিক ভিত্তি গড়ে তোলার কাজ হয়ে ওঠে দীর্ঘ এবং দ্রুততর বিকাশের লিভার হিসাবে বাস্তব স্বার্থের প্রচলিত পথ অনুকরণের লোভ হয়ে ওঠে উদগ্র।

সমগ্র বনের পরিবর্তে শুধু গাছগুলিকে দেখার বিপদ এখন দেখা দেয়। ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগকারী ভোঁতা যন্ত্র নিয়ে (অর্থনীতিক কোষ হিসাবে পণ্য, মুনাফা, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণা) আলেয়ার পেছনে-ছোটা-পথে সমাজতন্ত্র অর্জনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কানা গলিতেই টেনে নিয়ে যায়।

এরপর অনেক চৌরাস্তা পার হয়ে বহুদূর ভ্রমণের পর ঠিক কোন জায়গা থেকে ভুল পথে পা বাড়ানো হয়েছিল তা ঠিক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই যে অর্থনীতিক

ভিত্তি গড়ে ওঠে মানুষের চেতনার বিকাশকে তা নিয়ে যায় অধঃপাতে। সাম্যবাদী সমাজ গড়তে হলে তৈরি করতে হবে নতুন মানুষ ও নতুন অর্থনীতিক ভিত্তি।

সুতরাং জনতাকে সংগঠিত করার প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে বেছে নেবার গুরুত্ব খুবই বেশি। মূলত চরিত্রের দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠান হবে নৈতিক। অবশ্য বাস্তব প্রেরণাগুলিকে, বিশেষত সামাজিক প্রকৃতির, উপেক্ষা করা যাবে না।

আমি আগেই বলেছি, বিশেষ বিপদের মুহূর্তে নৈতিক প্রেরণার শক্তিশালী সাড়াকে স্থায়ী রূপ দিতে গেলে, সেই চেতনার বিকাশকে সম্ভব করে তুলতে হবে যেখানে মূল্য সম্পর্কে নতুন অগ্রাধিকার থাকবে। সমস্ত সমাজকেই একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে।

গোড়ার যুগে ধনতান্ত্রিক চেতনাও অনুরূপ পদ্ধতিতেই বিকাশ লাভ করেছিল। ধনতন্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে সত্য; কিন্তু জনতাকে সে শিক্ষিত করেও তোলে তার মতবাদ সম্পর্কে। এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বর্গীয় উৎপত্তির তত্ত্ব বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রেণীসমাজের অবশ্যম্ভাবিতার সপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রচার চালিয়ে যায়।

এই প্রচার আচ্ছন্ন করে রাখে জনতার চেতনাকে— কারণ তারা মনে করে এমন একটা অশুভ শক্তি কর্তৃক তারা নির্যাতিত যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অসম্ভব। ঠিক এর পরেই দেখা দেয় উন্নতির আশা— এ দিক থেকে পূর্ববর্তী বর্ণাশ্রয়ী সমাজ থেকে ধনতন্ত্রের পার্থক্য এইখানে যে সেই সমাজ কোনও উন্নতির সম্ভাবনাকে তুলে ধরেনি।

কিছু কিছু মানুষের পক্ষে বর্ণাশ্রয়ী আদর্শবাদ সক্রিয় থাকবে। মৃত্যুর পর অনুগত ব্যক্তিরা পুরস্কার লাভ করে। এই কাহিনী অন্য এক কাহিনীর জগতে স্থানান্তরিত হয় যেখানে পুরাতন বিশ্বাস অনুযায়ী সৎ লোকেরা পুরস্কৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য লোকদের জন্য আর এক ধরনের নতুন ধারণা প্রবর্তন করা হয়: সমাজের বিভাগ পূর্ব-নির্ধারিত; কিন্তু পরিশ্রম, উদ্যোগ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বীয় শ্রেণীর বাইরে গিয়ে উপরে ওঠা যায়।

নিজে-গড়া মানুষ সম্পর্কে এই দুটি আদর্শবাদ এবং রূপকথা প্রচণ্ড ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলির মূল বক্তব্য হল এই যে চিরস্থায়ী শ্রেণীবিভাগের পরম মিথ্যাটিই হচ্ছে একান্ত সত্য।

আমাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। ব্যাখ্যাই প্রত্যয় আনে কারণ তা সত্য, এড়িয়ে যাবার কোনও কৌশল এখানে প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে তা প্রচলিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পার্টির সংবাদ সরবরাহ বিভাগ পরিচালনা করে সাধারণ কারিগরি ও আদর্শগত শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষা জনগণকে প্রভাবিত করে এবং নতুন মনোভাব স্বভাবে পরিণত হয়; জনগণ তাকে আত্মস্থ করে নেয় এবং যারা এখনও শিক্ষিত হয়নি তাদের প্রভাবিত করে। জনতাকে শিক্ষিত করার এটাই হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি এবং অন্যটির মতোই এটাও শক্তিশালী।

নতুন মানুষকে গড়ে তোলা

কিন্তু শিক্ষার প্রণালীটি সচেতন প্রণালী; নতুন সামাজিক ক্ষমতার সংঘাত অনুভব করে ব্যক্তি এবং অনুভবও করে যে সমাজের মানের পর্যায়ে পুরোপুরি সে উঠতে পারেনি। পরোক্ষ শিক্ষার চাপে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিতে চায় এমন একটি আদর্শের সঙ্গে যাকে সে ন্যায়সঙ্গত মনে করে এবং যেখানে তার পৌঁছবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল তার নিজেরই বিকাশের অভাব। সে নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করে তোলে।

সমাজতন্ত্র গড়ার এই যুগে আমরা দেখতে পাই জন্ম নিচ্ছে নতুন মানুষ। তার প্রতিমূর্তি এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি— তা কখন হতেও পারে না— কারণ প্রণালীটা নতুন অর্থনীতিক বিকাশের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে।

শিক্ষার অভাবের ফলে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্তির নির্জন পথ বেয়ে যারা চলে তাদের কথা বাদ দিলেও এই বিস্তৃত ঐক্যবদ্ধ অভিযানের মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এই যে সমাজের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনে এবং সেইসঙ্গে ইতিহাসের লোক হিসাবে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কেও ক্রমবর্ধমান চেতনা অর্জন করে চলেছে মানুষ।

সুদূর আকাঙ্ক্ষার দিকে চিহ্নহীন পথে সম্পূর্ণ এককভাবে তাদের চলতে হয় না। তারা অনুসরণ করে তাদের অগ্রগামী বাহিনীকে। পার্টি, অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণী এবং যারা জনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে চলে এই ধরনের অগ্রগামী মানুষদের নিয়েই এই অগ্রগামী বাহিনী তৈরি হয়। ভবিষ্যৎ ও তার প্রতিদানের দিকে এই অগ্রগামী বাহিনীর দৃষ্টি নিবিষ্ট থাকে; কিন্তু তা কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিদানটি হচ্ছে নতুন সমাজ, যার মাঝে মানুষ অর্জন করবে নতুন বৈশিষ্ট্য— সাম্যবাদী মানুষের সমাজ।

পথ দীর্ঘ এবং প্রতিবন্ধকাচ্ছন্ন, কখনও কখনও পথ থেকে আমরা এদিকে-ওদিকে চলে যাই এবং ফিরে আসি; কখনও কখনও আমরা খুব জোরে চলি এবং জনতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলি; আবার কখনও কখনও আমরা ধীরগতিতে চলি এবং যারা আমাদের পেছনে আসছে তাদের তপ্তশ্বাস অনুভব করি। বিপ্লবী হিসাবে আমাদের প্রবল আগ্রহের ফলে সম্ভাবনার দ্রুতগতিতে পথ পরিষ্কার করে আমরা এগিয়ে চলতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা জানি জনতা থেকেই আমাদের পুষ্টি সাধিত হয় এবং যদি আমরা আমাদের দৃষ্টান্তের সাহায্যে উৎসাহ সঞ্চারিত করতে পারি তবেই জনতা আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে পারে। নৈতিক উদ্দীপনা সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও জনতা যে দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে (অবশ্য যে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ কোনও না কোনও কারণে সমাজতন্ত্র গঠনে অংশ গ্রহণ করেন তা তাদের বাদ দিয়ে) এই ঘটনাই সামাজিক চেতনা বিকাশের আপেক্ষিক অভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। আদর্শগত ক্ষেত্রে অগ্রদূত বাহিনী জনতা থেকে অনেক অগ্রসর। নতুন মূল্য সম্পর্কে জনতার উপলব্ধি দেখা দেয় কিন্তু তার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। অগ্রগামী বাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় গুণগত পরিবর্তন যার ফলে

অগ্রদূত হিসাবে কাজ করার জন্য তাদের ত্যাগস্বীকারের সামর্থ্য আসে; অন্যদিকে জনতা দ্বিধাগ্রস্তভাবে চলে এবং সেইজন্য তাদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টির এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের চাপসৃষ্টির প্রয়োজন। এটাই হচ্ছে সর্বহারা একনায়কত্ব। তা শুধু পরাজিত শ্রেণীর উপরই কাজ করে না, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপরও কাজ করে।

এই সমস্ত বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে সামগ্রিক সাফল্যের জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ভবিষ্যতের পথে অভিযাত্রী এই জনতার মাঝে খাপ খেয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধারা, ধাপ, সংযম এবং সহজভাবে ক্রিয়ারত ব্যবস্থার সুযম সমষ্টির ধারণা। এই ব্যবস্থাগুলি অগ্রদূত বাহিনীর নির্বাচনকে সহজ করে তোলে। যারা কর্তব্য সম্পাদন করে এই অগ্রদূতরা তাদের পুরস্কৃত করে এবং যারা নতুন সমাজ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করে তাদের শাস্তি দেয়। বিপ্লবকে এখনও প্রতিষ্ঠান হিসাবে খাড়া করা যায়নি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মামুলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে, যেমন আইনসভা প্রভৃতিকে, স্থান পাল্টে নবনির্মীয়মাণ সমাজে রোপণ করাকে যতদূর সম্ভব পরিহার করে সমগ্র সমাজ ও গভর্নমেন্টের অভিন্নতা সাধনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্য আমরা পথ খুঁজছি।

ব্যস্ত না হয়ে বিপ্লবকে ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার লক্ষ্য নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কোনও আনুষ্ঠানিকতা পাছে জনতা ও ব্যক্তি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, আমাদের পরম লক্ষ্য ও সবচেয়ে বড় বিপ্লবী কামনা— বিচ্ছিন্নতা থেকে জনতাকে মুক্ত করার লক্ষ্য থেকে পাছে আমরা ভ্রষ্ট হই এই ভয়ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা।

প্রতিষ্ঠানের অভাব সত্ত্বেও ক্রমশ তার সংশোধন করতে হবে। একই আদর্শের জন্য সংগ্রাম ও সচেতন ব্যক্তিসমষ্টি হিসাবে জনতা আজ ইতিহাস রচনা করে চলেছে। বাহ্য পরিমিতি সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের মানুষ আরও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার অভাব সত্ত্বেও নিজেকে প্রকাশের এবং সমাজে তার প্রভাব অনুভূত করাবার সুযোগ আজ সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চেতনার বিকাশ

পরিচালনা ও উৎপাদনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তির সচেতন অংশগ্রহণকে আরও বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন এবং প্রায়োগিক ও আদর্শগত শিক্ষার ধারণার সঙ্গে এর সংযোগসাধন করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলি কত নিবিড়ভাবে পরস্পর নির্ভরশীল এবং এগুলির অগ্রগতি কতটা সমান্তরাল তা যাতে তারা দেখতে পায় সেইজন্যই এটা করা দরকার। বিচ্ছিন্নতার শৃঙ্খলগুলি একবার ছিঁড়ে গেলে এই পথেই সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনায় সে পৌঁছুবে এবং এটাই হচ্ছে মানবসত্তা হিসাবে সার্থকতার সমতুল্য।

স্বাধীন শ্রমের মধ্যে দিয়ে তার আসল প্রকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংস্কৃতি ও চারুশিল্পের মাধ্যমে তার যথার্থ মানবিকতার স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটবে বাস্তবে সেই প্রক্রিয়ার ফলে।

ব্যক্তির জন্য উপরিউক্ত প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রমকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পণ্য-সম্পর্কের প্রভুত্বে প্রধানত মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং উদ্ভূত হবে একটি ব্যবস্থাপনা যার মাঝে ব্যক্তির সামাজিক কর্তব্যপালনের দায়িত্বভাগ থাকবে নির্দিষ্ট। উৎপাদনের পদ্ধতিগুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হবে এবং যন্ত্রগুলি কর্তব্যপালনের পরিখা হিসাবে গণ্য হবে মাত্র।

মানুষ নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখবে নিজের কর্মের মধ্যে এবং সৃষ্ট পদার্থ এবং সম্পাদিত কর্মের মাঝে মানুষ হিসাবে তার পরিপূর্ণ সত্তার সার্থকতা উপলব্ধি করবে। তখন শ্রম হবে না বিক্রিত শ্রমশক্তিরূপ নিজের সত্তার একটি অংশকে সমর্পণ করা যাতে তার নিজের কোনও অধিকার আর থাকে না— বরং শ্রম তখন সমষ্টিজীবনে অবদানের সামাজিক কর্তব্য পরিপালনকে প্রতিফলিত করে তার নিজের বিকাশকে মূর্ত করে তোলে।

সামাজিক কর্তব্য হিসাবে শ্রমকে এই নতুন মর্যাদাদানের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত চেষ্টা আমরা করে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে অধিকতর মুক্তির অবস্থা সৃষ্টির জন্য আমরা প্রয়োগবিদ্যার বিকাশ সাধনকে এর সাথে যুক্ত করতে চেষ্টা করছি। অন্যদিকে স্বেচ্ছাশ্রমের সঙ্গে তার যোগসাধনের চেষ্টা করে চলেছি। এই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদী সেই উপলব্ধি যা মনে করে যে দৈহিক প্রয়োজনের তাড়নায় পণ্য হিসাবে নিজের শ্রমকে বিক্রয় করতে বাধ্য না হয়ে মানুষ যখন উৎপাদন করে তখনই সে সত্যকার পূর্ণ মানবিক সত্তায় উপনীত হয়।

অবশ্য শ্রম স্বেচ্ছামূলক হওয়া সত্ত্বেও তখনও অনেকগুলি অবস্থার অস্তিত্ব থেকে যায়ঃ মানুষ তার আশেপাশে বাধ্যতামূলক উপাদানগুলিকে তখনও সামাজিক চাপের ফলেই সে উৎপাদন করে চলে। (ফিদেল একে নৈতিক বাধ্যতামূলক আখ্যা দিয়েছেন)।

সামাজিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ চাপ থেকে মুক্ত হলেও নতুন স্বভাবের ফলে তার সঙ্গে যুক্ত মানুষের পক্ষে কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি মানসিক পুনর্জন্মের প্রয়োজন। কর্মের সম্পর্কে মানসিক এই পরিবর্তনই সাম্যবাদ।

অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যেমন আপনা থেকেই পরিবর্তন আসে না চেতনার ক্ষেত্রেও তেমনি পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। পরিবর্তনগুলি মন্থর এবং সেগুলি সুষম নয়। চেতনার পরিবর্তন কখনও দ্রুত গতিশীল, কখনও বিরতিময়, আবার কখনও পশ্চাৎ অভিমুখী কালে বিভক্ত।

তাছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে যে Critique of Gotha Programme-এ মার্কস পরিবর্তনের মধ্যবর্তী যুগকে যেভাবে দেখেছেন ঠিক সেইরকম নির্মল যুগের মধ্যে আমরা কাজ করছি না; বরং আমরা চলেছি এমন একটি নতুন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যা মার্কস পূর্বে দেখতে পাননি। এ যুগ হচ্ছে সাম্যবাদ উত্তরণের প্রারম্ভিক পবিবর্তন কাল বা সমাজতন্ত্র গড়ার যুগ। তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটছে এবং এর মধ্যে রয়েছে ধনতন্ত্রের সেই সমস্ত উপাদান যা সমাজতন্ত্রের মূল সারবস্তুর উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

যে পাণ্ডিত্যাভিমান মার্কসবাদী দর্শন এবং পরিবর্তনকালের তাত্ত্বিক বিকাশসমূহকে

রুদ্ধ করে রেখেছে এর সঙ্গে তাকে যুক্ত করা যায় তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমরা এখানে মূল জায়গা থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এই বিষয়ে বৃহত্তম পরিধিযুক্ত অর্থনীতিক ও রাজনীতিক কোনও তত্ত্বকে বিশদভাবে উপস্থিত করতে হলে এই পরিবর্তন-কালের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

নিঃসন্দেহে এইভাবে উপনীত তত্ত্ব সমাজতন্ত্র গড়ার দুটি স্তম্ভের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবেঃ নতুন মানুষের শিক্ষা এবং প্রয়োগবিদ্যার বিকাশ এই উভয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। কিন্তু প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে বিলম্ব করাকে আদৌ ক্ষমা করা চলে না। কারণ দুনিয়ার অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলি এ বিষয়ে যে প্রশস্ত পথ খুলে দিয়েছে তাকে অনুসরণ না করে অন্ধের মতো এগিয়ে যাবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এই কারণেই আমাদের জনসাধারণের এবং বিশেষ করে অগ্রদূত বাহিনীর কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নে ফিদেল এত জোর দেন।

উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত নয় এমন ধরনের ভাবনা-ধারণার ক্ষেত্রে বাস্তব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিভাগকে পৃথক করা খুবই সহজ। শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা করে চলেছে। প্রতিদিন আট বা ততোধিক ঘণ্টা শ্রম বিক্রয়ের সময়ে মানুষ মৃতাবস্থায় থেকে তার পরবর্তীকালের মননসংক্রান্ত কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করে।

কিন্তু এই প্রতিবিধানও একই রোগের জীবাণু বহন করে; নিঃসঙ্গ একক ব্যক্তি হিসাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হবার প্রয়াসী হয়। নিষ্পেষিত ব্যক্তিত্বকে শিল্পকলার মধ্যে রক্ষায় সে সচেষ্ট এবং নিজেকে অমলিন রাখার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ভরা অনুপম সত্তা হিসাবে সৌন্দর্যের ধ্যানে সে সাড়া দেয়।

তার সব কাজই অবশ্য পলায়নের প্রয়াস। মূল্যের নিয়ম শুধু উৎপাদনমূলক সম্পর্কের নগ্ন প্রতিফলন নয়ঃ নিছক পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগকালেও একচেটিয়া পুঁজিপতি শিল্পকলার চারপাশে একটি জটিল জাল রচনা করে তাকে নিজস্ব দাসে পরিণত করে। সমাজের উপরকার কাঠামো চারুশিল্পের ধরন নির্দিষ্ট করে দেয়, তার মাঝেই শিল্পী শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সামাজিক যন্ত্রের সাহায্যে দমন করা হয় বিদ্রোহীদের এবং একমাত্র বিশেষ প্রতিভাই কোনও সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। অবশিষ্টরা পরিণত হয় নির্লজ্জ ওঁছা ভাড়াটে শিল্পীতে অথবা তাদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

'শিল্পগত স্বাধীনতা' একটি ধারা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু সংঘাতে না আসা পর্যন্ত অস্পষ্ট থাকলেও এর মূল্যগুলি সীমাবদ্ধ। মানবসত্তা এবং তার বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত সমস্যা যতক্ষণ না দেখা দেয় ততক্ষণ সেই সীমাবদ্ধতা অস্পষ্ট থাকে।

অর্থহীন যন্ত্রণা এবং বিকৃত আমোদ-প্রমোদ এইভাবে মানুষের উদ্বেগে সুবিধাজনব নিরাপদ 'সেফটি ভালভের' মতো কাজ করে। প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে শিল্পকে ব্যবহার করার ধারণা অবলুপ্ত করা হয়।

ব্যালে নৃত্যের মতো পাক খেতে থাকলে একটা বানর যে সম্মানের অধিকারী হয়, নিয়ম মেনে চললে এইসব শিল্পীরাও সেইরকম সম্মানে বিভূষিত হয়। যে সমস্ত শর্তাবলী চাপিয়ে দেওয়া হয় তার অদৃশ্য খাঁচা থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে আসাও সম্ভবপর নয়।

বিপ্লব যখন ক্ষমতা দখল করল তখন সম্পূর্ণ ঘর-ভাঙা ব্যক্তিরা দেশত্যাগ করেছে;— বিপ্লবী হোক বা না হোক অন্যেরা দেখল যে একটি নতুন পথ তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। শিল্প-অনুসন্ধিৎসা নতুন উদ্যম লাভ করল। পথ অবশ্য কমবেশি পরিমাণে আগে থেকেই বিন্যস্ত ছিল এবং স্বাধীনতা কথাটির অন্তরালে পলায়নী ধ্যান-ধারণা আত্মগোপন করে রইল। বুর্জোয়া আদর্শবাদের প্রতিফলনের রেশ হিসাবে বিপ্লবীদের চেতনার মধ্যেও এই ধ্যানধারণা প্রায়শ দেখা গিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রভাব

এই একই ধরনের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত দেশ অতিক্রম করছে তারা এই সমস্ত প্রবণতাগুলিকে অতিরিক্ত গোঁড়ামির সাহায্যে অবলুপ্ত করতে চেষ্টা করছে। সাধারণ সংস্কৃতিকে বস্তুত নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতির হুবহু প্রতিচ্ছবি রচনাকে শিল্পগত উৎকর্ষের চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে একেই রূপান্তরিত করা হয় ঈপ্সিত সামাজিক বাস্তবতার যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবিরূপে। এই ঈপ্সিত সমাজ প্রায় দ্বন্দ্ব-বিরোধহীন।

সমাজতন্ত্রবাদ তার শৈশব অতিক্রম করেনি এবং ভুলও অনেক হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতি থেকে পৃথকভাবে নতুন মানুষকে গড়ে তোলার কাজে যে জ্ঞান ও বুদ্ধিগত সাহসের প্রয়োজন বহুক্ষেত্রেই বিপ্লবীদের মধ্যে তার অভাব দেখা গেছে। আর প্রচলিত পদ্ধতিগুলি পুরনো সমাজের প্রভাবে দুষ্ট।

দিক্‌নির্দেশ থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং বাস্তব গঠনমূলক কাজ আমাদের পুরোপুরি ব্যাপৃত করে রাখে। একই সঙ্গে বৈপ্লবিক নির্ভরযোগ্যতা সম্পন্ন এবং বিশেষজ্ঞ কোনও শিল্পী নেই। পার্টির কর্মীদেরই এই দায়িত্ব হাতে নিতে হবে এবং জনতার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু এখানেই সরলীকরণের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। সকল মানুষই বুঝতে পারে এঁমন শিল্প তারা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন— পার্টি-কর্মীদের বোধগম্য শিল্প। সত্যকার শিল্পগত মূল্যমানকে অবহেলা করা হল এবং সমাজতান্ত্রিক বর্তমান ও মৃতের (যেহেতু মৃত সেহেতু বিপজ্জনক নয়) সমন্বয়কেই সাধারণ সংস্কৃতির কাজে পরিণত করা হয়। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা গড়ে উঠল বিগত শতাব্দীর শিল্পভিত্তির উপর।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী শিল্প একটি শ্রেণীশিল্পও বটে। বিচ্ছিন্ন মানুষের মর্মযাতনার অভিব্যক্তি হিসাবে পচনশীল বিংশ শতাব্দীর শিল্পের তুলনায় তাকে সত্যকার ধনতান্ত্রিক শিল্প হিসাবেই গণ্য করা যায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র তার সমস্ত অবদানই নিঃশেষ করেছে এবং পচনশীল বিংশ শতাব্দীর শবের পূতিগন্ধভরা আজকের ক্ষয়িষ্ণু শিল্প ভিন্ন আর দেবার মতো তার কিছুই নেই।

তাহলে কেন আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বরফ-জমা রূপরেখার মধ্যে শিল্পকলার জন্য একমাত্র বৈধ ব্যবস্থাপত্র খুঁজতে যাবো? সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণাকে আমরা স্বাধীনতার সমপর্যায়ে ফেলতে পারি না কারণ স্বাধীনতার অস্তিত্ব এখনও নেই এবং নতুন সমাজের পূর্ণ বিকাশের আগে তা থাকবেও না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে থেকে যে সমস্ত শিল্পরূপের বিকাশ ঘটেছে তাকে যে-কোনও-মূল্যে বাস্তবতার ধর্ম-সিংহাসন থেকে যেন নিন্দার চেষ্টা না করি। এ কাজ করলে আমরা প্রুধোঁর মতো অতীতে ফিরে যাবার ভুল করব ফলে যে মানুষ জন্ম নিচ্ছে এবং নিজেকে গড়ে তোলার সাধনায় ব্যাপৃত তার শিল্পাভিব্যক্তিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে।

সংস্কৃতিগত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রয়োজন যার সাহায্যে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যের উর্বর জমিতে সহজেই যে বেনাবন উৎপন্ন হয় তার আমূল উৎপাটন করা চলে।

আমাদের দেশে যান্ত্রিক বাস্তবতার ভ্রান্তিকে আমরা কেউ দেখছি না বরং তার বিপরীতটাই দেখা হচ্ছে এই কারণে যে উনবিংশ শতাব্দীর বা বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ও বিকৃত শতাব্দীর চিন্তাধারা প্রতিনিধিত্ব করে না এমন মানুষ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়নি।

আমাদের গড়ে তুলতে হবে একুশ শতকের মানুষ যদিও সেটা এখনও ধারণার বিষয় এবং অপূর্ণ আশা। আগামী শতাব্দীর মানুষই হচ্ছে আমাদের সমস্ত কাজের মূল লক্ষ্য। যে পরিমাণে তত্ত্বগত ভিত্তিতে আমরা এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করব বা করব না— বাস্তব গবেষণার মাঝ দিয়ে যে পরিমাণে আমরা বৃহত্তর চরিত্রের তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত টানতে পারব— সেই পরিমাণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার ও মানবতার আদর্শের ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হব।

উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণুতাকে পুনরায় টেনে এনেছে। এটা খুব মারাত্মক ভ্রান্তি নয়— কিন্তু সংশোধনবাদের পথ যাতে প্রশস্ত না হয় সেজন্য একে আমাদের পরাভূত করতেই হবে।

অগণিত মানুষ এগিয়ে চলেছে। সমাজের মধ্যে নতুন নতুন ধারণা যথাযথ শক্তি অর্জন করে চলেছে। সমাজের সমস্ত মানুষের পূর্ণ আত্মবিকাশের বাস্তব সম্ভাবনাগুলি কর্তব্যকে আরও ফলপ্রসূ করেছে। বর্তমান হচ্ছে সংগ্রামের যুগ; ভবিষ্যৎ আমাদেরই।

সংক্ষেপে আমাদের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের ত্রুটির মূল রয়েছে তাদের আদিম পাপের মধ্যে;— তারা সত্যকার বিপ্লবী নয়। ন্যাসপাতি উৎপাদনের জন্য দেবদারু গাছের কলম বাঁধার চেষ্টা করে দেখতে পারি— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ন্যাসপাতি গাছও নিশ্চয়ই পুঁততে হবে। আদিম পাপ থেকে মুক্ত উত্তরপুরুষের জন্ম হবে। সংস্কৃতির অভিব্যক্তির সম্ভাবনা যতই প্রশস্ততর হয়ে উঠবে মহান শিল্পীদের আবির্ভাবও ততই সম্ভব হবে।

দ্বন্দ্ব-দীর্ণ বর্তমান পুরুষ যাতে বিকৃত না হয় এবং উত্তরপুরুষকে যাতে তারা বিকৃত করতে না পারে তা প্রতিরোধ করাই আমাদের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের বৃত্তিধারী স্বাধীনতার

চর্চাকারী স্কলারশিপ-ভোগী ছাত্র বা সরকারি চিন্তাধারার অনুগত ভৃত্য সৃষ্টি করা আমাদের কাজ নয়। ইতিমধ্যেই জনতার নিজস্ব সুরে ভবিষ্যৎ মানুষের গান গাইবার মতো বিপ্লবীদের আবির্ভাব ঘটছে। এ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ।

আমাদের সমাজে যুবসমাজ এবং পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর মাঝে যুবসমাজের গুরুত্বই বেশি কারণ পুরাতন দোষ ত্রুটি-বিবর্জিত নতুন মানুষ গড়ার কাজে তারাই হচ্ছে নরম মাটি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যুবসমাজকে কাজে লাগানো হয়। তাদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে এবং শুরু থেকেই শ্রমজীবী শক্তির সঙ্গে তাদের একাত্মতা প্রতিষ্ঠার কাজে ভুল করা হচ্ছে না। বৃত্তিভোগী ছাত্ররা ছুটিতে বা পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে কায়িক শ্রম করে থাকে। কারও কাছে কাজ হচ্ছে পুরস্কার এবং কারও কাছে তা হচ্ছে শিক্ষারই উপায়— কিন্তু কখনওই তা শাস্তি নয়। একটি নতুন পুরুষ জন্ম নিচ্ছে এই পথে।

পার্টি হচ্ছে অগ্রদূত বাহিনীর প্রতিষ্ঠান। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রমিকরা তাদের সহকর্মীদের পার্টিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তাব করে। সংখ্যালঘু অংশ নিয়ে পার্টি গঠিত। কিন্তু ক্যাডারদের গুণের জন্যই রয়েছে পার্টির কর্তৃত্ব। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পার্টিকে গণ-পার্টিতে পরিণত করা। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন অগ্রদূত বাহিনীর মানের স্তরে উঠবে বা সাম্যবাদের জন্য শিক্ষিত হয়ে উঠবে তখনই পার্টিকে গণ-পার্টিতে পরিণত করা যাবে।

এই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যই আমাদের নিয়ত প্রচেষ্টা। পার্টি হচ্ছে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কঠিন শ্রম ও ত্যাগের পথিকৃৎ হতে হবে পার্টির ক্যাডারদের। বিপ্লবী দায়িত্ব পরিসমাপ্তির জন্য দৃষ্টান্তের সাহায্যেই জনতাকে নেতৃত্ব দিতে হবে তাদের। সাম্রাজ্যবাদ অতীতের ব্যাধি। শ্রেণী-শত্রু এবং পুনর্গঠনের বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে এই দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়।

ইতিহাসের জনক হিসাবে জনতার নেতা ব্যক্তিগত মানুষ ও ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে আমি চেষ্টা করব। কোনও ব্যবস্থাপত্র নয়,— এটা আমাদের অভিজ্ঞতারই প্রতিবেদন মাত্র।

প্রথম যুগে বিপ্লবের উদ্দীপনা ও তার নেতৃত্ব জুগিয়েছেন ফিদেল। তিনি সব সময় একে শক্তি জুগিয়েছেন ! কিন্তু অসামান্য নেতা হিসাবে গড়ে উঠছে এই রকম একটি ভালো গ্রুপও রয়েছে, আর রয়েছে এদের উপর আস্থাশীল মহান জনতা। জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দিতে সক্ষম বলেই নেতৃত্বের প্রতি জনতার আস্থা।

ক'পাউণ্ড মাংস কে খেতে পারবে, বা বছরে ক'মাস কেউ সমুদ্রতীরে যেতে পারবে বা বর্তমান বেতনের সাহায্যে বিদেশ থেকে কতকগুলি অলংকার কিনে আনতে পারবে— ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আরও আত্মিক ঐশ্বর্যে ধনী এবং আরও দায়িত্বের অধিকারী হয়ে ব্যক্তির নিজের মধ্যে আরও পূর্ণতার অনুভূতি জেগে উঠবে— এইটাই হচ্ছে আসল বিষয়।

যে মহান যুগের মধ্যে চলেছি সে যুগ যে ত্যাগেরই যুগ এই বিষয়ে আমাদের দেশের ব্যক্তি-মানুষ সচেতন। ত্যাগের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, সিয়েরা মেস্ত্রায় বা যেখানেই লড়তে হয়েছে সেখানেই প্রথম তারা এই বিষয়টি লক্ষ করেছে; পরে সমগ্র কিউবা তা

জানতে পেরেছে। আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলির অগ্রদূত হচ্ছে কিউবা। তাকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে, কারণ সে অগ্রগামী বাহিনীর অংশ, কারণ লাতিন আমেরিকার জনতাকে যে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছে।

দেশের মধ্যে নেতৃত্বকে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করতে হয়। সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে— একথা স্বীকার করতে হবে সে সত্যকার বিপ্লবে যারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে এবং তা থেকে যারা নিজেদের জন্য কোনও পাওনা-গণ্ডা আশা করে না তাদের কাছে বিপ্লবের দায়িত্ব একাধারে যেমন গৌরবময় তেমনি যাতনাদায়কও বটে।

হাস্যাস্পদ হবার মতো বাহ্য বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমি বলতে চাই যে প্রেমের মহান অনুভূতির দ্বারাই পরিচালিত হয় সত্যকার বিপ্লবী। এই গুণকে বাদ দিয়ে প্রকৃত বিপ্লবী সম্পর্কে কিছু ভাবাই অসম্ভব। বোধ হয় নেতার জীবননাটকের প্রধান ঘটনাই হচ্ছে এই যে নিরুত্তাপ বুদ্ধির সাথে আবেগময় মননের ঐক্য তাকে ঘটাতে হয় এবং একটি মাংসপেশীকেও সংকুচিত না করে পীড়াদায়ক সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হয়। সাধারণ মানুষের মতো অতি সামান্য পরিমাণেও প্রাত্যহিক ভাব-প্রবণতাব স্তরে নামা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিপ্লবের নেতাদের সন্তান আছে যারা সবে কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু বাপের নাম ধরে ডাকতে তারা শেখেনি। বিপ্লবের পরিপূর্ণ সাফল্য আনার জন্য সার্বিক ত্যাগ স্বীকার করতে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। সহগামী বিপ্লবীদের মধ্যেই তাদের বন্ধু-মহলের গণ্ডী সীমাবদ্ধ। বিপ্লবের বাইরে কোনও জীবন তাদের নেই।

এই অবস্থার মধ্যে যাতে চরম সংকীর্ণতা, নিরুত্তাপ পাণ্ডিত্যাভিমান এবং জনতা থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা না দেয় সেজন্য প্রত্যেকেরই গভীর মানবতাবোধ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা উচিত। প্রতিদিন আমাদের এমনভাবে কাজ করে যেতে হবে যাতে জীবন্ত মানুষ সম্পর্কে এই ভালোবাসা বাস্তব কাজে রূপায়িত হয় এবং চলমান শক্তি হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়।

বিপ্লবের আদর্শগত চালিকাশক্তি, বিপ্লবী, অবিরাম কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবে এবং সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমৃত্যু কাজ করে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্য তার সামনে থাকবে না। স্থানীয় ভিত্তিতে জরুরি কাজ সম্পাদনের সময় যদি তার বিপ্লবী উদ্যম স্তিমিত হয় এবং যদি সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে সে ভুলে যায়— তাহলে সেই বিপ্লবে প্রেরণার উৎস হিসাবে তার অস্তিত্ব আর থাকবে না। সে ডুবে যাবে আরামপ্রদ আলস্যের মধ্যে যা সাম্রাজ্যবাদ নিজের কাজে ব্যবহার করবে। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা একটি কর্তব্য— কিন্তু তা আবার বিপ্লবী প্রয়োজনীয়তাও বটে। সেইজন্যই আমরা আমাদের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলি।

অবশ্য বর্তমান অবস্থায় সংকীর্ণতা ও মহান কাজের মধ্যে জনতা থেকে বিচ্ছিন্নতার বিপদই শুধু নেই— দুর্বলতার বিপদও আছে। যদি কেউ মনে করে যে বিপ্লবে আত্মোৎসর্গের ফলে তার পুত্রের কোনও নির্দিষ্ট অভাব, সন্তানদের জুতা ছিঁড়ে যাবার সমস্যা বা পারিবারিক কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় দ্বারা নিজেকে সে বিব্রত করতে পারে

না তাহলে সে হয়ে পড়বে নীতিবাগিশ। এর ফলে ভবিষ্যতে দুর্নীতির ছোঁয়াচের জন্য তার মনের দরজা থাকবে খোলা।

আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক করেছি যে অন্যান্য সাধারণ মানুষের ছেলেপেলেরা যা পায় ও যেভাবে ভোগে আমাদের ছেলেপেলেরাও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের পরিবারকেও তা বুঝতে হবে এবং সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। মানুষের মাঝ দিয়েই বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মানুষকেই প্রতিনিয়ত সচেষ্টা থেকে বিপ্লবী আত্মাকে গড়ে তুলতে হয়।

এইভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি। একথা স্বীকার করতে ভয় বা সংকোচের কোনও কারণ নেই যে এই বিশাল বাহিনীর পুরোভাগে রয়েছেন ফিদেল। তারপরেই আছে পার্টির শ্রেষ্ঠ ক্যাডারগণ এবং ঠিক তারপরেই রয়েছে জনতা এত ঘনিষ্ঠভাবে যে তাদের প্রচণ্ড শক্তি আমরা অনুভব করি। এই জনতা হচ্ছে একই লক্ষ্যের অভিযাত্রী ব্যক্তি-সমষ্টি— যে ব্যক্তিরা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। প্রয়োজনের গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার দিগন্তের দিকে তারা ছুটে চলেছে।

এই বিশাল জনতা সংগঠিত হয়ে ওঠে। তাদের কর্মসূচির স্বচ্ছতা গড়ে ওঠে সাংগঠনিক য়াজনীয়তার চেতনা অনুপাতে। হাতবোমা থেকে নিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সহস্র-বিভক্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে কিছুটা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সহযাত্রীদের সঙ্গে বেপরোয়া সংগ্রামরত বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে এই জনতার অস্তিত্ব আর থাকে না।

আমরা জানি যে আমাদের আরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে— অগ্রগামীবাহিনী হিসাবে আরও অনেক মূল্য আমাদের দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মত্যাগের নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করতে হবে। প্রত্যেকেই এ বিষয় সচেতন যে পুরস্কার হিসাবে কর্তব্যপালনের পরিতৃপ্তি যে লাভ করবে এবং দিগন্ত অস্ফুটভাবে দৃশ্যমান ভবিষ্যৎ মানুষের প্রতিকৃতির দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

এবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করব :

আমরা সমাজতন্ত্রবাদীরা মুক্ততর কারণ আমরা পূর্ণতর, আমরা পূর্ণতর কারণ আমরা মুক্ততর।

আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার রেখাচিত্র ইতিমধ্যেই অঙ্কিত হয়েছে। মাংসপেশী ও পোশাকের অভাব তাতে আছে। সেগুলি আমরা সৃষ্টি করব।

আমাদের স্বাধীনতা ও তার দৈনন্দিন প্রতিপালন হয় রক্ত ও ত্যাগের মূল্য দিয়ে।

আমাদের ত্যাগ হচ্ছে সচেতন : যে স্বাধীনতাকে আমরা গড়ে তুলেছি কিস্তিবন্দীহিসাবে তার ঋণ শোধ।

'পথ দীর্ঘ এবং অংশত অজ্ঞাত। আমরা জানি আমাদের সীমাবদ্ধতাকে। একুশ শতকের মানুষকে আমরা সৃষ্টি করব— আমরা, আমরাই।

গেভারা : সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের বিতর্ক

বিকাশ চক্রবর্তী

সাধারণের দৃষ্টিতে গেভারার পরিচিতি গেরিলা যুদ্ধের একজন তাত্ত্বিকরূপে। কিউবায় বিপ্লবের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তাতে তাঁর চিন্তাধারার অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বিপ্লবী সংগ্রামের কলাকৌশলের ওপরে দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ হয়। সামাজিক গতিপ্রবাহের আলোকে গেভারার মতো মার্কসীয় বিপ্লবীর কাছে সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলী ছিল এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। এইদিক থেকে তাঁর গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক মানুষের ধারণা কিংবা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না। অনুরূপভাবে, বিপ্লবোত্তর কিউবায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে তিনি যখন অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন তখন তাঁর মৌল উদ্দেশ্য ছিল এমন এক সমাজের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করা যা একদিকে তাঁর 'একবিংশ শতকের মানুষ' গড়ে তুলবে এবং অন্যদিকে যা তাঁর পরিকল্পিত মহাদেশীয় বিপ্লবের সূচনা-ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হতে পারবে। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে অবস্থিত আর্থনীতিক চিন্তাধারা অন্যান্য বিষয়, বিশেষত গেরিলা যুদ্ধতত্ত্বের তুলনায় সম্ভবত অনেক কম গুরুত্ব পেয়েছে সাধারণের দৃষ্টিতে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, গেভারার চিন্তাধারার কোনও বিষয়ই আরামকেদারায় বসে গড়ে ওঠেনি। বিপরীতভাবে, মার্কসীয় দর্শনে তাঁর জ্ঞান এবং বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবিলায় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ার দুটি স্বতন্ত্র মডেল উদাহরণ হিসেবে তাঁর সামনে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিউবায় সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি পরিচালনা করেছিলেন তাঁর একান্ত নিজস্ব পথে।

জাতীয় কৃষি সংস্কার প্রতিষ্ঠান ***(Instituto Nacional de Reforma Agraria—INRA)***

বাতিস্তার পতন ও বিপ্লবী নেতৃত্ব কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর এর প্রাথমিক কাজই ছিল জনস্বার্থে অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে কিছু সংস্কারমূলক কাজ ছাড়া বৃহৎ পরিসরে অগ্রসর হতে বিপ্লবী সরকারের কিছুটা সময় লেগেছিল। ১৯৫৯ সালে ৩রা জুন ভূমিসংস্কার আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বিপ্লবী সরকার প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। **জাতীয় কৃষি সংস্কার প্রতিষ্ঠান** (INRA - ইন্‌রা) স্থাপিত হয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে, যার লক্ষ্য ছিল কৃষিতে বৈচিত্র্য আনয়ন ও

ভূমিবণ্টন। বৈদেশিক বাণিজ্যেও বৈচিত্র্য সাধনের প্রচেষ্টা হয়। বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এর্নেস্তো গেভারা বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী ও অসমাজতন্ত্রী দেশে যান এবং ১৯৬০-এর ফেব্রুয়ারিতে আনাস্তাস মিকোয়ানের কিউবা সফরের পর তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্কে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। কিউবায় মার্কিন সম্পত্তি, যেমন চিনিকল ও শোধনাগার, বিদ্যুৎশক্তি, টেলিফোন সংস্থা, মার্কিন ব্যাঙ্কসমূহের কিউবা শাখা প্রভৃতির জাতীয়করণ ছিল ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি রচনার বৃহৎ পদক্ষেপ।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে **ইন্‌রা**-কে সবথেকে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বিপ্লবী সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বাস্তবে তা হয়েওছিল। উপরন্তু শিল্পমন্ত্রক, পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট, মাইনিং ইনস্টিটিউট প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের উৎস ছিল **ইন্‌রা** এবং এর মধ্যে থেকেই এসেছিলেন জাতীয় ব্যাঙ্ক (National Bank), বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাঙ্ক (Bank of Foreign Commerce), কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ড (Central Planning Board) ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের বিপ্লবী পদাধিকারীরা।[২] বিপ্লবের স্বার্থে যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল **ইন্‌রা**-র হাতে। প্রতিষ্ঠানের সফল কার্যকলাপের ফলাফল ছিল দ্বিমুখী— প্রথমত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়ত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ ও গঠনশীল অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ বাধার দরুন ভোগকারীদের চাহিদা মেটানো কিউবার অর্থনীতির পক্ষে দুষ্কর ছিল। বিপ্লবী নেতৃত্বের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে শিল্পায়ন ব্যতীত কৃষিসংস্কার এমন এক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করবে যাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। শিল্প ও কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপের প্রশ্নে তাদের মতপার্থক্য থাকলেও সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ার কর্মসূচিতে প্রথম ছিল শিল্পের স্থান। গোড়া থেকেই **ইন্‌রা**-র অধীনে একটা শিল্পায়ণ দপ্তর (Department of Industrialization) ছিল, যার প্রথম পরিচালক (Director) ছিলেন এর্নেস্তো গেভারা। কিউবার বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিচারে বিপ্লবের প্রথমদিকের বছরগুলোতে পরিকল্পনার নীতিপদ্ধতির ভিত্তি ছিল কৃষির বহুমুখীকরণ এবং নতুন ধরনের ব্যবসা গঠন।[৩]

শিল্পমন্ত্রক

সমাজতন্ত্রের পথে কিউবার পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনযন্ত্র পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান হারে জাতীয়করণ করা হয়েছে এমন শিল্পসমূহের পরিচালনগত সমস্যা এবং গোড়া থেকেই শিল্পায়নের প্রতি নেতৃত্বের প্রবল ঝোঁক শিল্পদপ্তরের কাজকর্ম ও গুরুত্বকে ক্রমশ বৃদ্ধি করছিল। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই দপ্তরকে **ইন্‌রা**-র অধীনস্থ সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে গেভারার নেতৃত্বে শিল্পমন্ত্রকে উন্নীত করা হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভূমিকা পালনের জন্য এই মন্ত্রককে তৈরি করা

হয়েছিল। পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট, কিউবার মাইনিং ইনস্টিটিউট, চিনিকলসমূহের সাধারণ প্রশাসন দপ্তর (Department for the General Administration of the Sugar Centrals) প্রভৃতি কিছু কিছু সংগঠনকে ইন্‌রা-র নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে এনে শিল্পমন্ত্রকের অধীনে স্থাপন করা হল। একই সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রককে দেওয়া হল বিদেশি বাণিজ্যের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং জাতীয়করণ করা হয়েছে এমন বাণিজ্যিক সংস্থা ও অভ্যন্তরীণ বণ্টনব্যবস্থা দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পিত হল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যমন্ত্রকের হাতে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ড (*Junta Central de Planificacion* অথবা সংক্ষেপে Juceplan) পুনর্গঠিত হল সারা দেশের পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য। অপর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল জাতীয় ব্যাঙ্ককে 'একক, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায়' পুনর্গঠিত করে এবং সারা দেশে এর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে বাণিজ্যিক ঋণ পরিচালনার পূর্ণ একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হল তার হাতে।[৪] সহজেই বোঝা যায় যে দেশীয় অর্থনীতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটা পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছিল এবং ১৯৬২ সালকে ঘোষণা করা হয়েছিল 'পরিকল্পনার বছর' বলে। আর্থনীতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের অর্থ বিপ্লবের প্রথম দিকে অনুসৃত অর্থনীতির 'স্বাধীন গতি' ('free wheeling') তত্ত্বের ক্রমশ পরিসমাপ্তি এবং এক ব্যাপক আর্থনীতিক পরিকল্পনার পথে কিউবার যাত্রার সূচনা।

আর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এক বিতর্কে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারাদেশ ১৯৬৩-৬৪ সালে। দুটো মৌলিক বিষয় ছিল এই বিতর্কের মধ্যে, যা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরমান যে কোনও দেশের পক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ—কোনও প্রতিষ্ঠানকে দেয় আর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা এবং বস্তুগত বনাম নৈতিক প্রণোদন-এর (incentive) দ্বন্দ্ব। এই বিতর্কে একদিকে ছিলেন এর্নেস্তো গেভারা যিনি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক প্রণোদনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। অপরদিকে ছিলেন প্রাক্-বিপ্লব কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা কার্লোস রাফায়েল রড্রিগেজ, যিনি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য এবং বস্তুগত প্রণোদনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিউবার পক্ষে এই বিতর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পথ নিয়েই দ্বন্দ্ব জোরালো হয়ে উঠেছিল। এই দ্বন্দ্বের কারণেই কিউবায় ১৯৬৩-৬৪ সালে আর্থনীতিক সংগঠন ও পরিচালনব্যবস্থার দুটি সমান্তরাল মডেল পরিলক্ষিত হয়। একদিকে ছিল বিকেন্দ্রীকরণ ও কাম্য ব্যয় পদ্ধতিতে (Economic Calculus) পরিচালিত এবং কার্লোস রাফায়েল রড্রিগেজের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় কৃষিসংস্কার প্রতিষ্ঠান, অপরপক্ষে ছিল কেন্দ্রীয় বাজেট-নির্ভর অর্থনীতির ভিত্তিতে গেভারা পরিচালিত শিল্পমন্ত্রক। সমাজতন্ত্রের পথে কিউবার পদচারণা বিষয়ক গেভারার মতামতের অধিকাংশই ছিল এই বিতর্কের ফলশ্রুতি।

বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি (Budgetary System of Finance)

আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার যে গেভারার আর্থনীতিক চিন্তাভাবনার ভিত্তিভূমি ছিল মার্কসীয় অর্থে সাম্যবাদ, যা মানুষের সচেতন কর্মপ্রয়াসের ফলে গড়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে এই সচেতন কর্মপ্রয়াস রূপায়িত হয়ে ওঠে সামাজিক জীবনের সমস্ত দিকে পরিব্যাপ্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। গেভারার নিজের কথায় : 'পরিকল্পনা হল বিস্তৃত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভারসাম্যযুক্ত পথে অর্থনীতি ও জাতীয় সাধারণ জীবন উভয়ের ব্যবস্থাপনা, যার উদ্দেশ্য হল সমাজের সুপ্ত সঞ্চয় থেকে সর্বাধিক মূল্য সৃষ্টি করা।'[৫] এমনকি গেভারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে আন্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন যাতে আঞ্চলিক প্রচেষ্টাসমূহের 'একীভবন ঘটবে প্রকৃত অর্থে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে।'[৬]

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গেভারা কিউবায় যা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তা হল বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি। তাঁর মতে, এটা হল,

> একটা সামগ্রিক ধারণা, অর্থাৎ, এর বাস্তব কার্যকারিতা তখনই সম্পন্ন হবে যখন তা সামগ্রিকভাবে অর্থব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে; এর সূচনা রাজনীতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এবং তারপর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ডের (JUCEPLAN) মাধ্যমে। বিভিন্ন মন্ত্রক হয়ে তা গিয়ে পৌঁছবে বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্থার হাতে। সেখানে এটা গিয়ে মিশে যাবে জনগণের সঙ্গে।[৭]

বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতির মৌলিক নীতিগুলো পরিব্যয় পদ্ধতি (Cost Accounting) বা কাম্যব্যয় উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দুই ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনার মাধ্যমে গেভারা তাঁর মতামতকে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে উভয় ব্যবস্থারই লক্ষ্য সাম্যবাদে পৌঁছনো, কিন্তু উচ্চতর গণচেতনা ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঐক্যের বিষয়ে তাঁর পছন্দের ব্যবস্থাকে তিনি অনেক বেশি কার্যকরী মনে করতেন। বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতিতে একটা উদ্যোগ হলো 'একইরকম কারিগরি ভিত্তিসম্পন্ন' ও 'তাদের উৎপাদন মাত্রার সার্বজনীন লক্ষ্যবিশিষ্ট' 'বহু কারখানার সম্মিলিত ব্যবস্থা'। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন উদ্যোগের সঙ্গে কাম্য ব্যয়পদ্ধতির অন্তর্গত 'নিজস্ব আইনি সত্তাবিশিষ্ট উৎপাদন সংস্থার' মিল নেই। দ্বিতীয়ত বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী ব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকা হল অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক উপাদানের ভূমিকা এবং কাম্য ব্যয়পদ্ধতিতে অনুসৃত বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে 'নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ হাতিয়ার' নয়। প্রথম বিভাগের উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে পৃথক ব্যাঙ্ক আমানত রাখা হয় টাকা জমা দেওয়া ও তোলার সুবিধের জন্য কিন্তু তাদের আমানতকে গণ্য করা হয় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে। তৃতীয়ত উদ্যোগসমূহের পরিকল্পনা ও আর্থনীতিক কাজকর্ম, অর্থাৎ ব্যবসায় পরিচালনা, প্রত্যক্ষভাবে তদারাকি করে কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলো।

বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি ও কাম্য ব্যয়পদ্ধতির পার্থক্যগুলো থেকে গেভারা প্রথমোক্ত ব্যবস্থার কতগুলো সুবিধাকে চিহ্নিত করেছিলেন। 'জাতীয় তহবিলের অধিকতর যুক্তিসঙ্গত সদ্ব্যবহার' এবং 'রাষ্ট্রের সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রের সর্বোত্তম ব্যবহার' সম্ভবপর হয় আর্থনীতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের দরুন। এই একই সঙ্গে পর্যাপ্ত সীমার মধ্যে বৃহদায়তন সংস্থা গড়ে ওঠে যারা একদিকে শ্রমশক্তির সাশ্রয় করে, আবার অন্যদিকে বৃদ্ধি করে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা। উপরন্তু, বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি সমস্ত উদ্যোগগুলোকে একক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসে এবং তারা পরিণত হয় 'মন্ত্রকের, এবং সম্ভব হলে সমস্ত মন্ত্রকের অধীন এক বৃহৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে'। এরকম ব্যবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শ্রমিকের গতিশীলতার দরুন মজুরি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার সৃষ্টি হবে না যেহেতু 'একটা নির্দিষ্ট জাতীয় মজুরির হার' চালু থাকে।বাজেট-অন্তর্গত আবাসন সংগঠনের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগকারীকেই বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে 'বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের সরলীকরণ' করা যায়, অবশ্য অর্থমন্ত্রকের হাতে থাকবে আর্থিক তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা। এই গোটা সংযুক্তীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব ও সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতাকে উৎসাহ দেওয়া, যা সমগ্র সমাজের মধ্যে তাদের অঙ্গীভূত হবার মানসিকতা গড়ে তুলবে।[৮]

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক

১৯৬৩-৬৪ সালে কিউবায় সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের পর্যায়ে ব্যাঙ্কব্যবস্থার কার্যকলাপও ছিল বিতর্কের অন্যতম বিষয়বস্তু। গেভারা তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন মারসেলো ফারনান্দেজ-এর বিরুদ্ধে, যিনি ছিলেন ওই সময়ে জাতীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি। 'কিউবায় সমাজতান্ত্রিক ব্যাঙ্কব্যবস্থার বিকাশ ও কার্যকলাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে ফার্ণান্দেজ আর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থারূপে সমর্থন করেছিলেন, কারণ এতে আর্থিক শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের যৌথ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এই ভাবধারায় পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তিনি ব্যাঙ্কব্যবস্থার একাধিক কাজকে চিহ্নিত করেছিলেন, যার মধ্যে অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক। তিনি দাবি করেছিলেন যে অন্য কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশে কিউবার জাতীয় ব্যাঙ্কের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্ভবত নেই, যার কাজের পরিধি বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয় সংগ্রহ ইত্যাদির মতো ব্যাপক।[৯]

সমকালীন কিউবায় ব্যাঙ্কব্যবস্থার কার্যকলাপ সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলোতে গেভারার সম্পূর্ণ মতদ্বৈধ ছিল ফার্নান্দেজের সঙ্গে। মার্কস ও লেনিনের রচনা থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ব্যাঙ্কব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে :'.....অর্থ ছাড়া ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব থাকে না এবং সেই কারণে, উৎপাদনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তা সে যে কোন উচ্চ ধরনের সম্পর্ক হোক না কেন।'[১০] 'অর্থনীতির আনুপাতিক ও সুষম বিকাশ এবং পরিকল্পনার পূর্ণতা'র জন্য ফার্নান্দেজ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঋণ পরিচালনা

সংক্রান্ত কার্যাবলীর ওপর' কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ পর্বে ব্যাঙ্ককে এই ভূমিকা দিতে গেভারার আপত্তি ছিল। ফার্নান্দেজের বক্তব্যকে খন্ডন করতে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন মার্কসের লেখা থেকে—

> ....সমাজতান্ত্রিক অর্থে, ঋণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে ভ্রান্তির উৎস হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও তার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ঋণব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণার সম্পূর্ণ অভাব। যখনই উৎপাদনের উপায়সমূহের পুঁজিতে রূপান্তর বন্ধ হয়ে যায় (ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানও যার অন্তর্ভুক্ত), পৃথকভাবে ঋণের তখন আর কোন অর্থ থাকে না।[১২]

ঋণের সঙ্গে যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে তা হল এর সুদ এবং ফার্নান্দেজ স্বীকার করেছিলেন যে এই সুদই হল ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস। গেভারা দেখিয়েছিলেন যে ঋণের ওপর আরোপিত সুদ প্রকৃতপক্ষে 'সমাজের জন্য শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের অংশবিশেষ'। কাম্য ব্যয় ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক নিজের অর্থের জোগান দেয় নিজেই এবং 'ব্যাঙ্কব্যবস্থার কার্যনির্বাহী ব্যয়' সঙ্কুলানের জন্য এই সুদ ব্যবহৃত হয়।[১৩]

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগ প্রসঙ্গে ফার্নান্দেজকে সমালোচনা করে গেভারা বলেছিলেন যে ফার্ণান্দেজ 'অন্ধভক্তির' শিকার, যা 'প্রকৃত উৎপাদন সম্পর্ককে আড়াল করে রাখে।' গেভারা বিশ্বাস করতেন যে বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী ব্যবস্থায় আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত অর্থমন্ত্রকের হাতে যেহেতু রাষ্ট্রীয় বাজেট তৈরির দায়িত্ব তার এবং 'যদি কার্যকরীভাবে নিয়োগ করতে হয় তো উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে বাজেটের মধ্যেই পুঞ্জিত হতে হবে। তাঁর মতে, 'জমা অর্থ প্রত্যাহার সংক্রান্ত কাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা' করার নির্দিষ্ট দায়িত্ব ব্যাঙ্ককে দেওয়া যেতে পারে। 'উৎপাদন ব্যয় প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে গেভারা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছিলেন[১৪] যে ব্যাঙ্কের স্বাধীন কাজকর্ম বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ, কারণ এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন উদ্যোগসমূহকে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ অর্থ যোগান দেওয়ার কাজই কেবল ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, উদ্যোগসমূহ কোনও সুদ প্রদান ছাড়াই এই অর্থ ভোগ করে কারণ এই ব্যবস্থায় ঋণ-সম্পর্ক কার্যকরী হয় না। তিনি মনে করতেন যে উদ্যোগসমূহের সাফল্য নির্ভর করবে তাদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের ওপর এবং এটাই তাদের সাফল্যের মাপকাঠি। এই কারণেই গেভারা জোর দিয়েছিলেন ব্যয়-হিসাবের এমন এক পদ্ধতি গড়ে তোলার ওপর, যা 'উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের সংগ্রামে নিয়মানুগভাবে সাফল্যকে পুরস্কৃত এবং ব্যর্থতাকে শাস্তিদান করবে।'[১৫] যদিও গেভারার আর্থনীতিক ভাবধারা ও তার প্রায়োগিক দিক নির্মিত হয়েছিল 'কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির' কাঠামোর মধ্যে, তবুও কেন্দ্রীকরণ বলতে কখনওই তিনি মনে করেননি যে সমস্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে উচ্চতম স্তরে। পক্ষান্তরে, তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন 'বিভিন্ন স্তরভিত্তিক সংগঠন

ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ' পদ্ধতির ওপর, যাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্তরগুলো কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করতে পারবে। তাদের কাজের পৃথকীকরণ ও সকলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন ছিল তাঁর কাছে সবথেকে জরুরি।

এক্ষেত্রে বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কিউবার পরিস্থিতি গেভারার বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিল। বেলজিয়ামের প্রখ্যাত মার্কসীয় তাত্ত্বিক আর্নেস্ট ম্যান্ডেল-এর প্রস্তাব ছিল যে কিউবার মতো অনুন্নত দেশে, যেখানে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কারিগরের দারুণ অভাব রয়েছে সেখানে আর্থিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষসমূহের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু অর্থনীতির অগ্রগতি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দলীয় কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়াস চালানো হবে। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল শ্রমিকদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যদিও তাদের সৃজনশীল অংশগ্রহণ সন্দেহাতীতভাবে নির্ভর করবে তাদের চেতনার স্তরের ওপর, যা সমাজতন্ত্র গঠনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১৬] সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শ্রমিকনেতাদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন গেভারা, এমনকি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটলে জোর করে দেখিয়ে দেবারও পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে নেতার কাজ অবশ্যই ছিদ্রান্বেষণ নয়, বরং তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করাকে সে দায়বদ্ধতা বলে মনে করবে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে লেনদেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত শ্রমিক ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, যেগুলোকে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সক্রিয় মডেল হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন।[১৭]

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত যে ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা ও আমলাতান্ত্রিকতা দেখা যায়, সে সম্বন্ধে গেভারা ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই কারণেই তিনি ক্রমাগত জোর দিতেন 'হিসাবরক্ষা ও পরিচালন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজের সরলীকরণ'-এর ওপর এবং 'পরিকল্পনা ও কারিগরি উন্নয়নে' আরও বেশি করে সচেষ্ট হতে। উন্নত পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রশাসনকে জটিল সমস্যাবলী থেকে মুক্ত করবে এবং উজ্জ্বলতর হবে বহু-আকাঙ্ক্ষিত সাম্যবাদের স্তরে উপনীত হবার সম্ভাবনা। গেভারা তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে সাম্যবাদী অর্থনীতি পরিচালিত হবে গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা এবং এর ফলে 'পুঞ্জীভবন ও ভোগ এবং উৎপাদনের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে সম্পদের সর্বোত্তম বণ্টন' সম্ভবপর হবে। উন্নত কারিগরি কৌশলের প্রবর্তন একদিকে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং অন্যদিকে শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অবসরের সুযোগ করে দেবে। এমনভাবে পরিকল্পনা রচিত হবে যাতে 'জনগণের উপলব্ধ প্রয়োজন' এবং 'অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলো' এক সূত্রে গ্রথিত করা যায়। সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ার আর্থনীতিক বিষয়গুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে গেভারা কিন্তু জটিল সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েননি। তার পরিবর্তে, 'মানুষই সমস্ত কিছুর মাপকাঠি' প্রোটোগোরাসের এই ধারণার ওপর তাঁর আস্থা বজায় রেখেছিলেন :

অবশ্যই আমাদের কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে বিপ্লব ও আমাদের সমগ্র কর্মপ্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু যে মানুষ, তাকে কোনোভাবেই শুধুমাত্র তাত্ত্বিক সূত্রে পরিণত করা যাবে না এবং তার প্রয়োজনগুলো ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠবে ও বস্তুগত প্রয়োজনের সহজ পরিতৃপ্তিকে অতিক্রম করে যাবে।[১৮]

বিতর্কের ঢেউ

বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী পদ্ধতি এবং কাম্য ব্যয়পদ্ধতির মধ্যে বিতর্কের পাশাপাশি প্রণোদন-এর (incentive) প্রশ্ন কিউবা ও তার বাইরের জনমানসকে আলোড়িত করেছিল, কারণ মার্কসীয় বিপ্লবের প্রায়োগিক বিষয় সংক্রান্ত কিছু মৌলিক প্রশ্ন এতে উত্থাপিত হয়েছিল। দ্বিধাহীনভাবে মার্কস বলেছিলেন যে সাম্যবাদের প্রথম স্তর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে শোষণভিত্তিক সমাজ কর্তৃক এযাবৎ সৃষ্ট সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হবে যাবে, কারণ তা আদপেই সম্ভব নয়। মার্কসের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে লেনিন স্পষ্টতই বলেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কতগুলো অনিবার্য ত্রুটির দ্বারা আক্রান্ত হয় কারণ দীর্ঘ প্রসবযন্ত্রণার পর ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থেকে এই রাষ্ট্র সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, এই রাষ্ট্র মানুষকে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার ও সমতার আশ্বাস দিতে পারবে না। অতএব চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে সাম্যবাদের উচ্চস্তরে উপনীত হওয়া, যেখানে অতীতের ভগ্নাবশেষ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[১৯] এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল, ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও তার থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ কীভাবে ঘটবে এবং মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তনই বা কেমন করে হবে, যা একটা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করা ও তাকে ধরে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিতর্কে যান্ত্রিক-বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিরোধিতা করা হয়েছিল দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও তার পরিবেশ পরস্পর অন্তরর্ভেদী (interpenetrating) সম্পর্কের দ্বারা অন্বিত। ফুয়েরবাখ সম্পর্কিত মার্কসের তৃতীয় তত্ত্বে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় : 'পরিবেশ ও মানুষের কর্মধারার পরিবর্তনের সমাপতন অথবা আত্মপরিবর্তনকে কল্পনা করা যায় ও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় কেবলমাত্র বৈপ্লবিক বাস্তব প্রক্রিয়ারূপে। ('The coincidence of the changing of circumstances and of human activity or self-change can be conceived and rationally understood only as revolutionary practice)[২০]

কিউবায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন প্রসঙ্গে চার্লস বেতেলহাইম

কিউবায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিষয়ে একটা বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসি মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ চার্লস বেতেলহাইম। বিপ্লবের পর গোড়ার বছরগুলোতে কিউবা সরকারের পরামর্শদাতারূপে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং

১৯৬৪ সালে **সমাজতান্ত্রিক কিউবা** পত্রিকায় প্রকাশিত 'সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং উৎপাদন শক্তি বিকাশের স্তর' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে মহাবিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। বেতেল্‌হাইমের চিন্তাভাবনার ভিত্তি ছিল উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক সংক্রান্ত মার্কসীয় ধারণা। কিন্তু তিনি বেশি জোর দিয়েছিলেন উৎপাদন সম্পর্কের ওপর উৎপাদন শক্তির প্রাধান্যকে। তাঁর মতে, উৎপাদন শক্তিই নির্ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংগঠনকে, যার কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন 'উৎপাদনের কিছু উপকরণ নিয়োগের বৈধ ক্ষমতা' এবং 'তাদের সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকরী সামর্থ্য'-র মধ্যে সামঞ্জস্যের। চেতনা— ঈষৎ তির্যক ভাষায় তিনি যাকে বলেছেন 'মানুষের সদিচ্ছা'— তার ওপর তিনি কোনও গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁর মতে, উপর্য্যুক্ত দুটো কাজ করার ক্ষেত্রে সমাজের প্রাধান্যকারী অংশের ক্ষমতা নির্ধারিত হয় 'উৎপাদন শক্তিব বিবর্তনের' দ্বারা। এইদিক থেকে বিচার করে বেতেল্‌হাইম বলেছিলেন যে **কল্‌খজ্‌** (Kolkhoz) ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি বা রাষ্ট্রীয় খামারের থেকে পৃথক যৌথ খামার তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল কারণ তার বিকাশ সমকালীন উৎপাদন শক্তি বিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গুণগতভাবেই পিছিয়ে পড়বে যদি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো উৎপাদন শক্তি বিকাশের থেকে অতিরিক্ত অগ্রসর হতে চায়। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন চীনের উদাহরণ, যেখানে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক স্তরের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হয়েছিল গণকমিউনের হাতে। তাঁর মতে, চীনের এই পদক্ষেপ ছিল প্রগতিশীল, কারণ তৎকালীন উৎপাদন শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ক্ষমতা ও কার্যকরী সামর্থ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে তা সক্ষম হয়েছিল। কিউবায় সমাজতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতি থেকে তাঁর মনে হয়েছিল যে 'উৎপাদনের উপকরণ নিয়োগের বৈধ ক্ষমতা' ও তাদের 'নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকরী সামর্থ্যে'র মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অভাব রয়েছে এবং তার দরুন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে উৎপাদন শক্তি।

> কিউবাতে এরকমই ঘটেছে সেই সমস্ত শিল্পে যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে নিয়ন্ত্রণের বৈধ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে সম্মিলিত সংস্থার *(consolidados)* হাতে, অথচ বাস্তবে উৎপাদন সংস্থাগুলো নিজেরাই প্রকৃত আর্থিক সত্তা, যাদের উৎপাদনের উপকরণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকরী সামর্থ্য আছে। যাকে 'উৎপাদনের একক' বলা হয় (এবং যা প্রকৃতই একটা আর্থিক সত্তা), তার অবশ্যই পার্থক্য ঘটে উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্তর অনুসারে। উৎপাদনের কিছু কিছু শাখায় যেখানে কার্যকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে সংহত হয়েছে, সেখানে একটি শাখাই 'উৎপাদনের একক' রূপে পরিগণিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বৈদ্যুতিক শিল্পের কথা, যার আন্তঃসম্পর্কই পারে সমগ্র শিল্পে একটা কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে।[২১]

সর্বহারার একনায়কত্বে উৎপাদন ও বিনিময়ের চরিত্রে সমস্যার ক্ষেত্রে বেতেল্‌হাইম্ স্বাধীন (বেসরকারি) উৎপাদন ব্যবস্থার সহযোগীরূপে কিছুটা স্থানীয় বিনিময়ের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৬৪ সাল নাগাদ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতি বিচার করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, **কল্‌খজ** বাজারকে বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে 'বেসরকারি কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্বের পরিপূরক রূপে স্থানীয় কৃষিবাজারের প্রয়োজনীয়তা' প্রমাণিত হয়েছিল। বেসরকারি/ ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'আঞ্চলিক বাজার পুনঃপ্রবর্তন' করার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চীনে হয়েছিল, সেই উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বেতেল্‌হাইম 'ব্যক্তিগত/বেসরকারি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে বিনিময়ের কিছুটা স্বাধীনতা'র পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে চালু ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিউবার সমাজতান্ত্রিক গঠনকে বিচার করেছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে 'কিউবাতে কৃষি উৎপাদনের স্থানীয় বাজার পুনঃপ্রবর্তনের সমস্যাটা ঐতিহাসিকভাবেই আসছে বর্তমান কৃষি উৎপাদন শক্তির চরিত্রের মধ্যে থেকে।'[২২] সমকালীন বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের আর্থনীতিক বিকাশের তুলনামূলক বিচার করে বেতেল্‌হাইম সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে:

> ....উৎপাদন শক্তির বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে, এমনকি সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজেও, ভোগের প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি মাত্র প্রক্রিয়া নয়, বরং তা এক বহুবিধ প্রক্রিয়া, একাধিক কর্মকেন্দ্রের মধ্যে ও একাধিক প্রাথমিক ভোগ-প্রক্রিয়ার মধ্যে খণ্ডিত, বিভক্ত, যে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে সমন্বয় সবেমাত্র শুরু হয়েছে (সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার দ্বারা)।[২৩]

তিনি আরো বলেছিলেন যে কিউবা সহ সমকালীন সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের বাস্তব অবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো যে এখনও সেখানে এবং তাদের সংশ্লিষ্ট উপরিকাঠামোসমূহতে 'বাণিজ্যিক সম্পর্ক' বজায় রয়েছে। এই অবস্থাই প্রমাণ করে যে এই দেশগুলোতে বস্তুগত প্রণোদন (Material incentive) প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে তাঁর মতে 'এই সমস্ত সম্পর্ক ও ধারণাগুলোকে ক্রমবর্ধমান হারে বাতিল এবং উপরিকাঠামোতে আনুষঙ্গিক পবিবর্তন' করতে পারলে 'অনার্থনীতিক প্রেষণা' (Noneconomic motivations) বা নৈতিক প্রণোদন প্রবর্তনের পথ সুগম হবে। সুতরাং উৎপাদন শক্তির প্রাথমিক ভূমিকা সম্পর্কিত তাঁর মূল বক্তব্যের ওপর দাঁড়িয়েই বেতেল্‌হাইম বলেছিলেন যে প্রণোদন নির্ধারণের বিষয়টা উৎপাদন শক্তি বিকাশের স্তরের আপেক্ষিক এবং কোনও আদর্শগত বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল নয়।[২৪] বর্তমান স্তর থেকে ক্রমবর্ধমান বিকাশের দিকে অগ্রসর হবার প্রশ্নেও তিনি যথেষ্ট বেশি জোর দিয়েছিলেন উৎপাদন শক্তি বিকাশের ভূমিকার ওপর :

. .অতএব, উৎপাদন শক্তির বিকাশ যে পরিমাণে উৎপাদনের প্রক্রিয়াসমূহের কার্যকরী একীকরণ ও তাদের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের সহায়ক হবে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যিক ধারণার কার্যগত এলাকা সেই পরিমাণে হ্রাস পাবে। একবার এই বিবর্তন প্রক্রিয়া তার লক্ষ্যে পৌছলে অর্থনীতির পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায় বর্তাবে একক সামাজিক ক্ষেত্রের ওপর (যা অবশ্যই কোন একক বৈধ সংস্থা/সত্তাকে বোঝায় না)।[২৫]

বেতেল্‌হাইমের এই বক্তব্য থেকে কিউবার আর্থনীতিক বিকাশের কোন আগ্রহী পর্যবেক্ষক স্মরণ করতে পারেন যে দুটি ভিন্ন ধরনের আর্থনীতিক সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা কিউবায় প্রচলিত ছিল—একটা ছিল জাতীয় কৃষিসংস্কার প্রতিষ্ঠানের অধীনে এবং অপরটা শিল্পমন্ত্রকের অধীনে। দুটো সমান্তরাল আর্থনীতিক সংগঠনের অস্তিত্ব কিউবাকে এমন একক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছিল যে কিউবা ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতির মধ্যে যান্ত্রিকভাবে তুলনা করতে গেলে তা অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে, কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেই আর্থনীতিক বিকাশ ঘটেছে অসম গতিতে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নেও যৌথ খামার বা রাষ্ট্রীয় খামারের মতো বিভিন্ন আর্থনীতিক সংগঠন ছিল, যারা উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও অংশগ্রহণকারী মানুষের চেতনার স্তরের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং সমস্ত বিষয়টা রাজনীতিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা। পক্ষান্তরে, কিউবায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। **পপুলার সোশ্যালিস্ট পার্টির** যে পুরনো সাম্যবাদীরা ১৯৬২ সালে আনিবাল এস্‌কালান্তের বরখাস্ত হওয়া পর্যন্ত **ইন্টিগ্রেটেড রেভোলিউশনারি অর্গানাইজেশনের** মতো মিশ্র সংগঠনের একটা বড় অংশকে দখল করে রেখেছিলেন, তাঁরা তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে বাজার অর্থনীতি, স্বাধীন শিল্পসংস্থা ও বস্তুগত প্রণোদন প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। ঐ সংগঠনে শোধন প্রক্রিয়ার পর ২৬শে জুলাই আন্দোলনের অনুগামীরা সংগঠনের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলো অধিকার করে নিলেও পুরনো সাম্যবাদীরা রাজনীতিক ক্ষমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়েননি। তাঁরা মস্কোপন্থী নীতিকে আঁকড়ে ধরে রইলেন এবং তার ফলে **ইন্টিগ্রেটেড রেভোলিউশনারি অর্গানাইজেশনে** আর্থিক নীতি ও লক্ষ্য নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব থেকেই গেল।

গেভারার বক্তব্য

পক্ষান্তরে, গেভারা ও তাঁর অনুগামীদের কাছে সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তির থেকে উৎপাদন সম্পর্কের গুরুত্ব কোনও অংশে কম ছিল না। উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির সম্পর্কের বিষয়টাকে গেভারা বিচার করেছিলেন এক গতিশীল ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি মনে করতেন যে 'সমাজ বিকাশের সমস্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়ায় এই দুটি বিষয় একসঙ্গে, অবিচ্ছেদ্যভাবে অগ্রসর হয়।'[২৬] গেভারার মতে,

শুধুমাত্র উৎপাদন শক্তি বিকাশের পরিণতিতে সাম্যবাদ আসে না, কারণ তাতে বস্তুগত প্রাচুর্য এলেও সেই ধরনের মানুষ তৈরি হয় না, যারা এই প্রক্রিয়াকে পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে ধরে রাখতে বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মার্কসীয়-লেনিনীয় বক্তব্যের প্রতি তিনি দৃঢ় আস্থা পোষণ করতেন যে পরিত্যক্ত সমাজের কোনও অবশিষ্টাংশ দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এবং নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন এক সার্বিক পরিবর্তন। তাঁর এই সমস্ত চিন্তাভাবনা খুব প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'কিউবায় মানুষ ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধে : 'সাম্যবাদ গঠন করতে হলে বাস্তব ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন মানুষ অবশ্যই তৈরি করতে হবে।'[২৭] বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তিনি বলেছিলেন যে উৎপাদন শক্তির বিকাশের মতোই চেতনা বিকাশের প্রক্রিয়াও একটা সচেতন প্রক্রিয়া এবং তা অবশ্যই পরিকল্পিত হতে হবে। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জনগণকে সংগঠিত ও পরিচালনা করার বিষয়টা তাঁর চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। 'বিশেষত সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন বস্তুগত প্রণোদনের সঠিক প্রয়োগকে বিস্মৃত না হয়েও মূলগতভাবে নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন' ব্যবস্থাবলী গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।[২৮]

সমকালীন কিউবায় উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক অন্তর্ভেদী যোগাযোগকে স্বীকার না করার জন্য গেভারা অভিযোগ করেছিলেন বেতেল্‌হাইমের বিরুদ্ধে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বেতেলহাইমের বক্তব্যে যুক্তিগত অসঙ্গতি রয়েছে, কারণ তিনি কিউবায় বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রকে অস্বীকার করেননি কিন্তু বিপ্লবের ধারাকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠা সম্মিলিত সংস্থাগুলোর (consolidated enterprises) সমাজতান্ত্রিক চরিত্র মেনে নিতে অপারগ ছিলেন, কারণ, বেতেল্‌হাইমের মতে, বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং সেক্ষেত্রে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। গেভারার বক্তব্যের সারবত্তা এখানেই যে কিউবার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ছিন্নমূলভাবে সম্মিলিত সংস্থাগুলো গড়ে ওঠেনি, বরং তাদের বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল কিউবার প্রবহমান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দরুন। সুতরাং কিউবার বিপ্লব ও সম্মিলিত সংস্থাসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় : 'সম্মিলিত সংস্থাগুলোকে বিপথগামী বলা কিউবার বিপ্লবকে বিপথগামী বলার প্রায় সমার্থক।'[২৯] স্পষ্টতই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন উৎপাদন সম্পর্ক এবং সমাজের বাস্তব ভিত্তি বা কারিগরি অগ্রগতির অন্তর্ভেদী সম্পর্কের ওপর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রভাবজনিত চেতনার 'বিশ্বজনীন মাত্রা' বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে আলোকিত ও ত্বরান্বিত করতে পারে, এমনকি উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বাস্তব দ্বন্দ্বের অভাব থাকলেও। কিউবার বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগ ওই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপন করে বিশ্ব বিপ্লবের সামনে উপস্থাপিত করেছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : 'আমাদের ব্যবস্থার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে ভবিষ্যতের দিকে, দ্রুততর গতিসম্পন্ন চেতনা বৃদ্ধির দিকে এবং, চেতনার মাধ্যমে, উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির দিকে।'[৩০]

বস্তুগত বনাম নৈতিক প্রণোদন

গেভারার দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, বিশেষত তার উত্তরণপর্বে, উৎপাদনের অগ্রগতি ও সংহতির জন্য প্রয়োজন হবে উদ্দীপকের/প্রণোদনের। বৈষয়িক স্ব-পরিচালনের (Financial Self-Management) প্রবক্তাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল প্রণোদনের ধরণ নিয়ে। উত্তরণপর্বের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বেতেলহাইম বস্তুগত প্রণোদনের পক্ষপাতী ছিলেন, এমনকি কিউবার ক্ষেত্রেও, কারণ 'বাণিজ্যিক সম্পর্কের অস্তিত্ব এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত উপরিকাঠামোগুলো' এর প্রয়োজনের সত্যতা প্রতিপন্ন করে যদিও 'এই সমস্ত সম্পর্ক ও ধারণাগুলোকে ক্রমবর্ধমান হারে বাতিল করার' মাধ্যমে 'অনার্থনীতিক প্রেষণা'র ক্রমপ্রবর্তনকে তিনি অস্বীকার করেননি। সুতরাং, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংক্রান্ত নানাবিধ আদর্শগত ধারণার' দ্বারা পরিচালিত না হতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন।[৩১] বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এখানে বেতেলহাইম ইঙ্গিত করেছিলেন নৈতিক প্রণোদন প্রবর্তন সংক্রান্ত গেভারার বক্তব্যের প্রতি, যাকে তিনি অন্যত্র 'আদর্শগত দুর্বোধ্যতার ফলাফল' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩২] পক্ষান্তরে, প্রণোদনের বিষয়কে গেভারা বিচার করেছিলেন অর্থনীতিতে তাদের উৎস ও সম্ভাব্য বা অনিবার্য পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছিলেন, বস্তুগত প্রণোদনগুলো ধনতান্ত্রিকসমাজের পরিত্যাজ্য বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার অবসানের সূচনা ঘটিয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বস্তুগত প্রণোদনের মতো ধনতান্ত্রিক কৌশল কোনভাবেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে পারে না। বরং এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থেকে যায় যে উপায়ই (Means) পরিণত হবে উদ্দেশ্যে (End) এবং চূড়ান্ত পরিণামে তা সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশকে ব্যাহত করবে ও গোড়া থেকেই বিনষ্ট করবে নতুন সমাজের প্রাণশক্তিকে।

ভোগ্যপণ্যের ক্রমপ্রাচুর্যের সঙ্গে বস্তুগত প্রণোদনগুলোর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হবার যুক্তিকে গ্রহণ করতে গেভারা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ, তাঁর মতে, বস্তুগত প্রণোদন ও সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা পরস্পরের বিরোধী এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে লালনপালনের পরিবর্তে বাধা দেয়। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজতন্ত্র গঠন-প্রক্রিয়ালব্ধ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বস্তুগত প্রণোদনগুলো সাধারণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির শক্তিশালী উপায় হতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে তা সত্যি নয়। এই পরিস্থিতিতে কিউবায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নিতে গেভারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না, যেখানে উৎপাদনকে 'যন্ত্রণাদায়ক প্রয়োজন' থেকে 'আনন্দদায়ক অনুজ্ঞা'য় রূপান্তরিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে জোর দেওয়া হবে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির ওপর। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে আপেক্ষিক অর্থে স্বল্প সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বস্তুগত প্রণোদনের তুলনায় চেতনার বিকাশসাধন অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। বাস্তবের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে এমন কোনও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে রাখতে মার্কসবাদে প্রত্যয়নিষ্ঠ গেভারা অস্বীকার করেছিলেন। ঠিক

এই কারণেই নৈতিক প্রণোদনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের জায়গা থেকে সরে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না যদি উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার নিষ্ফলতা প্রমাণিত হত।[৩৩] সুতরাং নৈতিক প্রণোদনের প্রতি কোন বদ্ধ-সংস্কারের বশবর্তী হয়ে গেভারা তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেননি। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছিল, সেগুলো থেকে মুক্ত করে কিউবায় সমাজতান্ত্রিক গঠন-প্রক্রিয়া শুরু করাতেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।[৩৪] **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো**-র জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস যা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, তা গেভারা উপলব্ধি করেছিলেন মার্কসবাদে তাঁর জ্ঞান ও সমকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে : 'কমিউনের দ্বারা বিশেষত একটা বিষয় প্রমাণিত হয়েছিল, যথা, ''তৈরি-করা রাষ্ট্রযন্ত্রকে শ্রমিকশ্রেণী শুধুমাত্র যে ধরে রাখতে পারে না তা নয়, নিজের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহারও করতে পারে না।''[৩৫]

সুতরাং স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে বস্তুগত প্রণোদনের প্রতি গেভারার বিরোধিতা তাঁর পছন্দ বা অপছন্দ থেকে আসেনি। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত মার্কসীয় বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করেই তিনি 'ধনতন্ত্রের পরিত্যক্ত ভোঁতা অস্ত্রের সাহায্যে সমাজতন্ত্র আনয়নের অসার কল্পনাকে' কোনরকম প্রশ্রয় দিতে রাজি হননি।[৩৬]

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যথেষ্ট স্পষ্ট যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের জন্য সামাজিক পরিস্থিতি গড়ে তুলতে হবে এবং উৎপাদন শক্তির ক্রমাগত বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য এই প্রক্রিয়াকে সর্বক্ষণ পরিচালনা করা আবশ্যিক। অস্বীকার করা যাবে না যে জনগণের চেতনা সৃষ্টি বা তাঁদের মধ্যে নৈতিক উদ্দীপনার ভাব জাগ্রত করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই এসে পড়ে সমাজের সর্বাপেক্ষা সচেতন অংশের হাতে, অর্থাৎ অগ্রবাহিনী দলের হাতে, যা কোনও বিশেষ সমাজের সমষ্টিগত বিপ্লবী চেতনার মূর্ত প্রতিফলন। এরকমই মনে করতেন গেভারা : '......অগ্রবাহিনী দলের কাজ হল বিপরীত ধরনের পতাকাকে যথাসম্ভব ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, অ-বস্তুগত বিষয়ে আগ্রহের পতাকা, অ-বস্তুগত প্রণোদনের পতাকা, সেই সমস্ত মানুষের পতাকা যাঁরা সহযোদ্ধাদের স্বীকৃতি ছাড়া আর কোনও কিছু প্রত্যাশা না করেই ত্যাগ স্বীকার করেন।'[৩৭]

জনগণের চেতনা বিকাশের বাস্তব উপায় হিসেবে গেভারা বরাদ্দ প্রথা (Quota) প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে 'এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে উত্তীর্ণ হবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পেশাগত উন্নতি বিধানের সুবিধা' আছে। একদিক থেকে বিচার করলে এটা শ্রমিকদের 'নৈতিক দায়বদ্ধতা' ও 'সামাজিক কর্তব্য'। অন্যদিকে, এই বরাদ্দ প্রথার ক্ষমতা রয়েছে কারিগরি কুশলতার 'যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি' ঘটানোর। গেভারা বরাদ্দ প্রথার মাধ্যমে যা করতে চেয়েছিলেন তা হল, দলীয় নেতৃত্বে প্রযুক্ত 'পরিচালিকা শক্তি' হিসেবে 'প্রশাসনিক ও আদর্শগত নিয়ন্ত্রণের' এক সুষম সমন্বয়।[৩৮]

উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক সমাজে বস্তুগত প্রণোদনসমূহকে গেভারা কোন স্থানই দিতে চাননি একথা মনে করা আদৌ ঠিক হবে না। মার্কসীয় দর্শনের সাহায্য নিয়ে তিনি সমাজের উত্তরণপর্বের বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সমাজের এই পর্বে বস্তুগত প্রণোদনসমূহকে 'প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকর' বলে গ্রহণ করেছিলেন। এটাও সত্যি যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে কোন অবস্থাতেই তিনি ছাড়পত্র দিতে রাজি ছিলেন না। সবসময়ই তিনি বস্তুগত প্রণোদনসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সুপারিশ করে এসেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিম্নগামী করার ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষমতাকে প্রতিহত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গেভারার মতানুযায়ী, উত্তরণপর্বে বস্তুগত প্রণোদনসমূহকে কতগুলো শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা উচিত। প্রথমতঃ এই প্রণোদনসমূহের মূল নিয়ামক রূপে ব্যবহৃত হওয়াকে তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন, যাতে তারা নিজেরাই উদ্দেশ্যে পরিণত হতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ বস্তুগত প্রণোদনমূহকে শর্তাধীনে গ্রহণ করলেও তাদের দীর্ঘদিন বজায় রাখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না এবং তাদের ক্রমবর্ধমান হারে বাতিল করার জন্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে নৈতিক প্রণোদনের প্রসার ও চেতনা নির্মাণের কথা বলেছিলেন। তৃতীয়তঃ বস্তুগত প্রণোদনের ক্ষেত্রে গেভারা জোর দিয়েছিলেন তাদের সামাজিক ও শিক্ষাগত চরিত্রের ওপর, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা সচেতনভাবে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু সামাজিক সুবিধা দেওয়া এবং শ্রমিকের দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মজুরি নির্ধারণ করা, যাতে অগ্রগামীরা পুরস্কৃত হন ও পশ্চাৎগামীরা শাস্তি পান।[৩৯]

প্রণোদন সংক্রান্ত গেভারার ধারণাকে এমন কিছু আদর্শগত বিমূর্ত চিন্তা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না, যার কোনও প্রায়োগিক সম্ভাবনা ছিল না। কিউবার সমাজব্যবস্থা যে তাঁর চিন্তা-ভাবনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল, গিল্ গ্রীন-এর ১৯৭০ সালের রচনা থেকেই তা জানা যায়। গ্রীন দেখিয়েছেন যে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের যুগপৎ গঠনে কিউবার সমাজ-মানস ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের পরিবর্তে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে প্রণোদনের ব্যবহার এবং বিশেষত নৈতিক প্রণোদনসমূহকে প্রধান হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল। তৎকালীন কিউবার সরকার সমষ্টিগত ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বস্তুগত প্রণোদনের প্রবর্তন করেছিলেন, যেমন, নার্সারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক জনশিক্ষা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঠ্যবই, খাতা, কাগজ ও পেনসিলের সরবরাহ, ছাত্রদের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তি, নিখরচায় থাকা-খাওয়া-পোষাক, বিনাব্যয়ে জনগণের জন্য দূরভাষের ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণের জন্য সুবিধা প্রভৃতি। সমকালীন অনুন্নত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের পথে সদ্যোজাত কিউবার অগ্রসর হওয়াকে বিচার করলে এই বিপুল পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কিউবার বহু মানুষ এতটাই উৎসাহিত বোধ করেছিল যে সমষ্টিগত পর্যায়ে বস্তুগত প্রণোদনসমূহ প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট শুধুমাত্র বস্তুগত প্রাচুর্যকে তাঁরা সাম্যবাদে উপনীত

হবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করেননি, কারণ তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল বাস্তব ভিত্তির পাশাপাশি এবং এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আদর্শগত কাঠামো, যা গড়ে তুলবে গেভারার পরিকল্পিত 'একবিংশ শতাব্দীর মানুষ।'[৪০]

স্বেচ্ছাশ্রম

নৈতিক প্রণোদনের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলো স্বেচ্ছাশ্রমের ধারণা ও তার বাস্তব প্রয়োগ, শ্রমিকদের সাম্যবাদী চেতনার বিকাশে যার শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরের আর্থনীতিক ও সামাজিক-আত্মিক ব্যবস্থা হিসেবে সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য হল মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্যের অবলুপ্তি, শ্রমিক ও শ্রমের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অবসান এবং এক গণ-অংশগ্রহণভিত্তিক সমাজ। এই কঠিন কাজ সম্পর্কে গেভারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর কথায়—

> সাম্যবাদ হল একটা সামাজিক অবস্থা যেখানে আমরা একমাত্র পৌঁছতে পারি উৎপাদন শক্তি বিকাশের দ্বারা, শোষকদের দমন করার দ্বারা, জনগণের কাছে লভ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা এবং একটা নতুন সমাজ যে গড়ে উঠছে সে সম্পর্কিত চেতনা সৃষ্টির দ্বারা।[৪১]

গেভারা ব্যক্তিমানসকে সমাজের আত্মিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানসিক উন্নতির সূচনা হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিউবার জাতীয় বিপর্যয় ও সংকটের সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সেই কঠোর দিনগুলোতে স্বেচ্ছাশ্রম দানে জনগণের উৎসাহ ছিল বাড়তির দিকে। গেভারা চেয়েছিলেন এই সাময়িক বৃদ্ধিকে কিউবার সমাজে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত করতে। মার্কসবাদের মূল নীতিগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই তিনি শ্রমের মানসিকতাকে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় বলে মনে করতেন এবং খুব সঙ্গতভাবেই চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরমান সমাজের প্রতিটা মানুষকে এই মানসিকতায় 'সংক্রামিত' করতে।[৪২] গেভারার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে সমাজতান্ত্রিক মানুষ প্রতিফলিত হবে তার কাজে, যা অগ্রসর হবে বিচ্ছিন্নতার ক্রমবর্ধমান অবলুপ্তির (Progressive disalienation) পথে। এই বিচ্ছিন্নতামুক্ত শ্রম একজন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির উপায় হিসেবে শ্রমের যে ধারণা, তাকে অতিক্রম করতে। তখন তার শ্রম আর পণ্য বলে পরিগণিত হবে না, হয়ে উঠবে তার সত্তার রূপকল্প এবং 'যে সমাজে সে নিজে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই সমাজ-গঠনে তার অবদান হিসেবে বিবেচিত হবে।' শ্রম তখন লাভ করবে সামাজিক কর্তব্যের চরিত্র। গেভারার পরিকল্পনা ছিল যে মানুষের শ্রমের এক নতুন মাত্রা অর্জনের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদী সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে গেভারা সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে, কোনও ব্যক্তি তখনই স্বাধীন হয় যখন সে নিছক দৈহিক চাহিদার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই

অর্থে স্বেচ্ছাশ্রমকে সাম্যবাদী সমাজে বিচ্ছিন্নতামুক্ত শ্রমের অগ্রদূত বলা যায়। এখানে উল্লেখ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে গেভারা বিপ্লবের অত্যধিক উচ্ছ্বাসে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। যেহেতু সমকালীন সমাজতান্ত্রিক সমাজকে তার অসম্পূর্ণতা থেকে তখনও মুক্ত করা যায়নি, তাই ব্যক্তিকে 'তার পূর্ণ আত্মিক বিনোদন পেতে হবে তার কাজের মধ্যে এবং তা হবে সামাজিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ চাপ ছাড়াই, যদিও সমাজের কাছে সে দায়বদ্ধ থাকবে নতুন অভ্যাসের মাধ্যমে। এটাই হবে সাম্যবাদ।'[৪৩]

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেশি উৎপাদনের জন্য শ্রমের উত্তরোত্তর বর্ধিত ব্যবহার বুর্জোয়াদের মুনাফাকে ক্রমশ বৃদ্ধি করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিক থেকে চিন্তা করলে শ্রমিকের উৎপাদন সম্পর্কিত এই ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সমস্ত বিষয় বেশি প্রাধান্য পায়, উৎপাদন বৃদ্ধি তাদের অন্যতম। মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতামুক্তির লাগাতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্পর্ককে ফিরিয়ে আনার মৌলিক নীতির ওপর এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। উত্তরণশীল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই সমস্যাকে গেভারা তাঁর মার্কসীয় বিচক্ষণতা দিয়ে যথাযথভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ১৫ই আগস্ট হাভানার সালোন্ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সমাবেশে এক বক্তৃতায় তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে কিউবার সমকালীন পরিস্থিতি এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে চলেছে যেখানে শ্রম গুণগতভাবে এক নতুন চরিত্র অর্জন করেছে। বাধ্যবাধকতা থেকে শ্রম মুক্ত হয়েছে এবং তা হয়েছে আনন্দের সঙ্গে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। গেভারা দাবী করেছিলেন যে কিউবার মানুষ নিজেকে উৎপাদন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে গর্বিত, সে যেন উৎপাদন প্রক্রিয়ারূপ বৃহৎ 'চাকার একটা খাঁজবিশেষ' ('a cog in the wheel') এমনই একটা খাঁজ যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সে প্রয়োজনীয় যদিও অপরিহার্য নয়।[৪৪] স্বেচ্ছাশ্রমের উৎপাদনগত দিকটা গেভারা অস্বীকার করেননি কিংবা অস্বীকার করতে পারেননি যদিও স্বেচ্ছাশ্রমকে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যো মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। স্বেচ্ছাশ্রম নিয়োগের মাধ্যমে সাম্যবাদী চেতনার বিকাশ তৎকালীন কিউবায় সবথেকে জরুরী প্রয়োজন বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল :

> মূলগতভাবে, স্বেচ্ছাশ্রম এমনই এক উপাদান যা শ্রমিকদের চেতনাকে অন্য যে কোনও কিছুর থেকে অনেক বেশি বিকশিত করে এবং তা আরও অনেক বেশী করে যখন সেই শ্রমিকরা তাদের অনভ্যস্ত জায়গায় কাজ করে।[৪৪ক]

গেভারা আরও দেখিয়েছিলেন যে চেতনা তৈরি ছাড়াও স্বেচ্ছাশ্রম প্রশাসনিক কর্মী ও কায়িক শ্রমিকদের মধ্যে 'সম্মিলন ও উপলব্ধিবোধ' সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 'এটাই হল আমাদের সমাজে এক নতুন পর্যায়ের দিকে যাবার পথ নির্মাণের উপায়, সমাজে এমন এক নতুন পর্যায় যেখানে শ্রেণী থাকবে না এবং ফলত সেখানে কায়িক শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না, থাকবে না কোনও পার্থক্য শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে।'[৪৫]

অতএব এটা স্পষ্ট যে গেভারার স্বেচ্ছাশ্রমের ধারণার মধ্যে বাধ্যবাধকতার কোনও স্থান নেই— এটা হল কাজের নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান। স্বতঃস্ফূর্ততা ও কাজের আনন্দ হল স্বেচ্ছাশ্রমের কর্মসূচিতে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বেচ্ছাশ্রমের মধ্যে একঘেয়েমি কমানো ও প্রাণসঞ্চার করার উদ্দেশ্যে গেভারা কাজের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে, এর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ— প্রথমত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত চেতনার মানকে উচ্চতর করা। সবসময়ই তিনি একটা উদ্দেশ্যকে বিচার করতেন অপর একটার সঙ্গে যুক্ত করে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর চিন্তাভাবনার দ্বান্দ্বিক চরিত্রের জন্য। ১৯৫৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কামাগুয়ে-তে আখচাষীদের এক সমাবেশে গেভারা সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিষয়টা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন:

> সমাজতন্ত্রের নির্মাণ শুধুমাত্র শ্রমদান নয়। সমাজতন্ত্রের নির্মাণ কেবলমাত্র চেতনা সৃষ্টি নয়। এটা হল শ্রমদান ও চেতনা সৃষ্টি, শ্রমদান ও চেতনার বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন ও দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতাকে এই দুটো লক্ষ্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে, করতে হবে দুটো কাজই।[৪৬]

প্রচলিত অর্থে এই প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পর্কে গেভারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সেইজন্য তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে প্রতিযোগিতা নিছক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত না হয়ে পড়ে। তিনি বলেছিলেন যে 'আমাদের অবশ্যই সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা কোনও নাচের আসরের মধ্যে বসে নেই, রয়েছি সমাজতন্ত্রের নির্মাণ পর্বে।' অতএব জনগণের কাছে তাঁর উদ্দীপক আহ্বান ছিল অতীতের সমস্ত নজির ভেঙে ফেলে ভবিষ্যতের জন্য নব থেকে নবতর লক্ষ্য নির্ধারণ করা।[৪৭]

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি 'স্বেচ্ছাশ্রমের মধ্যে বাধ্যবাধকতার প্রবণতা' সম্পর্কে একটা 'মৃদু সতর্কবাণী' উচ্চারণ করেছিলেন। এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে স্বেচ্ছাশ্রমকে আক্ষরিক অর্থেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন :

> একমাত্র যারা এটা করতে চায়, তাদেরই করা উচিত এবং এর অর্থ এই নয় যে যারা তা করেনি, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেনি। তারা শুধুমাত্র তাদের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে, যে কর্তব্য কেবলমাত্র সমাজের অত্যুৎসাহীরা নিজেরাই নিজেদের ওপর আরোপ করে।[৪৮]

গেভারা যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল সমাজতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যে প্রকৃত স্বেচ্ছাশ্রমে শ্রমিকদের সচেতন অংশগ্রহণকে বিচ্ছিন্নতামুক্ত শ্রমের একটা ধরন বলে মনে করা যায়। তিনি আত্মসন্তুষ্টির শিকার হননি এবং সমকালীন কিউবায় স্বেচ্ছাশ্রমদানকে কখনই

সাম্যবাদের লক্ষ্যে সর্বশেষ পদক্ষেপ বলে মনে করেননি। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে অনুসৃত রীতি-নীতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা সম্ভবত তাঁকে কিছুটা সন্দিহান করে তুলেছিল যে সমাজের নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে দিয়ে কার্যপ্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন শ্রমের অনুপ্রবেশ ঘটে যেতে পারে যদি ব্যক্তি-মানুষরা সমাজতন্ত্রের রাজনীতিক সংস্কৃতির মূল সুরকে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্যা সম্পর্কে গেভারার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উচিত একজন মানুষকে সাহায্য করা যাতে সে অন্তর থেকে এটা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু যদি শুধু পারিপার্শ্বিকতা, কিংবা শুধুই নৈতিক চাপ তাকে পরিচালিত করে, তবে স্বেচ্ছাশ্রমেও ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকবে; অর্থাৎ সে নিজের থেকে কোনও কিছু অর্জন করতে পারবে না, স্বাধীনভাবে কোনও উদ্যোগও নিতে পারবে না।[৪২]

গেভারা আশা করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিকসংস্কৃতির মূল্যবোধে কিউবার জনগণের রাজনীতিক সামাজিকীকরণ সুফলপ্রসূ হবে। কিন্তু গেভারার ভাবধারা ও তার বাস্তব প্রয়োগ শুধুমাত্র কিউবা বা অন্য বিশেষ কোনও দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বেচ্ছাশ্রমের চর্চা কিউবার সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যেমন উপকারী হবে তেমনই সহায়ক হবে আন্তর্জাতিক স্তরে।[৫৩]

গেভারার স্বেচ্ছাশ্রমের ধারণাকে অলীক কল্পনার ফলশ্রুতি বলে মনে করা ঠিক হবে না। মার্কসীয়-লেনিনীয় জ্ঞানভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে কিউবার উত্তরণশীল সমাজে গেভারার অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। 'সাম্যবাদী শনিবার' (Communist Subbotniks) নাম দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন, যেহেতু সাম্যবাদ শ্রমসংগঠনের সর্বোচ্চ ধরন, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ক্রমাগত বিকাশসাধন খুবই প্রয়োজন যাতে দুই ব্যবস্থার মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্যের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তাঁর কাছে, সাম্যবাদের স্তরে উপনীত হবার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বহারার রাজনীতিক ও সামরিক বিজয়ের থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেনিন এমন অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করেছিলেন যাতে দেখা যায় যে অত্যন্ত কঠিন অবস্থাতেও সোভিয়েত শ্রমিকরা স্বেচ্ছাশ্রম দান করেছিলেন :

> শ্রমিকদের স্বউদ্যোগে সংগঠিত *Communist Subbotniks* প্রকৃতই যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন। স্পষ্টতই এটা ছিল একটা সূচনা, কিন্তু একটা ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ সূচনা। এটা একটা বিপ্লবের সূচনা, যা আরও কঠিন, আরও স্বচ্ছ, বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করার থেকে আরও বেশি অগ্রগামী ও চূড়ান্ত, কারণ এটা হল আমাদের নিজস্ব রক্ষণশীলতা, শৃঙ্খলাহীনতা, পাতি-বুর্জোয়া অহংবোধের বিরুদ্ধে জয়, শ্রমিক ও

কৃষকদের মধ্যে অভিশপ্ত ধনতন্ত্রের পরিত্যক্ত পুরনো অভ্যাসের বিরুদ্ধে জয়। একমাত্র যখন এই বিজয় সংহত হবে, তখন গড়ে উঠবে সামাজিক নিয়মানুবর্তিতা, সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা; তখন এবং একমাত্র তখনই ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে উঠবে, সাম্যবাদ হবে প্রকৃতই অজেয়।[৫১]

লেনিনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা গঠনের জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সমস্ত প্রক্রিয়াটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। এই কারণেই গেভারা জোর দিয়েছিলেন এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর, যা জনগণকে বিপ্লবী ভাবধারায় শিক্ষিত করবে এবং আকৃষ্ট করবে নৈতিক প্রণোদন ও স্বেচ্ছাশ্রমের মতো সদর্থক ব্যবস্থার প্রতি।

কিউবার পরিস্থিতি

বিপ্লবের পরে কিউবার সমাজ গেভারার প্রত্যাশিত পথে যে অগ্রসর হয়নি, সেটা বাস্তব ঘটনা। গিল্ গ্রীনের বস্তুনিষ্ঠ ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে নৈতিক ও আদর্শগত প্রচারের দরুন সৃষ্ট সামাজিক চাপ কিউবার অধিকাংশ মানুষকে প্রণোদিত করেছিল অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অতিরিক্ত শ্রমদান করতে এবং তারা তাদের প্রত্যয়ের দ্বারা তখনও পর্যন্ত পরিচালিত হয়নি। আয় ও সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনভিত্তিক মজুরির প্রশ্নটিরও মীমাংসা হবার প্রয়োজন ছিল। অনুপস্থিতির প্রবণতা, নিয়মানুবর্তিতায় শিথিলতা, স্বেচ্ছাশ্রমে সময়ের অপচয় প্রভৃতি ছিল গভীর উদ্বেগের বিষয়। গ্রীন আরও দেখিয়েছিলেন যে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় অবসরের সুযোগ দেবার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া দরকার, কারণ তা আখেরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ফিদেল কাস্ত্রোর 'বৈপ্লবিক আঘাত' (Revolutionary offenssive) নিয়ে গ্রীন খুব আশাবাদী ছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল 'অর্থনীতিবাদ' ও 'স্বার্থপরতা' থেকে জনগণকে মুক্ত করা। বস্তুতপক্ষে, কাস্ত্রোর এই উদাত্ত আহ্বানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষিসংক্রান্ত সমস্ত কাজের জন্য ২,৫০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল অন্যান্য সমস্ত বিচার-বিবেচনার ওপর নৈতিক ও আদর্শগত দায়বদ্ধতার প্রাধান্য।[৫২]

১৯৬৮ সালে কিউবার আর্থনীতিক কার্যক্রম সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করেছিলেন হিউবারম্যান ও সুইজি। বস্তুগত প্রণোদনের ওপর তৎকালীন লঘু-গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁরা বলেছিলেন যে স্বেচ্ছাশ্রমের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গেলে কিউবার প্রয়োজন কঠোর রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ (Regimentation), অথবা সামাজিক-রাজনীতিক চেতনার উচ্চমান। যদিও কিউবা কঠোর রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণের পথে সম্পূর্ণভাবে যায়নি, তবুও তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছিল উৎপাদন ক্ষেত্রের

বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে। যেমন, **চে গেভারা ট্রেইলব্লেজারস্ ব্রিগেড-কে** * গঠন করা হয়েছিল পুরোপুরি সামরিক কায়দায়; এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে প্লায়া গিরোন-এ** আক্রমণের স্মরণে ওরিয়েন্তে প্রদেশে এপ্রিল মাসে এক বিরাট জনসমাবেশ করা হয়েছিল। একইরকম ব্যাপার ছিল ১৯৬৮ সালের **ইয়ুথ সেন্টেনিয়াল কলাম**-এর ক্ষেত্রে, যার লক্ষ্য ছিল কামাগুয়ের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে প্রাথমিকভাবে পঞ্চাশ হাজার যুবকর্মী নিয়োগ করা। তাঁদের মতে, আধা-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার 'উৎস নিহিত ছিল অতীতের সব থেকে ক্ষতিকারক ও অবাধ্য উত্তরাধিকারকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এবং তা হল কিউবার এক বড় অংশের মানুষের মধ্যে কার্যাভ্যাসের অনুপস্থিতি।' এই ব্যাপারে হিউবারম্যান ও সুইজি কিউবার সরকারের অবস্থানকে যথার্থই সমর্থন করেছিলেন। কিউবা সরকার দীর্ঘমেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে 'নতুন ধরনের বাহ্যিক বলপ্রয়োগের' ওপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেননি বরং নির্ভর করেছিলেন জনগণকে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার আদর্শে নতুন করে শিক্ষিত করার ওপর। বিপ্লবী সরকারের প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়েছিল 'School goes to the Countryside' কর্মসূচিতে, কিংবা পাইন দ্বীপের কর্মপরিকল্পনায়। যদিও তাঁরা কাজের রাজনীতিক ও নৈতিক প্রণোদনের সাথে আধা-সামরিকীকরণের ভারসাম্য রাখার সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে, উৎপাদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জনগণের ধ্যানধারণা ও তাদের প্রত্যয়বোধের ওপর।[৫১]

পণ্য-সম্পর্ক ও মূল্যমানের সূত্র

কিউবার সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ায় যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উপকরণসমূহের পণ্য ও অ-পণ্য চরিত্র এবং মূল্যমানের সমস্যা। মূল প্রশ্ন ছিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পণ্য-সম্পর্ক এবং মূল্যমানের সূত্র কার্যকরী থাকে কিনা, যা উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সামাজিক জীবনকে সচেতন পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে ধনতন্ত্রের ধ্বংস ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কোনও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ঘটে না এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য-সম্পর্ক এবং মূল্যমানের অবসানও হয় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের কাজ পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় ও অসংখ্য সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোকে এক্ষেত্রে মূলধনে পরিণত করার

* জমি পরিষ্কার, সড়ক সংযোগের প্রসারণ, বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই ব্রিগেডকে।

** মধ্য কিউবার পিগ্ উপসাগরের গিরোন উপকূলে কিউবার দেশান্তরী মানুষের মাধ্যমে সি.আই.এ- পরিচালিত আক্রমণ।

কোনও সুযোগই নেই যেহেতু তারা সমষ্টিগত সম্পত্তি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যসমূহ অবশ্যই মূল্যমান সম্পন্ন হয় অর্থাৎ এই মূল্যমান হল পণ্যের উৎপাদনের জন্য সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর ভূমিকা ধনতান্ত্রিক সমাজের থেকে মূলগতভাবেই পৃথক, কারণ এক্ষেত্রে তা শ্রমের বণ্টন ও উৎপাদনের উপকরণের নিয়ামক নয় এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিলিব্যবস্থা নির্ধারিত হয় সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার দ্বারা। প্রসঙ্গত ১৯১৯ সালে সমকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা সম্পর্কে লেনিনের পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ধৃত করা যায় :

> সর্বহারার একনায়কত্বের পর্বে রাশিয়ার আর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্ব করে শ্রমিকের সংগ্রামের, যা বিশালায়তন রাষ্ট্রের পরিধিতে সাম্যবাদী নীতির ভিত্তিতে সংহত হয়েছে এবং তার প্রথম পদক্ষেপণ করছে—ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যে ধনতন্ত্র এখনও টিকে আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনকে কেন্দ্র করে যা নতুনভাবে গড়ে উঠছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
>
> রাশিয়াতে শ্রমকে সংহত করা হয়েছে সাম্যবাদের ভিত্তিতে যেহেতু, প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, সর্বহারার রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি ও শিল্পসংস্থায় জাতীয় পর্যায়ে বৃহদায়তন উৎপাদন সংগঠিত করছে, শ্রমশক্তিকে বণ্টন করছে উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন সংস্থায়, এবং শ্রমিক জনগণের মধ্যে বণ্টন করছে প্রভূত পরিমাণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভোগ্যপণ্য।[৫৪]

এটা সহজেই বোধগম্য যে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ার অবিকল প্রতিরূপ কিউবা বা অন্য কোনও দেশে তৈরি করা সম্ভব ছিল না কারণ এই সমস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি কখনই অভিন্ন ছিল না। তবে লেনিনের নির্দেশনা কিউবার অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে। কিউবায় বিতর্ক চলাকালীন সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী মেজর আলবার্তো মোরা ১৯৬৩ সালের জুন মাসে বিতর্কে যোগদান করেছিলেন তাঁর 'কিউবার অর্থনীতিতে মূল্যমান সূত্রের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে' ('On the Operation of the Law of Value in the Cuban Economy') শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে। তিনি কিউবার সমস্যাকে বিচার করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২১ সালের নয়া আর্থনীতিক নীতির (New Economic Policy) পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে, যাতে সেখানে 'মিশ্র ব্যবস্থার অস্তিত্ব' ও মূল্যমান সূত্রের কার্যকারিতাকে স্বীকার করা হয়েছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে '...সমাজতন্ত্রে মূল্যমান সূত্র কার্যকরী হয় পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।' মূল্যমান সম্পর্ক আর কার্যকরী হবে না তখনই, একমাত্র যখন উৎপাদনের প্রাচুর্য 'সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রয়োজনগুলো' মেটাতে সক্ষম হবে।[৫৫] কিউবার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়

ছিল যে '...মূল্যমান সূত্র আর্থনীতিক নীতি হিসেবে এখনও কার্যকরী রয়েছে এবং বর্তমান কিউবার অর্থনীতিতে তার পূর্ণ তাৎপর্য বজায় রয়েছে।' গেভারার ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে 'একক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান' রূপে গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন যেহেতু 'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এখনও পর্যন্ত সামাজিক সম্পত্তিরূপে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি, যা একমাত্র সাম্যবাদেই সম্ভব।' মোরা-র মতানুযায়ী, কিউবার তৎকালীন অবস্থায় উৎপাদন ও ভোগের দ্বন্দ্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিউবার অর্থনীতি।[৫৬]

অপরপক্ষে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের শেষপর্যায়ের উদাহরণ দিয়ে চার্লস বেতেল্‌হাইম বলেছিলেন যে সর্বহারার একনায়কত্বের স্তরে ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদনের অর্থই হল 'পণ্য' ও 'মুদ্রা' ব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া। লেনিনের পর্যবেক্ষণের সাহায্য নিয়ে উত্তরণের এই পর্বে তিনি জোর দিয়েছিলেন বাজারের অস্তিত্ব ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতার ওপর। বেতেল্‌হাইম এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই কিউবার সমাজতন্ত্রে বর্তমান রয়েছে, এবং 'উৎপাদন শক্তি বিকাশের বর্তমান অবস্থায়, এমনকি উন্নততর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও, সমাজ এখনও পর্যন্ত সামাজিক চাহিদার অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে পারে না...'। এই কারণে সমসাময়িক সমাজ সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন পূর্বনির্ধারিতভাবে করতে সক্ষম নয়, অতএব সমাজতান্ত্রিক সমাজে মুদ্রার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ক্ষেত্র থেকেই যায়। সুতরাং বেতেল্‌হাইমের মতে, 'মূল্যমান সূত্র ও দাম-ব্যবস্থার ভূমিকা বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের কেবলমাত্র সামাজিক ব্যয়কেই প্রতিফলিত করে না, এই সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের আন্তঃসম্পর্ককেও প্রকাশ করে।[৫৭]

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে গেভারা রচিত প্রবন্ধ 'মূল্যমান প্রসঙ্গে' এই বিতর্কের তীব্রতাকে বৃদ্ধি করেছিল। মোরা-র বক্তব্যকে গেভারা সমালোচনা করেছিলেন প্রধানত দুটো কারণে। 'প্রয়োজন ও সম্পদের সম্পর্ক'রূপে মূল্যমানকে মোরা যেভাবে বিচার করেছিলেন, সেই মূল ধারণাকেই গেভারা প্রশ্ন করেছিলেন এবং মার্কসের পুঁজি (Capital) নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন যে মূল্যমান হল বিমূর্ত শ্রমের (Abstract labour) পরিমাণ—

> অতএব একটা বস্তুগত মূল্য (object value) একটা মালিকানা—তারও একটা মূল্যমান আছে কেবলমাত্র এই কারণে যে এটা বিমূর্ত মানবিক কর্মের মূর্তরূপ বা বাস্তবায়ণ। এই মূল্যমানের পরিমাণ কেমন করে পরিমাপ করা যায়? বস্তুর পরিমাণ দ্বারা, যা মূল্যমান সৃষ্টি করে, অর্থাৎ এর মধ্যে যুক্ত কাজের পরিমাণ।[৫৮]

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র-পরিচালনাধীন ক্ষেত্রে পণ্য-সম্পর্কের বিষয়টা নিয়েও আলোচনা

করেছিলেন গেভারা। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে সেই সময়ে কিউবাতে 'সরকারি ক্ষেত্র' 'একক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন প্রতিপক্ষকে এবং বলেছিলেন যে—

> আমরা যে বাজেটভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছি তাতে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে, বা এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে কোনও দ্রব্য স্থানান্তরণকে বিনিময় বলা যায় না। এটা হলো শুধুমাত্র একটা সৃষ্টি অথবা কাজের মাধ্যমে নতুন মূল্যমানকে পুঞ্জীকৃত করা। অন্যভাবে বলা যায়, পণ্যদ্রব্য (goods) বলতে যদি বোঝায় এমন উৎপাদিত সামগ্রী, বিনিময়ের মাধ্যমে যার হাতবদল ঘটে, এবং যদি বাজেটভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে সমস্ত কারখানা সরকারি সম্পত্তি হয় (যেখানে এই ব্যাপার ঘটে না), তাহলে উৎপাদিত সামগ্রী অর্জন করবে পণ্যদ্রব্যের চরিত্র যখন তা পৌঁছবে বাজারে এবং চলে যাবে ভোগকারী জনগণের হাতে।[৫৯]

গেভারার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল যে সমাজতান্ত্রিক গঠনের তত্ত্ব ও বাস্তবের ক্ষেত্রে বিতর্ককে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন, যদিও একই সঙ্গে তিনি ওই গঠনমূলক কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমাজতন্ত্র গঠনের বাস্তব পদক্ষেপ ও তার সঠিক পথ নিয়ে বিতর্ক তার কাছে এক সমান্তরাল প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হত। ১৯৬৪ সালের পরবর্তী সময়ে 'বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী ব্যবস্থা প্রসঙ্গে' এবং 'সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অর্থ', শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে তিনি সঙ্গতিপূর্ণভাবেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মূল্যমান তত্ত্বের বিকাশসাধন করেন। এই দুটি প্রবন্ধেরই উদ্দেশ্য ছিল চার্লস্ বেতেল্‌হাইমের বক্তব্য ও কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির নামে প্রকাশিত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যাকাদেমি অফ সায়েন্স-এর **রাজনীতিক অর্থনীতির নির্দেশিকা**-র (**Manual of Political Economy**) প্রতিপাদ্য বিষয়কে খণ্ডন করা। সমাজতন্ত্রের উত্তরণ পর্বের সমস্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে গেভারা কোনও কাল্পনিক চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এই পর্বে কিছুদিনের জন্য ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু উপাদান পরিলক্ষিত হবে, যদিও সেই সময়সীমা সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই তিনি কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। উত্তরণের পর্বে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকে, তার প্রয়োজনীয়তা থাকে বলেই— বেতেল্‌হাইমের এই ধারণা গ্রহণ করতে গেভারা অস্বীকার করেছিলেন।[৬০] সমাজতন্ত্র গঠনের কাজকে তিনি কখনওই 'ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা' বলে মনে করেননি, তাই সামাজিক প্রক্রিয়াকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তাঁর চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসকে নিয়োজিত করেছিলেন— 'বাজার, মুদ্রা ও বস্তুগত প্রণোদন সহ সমস্ত পুরনো সম্পর্কগুলোকে সম্ভাব্য সর্বশক্তি দিয়ে ধ্বংস করা— অথবা সেই সমস্ত শক্তিকেও যারা সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখে।'[৬১] মূল্যমানের সূত্র প্রসঙ্গে গেভারা স্বীকার করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর অস্তিত্ব রয়েছে অতীতের অপ্রীতিকর পরিণাম রূপে (Hangover)—তাই মূল্যমানের সূত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য

সমাজতান্ত্রিক কিউবার সংকল্প তিনি ঘোষণাও করেছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে :—

> মূল্যমানের সূত্রকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করার সম্ভাবনাকে আমরা অস্বীকার করি এবং আমাদের এই মতকে প্রতিষ্ঠা করি মুক্তবাজারের অনস্তিত্বের ওপর— যে মুক্তবাজার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উৎপাদক ও ভোক্তার দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে... মূল্যমানের সূত্র ও পরিকল্পনা হল এমন দুটি শব্দ, যারা দ্বন্দ্ব ও সমাধানের সম্পর্কে অন্বিত। তাই আমরা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা হল একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনধারা...[৬২]

অতএব এটা স্পষ্ট যে পরিকল্পনার ধারণাকে গেভারা অর্থব্যবস্থার পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র আর্থনীতিক হাতিয়ার মনে না করে তাকে উন্নীত করেছিলেন প্রয়োজনীয় উপায়রূপে (Means), যার দ্বারা মানুষ পরিবেশের ওপর সচেতন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারে। এই পরিবেশই ধনতন্ত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের সঙ্গে মানুষকে বেঁধে রেখেছে 'এক অদৃশ্য নাড়ির বন্ধনে : তা হল মূল্যমানের সূত্র'। সমাজতন্ত্রে মূল্যমানের সূত্রকে সচেতনভাবে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাতিল করাই ছিল তাঁর চিন্তা ও কাজের লক্ষ্য। এই বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির দরুনই তিনি 'পরিচালনা ও উৎপাদনের সমস্ত কৌশলগত বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সচেতন অংশগ্রহণ'-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'বিচ্ছিন্নতার শৃঙ্খল' ছিন্ন করা ও মানুষের 'মানব সত্তারূপে পূর্ণ উপলব্ধিকে' সহায়তা করা।[৬৩]

পরিকল্পনা ও মূল্যমান সূত্রের আন্তঃসম্পর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল দাম নির্ধারণের সমস্যা, যা ছিল কিউবার বিতর্কে অন্যতম বিষয়। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও গেভারা কর্তৃপক্ষের দ্বারা সচেতন নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যমান সূত্রকে বাতিল করার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল যে 'জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যমূল্যের (Price) মধ্যে সমতা' আনয়নের দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যমন্ত্রককে দেওয়া হোক। এমনকি তিনি মূল প্রয়োজনীয় জিনিসের কম দাম ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন জিনিসের জন্য বেশি দামের সুপারিশ করেছিলেন। দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত তাঁর ধারণায় আগাগোড়াই পরিস্ফুট হয়েছে 'মূল্যমান সূত্রের প্রতি সোচ্চার অবজ্ঞা।'[৬৪]

সমকালীন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা : গেভারার আপত্তি

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে গেভারার সামনে উদাহরণস্বরূপ ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুসৃত আর্থনীতিক বিকাশের মডেল এবং কিউবার প্রাক্-বিপ্লব সাম্যবাদীরা, যাঁরা সোভিয়েত মডেলকে গ্রহণের জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র বিরোধিতা করলেও তিনি বিতর্ককে স্বাগত জানিয়েছিলেন 'মহৎ শিক্ষাগত মূল্যের' বিচারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিচালিত হয়েছে, 'কঠোরতমভাবে

যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যথেষ্ট ধীরতার সঙ্গে।'[৬৫] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গেভারা তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক গঠনপ্রক্রিয়ার একটা মডেল স্থাপন করা। ১৯৬৩ সালে রচিত 'উৎপাদন ব্যয় এবং বাজেটভিত্তিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ব্যবস্থাকে অভিযুক্ত করেছিলেন এক বিশেষ আর্থনীতিক বিকাশজনিত পশ্চাদগতির দায়ে :

> সমাজতন্ত্র গঠনে প্রথম দেশ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার অনুসারী দেশসমূহ এমন একটা পরিকল্পনা প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, যা অর্থসংক্রান্ত উপায়সমূহের (Financial means) দ্বারা বৃহত্তর আর্থনীতিক ফলাফল পরিমাপ করতে পারে। উদ্যোগসমূহের আন্তঃসম্পর্ককে মোটামুটি স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এখন যাকে কাম্য ব্যয় অর্থনীতি বলা হয়, এটাই ছিল তার উৎস...।[৬৬]

'সাম্যবাদী সমাজের গঠনপর্বে মূল্যমান সূত্র ও আর্থিক-বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলোর **বিকাশসাধন** ও তাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে'— **'রাজনীতিক অর্থনীতির নির্দেশিকা'**-র এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে গেভারা প্রশ্ন তুলেছিলেন উত্তরণ পর্বে। 'বাণিজ্যিক সমাজের অবশিষ্টাংশ রূপে' মূল্যমান সূত্রের আংশিক অস্তিত্বের ক্রমবর্ধমান বিলুপ্তি এবং তারই পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার বিকাশের ওপর তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল।[৬৭] তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্যোগসমূহ ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের মধ্যেকার বিরোধ এবং 'বরাদ্দ (Quota) পূর্ণ করার ভিত্তিতে পুরস্কার'-এর নীতিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ লাইবারম্যানের (Lieberman) মতকে গেভারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন করে বলেছিলেন, '...''বরাদ্দ পরিপূর্ণ করা''-র ধারণা যে বিপথগামিতার সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ সঠিক।'[৬] ১৯৬৪ সালের শীতে তাঁর শেষ মস্কো সফরের সময়ে স্থানীয় একদল যুবক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা সংক্রান্ত দায়িত্বের সঙ্গে ভোগকারীর চাহিদা পূরণের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। সেখানে গেভারা তাঁর সুস্পষ্ট মত জানিয়েছিলেন—

> আমি বলতে পারব না কি করে এই ব্যবস্থা ইউ.এস.এস.আর-এ কার্যকরী হবে... বিপ্লবের আগে কিউবায় এটা হতো এবং অগ্রণী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে তা ব্যাপক প্রচলিত। খোলাখুলি বলতে গেলে, একটা বাজার অর্থনীতিতে উদ্যোগসমূহের মুনাফার অবস্থা নিয়ে আপনারা যা বলছেন, তাতে অভিনবত্ব নেই, আবার বিরাট গোপনীয়তাও নেই। এ জাতীয় মুনাফা অর্জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে ধনতন্ত্র ওয়াকিবহাল আছে। একটাই বাধা আছে এই ব্যবস্থায়, যখন সমস্ত

উদ্যোগগুলো মুনাফার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তখন সেখানে দেখা দেয় অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা যার ফলশ্রুতি হলো নৈরাজ্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাধানের অযোগ্য সংকট। তখন সেখানে বিপ্লব করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এবং এভাবেই যুক্তি পুনঃস্থাপিত হবে সমাজে।[৬৯]

একইরকমভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে উদারীকরণের ধারায় আর্থনীতিক সংস্কারকে তিনি মেনে নিতে চাননি। কিউবার অর্থনীতিতে যে কোনও ধরনের উদারনীতিক পদক্ষেপকে প্রথম থেকেই তিনি প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন, কারণ পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শোধনবাদী উপাদান সম্পর্কে তিনি আশঙ্কিত ছিলেন।[৭০] যাই হোক না কেন, সমাজতান্ত্রিক গঠন বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমকালীন সোভিয়েত নীতির প্রতি গেভারা কোনও বাধা সৃষ্টি করেননি এবং সোভিয়েত নীতির বিচ্যুতির কারণ সম্পর্কে কোনও বিশ্লেষণী ব্যাখ্যাও দেননি। সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর সঙ্গে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে তিনি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতির ভিত্তিতে এক সমাজতান্ত্রিক শিবির গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। যে সমস্ত দেশ সমাজতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষ থেকে তিনি তাদের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও আদর্শগত স্তরে ভ্রাতৃত্বমূলক সহায়তা দানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানেও গেভারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক 'পশ্চাদপট দেশগুলোর ওপর আরোপিত অসম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ককে' প্রবল সমালোচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক শিবিরে নেতৃত্বের পদে আসীন তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন যে 'সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে পশ্চিমের শোষক দেশগুলোর প্রতি তাদের নীরব সহযোগিতাকে প্রত্যাহার করা।'[৭১] বলা যেতে পারে যে, দেশে ও বিদেশে অনুসৃত সোভিয়েত নীতি গেভারাকে, আর যাই হোক, আশাবাদী করে তুলতে পারেনি : 'আমরা বিশ্বাস করি যে ''স্বাধীনতার রাজ্যে''র দিকে মানুষের যাত্রার বিবর্তনকে পরিচালিত করার জন্য নতুন উৎপাদন সম্পর্কগুলো যে সমস্ত বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তার অপচয়ে ঘটছে একটা নির্দিষ্টভাবে।'[৭২]

কিউবা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার তুলনা

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক বিকাশ সম্বন্ধে গেভারার আপত্তি এবং কিউবার অর্থনীতিকে সোভিয়েতের বিপরীতভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য দুই দেশের আর্থনীতিক বিকাশের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমত সময়ের বিচারে দুই দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পার্থক্য ছিল। সূচনায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একমাত্র দেশ, যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করেছে। পক্ষান্তরে, কিউবার বিপ্লব সংঘটিত

হয়েছিল ১৯৫৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির যথেষ্ট সংহত হয়েছে এবং কিউবা বস্তুগত ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বের সমর্থন ও আস্থা অর্জন করেছে। কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে কূটনীতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল ১৯৫৯ সালের ১০ই জানুয়ারি এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ে প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল গেভারার উপস্থিতিতে।

কিউবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গঠনে এই সোভিয়েত-কিউবা আর্থনীতিক সহযোগিতা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে উভয় দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১৭৯ মিলিয়ন পেসো এবং ১৯৭৭ সালে তা কুড়িগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬২০ পেসো। শুধুমাত্র ১৯৬০ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে কিউবা তার শিল্প-বিকাশের জন্য ঋণ হিসেবে পেয়েছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬০-এর উত্তরপর্বে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমোন্নতির ফলে গঠিত হয়েছিল Soviet- Cuban Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation এবং এর পথ ধরেই ১৯৭২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সম্পাদিত হয়েছিল Agreement on Economic and Technical Cooperation । অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটা একনাগাড়েই চলতে থাকল।[৭৩] এছাড়াও বিপ্লবের পরে গোড়ার বছরগুলোতে Council for Mutual Economic Assistance-এর সদস্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো থেকে ভ্রাতৃত্বসূচক সাহায্য বিপুল পরিমাণে কিউবায় আসতে লাগল। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কিউবার কৃষি ও শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহায়তার নিদর্শনস্বরূপ ৭৫০০ জন বিশেষজ্ঞ ও ২৬০টি কারিগরি সাহায্য তারা পাঠিয়েছিল।[৭৪] ১৯৭৫ সালে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির (PCC) প্রথম কংগ্রেসের প্রতিবেদনে কিউবার নেতৃত্ব তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের এই ভ্রাতৃত্বমূলক সহায়তাকে বিপ্লবী উষ্ণতায় স্বীকৃতি জানিয়েছে।[৭৫]

আর্থনীতিক বিকাশের কৌশলগত দিক থেকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রুত শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেছিল, কারণ, তাদের মতে, এই নীতির ফলে অর্থনীতিতে অভাবনীয় বৃদ্ধির ক্ষমতা অর্জিত হবে, সাম্রাজ্যবাদী বেষ্টনীর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও তাকে অতিক্রম করার শক্তি জোগাবে এবং পরিচালিত করবে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পথে। লেনিন তাঁর সমকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্যাকে যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন— একদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজেকে সংহত করার প্রয়োজনীয়তা, এবং অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বহারা সংগ্রামের দুর্গ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ। ১৯২০ সালে অষ্টম All Russia Congress of Soviets- এ লেনিন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক বিকাশের বিষয়টিকে অনবদ্যভাবে আলোচনা করেছিলেন :

> **সাম্যবাদ হল সোভিয়েতের ক্ষমতা ও সমগ্র দেশের বিদ্যুতীকরণ।** অন্যথায় এই দেশ একটা কৃষক-নির্ভর দেশ হিসেবেই থেকে যাবে...আমরা এটা দেখবো যাতে আর্থনীতিক বুনিয়াদের রূপান্তর ঘটে ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক থেকে বৃহদায়তন শিল্প-অর্থনীতিতে। যখন দেশে বিদ্যুতীকরণ হবে এবং শিল্প, কৃষি ও যানবাহন ব্যবস্থা স্থাপিত হবে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের কারিগরি ভিত্তির ওপর, একমাত্র তখনই আমরা পূর্ণ বিজয়ী হতে পারব। (নজরটান মূল লেখানুসারে)[৭৬]

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হলেও দ্রুত ও সার্বিক শিল্পায়নের ব্যাপারে লেনিনের মতকে সমর্থন করেছিলেন স্ট্যালিন। 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মৌলিক কাজ ও তার পরিপূরণের পথ' চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট জোর দিয়ে বলেছিলেন যে 'পশ্চাদ্‌গামী শিল্পকে ভিত্তি করে সোভিয়েত শাসন বেশিদিন নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না; ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শিল্পের থেকে ক্ষুদ্র তো নয়ই, বরং সময়মতো তাদের অতিক্রম করতে সক্ষম, এমন আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পই কেবলমাত্র পারে সোভিয়েত শাসনের প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে।'[৭৭]

পক্ষান্তরে, বিপ্লব পরবর্তী গোড়ার বছরগুলোতে কিউবার পরিস্থিতি সমকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবোত্তর অবস্থা থেকে পৃথক ছিল। কিউবার ক্ষেত্রে দ্রুত শিল্পায়ন ততটা প্রয়োজনীয় ছিল না যতটা তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে, কারণ কিউবা তার শিল্পসংক্রান্ত প্রয়োজন বা পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সঙ্গতভাবেই অন্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহায়তার ওপর নির্ভর করতে পেরেছিল। সেইসময়ে কিউবার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন ছিল খাদ্যোৎপাদন, বস্ত্র ও আবাসন। কিউবাকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গম ও ময়দা আমদানি করতে হয়েছিল। কিউবার আর্থনীতিক বিকাশ 'কেবলমাত্র সাধারণ উদ্বৃত্তের ওপর নয়, বরং তার বর্তমান প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ আমদানির ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেছিল।'[৭৮]

কিউবা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশেই বিনিয়োগের উৎস ছিল পৃথক। 'আদিম সমাজতান্ত্রিক পুঞ্জীভবন অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং ভোগে কঠোর আত্মসংযম' ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রধান উৎস। বিপরীতভাবে, কিউবার আর্থনীতিক বিকাশে তা ছিল অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য। বাইরে থেকে অর্থসাহায্য আসার দরুন আর্থনীতিক বিকাশের টানাপোড়েনের মধ্যেও কিউবায় জীবনযাত্রার মান প্রভাবিত হয়নি, যদিও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্র কম অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। কিউবার আর্থনীতিক উন্নয়নে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষিক্ষেত্রে বহুমুখীকরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিকে একশস্য (Mono-crop) ব্যবস্থার কুফল থেকে মুক্ত করা।[৭৯] কিউবার আর্থনীতিক বিকাশের সামগ্রিক চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর সে নির্ভর করেনি, বরং তার সম্পদ সংগ্রহের একটা বড় অংশ এসেছে বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশেষত আমদানি থেকে। এর ফলে কিউবার অর্থনীতি তৎকালীন

সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যদিও এডওয়ার্ড বুরস্টেইন সোভিয়েতের উপাঙ্গ হিসেবে কিউবাকে মেনে নিতে রাজি হননি।[৮০]

বিতর্কের পরিণতি

মহাবিতর্ক কিউবার আর্থনীতিক ক্ষেত্রকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনই করেছিল তার রাজনীতিক প্রক্রিয়াকে। ১৯৬৩ সালে কিউবা তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ঘাটতি ও আখচাষের ব্যর্থতার জন্য আর্থনীতিক নীতিতে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সমাজতান্ত্রিক কিউবার আর্থনীতিক গঠনে শিল্পায়নের তুলনায় কৃষি ও চিনির ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও কিউবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেছিলেন গেভারা, অথচ এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে ফিদেল কাস্ত্রো ও ক্রুশ্চেফের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাতে আশ্চর্যজনকভাবেই গেভারা অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর এই অনুপস্থিতি থেকে এমন ধারণায় উপনীত হওয়া ঠিক হবে না যে কাস্ত্রো ও গেভারার মধ্যে কোন মতান্তর ঘটেছিল। কারণ এরকম ধারণার সমর্থনে যুক্তির উপস্থাপনা বাস্তবিকই দুষ্কর। তা সত্ত্বেও এটা অনুমান করা যেতে পারে যে কিউবায় রাজনীতির টানাপোড়েন গেভারার ক্রমহ্রাসমান গুরুত্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৮১] তৎকালীন ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৪ সাল শেষ হবার আগেই শিল্পমন্ত্রকের ওপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ থেকে তিনি বিরত থেকেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫-র এপ্রিল মাসে তিনি কিউবা ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, সমকালীন কিউবায় শিল্পমন্ত্রককে একাধিক স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় যাঁরা গেভারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের দপ্তর রদবদল করে দেওয়া হয়।[৮২] গেভারা কিউবার সমাজতন্ত্র গঠনে শিল্পায়নের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেও কৃষির পক্ষে নীতির পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছিলেন। কৃষির ভূমিকাকে তিনি হেয় প্রতিপন্ন করেননি কিন্তু ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ কিউবা পরিত্যাগের কিছু আগেও তিনি শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মৌলিক বিশ্বাসে অনড় ছিলেন। ১৯৬৫-র ২৪শে ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রিকা-এশিয়া সংহতির দ্বিতীয় আর্থনীতিক আলোচনাচক্রে প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি শিল্পায়নের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জোরালো সওয়াল করেছিলেন যে 'আমাদের অধিকাংশ দেশগুলোতেই শিল্পবিকাশের যথাযথ ভিত্তি নির্ধারণ করে আধুনিক সমাজের ক্রমোন্নাতকে...।'[৮৩]

কিউবায় আর্থনীতিক বিকাশকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে যতই উপকারী হোক না কেন, তা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যা গেভারার পক্ষে সুখকর হয়নি। গেভারা পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শিল্পমন্ত্রকের সুস্থিতিও বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁর আর্থনীতিক ধ্যানধারণাকে বিদায় জানানো হয়েছিল। হিউবারম্যান ও সুইজি-র প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও এটা সত্যি যে '...১৯৬৫ সাল শেষ হওয়ার

আগেই "নৈতিক প্রণোদনের" পক্ষেই দৃঢ়ভাবে সরকারী নীতি ঘোষিত হয়েছিল এবং এই নীতি অন্যান্য সরকারী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।' অন্ততপক্ষে ১৯৬০-এর শেষপর্যন্ত, কিউবার অর্থনীতির কেন্দ্রীভূত প্রকৃতি, কেন্দ্রীয় বাজেট ব্যবস্থার ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় খামারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সার্বিক নির্দেশনা ও এর ফলে তার অধীনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহের কার্যসম্পাদন, যে কোন পর্যবেক্ষককেই কিউবার আর্থনীতিক বিষয়ে গেভারার চিন্তা-ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৮৩] রেনি দুমো-ও (René Dumont) স্বীকার করেছিলেন যে 'অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের তুলনায় টাকাকড়ি কিউবাতে যথেষ্ট কম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে' এবং এই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় জনগণকে বিনামূল্যে বিভিন্ন পরিষেবা দান ও 'খাদ্য বা যানবাহনের মতো দৈনন্দিন ব্যয়সাপেক্ষ বিষয়গুলির কম দাম ধার্য করার মধ্যে।'[৮৪] এটা বলা উদ্দেশ্য নয় যে কিউবা সাম্যবাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল কিন্তু সাম্যবাদী নৈতিকতার বিচারে টাকাকড়ির ভূমিকা খর্ব করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অগ্রগামী মানসিকতার পরিচায়ক, যে প্রচেষ্টা গেভারা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে চালিয়ে গিয়েছেন।

আরো একটা বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে, যা সামগ্রিকভাবে গেভারাবাদকে সমর্থন যুগিয়েছিল। এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে ফিদেল কাস্ত্রো বাজেটভিত্তিক ব্যয়নির্বাহী পদ্ধতি ও আর্থিক স্বয়ংশাসন সম্পর্কিত বিতর্কের গণ্ডীর বাইরে ছিলেন। গেভারাও নিজের পক্ষে ফিদেলের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেননি, এবং তা সম্ভবত একটাই কারণে যে সর্বোচ্চ নেতার পদকে মহাবিতর্কে জড়িয়ে ফেলতে তিনি চাননি। মহাদেশীয় বিপ্লবের প্রশ্নটা যখন আসন্ন হয়ে উঠল এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে বলিভিয়ায় বিপ্লবী যুদ্ধ শুরুর সাংগঠনিক প্রস্তুতিও বেশ অনেক দূর এগিয়ে গেল, তখন কাস্ত্রো বলিভিয়ায় গেভারার পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপকে খোলাখুলি সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং লাতিন আমেরিকার সাম্যবাদী দলগুলোকে, বিশেষতঃ বলিভিয়ার সাম্যবাদী দলকে (Partido Communista de Bolivea) তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি তাদের আনুগত্যের জন্য।[৮৫] আর্থনীতিক নীতি সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে না পড়লেও কাস্ত্রোর পরবর্তীকালে বক্তৃতাসমূহ গেভারার উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতিকেই প্রকাশ করেছে। ১৯৬৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর 'বিপ্লব প্রতিরক্ষা কমিটি'র (Committee for the Defence of the Revolution) ষষ্ঠবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বক্তৃতায় তিনি সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন যে 'আমরা নারী ও পুরুষের মনে ও হৃদয়ে ডলারের ছাপ নিয়ে কখনই সমাজতান্ত্রিক চেতনা, সাম্যবাদী চেতনা তৈরী করবো না।' উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি জনগণের সমাজতান্ত্রিক চেতনার কাছে ঐকান্তিক আহ্বান জানিয়েছিলেন :

আমি স্বীকার করছি যে বরাদ্দ (Quota) নির্ধারণ যদি খুব বেশী হয়ে

থাকে, তবে সেগুলো পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন; কিন্তু যে মনোভাব বরাদ্দ হ্রাসের চাহিদা জানায়, সেই মনোভাব আর্থনীতিক সংগ্রামে জয়ী হবার সহায়ক নয়... এবং আমাদের সবাইকে, পুরোপুরি আমাদের সবাইকে নিজেদেরই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে, অঙ্গীকার করতে হবে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর, উৎপাদন বাড়ানোর।'[৮৭]

অন্যভাবে বলা যায় যে, কাস্ত্রোর বক্তৃতাসমূহ নৈতিক প্রণোদনের প্রতি তাঁর সোচ্চার পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করে, যে বক্তব্যকে মহাবিতর্কের সময়ে গেভারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপিত করেছিলেন।

মহাবিতর্কের আগে ও পরে কিউবার আর্থ-রাজনীতিক পরিস্থিতি থেকে দেখা যায় যে এই বিতর্ক এক স্ববিরোধী অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যা প্রভাবিত করেছিল সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে। এই পরিস্থিতি সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সঠিক পন্থা সংক্রান্ত বিতর্ককে এমন সময়ে উজ্জীবিত করে তুলেছিল যখন বাজারকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র (Market Socialism) একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্রমশ দানা বাঁধছিল। মত-পথের এই দ্বন্দ্ব প্রমাণ করেছিল যে কিউবা তার আর্থনীতিক বিকাশের জন্য অন্যত্র উদ্ভাবিত কোন ধরাবাঁধা পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে খুবই অনাগ্রহী ছিল। সে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল এমন এক নিজস্ব পন্থা উদ্ভাবন করতে, যা তার বিপ্লবের সামাজিক, রাজনীতিক ও আদর্শগত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বিতর্কের দরুন এমন কিছু বড় পরিবর্তন ঘটে, যাতে গেভারা পরাস্ত হন এবং ক্রমশ পাদপ্রদীপের অন্তরালে চলে যান। কিন্তু গেভারা অদৃশ্য হবার অর্থ এই নয় যে বিতর্কে তাঁর উত্থাপিত মৌলিক ভাবধারাগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিউবা থেকে গেভারার বিদায়ের দশ বছর পরে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম দলীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি মহাবিতর্কে জড়িত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। সেই সময়ে প্রস্তাবিত 'অর্থনীতির নির্দেশনা ব্যবস্থায়' (Economy Direction System) এই কংগ্রেস রাজনীতিক, আদর্শগত ও নৈতিক বিষয়সমূহকে "কঠিন সমস্যা" বলে চিহ্নিত করেছে এবং গুরুত্ব আরোপ করেছে 'আর্থনীতিক দক্ষতা ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা' বৃদ্ধির ওপর। 'যে সমস্ত শ্রমিকরা তাদের কাজের মাধ্যমে সমাজকে আরো বেশী কিছু দিতে চান তাদের পুরস্কার দেবার' উপায় হিসেবে তৎকালীন নতুন ব্যবস্থা 'নিয়ন্ত্রিতভাবে আর্থনীতিক প্রণোদন'-এর ব্যবহারকে স্বীকার করে নিয়েছিল, আবার একইসঙ্গে চেয়েছিল যাতে 'নৈতিক প্রণোদনসমূহ পরিবর্ধিত হয়'। এই প্রতিবেদন উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে 'নৈতিক প্রণোদন ও জনগণের চেতনাকে গভীরতর করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে।'[৮৮] আর্থিক স্বয়ংশাসনের প্রবক্তাদের সাথে বিতর্কের মাধ্যমে গেভারা অন্তত একটা বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অর্থব্যবস্থার পরিচালনা শুধুমাত্র অর্থনীতির স্বার্থেই প্রয়োজন নয়, বরং তার প্রয়োজন একটা বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করার জন্য, যাতে তাঁর পরিকল্পিত 'একবিংশ শতকের মানুষ' গড়ে তোলা যায়। বাস্তবিকপক্ষে

গেভারার দেশত্যাগের পর জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে তাঁর চিন্তাভাবনার গ্রহণীয়তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং অক্লান্ত বিপ্লবী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি উচ্চতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কিউবার রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর অনুপস্থিতি তাঁকে পূজনীয় বিগ্রহে (Icon) পরিণত করেছিল। সমকালীন পরিস্থিতিটা নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে কে. এস. ক্যারল-এর পর্যবেক্ষণে— 'আমার কিউবা পরিভ্রমণের সময় দেখেছি যে একই প্রাচীরপত্রে চে এবং ফিদেলের নানা উদ্ধৃতি ছাপা রয়েছে, যাতে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা হয়েছে একই অগ্রাধিকারসমূহকে— লাতিন আমেরিকার গেরিলা যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন এবং কিউবায় সমাজতান্ত্রিক মানুষের সৃষ্টি।'[৬১]

সূত্রনির্দেশ

১. L. L. Klochkovsky (ed.), *The Economies of the Countries of Latin America*, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp 79-92
২. Edward Boorstein *The Economic Transformation of Cuba*, Modern Reader Paperbacks, New York & London, 1969, p 44, 47
৩. Leo Huberman and Paul M. Sweezy, *Socialism in Cuba*, Modern Reader Paperbacks, New york & London, 1970, p 66
৪. Edward Boorstein, op cit., pp 142-51
৫. Che Guevara, 'Our Industrial Tasks', *Venceremos! The Speeches and Writings of Che Guevara*, John Gerassi (ed.) Panther Modern Society, Great Britain, 1969, p 275
৬. Ernesto Guevara, 'Revolution and Underdevelopment.' *Che: Selected Works of Ernesto Guevara*, Rolando E. Bonachea and Nelson P. Valdes (ed. and intro.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1969, pp 354-5
৭. Guevara, 'On the budgetary System of Finance,' ibid, p 131
৮. ibid., pp 118-20, 135
৯. Marcelo Fernandez Font, 'Development and Operation of Socialist Banking in Cuba,' Bertram Silverman (ed.) *Man and Socialism in Cuba: The Great Debate*, Atheneum, New York 1971, pp 281-95
১০. Guevara 'Banking, Credit, and Socialism', Bertram Silverman (ed.) ibid p 298
১১. Marcelo Fernández Font, op cit pp 283-4
১২. '. the illusions concerning the miraculous power of the credit and banking system, in the socialist sense, arise from a complete lack of familiarity with the capitalist mode of production and the credit system as one of its forms. As soon as the means of production cease being transformed into capital, (which also includes the abolition of private property in land) credit as such no longer has any meaning.' Guevara, 'Banking, Credit and Socialism', op cit., pp 301-3
১৩. ibid., p 304
১৪. ibid., pp 304-5
১৫. Guevara, 'On Production Costs', *Venceremos!*, pp 354-7
১৬. Ernest Mandel, 'Mercantile Categories in the Period of Transition'.

Bertram Silverman (ed.), op.cit., pp.88-9

১৭. Guevara, 'The Working Class and the Industrialisation of Cuba', *Selected Works*, pp. 232, 243.

১৮. Guevara, 'On Production Costs', op. cit, pp 360-1

১৯. VI. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, vol 25, 1977, pp 469-72

২০. Karl Marx, 'Theses on Feuerbach,' *Collected Works*, vol. 5, 1976, p.4

২১. Charles Bettelheim, 'On Socialist Planning and the Level of Development of the Productive Forces, 'Bertram Silverman (ed), op cit, pp.40-4

২২. ibid, pp 45-6

২৩. ' at the present stage of evolution of the productive forces, even in the most advanced socialist society the appropriation process *is net yet* a single process entirely controlled by society, but instead a multiform process, fragmented, divided into a number of centers of activity, into a number of elementary appropriation processes that have only begun to be coordinated on a social scale (by socialist planning)' ibid. p 49

২৪. ibid, p 55

২৫. ibid. p. 50

২৬. Guevara 'The Meaning of Socialist Planning', Bertram Silverman (ed). op cit. pp 98, 102.

২৭-২৮.Guevara, 'Man and Socialism in Cuba'. *Venceremos* !, p 541

২৯. Guevara, 'The Meaning of Socialist Planning', op cit, p 102

৩০ ibid. p 103 তুলনীয় : 'Socialist conciousness have influenced the consciousness of the whole world, that is why consciousness can develop further than the particular stage of productive forces in a given country' Guevara, 'On the Budgetary System of Finance', *Selected Works* p 122

৩১. Charles Bettelheim, op cit, p 55

৩২. Charles Bettelheim, 'On the Transition between Capitalism and Socialism', Paul M Sweezy and Charles Bettelheim, *On the Transition to Socialism*, Monthly Review Press, New York and London, 1972, p 20

৩৩. Guevara, 'On the Budgetary System of Finance.' op cit. pp 120-1

৩৪. Paul M Sweezy, 'Czechoslovakia, Capitalism and Socialism', in Paul M Sweezy and Charles Bettelheim, op cit, pp 3-14 আরও দেখুন . 'A Reply', ibid, 25-33, Michael Löwy, *The Marxism of Che Guevara*, pp. 62-3, Monthly Review Press, New York and London, 1973, pp 62-3

৩৫. Karl Marx and Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party*, Progress Publishers, Moscow, 1966, p 8

৩৬. Guevara, 'Man and Socialism in Cuba', op cit. p 541

৩৭. Guevara, 'On Party Militancy', ibid, p 343

৩৮. Guevara, 'On the Budgetary System of Finance', op cit. p 125 তুলনীয়: Archibald M Ritter, *The Economic Development of Revolutionary Cuba Strategy and Performance*, Praeger Publishers, New York, Washington, London, 1974, pp 272-82

৩৯. Guevara, op.cit, pp. 121, 123-4

৪০. Gil Green, *Revolution Cuban Style*. International Publishers, New York. 1970. pp. 53-7.

৪১. 'Communism is a social phenomenon which we can only reach by developing our productive forces, by suppressing the exploiters, by increasing the number of goods available to the people, and by creating the awareness that a new society is being forged'. Guevara. 'Volunteer Labour', *Selected Works*. p 307

৪২. ibid , p. 306

৪৩. Guevara. 'Man and Socialism in Cuba', op cit . p 545

৪৪-৪৪ক. ' a cog in the wheel. a cog which has its own characteristics and is necessary although not indispensable. to the production process' Guevara, 'On Creating a New Attitude', *Venceremos' p 49*

৪৫. ibid . p 470
গেভারা তাঁর সহকর্মী ও কিউবান কন্‌ফেডারেশন অফ লেবার-এর সহযোগিতায় একটা প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন, যাতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ইচ্ছুক সমস্ত বিভাগকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল, 'Voluntary work is the genuine expression of the communist attitude toward work in a society where the fundamental means of production belong to the society. it is the example of men who love the proletarian cause and who subordinate to that cause their moments of recreation and rest in order to unselfishly fulfil the tasks of the revolution!' ibid , p 476

৪৬ Guevara 'On Socialist Competition and Sugar Production *Venceremos'*. p 322

৪৭ ibid . p 323

৪৮ Guevara 'Volunteer Labour', op cit . p 307

৪৯ Quoted in Michael Lowy. op cit , p 71

৫০ Guevara. 'Volunteer Labour'. op cit . pp 308-9

৫১ Lenin. 'A Great Beginning', *Collected Works*. vol 29. Progress Publishers, Moscow. 1977. pp 411-2 এই প্রবন্ধে অন্যত্র স্বেচ্ছাশ্রম প্রসঙ্গে লেনিনের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য -- 'Communist subbotniks are extraordinarily valuable as the *actual beginning of communism* , and this is a very rare thing. because we are in a stage when "only the *first steps* in the transition from capitalism to communism are being taken" (as our Party programme quite rightly says)' ibid p 427

৫২ Gil Green. op cit pp 62-5

৫৩ Leo Huberman and Paul M Sweezy op cit . pp 146-53

৫৪. Lenin 'Economics and Politics in the Era of the Dictatorship of the Probtariat.' *Collected Works*. vol 30. op cit . pp 108-9

৫৫ Alberto Mora 'On the Operation of the Law of Value in the Cuban Economy'. Bertram Silverman (ed). op cit . pp 221-5

৫৬ ibid pp 226-8

৫৭ Charles Bettelheim. 'On Socialist Planning and the Level of Development of the Productive Forces' op cit . pp 45-6. 52

৫৮. 'Therefore an object-value. a possession. contains a value only because it is the embodiment or materialilzation of abstract human work How is the amount of this value measured? By the amount of material that creates value. that is. the amount of work that it involves' Quoted in Guevara. 'On value'. *Venceremos' p 395*

৫৯. '. transfer from one shop to another, or from one enterprise to another, in the budget system we have developed. cannot be considered an act of exchange. It is simply an act of creation or aggregation of new values through work. In other words, if by goods is meant that product that changes hands through an act of exchange, and if all factories are government property under the budget system (in which this phenomenon does not occur), then the product will acquire the characteristics of goods when it reaches the market and passes into the hands of the consuming public ibid . pp. 399-400
৬০. Guevara. 'The Meaning of Socialist Planning', op cit , p 107
৬১. Guevara, 'On the Budgetary System of Finance,' op cit , p 127
৬২. ibid., pp 127-8
৬৩. Guevara. 'Man and Socialism in Cuba,' op cit , pp 539. 544
৬৪. Guevara. 'On the Budgetary System of Finance.' op cit . pp 128-9
৬৫. Guevara, 'On value, ' op cit., p 400
৬৬. Guevara. 'On Production Costs and the Budgetary System.' Bertram Silverman (ed). op cit . p 114
৬৭. Guevara. 'On the Budgetary System of Finance,' Op cit . pp 126-7
৬৮ ibid . p 122 প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে উদাবীকবণ প্রক্রিয়ার পক্ষে লাইবারম্যানের মতেব সঙ্গে গেভারা একমত হতে পারেননি। কেবলমাত্র 'বরাদ্দ পূর্ণ করা'র নীতিব কুফল বিষয়ে তিনি সহমত পোযণ করেছিলেন।
৬৯ Quoted in K S Karol, *Guerrillas in Power The Course of the Cuban Revolution*. Jonathan Cape. London. 1971. pp 331-2
৭০ ibid . p 323
৭১. Guevara, 'Revolution and Underdevelopment, ' *Selected Works* pp 351-2
৭২. 'We believe that in a certain way the possibilities of development offered by the new production relationship for promoting evolution of man in the direction of "the Kingdom of freedom" are being wasted ' Guevara, 'On the Budgetary System of Finance.' op cit , p 122
৭৩. Ector Rodriguez Llompart. 'Development of Economic Relations between the Soviet Union and Cuba, ' *USSR-CUBA Friends Forever*. Novosti Press Agency Publishing House. Prensa Latina. 1978. pp 76-88
৭৪. L L Klochkovsky (ed). op cit pp 112-15
৭৫. Fidel Castro. 'Report of the Central Committee of the Communist Party of Cuba to the First Congress'. *First Congress of the Communist Party of Cuba. (Collection of Documents). Progress Publishers, Moscow. 1976. pp 63-4*
৭৬. VI Lenin. 'Report on the Work of the Council of People's Commissars December 22' at 'The Eight All-Russia Congress of Soviets.' *Collected Works.* vol 31. op cit . pp 516
৭৭. J V Stalin. 'The Results of the First Five year plan'. *Problems of Leninism* Foreign Languages Press. Peking. 1976. p 589
৭৮. Edward Boorstein. op cit . pp 218-9
৭৯. Archibald R M Ritter. op cit., p 132
৮০. Edward Boorstein. op cit . p 223
৮১. কিউবা থেকে বিদায়ের কারণ দেখানোর ক্ষেত্রে গেভারার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য ফিদেল কাস্ত্রোকে লেখা

গেভারার চিঠি দ্রষ্টব্য : I. Lavretsky, *Ernesto Che Guevara*, People's Publishing House, New Delhi, 1980, p 213.

৮২. Jorge I. Dominguez, *Cuba : Order and Revolution*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1978, pp. 385-92.

৮৩. Guevara, 'Revolution and Underdevelopment,' op cit., p 357.

৮৪. Leo Huberman and Paul M Sweezy, op cit., pp 165-7.

৮৫. René Dumont, *Is Cuba Socialist?* trans by Stanly Hochman, Andre Deutasch, London, 1974, p.54.

৮৬. Fidel Castro, 'Whoever Stops to Wait for Ideas to Triumph among the Majority of the Masses before Initiating Revolutionary Action Will never be a Revolutionary,' Martin Kenner and James Petras (ed) *Fidel Castro Speaks*, Penguin Books, 1972, pp. 230-34

৮৭. Fidel Castro, 'We will Never Build a Communist Conscience with a Dollar Sign in the Minds and Hearts of Men', ibid., pp 297, 310

৮৮. *First Congress of the Communist Party of Cuba*, op cit., pp 134-6.

৮৯. K S Karol, op cit., p 334.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মূল গবেষণায় নির্দেশক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক* ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বর্তমানে প্রয়াত। বর্তমান প্রবন্ধটির পরিমার্জনে সহায়তা করেছেন সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার সেনগুপ্ত, বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ।

চে: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

এদিকে রঞ্জন শুয়ে নিহত যৌবন। গুয়েভারা।

তরুণ সান্যাল

আর্নেস্তো গুয়েভারা বা 'চে' এমন একটি নাম যাকে মৃত্যু শেষ করে দেয় না, সময় মুছে দেয় না। (স্প্যানিশ উচ্চারণে তাঁর পদবি গেভারা। তবে যে নাম বিশ্বে সমধিক পরিচিত, আমরা তাই ব্যবহার করব।) এখনও এই অকাল মৃত, চিরতরুণ কেবল ল্যাটিন আমেরিকায় নয়, বিশ্বের অন্যত্রও এক 'আইকন'। এই নিও লিবারেলিজমের রমরমার যুগেও তাঁর স্মৃতি ম্লান হয়নি।

মার্কস বলেছেন, শাসকশ্রেণী অনেক সময় বিপ্লবী নেতাদের সাধুসন্তে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ তাদের বিপজ্জনক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, কাজকর্মকে বাদ দিয়ে 'অ্যান্টিসেপটিক' শুভ্র চরিত্র, ব্যক্তিগত গুণাবলী ইত্যাদিকে তুলে ধরে।[১] আজকের দিনে বাণিজ্যকরণের (commercialization) কর্তাব্যক্তিরা আর এক ধাপ এগিয়ে বিপ্লবীদের বিজ্ঞাপনের কাজে লাগায়। যারা শ্রেণীগত ভাবে গুয়েভারার মৃত্যুর জন্য দায়ী, তারাই গুয়েভারা মার্কা জামা, টুপি, ব্যাজ ইত্যাদি বিক্রি করে দু'পয়সা করছে।

কে ছিলেন গুয়েভারা? কী তাঁর ঐতিহাসিক তাৎপর্য? তিনি কি নিছক একজন গেরিলা যুদ্ধের নেতা, বিপ্লবী 'অ্যাডভেঞ্চারার' ছিলেন, না কি তাঁর বন্দুকের পাশাপাশি চিন্তাশক্তি কাজ করত? তিনি যে স্বদেশের পরিবর্তে বিদেশেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন, তারই বা অর্থ কি? তবে কি তিনি মনে করতেন, বিপ্লব 'পোর্টমেন্টো' ব্যাগে করে আমদানি রপ্তানি কবা যায়? মাও সে তুং বলেছিলেন, 'আমরা কেবল পুরনো জগত ভাঙতে পারি না, নতুন জগৎ গড়তেও পারি।' এ ব্যাপারেই বা গুয়েভারার ভূমিকা কি ছিল? অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই পুনর্গঠনের কাজের জন্য তিনি মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর সময় পেয়েছিলেন। তাও খুব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে।

গুয়েভারা এবং কাস্ত্রো কি প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদী ছিলেন? না ঘটনাচক্রে এই লেবেলটি তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমরা করব।

গুয়েভারার জীবন

গুয়েভারার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সুবিদিত। তবু আমরা একবার তার রূপরেখা চিহ্নিত করব।

আর্নেস্তো গুয়েভারা দ্য লা সের্নার জন্ম হয়েছিল আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে। ১৯২৮-এর ১৪ই জুনে। বুয়েনস এয়ারসে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করেন। ডাক্তার হিসাবে চাকরি বা প্র্যাকটিসের বদলে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ছিলেন মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালায়। ওই সময় যেখানে এক সি. আই.এ. মদতপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি মডারেট বাম সরকারের পতন ঘটানো হয়।[২] প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গুয়েভারা নিশ্চয় এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

নতুন সরকার স্বভাবতই গুয়েভারাকে খুব সুদৃষ্টিতে দেখেনি যদিও সে সময় তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তিনি প্রাণ বাঁচাতে মেক্সিকোতে গেলেন। সেখানে ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর সঙ্গীরা প্রাথমিক ব্যর্থতার পর নতুন করে কিউবায় বিপ্লব প্রচেষ্টা সংগঠিত করছিলেন। গুয়েভারা তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বিপ্লবীরা কিউবার সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতাঞ্চলে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করল। গুয়েভারা (এই সময় থেকে তিনি 'চে' ডাকনামে খ্যাত হতে শুরু করলেন) প্রথমে সেনাবাহিনীর ডাক্তারের ভূমিকা পালন করলেও শীঘ্রই সর্বোচ্চ অধিনায়কদের একজন হয়ে উঠলেন।

জানুয়ারি ১৯৫৯-এ গেরিলারা সারা দেশে ক্ষমতা দখল করল। প্রথমে যে সরকার একটি মধ্যপন্থী, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী জোট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা ক্রমশ বাম দিকে ঝুঁকতে লাগল। কিছুটা অভ্যন্তরীণ কারণে। তাছাড়া মার্কিন সরকারের শত্রুতা বিপ্লবীদের কিছুটা বাঁচার তাগিদেই সমাজতান্ত্রিক ব্লকের বাহুবন্ধনে ঠেলে দিল। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আরও আলোচনা করব। নতুন সরকারের প্রথম কাজ হিসাবে যা দেখা দিল, তা বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের তুলনায় বেশি বই কম কঠিন নয়। একটি পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, প্রায় এক ফসল ভিত্তিক (mono corp) দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাধারণ মানুষ বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল, তা অন্ততঃ আবশ্যিকভাবে পূর্ণ করা। যুদ্ধে যেমন, তেমনি শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গুয়েভারা পুরোভাগে এগিয়ে এলেন। সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ থেকে তিনি ছিলেন National Institute of Agrarian Reform (INRA)-র শিল্প বিভাগের (Depart of Industry)-র কর্তা (ভূমি সংস্কারের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক কি? সে কথা আমরা পরে দেখব।) নভেম্বর ১৯৫৯-এ তাঁকে করা হল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। ফেব্রুয়ারি ১৯৬১-এ তিনি হলেন শিল্পমন্ত্রী। অর্থনৈতিক কাজকর্মের পাশাপাশি গুয়েভারা রাজনীতি ও কূটনীতির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। ১৯৬৫-এ বিভিন্ন সংগঠন মিলে যে কিউবান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল, গুয়েভারা ছিলেন তার অন্যতম নেতাদের একজন। রাষ্ট্রসংঘে ও বহু দেশে তিনি গিয়েছিলেন কিউবার প্রতিনিধি রূপে।

এপ্রিল ১৯৬৫-এ গুয়েভারা কিউবা ছেড়ে গেলেন। আবার সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে। প্রথমে আফ্রিকার কঙ্গোতে কয়েক মাস কাটিয়ে তিনি গোপনে কিউবায় ফিরে আসেন। নভেম্বর ১৯৬৬-এ বলিভিয়াতে আসেন এবং সেখানে এক গেরিলা

বাহিনীর নেতা রূপে সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। মার্কিন তদারকিতে, মার্কিন শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিভিয়ান সৈন্যরা গুয়েভারাকে আহত ও বন্দি করে পরদিন খুন করে। যত দূর জানা যায়, ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭-তে গুয়েভারার মৃত্যু ঘটেছিল। কিউবার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও বলিভিয়ান সরকার তাঁর মৃতদেহ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়নি। এভাবে চল্লিশে পদার্পণের আগে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও শ্রদ্ধাভাজন মানুষদের একজনের জীবনাবসান ঘটল।

গুয়েভারা ও ফিদেল কি মার্কসবাদী?

দুই অন্যতম বামনেতার সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন ওঠে কিভাবে? আসলে রুশ, চীনা, ভিয়েতনামী ইত্যাদি বিপ্লবের সঙ্গে কিউবার বিপ্লবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশে বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল এক 'ভ্যানগার্ড' অর্থাৎ অগ্রগামী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। কিউবায় তেমন দল ছিল না, তা নয়। PSP (People's Socialist Party) একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ও বেশ সংগঠিত বামদল। তবে এ কথা মানতেই হবে যে, বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই পার্টির ভূমিকা ছিল প্রান্তিক।[৩] ১৯৫২ সালে ফিদেলের প্রথম ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, মনসাদা প্যালেস আক্রমণ, পি. এস. পি. খুব ভাল চোখে দেখেনি। তাদের মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা 'অ্যাডভেঞ্চারিস্ট', 'অভ্যুত্থানপন্থী', (putschist)। তার চেয়েও বড় কথা, এটা তাদের মনে হয়েছিল, রাষ্ট্রনায়ক ফুলজেনসিও বাতিস্তার বিরুদ্ধে প্রাক্তন এক প্রেসিডেন্টের অনুগামীদের বিদ্রোহ। অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে হালুয়া রুটির লড়াই। জনস্বার্থের সঙ্গে যোগহীন।[৪] পরে সিয়েরা মায়েস্ত্রার গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধেও পার্টির ভূমিকা ছিল যথেষ্ট সতর্ক। তবে কোথাও কোথাও পি. এস. পি-র লোকেরা গেরিলাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। তাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহ করত। লাস ভিয়াজ অঞ্চলে এক পি. এস. পি. সংগঠিত বাহিনী ফিদেল ও গুয়েভারার গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তেমনি ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিয়েছিলেন কিছু কমিউনিস্ট। তাদের মধ্যে ছিলেন দলের নেতৃস্থানীয়, কার্লোস রাফায়েল রদ্রিগেজ। এরা সবাই গেরিলা সংগঠনে পেয়েছিলেন মর্যাদার স্থান। পরে, আমরা দেখেছি, দেশের সব প্রধান বামদল একত্রিত হয়েছিল।[৫] তবে পি. এস. পি. নিশ্চয় এই পরিপ্রেক্ষিতে রুশ বলশেভিক, চীনা বা ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

কেউ বলবে না, লেনিন ১৯১৭-এর পর, মাও ১৯৪৯-এর পর মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বরং তাঁরা ক্ষমতায় আসার বহু বছর আগে থেকেই এই দর্শন নিয়ে প্রচুর চিন্তা, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও বিতর্ক চালিয়েছেন। পক্ষান্তরে হাভানায় বিজয়পতাকা ওড়ানোর মুহূর্তে ফিদেল বা গুয়েভারার তাত্ত্বিক অবস্থান কি ছিল? প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ লিও হুবারম্যান ও পল সুইজি (এরা সুবিদিত মার্কিন বাম পত্রিকা Monthly Review-এর সম্পাদক ছিলেন) মার্চ ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬০-তে কিউবায় গিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম দু-এক বছরের মধ্যে। ফিদেল ও গুয়েভারার সাথে তাঁদের বেশ কয়েকবার খোলামেলাভাবে কথা হয়েছিল। সুইজি ও

হুবারম্যানের মনে হয়েছিল, একজন সাধারণ উচ্চশিক্ষিত মানুষ মার্কসবাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানে, ফিদেলের জ্ঞান তার চেয়ে খুব বেশী নয়। গুয়েভারা সম্বন্ধে সম্ভবত একই কথা বলা যায়।

বিপ্লবের এই প্রাথমিক অস্পষ্টতার কিছু সুফল হয়তো মিলেছিল। আমরা দেখেছি, কিউবার শাসকশ্রেণীর একাংশ বিপ্লব বিরোধিতা করেনি। বরং প্রথম জোট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাই করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, নতুন সরকার পুরনো আমলের সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি দূর করবে। হয়তো তার 'অ্যাজেন্ডা'র মধ্যে আছে খানিক মডারেট ভূমিসংস্কার। বিদেশি পুঁজির বিরুদ্ধে দেশি শিল্পপতিদের একটু-আধটু মদত দেওয়া। তারপরই ফিদেল, গুয়েভারা প্রমুখ ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রনায়কদের প্রচলিত ছকে ঢুকে যাবেন। এটুকু পরিবর্তন কিউবার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ মেনে নিতে, এমনকি স্বাগত জানাতে রাজি ছিল। বিপ্লবোত্তর সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন মানুয়েল উরাতিয়া। যিনি সৎ ও শ্রদ্ধাভাজন হলেও কোনও মতেই র‍্যাডিকাল ছিলেন না।

সর্বোপরি নববিপ্লবের উপর ছিল মার্কিন ঈগলের ডানার ছায়া। মাত্র বছর চারেক আগে গুয়াতেমালার এক মডারেট সরকার সামান্য সংস্কারে হাত দিয়ে, ওয়াশিংটনের বিরাগভাজন হয়েছিল। তার পরিণতির কথা আগেই বলা হয়েছে। গুয়েভারা তো সেই ট্র্যাজেডি নিজের চোখে দেখেছিলেন। একই সময় বিশ্বের অন্য প্রান্তে মোসাদেগ শাসিত ইরান আর এক উদাহরণ। এরপর কি ফিদেল ও গুয়েভারা প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তিকে চটাবার ঝুঁকি নেবেন? অনেকেরই উত্তর ছিল না। এমনকি ওয়াশিংটনও গোড়ার দিকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। ফ্লরিডার উপকূল থেকে ৯০ মাইল দূরে এক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, এমন কথা আঁচ করতে পারলে মার্কিন সরকার নিশ্চয় আরও আগে হস্তক্ষেপ করত। ফিদেলের ভাষায় :

> স্বভাবতই যদি আমরা পিকো তার্কিনোর (সিয়েরা মায়েস্তার উচ্চতম শিখর) উপর দাঁড়িয়ে বলতাম, "যে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী", তাহলে হয়ত আমরা সমতলভূমিতে নামতেই পারতাম না।[৫]

গুয়েভারাও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

> উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ দিকভ্রান্ত হয়েছিল। কিউবান বিপ্লবের গভীর ও ব্যাপক দিকগুলি বুঝতে পারেনি।[৬]

কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কি নিছক সতর্কতা? রণনীতির কৌশল? হয়তো কিছুটা তাই। তবে একথা মনে করার কারণ আছে, কেবল সাম্রাজ্যবাদীরা নয়, বিপ্লবের খোদ নেতারাও তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না। অবশ্য বিপ্লবের নানা স্তর, পর্ব থাকবেই। লেনিনের বিখ্যাত, অত্যন্ত জনপ্রিয় স্লোগান, 'রুটি, জমি আর শান্তি' বলশেভিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল। চীন বা ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র এসেছিল নয়া গণতন্ত্রের পথে। তবে লেনিন, মাও, হো চি মিনের অন্তত চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিভাবে, কতদিনে সেখানে পৌঁছনো যাবে তার 'ব্লু প্রিন্ট' অবশ্যই আগে থেকে করা যায়

না। ফিদেল ও গুয়েভারা কি এই চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধেও গোড়া থেকে দ্বিধাহীন ছিলেন?

এ প্রশ্নের ষোল আনা সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে সবকিছু বিচার করে মনে হয়, ফিদেল ও গুয়েভারা যখন সিয়েরা মায়েস্ত্রায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, এমনকি যখন হাভানায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তখনও ঠিক তাঁরা মার্কসবাদী ছিলেন না। তাদের ছিল সাধারণভাবে জনদরদি এক প্রকল্প— সবাই খেতে পরতে পাবে, বাতিস্তা ও তার পূর্ববর্তী সব জমানার প্রবল দুর্নীতি ও অসাম্য দূর হবে, উত্তরের দৈত্যের কাছে নতজানু হতে হবে না। ক্রমে তাঁরা মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বুঝতে শিখলেন কাজ ও তত্ত্বের মিলন। অবশ্যই এটা হয়েছিল ধীরে ধীরে। ভাবগত (subjective) কারণের পাশাপাশি নিশ্চয় বস্তুগত (objective) কারণও ছিল। অবস্থা বিশেষ মধ্যপন্থীদের বিপ্লবী শিবিরে ঠেলে দেয়। মেনশেভিকদের বিষয় বলা হয়, অন্য কোনও স্থানকালে তারা হয়তো মডারেট সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বা ওই জাতীয় কিছু হতেন। জারিস্ট রাশিয়াতে তেমন পথ খোলা ছিল না। তেমনি ল্যাটিন আমেরিকাতে এমনকি সামান্য জনদরদি সংস্কার প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব ছিল না। স্থানীয় শাসকশ্রেণী এবং আরও বেশি উত্তরের প্রতিবেশী— টয়েনবির ভাষায়, the world wide leader of counter revolution in defence of ....vested interests - সেটা সহ্য করত না। গুয়াতেমালার উদাহরণ তো চে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। একমাত্র উপায়, আমূল পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ব্লকের সহায়তা লাভ। এই পথও যে নিরাপদ ছিল, তা মোটেই নয়। তবে অন্তত টিকে থাকার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা জোগাতে পারত।

অবশ্যই পরিবর্তন এক দিনে আসেনি। বীজ আগেই ছড়ানো হয়েছিল। গুয়েভারা তাঁর বিপ্লবী যুদ্ধের ডায়েরিতে জানিয়েছেন, সিয়েরা মায়েস্ত্রায় লড়াই করার সময় চীনা মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে মাও সে তুং-এর একটি বই পড়ে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে গুয়েভারার একটি মন্তব্য নজর কাড়ার মত।

> The Cuban Revolution taks up Marx at the point where he put aside science to pick up his revolutionary rifle. And it takes him up at that point not in a spirit of revisionism, of struggling against that which came after Marx of reviving a "pure" Marx, but simply because up to that point Marx, the scientist, standing outside of history, studied and predicted. Afterward, Marx the revolutionary took up the fight as part of history.
>
> We, practical revolutionaries, by initiating our struggle were simply fulfilling laws foreseen by Marx the Scientist. Along that road of rebellion, by struggling against the old power structurel and by having the well-being of the people as the foundation of our struggle, we are simply

> fitting into the prediction of Marx the Scientist. That is to say, and it is well to emphasize this once again: The laws of Marxism are prevent in the events of Cuban Revolution, independently of whether it leaders profers or fully know those laws from a theoretical point of view.[৮]

এখানে গুয়েভারার বক্তব্য খতিয়ে দেখা উচিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, গুয়েভারা এখানে চিন্তাবিদ মার্কস ও লড়াকু মার্কসের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনেছেন। মার্কস বলেছিলেন, এ পর্যন্ত দার্শনিকরা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছে। এখন সময় এসেছে, তার পরিবর্তন ঘটানোর। এই বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে মার্কস নিশ্চয় বলতে চাননি যে ব্যাখ্যার কাজটি শেষ হয়ে গেছে। বরং তাঁর নিজের সারা জীবন অন্যতম চিন্তাবিদ ও অন্যতম যোদ্ধার সমন্বয়ের চিত্র বা পরিচয়। যে মার্কস অনলসভাবে বছরের পর বছর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে গবেষণা করে পুঁজিবাদের গতিপ্রকৃতি উন্মোচন করেছিলেন আর যে মার্কস ১৮৪৮-এর বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যে মার্কস আজীবন ইউরোপীয়ান শ্রমিক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে কোনও চীনের প্রাচীর নেই।[৯] গুয়েভারাও সে কথা বলতে চাননি।

যদি যোদ্ধা মার্কসের সঙ্গে গুয়েভারা ও ফিদেলের বেশি প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য থাকে, তবে চিন্তাবিদ, মনীষী মার্কসের উত্তরাধিকারও তাঁরা অস্বীকার করেননি।

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি নাট্যকার মলিয়ারের এক নাটকের একটি চরিত্র বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে না জেনেই সারা জীবন গদ্যে কথা বলে এসেছে। গুয়েভারা দাবি করেছেন, তিনি বা ফিদেল বা অন্যরা মানসিক ও সচেতনভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করার পূর্বেই ফলিত (applied) মার্কসবাদ কাজে-কর্মে প্রয়োগ করেছিলেন।

বাস্তব অবস্থাই তাঁদের পার্টি স্কুলের তাত্ত্বিক ক্লাস ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি বীর, জনদরদী, দেশপ্রেমিক (দেশ বলতে গোটা ল্যাটিন আমেরিকা যদি ধরা যায়) তরুণের দল (অধিকাংশের বয়স সে সময় ছিল সাতাশ-আটাশ, ত্রিশ-বত্রিশের কোঠায়) অভিজ্ঞতার পথ ধরে ক্রমে বুঝতে পারল, তারা এতদিন যা করে এসেছে, তা মার্কসবাদী কার্যকলাপ ছাড়া কিছু নয়। আবার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির খাতিরে মার্কসবাদকে চিন্তার দিক থেকে আত্মস্থ করা দরকার।

অবশ্য মার্কস-এঙ্গেলস যা বলেছেন তাঁর সবকিছু গুয়েভারা মানতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে তাঁর নিজ মহাদেশের ক্ষেত্রে। মার্কস ল্যাটিন আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা সিমন বলিভারের যে মূল্যায়ন করেছিলেন, গুয়েভারা তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী কালে অনেকে গুয়েভারাকেই তুলনা করেছিল বিগত যুগের ওই নেতার সঙ্গে। যেমন, গুয়েভারার মৃত্যুর পর তাঁর ফরাসি সঙ্গী রেজি দেব্রের বলিভিয়ান কোর্টে বিচার হয়েছিল। দেব্রে ও অন্যান্য বিদেশি বন্দিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা ভিন দেশ থেকে এসে বলিভিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন। এমনকি সশস্ত্র বিদ্রোহ

উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দেব্রের জবাবি সওয়াল ছিল, বলিভার সারা ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ছিলেন। তাঁর কাছে দেশের সীমারেখার ভাগ ছিল না, অন্তত এই মহাদেশের অভ্যন্তরে। গুয়েভারা বলিভারের যোগ্য উত্তরাধিকারী। দেব্রে নিজে অবশ্য ল্যাটিন আমেরিকান ছিলেন না। সে প্রশ্ন ভিন্ন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন মেক্সিকো আক্রমণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একাংশ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন মার্কস ব্যাপারটাকে সমর্থনই করেছিলেন। তাঁর মতে, একটি পশ্চাৎপদ দেশের উপর এক শক্তিশালী পুঁজিবাদের কর্তৃত্ব শেষ বিচারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই ত্বরান্বিত করবে। পেছনের দিকে তাকিয়ে গুয়েভারা এই যুক্তি মেনে নিতে পারেননি। তবে এসব খুঁটিনাটি মার্কসবাদের প্রতি তাঁর মূল আনুগত্য, যদি তা একটু দেরিতেও এসে থাকে, ব্যাহত করে না।[১০]

গুয়েভারার মার্কসবাদ কি ব্লাঁকিবাদের সমর্থক?

মার্কসবাদ গ্রহণ করার পরও কি গুয়েভারা পুরোপুরি জনভিত্তিক নেতা হতে পেরেছিলেন? তিনি কি 'অ্যাডভেঞ্চারিস্ট', 'ব্লাঁকিবাদী' ইত্যাদি ছিলেন না? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ব্লাঁকি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। তাঁর ত্যাগ, বীরত্ব অসামান্য। জীবনের বড় অংশ জেলে কাটিয়েছেন। ব্লাঁকির বক্তব্য ছিল, অল্পসংখ্যক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী ক্ষমতা দখল করতে পারে। তার জন্য ব্যাপক জনসমর্থন না হলেও চলবে। তবে বিপ্লবের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জনগণকে বুঝতে হবে, তারা অধিক সুখী। এক প্রজন্ম বা এইরকম কোনও সময়সীমা ধরে ক্রমে দেশের মানুষ বুঝবে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা। ততদিন যে দল বিপ্লব সংগঠিত করেছে, তারাই দেশশাসন করবে।

গুয়েভারার রাজনীতিতে কেউ কেউ দেখেছেন ব্লাঁকির ছায়া। তাঁর 'ফোকো' তত্ত্ব, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন গেরিলা বাহিনীর লড়াই, স্বদেশের বদলে বিদেশে রণক্ষেত্র বেছে নেওয়া, এসব যেন তারই ইঙ্গিত। আমরা দেখেছি, গোড়ার দিকে কিউবান কমিউনিস্টরা ফিদেল প্রমুখকে এভাবেই দেখত।[১১]

কিন্তু গুয়েভারার লেখা পড়ে বা কাজকর্ম ভালভাবে বিচার করলে তাঁকে মোটেই 'এলিটিস্ট' জনবিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত বীরত্বের ধ্বজাধারী মনে হয় না। ল্যাটিন আমেরিকান প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার সঙ্গে সম্ভাব্য বিপ্লবের যোগসূত্র দেখিয়েছেন। একদল বীর আকাশ থেকে পড়ে সব কিছু বদলে দেবে এমন চিন্তার লক্ষণ আমরা দেখি না। তবে একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগে। বলিভিয়া সম্বন্ধে গুয়েভারা বলেছেন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কিছুটা শক্তি আছে। খুব খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণভাবে হলেও খানিকটা ভূমিসংস্কার হয়েছে। কিছু কৃষি কো-অপারেটিভও হয়েছে, যদিও সেগুলি আধুনিক সমবায়ের তুলনায় আদিম সাম্যবাদের (primitive communism) বেশি কাছাকাছি। তাহলে কেন গুয়েভারা বলিভিয়াকেই রণক্ষেত্র রূপে বেছে

নিলেন? তাঁর কি মত পরিবর্তন হয়েছিল? নাকি তিনি মনে করেছিলেন, এই পর্বে জাতীয় বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করাই সম্ভব ও কাম্য?

'ফোকো' তত্ত্ব সম্বন্ধে যাই বলা যাক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে সিয়েরা মায়েস্ত্রার গেরিলা বাহিনী দেশের কৃষকশ্রেণীর বড় অংশের প্রতিনিধি ছিল। তারা যেমন বিপ্লবের পেছনে, তেমনি বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনের অন্তরালে প্রধান শক্তি রূপে কাজ করেছিল। সুইজি ও হুবারম্যানের ভাষায়, কিউবার শাসকশ্রেণী এই পরিবর্তনের প্রকৃতিই বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, সামান্য ওলটপালটের পর যাকে বলে business as usual চলবে।

> They were dead wrong. They didn't understand Fidel Castro. Much more important, they didn't understand that the old military machine had been completely and utterly smashed and that the new peasant army on which Fidel's power rested was a veritable revolutionary dynamo. Previous Latin American revolutionary regimes riked being thrown out by the (old) army if they moved to implement their declared program; Fidel's regime niked being thrown out by the (new) army if it failed to do so.[১১]

এখানেই হয়তো গুয়েভারার দেখা গুয়াতেমালার সঙ্গে বিপ্লবোত্তর কিউবার তফাত। কয়েকজন "ভাল' নেতার শুভবুদ্ধি নয়, বরং সশস্ত্র কৃষকরা পরিবর্তন আনবে ও বজায় রাখবে। গুয়েভারা নিজে বার বার বলেছেন, বিপ্লবী সেনাবাহিনী হবে ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ, পথপ্রদর্শক। তবে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাজনকেও গুয়েভারা অবহেলা করেন নি। সাধারণভাবে কিউবান কৃষি ছিল 'ক্যাশ ক্রপ'— তামাক, কফি, সর্বোপরি চিনি-ভিত্তিক এবং এক ধরনের প্লান্টেশন অর্থনীতি-কেন্দ্রিক। অধিকাংশ কৃষক বলতে বোঝাত প্লান্টেশনের কৃষিশ্রমিক, যাদের বছরে চার-পাঁচ মাসের বেশি নির্দিষ্ট রুজি-রোজগার থাকত না। তবে অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপের তুলনায় প্লান্টেশন প্রথার গুরুত্ব কিউবার অর্থনীতিতে কিছু কমই ছিল। স্পেনীয় শাসকদের কাছে কিউবার ভূমিকা ছিল প্রধানত রণনীতিগত। আমেরিকা-ইউরোপের সমুদ্রপথে কিউবা ছিল প্রহরী। দাস প্রথার ভিত্তিতে আখচাষ শুরু হয়েছিল একটু দেরিতে, উনবিংশ শতাব্দীতে। তার বিস্তারও ছিল কিছু কম, প্রতিবেশীদের তুলনায়। কাজেই একশ্রেণীর ছোট চাষী দেখা দিয়েছিল, এমনকি কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেও। যদিও একথা ঠিক যে বিপ্লবের আগের পর্যায়ে তারা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। অনেক জমি হারানো কৃষক সিয়েরা মায়েস্ত্রাতে গিয়ে ঘর বেঁধেছিল। ছোট, স্বাধীন কৃষক হিসাবে। বোধ হয় তার কারণ, পর্বতাঞ্চলের কৃষিজমি ততখানি লোভনীয় না হওয়ার দরুন বড় মালিকদের সেখানে অতটা নজর পড়েনি। আর এই পর্বতাঞ্চলই ছিল গেরিলা যুদ্ধের জন্মভূমি। আমরা এইটুকুই বিচার করবো যে গুয়েভারা বরাবর শ্রেণী বিশ্লেষণের উপর জোর দিতেন। এমনকি সচেতনভাবে মার্কসবাদী হওয়ার আগেও।

নয়া বামের (New Left) রঙবেরঙের ধারার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ, তারা নাকি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা ছোট করে দেখে। কিউবান বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও গুয়েভারার রণনীতি এই ধারাকে আরও জোরদার করেছে, এমন কথাও বলা হয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, কিউবান বিপ্লবের ইতিহাসে অথবা গুয়েভারার চিন্তায় শ্রমিকশ্রেণী অনুপস্থিত ছিল না। প্রথমত, সিয়েরা মায়েস্ত্রা ও অন্যত্র গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি শহরে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল। ১৯৫৭ ও '৫৮ সালে। খুব সফল না হলেও এই দু'টি ঘটনা নিশ্চয় বাতিস্তা সরকারকে কিছুটা দুর্বল করেছিল। জানুয়ারি ১৯৫৯-এ যখন গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বিপ্লবীদের দখলে, তখন রাজধানী হাভানায় চারদিনের সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল। এটাই সরকারকে চূড়ান্ত আঘাত দেয়। বিপ্লবী বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে রাজধানী জয় করতে পারল। অন্যথায় গৃহযুদ্ধ আরও কিছুদিন চলত, এমনটা অনুমান করা যেতে পারে। আর শহরে তো স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকশ্রেণী, পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী প্রমুখের প্রাধান্য ছিল।

দ্বিতীয়ত, কিউবান অর্থনীতির প্রকৃতিই এমন যে শ্রমিক কৃষকের মধ্যে কোনও চীনের প্রাচীর গড়ে ওঠেনি। কৃষকদের বড় অংশ যেমন ছিল প্লান্টেশনের অস্থায়ী কৃষিশ্রমিক, তেমনি ছিল কৃষিভিত্তিক শিল্পে (agro industry), বিশেষত আখকলে শ্রমিক। অনেক সময় মাঠ থেকে কারখানা, আখচাষ থেকে চিনিকলে আখপেষা, এহেন টানাপোড়েন ছিল সাধারণ কিউবানদের কর্মজীবনের অঙ্গ। এ কথাও গুয়েভারা ভালোভাবেই জানতেন, বিশেষ করে যখন তিনি কিউবান ভূমিসংস্কারের আংশিক দায়িত্বে ছিলেন।

তৃতীয়ত, বলিভিয়ার ব্যর্থ বিপ্লব প্রচেষ্টায় গুয়েভারা ও তাঁর সঙ্গীরা অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন সেখানকার খনি-শ্রমিকদের উপর।

গুয়েভারার নাম হয়ে উঠেছে সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে সমর্থক। কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে গোঁড়া বা 'ডগম্যাটিক' ছিলেন না। তিনি স্বীকার করেছিলেন, ক্ষেত্র বিশেষে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সম্ভব এবং সাফল্য আনতে পারে। তবে ল্যাটিন আমেরিকার কিছু বিশেষ অবস্থার দরুন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেওয়া যেতে পারে।

> Peaceful struggle can be carried out through mass movements that compel - in special situations of circumstances of crisis-governments to yield : thus, the popular forces would eventually take over and establish a dictatorship of the proletariat. Theoretically this is correct. When analyzing this in the Latin American context, we must reach the following conclusions: Generally on this continent objective conditions exit that propel the masses to violent action against their bouogeois and landholding goverments. In many countries there are crises of power and also subjective conditions necessary for revolutions. It is clear, of course, that in those countries where all of

> these conditions are found, it would be criminal not to act to seize power. In other countries where there conditions do not occur, it is right that different alternatives will appear and out of theoretical discussions the tactic suitable to each country should emerge. The only thing history does not allow is that the analysis and executors of proletarian politics be mistakes.[১৩]

গুয়েভারা কি দেশ গঠনের কাজে দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন?

গুয়েভারা যখন ১৯৬৪ সালে রহস্যজনকভাবে কিউবা ত্যাগ করলেন তখন গুজবের বাজার স্বাভাবিক ভাবেই জোরদার হয়ে উঠল। এক দল, বিশেষ করে পশ্চিমা মিডিয়ার একাংশ তো বলতে শুরু করল, ফিদেল তাঁর 'নাম্বার টু' মানুষ ও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে গোপনে হত্যা করেছেন। যখন প্রকৃত খবর জানা গেল, তখন তারা বলতে শুরু করল, ফিদেলের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্যই গুয়েভারা কিউবা ছেড়ে গিয়েছিলেন। এই বক্তব্যের এক সূক্ষ্ম সংস্করণ, বিপ্লবোত্তর কিউবার দেশ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে গুয়েভারা ভিনদেশে গিয়ে নতুন বিপ্লব প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, গুয়েভারা ছিলেন এক বন্দুকবাজ 'অ্যাডভেঞ্চারিস্ট', গঠনমূলক বা ইতিবাচক কাজে যার অনীহা বা অপটুতা প্রকট।

এই অভিযোগ বা কুৎসা কতখানি সত্য? আমরা দেখেছি, ১৯৫৯-৬৫ এর মধ্যে সাড়ে পাঁচ বছর গুয়েভারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আবার এই পর্বে কিউবা এক মডারেট পথ থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছিল। কিছুটা অভ্যন্তরীণ, কিছুটা মার্কিন চাপের প্রতিক্রিয়ায়। এটা ছিল বিপ্লবী কিউবার পক্ষে একাধারে বিপদ ও সুযোগের, প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জের সময়। মার্কিন মালিকানাধীন পেট্রোল শোধনাগারগুলি (refineries) সোভিয়েট পেট্রোল ব্যবহার করতে রাজি হল না। কিউবান সরকার শোধনাগারগুলির জাতীয়করণ করল। পাল্টা আঘাত হিসাবে মার্কিন সরকার কিউবা থেকে আমদানি করা চিনির 'কোটা' নাকচ করে দিল। প্রায় বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল কিউবান চিনির বাঁধা খদ্দের। প্রতি বছর এক নির্দিষ্ট পরিমাণ কিনত তার নিজেরই আধা-উপনিবেশ এই দ্বীপরাষ্ট্র থেকে। এবার প্রত্যাঘাত এল কিউবার দিক থেকে। শিল্পের এক বড় অংশ, বিশেষত টেলিফোন, বিদ্যুৎ প্রমুখ 'পাবলিক ইউটিলিটিজ' ছিল মার্কিন মালিকানায়। প্রত্যাঘাত রূপে কিউবান সরকার সে সবও জাতীয়করণ করল। চিরাচরিত বাণিজ্য ছক পাল্টে যাওয়ার ফলে কিউবার অবশ্যই বেশ অসুবিধা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন শূন্য স্থানে পদার্পণ করে আন্তর্জাতিক বাজারদরের চেয়ে কিছু বেশি দামে কিউবার কাছ থেকে চিনি কিনতে ও কিছু কম দামে কিউবাকে পেট্রোল বেচতে রাজি হওয়ায় সংকট কিছুটা কাটানো গেল। তবে সবকিছু নিশ্চয় মসৃণভাবে চলেনি।

এই ঝড়ের রাতে যারা নৌকোর হাল ধরেছিলেন, গুয়েভারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬০ সালে সুইজি ও হুবারম্যান এই তরুণ নেতাকে দেখেছিলেন, যতটা না গেরিলা যুদ্ধের নেতা বা তাত্ত্বিক, তার চেয়ে বেশি একজন দক্ষ অর্থনৈতিক প্রশাসক রূপে। তাঁদের মন্তব্য এইরকম :

> ..... and as we can tersify from personal observation, Che Guevara, President of the National Bank, has as brilliant, quick and receptive a mind as is likely to be found in anyone occupying a comparable position in the government of any country in the world............
>
> Soon after the INRA's own establishment, it organized a Department of Industrialization, and an indication of the importance of this Department may be gathered form the fact that its first director was Che Guevara, one of the three top leaders of both government and army. When Guevara moved into the presidency of the National Bank last November, his positions the head of the Industrial Department was taken by Cesar Rodriguez, an engineer; but Che retains his interest in the Department (he told me he has no taste for the bank job and would prefer his former position as head of the Department of Industrialization to any other in the government)...[১৪]

সুইজি ও হুবারম্যানের ভাষায়, ষাটের দশকের গোড়ায় কিউবাতে গুয়েভারার পরিচয় ছিল : a man who gets things done.

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে কিউবার অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণ, এ ব্যাপারে গুয়েভারার ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না। তবে কয়েকটি বিষয় তাঁর চিন্তাধারা বুঝতে সাহায্য করবে। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে গুয়েভারা, ফিদেল ও অন্যান্যরা ছিলেন মিশ্রনীতির পক্ষপাতী। প্রথম ভূমিসংস্কার ছোট স্বাধীন কৃষকশ্রেণীর পাশাপাশি সমবায় সেক্টর গড়ে তুলতে চেয়েছিল। প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে 'ন্যূনতম পরিমাণ' বলে চিহ্নিত কিছু জমি দেওয়া হয়েছিল। আবার বেশ কিছু প্লান্টেশন রূপান্তরিত হয়েছিল, আধা রাষ্ট্রীয়, আধা যৌথ খামার জাতীয় সংস্থার।

অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখা যায়, ভূমিসংস্কার ও যৌথকরণের মাঝামাঝি যে পথ বা প্রক্রিয়া, তা খুব মসৃণ নয়। রাশিয়া, চীন বা ভিয়েতনামে বিপ্লবের এক বড় ভিত্তি ছিল প্রত্যেক দরিদ্র বা ভূমিহীন চাষীর নিজস্ব একটুকরো জমির জন্য ক্ষুধা। কিন্তু সেটুকু পাওয়ার পর তার পেটি বুর্জোয়া চরিত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি। একজন কৃষক যখন শ্রম বেচে, তখন সে প্রলেটারিয়ান, যখন ফসল বেচে তখন পুঁজিপতি। কিউবায় এ জাতীয় সমস্যা কিছু কম ছিল। প্লান্টেশন অর্থনীতিতে অভ্যস্ত কৃষক— যার একাংশ, আমরা দেখেছি, কৃষিভিত্তিক শিল্পের সাহায্যে আধাশ্রমিক

গণ্য হত-— ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না। তারা অনেক বেশি আগ্রহী ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাকাপাকি চাকরি ইত্যাদির বিষয়। সুইজি ও হুবারম্যান বেশ কিছু কিউবান চাষীর সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। বাস্তব দিক থেকে একটি বড় প্লান্টেশন ভেঙে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে বিশেষ ফায়দা নেই। বরং সেটিকে যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারে রূপান্তরিত করা সহজ। নিশ্চয় গুয়েভারা ও ভূমিসংস্কারের ভারপ্রাপ্ত অন্যরা এসব মাথায় রেখেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

কিউবার শিল্পায়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেবল 'ক্যাশ ক্রপের' উপর নির্ভর করে কর্মসংস্থান বা একটি স্বতন্ত্র অর্থনীতি গঠন সম্ভব নয়। একথা অনেকদিন ধরে আলোচিত হয়েছিল। কেবল যে জাতীয়তাবাদী বা র‍্যাডিকালরা বলত, তা নয়। বিশ্বব্যাঙ্ক বা মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের (Department of Commerce) সুর খুব ভিন্ন ছিল না। কিন্তু সেই পুরনো কথা। "লাও তো' বটে, কিন্তু আনে কে।' কিউবান জমিদার বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল দুর্বল, পুরোপুরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল। সহজলভ্য, স্বল্পমেয়াদী মুনাফার ভিত্তিতে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করা ছাড়া তাদের খুব একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না। মার্কিন পুঁজি নানা কারণে কিউবার শিল্পায়ন লাভজনক মনে করেনি। কাজেই দায়িত্বটা পড়ল বিপ্লবী সরকারের উপর। আর গুয়েভারা হলেন তার অন্যতম কর্ণধার।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নানা সমস্যা আছে, বিশেষ করে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশে। এখন পর্যন্ত তেমন দেশেই সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। নানা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েও ঢের আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। অর্থনীতি কি পরিকল্পিত (planned) হবে? না কি পুঁজিবাদের মতো এক্ষেত্রেও বাজার (market) ও মূল্যের নিয়ম (law of value) মেনে চলবে? রাষ্ট্রায়ত্ত বা যৌথ উদ্যোগদের মধ্যেও বাজারের মাধ্যমে যোগসূত্র সম্ভব। একটি উদ্যোগের শ্রমিককর্মীদের কি ভূমিকা হবে? নিজেদের উদ্যোগ অথবা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপর তাদের কতখানি কর্তৃত্ব থাকবে এবং তা কিভাবে কার্যকরী হবে? Material incentive বা বৈষয়িক ইন্ধন বনাম moral incentive বা নৈতিক ইন্ধনের, উৎসাহের তুলনামূলক উদযোগিতা কতখানি? সাড়ে পাঁচ বছর ধরে গুয়েভারাকে এসব এবং আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছিল।

ধরা যাক কি ধরনের বাজেট ব্যবস্থা হবে, সে নিয়ে বিতর্ক। দুটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা উঠেছিল। একটিকে বলা হয়, budgetary finance system বা consolidated enterprise system।

অন্যটি economic accounting system বা financial self-management system.

গুয়েভারা একটি প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। আমরা এই বিতর্কের খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়েও এর থেকে গুয়েভারার চিন্তার কি রূপরেখা ফুটে উঠছে তাই বোঝার চেষ্টা করব।

দুই ব্যবস্থারই সুবিধা-অসুবিধা আছে। যেখানে কেন্দ্র বিভিন্ন উদ্যোগকে কাঁচামাল, বস্ত্র

ইত্যাদি দেয়। (physical allocation) সেখানে হয়তো উদ্যোগের পরিচালকরা বেশি করে সব কিছু চাইবে। তার কারণ নিছক নির্বুদ্ধিতা বা অসততা নয়। পরিচালকরা ভাবতে পারে, গোড়ায় বেশি চেয়ে না রাখলে পরে টান পড়তে পারে। অথবা যা চাইবে তার চেয়ে কম পাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই সবচেয়ে বেশিটা চেয়ে রাখা ভাল। এর দরুন পরিকল্পনা পর্বের শেষ দিকে সর্বত্র ঘাটতি দেখা যায়।[১৫]

আবার দ্বিতীয় ধরনের পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। এক্ষেত্রে উদ্যোগদের বলা হয়, 'চরে খাও।' তারা নিজেরাই কাঁচামাল ইত্যাদি জোগাড় করবে। মুনাফা বা লোকসানের দায়িত্ব নেবে। এভাবে কিছুটা সাফল্য আসতে পারে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব কিছুটা লঘু হয়ে যায়। তবে এই নীতির সঙ্গে পুঁজিবাদের বড় একটা পার্থক্য নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুর্লক্ষণও ফুটে উঠতে দেরি হয় না। উৎপাদনের সামাজিক ভিত্তি ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

গুয়েভারা বাজার ও 'মূল্যের নিয়ম'-এর সীমিত প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন না। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের গোড়ার পর্বে। তবে তাঁর কাছে রাজনীতি ও অর্থনীতি ছিল অবিচ্ছেদ্য আর দুইয়েরই ভিত্তি ছিল বিপ্লবী মানবতাবাদ। (revolutionary humanism)। মানুষকে পরিবর্তন করতে না পারলে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। আর সমাজতন্ত্র গড়েও ফল নেই। একথা যে গুয়েভারা প্রথম বলেছেন তা অবশ্য নয়। সমাজবাদী চিন্তার প্রথম যুগ থেকে দাবি করা হয়েছে, মানুষ দুনিয়াকে বদলাতে গিয়ে দুনিয়াকে আর দুনিয়াকে বদলাতে গিয়ে নিজেকে বদলাবে। চীনে মাওয়ের আমলে এ দিকটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আমলে। তবে গুয়েভারা এ ব্যাপারে মনেপ্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য :

> With respect to material interest, what we want to achieve with the budgetary system is for the lever not to become something that compels the individual---either individually or collectively – to struggle desperately with others in order to ensure certain conditions of production or distribution that would put him in a privileged situation. We must make social duty the fundamental point of all the worker's efforts. At the same time we must supervise work conscious of his weakness. rewarding or penalizing, using material incentives or disincentives, either individual or collective, when the worker or the unit of production is or is not able to fulfill his social duty.[১৬]

অর্থাৎ সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সামাজিক কর্তব্যপালনে শ্রমিককর্মীদের উৎসাহিত করা। তবে ব্যাপারটা একদিনে হওয়ার নয়। মাঝপথে অন্য পন্থাও সম্ভব। গুয়েভারার অধিকাংশ কথার মতো এখানেও দেখা যায় আদর্শ ও বাস্তববাদের মিশ্রণ।

সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে গুয়েভারা একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। আমরা দেখেছি, কিউবার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক

"এমবারগো" চাপিয়ে দেওয়ার পর তার স্থান নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ব্লক। দুই সমাজবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে লেনদেন কি ভাবে হবে? গুয়েভারার মতে, আন্তর্জাতিক বাজারদর ব্যাপারটাই এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিউবার শ্রমিক কৃষকরা প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থায়, কঠোর পরিশ্রম করে, মার্কিন আগ্রাসনের ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যা উৎপাদন করেছে, তার মূল্য কি রুবল-পেসো দিয়ে গণ্য হয়? কিউবার প্রয়োজন আর সমাজতান্ত্রিক ব্লকের সাধ্য, এই দুটি বস্তু মূল্য নির্ধারণ করবে। তার মানে এই নয় যে ছোট সমাজতান্ত্রিক দেশরা বড়দের পরগাছা হয়ে থাকবে। দাদার মুখের দিকে চাইবে। ছোট বা পশ্চাৎপদ সমাজতান্ত্রিক দেশদেরও প্রাণপণ চেষ্টা করে যত শীঘ্র সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ যেন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' নীতির প্রয়োগ।

গুয়েভারা, ফিদেল ও অন্যান্যরা যে নিছক স্বপ্নের সওদাগর বা 'ইউটোপিয়ান' ছিলেন না, অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় ষাটের দশকের প্রথমার্ধে কিউবার টিকে থাকা ও দ্রুত উন্নয়ন তা প্রমাণ করে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়?

আমরা দেখেছি, কিউবান বিপ্লব যারা সংগঠিত করেছিল, তারা ঠিক প্রচলিত বামপার্টির সদস্য ছিলেন না। কিন্তু ১৯৬৩-তে এক বক্তৃতায় গুয়েভারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। বিপ্লবের জন্য বটে, বিপ্লবোত্তর সমাজ গঠনের জন্যও। দুর্বল জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সাহস বা সামর্থ্য নেই। কিউবান বিপ্লবের র‍্যাডিকাল পর্যায়ে জাতীয় বুর্জোয়ার বড় অংশ, যারা প্রাথমিক ভাবে কিছু সমর্থন করেছিল, সরে দাঁড়াল। আর গুয়েভারার 'ফোকো' তত্ত্ব? গেরিলা বাহিনী? এসবের সঙ্গে কি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি খাপ খায়? গুয়েভারা কোনও স্ব-বিরোধিতা দেখেননি। ফোকো হল জনগণের ও জন সংগঠনের 'সশস্ত্র নিউক্লিয়াস"। গেরিলা বাহিনী ছিল কমিউনিস্ট দল গঠনের ট্রেনিং স্কুল। এই বাহিনী অ-রাজনৈতিক সৈন্যদলে রূপান্তরিত হবে, এমন কথা গুয়েভারা ভাবতে পারতেন না।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব বা অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শ্রমিককর্মীর বিযুক্তি বোধ (alienation) আসতে পারে। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গুয়েভারা এমন ঘটনার কথা বলেছেন। এক সময় কমিউনিস্ট নেতা আনিবল এসকেলান্তের প্রভাবে ও অন্যান্য কারণে কিউবান পার্টি, যা আমরা দেখেছি, বিভিন্ন ধারাকে একত্রিত করে গড়ে উঠেছিল, কিছুটা সেকটেরিয়ান ও গোঁড়া (dogmatic) হয়ে উঠেছিল। সাময়িকভাবে খানিক জনসমর্থন হারিয়েছিল। কিন্তু দলের ও নেতাদের শিকড় জনমানসের গভীরে প্রোথিত ছিল বলে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের মনে পড়ে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি : 'জমি হারাও, মানুষ রাখ, জমি শীঘ্র ফিরে পাবে/ জমি রাখ, মানুষ হারাও, দুই-ই গেল চিরতরে।'

জনগণের সঙ্গে উপরের মহলের যে সম্পর্ক গুয়েভারা চিত্রিত করেছেন, তাকে বলা যায় ডায়ালেকটিকাল, দ্বি-মুখী। মাও যাকে বলেছিলেন, From the masses, to the masses। ফিদেল বা অন্য কোনও নেতা একটি 'আইডিয়া, পরিকল্পনা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। সাধারণ মানুষ, শ্রমিককর্মীরা তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে, নিজেদের মতো ঢেলে সাজিয়ে, আবার ফেরত পাঠায়। কখনও বিপরীতে নিচের তলা থেকে উঠে আসা চিন্তা বা কোনও স্থানীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সর্বোচ্চ স্তরে নীতিকে প্রভাবিত করে। এই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে এবং এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, আগেই দেখা গেছে, গুয়েভারা বাজার ও 'মূল্যের নিয়ম'কে কিছুটা স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল এক কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ব্যবস্থা (centralized planning), যার সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে। এই ব্যবস্থা যাতে মাথাভারী ও আমলাতান্ত্রিক না হয়ে ওঠে, সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে।

একজন ব্যক্তিগত শ্রমিকের সঙ্গে উদ্যোগের, উদ্যোগের সঙ্গে সমগ্র অর্থনীতির কি সম্পর্ক হবে? এ যেন দাবার ছক। প্রতিটি বোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ। একজন শ্রমিককর্মী তার নিজস্ব উদ্যোগে ও সাধারণভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিচালনায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করবে। তবে উদ্যোগ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। এক বিশেষ সেক্টরের কর্মী সেই সেক্টর থেকে সুবিধা নেবে, এটাও কাম্য নয়। এমন নীতি কেবল খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। সান্তিয়াগো দ্য কিউবার এক মোটরসাইকেলের কারখানার শ্রমিকরা প্রস্তাব করেছিল, তাদের নিজেদের কারখানায় তৈরি মোটরবাইক তাদের দেওয়া হোক। গুয়েভারার উত্তরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Workers responsible for the production of any article have no right over it. Bakers have no right to more bread, cement workers have no right to move bags of cement, nor do you have any right to motorcycles.

The day of my visit I saw a member of Communist Youth was leaving on a motorcycle to do some work for that organization, which I was doubly critical of, given the improper use of the vehicle and the incorrect attitude of using time paid for by society for tasks that are supposed to represent an extra contribution of time of society, of an absolutely voluntary nature (১৭)

এই সংক্ষিপ্ত চিঠির গুরুত্ব যথেষ্ট; এর মাধ্যমে আমরা কেবল সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির সঙ্গে শ্রমিকের সম্বন্ধ নিয়ে গুয়েভারার মনোভাব বুঝতে পারি, তাই নয়; একজন পার্টি ও সংগঠনের কর্মীর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তরুণ কমিউনিস্টটি এমন কি আর করেছে। এর চেয়ে ঢের বেশি অনিয়ম, অনাচার দেখতে আমরা অভ্যস্ত। তরুণ কম্যুনিস্টটি গুয়েভারার মতে দু'ভাবে দোষী। উদ্যোগের একটি মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আর গিয়েছিল কাজের সময়।

মোটর সাইকেল ও কাজের সময়, দুটোই সরকারি উদ্যোগের, এবং সেই অর্থে গোটা দেশের, সমাজের সম্পত্তি। দুটোর কোনওটা "ধার" করা মানে সমাজের ক্ষতি করা। তরুণ কর্মী বলতে পারে, সে তো ফুর্তি করতে বেরোয়নি। কোনও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণেও নয়। গেছে সংগঠনের কাজে। কিন্তু এই উত্তর গুয়েভারাকে সন্তুষ্ট করত না। তাঁর বক্তব্য কারখানার কাজের জন্য তরুণ কর্মী মজুরি পাচ্ছে। সংগঠনের কাজ ঐচ্ছিক, 'ভলান্টারি'। প্রথমটি শেষ করে তারপরেই তার দ্বিতীয়টি করা উচিত ছিল। সেক্ষেত্রে কোপ পড়ত তার অবসর সময়ের উপর, যা তার নিজস্ব ব্যাপার। সরকারি উদ্যোগের কাজে ক্ষতি হত না। আর কারখানার মোটরসাইকেল ব্যবহার করার বদলে তার উচিত ছিল, নিজের বা সংগঠনের টাকায় অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা।

আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা প্রায়ই অফিস বা কারখানার কাজ চলতে থাকার সময় ইউনিয়নের কাজ করেন। অথবা করছেন, এই অজুহাতে ছুটি নেন। গ্রামীণ স্কুলমাস্টাররা না পড়িয়ে পঞ্চায়েতের 'ডিউটি' করেন। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে গুয়েভারার প্রতিক্রিয়া আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু গুয়েভারা জানতেন, সময়ে মনোযোগী না হলে সামান্যই অসামান্য হয়ে ওঠে। একটা ছোট ফুটোর জন্য নৌকা ডোবে।

তবে কারখানার শ্রমিকরা উৎপাদনের একাংশ পাবে কি না, কি শর্তে পাবে, তা নিয়ে গুয়েভারা আলোচনা করতে রাজি ছিলেন। একইভাবে তিনি উদ্যোগের বা শ্রমিকের পাওনা বোনাস প্রথার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রমকে নতুন মূল্য, মর্যাদা দানও তাঁর কাছে ছিল বিশেষ চিন্তার বিষয়। উন্নত প্রযুক্তি ও খাঁটি সমাজতান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা, শ্রমিককর্মীকে সত্যই রাষ্ট্রের কর্ণধার করতে দুই-ই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ।

We are doing everything possible to give work this new status as a social duty and to link it on the one hand with the development of technology, which will create the condition of greater freedom, and on the other hand with voluntary work based on the Marxist appreciation that are truly reaches a full human condition when no longer compelled to produce by the physical necessity to sell oneself as a commodity.[১৮]

রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সংস্কৃতি

সমাজতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার, ব্যক্তির বিকাশের পরিপন্থী। এ কথা অজস্রবার বলা হয়েছে। অজস্রবার এই অভিযোগের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। গুয়েভারা যা বলেছেন, তা প্রত্যাশিত হলেও নতুন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে, শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রে, ব্যক্তি বা তার ব্যক্তিত্বের মূল্য কতখানি? শ্রেণীসমাজের প্রবল অসাম্য তাকে খণ্ডিত, খর্ব করতে বাধ্য। অবশ্য পুরনো সামন্ততান্ত্রিক বা দাসভিত্তিক সমাজের তুলনায় আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ কিছু উন্নত। পুরনো সমাজে মানুষ যে স্তরে জন্মাত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেখানেই সারা জীবন আটকে থাকত। ওটা অনেকটা ভারতের জাতপাত বা 'কাস্টে'র মতো। পুঁজিবাদী সমাজে অন্তত

কাগজে-কলমে তেমন বাধা নেই। বুর্জোয়া সমাজের মুলমন্ত্র, career open to talent, upward mobility। থিওরেটিকালি একজন দরিদ্র চাষী মজুরের ছেলে (আজকের দিনে হয়তো মেয়েও) এলেম থাকলে রাষ্ট্রনায়ক বা কোটিপতি হতে পারে। সত্যি সত্যি দু-চারজনের rags to riches বা তার কাছাকাছি একটু হতেও পারে। এই আশা বা মিথ সাধারণ মানুষকে ধরে রাখে শাসক শ্রেণীর প্রতি এক ধরনের আনুগত্যে। কিন্তু বাস্তবে এর গুরুত্ব বা প্রয়োগ কতখানি?

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রই ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সুষম বিন্যাস সম্ভব করতে পারে। তার মানে এই নয় যে ব্যাপারটি যান্ত্রিক বা আপনি-আপনি হয়ে যায় (automatic)। বরং এর জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক নীতি ও কঠোর সংগ্রাম। গুয়েভারা বার বার বলেছেন, কিভাবে তিনি, ফিদেল ও অন্যান্যরা বিপ্লবের মাধ্যমে রূপান্তরিত, উন্নত হয়েছিলেন। দেশ গঠনের মধ্য দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে আমজনতার এ ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। মতাদর্শগত সংগ্রামের গুরুত্ব এখানে কম নয়। সংস্কৃতির ভূমিকাও সর্বোচ্চ।

সংস্কৃতি নিয়ে গুয়েভারার চিন্তা ও উদ্বেগ অকারণে নয়। প্রথম কথা, মার্কস নিজে থেকে শুরু করে মাও সে তুং, সব প্রধান মার্কসবাদী নেতা সংস্কৃতির বিষয়টিকে, বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক সংগ্রামেরই অঙ্গ মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, গুয়েভারা নিজে একজন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান, রুচিশীল মানুষ ও সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে বুঝদার। পাহাড়ে গেরিলা যুদ্ধ করার সময় তিনি সঙ্গীদের পড়ে শোনাতেন সার্ভেন্তেজের ক্ল্যাসিক, 'ডন কিহোত' বা 'ডন কুইকজোত।' যে বইটিকে স্প্যানিশ ভাষী মানুষদের বাইবেল বললে ভুল হয় না। লেনিন যেমন রুশ বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' পড়ে রাশিয়ার আত্মাকে বুঝেছিলেন। তাছাড়া গুয়েভারার নিজস্ব কলম দুর্বল ছিল না। সৃষ্টির ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। সে কথা 'বিপ্লবের ডায়েরি' পড়লে বোঝার অসুবিধা হয় না। গুয়েভারা একবার বলেছিলেন, যদি বিশ্ব থেকে সাম্রাজ্যবাদ মুছে গেলে তিনি হয়তো চাঁদে ছুটি কাটাতে যেতেন। সাহিত্য চর্চা করে অবসর কাটাতেন। তেমন সম্ভাবনাই বেশি।

গুয়েভারা বামশিবিরে সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে যে বিতর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার পটভূমিকা এইরকম। মার্কসবাদের জন্ম ও প্রাথমিক বিস্তার ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে। সেটাই ছিল বুর্জোয়া সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ, যার সেরা ফসল ছিল উপন্যাস। বালজাক, ফ্লবেয়ার, ফন্তানে, ব্রেনটানো. ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রমুখকে বাদ দিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানির কথা ভাবা যায় না। রাশিয়াকে কল্পনা করা যায় না টলস্টয়, গোগোল, তুর্গেনিভ, ডসটয়েভস্কিকে বাদ দিয়ে। মার্কস ও তাঁর উত্তরসূরিদের ধ্রুপদী বুর্জোয়া সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল। মার্কস মনে করতেন, বালজাক নিজে রক্ষণশীল ও রাজতন্ত্রী (royalist) হলেও উঠতি বুর্জোয়া সমাজকে তাঁর কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেনিন ক্ল্যাসিকাল রুশ কবি পুশকিনকে এমনকি বিপ্লবী মায়াকভস্কির উপর স্থান দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের যুগে বিতর্ক একটা নতুন মোড় নিল। কোনও কোনও সাহিত্য সমালোচক বা বিশেষজ্ঞের মতে, ক্ল্যাসিকাল যুগের বুর্জোয়া সাহিত্য ও তার মূল্যবোধ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শ্রমিকশ্রেণীর উত্তরাধিকার। কিছু সমসাময়িক কথাসাহিত্যিককেও এই পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। যেমন জার্মানির টমাস ও হাইনরিখ মান। কিন্তু অন্য অনেক আধুনিক লেখককে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'ডেকাডেন্ট', পড়তি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতীক রূপে। 'মডার্নিজম'-কে খাটো করে, এমনকি ফ্যাসিবাদের সহায়ক হিসাবে দেখানো হয়েছিল। আদর্শ ছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist realism), যা কিনা বুর্জোয়া বাস্তববাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। গোর্কি প্রমুখ যার শ্রেষ্ঠ ধ্বজাধারী।[১৯] বামশিবিরেও সবাই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন না। এই নিয়ে লুকাচ বনাম ব্রেশট্, আরাগঁ বনাম গারদি প্রমুখ বাম 'দৈত্য'দের বিতর্ক উল্লেখযোগ্য।

বিপ্লবোত্তর কিউবায় স্বাভাবিকভাবেই অনুরূপ বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিউবার বা হিসপানিক জগতের বা সাধারণভাবে বিশ্বের কতখানি সাহিত্য গ্রহণ বা বর্জন করা হবে? সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ কি সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের একক আদর্শ? যেমন হয়, আলোচনার সঙ্গে বেশ খানিকটা গোঁড়ামি (dogmatism)ও জড়িয়ে গিয়েছিল। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে গুয়েভারার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ও উদার। তাঁর মতে, লক্ষ্য হওয়া উচিত কিউবান, হিসপানিক ও ব্যাপক অর্থে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি আত্মস্থ করা। বাড়াবাড়ি বা গোঁড়ামি বাদ দিয়ে এমন এক সাহিত্য গড়ে তোলা, যা দেশের বড় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ থেকে কিছু শেখা যেতে পারে কিন্তু ওটাই একমাত্র পথ নয়।

> But why try to find the only valid prescription in the frozen forms of socialist realism? We cannot counterpose "freedom" to socialist realism, because the former does not yet exist and will not exist until the complete development of the new society. We must not, from the pontifical throne of realism at-all-costs, condemn all art forms since the first half of the 19th century, for we would then fall into the Proudhonian mistake of going back to the part of putting a strait jacket on the artistic expression of the people who are being born and are in the process of making themselves?[২০]

উপসংহারের বদলে

গুয়েভারা কেবল রোমান্টিক গেরিলা নেতা নয়। তিনি ছিলেন আজীবন বিপ্লবী যোদ্ধা। বন্দুক সে যুদ্ধের একাংশ কিন্তু সব কিছু নয়। ১৮৩০-এর ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কালে নাকি একদল বিপ্লবী ঘড়ির দিকে গুলি ছুঁড়েছিল। প্রতীকী উদ্দেশ্য, সময়ের কাঁটা বিপ্লবের মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া। গুয়েভারা মুক্তিযুদ্ধকে অনন্ত করতে চেয়েছিলেন

দু'ভাবে। প্রথমত মুক্তিযুদ্ধ দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়ে, যদিও অহিংস আন্দোলনেরও উপযুক্ত স্থান কাল ছিল। দ্বিতীয়ত মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যার অর্থ 'একঘণ্টার রক্তাক্ত আত্মনিবেদন নয়, বরং বহু ঘণ্টা ধরে ধৈর্যশীল কাজ।"

সূত্র ও টীকা :

১. অ্যাফ্রি-আমেরিকান নেতা মার্টিন লিউথার কিং-এর ক্ষেত্রে কিছুটা এমন হয়েছে।
২. একই সময় ফিদেল ছিলেন কলম্বিয়াতে। সে দেশে তখন 'হিংসার সময়' নামক খ্যাত প্রচণ্ড হানাহানির পর্ব চলছিল
৩. Jack Woodis New Theories of Revolution. International Publishers, New York, 1972
৪. কিউবান কমিউনিস্টদের পক্ষেও যুক্তি ছিল। সে সময় ফিদেলের রাজনীতি স্পষ্ট বা সুবিদিত ছিল না। তিনি যুক্ত ছিলেন মধ্যপন্থী অর্তোদক্সো পার্টির সঙ্গে।
৫. New Theories of Revolution
৬. ibid
৭. ibid
৮. Guevara Notes for the study of the ideology of the Cuban Revolution in Che Guevara reader, writings on politics and revolution, ed. David Deutrchmann, Leftward Books, New Delhi, 2004
৯. এঙ্গেলসকে সামরিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলা চলে!
১০. অনেক ভাবতীয় ভারত সম্বন্ধে মার্কসের মন্তব্য মেনে নেন না। নিজেরা মার্কসবাদী হলেও না।
১১. 'ফোকা' তত্ত্ব অবশ্যই সর্বত্র উপযুক্ত নয়। ল্যাটিন আমেরিকাতেও নয়। আশির দশকে মধ্য আমেরিকায় এল সালভাদোর ও গুয়াতেমালায় বহু বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল। সেখানে বিচ্ছিন্ন 'ফোকো'র বদলে নারী শিশু বৃদ্ধ সহ প্রায় গোটা গ্রাম অনেক সময় গেরিলাদের সঙ্গে থাকত।
১২. Leo Huberman and Paul Sweezy Cuba Anatomy of a Revolution, Monthly Review Poem, New York & London, 1960
১৩. Guevara : Guerilla Warfare A Method in the Guevara Reader
১৪. Cuba . Anatomy of a Revolution
১৫. এ নিয়ে ঢের আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আশির দশকে, গর্বাচেভ আমলে লেখা সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এবেনবাগিয়ানের The Challenge Economics of Perestroika
১৬. Guevara On the budgetary finance system in the Guevara Reader
১৭. Guevara Letter to the companeros of the Motor Cycle Assembly Plant in the Guevara reader
১৮. Guevara Socialism and man in Cuba in ibid.
১৯. লুকাচ এমনকি পরম বামবিরোধী সলঝেনিৎসিনকেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন।
২০. Socialism and man in Cuba in the Guevara reader

চে : অপরাজেয় মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ

মাইকেল লোয়ি

আর্জেন্টিনীয় ডাক্তার তথা গেরিলা তথা কিউবা বিপ্লবীর জীবন এবং কর্মধারায় এমন কিছু আছে যা এখনও এই ১৯৯৭ সালে বয়োঃপ্রাপ্ত প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। নতুবা চে'র উপর রচিত ক্রমবর্ধমান অসংখ্য প্রবন্ধ, পুস্তক, আলোকচিত্র এবং বিতর্কমালাকে আমরা কিভাবেই বা ব্যাখ্যা করব? এগুলিকে কেবল তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্মৃতি সংরক্ষণ-প্রচেষ্টা হিসেবে দেখলে ভুল হবে; ১৯৮৩ সালে যোশেফ স্তালিনের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এমনতর তাগিদ কেইবা অনুভব করেছিল?

হোসে মার্তি, এমিলিয়ানো জাপাতা, অগস্টো স্যানজিনো, ফারাবান্ডো মার্তি এবং ক্যামিলো টোরেস-এর মতো চে-ও হচ্ছেন এমন একজন বীরোচিত ব্যক্তিত্ব যিনি লড়াই করতে করতে উদ্যত বন্দুক হাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং যিনি অনন্তকালের জন্য লাতিন আমেরিকার মাটিতে ভবিষ্যতের মূলাধার হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছেন; তিনি লাতিন আমেরিকার জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাব ভাগ্যাকাশের ধ্রুবতারা, তাদের হতাশা ও মোহমুক্তির ধূসর ভস্মরাশির অন্তরালে লুক্কায়িত উজ্জ্বল এক দীপ্তি।

বিগত ত্রিশ বৎসর ধরে লাতিন আমেরিকার প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে গেভারাতন্ত্রের (Guevarismo) পদচিহ্ন বিদ্যমান— আর্জেন্টিনা থেকে চীন, নিকারাগুয়া থেকে এলসালভাডোর, গুয়াতেমালা থেকে মেক্সিকো এবং চিয়াপাস, যেখানেই হোক— সে চিহ্ন কখনও উজ্জ্বল, কখনও বিবর্ণ। কেবলমাত্র যারা লড়াই করছেন তাদের সম্মিলিত দিকদর্শনেই নয়; পদ্ধতি, রণকৌশল এবং লড়াইয়ের প্রকরণের উপর তাদের বিতর্কেও এই চিহ্ন স্পষ্ট।

বিগত ত্রিশ বৎসর ধরে লাতিন আমেরিকার বামপন্থী রাজনৈতিক সংস্কৃতি কর্তৃক লালিত মৃত্তিকায় গেভারাতন্ত্রের বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটেছে, বর্তমানে সেই বীজ থেকে কাণ্ড ও ডালপালার সৃষ্টি হয়েছে, ফল ধরেছে। চে-র পদচিহ্নই হচ্ছে অন্যতম রক্তিম দিশা যা প্যাটাগোমিয়া থেকে রিওগ্রান্ডের অগণিত জনতাকে স্বপ্ন দেখায়।

চে'র চিন্তাধারা বর্তমানে কি অপ্রাসঙ্গিক? বিপ্লববিহীন কোনও উপায়ে লাতিন আমেরিকার রূপান্তর ঘটানো কি এখন সম্ভব? এই তত্ত্বটি সাম্প্রতিককালের কিছু কিছু লাতিন আমেরিকার বামপন্থী তাত্ত্বিক (যারা নিজেদের 'বাস্তববাদী' বলে থাকেন) তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক জোর্জে ক্যাস্টানেদার 'বর্মহীন কল্পলোক' (UTOPIA DISARMED–1993) এমনি একটি পুস্তক।

ক্যাসটানেদার পুস্তকটি প্রকাশিত হবার মাত্র কয়েক মাস পরেই তাঁর নিজের দেশ মেক্সিকোর স্বদেশীয় চিয়াপাশ ভূমিপুত্রদের দৃষ্টিনন্দন (চমকপ্রদ অভ্যুত্থান) প্রত্যক্ষ করেছিলেন; যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল 'এজলান' (EZLN) সশস্ত্র কল্পবিলাসী সংগঠনের নেতৃত্বে, যার মূল সংগঠকরা হচ্ছেন গেভারা ঐতিহ্যের বাহক। একথা ঠিক, প্রথাগত গেরিলা গোষ্ঠীগুলির বিপরীতে 'এজলান' (EZLN) জাপাতিস্তারা (Zapatista) ঘোষণা করেছে যে তাদের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল করা নয়, তাদের উদ্দেশ্য হল মেক্সিকোর পৌর সমাজের আত্মসংগঠনকে অনুপ্রেরণা এবং সমর্থন জোগানো, এবং তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ওই দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিগূঢ় রূপান্তরসাধন। তা সত্ত্বেও ১৯৯৪ সালের অভ্যুত্থান ছাড়া জাতীয় মুক্তির জাপাতিস্তা বাহিনী (The Zapatista Army of National Libaration – EZLN)— চার বছর পরেও যারা তখনও সশস্ত্র— শুধু মেক্সিকোয় নয়, তামাম লাতিন আমেরিকায় এবং বিশ্বের অন্যত্র নয়া-উদারনীতিবাদের নিপীড়নের শিকার মানুষগুলির কাছে কখনওই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারত না। জাপাতিস্তাতন্ত্র একাধিক নাশকতামূলক ধারার সংমিশ্রণ কিন্তু গেভারাতন্ত্র হল অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সংস্কৃতির জারকরসে সম্পৃক্ত একটি মৌলিক উপাদান।

NewsWeek পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে ক্যাসটানেডা প্রশ্ন তুলেছেন, অবৈপ্লবিক পন্থায় সমাজের বিত্তশালী এবং বলশালী উঁচুতলার মানুষদের হাত থেকে ক্ষমতা এবং সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা, এবং তার ফলে লাতিন আমেরিকার চিরায়ত সামাজিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব কিনা? বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে এই প্রক্রিয়া যদি সত্যিই কঠিন মনে হয় তাহলে, ক্যাসটানেডা স্বীকার করেছেন, গোটা বিশ্বকে মেনে নিতে হবে, 'চে গেভারা মোটের উপর ঠিকই বলেছিলেন' (Che Guevara had a point, after all.)।

রাজনীতি যার ব্যক্তিসত্তা

চে কেবলমাত্র একজন বীরযোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজনৈতিক ও নৈতিক অভিক্ষেপ সমন্বিত, এবং ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের প্রণালীবদ্ধ একজন বৈপ্লবিক চিন্তক— যার জন্য তিনি লড়াই করে গেছেন এবং আত্মবলিদান করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক এবং আদর্শগত নিষ্ঠাকে যে দর্শন সুসঙ্গতি প্রদান করেছে, বর্ণ ও স্বাদে পরিপুষ্ট করেছে, তা হল তার গভীর বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদ। যথার্থ কমিউনিস্ট চে-র কাছে তিনিই হচ্ছেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী যিনি অনুভব করেন যে সমগ্র মানবজাতির গভীর সমস্যাগুলি হল তার ব্যক্তিগত সমস্যা; যখন পৃথিবীর কোথাও কেউ গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন তখন তার জন্য তিনি মর্মবেদনা অনুভব করেছেন; এবং পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যখনই তিনি স্বাধীনতার নয়া নিশান উড্ডীন দেখেন তখন তিনি উল্লসিত বোধ করেন। চে-র আন্তর্জাতিকতাবাদ— যা তার একটি জীবনধারা, একটি অনাধ্যাত্মিক

বিশ্বাস, এক অবশ্যপালনীয় নিদান এবং এক পারলৌকিক জাতীয়তাবাদ হিসাবে পরিগণিত—হল বৈপ্লবিক মার্কসবাদী মানবিকতাবাদের জীবন্ত এবং মূর্ত অভিব্যক্তি।

চে প্রায়ই জোসে মার্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, 'যে কোনও মানুষের নিজের গালে চপেটাঘাত করে অনুভব করা উচিত অপরের গালে চপেটাঘাত করলে কেমন লাগে।' এই আত্মসম্মানবোধ অর্জনের সংগ্রামই ছিল তাঁর অন্যতম নৈতিক দর্শন যা তাঁকে সান্তাক্লারার (Santaclara) যুদ্ধ থেকে শুরু করে বলিভিয়ার পর্বতমালায় শেষ মরীয়া লড়াই পর্যন্ত সমস্ত কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করেছিল। চে যাকে বলতেন, 'মানুষের মর্যাদার নিশান' (The Banner of Human Dignity) তা এখনও লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধা। এর উৎস হচ্ছে 'ডনকুইক্সট' (Donquixote)— যে উপন্যাস চে সিয়ারামেস্ত্রাতে বসে পড়তেন, কৃষক গেরিলা শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের ক্লাসে যে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতে ভালবাসতেন, এবং তার পিতামাতাকে লেখা শেষ চিঠিতে যার নায়কের সঙ্গে তিনি নিজেকে অঙ্গীভূত করে ফেলেছিলেন।

চে-র এই মূল্যবোধ মার্কসবাদে কিছু নতুন নয়। কার্লমার্কস নিজে লিখেছিলেন যে, 'সর্বহারার কাছে রুটির প্রয়োজনের চেয়ে আত্মমর্যাদার প্রয়োজন বেশি' (The proletariat needs dignity even more than it weeds bread)।

গেভারার কুশলী চিন্তার বিশ্লেষণ প্রায়ই তার গেরিলা সুষুম্নাকেন্দ্রের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। কিন্তু লাতিন আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা আরও অনেক বেশি গভীর। ১৯৬৭ সালে তিনি যুক্তি দিলেন, 'অন্য কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই : হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা বিপ্লবের হাস্যকর অনুকরণ।' কার্যত চে তামাম বিপ্লবী প্রজন্মকে সাহায্য করেছেন স্তালিনবাদী নির্বীর্যতার অন্ধবিশ্বাসের বন্ধ্যা গণ্ডী থেকে নিজেদের মুক্ত করতে।

অবশ্য চে'র লেখায় চোখে পড়বে--- তাঁর কিউবার অভিজ্ঞতাতেই হোক অথবা লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতাতেই হোক, এমনকি তাঁর বিয়োগান্ত বলিভিয়া অধ্যায়েই হোক--- যে কোনও বিপ্লবকে সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত করার প্রবণতা, সশস্ত্র সংগ্রামকে গ্রামাঞ্চলে গেরিলা সংগ্রামে পর্যবসিত করার চেষ্টা এবং গেরিলা যুদ্ধকে ছোট ছোট গোষ্ঠীকেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এই প্রবণতাই পরবর্তীকালে লাতিন আমেরিকার গেভারা-ঐতিহ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে।

চে'র রচনার এমন কিছু কিছু অংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেখানে গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণার সূক্ষ্ম তারতম্য ঘটানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গণরাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর তিনি কোথাও কোথাও জোর দিয়েছেন, অথবা যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের অপ্রতুলতার প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বিচার সন্ত্রাসবাদ অথবা গুপ্তহত্যা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট অনীহার কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলির

রণকৌশলের উপর যে গেভারা-ঐতিহ্যের ছাপ বিদ্যমান ছিল তা এখনও আমরা বহন করে চলেছি— পশ্চিমী বামপন্থীদের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংবেদনশীলতার নজির হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় প্রতিরোধের নজির হিসেবে, ব্রাজিলে ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলনের ন্যায় (Movement of Landless Peasants in Brazil) সামাজিক আন্দোলন থেকে শুরু করে যে ধারাগুলি নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিগণিত করে, সর্বত্র।

সেই ১৯২৯ সালে জোশ কার্লোস মনাটেগুই লিখেছিলেন, আমেরিকায় সমাজতন্ত্র কোনও ধরনের অনুকরণ বা নকল হতে পারে না, তা হবে এক বীরোচিত সৃষ্টি। বিদ্যমান কোন পন্থাকে/প্রতিরূপকে অনুকরণ করার সম্ভাবনা বাতিল করে চে বস্তুত এই ধরনের সৃজনই করতে চেয়েছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের একটা নতুন পথ তিনি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিলেন যা হবে আরও মৌলিক, আরও সমধর্মী, আরও ভ্রাতৃত্ববোধক, আরও মানবিক, এবং যা একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট নৈতিকতার সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে সঙ্গতিসূচক হবে।

চে-র মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে তার ধারণা নিয়ত বিবর্ধিত হচ্ছিল; কিন্তু তার বক্তৃতা এবং লেখা থেকে সহজেই চোখে পড়বে যে, স্তালিন অনুগামীদের স্বঘোষিত সাচ্চা সমাজতন্ত্র (Real Sociallism) সম্পর্কে তিনি এক ক্রমবর্ধমান সমালোচনাকর অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। তাঁর বিখ্যাত আলজিরিয় বক্তৃতায় (Algiers Speech) সেই ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, যে সমস্ত দেশ নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করে তাদের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন পশ্চিমের শোষক দেশগুলির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার অভ্যাস পরিহার করতে। এমনতর প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার প্রমাণ হল, কিছু কিছু দেশ একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী গন্ডি হতে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে অথচ তাদের সঙ্গে অসম বাণিজ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। চে ঘোষণা করলেন 'আমাদের চেতনায় যদি রূপান্তর না ঘটে— যে চেতনা মনুষ্যজাতির প্রতি নবীন ভ্রাতৃত্বমূলক শ্রদ্ধা বর্ধন করে— তাহলে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সমস্ত সমাজ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছে বা সমাজতন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে সেখানে ব্যক্তিগত স্তরে এবং যারা সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের শিকার হয়েছে, সকলের ক্ষেত্রেই ওই একই কথা প্রযোজ্য।'

১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে রচিত তাঁর 'Socialism and Man in Cuba' নামক প্রবন্ধে চে তৎকালে বিদ্যমান পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র গঠনের মডেলগুলি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর নিজস্ব বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদী অনুজ্ঞা অনুসরণ করে তিনি সেইসব ধারণা বরবাদ করলেন যে ধারণাগুলি সংশ্লিষ্ট আবর্জনাসহ পুঁজিবাদকে জয় করার উপর জোর দেয় (Conquer Capitalism with its own fetishes)— 'পুঁজিবাদ পরিত্যক্ত বস্তাপচা হাতিয়ার ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র গড়ার প্রহেলিকা অনুসরণ করতে গিয়ে— পণ্যদ্রব্যকে অর্থনীতির একক হিসাবে দেখিয়ে, মুনাফা, সুদের হার ইত্যাদিকে মনুষ্যক্রিয়ার

উদ্দীপক হিসাবে পরিগণিত করে— আমরা ক্রমশ কানাগলিতে প্রবেশ করার ঝুঁকি নিয়ে ফেলছি।'

চে-র মতে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানি করা মডেলটির অন্যতম বিপদ হল যে এতে সামাজিক অসাম্য বাড়ে এবং সমাজে প্রযুক্তিবিদ্ এবং আমলা শ্রেণীর একটি সুবিধাবাদী স্তর সৃষ্টি হয় : এই পুনর্বণ্টনমূলক ব্যবস্থায় 'ম্যানেজাররাই মুনাফা লুটে নেয়। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলির দিকে নজর দিলে এটা বোঝা যাবে; সেখানে নির্দেশকদের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কত, বা তার চেয়েও বড় কথা সেখানে পরিচালন করার জন্য নির্দেশকরা কি ধরনের পারিতোষিক লাভ করে।'

চে-র অর্থনৈতিক চিন্তা, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর সংক্রান্ত তার ধারণা একই সঙ্গে আবেগপ্রবণ এবং সমস্যাসঙ্কুল। সমতাবাদী এবং আমলাতন্ত্র-বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন তাঁর আসক্তি ধরা পড়ে তেমনি পণ্য বা বাজার সংক্রান্ত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনায়, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বস্তু সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তার সমালোচনায় এটা স্পষ্ট।

বেলজিয়ামের মার্কসবাদী এবং চতুর্থ আন্তর্জাতিকের নেতা আরনেস্ট ম্যান্ডেল স্তালিনবাদী অর্থনীতির গোঁড়া সমর্থক (যেমন চার্লস বেটেলহেম) এবং ১৯৬৩-'৬৪ সালের অর্থনৈতিক বিতর্কে কিউবার সোভিয়েত মডেল অনুসারীদের বিরুদ্ধে চে'র পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু চে-র প্রতিক্রিয়া— অবশ্যই অসমাপ্ত— নানা দিক থেকে সমস্যাসঙ্কুল। এই সমস্যা যা বলা হয়েছে তার জন্য যতটা নয়, যা বলা যায়নি তার জন্যে বেশি। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রশ্নে চে-র নীরবতা সমস্যা ঘনীভূত করেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে এবং বাজারের শ্রেণী-বিভাজনের বিরুদ্ধে চে-র যুক্তি ভুল বলা চলে না; পক্ষান্তরে, অধুনা প্রাধান্যশীল অমার্জিত নয়া উদারনীতিবাদী 'বিচারধারা'র বিরুদ্ধে চে-র যুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তথাপি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নের উপর তার চিন্তা কোনও আলোকপাত করতে পারেনি : কে পরিকল্পনা তৈরি করে? সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মৌলিক পছন্দগুলি কার সৃষ্ট? উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষেত্রে কে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে?

পরিকল্পনা অনিবার্যভাবে 'অভাবের উপর একনায়কতান্ত্রিক' (dictatorship over needs) কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয়ে উঠে, যদি না তার সঙ্গে সংযোজিত হয়—

* রাজনৈতিক বহুত্ববাদ্
* প্রাধান্য সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা
* অর্থনৈতিক বিকল্প নির্ধারণে বিভিন্ন প্রস্তাব এবং বিভিন্ন মঞ্চ ব্যবহার সম্পর্কে দেশের জনগণের খোলাখুলি পছন্দ

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস এ সম্পর্কে অসংখ্য নজির রেখে গেছে।

অন্যভাবে বলা যায় সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

বিগত বিশ বছরে কিউবার অভিজ্ঞতা ও গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুপস্থিতির নেতিবাচক ফলাফল প্রকট করে তুলেছে— যদিও মনে করা হয় যে অপরাপর তথাকথিত 'যথার্থ বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে'র (Really Existing Socialist States) সবচেয়ে নিকৃষ্ট সর্বাত্মক এবং আমলাতান্ত্রিক বিকৃতিগুলি কিউবা পরিহার করতে সমর্থ হয়েছে।

বাজার সম্পর্কে অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে চে-র আদর্শগত লড়াই সম্পূর্ণভাবে যৌক্তিক; কিন্তু পরিকল্পনার সপক্ষে তার যুক্তিগুলি আরও বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ীভূত হত যদি সেগুলিকে পরিকল্পনার কৃৎকৌশলের উপর শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করা যেত। যেমন আরনেস্ট ম্যান্ডেল অন্য প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেছেন, একদিকে বাজার অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির অচলাবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একটি তৃতীয় রাস্তা আছে: তা হল শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা, যা হবে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত এবং কেন্দ্রীভূত এবং সহযোগী উৎপাদকদের দ্বারা পরিকল্পিত স্বশাসন। সোভিয়েত মডেলের প্রতি তার অনাস্থা সত্ত্বেও এবং তার আমলাতন্ত্র-বিরোধী দায়বদ্ধতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে গেভারার ধ্যানধারণা আদৌ পরিষ্কার ছিল না।

১৯৬৭ সালের ৮ই অক্টোবর গেভারা মারা যান; নিপীড়িত জনতার শৃঙ্খলমোচনের সুদীর্ঘ যাত্রার সহস্রাব্দ পঞ্জিকায় ওই দিনটি চিরতরে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বুলেট স্বাধীনতা যোদ্ধাকে হত্যা করেছে, কিন্তু তাঁর ভাবধারা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁর স্বপ্নকে হত্যা করতে পারেনি; ক্ষিপ্ততা এবং হতাশা থেকে যারা এমিলিয়ানো জাপাটা, রোজা লুক্সেমবুর্গ, লিওন ট্রটস্কি এবং আরনেস্টো চে গেভারাকে হত্যা করেছে তারা কিন্তু পরে দেখতে পেয়েছে যে তাদের বলিপ্রদত্ত নায়কদের ধ্যানধারণা বিদ্যমান/জীবিত থেকেছে, এবং নতুন যে সমস্ত প্রজন্ম সংগ্রামের হাতিয়ার তুলে নিয়েছে তাদের চেতনায় উক্ত ধ্যানধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে।

বর্তমান দুনিয়া গেভারার জীবন এবং সংগ্রাম থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু যাদের মেকি হেগেলবাদী 'ইতিহাসের পরিসমাপ্তি'তে (end of history) বিশ্বাস নেই, অথবা যাদের উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক বাজারি অর্থনীতির অমরত্বে আস্থা নেই এবং প্রচলিত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নির্মম সামাজিক অন্যায়ের যারা বিরোধিতা করে এবং 'নয়া দুনিয়াদারি' (New world order) কর্তৃক দক্ষিণী জনতার উপান্তীয়করণের যারা বিরোধী, তাদের কাছে চে'র বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদী বার্তা আজও ভবিষ্যতের দিকদর্শন হিসেবে কাজ করছে।*

*ইংরেজি থেকে অনুবাদ : জগবন্ধু অধিকারী

চে গেভারা ও ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা

গৌতম রায়

কার মুখেব ছবি সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে? জামায়, টি-শার্টে, পোস্টারে, কাফের দেওয়ালে, গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নোনা-ধরা ডেরায়, আবিশ্ব পুষ্প-প্রজন্মের লকেটে, বিটনিকদের কব্জির উল্কিতে? এর্নেস্তো চে গেভারার। এ ব্যাপারে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। লেনিন বা মাও নন, এমনকী যিশু খ্রিস্টও নন, যদিও তাঁর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে অনেকেরই যিশুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। যিশুর মতোই যে তিনি পরিত্রাতা হতে চেয়েছিলেন। গরিবের, পীড়িতের, বঞ্চিতের, দুর্বলের। তাই যারা সবল, সচ্ছল, প্রতারক ও পরাক্রমী, তাদের হাতে তাঁকে নিহত হতে হয়।

কিউবার বিপ্লবের নেতৃত্ব ফিদেল কাস্ত্রোর হাতে থাকলেও তাঁর কমরেড ও সহযোগী চে গেভারার ভাবমূর্তি দ্রুত কাস্ত্রোকে ছাপিয়ে যায়। ফিদেল ছিলেন শুধুই যোদ্ধা, বিপ্লবের পরিকল্পনাকার, সমাজ-পরিবর্তনের রূপকার। চে এইসব কিছু ছাড়াও ছিলেন কবি, ভাবুক, স্বপ্নদ্রষ্টা। মধ্যবিত্তের আয়েশি জীবন ছেড়ে মশার জঙ্গলে বন্দুকে টোটা ভরেন, আবার হ্যামকে শুয়ে গ্যয়টে পড়েন, কবিতা লেখেন। তদুপরি বিপ্লবোত্তর কিউবার মন্ত্রী হবার সচ্ছলতা এবং দেশব্যাপী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিশ্চিন্ত উপভোগ ছেড়ে স্বৈরাচার কবলিত লাতিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে বিপ্লবপ্রচেষ্টা সফল করতে ঝোলা-কাঁধে বেরিয়ে পড়া। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কাছে, আবিশ্ব যুবসমাজের কাছে মুহূর্তে আইকন হয়ে ওঠার যাবতীয় উপাদানই তো গেভারায় মজুত। তাঁকে ঠেকাবে কে? জীবৎকালেই কিংবদন্তী গেভারার স্বৈরাচারী ঘাতকের হাতে মৃত্যু অমরত্বের জন্য যেটুকু বাকি ছিল, তাও মুহূর্তে পুষিয়ে দিল। লাতিন আমেরিকার ভূগোল অতিক্রম করলেন চে।

উত্তাল ষাটের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাও যে চে গেভারার দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এ তো একরকম স্বতঃসিদ্ধই ছিল। বাস্তবে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের তাত্ত্বিক ভুবনে কিন্তু সে ভাবে চে'র ছায়া পড়ল না। বলা যায়, সচেতনভাবেই পড়তে দেওয়া হল না। নকশাল আন্দোলনের তাত্ত্বিক দলিলে প্রথম থেকেই চে'র বিপ্লববাদকে অতি-বাম অ্যাডভেঞ্চারিজম, কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হঠকারিতা বলে শনাক্ত করা হল। তার বিপরীতে তুলে ধরা হল মাও জে দঙের কৃষি বিপ্লবের লাইন— দীর্ঘস্থায়ী কষ্টকর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, তাদের রাজনীতি-সচেতন করা, সশস্ত্র করা, ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে গণফৌজ ও মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা এবং মুক্ত গ্রাম দিয়ে শেষে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি শহরগুলোকে ঘিরে ফেলার লাইন। এমনকী গেরিলা যুদ্ধের পাঠ নেবার জন্যও কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা চে'র কাছে গেলেন না, গেলেন মাওয়ের কাছে, তাঁর মিলিটারি রাইটিংসের কাছে। তত্ত্বে অন্তত চে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন। শুধু ব্রাত্যই নন, পেটিবুর্জোয়া উগ্রতা এবং হঠকারী বাম-বিচ্যুতির প্রতীক রূপে কিছুটা যেন নিন্দিতও। যাঁদের শীর্ষ নেতা নিজেকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্য রূপে দাবি করেন এবং যাঁর আন্তর্জাতিক রণধ্বনি হয়ে ওঠে 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', তাঁদের কাছে চে গেভারার বেপরোয়া আত্মবলিদান বেহিসেবি বালখিল্যতা প্রতিপন্ন হতেই পারে।

কিন্তু এই অকুতোভয় ও অকালমৃত বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ 'রেমিনিসেন্সেস....' যে ইতিমধ্যেই যুবকদের হাতে-হাতে ঘুরছে। নবদীক্ষিতদের যদি বা ফতোয়া দিয়ে নিবৃত্ত করা যায়, অদীক্ষিতরা তা মানবে কেন? অথচ তাদেরও তো টেনে আনা দরকার। দীক্ষিতরাও যে কিউবান বিপ্লবের ইতিকথা পাঠ করে উদ্বেল হয়, রক্তে দোলা লাগে। তা ছাড়া, তত্ত্বে যতই বামপন্থী বিশৃঙ্খলা বলে তিরস্কার করা হোক, হাতে কলমের অনুশীলনে তো অনেকটা গেভারা লাইনই এসে যাচ্ছে। সেই ভূমিপুত্র বা স্থানীয় শ্রমজীবী জনসাধারণ থেকে শহুরে যুবকদের বিচ্ছিন্নতা, সেই রাইফেলের শক্তির উপর ভরসা, গেরিলা কৃৎকৌশল ও প্রকরণের উপর নির্ভরতা, জলের মধ্যে মাছের মতো জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবীদের মিশে থাকার বদলে সহজে বহিরাগত হিসাবে ধরা পড়ে যাওয়া। মুখে মাও জে দঙের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার সার হিসাবে কৃষি বিপ্লবের কথা আওড়ালেও কাজে গেভারার লাইনই ব্যাপকভাবে ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে অনুসৃত হতে থাকে।

নকশাল আন্দোলনের প্রথম অগ্নিক্ষরা পর্বটি অন্তত মাও জে দঙের কৃষি বিপ্লবের প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখিয়ে কার্যক্ষেত্রে চে গেভারার বিপ্লবপ্রচেষ্টার অনুকরণেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। চারু মজুমদার তাঁর লেখাপত্রে ছাত্রযুবসমাজকে গ্রামে গিয়ে কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে আপাতদৃষ্টিতে চিনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে রেড গার্ডদের প্রতি চেয়ারম্যান মাওয়ের পরামর্শের প্রতিফলন থাকলেও গেরিলা স্কোয়াড গঠন এবং শ্রেণীশত্রু শনাক্ত ও খতম করার পদ্ধতি নিরূপণে চারুবাবু প্রধানত গেভারার সহজ বিজয়ের লাইন ও চমকপ্রদ অ্যাকশনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে এই লাইনের প্রবল অনুসারী ছিলেন অসীম চ্যাটার্জিরা।

শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখা, নিজের শক্তিকে অবাস্তব রকমের বড় করে দেখা, রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ধাক্কা সৃষ্টি করে। কিউবায় বাতিস্তার নড়বড়ে শাসনকে বারো জন গেরিলার হাতে উৎখাত হতে দেখে দেশে-দেশে কমিউনিস্টরা যে প্রমাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, ভারতীয় বিপ্লবীরাও তার বাইরে থাকতে পারেননি। তা নাহলে নকশালবাড়ির একটি

গ্রামে কিছু কৃষকের জমি-দখলকে কৃষি বিপ্লবের সূচনা কিংবা মাগুরজানে কয়েকটি রাইফেল দখলকে ভারতীয় গণমুক্তি ফৌজের জন্ম বলে ঘোষণা করার হাস্যকর আস্ফালন থেকে চারুবাবু তাঁর অনুগামীদের অব্যাহতি দিতে পারতেন। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান শেষ পর্যন্ত '৭৫ সালের মধ্যই দেশ মুক্ত হবে, এই দিব্যস্বপ্নসুলভ প্রত্যয়ে পৌঁছতে পারত না। প্রতিবিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি মাপতে না পারার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা রয়েছে, তা দিয়ে আর যাই হোক. এ যুগে কোনও সফল বিপ্লব সংঘটন করা সম্ভব নয়। কিউবা ছাড়া এমনকি লাতিন আমেরিকারও আর কোথাও চে গেভারার সূত্র কার্যকর হয়নি।

এ সবের পরিণাম যা হবার, তাই হয়েছিল। যে কৃষকদের মুক্তির জন্য চে তাঁর জীবন বাজি রেখেছিলেন, তারা তাঁর আত্মত্যাগের মর্ম বুঝতে পারেনি। তারা তাঁকে এমনকি নিজেদের বন্ধুও ভাবেনি, শত্রুর চর ভেবেছিল, দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের কাছে গোপন খবর পাঠিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কী? নকশালপন্থী যুবকদের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনা অসংখ্য। যে ভূমিহীন কৃষকদের জোতদারদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে ঘর-বাড়ি, লেখাপড়া, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি ত্যাগ করে তাদের গ্রামে যাওয়া, সেই কৃষকরাই তাদের অনেককে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। তাদের সশস্ত্র অ্যাক্‌শন, শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত করার আহ্বান, ভূমিহীন কৃষকের উদ্যোগের দরজাকে অর্গলমুক্ত করতে পারেনি, তার কল্পনাকেও উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। উপরন্তু জোতদার-মহাজনের সঙ্গে যুগ-যুগ ধরে, বংশপরম্পরায়, জীবনে-মরণে, সুদে-আসলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা কৃষক তার প্রথাগত চিরাচরিত জীবনবৃত্তে এক উটকো বাইরের আপদ মনে করে নকশাল যুবকদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

চে গেভারার আত্মত্যাগের গল্প তবু গায়ে কাঁটা তুলে দেয়, তৃতীয় বিশ্বের রোমান্টিক বিপ্লবচেতনার শেষ কথা হয়ে ওঠে। শুধু তৃতীয় বিশ্বই বা কেন, তথাকথিত প্রথম বিশ্বের যুব সম্প্রদায় তাদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষবিরোধী আন্দোলনে চে'র ছবি আঁকা টি-শার্ট পরেই যোগ দেয়। ইউরোপ-আমেরিকার সুবিধাভোগী সংগ্রামবিমুখ শ্রমিক-অভিজাতরা নয়, ছাত্রযুবকরাই এ যুগের নব্য প্রলেতারিয়েত, নয়া বাম আন্দোলনের এই তত্ত্বের পিছনেও থাকে গেভারার বিপ্লবপ্রয়াসের পরোক্ষ প্রেরণা। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নাবালক রেডগার্ডদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে ষাটের দশকের যৌব অভিযানকে একাত্ম করে দেখার একটা প্রবণতা আছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার যাবতীয় ধ্বংসাত্মক, নেতিবাচক তাৎপর্য নিয়ে উদঘাটিত হওয়ার পর ইউরোপ-আমেরিকার ছাত্র আন্দোলনের প্রেরণা মাও জে দঙের বদলে গেভারার মধ্যেই খোঁজা শুরু হয়। ক্রমে মাও তাঁর তালেবর উত্তরসূরি দেঙ জিয়াও বিঙের দ্বারা বিশ্ব-ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করলে একান্তভাবেই এক চিনা নেতা হিসাবে তিয়েনানমেন স্কোয়ারের মাথায় শোভা পেতে থাকেন। তাঁর 'রেড বুক', 'তিনটি লেখা' ও 'পাঁচটি লেখা' ক্রেতা-গ্রাহকের অভাবে

বাজার থেকে উধাও হতে থাকে। আর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে চে'র ছবি। চে ক্রমে পণ্য হয়ে উঠতে থাকেন, বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার বিপণনের উপকরণ হয়ে উঠতে থাকেন, যুব সম্প্রদায়কে কোনও পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করার অমোঘ উপায় হিসাবে অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকেন। চে বলতে অবশ্যই চে'র মুখ, সেই যিশুপ্রতিম, স্বপ্নালু চোখের নিষ্পাপ বিপ্লবীর অবয়ব, তাঁর বাণী বা শিক্ষা নয়, তাঁর দীক্ষা বা ত্যাগ নয়, তাঁর আদর্শবাদ বা জীবনযাপন নয়। অথচ আবার যেন সেইসবও। ক্রমে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ (যা উৎখাত করার জন্য চে লড়াইয়ে নেমেছিলেন) তার পণ্যসংস্কৃতি দিয়ে চে গেভারার মূর্তি ও ভাবমূর্তিকে গ্রাস করে ফেলে।

আমার চোখে চে : অন্বিষ্ট চেতনার আলোকে

আনন্দগোপাল গুপ্ত

উত্তর-আধুনিক বা অধুনান্তিক অথবা মতান্তরে প্রলম্বিত আধুনিক কালপর্বে দাঁড়িয়ে এর্নেস্তো গেভারা ডে লা সেরনা অর্থাৎ 'চে গেভারা'-কে শুধুমাত্র অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়, অসম্ভব রোমান্টিক এক বিপ্লবী যোদ্ধা ভাবা যায় না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর সংগ্রাম, তাঁর আদর্শবোধকে বুঝতে হবে। তবে একরৈখিক বা একমাত্রিক দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রকে দেখলে হবে না; দেখতে হবে বহুরৈখিক, বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সোশ্যালিজম মানবসমাজের মতোই পুরনো এবং কার্ল মার্কস তার প্রথম এক্সপোনেন্ট ছিলেন না। মার্কসের আগেও সোস্যালিজম আলবত ছিল। তবে প্রাক-মার্কসীয় সোশ্যালিজম ছিল রোমান্টিক, হিউম্যানিটারিয়ান, আইডিয়ালিস্টিক, ফিলানথ্রপিক বা চ্যারিটি সোশ্যালিজম। এগুলোকে প্রিসায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম বললে ভুল হবে না। এর পর ইহুদি কার্ল মার্কস এবং খ্রিস্টান ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ১৮৪৮ সালে পয়দা করলেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। এর মূল কথা : ক. মনিস্টিক মনোক্রাটিক মেটেরিয়ালিজম, খ. ক্লাসস্ট্রাগল বা শ্রেণীসংগ্রাম, গ. এক্স— প্রপ্রিয়েশন অফ অল এজেন্টস অফ প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ঘ. রেভলিউশনারি ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত ওভার দি বুর্জোয়াজি— চারটে বিষয়কেই মোটামুটি নতুন বলা যায়, তবে দ্বিতীয়টা অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম (Class Struggle) সম্পর্কে বলা যায় যে, শ্রেণী (Class) আর সংগ্রাম (Struggle) কোনওটাই নতুন নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে কোনও মানবসন্তানই এ দুটোকে এক করে দেখেননি। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম এভাবে দেখলেন, তাই তাঁরা কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব তথা যুগপুরুষ।

যাইহোক, এল মার্কসিজম বা সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, যা চায় সম্পূর্ণ নতুন ফাউন্ডেশনের ওপরে সমাজের পুনর্গঠন। তা হল, অ্যানিহিলেশন অফ সারপ্লাস ভ্যালু। যখন তা হবে তখন সত্যি সত্যিই দারিদ্র্য নির্বাসিত হবে কিনা আমি জানি না। আমি মনে করি মার্কসিজম একটা অ্যাবস্ট্রাকসন। ওটা স্পেকিউলেটিভ থট। গীতা অনুসারে জীবন চালিত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ আছে, তেমনি সন্দেহ আছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে চলা যায় কিনা। শুরু হয়ে গিয়েছিল পুজো-আর্চার মতোই বাড়াবাড়ি। এঙ্গেলসের বিবরণ অনুযায়ী, মার্কস তো একবার ফরাসি অনুগামীদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ভগবানের দোহাই, আমি মার্কসবাদী নই!' আমি মনে করি, মার্কস যেমন বলেছেন, ইতিহাসের গতি তেমন

সরল নয়— তার নানান বাঁক বা বৈচিত্র্য আছে।

আসলে মার্কস তাঁর জীবনে যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হতে দেখেননি, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত পোষণ করেছেন তা ছিল অনেকটাই ভাবাশ্রয়ী বা কাল্পনিক। এই কারণেই আমি মনে করি, সমাজতন্ত্র পরিচালনার জন্যে মার্কসবাদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অসংগত নয়। কিন্তু মেহনতি মানুষের মুক্তি অর্জনের পথে মার্কসবাদের শিক্ষা আগের মতো এখনও প্রাসঙ্গিক, আগামী দিনেও এর প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। তবে এর একদিকে যেমন নতুন নতুন আঙ্গিক উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দরকার সৃজনশীলতা ও বাস্তবতা আরোপ করা। এই সৃজনশীলতা স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়েছিল রুশ দেশে লেনিনের মধ্যে। ১৯১৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লব হয়েছিল জারশাসিত রাশিয়াতে। একাধারে রাজনীতিক, তাত্ত্বিক ও সংগঠক লেনিন মার্কসবাদকে বিশ্লেষণ করে তাকে রাশিয়ার উপযোগী করে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি মার্কসবাদকে বিকশিত বা উন্নত করেছিলেন, সংশোধন করেননি। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি লেনিন মারা যান, সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরেন বাস্তববাদী স্তালিন।

রাশিয়াতে লেনিনের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে চার বছর পর আর্জেন্টিনার রোজারিও-তে ১৯২৮ সালের ১৪ই জুন এক বৃহৎ, সম্পন্ন, চিন্তার দিক থেকে মুক্ত, এমনকি র‍্যাডিকাল এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে 'চে' জন্মান। তার কৈশোর কেটেছে কর্ডোবা-র আলটা প্রাশিয়ায়। বুয়েনর্স আয়ার্সের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন তিনি ত্রিনিদাদ, ব্রিটিশ গায়না এবং প্রথমবারের জন্য লাতিন আমেরিকা ভ্রমণ করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন এবং ডাক্তারি ডিগ্রি লাভ করে দ্বিতীয়বার লাতিন আমেরিকা ভ্রমণ করেন। মনে করা হয়— এইসব ভ্রমণ লাতিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম উপলব্ধি করতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। ১৯৫৪ সালে সি. আই. এ. কর্তৃক পরিচালিত এক সামরিক অভিযানে গুয়াতেমালার আরবেনজের নির্বাচিত সরকারের উৎখাতের ঘটনা তিনি নিজের চোখে দেখেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি হলে তিনি গুয়াতেমালা পরিত্যাগ করে মেক্সিকো শহরে আশ্রয় নেন। এখানে তিনি ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি-তে যোগদান করেন অর্থাৎ চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

এই সময় কিউবার স্বৈরতন্ত্রী ফুলজেনসিও বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে নির্বাসিত কিউবার বিপ্লবীরা মেক্সিকোতে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানেই চে-র সঙ্গে ওইসব বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৯৫৫ সালে চে ফিদেল কাস্ত্রোর সান্নিধ্য লাভ করেন। ইতিমধ্যে পেরুভিয়ান এক মহিলা, হিলদা গাদিয়াকে বিবাহ করেন চে এবং হিলদিতা নামে এক কন্যা হয় তাঁদের। ১৯৫৬ সালে 'গ্রানমা' নামক ইয়াটে চড়ে কাস্ত্রোর দল কিউবায় অবতরণ করেন। বাতিস্তার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তিন বছরব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯৫৯ সালে অর্থাৎ মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন

প্রতিষ্ঠার (১৯৪৯ সাল) ১০ বছর পর কিউবার বিপ্লবীরা জয়লাভ করেন। চে, আলেইদা মার্চ দে লা তোরে-কে বিবাহ করেন, এই বিবাহের ফলস্বরূপ চারটি সন্তান জন্মেছিল।

কিউবা বিপ্লবে ফিদেল কাস্ত্রোর দক্ষিণহস্ত ছিলেন চে। ফিদেলের যে সাফল্য তার পেছনে চে-র অবাদন সর্বাধিক। ফিদেল নিজেই স্বীকার করেছেন, তার সাফল্যের যে গৌরব তাঁর অধিকাংশই চে-র প্রাপ্য। জয়লাভের পর, কাস্ত্রোর বিপ্লবী সরকারে চে-কে জাতীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর করা হয়। ১৯৬১ সালে তিনি শিল্পমন্ত্রী হন। উরুগুয়ের পন্‌টা দেল এস্তে-তে অনুষ্ঠিত 'অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেট্‌স্'-এর সভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক লাতিন আমেরিকার জন্যে প্রস্তাবিত 'অ্যালায়েন্স ফর প্রোগ্রাম'-এর বিরোধিতা করেন। পরের চার বছর ধরে তিনি সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান, কিউবার রাষ্ট্রদূত হিসেবে। সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা করে বিভিন্ন দেশে তিনি নির্বাসিত মানুষদের কাছে সমাজতন্ত্রের আদর্শিক বাণী পৌঁছে দিতে থাকেন। রাষ্ট্রসংঘে চে-র উদাত্ত ঘোষণা, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে মালি, কঙ্গো, গিনি, ঘানা, দাহোমি, তানজানিয়া ও মিশর ভ্রমণের পর চে আলজিরিয়াতে আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতি আয়োজিত দ্বিতীয় অর্থনৈতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ই মার্চ তিনি, অর্থাৎ চে হাভানায় ফিরে আসেন। ১৫ই মার্চ শিল্পমন্ত্রকের কর্মীদের কাছে তাঁর ভ্রমণ-সম্পর্কিত বক্তৃতাই চে-র কিউবায় শেষ প্রকাশ্য আবির্ভাব। ১লা এপ্রিল তিনি তাঁর বাবা-মা, সন্তান এবং ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে বিদায়জ্ঞাপক পত্র লেখেন। এরপর সরাসরি আন্তর্জাতিক বিপ্লবীসংগ্রামে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি কিউবা ত্যাগ করেন। সারা আফ্রিকা ঘুরে বেড়ান তিনি, কঙ্গোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন লড়াইয়ে। ১৯৬৬ সালে তিনি লাতিন আমেরিকায় ফিরে আসেন গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করতে, লক্ষ্য 'বিশটা নতুন ভিয়েতনাম'— এর স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা। নিজে ছদ্মবেশে কাজ করতে যান বলিভিয়ায়। সেখানে কিউবান বিপ্লবী ও বলিভিয়ার মানুষদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে বলিভিয়ার সামরিক সরকারের উৎখাতের জন্যে গেরিলা অভিযান শুরু করেন। ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ সালে ইউরো খাতের যুদ্ধে চে আহত ও বন্দি হন। ৯ই অক্টোবর বলেভিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের আদেশানুসারে হিগুয়েরা গ্রামে রেঞ্জার্স বাহিনী তাঁকে হত্যা করে।

ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, কর্মজীবনে, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায়, মনুষ্যধর্মে অবিচল চে ছিলেন বহুরৈখিক, বহুমাত্রিক, বর্ণোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। লেনিনের নেতত্বে ঘটা রুশ বিপ্লবের শহর-কেন্দ্রিক শ্রমিকনির্ভর বিপ্লবের মডেল যে কৃষি তথা কৃষকপ্রধান অনুন্নত দেশে বর্ণে-বর্ণে অনুকরণীয় নয়, চীন বিপ্লব পরিচালনার কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মাও-সে-তুং তা প্রমাণ করেন। আরও পরে ভিয়েতনামে হো-চি-মিন, কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে কিছুটা সেই পথের সার্থক অনুসরণ করেন। এই এ-পথ হল গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর এবং প্রধানত বিপ্লবী সংগ্রামের পথ; দীর্ঘ কঠোর এই পথ আসলে ছিল

গেরিলা সংগ্রামের পথ। অবিচলিত নিষ্ঠা, দীর্ঘ প্রস্তুতি, কঠোর সংগঠন, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এই পথের প্রধান অবলম্বন এবং গ্রামের কৃষকরা হল এই সংগ্রামের বৈপ্লবিক শক্তির অন্যতম উৎস বলে ফ্যানন-দেব্রে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে, চে-অনুসৃত বিপ্লবের পথ, নীতি ও তত্ত্বের সঙ্গে লেনিনের তো বটেই, এমনকি মাও-সে-তুং-এর অনুমোদিত পথ, নীতি ও তত্ত্বের অনেক ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর মতো মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবী বিরল এবং তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্ব তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সংগ্রাম-অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত।

নিঃশ্রেণীক সমাজে 'প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ব্রতে চে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন— এমন কথা জোর দিয়ে বলা না গেলেও স্বীকার করতেই হয় যে, সমগ্র লাতিন আমেরিকার মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোতে যে বর্ণবিদ্বেষ, দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে চে ছিলেন তার জীবন্ত প্রতিবাদ। কিউবায় তাঁর সাফল্যের পর চে লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে ব্রতী হন। তবে কিউবায় যেমন তিনি সফল হয়েছিলেন, সেরকম বলিভিয়া বা লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে হননি। এমনকি কৃষকদের বিপ্লব-বিরোধী আচরণের অভিজ্ঞতাও তিনি বলিভিয়ায় কম অর্জন করেননি।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সন্তানদের লেখা তাঁর চিরবিদায়ের চিঠি থেকে, মানুষ চে-কে, তাঁর আদর্শকে গভীরভাবে জানা যায়। বুকের গভীরে আদর্শের দৃঢ় প্রত্যয়, কলিজায় অসম্ভব বলিষ্ঠতা থাকলে তবেই হয়তো হত্যাকারীর বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে চে-র মতো বলা যায়, 'গুলি করো, ভয় পেও না।' তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, চে-র অকালমৃত্যুর কারণ ছিল বলিভিয়ার বিপ্লবীদের গণসংগঠন ও গণসমর্থনের অভাব। চে-র অনেক রচনায় ও উক্তিতে বিপ্লবীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা, হঠকারিতা ও কল্পনাবিলাস সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যদিও তিনি অপেক্ষা করে সুফল পাওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিপ্লবীদের ভুলচুক হবে, মাঝে-মাঝে কাজকর্মে বাড়াবাড়িও উৎকটভাবে প্রকাশ পাবে অর্থাৎ বিপ্লবীরা সবসময় সন্তর্পণে পা ফেলতে পারবেন না— একথা মাও-সে-তুং-এর মতো চে-ও বলেছেন। কিন্তু বিপ্লবীদের পশ্চাদ্‌ভূমি হবে সুদৃঢ় গণসংগঠন ও জনসমর্থন— সংগ্রামের পথে তা গড়ে তুলতে হবে, জলে মাছ যেমন সন্তরণশীল থাকে তেমনি গণসমুদ্রে বিপ্লবীরা সন্তরণশীল হবেন— এমন ধরনের কথা মাও-এর মতো চে জোর দিয়ে বলতে পারেননি। এইসব কারণেই চে-কে মার্কস-লেনিন-মাওবাদে পুরোপুরি বিশ্বাসী অথবা তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মনীতির অনুগামী হিসাবে ভাবলে অনেকাংশেই ভুল হবে।

চে মনে করেছিলেন পেশাদারি সৈন্যদের পঙ্গু করে দেশকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধ। যেসব দেশে জনতার মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে সেসব দেশে জনতাকে কায়েমী বা স্থিত স্বার্থের লোকেরা প্রতারণা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে, শাসনক্ষমতা যাদের হাতে আছে, তারাই ক্ষমতাকে চিরকালের জন্য কুক্ষিগত রাখুক। প্রগতিশীল বুর্জোয়ার ভূমিকা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের ওপর বঞ্চনা

চালানো ছিল মার্কিন-প্রভাবিত দেশগুলোর উদ্দেশ্য। তাদের ভণ্ডামির শিকার হয়েছে তথাকথিত সাম্যবাদী দেশগুলো। বিপ্লবের কথা তারা ভুলে গেছে, তারা জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছে। যারা বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করে তারা আসর জমাতে পারছে না শোধনবাদীদের মোহময় বঞ্চনার জোর প্রচার ব্যবস্থা আর গণতন্ত্রের ভুয়াবুলিতে। ফিদেল কাস্ত্রোর মতো, চে-ও বিশ্বাস করতেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব না থাকলে কিউবায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানো অসম্ভব হত এবং এই দেশটিই পৃথিবীর সমাজতন্ত্রের যথার্থ পিতৃভূমি। চে-সহ কিউবার বিপ্লবের নেতারা ভূমিসংস্কার, বৃহৎ পুঁজির জাতীয়করণ, অবৈতনিক শিক্ষা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কাস্ত্রোর জবানি থেকে জানা যায় যে, এখনও কিউবাতে চে-র বিপ্লবী চিন্তাধারাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমি মনে করি, চে বুঝেছিলেন, পৃথিবীর অবস্থা বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়, এর আমূল/র‍্যাডিকাল রূপান্তর, তথা বিপ্লবী সংস্কার প্রয়োজন। তাই কোনও গোঁড়া বা স্থূল মার্কসবাদী ছিলেন না তিনি। মার্কসীয় চিন্তাধারাকে সময়োপযোগী করে তুলতে চেষ্টা করেছেন তিনি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমরা বৈজ্ঞানিক মার্কসের চিন্তার সঙ্গে মানিয়ে চলছি। আমাদের বিপ্লবের পথে চলতে, পুরাতন সমাজব্যবস্থার ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে পুরাতনকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে বোঝাপড়া প্রয়োজন। আমরা মার্কস প্রদর্শিত পথেই চলেছি, কিন্তু বিপ্লবের ধারাকে আমরা নিজেদের প্রয়োজনমতোই পরিচালনা করছি।' চে তাঁর সমগ্র জীবনে বিপ্লবী মানবিকতাবাদের দার্শনিক প্রত্যয়কে তুলে ধরেছিলেন। এখনও শুধু কিউবাতে নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকাতে, চে সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ হিসাবে জনগণের মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছেন— তাঁদের মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছেন। ফ্রান্সে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির সমঝদারদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই সামনের ঘরে চে-র ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে বহু চার্চে যুবসমাজকে আকর্ষণ করার জন্যে যীশুর দেহে মুখ পাল্টিয়ে চে-র মুখ বসানো হয়েছে। চে-কে জাঁ পল সার্ত্র 'সমকালের সবচেয়ে সম্পূর্ণ মানুষ' বলে দেখিয়েছেন। কাস্ত্রো নিজের চেয়ে চে-র বিপ্লবী চিন্তাধারাকে অধিক পরিপক্ক বলে মত প্রকাশ করেছেন। মাইকেল লোয়ি মনে করেন, বিপ্লবী আদর্শবাদ ছিল চে-র ব্যক্তিত্বের অখণ্ড অসাধারণত্ব। শেষ বিচারে সমাজতান্ত্রিক মানবিকতাবাদী চে ছিলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পথপ্রদর্শক এক তত্ত্ব-মনস্বাত্ত্বিক সংকীর্ণতামুক্ত অতুলনীয় চরিত্র : মুক্তমতির বিপ্লবী মানবিকী মার্কসবাদের অন্যতম প্রত্যয়ী পথিকৃৎ। এইখানেই তাঁর অনন্য সার্থকতা · 'মৃত্যুতেও তিনি মৃত্যুহীন'। তিনি আছেন 'যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই'। তিনি আছেন; থাকবেন। তাঁকে আমাদের বড় প্রয়োজন।

পাঠঋণ :

১. চে গুয়েভারার ডায়েরি (বলিভিয়ার ডায়েরি), প্রকাশক : NBA

২. 'গণশক্তি', ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০০, রবিবারের পাতা।

৩. আমি চে গুয়েভারা, বেদুইন, প্রকাশক : নাথ পাবলিশিং,
কোলকাতা — ৭০০০২৯

৪. দি মোটরসাইকেল ডায়ারিজ— চে গেভারা, অনুবাদ : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক : চিরায়ত প্রকাশন, কোলকাতা— ৭০০০৭৩

৫. এর্নেস্টো চে গুয়েভারা, আই. লাভরেৎস্কি, অনুবাদক : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, মনীষা।

৬. মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান।

৭. চে : মানবিক উৎসের দিকে, সুজিত সেন, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা — ৭০০০০৯

৮. মার্কসের পর মার্কসবাদ, শমিত কর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা— ৯

৯. 'মার্কসবাদী পথ', ১৪ বর্ষ— ৪র্থ সংখ্যা।

১০. 'বালার্ক', শারদ সংকলন, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

১১. প্রসঙ্গ লেনিন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, লোকায়ত সাহিত্য কেন্দ্র, আগরতলা— ৭৯৯০০১

গেভারার কবিতা : বিপ্লবী রোমান্টিক ব্রতকথা

সুজিত সেন

চে মানে রাইফেলের শব্দ, চে মানে সমুদ্রের গর্জন, চে মানে বিপ্লব এবং মুক্তি। এই সাধারণ বর্ণনার বাইরে আর একটি উপমা বোধ হয় থেকে যায়। চে মানে এক আশ্চর্য নীল আকাশ যেখানে আলোচনার গভীর রঙের ওপর কবিতার মেঘ নৌকো সাজায়— অর্থাৎ চে মানে নিপীড়িত মানবতার বৈষয়িক মুক্তি আর আত্মিক মুক্তির বিপ্লবী উল্‌গুলান, অর্থাৎ বিরাট তোলপাড়— এক তুলকালাম সংগ্রাম : এক হাতে জ্বলন্ত রাইফেল আর অন্য হাতে রক্তকরবীর প্রতীকী মাতন— সব মিলিয়ে চে সমকালের সবচেয়ে গোটা একটা বিপ্লবী জীবনের দাবানল। এবং এই সূত্রে চে আমাদের সোচ্চারে শিখিয়ে গেছেন :

এই জীবনে
মরণবরণ
কখনো তেমন কঠিন নয়;
নতুন জীবন
গড়াই কঠিন,
সেখানে লড়াই জীবনময়।

আরম্ভের আগে : একটি গেভারা কথামুখ

কবিতা কি নয় সেটা বলা খুবই সহজ— কিন্তু কোনটা কবিতা হয়ে উঠল তা বলে ওঠা ভীষণ শক্ত। তার ওপর বিপ্লবীরা যখন দুর্দান্ত কবিতামগ্ন হয়ে ওঠেন— তাঁদের উদ্দেশে সমালোচনা খুবই মুখর রূপ ধারণ করে : উনি তো বিপ্লবী মানুষ, উনি আবার জীবন্ততম জীবনের নান্দনিক ঘরানাটা কীভাবে আয়ত্ত করলেন?—এটা নেহাতই একটা একদেশদর্শী চিন্তা-চেতনার আয়ুধে রঞ্জিত বাকচর্চা মাত্র!— এই সমস্ত ভাবনা/কথাবার্তার কোনও বিপ্লবী বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক সারাৎসার বিন্দুমাত্র নেই বললেই চলে— এবং এর ভাবতলে বিপ্লবী রোমান্টিক সত্তানিষ্ঠ আদর্শিক নির্যাসের খুবই অভাব আছে : সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়!

বিপ্লবী হতে গেলে রোমান্টিক হতে হয় : আবার যে-কোনও রোমান্টিক ব্যক্তিত্বকে বিপ্লবপ্রসূ মর্যাদাও ধারণ করতে হয়— এতদ্ব্যতিরেকে নিকৃষ্ট/নিরীহ রোমান্টিসিজম্-এর এক শূন্যগর্ভ ক্লিবাবর্তের শরিক হয়ে ওঠা— এবং এই প্রসঙ্গে অনেক মার্কসতাত্ত্বিক (বিশেষ করে বিপ্লবী মানবিকতাবাদ-বিরোধী মতাবলম্বীগণ) চে-র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। চে-র বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল : তিনি ছিলেন অত্যধিক আদর্শবাদী এবং

একজন রোমান্টিক বিপ্লবী। এর প্রতিবাদে অবশ্যই বলা যায় : একনিষ্ঠ আদর্শ, সুস্থির বিশ্বাস ও দুর্মর স্বপ্ন ছাড়া মার্কসবাদ কখনওই তার ফলিত রূপ পেতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন : চে কি রোমান্টিক ছিলেন? হ্যাঁ। তবে বিপ্লবী রোমান্টিক। লেনিন বলেছিলেন : 'একথা না বললেও চলে যে, রোমান্টিকতা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। রোমান্টিকতায় ঘাটতি পড়ার চেয়ে বরং একটু বেশি থাকা ভালো। যাঁরা বিপ্লবী রোমান্টিক তাঁদের সম্পর্কে সব সময়ই আমরা দরদ বোধ করি, এমনকি তাঁদের সঙ্গে যখন আমাদের মতে মেলে না তখনও।' এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে এলিয়া এরেনবুর্গ তাই যথার্থই বলছেন : 'Marxism is romanticism of the unromantic' অর্থাৎ মার্কসবাদ অ-রোমান্টিককে রোমান্টিক করে তোলে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা এইরকম এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে : সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাস করি বলেই তো আমরা রোমান্টিক— আবার রোমান্টিক বলেই তো আমরা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি— আর এইজন্যই লেনিন আবার বলে উঠেছেন : Let us learn to dream, gentlemen – আসুন ভদ্রমহোদয়গণ আমরা স্বপ্ন দেখতে শিখি।

এছাড়া আরও একটা গেভারামূলক ব্যঞ্জনা হল— প্রসঙ্গত ম্যাক্সিম গোর্কি রোমান্টিকতার ধারাকে দুভাগে ভাগ করেছেন : ১. আশাবাদ— 'বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম' : '...এই পন্থী লেখকরা মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে প্রবলতর করার চেষ্টা করেন, কঠোর বাস্তব ও তার সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলতে চান।' এবং ২. নৈরাশ্যবাদ—'নিরীহ রোমান্টিসিজম' : এই শ্রেণীর লেখকরা কঠোর বাস্তবকে রঙ মাখিয়ে সহজ ও শোভন করে তুলে তাকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান, কিংবা বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষকে তার আপনার মনের জগতের নিষ্ফল অন্বেষণের নেশায় মাততে প্রলুব্ধ করেন। তাঁরা মানুষের সামনে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তোলেন, 'জীবনের মারাত্মক প্রহেলিকার' কথা, প্রেমের কথা, মৃত্যুর কথা এবং এমন সব সমস্যার কথা যার সমাধান কোনও কালেই নিছক ভাবনা-চিন্তনের দ্বারা সম্ভব হবে না— সম্ভব হবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাই। গোর্কি ...বাস্তববাদের সঙ্গে রোমান্টিসিজিমের সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ বাসনা করেছিলেন, যা শ্রমের ও সংগ্রামের জয়গানে মুখর হবে এবং অতীতের অশুভ উত্তরাধিকার সম্পর্কে শেখাবে ঘৃণা। সোভিয়েত লেখক গ্লাদকোভের নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, বর্তমান কালের দাবি— লেখক অথবা শিল্পী অস্তিত্বের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না; একই সঙ্গে তিনি ইতিবাচক দিকগুলোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব দান করবেন এবং একে রোমান্টিক আস্বাদে ভরে দেবেন। মার্কস গোর্কি-কথিত আশাবাদের ইতিবাচক অস্তিত্বের দিকটিকেই রোমান্টিকতার উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসাবে বেছে নিয়ে বলেছিলেন যে, শেলি ছিলেন একজন সেরা রোমান্টিক এবং কোলরিজ ও বায়রন ছিলেন নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের প্রতীক। মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'অন লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট'-এ আমরা দেখতে পাই যে, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদদের মতোই মার্কস কবিদের সম্পর্কেও অনুধাবন করেছিলেন এবং তিনি বলছেন— বায়রন ও শেলির মধ্যে মূল পার্থক্য এই : বায়রন যে তাঁর ৩৬ বছর বয়েসেই প্রয়াত হয়েছিলেন তা ভালোই

হয়েছে, তার কারণ তিনি এর চেয়ে বেশি দীর্ঘজীবী হলে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ায় পরিণত হতেন। অন্যদিকে তাঁর পরিতাপ এই যে শেলির ২৯ বছর বয়েসে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি, কারণ শেলি সর্বতোভাবে একজন বিপ্লবী ছিলেন এবং যদি দীর্ঘজীবন লাভ করতেন তাহলে অবিচল রূপে সমাজতন্ত্রের অগ্রগামিতার পক্ষে মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে : 'বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি হচ্ছেন বায়রন, সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই যাঁর মুক্তি, কোনও পথের সন্ধান নেই, আকাঙ্ক্ষানেই, শুধু নির্মম শ্লেষাঘাত ও বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করাই ছিল যাঁর গুণ। শেলি বিদ্রোহী হলেও তিনি টমপেইন ও গডউইন-এর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে রাজনীতিকদের মতো তাঁর কোনও সঠিক পরিকল্পনা না থাকলেও শুধু ধ্বংসের মধ্যেই তাঁর মন শান্তি পেত না। শেলি এমন এক রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করতেন যেখানে মানুষের স্বাভাবিক সমতা স্ফূর্তি পাবে বিকাশের, এককথায় শেলির ছিল তাঁর নিজেরই রচিত 'West Wind'-এর মতো অন্তর ও আদর্শ, 'Destroyer' ও 'Preserver' এবং বোধ হয় কার্ল মার্কস সেইজন্যই শেলিকে প্রকৃত বিপ্লবী কবি আখ্যা দিয়েছিলেন।' কার্ল মার্কসের জীবনীতে মেরিং-ও ঠিক একই কথা লিখেছেন। হাইনে সম্পর্কেও মার্কস-এর এক উষ্ণ আন্তরিক ধারণা ছিল, কারণ হাইনে তাঁর আগেই হেগেলীয় ভাববাদকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে রূপায়িত করার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। এর থেকে বলা যায়— হাইনে রোমান্টিক হয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গত চিত্তরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'হাইনের কবিতা'র ভূমিকায় যা লিখছেন তা তুলে ধরলে মার্কস ও হাইনের মধ্যে সম্পর্কের কী সার্বিক গভীরতা ছিল তা বিলক্ষণ বোঝা যাবে: '১৮৪৩-এর শরৎকালে মার্কস ও তাঁর স্ত্রী জেনি প্যারিসে আসেন। মার্কস হাইনের থেকে ২১ বছরের ছোট। তাতে সৌহার্দ্যের অভাব ঘটেনি। জার্মানির তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে উভয়েরই বিশেষ চিন্তা ছিল। আর হাইনের কবিতা নিয়েও দুজনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন।'

অতএব এই উৎকৃষ্ট মানবিকী আশাবাদী রোমান্টিক আবেগায়নের প্রেক্ষিতে গেভারা সম্পর্কে বিলক্ষণ বলা চলে : গেভারার কবিতাবলী ছিল খুবই রোমান্টিকতা-আপ্লুত— এবং এটা হল মূলত বিপ্লবী রোমান্টিক স্বপ্নের নির্যাসেই নিস্নাত ও উষ্ণার্ত; আর এইভাবেই কবিতার জগতে গেভারা হয়ে উঠেছেন এক বারুদমুখী বিপ্লবী ঘরানার, 'এসো- মুক্ত- করো-গামী' নবজীবনের বারুদিক রূপকার— আর এই বৈপ্লবিক মানবিক রোমান্টিক বিষয়-মন্ময় বোধ ও বোধনটা নিয়ে প্রখ্যাত বামমার্গী কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাই তাঁর 'নবজীবনের গান'-এ যা বলে উঠেছেন— সেটা এখানে গেভারা-অনুষঙ্গে প্রচণ্ড প্রায়োগিক হয়ে ওঠে :

নবজীবনের গান/১

না, না, না, না, না।
মানব না, মানব না।
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেব প্রাণপণে,
ভয়ের রাজ্যে থাকব না।

না, না, না।।
অভয় পেয়েছি নতুন দিনের কাছে,
দিকে দিকে তাই আশার পতাকা নাচে,
পেশীতে পেশীতে রক্তের লাল আলো,
মুছে দেবে অমাবস্যার যত কালো—
জয়ের রাজ্যে ঢুকবই মোরা থামব না।
না, না, না।।

নবজীবনের গান/২

অসহ্য অসহ্য অসহ্য!!
ভেঙে ফেল ভেঙে ফেল
ভেঙে ফেল এই কারা,
শত পাকে ঘিরে বাঁধে নিষ্ঠুর লৌহ,
তবু প্রাণ পাক ছাড়া।
শুনেছি আকাশে মুক্তপাখির গান
শুনেছি আকাশে ঝড়ে ঠাসা মেঘে
বজ্রের স্বরলিপি।
খণ্ড খণ্ড করে ফেল বিধিলিপি
(মোদের) পারবে না, পারবে না আর বাঁধতে।
ভাঙো ভাঙো ভাঙো
ভেঙে ফেল এই কারাগার
প্রাণ কল্লোলে গরজে মুক্তি পারাবার।।

কিংবা 'এসো মুক্ত করো' থেকে —

এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার,
এসো শিল্পী এসো বিশ্বকর্মা এসো স্রষ্টা,
রস-রূপ-মন্ত্রদ্রষ্টা।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো বন্ধনের এই অন্ধকার।।
দিকে দিকে ভেঙেছে যে শৃঙ্খল,
দুর্গত দলিতেরা পায় বল।
এ শুভলগ্নে তাই তোমারে স্মরণ করি রূপকার,
এসো মুক্ত করো হে এই দ্বার।।
উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী মৃত্যুসাগর মন্থনে,
নতুন পৃথিবী চায় শিল্পীর বরাভয় নব সৃষ্টির শুভক্ষণে।

এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে,
এসো জনতার মুখরিত সখ্যে,
এসো দুঃখ-তিমির ভেদি, দুর্গম ধ্বংসের
নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ;
এসো প্রাণের ভবন করো পূর্ণ।।

কিংবা 'ঝঞ্ঝার গান' থেকে—

ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।
মরণের পাল তুলে জীবন তো আসবেই, ভয় নেই।
ভাঙাগড়া দ্বন্দ্বের ঢেউ তুলে আসবেই, ভয় নেই।
আমাদের হাতে গড়া জীবন বহন করা
তরণী তো আসবেই, ক্ষয় নেই, ক্ষয় নেই, ক্ষয় নেই।
ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।
ভাঙা খসা ভেঙে যাক খসে যাক,
ঝরে যাওয়া মরে যাওয়া উড়ে যাক।
ক্ষয়ের পাত্র ভরে জীবন তো আসবেই, ভয় নেই।

এছাড়া 'পদাতিক'-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-ও খুবই প্রাসঙ্গিক এখানে : এইজন্যই তাঁর 'মে-দিনের কবিতা' থেকে—

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে,
মারণের পণ নখদন্তে;
বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
উজ্জ্বল দিন দিক্-অন্তে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা॥

গেভারার কবিতা : বিপ্লবী রোমান্টিক ব্রতকথা

১. 'ফিদেলের গান' কবিতার মার্মিক ছত্রে-ছত্রে চে-র কাব্যিক আইডিয়ার বুলেট-আন্দোলন, নতুন সূর্যোদয়ের জন্য বুলেটের অগ্নিগর্ভ ঝংকার-আলোড়ন— গেরিলা মন্ময়তা— লড়াই অর্থাৎ লড়াই করে বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে— এই ধরনের এক বিপ্লবী নান্দনিক বা রোমান্টিক যুদ্ধবোধ. অর্থাৎ বারুদের গনগনে স্বরলিপি কাজ করে গেছে :

ক. চলো যাই
মুক্তির মতো রঙ মাখা ভোরের নিশানায়
গহন দুরূহ পথ পেরিয়ে
সেই সবুজ প্রান্তরকে সাজিয়ে দিতে,
যাকে তুমি এঁকেছো ভালোবাসায়।

খ. চলো যাই
সমস্ত বাধাকে ছিন্ন করে, ললাটে থাক আমাদের
উজ্জ্বল মার্তির অভ্যুত্থানের শিহরন,
জয় চিহ্নিত হোক বিন্দু বিন্দু স্বেদে
অথবা স্পর্শ নিক নিঃশব্দ মৃত্যুর।

গ. যখন প্রথম গুলিটি ভেঙে পড়ে শব্দে,
জেগে ওঠে গ্রামাঞ্চল, জেগে ওঠে কুমারী বিস্ময়,
শিশিরের মতো যোদ্ধারা আসে
তোমারই পাশে নেয় আশ্রয়।

ঘ. কখনোই ভেবো না দুর্বল হতে পারে আমাদের চিত্ত,

উপহারে অথবা কোনো ঝকঝকে পোশাকের দৈত্য,
বন্দুক, বুলেট আর পাহাড়ই আমাদের চাই
যাতে জ্বলে ওঠে আগুন, চলো যাই—
যদি আমাদের পথে আসে ঝঞ্ঝা, আসে ঝড়
তবে অশ্রুতে গড়ে উঠুক দুর্গ, প্রতিরোধের স্বর,
হাতে থেকে যাক গেরিলা যোদ্ধাদের অস্থিতে
আমেরিকার ইতিহাসের গোটা রাস্তাটাই,
আর দেরি নয়, চলো যাই।

২. চে-র অন্তরের অন্তস্তলে ছিল এক দুর্দান্ত কণ্টকময় লড়াইয়ের লোকগাথা— তিনি ছিলেন এক সংগ্রামী চিরন্তন ব্রাত্যসখা— ভেতরে প্রখর যন্ত্রণা তবু হাসিমাখা মানবিক মুখশ্রীমণ্ডিত অনন্যতা— তারই প্রত্যক্ষ তীর্থযাত্রিক প্রমাণ : 'এখনো স্মৃতি' কবিতা—

ক. আমি ততোদূর পর্যন্ত যাবো, যতো দূরে গিয়ে
স্মৃতি হয়ে যায় শেষ, ধ্বংস হয় পাথুরে
রাস্তার ওপর, আমি যাবো সেই তীর্থযাত্রী হয়ে
ভেতরে যন্ত্রণা, হাসিমাখা মুখ নিয়ে।

খ. ব্যর্থ হয় তীর, শুধু হয়ে থাকি স্পর্শের শিহরন।

গ. আমার মুখের গোলাপি আভা
শুধু উদাসীন ভঙ্গিতে আমায় জানায় আমন্ত্রণ।

৩. 'সমুদ্র হাতছানি দেয়'— চে-র এই মিনি-কবিতাটি এক আশ্চর্য সামুদ্রিক হৃদয়ের বিপ্লবী মানবিকী শঙ্খধ্বনি— এক উপমহাদেশিক বিপ্লবের দামামা বাজায় আমাদের অন্তরে :

সমুদ্র হাতছানি দেয়।
সমুদ্র নীরবে ডাকে আমায়
বন্ধুময় হাতের ইশারায়।
আমার চারণভূমি— এক মহাদেশ—
ঝিকমিক দুলে ওঠা ঘণ্টার মতো
প্রসারিত, হাওয়ায় যেন ছড়িয়ে বেড়ায়

৪. 'উজ্জ্বল কাঠের মতো কঠিন ভালোবাসায়' সুস্নাত— 'এবং এখানে'-র কবিতায়ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এক জন্ম-বিপ্লবীর স্মৃতিমেদুর সামুদ্রিক বারুদময় নান্দনিকতা :

আমিও মেস্তিজো, তবে একটু অন্যভাবে :
সেই সংগ্রামে, যেখানে দুই শক্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

আমার বুদ্ধিকে করে সংহত, আনে বিভাজন
যে শক্তি গাছে ফল পেকে ওঠবার আগেই তার
ভেতর থেকে নিয়ে আসে সময়ের গন্ধ!
আমি ঘুরে বেড়াই হিস্পানিক আমেরিকায়
সীমান্ত ধরে ধরে, সেই অতীতকে ছুঁতে, যা ঘিরে
আছে এই মহাদেশ।
দূর, বহু দূর, থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার আওয়াজের মতো
স্মৃতিগুলি কী মধুরিম, আশ্চর্য সুবেশ

৫. চে ছিলেন আমৃত্যু হাঁপানির রোগে আক্রান্ত— তবুও তাঁর 'আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতার ছত্রে ছত্রে জ্বলন্ত বিপ্লবী আহ্বান হয়ে গর্জে ওঠে এক মানবিকী বৈপ্লবিক গেভারা-উচ্চারণ— এক নান্দনিক সংগ্রামী দেশপ্রেমী বিস্ফোরণ:

ক. ঘাসের শিকড়ের মতো সম্পর্ক নিয়ে এক নবীন
দেশ থেকে আমি তোমাদের কাছে এসেছি,
হে আমার উত্তরের ভাইয়েরা
(যে-সম্পর্ক অস্বীকার করে আমেরিকার সমস্ত ক্রোধ, বিতৃষ্ণা)।

খ. হতাশার ভার এবং বিশ্বাস নিয়ে আমি
তোমাদের কাছে এসেছি, আমার উত্তরের ভাইয়েরা,
আমি এসেছি সেখান থেকে যেখান থেকে আসে
আমাদের মতো ছন্নছাড়া মানুষ,
যাযাবরের মতো দূর ব্যবধান পার হয়ে
সঙ্গে সেই হাঁপানির টান, যাকে আমি বয়ে চলেছি।

গ. ক্রুশের মতো, এবং বেখাপ্পা উপমায় পথ বড় দীর্ঘ, দীর্ঘ ওজনের মাত্রায় বড়
বেশি চাপ, তবুও উদাসীন ছন্নছাড়া ছড়ানো ছেটানো
দিনের সৌরভ আমাকে ঘিরে থাকে
আর বাকি জীবনভাঙা জাহাজের দোল খায়।

ঘ. আমি সাঁতরে যাই স্রোতের উল্টোমুখে, শুধু
আমার পোড়-খাবা-দেহ আর বিশ্বাসকে সঙ্গে রেখে।
একাকীই মুখোমুখী হই নিশ্চল রাত্রির,
অর্থের কিছু মিষ্টি আস্বাদ
সুরেলা মদের মতো ইওরোপ আমাকে হাতছানি দেয়
হাতছানি দেয় তপ্ত শরীরের নিঃশ্বাস, দর্শনীয় বেশ,
আর উজ্জ্বল দিগন্তে ডাকে আমায় একঝাঁক নতুন দেশ।

ঙ. হঠাৎই আমায় সচকিত করে মার্কস-এঙ্গেলসের গান
লেনিনের সুরে জেগে ওঠে তার রেশ
ছুঁয়ে যায় লক্ষ গলায় লক্ষ মানুষের প্রাণ।

৬. 'প্যালেঙ্ক' কবিতায় চে-র প্রকৃতি-তন্ময়তা এবং সমাজ-সচেতনতা একাকার হয়ে গেছে— আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তাঁর গভীর সূর্যস্নাত বিপ্লবী রোমান্টিক ক্রান্তদর্শী সমস্বর—

ক. তোমার পাথরের চূড়ায় জীবনের স্পন্দন
হে আমার সবুজ নীলিমা!

খ. ব্যাপ্ত অরণ্য আমাকে বুকে টেনে নিয়েছে, আলিঙ্গন করেছে
প্রতিটি গাছের মাথায় মাথায় আকুল আহ্বানে,
মৃত্তিকার গভীরে তাঁদের শিরায় শিরায়।

গ. একি কোনো ক্রান্তিকালের উল্লাসে ফেটে পড়া সূর্য?
তাহলে চিচেন ইত্‌জাতে নয় কেন?

ঘ. তা-কি অরণ্যের মুক্ত আকাশের কলতান,
না-কি পাখিদের হাল্কা হাওয়ার নিবিড় গান?
কিন্তু কুইরিগুয়া এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কেন?
তা-কি সিয়েরার পাথরে আছড়ে পড়া দুরন্ত নদীর
যৌবনের কলোচ্ছ্বাস ?
ইন্‌কারা এখন শুধু অতীত ইতিহাস।

৭. চে-র 'তুমি হারিয়ে যাচ্ছো' কবিতাটিতে সংগ্রামের এক নান্দনিক তাৎপর্যময়তা জ্বলজ্যান্ত হয়ে উঠেছে— মৃত্যুর থেকে জীবন বড়ো, 'এ জীবনে মরা সহজ, জীবন গড়া আরো অনেক কঠিন'— ধরনের বৈপ্লবিক দার্শনিক তন্ময়তা, সংগ্রামী চেতনার নক্‌শিকাঁথা, শপথ-ছড়ানো জীবনের অগ্নিগর্ভ জয়ধ্বনি, 'ভেনসেরেমস' অর্থাৎ যুদ্ধোন্মুখ জয়োচ্ছ্বাস, বিপ্লবী দাবানলমুখী স্মৃতির শুশ্রূষা, প্রতিজ্ঞাদীপ্ত আদর্শিক ভাব-কার্মিক উচ্চারণ, ইত্যাদি-ইত্যাদি কথকতা-কতকথা :

ক. তুমি হারিয়ে যাচ্ছো,
তুমি হারিয়ে যাচ্ছো, বৃদ্ধা মারিয়া, তাই
আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

খ. তুলে নাও শিশুর মতো এই হাত দুটো আমার,
ধুয়ে দাও, মুছিয়ে দাও তোমার আঁচলে
স্পর্শ ছড়িয়ে যাক আমার এই হাঁতে
তোমার মুছে যাওয়া শক্ত চামড়া আর কঠিন আঙুলে।
সর্বহারার পিতামহী তুমি, শোনো:

বিশ্বাস রাখো তার ওপর, সে আসছে, একদিন আসবে।
বিশ্বাস রাখো, যা তুমি দেখনি এখনো
সেই আগামী দিনের কাছে।

গ. আকাশ আশ্চর্য নির্বাক। তোমাকে ঘিরে থাকে রাত্রি,
শুধু জেনো, প্রতিটি রক্তিম প্রতিশোধ, তুমি তার যাত্রী।

ঘ. আমি শপথ নিয়ে বলছি, তোমার সন্ততিরা
এই ভোরের আলো
একদিন দেখবেই, এ আমার আদর্শের উচ্চারণ
দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত তুমি, ছুঁয়ে যাক মৃত্যুর আলিঙ্গন।

ঙ. তোমার মৃত্যুদিনে আজ বিদায় জানাবে হাজার তারা।
তুমি ক্রমে ক্রমে মুছে যাচ্ছো মারিয়া,
ঘরের দেওয়ালগুলি স্তব্ধ হয়ে যাবে
যখন মৃত্যু আসবে দুরারোগ্য আক্রমণের কাঁধে ভর করে
তোমার গলায় রাখবে নিষ্ঠুর ভালোবাসা

চ. তোমার জীবন এক অযুত দুঃখের পল্লবিত ছন্দ।
ভালোবাসো, এমন লোক নেই, নেই স্বাস্থ্য অথবা আনন্দ,
আছে শুধু ক্ষুরধার তীব্র ক্ষুধা
বিবর্ণ, বিষাদময় তোমার জীবন, মারিয়া।

ছ. কিন্তু আমি তোমাকে চুপি চুপি বলে যাই
এক আশার কথা, বলে যাই সেই প্রতিশোধ,
রক্তিম........ উজ্জ্বল আমার আদর্শের
শপথে, প্রতিজ্ঞার অনুরোধ!
তুলে নাও শিশুর মতো এই হাতদুটো আমার
ধুয়ে দাও, মুছিয়ে দাও তোমার আঁচলে
স্পর্শ ছড়িয়ে যাক আমার হাতে

তোমার কুঁকড়ে যাওয়া শক্ত চামড়া আর কঠিন আঙুলে
তুমি ঘুমোও মারিয়া, শান্তিতে ঘুমোও
বহু সংগ্রামে ক্লান্ত তুমি, তুমি দুর্মদ ঝড়;
তোমার উত্তরসূরি ভোর দেখবেই, সেই দূরন্ত প্রভাত

এ আমার প্রতিজ্ঞা, আমার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

কবিতা একটি উৎপাদন— আত্মিক উৎসারণ : আদর্শিক বিচ্ছুরণ

কবিতা হৃদয়-পথে সুরভিত চেতনার আলো
সূর্যের চাঁদের চেয়ে প্রাণবন্ত মমতার শিখা,
জ্বলে না জ্বালায় শুধু সুখপ্রদ আকারে ইঙ্গিতে
অপরূপ যন্ত্রণার নির্বিকার মর্ম-মরীচিকা!

* * *

কবিতা সুখের নয়, বিষাদেরো নয় বিষণ্ণতা,
মৃত্যু নয়, আমরণ উত্তেজিত উদ্দাম বুকের
স্পন্দনে স্পন্দিত মন অচেনা ইচ্ছার অভিসারে
কথা নয় তবু কথা, আকুলতা নির্বাক মুখের।

* * *

কবিতা বিপ্লবী-মনোবাসনার অগ্রগামী সুর
অব্যাহত আবেগের আশ্চর্য বাঙ্ময় শালীনতা;
আকাশ-কাঁপানো স্বচ্ছ-চেতনার মূর্ত প্রতিধ্বনি
খণ্ডকালে বন্দি এক অখণ্ড কালের অধীরতা!

কাব্য-দর্পণ / বিমলচন্দ্র ঘোষ

১. কবিতা বিষয়ক চারটি সিদ্ধান্ত : মায়াকোভস্কির বোধন-ভাষ্য—

ক. কবিতা একটি উৎপাদন। খুব দুরূহ, খুব জটিল; কিন্তু শেষ বিচারে কবিতা উৎপাদনই।

খ. কবিতা লেখার প্রশিক্ষণ মানে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত যেসব বাঁধা-গতের কবিতা আছে সেগুলোই শুধু শিক্ষা করা নয়। প্রশিক্ষণ মানে কবিতার উৎপাদন-পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা, যাতে পদ্ধতির জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে নতুন কবিতার বিকাশ ঘটতে পারে।

গ. সৃষ্টি করা, কবিতার উপাদান এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করা প্রত্যেক কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

ঘ. কাব্যিক উপাদানের নিয়মিত জোগানের জন্য এবং রচনাকৌশল ত্রুটিশূন্য করার জন্য কবিতার কর্মীকে নিয়মিত প্রত্যেকদিন কাজ করে যেতে হবে।

মায়াকোভস্কি এই প্রসঙ্গে আরো বলছেন : 'কিন্তু এটুকুই তো সব নয়'।

'জনশিক্ষার সমস্ত সংগঠনকে অতি অবশ্যই পুরনো নন্দনতত্ত্বের শিক্ষার একেবারে মূল ভিত্তিতে সর্ব শক্তিতে আঘাত হানতে হবে।' অর্থাৎ, সোজা কথায়— কবিতা একটা আত্মিক উৎপাদন— এখানে ঘটে মানবিক আবেগমথিত বিপ্লবী রোমান্টিক সত্তার তুমুল বিস্ফোরণ, আত্মিক উৎসারণ, একটা উত্তপ্ত আদর্শিক বিচ্ছুরণ— অর্থাৎ মানবজমিনে আত্মার চাষবাস করাটাই হল কবিতার মূল মর্মকথা— 'সন্ধ্যায় দীপের ঠোঁটে রক্তরাঙা চুম্বনের শিখা'— চে-র কাব্যিক আইডিয়া-আন্দোলনে এটাই সর্বাগ্রে ধরা পড়ে— কবিতা এগিয়ে চলে একটা

অগ্নিগর্ভ লক্ষ্যের দিকে— মহৎ-বৃহৎ আবেগের আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে— কবিতা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে 'মানবপুনরুজ্জীবনের কর্মশালা'— মানবিক একটা ব্যবস্থার উন্নয়নের কুশলশিল্প: আত্মার 'যুক্তি-তক্কো আর গপ্পো'— এটাই মূলকথা : 'কবি ছাড়া জয় বৃথা'— কবিরা 'মানুষ' গড়ে, 'মানুষের মত মানুষ', কবিতা সমাজকে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলে— সমাজ পালটাবার আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকার রক্তাক্ষর সৃজন করে, নব্য-সত্তার নিহিত আত্মার উদ্যান নির্মাণ করে : কবিতা শেষত হয়ে ওঠে নতুন আত্মা গড়নের অগ্নিভ উপাদানিক আলোড়ন— বুদ্ধদেবের 'ক্ষণভঙ্গবাদী দর্শন' (অর্থাৎ ভাঙনের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গড়নকে জয়িষ্ণু করার স্মৃতি-সত্তা-সংগ্রাম)— এখানে, অর্থাৎ কবিতা দিয়েই আত্মার সাহচর্যে গড়ে তোলা হয় নতুন জীবন, বিপ্লবী মানবিকী ঘূর্ণন, রক্তাক্ত আত্মিক সংগ্রামের স্বরক্ষেপণ— মার্কসের নান্দনিক ভাষ্যে 'আত্মা হোক মুক্ত রৌদ্রের সহোদর'— এইজন্যই এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে বলা যায় :

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।

২. কেউ যখন কবিতা লিখতে শুরু করে, তখন তার কাছে কবিতা লেখার কোন কোন মূল সূত্র একান্তভাবে অপরিহার্য? মায়াকোভস্কির ভাষ্যে—

প্রথম হল সমাজে একটি সমস্যার উপস্থিতি, যে-সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র কবিতার ভাষাতেই কল্পনা করা যেতে পারে। একটি সামাজিক নির্দেশ। (বিশেষভাবে খতিয়ে দেখার জন্য এই সামাজিক নির্দেশ আর আমাদের প্রকৃত ভূমিকার অসামঞ্জস্যই আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে।)

দ্বিতীয়ত, সেই বিশেষ সামাজিক প্রশ্নের বিষয়ে তোমার শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা— অর্থাৎ একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ।

তৃতীয়ত, উপাদান অর্থাৎ শব্দ। তোমার ভাঁড়ার নিয়ত শব্দসম্ভারে পূর্ণ করো তোমার মগজের শস্যের গোলাঘর প্রয়োজনীয়, বাঙ্ময়, অপ্রচলিত, আবিষ্কৃত, নবীকৃত, সম্ভব হলে নিজের তৈরি সমস্ত শব্দ দিয়ে বোঝাই করো।

চতুর্থ জরুরি জিনিস তোমার কবিতার কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি আর ভাবনাগুলোকে জোড়া দেওয়ার সাজসরঞ্জাম। একটা কলম, পেনসিল, টাইপমেশিন— তোমার নির্দিষ্ট সরাইখানার জন্য ব্যবহার্য টুকিটাকি। প্রকাশকের কাছে যাতায়াতের জন্য সাইকেল, জুতসই একটা টেবিল, বৃষ্টির মধ্যে বসেও যাতে লেখা যায় তার জন্য ছাতা; কবিতা লেখার জন্য পায়চারি করতে যে কটি পদক্ষেপ লাগে, সেই কটি পদক্ষেপের জন্য মাপমতো একটা ঘর— এ-সবই জরুরি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার খবরের জন্য আঞ্চলিক সংবাদ-সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগও যথেষ্ট জরুরি— এমনি আরও, আরও অনেক কিছু। এমনকি একটা পাইপ বা সিগারেটও কি কম জরুরি?

পঞ্চমত, শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করার কৌশল ও দক্ষতা— বিষয়টি একান্ত ব্যক্তিগত, যা শুধু বহু বছর নিয়মিত পরিশ্রমের ফলে অর্জন করা যায়। আর সেই শ্রমের ক্ষেত্র তো ছন্দ, মাত্রা, অন্ত্যমিল, প্রতীক, শৈলী, ধ্বনিমূর্ছনা, উপসংহার, উপযোগী শিরোনাম, লাইনের গঠনশৈলী প্রভৃতি বহু কিছু নিয়েই তৈরি হয়।

অর্থাৎ, সর্বশেষ বিচারে শিল্প সামাজিক বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। মার্কসীয়-লেনিনীয় বোধনে একটা শ্রেণীভিত্তিক সমাজে সংস্কৃতি মানেই শ্রেণী-সংস্কৃতি— কিন্তু প্রাথমিক স্তরে সমাজতন্ত্রে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সাম্যবাদে সংস্কৃতি-সম্পদ হয়ে ওঠে জনগণমানব-ঘেঁষা, সর্বমানবিক নান্দনিক উচ্চাশা— অর্থাৎ এখানে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে— 'শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকেও মার্কস-এঙ্গেলস রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা হাতিয়ার এবং বেশ শক্তিশালী এক হাতিয়ার হিসেবেই দেখেছেন।' এইজন্যই তরুণ বয়সে প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন মার্কস। আর এঙ্গেলস তো সিরিয়াসলি একজন পুরোদস্তুর কবি হতে চেয়েছিলেন। একটা ইচ্ছা ছিল দুজনার— পলিটিকাল ইকনমির লেখাগুলো শেষ করেই শিল্প-সংস্কৃতি তথা নন্দনতত্ত্বের ওপর একটা বই লিখবেন। মানব সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে, সে সময় ও সুযোগ তাঁরা করে উঠতে পারেননি।

আর একটা কথা : 'কবিতা তার একান্ত গভীরে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।' এঙ্গেলস তাই প্রসঙ্গক্রমে বলছেন : 'আমি কোনও অবস্থাতেই উদ্দেশ্যমূলক কবিতার বিরুদ্ধে নই। ট্রাজেডির জনক এস্কাইলাস, কমেডির জনক এরিস্টোফেনেস, খুব তীক্ষ্ণভাবেই পার্টিজান কবি ছিলেন। দান্তে ও সার্ভেন্তিসও এ ব্যাপারে কম কিছু নন।' আর এই যে রিয়ালিটি-নির্ভর ও উদ্দেশ্যগামী কবিতা— শিল্প-সংস্কৃতির বিপ্লবী ভাবধারা, এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে এঙ্গেলস সংক্ষেপেই বলেছেন: 'আমাদের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে ডিটেলসের যথার্থ বর্ণনা ছাড়াও কোনও টিপিকাল অবস্থায় টিপিকাল চরিত্র সৃষ্টি।' অর্থাৎ, 'শুধুমাত্র ফটোগ্রাফিক রিয়ালিটি নয়, মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে কোন অবস্থার ভেতরে, আরও গভীরে চলে যাওয়া এবং সেইভাবে কোনও বিশেষ যুগের টিপিকাল বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা।' শিল্পীর

কাছে মার্কস-এঙ্গেলস বাস্তবতার যথার্থ বর্ণনা দাবি করেন, দাবি করেন একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যে-শ্রেণীতে চরিত্ররা অবস্থান করে, সেই শ্রেণীর টিপিকাল বৈশিষ্ট্যগুলো ও মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলা। একজন প্রকৃত বাস্তববাদী শিল্পীতত্ত্ব আওড়াবেন না। জীবনসম্মত ইমেজসমূহ ব্যবহার করেই তিনি পাঠকের চেতনা ও অনুভূতিতে নাড়া দেবেন। বাস্তবতা বিচারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ধারণ করে যে মতবাদ আজ মার্কসবাদী শিবিরে সুপ্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ, যা গোর্কি-শলকভ-মায়াকোভস্কি-নেরুদা-এলুয়ার-আরাগঁ পেরিয়ে প্রতিদিনই আরও সুদৃঢ় ও নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে আর এই কারণেই 'মার্কস-এঙ্গেলস অনেক সহজভাবেই শেক্সপিয়রকে বাস্তববাদী সাহিত্যের একজন সেরা শিল্পী আখ্যায়িত করেছেন, কারণ, সন-তারিখের সংবাদপত্রসুলভ বর্ণনাই বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়, সমাজজীবনের যথার্থ বর্ণনা হয়েছে কিনা সেটাই মূল বিচার্য।'

চে গেভারার কবিতাকর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতির গড়নটাকেও তাই আমাদের উপরোক্ত ঢঙে, উপযুক্ত বিপ্লবী মানবীয় বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই আলোচনা-পুনরালোচনা করতে হবে। অর্থাৎ চে-র কবিতাচর্চা-চর্যার মূল সূত্রগুলো বিপ্লবী বাস্তবতা এবং উদ্দেশ্যমূলক নান্দনিকতার আলোকেই বিচার করতে হবে—— এদিক থেকে চে ছিলেন একজন তুখোড় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী এবং বিষয়বস্তুর সামাজিক প্রাখর্যিক দিক থেকে উদ্দেশ্যবাদী শিল্প-সংস্কৃতির জীবন্ত কারিগর ও শ্রেষ্ঠ উপাসক : সার্থক শ্রমজীবী-শ্রেণীক নান্দনিক চেতনার জৈবনিক আকর। চে-র কবিতা-কৃষ্টি মূল্যায়নের প্রসঙ্গে এটা ভুলে গেলে চলবে না— কখনওই ঠিক হবে না।

একটি বুলেটের অপেক্ষায় রয়েছে হৃদয়

পুঁজিবাদে এসে তাবৎ স্ববিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে বলে মার্কসের সিদ্ধান্ত যে, 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা কিছু কিছু আত্মিক শাখার উৎপাদনের পরিপন্থী, যেমন শিল্প ও কবিতা।' অর্থাৎ, মার্কসবাদ বলছে : 'মানুষের আর সব অনুভূতির মতো, সৌন্দর্যানুভূতিও নির্ভর করছে, সমাজে শ্রমের রূপ ও উৎপাদন-পদ্ধতির ধরনের ওপর।' অর্থাৎ, মূল কাঠামোর (ভিত্তি) ওপর নির্ভর করে যে-কোনও উপরিকাঠামো, তথা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সুনির্মিত হয়ে ওঠে— কাঠামো থেকেই গড়ে ওঠে কৃষ্টির জগৎ, আত্মিক জীবন। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী কাঠামোর অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে গড়ে ওঠে পণ্যবস্তুকামী সংস্কৃতি; আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনগত বাস্তবতার ওপর নির্ভর করেই সৃজ্যমান-জায়মান হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক কৃষ্টির মানবিকী সম্পদ। মার্কসের বোধন-ভাষ্যে : Men will be spiritually free in Socialism – অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে সমস্ত মানুষ আত্মিক দিক থেকে বিমুক্ত হবে। জি. ডি. এইচ. কোল যথার্থই বলেছেন : Socialism is 'a broad human movement on behalf of the bottom dog.' সমাজতন্ত্র একটা উন্নত ও উন্নীত মানের সমাজ-মানবিক সংস্কৃতির ভিত্তি-সৌধকে বাস্তবায়িত করে তোলে। সমাজতন্ত্রকে শুধুই টাকা-আনা-পাইয়ের অতি সাবধানী গেরস্ত হিসেবের ঊর্ধ্বে এনে বিশ্ব সংস্কৃতি-

ভাণ্ডারের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তাই গ্রামশি তুলে ধরেছিলেন। গ্রামশি লেখেন : 'সংস্কৃতি একটা সংগঠন। আমাদের ভেতরের অহংকে নিয়ন্ত্রণে আনা, আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করা এবং একটা উন্নততর সচেতনতায় পৌঁছনো— যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহাসিক মূল্য, জীবনে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা এবং আমাদের নিজস্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি।' এবং ফরাসি বিপ্লবের পূর্বেকার ফরাসি এনলাইটমেন্টের উল্লেখ করে গ্রামশি প্রসঙ্গত আরও লেখেন : 'সমাজতন্ত্রের জন্যও এখনও সেই একই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সমালোচনার মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে ও এখনও হচ্ছে, আর সংস্কৃতি হচ্ছে সমালোচনা, এটা শুধুই কোনও স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন নয়।' উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'বাস্তবতার নির্মম সমালোচনা' দিয়ে একদিন তরুণ মার্কসের বিপ্লবীসত্তারও উদ্বোধন শুরু হয়েছিল।

যে কোনও শ্রেণীভিত্তিক ভিত্তি-সৌধে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, শাসক-শোষক শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত ভাবধারা, হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্যকে জনগণের মগজে বদ্ধমূল করে তোলে— জনগণের মগজ দখলের কৌশলটা পাকাপোক্ত করে তোলে— তৈরি করে 'চক্রান্তমূলক নৈতিকতার' (conspiratorial ethics) একটা শ্রেণী-হেজিমনি : প্রতিটি যুগেই শাসকশ্রেণী তার ধ্যান-ধারণা শোষিত শ্রেণীগুলোর ভাবজগতের ওপর সুচতুরভাবে চাপিয়ে রাখে— একেই বলে : রুলিং আইডিয়াজ আর দি আইডিয়াজ অফ রুলিং ক্লাস— 'প্রতিটি যুগেই যেসব ধারণা আধিপত্য করেছে সেগুলি চিরকালই তখনকার শাসকশ্রেণীরই ধারণা।' মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকের ওপর তাই দায়িত্ব বর্তায় শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতির ঊর্ণনাভ জালটা ছেদ করে সেই বিশেষ যুগের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকৃত রূপটা চেনা এবং সেই কষ্টিপাথরে যাচাই করেই শাসকশ্রেণীর থেকে শোষিত শ্রেণীর সংস্কৃতিকে পৃথক করে তাকে সামনে তুলে ধরা। কাজটা সহজ নয় কারণ, শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতির প্রভাবটা এত জগদ্দল যে অনেক আন্তরিক সৃজনশীল শিল্পীও তার চাপে পড়ে মূল সত্যটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। কিন্তু এখান থেকে, এই বিকট ঘূর্ণাবর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সকলকে হয়ে উঠতে হবে সত্যিকার গণমুখী সাংস্কৃতিক সম্পদের একনিষ্ঠ বা তন্নিষ্ঠ বারুদগর্ভ উপাসক-উৎপাদক— এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি-সংগ্রামের উওত বাস্তবতাকে, গড়ে তুলতে হবে সংস্কৃতির গণগামী (massification of culture) সচেতনার উত্তুঙ্গ শ্রেণীসংগ্রাম— আর এই জন্য, এই রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রথম ধাপই হল মনকে মুক্ত করা। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আমাদের হতে হবে মুক্তমতির বা খোলামনের অধিকারী। কারণ, এখানে যথার্থই জেনে রাখা দরকার যে, মুক্তমতির সঙ্গে মার্কসবাদের কোন বিরোধ নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের একটা বড় পার্থক্য এখানে যে, মার্কসীয় দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতির মতো, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বও কমিউনিস্ট সমাজ-নির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত। তবে 'রুটি হচ্ছে সংস্কৃতির মূল' লেনিনের এ-কথাটি

মনে রেখেও মার্কসবাদীরা কখনওই শুধুমাত্র রুটির সন্ধানেই প্রলেতারীয় বিপ্লব গড়তে চান না। সমাজতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের নান্দনিক মান উন্নত হবে— মার্কসবাদীদের সংগ্রামে এটাও লক্ষ্য এবং ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সে লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি।

আর এতাবৎ প্রলেতারীয় নান্দনিক সংস্কৃতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণমুখী বিপ্লবী মানবিকী শিক্ষার দিগন্তকে প্রসারমান করে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামশির মতে : শিক্ষা শুধুই একগাদা পরিসংখ্যান ও তথ্য দিয়ে মাথা ভরিয়ে তোলা নয়, বরং এ ধরনের শিক্ষা প্রলেতারীয়েতের জন্য ক্ষতিকরই। বুর্জোয়াদের সেবাদাস তৈরির শিক্ষা নয়, গড়ে তুলতে হবে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা যা সহজ, মানবিক ও মেহনতি শ্রেণীগুলোর উপযোগী। মনে রাখতে হবে শিক্ষার সমস্যা এক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগত সমস্যা। এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোনো মার্কসবাদী চান জীবন সম্পর্কে তাদের অর্থাৎ শ্রমজীবী প্রজন্মকে আরও গভীর ও গভীরতর চেতনায় অভিষিক্ত করতে— লেনিনীয় বোধন তাই এইরকম : শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে মুক্তি ... এ-প্রসঙ্গে চে গেভারার বক্তব্য সবিশেষ ও স্ববিশেষ উল্লেখ করা যায় : 'চেতনার (জনগণের) এমন মান হওয়া উচিত যা পুরনো ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করবে। সমাজকে তার সমস্ত জটিলতাসহই হতে হবে এক প্রকাণ্ড স্কুল।'

বিপ্লবী গণ-শৈল্পিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রামকে অনেক উত্তপ্ত ও উন্নত করে থাকে: শিল্প শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার মূলত এই অর্থে যে শিল্পী মানব চেতনাকে পরিপুষ্ট করে এবং উন্নত চেতনায় পরিপুষ্ট মানুষই উন্নত সমাজের জন্য সংগ্রাম করে। এখানে একটি মার্মিক অন্বিষ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, changing the circumstances, by changing himself, অর্থাৎ পরিবেশ-পারস্থিতিকে পালটাতে গিয়ে মানুষ নিজেকেও পাল্টায়—অর্থাৎ, ময়দানি আন্দোলনের রাজনীতির পাশাপাশি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে মানুষ তার মস্তিষ্ককেও পুনর্গঠন করে— বিপ্লবের কাজটা শুধু মাঠে নয়, মাথাতেও দরকারি— অর্থাৎ, রুটির লড়াই আর নিজের চেতনাকে বদলাবার সংগ্রাম এক দ্বন্দ্বমূলক কৃষ্টি-সূত্রে বিধৃত— মানুষ পরিবেশ দ্বারা শিক্ষিত হয়, আবার মানুষ পরিবেশকেও শিক্ষিত করে। চে গেভারা এজন্য কম্বুকণ্ঠে বলে উঠেছেন : 'বস্তুভিত্তিযুক্ত কমিউনিজমের সঙ্গে নতুন মানুষও গড়া চাই।' অর্থাৎ নিপীড়িত মানবতার বৈষয়িক মুক্তির সংগ্রাম আর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের লড়াই এক দ্বান্দ্বিকসূত্রে— two-way traffic – অর্থাৎ, একটা লেনদেন- প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ মানবসত্তার প্রকৃত মুক্তি আসবে তখনই যখন সংস্কৃতি মুক্ত হবে আর সংস্কৃতি তখনই মুক্ত হবে যখন মানুষ সবরকম শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে। তাই সংস্কৃতির নিজের স্বার্থেই শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটানো, শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতির শৃঙ্খলটা চূর্ণ করা জরুরি। আর এ কাজ শুধুমাত্র শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীর নয়; রাজনৈতিক কর্মীরও, কারণ 'অ্যান্টিড্যুরিং'-এ এঙ্গেলস দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে গেছেন 'সংস্কৃতির পথে যে কোন একটি পদক্ষেপ মুক্তির পথেই একটি পদক্ষেপ।' আর লেনিন-ও তাই বলছেন : 'প্রত্যেকটা সমাজ-বিপ্লবই বাধ্যভাবে সংস্কৃতি বিপ্লবের অনুগামী।' আর এইজন্য মাও-সে-তুং-ও 'সাংস্কৃতিক

বিপ্লবের' ওপর এতটা উত্তত গুরুত্ব স্থাপন করেছিলেন : বিপ্লব কোনো ডিনার পার্টি বা ভোজসভা নয়, তার পেছনে থাকে অনেক চড়াই-উৎরাই, অনেক সমস্যা— এবং প্রত্যেকটা আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি তাই জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কার্যক্রমও—ভিত্তির পরিবর্তন আর সৌধের বদলের লড়াইটা অর্থাৎ দ্বন্দ্বভিত্তিক— 'শতফুল বিকশিত হোক' : এটাই হল যে-কোনো ভিত্তি-সৌধগত তুলকালাম পরিবর্তনের মূল মর্মকথা।

উল্লেখ্য যে, বিপ্লবের মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটা নতুন সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি ও সৌধকৃষ্টির মূল্যবান ও মাল্যবান বিষয়-মন্ময় সম্পদ-সম্ভার , এক প্রাচুর্যময় সমাজ গড়নের ইতিহাস। আর এই বিপ্লবের জন্যই প্রয়োজন ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত প্রস্তুতি। আসে বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজনীয়তা। ১৮৫৯ সালের 'Preface'-এ মার্কস বলছেন : '..... It is in the sphere of ideology that men become conscious of the conflict and fight it out.' সামাজিক দ্বন্দ্বে বুদ্ধিজীবীরা প্রথমে অস্বস্তি বোধ করেন, সচেতন হন, দাবি তোলেন এবং সে দাবি ক্রমশ শ্রেণী ও জাতীয় দাবি হয়ে ওঠে। গ্রামশি তাই বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে সামনে এনেছিলেন। তাঁর মতে : নতুন ধরনের ব্যবস্থা গড়তে নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন পড়বে। প্রয়োজন পড়বে আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব ও মতাদর্শ। বিপ্লবকে ধারণ করা ও সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে বুদ্ধিজীবী এক অবধারিত প্রয়োজনীয়তা।

পূর্বেকার মতাদর্শগত শৃঙ্খল ভাঙতে না পারলে নতুন শক্তিগুলো নিজস্ব স্বাধীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। বিপ্লবী ঐক্য হচ্ছে মতাদর্শগত ঐক্য যেখানে সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন একটি সামগ্রিক নতুন ধারণা অপরিহার্য, যার মধ্যে পার্টি, বুদ্ধিজীবী ও জনগণ অঙ্গাঙ্গীভাবে (organic) সম্পর্কিত রইবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যৌথভাবে তুলে ধরবে নতুন সভ্যতার দিগন্ত, আর তার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিজীবী ও জনতার মধ্যে দৃঢ় দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের ঐক্য। পাশাপাশি গ্রামশি এ সম্পর্কেও খুবই সচেতন যে, সমাজতন্ত্র জনগণের সৃজনশীলতার বিকাশের রুদ্ধদ্বার খুলে দেবে, ঘটাবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, সাধারণ জনগণ নিজেই অবিশ্বাস্য সব সৃজনশীল কাজে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে, সমাজে ঘটবে ব্যাপক সৃজনশীল সব পরিবর্তন। প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামশি এই কথাটাও খুবই গ্রানাইট-দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন : 'কিছু বুদ্ধিজীবী গ্রুপের নয়, গোটা জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বাড়ানোই মূল কাজ।' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী আর গণচেতনার সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক এক যোগসূত্রে বিধৃত : একের ছাড়া অন্যের চলে না— আর এভাবেই গড়ে ওঠে এক উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ-সচেতন কৃষ্টিজোট— যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রকে পালটায় আবার সমাজ-সাংস্কৃতিক চেতনাকেও আগাগোড়া প্রগতিভিত্তিক ঢঙে বদলে ফেলে— এইভাবে পারস্পরিক বা যুগপৎ এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ঘরানা 'বাস্তব সত্য' হয়ে ওঠে।

বিপ্লবী রোমান্টিক কবি চে গেভারার ভেতরেও এই ধরনের একটা সাযুজ্য-ভিত্তি, সৌধকৃষ্টির জ্বলন্ত টিপছাপ জীবন্ত লাক্ষ্যণিক হয়ে ওঠে। তিনি একটা ভিত্তি পরিবর্তনের

সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পাশাপাশি নতুন মানুষ, গোটা মানুষ, পূর্ণাঙ্গ মানুষ, নতুন সমাজ, নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের দিকেও এক বারুদসখ্য সুনজর স্থাপন করেছিলেন—শুধু প্রলেতারীয় আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামই যথেষ্ট নয়, তার সূত্র ধরে দ্বান্দ্বিক ঢঙে তিনি একটা উত্তরণধর্মী বিপ্লবী চেতনার, সম্ভাবনার শিল্পকার্মিক বিপ্লবী মনুষ্যত্বের আদর্শিক লালঝাণ্ডা বা রক্ত-পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন— সমাজটাকে বদলাতে চেয়েছিলেন আবার নতুন বৈপ্লবিক কৃষ্টি-সম্পদেরও প্রাচুর্য আনতে চেয়েছিলেন ঃ আর এই জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল প্রতিজ্ঞা দারুণ— এবং আজ, আজকের এই বিশ্ববাস্তবে, একমেরু বিশ্বায়নের (মার্কিন আধিপত্যবাদ) মোচ্ছবে 'একটি বুলেটের অপেক্ষায় রয়েছে' আমাদের চে-মুখী বিপ্লবী হৃদয়— এক নতুন 'ইতিহাস শীতের বাগান থেকে উঠে আসে, মানুষের পায়ে পায়ে, পায়ে পায়ে।'— এই সোচ্চার ঘোষণার মর্মার্থ হল : হয় আমাদের পিতৃভূমি, নয়তো মৃত্যু। ভেনসেরেমস্! অর্থাৎ জয়োচ্ছ্বাস! জয় আমাদের হবেই। আমরা চাই নতুন এক বিপ্লবী মানবিকী জীবন, এবং আমরা তাকে রক্ষা করবই। স্বদেশ অথবা মৃত্যু— আমরা জিতবই— আর কিউবা রণাঙ্গনের প্রেক্ষাপটে তাই কাস্ত্রোর বোধন-গর্জন : হয় সমাজতন্ত্র, নয় মৃত্যু! অতএব আমরা সর্বদাই বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাব...

এর্নেস্তো চে গেভারা : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

অশোক ভট্টাচার্য

'১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর এর্নেস্তো চে গেভারার সম্ভাব্য মৃত্যুর খবর পৌঁছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।' লিখছেন জন জেরাসি। চে-র 'নির্বাচিত রচনা'র সম্পাদক এবং চে-বিশেষজ্ঞ। 'পরের দিন সানফ্রানসিসকো স্টেট কলেজে ক্লাস নিতে ঢুকছি— বিষয়বস্তু, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লব। একটি উনিশ বছরের মেয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'খবরটা সত্যি নয়। তাই না? চে কিছুতেই মারা যেতে পারে না— পারে কি?'

স্বভাবতই আমাদের ক্লাসে চলল বিষয়বস্তুর পরিবর্তে চে-কে নিয়ে আলোচনা। তাঁর গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর মতাদর্শ সবিস্তারে আমরা আলোচনা করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা কেউই সেই মুহূর্তে চে-র মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করিনি?'

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে একমাত্র কিছু সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছাড়া আর কেউই চাননি চেকে মৃত দেখতে। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন, চে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মুক্তির জন্য যারা শোষিত, নিপীড়িত, পদানত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত তৃতীয় বিশ্বসহ পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা, পুঁজিবাদের দ্বারা, মৌলবাদের দ্বারা, একনায়কতন্ত্রের দ্বারা।

চে-র জন্ম হয়েছিল ১৯২৮ সালের ১০ জুন আর্জেন্টিনার রোসারিও শহরে। তাঁর বাবার নামও এর্নেস্তো। তিনি ছিলেন এক রোমাঞ্চ-অন্বেষী মানুষ। জীবনে তিনি রোজগার করেছেন যত, খুইয়েছেন তার থেকেও বেশি বিভিন্ন ব্যবসায়ে। জাহাজ নির্মাণ, মাতে (একধরনের আর্জেন্টিনিও চা) এবং জমি কেনাবেচার ব্যবসায়। অবশেষে স্থাপত্যবিদ্যায় কোনও ডিগ্রি ছাড়াই হয়ে উঠলেন একজন স্থপতি। এক মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন এই সিনিয়র এর্নেস্তো।

চে-র মা সেলিয়া দে লা সেরনা এক অভিজাত বংশের সন্তান। দৃঢ়চেতা, গরিবদরদী এই মহিলা জীবনের শেষে মার্কসবাদকেই মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।

জীবনের বেশিরভাগ সময় চে-র পরিবার এক জায়গায় থিতু হয়ে বসতে পারেননি। তাঁদের প্রথম সন্তান চে-র জন্মের সময়ে তাঁরা ছিলেন রোসারিওতে। তখন তাঁদের মাতে চাষের ব্যবসা ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চে-র বাবা চলে যান বুয়েনস আইরেসে এবং যোগ দেন জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায়। এই সময় চে-র মারাত্মকভাবে ঠাণ্ডা লাগে। দেখা দেয় কঠিন হাঁপানি যা চে-র নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠল। ডাক্তারেরা বললেন বুয়েনস আইরেসের

স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া হাঁপানি রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ নয়। অতএব নামমাত্র টাকায় জাহাজ ব্যবসার শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে সিনিয়র এর্নেস্তো চললেন পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত স্বাস্থ্যোদ্ধারের শহর আলতা গ্রাসিয়ায়। তখন চে-র বয়স চার বছর।

আলতা গ্রাসিয়াতে শুধুমাত্র দুধরনের মানুষই থাকত— একদল যারা বড়লোক, আর অন্যদল যারা গরিব। বড়লোকেরা থাকত সারি সারি বাংলো বাড়িতে। এগুলো এক ইংরেজ কোম্পানি তৈরি করেছিল তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের থাকার জন্য। চে-রা থাকতেন শহরের বড় রাস্তার ওপরে ভিলা লিসিয়া নামে এক বাংলো বাড়িতে। বাড়ির পিছনে ছিল গল্‌ফ ক্লাব। ছোট বয়সেই চে গল্‌ফ খেলায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

চে-দের বাড়িতে সব বাচ্চাই খেলতে আসত। কার বাবা কী কাজ করে তা নিয়ে চে-র মা-বাবার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। সবার জন্য ছিল অবারিত দ্বার।

আলতা গ্রাসিয়ায় চের স্বাস্থ্য ফিরে যায়। কিশোর চে-কে দেখে বোঝাই যেত না যে তিনি ছোটবেলায় এত রোগা ছিলেন। বাবার অনুপ্রেরণায় এই বয়সেই চে বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করতেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। আঙুরের ক্ষেতে আঙুর তোলার কাজ অথবা কোনও রেস্তরাঁতে বয়ের কাজ। শোনা যায় একবার এক জন্মদিনের পার্টিতে ময়লা জামাকাপড় পরে আসার জন্য তাঁকে হোটেল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল।

হাঁপানির জন্য যখন বাইরে বেরনো নিষেধ তখন চে বই পড়তেন। বাড়িতে বাবার বিশাল লাইব্রেরি, প্রায় ত্রিশ হাজার বই তাঁর বাড়িতে ছিল। সব ধরনের বই চে পড়তেন। শুধুমাত্র ধর্মপুস্তকে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। দর্শন, সমাজবিদ্যা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, সব বিষয়েই চে-র ছিল গভীর আগ্রহ। চে-র এক বন্ধুর জবানিতে জানা যায়, চে তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে ফ্রয়েডও পড়েছিলেন। চে মায়ের কাছ থেকে ফরাসি শিখেছিলেন। চে ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভালোবাসতেন। কবিতা চে-র খুব প্রিয় ছিল এবং একসময় ভেবেছিলেন কবি হবেন। ১৯৫৬ সালে কিউবার বিপ্লবের সময় একটি কবিতা লিখেছিলেন চে— 'ফিদেলের জন্য গান'। পাবলো নেরুদার অনুগত পাঠক ছিলেন চে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ওপর লেখা নেরুদার কবিতাগুলো তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

হাঁপানির জন্য চে স্কুলে যেতে শুরু করেন সাত বছর বয়সে। এবং মাঝে মাঝে কামাই হত। তার ভাইবোনেরা স্কুল থেকে পড়া জেনে এসে চে-কে বলত।

১৯৪১ সালে চে-র পরিবার আলতা গ্রাসিয়া থেকে কোরদোবায় চলে আসেন। এখানে তিনি হাইস্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁর চুল ছিল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে নজরই ছিল না তাঁর। তাই বন্ধুরা কটাক্ষ করত। তেরো বছর বয়সে বাবার অনুমতি নিয়ে চে আর্জেন্টিনা দেখতে বেরলেন একটা সাইকেলে চেপে। গায়ে চামড়ার কোট, পিঠে একটা ঝোলা, আর সঙ্গে মাতে তৈরির কেটলি। পকেটে মাত্র ৭৫ পেসো। কখনও হাঁপানিতে কাতর হয়ে রাস্তার ধারেই শুয়ে থেকেছেন। কখনও থেকেছেন অভুক্ত। এভাবে সমগ্র উত্তরভাগ ভ্রমণ করে ফিরেছেন নিজের শহরে স্কুল শুরু হওয়ার ঠিক আগেই।

স্কুলের শিক্ষকরা পরবর্তীকালে চে-কে নানাভাবে স্মরণ করেছেন। একজন শিক্ষকের মতে, তিনি একজন মার্কসবাদী এবং বামপন্থীদের নেতা। আর একজন বলেছেন, চে ছিলেন এক অসাধারণ ছাত্র। তিনি সমবয়সীদের তুলনায় অনেক বেশি বিচক্ষণ ছিলেন। এই সময়েই চে দারিদ্র্যের মুখোমুখি হন। বাবার বৈষয়িক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। চে-কে হরেকরকমের কাজ করে হাতখরচা চালাতে হত। কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য চে-র বাবা এ সময় যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বভাবতই বাবার সঙ্গে চে-র চলত রাজনৈতিক আলোচনা। রাজনীতিতেও এই সময় অল্পস্বল্প অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছেন আর সময় পেলেই দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন।

১৯৪৭ সালে উনিশ বছর বয়সে চে বুয়েনস আইরেস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিমেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি হন। বাবার অবশ্য ইচ্ছে ছিল চে ইঞ্জিনিয়ার হন। কিন্তু চে চাইতেন এলার্জি বিশেষজ্ঞ হতে এবং ক্যানসার নিয়ে গবেষণা করতে।

মায়ের সূত্রে চে তখন অনেক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর সংস্পর্শে আসেন। আবার রাগবি খেলতেও তাঁর তখন জুড়ি নেই। অবশ্য খেলতে খেলতেও হাঁপানির টান ধরত, আর তখন মাঠের ধারে গিয়ে অ্যাটমাইজার মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে আর চলে আসতেন মাঠের মধ্যে।

চে ছ'বছরের পরীক্ষা তিন বছরে শেষ করলেন। ছ'মাসে ষোলোটা বড় পরীক্ষা পাস করলেন যদিও এর মধ্যে অন্তত ৪৫ বার হাঁপানিতে অসুস্থ হন। ডাক্তারি পড়াকালীন জাহাজের নার্সের চাকরি নিয়ে আর্জেন্টিনার সবকটি বন্দর ঘুরে দেখেন এসময়। এরপর চে দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হন। গ্রানাদো নামে এক বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেল চেপে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন প্রদেশ দেখতে। ফিরে এসে আবার পরীক্ষায় বসে সবকটি পরীক্ষায় সফল হন।

১৯৫২ সালে এই দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে চেপে বেরলেন লাতিন আমেরিকা দেখতে। আন্দিজ পর্বতমালা পার হতেই মোটরসাইকেল গেল বিগড়ে। তখন হিচহাইক করতে করতে তাঁরা চললেন। কখনও তামার খনির শ্রমিক হয়ে, কখনও ট্রাক চালিয়ে, কখনও বা কুলি, নাবিক, মজুর অথবা রেস্তরাঁর বয় হয়ে রোজগার করতেন। এভাবে চিলি হয়ে তাঁরা চললেন পেরুর পথে— মাচু পিচু— ইনকা সভ্যতার পীঠস্থান। সেখানে প্রত্যক্ষ করলেন কীভাবে শোষিত হচ্ছে সেখানকার ইন্ডিয়ানরা। মাচু পিচু থেকে ইকিতো এবং অবশেষে ক্ষুধার্ত কপর্দকহীন অবস্থায় আমাজন নদীর ধারে এক কুষ্ঠ নিরাময় কেন্দ্রে। কয়েক দিন সেখানে থাকলেন। অবশেষে কুষ্ঠরোগীদের উপহার দেওয়া একটা ভেলায় চড়ে এসে পৌঁছলেন ব্রাজিল, পেরু এবং কলম্বিয়ার সংযোগস্থল লেতিসিয়াতে। রাজধানী বোগোতা যাওয়ার দুটো প্লেনের টিকিট সংগ্রহ করলেন। অতঃপর ভেনেজুয়েলার সীমান্ত অতিক্রম করে কারাকাসে এসে পৌঁছলেন।

কারাকাসে চে এক পারিবারিক বন্ধুর দেখা পেলেন যিনি বিভিন্ন দেশে রেসের ঘোড়া

সরবরাহ্ করেন। ঘোড়া নিয়ে চে চললেন মিয়ামি। ফেরত এলেন কারাকাসে, আর সেখান থেকে ঘোড়া নিয়ে বুয়েনস আইরেস। ইতিমধ্যে একটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে। চে আবার পড়াশোনায় মন দিলেন। আর কয়েক মাসের মধ্যেই বারোটা বিষয়ে পরীক্ষায় বসলেন এবং সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে ডাক্তারি পরীক্ষা পাস করলেন। এটা ১৯৫৩ সাল। আর তারপরেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই ডিগ্রির কাগজ। আবার পথে নামলেন চে।

এবার চে ট্রেনে চেপে বসলেন। পৌছলেন বলিভিয়াতে। সেখানে এক আর্জেন্তিনিও উকিল রিকার্দো রোহোর সঙ্গে পরিচয় হল। রোহো বলছেন, 'আমি ছিলাম আর্জেন্তিনার সেই ভবঘুরেদের দলে যারা রোমাঞ্চের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। একদিন লা পাজের এক ধনী আর্জেন্তিনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেলাম। আমি আমার সর্বশেষ পরিষ্কার জামাটা সেদিন ব্যবহার করেছিলাম। সেখানে পৌছে দেখি এক সাড়ে পাঁচ ফুটের বেঁটে-খাটো ফ্যাকাশে মুখের একটি ছেলে গায়ে নোংরা খয়েরি রঙের কোঁচকানো জামা এবং তালি দেওয়া জুতো পরে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। জানলাম ওর নাম গেভারা। সেদিন ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো আমাকে খুবই আকর্ষণ করেছিল। মনে আছে ও হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমাকে বলেছিল ও একজন ডাক্তার এবং ভেনেজুয়েলাতে তার এক কুষ্ঠরোগ বিশেষজ্ঞ বন্ধুর কাছে যাচ্ছে। রাজনীতিতে ওর বিশেষ আগ্রহ দেখলাম না। অবশ্য লাতিন আমেরিকার সর্বত্র যে ভয়াবহ অন্যায় চলছে সে সম্পর্কে ও ছিল মুখর।'

রোহো, গেভারা এবং আরও চারজন আর্জেন্তাইন খুব বন্ধু হয়ে গেলেন। বেশ কয়েকদিন লা পাজের কাফেতে তাঁরা চুটিয়ে আড্ডা মারলেন। বিষয় লাতিন আমেরিকার অবস্থা। তার পরে হিচহাইক করতে করতে চললেন পেরুতে এবং সেখান থেকে একুয়াদোরের গুয়াইকিল। এখানকার ডকে এক মেসবাড়িতে আস্তানা পেলেন তাঁরা। গুয়াতেমালা থেকে রোহো এবং আর দুজন যখন মোটরে আর্জেন্তিনা ফিরছেন, পথে দেখা হল চে-র সঙ্গে পিয়েদ্রাস ব্লাঙ্কাস নামে একটি ছোট শহরে। তারপরে চে উপরোক্ত দলের দুজনের সঙ্গে চললেন গুয়াতেমালায়।

রোহো চে-কে গুয়াতেমালার তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে অনেক তথ্য ইতিমধ্যে সরবরাহ করেছেন। সেখানে তখন চলছে এক অভূতপূর্ব সামাজিক অভ্যুত্থান। সেখানকার রাষ্ট্রপতি হাকোবো আরবেন্জ ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির জমি জাতীয়করণ করেছেন। উৎসাহিত হয়ে চে সেখানে যাওয়া মনস্থ করলেন। ১৯৫৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর নাগাদ চে গুয়াতেমালা শহরে এসে পৌছলেন। উঠলেন হুয়ান আনহেল মুনিওয়েজের বাড়ি। বিয়ে করেছেন তিনি একটি আর্জেন্তাইন মেয়েকে, যদিও নিজে ওন্দুরাসের লোক। গুয়াতেমালার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আরেভালোর বন্ধু। চে এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি করার একটা কাজ পেলেন। তারপর দৈনিক পঞ্চাশ সেন্ট ঘরভাড়ায় নতুন আস্তানা জোটালেন। অভুক্ত থাকতে থাকতে চে তখন খুবই রোগাটে হয়ে পড়েছেন আর হাঁপানিও ছিল তখন নিত্যসঙ্গী।

১৯৫৪ সালের প্রথমদিকে মুনিওজ আগিলারের সূত্রে চে একটি পেরুভিয়ান মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। নাম ইলদা গাদেয়া। পেরুর আপ্রিস্তা যুব দলের তিনি একজন সদস্যা। ইলদা চে-কে কিউবার ২৬ জুলাই আন্দোলনের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইলদার কথায়, 'আমি চে-কে ফিদেল সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলাম, আর চে তাতে ফিদেলের ভক্ত হয়ে উঠল'।

গুয়াতেমালাতে চে-র কোনও সরকারি পদ ছিল না। অবশ্য একদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন। শোনা যায়, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলে তবে তাঁকে কাজ দেওয়া হবে একথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি সেই দপ্তর ত্যাগ করেন।

চে-র তখন একমাত্র কাজ ছিল গুয়াতেমালাতে আপ্রিস্তা এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের সদস্যদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা। এই সময়ে তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় দিন কাটাতেন আর মাঝে মাঝেই হাঁপানিতে কষ্ট পেতেন। একবার তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছিল।

সি আই এ-র মদতপুষ্ট কাস্তিলো আরমাস যখন আরবেন্‌জ সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ হানে তখন চে গুয়াতেমালার যুবকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলেন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। চে নিজেই বলেছেন, 'আমি আরবেন্‌জ সরকারের সমর্থক ছিলাম, যদিও সেই সরকারে আমার কোনও পদ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সে দেশে হস্তক্ষেপ করল তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার মতো কয়েকজন যুবককে সংগঠিত করতে যাতে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। সেই সময় দরকার ছিল লড়াই করার, অথচ তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না।'

অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে চে আশ্রয় নিলেন আর্জেন্তাইন দূতাবাসে। কিছুদিনের মধ্যেই আর্জেন্তাইন দূতাবাস চে-কে রাখতে অস্বীকার করল। তার আগে তিনি কার্যত রান্নাঘরেই বন্দি ছিলেন। দুমাস পরে একদিন তাঁকে দূতাবাস থেকে বার করে দেওয়া হল। ১৯৫৪ সালে অগাস্ট মাসে চে মেক্সিকো শহরে এসে পৌঁছলেন।

মেক্সিকো যাওয়ার পথে এক গুয়াতামালান বিপ্লবীর সঙ্গে চে-র পরিচয় হয়। ডাক নাম এল পাতোহো বা ছোঁড়া। এর কথা চে তাঁর 'বিপ্লবী যুদ্ধেব স্মৃতি' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। মেক্সিকো শহরে চে এবং এল পাতোহো একটি পুরনো ব্রাউনি ক্যামেরা নিয়ে ভ্রমণকারীদের ছবি তুলতেন। আর দুজনে একটা ঘর ভাড়া করে থাকতেন। চে অবশ্য কিছুদিন একজন হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞের ল্যাবরেটরিতেও কাজ করেছেন।

এল পাতোহোর সহযোগিতায় চে কিউবান বিপ্লবীদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। চের কথায়, 'ফিদেলের ভাই রাউলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। একদিন সারারাত্রি ফিদেলের সঙ্গে আলোচনা, আর পরের দিন সকালবেলা ওঁর দলে ডাক্তার হিসেবে যোগ দিলাম। লাতিন আমেরিকাতে আমি ইতিমধ্যে যা দেখেছি এবং গুয়াতেমালার অভিজ্ঞতার পরে বিপ্লবী কাজে আমাকে যুক্ত করা বিশেষ কঠিন ছিল না।

ফিদেল সম্পর্কে তখনই আমার ধারণা হয়েছিল যে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আপাতভাবে সমাধানের অতীত সমস্যারও তিনি অতি সহজে সমাধান করতে পারতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিউবার মাটিতে পদার্পণ করামাত্র তিনি যুদ্ধ শুরু করবেন এবং জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবী। তিনি কিছু করতে চাইছিলেন। সংগ্রাম করতে উন্মুখ ছিলেন। তাঁর আশাবাদ আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। হা-পিত্যেস না করে লড়াই করাকেই তিনি শ্রেয় মনে করতেন।'

চে-র সঙ্গে ফিদেলের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল। শুরু হল মিলিটারি ট্রেনিং। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ভূতপূর্ব সেনা জেনারেল আলবার্তো বাইয়ো নিযুক্ত হলেন তাঁদের শিক্ষক হিসেবে।

১৯৫৫ সালে চে এবং ইলদা বিয়ে করলেন। ইলদা বলছেন, 'চে এবং ফিদেল সবসময় বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। কিউবার বিপ্লব আমার স্বামীকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিল।'

অবশেষে ১৯৫৬ সালে বিরাশিজন গেরিলা যোদ্ধা 'গ্রানমা' নামে একটি ছোট জাহাজে চেপে কিউবার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। ইলদা তখন সন্তানসম্ভবা। চে-র প্রথম সন্তান বেয়াত্রিসে যখন ভূমিষ্ঠ হল মেক্সিকোয়, চে তখন কিউবায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

গ্রানমা কিউবা পৌঁছতে সময় নিল প্রায় ছদিন। এ সময় ভয়ানক সামুদ্রিক ঝড়ে টালমাটাল জাহাজে সবাই হয়ে পড়েছিলেন অসুস্থ। একমাত্র চে বাদ। অসুস্থ হওয়ার সময়ই তাঁর ছিল না। জাহাজের প্রত্যেকের সেবাশুশ্রূষার ভার তো তাঁর ওপরে। তিনিই তো গেরিলাদের ডাক্তার। ১৯৫৬ সালের ২ ডিসেম্বর জাহাজ ভিড়ল কিউবার মাটিতে। শত্রুপক্ষ জানতে পেরে বিমান আক্রমণ চালাল। অনেকে মারা পড়লেন। যাঁরা বেঁচে গেলেন, তাঁরা এগোলেন সিয়েরা মায়েস্ত্রার পাহাড়ের দিকে। উপর্যুপরি তাঁদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত হল। শত্রুর সঙ্গে প্রথম মোকাবিলার পর অক্ষত রইলেন মাত্র সাতজন। অবশ্য আরও কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিলেন— সব মিলিয়ে বিশজন।

প্রথম থেকেই চে সহযোদ্ধাদের প্রিয় ছিলেন। ডাক্তারির থেকে যুদ্ধেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। নেতৃত্ব দেবার তাঁর এক স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। তাঁকে দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হত। অন্যদের তুলনায় তাঁর সাহস ছিল অনেক বেশি। অবশ্য ফিদেল এই দুর্দমনীয় সাহসের শ্রদ্ধামিশ্রিত সমালোচনা করেছিলেন ১৯৬৮ সালের ১৮ অক্টোবরের এক বক্তৃতায়, চে-র মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। ফিদেল বলেছিলেন, 'তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। সহযোদ্ধারা এজন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। অন্যদের তুলনায় তা তিনি দ্বিগুণ পেতেন কারণ কিউবা তাঁর জন্মভূমি ছিল না। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী, যাঁর হৃদয়ে মহাদেশের অন্যত্র সংগ্রাম স্বপ্নময় হাতছানি দিত; তিনি ছিলেন এত নিঃস্বার্থ এত পরার্থবাদী; তিনি সর্বদা সবচেয়ে

বিপজ্জনক কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন প্রতিনিয়ত...চে ছিলেন এক অতুলনীয় যোদ্ধা, এক অসাধারণ নেতা, এক সামরিক বিস্ময়, অসম সাহসী এবং অতীব আক্রমণাত্মক'।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চে-কে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়। তিনি সহযোদ্ধাদের কাছে ছিলেন যুদ্ধ প্রকৌশলের শিক্ষক। এক অননুকরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবসর সময়ে, যুদ্ধের ফাঁকে তিনি পড়তেন সেরভান্তেস, লুই স্টিভেনসন, পাবলো নেরুদা। ১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে চে-কে 'মেজর' (কিউবার সর্বোচ্চ সামরিক পদ) পদ প্রদান করা হয়। কিছুদিন বাদে সিয়েরা মায়েস্ত্রা থেকে এসকামব্রাই পর্যন্ত এক সামরিক অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দেন যা কিউবাকে কার্যত দুভাগে ভাগ করে দেয়। এই অভিযানের সময়ই তিনি এক কিউবান সহযোদ্ধা মহিলার সান্নিধ্যে আসেন যিনি ২৬ জুলাই আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং পরে গেরিলাদের দলে যোগ দেন। তাঁর নাম আলেইদা মার্চ। পরবর্তীকালে চে বিবাহবিচ্ছেদ করে আলেইদাকে বিয়ে করেন।

লাস ভিলাস অভিযানের স্বল্পকাল পরেই বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটে। ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি চে লা কাবানা দুর্গের অধিপতি হন। ৯ জানুয়ারি কিউবার বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রিসভা চে-কে কিউবান নাগরিকত্ব প্রদান করে। আর তখন থেকেই এর্নেস্তো গেভারা সরকারিভাবে এর্নেস্তো চে গেভারা নামে পরিচিত হন। ১৯৫৯ সালের জুন মাসে তিনি আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনে বের হন। সেপ্টেম্বরে কিউবায় ফিরে তিনি ভূমিসংস্কার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। অনতিবিলম্বে তাঁকে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির শিল্প সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৬ ডিসেম্বর তিনি কিউবার জাতীয় ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ নিয়ামকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 'চে' নামাঙ্কিত বিখ্যাত কিউবান নোটের সূত্রপাত ঘটান। সমসাময়িক মার্কিন ব্যাঙ্কারদের মতে, চে ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্কার। প্রথমেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গচ্ছিত কিউবান সোনা এবং ডলার অন্যত্র স্থানান্তরিত করেন। এর ফলে মার্কিন প্রত্যাঘাতের সময় কিউবার সম্পদ অন্যত্র নিরাপদে থাকায় কিউবা এক সমূহ অর্থনৈতিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচিতে Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) এবং জাতীয় ব্যাঙ্কের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করার সময় চে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করে যেতেন। আর সময় পেলে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিশেষ করে বেটোফেন শুনতেন আলেইদার সঙ্গে। চের খাবার ছিল অত্যন্ত সাধারণ; স্টেক, টমাটো এবং শাক। পানীয় বলতে মাতে এবং কনিয়াক। পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল অত্যন্ত আটপৌরে। একটা মিলিটারি শার্ট প্যান্টের ওপরে পরতেন, পায়ে থাকত কালো মিলিটারি বুট, আর সর্বক্ষণ মাথায় থাকত একটা টুপি। কখনও পাদপ্রদীপের আলোয় যেতে চাইতেন না তিনি। ফিদেলের অনুরোধে বক্তৃতা দিতেন অনেকটা ক্লাস নেবার ভঙ্গিতে। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে

ফিদেলের সঙ্গে মতপার্থক্য হলে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। তিনিই প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান যা পরবর্তীকালে কিউবাতে রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম থেকেই চে-র উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক মানুষ তৈরি করা। এবং তার জন্য অন্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তিনি মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করার থেকেও জরুরি হল সমাজতান্ত্রিক মানুষ তৈরি করা যারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতার মূলোচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং তার জন্য দরকার এক নিরলস সংগ্রাম।

১৯৬০ সালে চে আবার বিদেশে যান। এবার চেকোশ্লাভাকিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং উত্তর কোরিয়া। প্রতিটি দেশের সঙ্গে কিউবার উন্নয়নের জন্য চুক্তি করলেন। ১৯৬১ সালে তাঁকে শিল্পমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ওই বছরেই মার্কিন মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বে অব পিগস-এ আক্রমণ চালায়। অতএব চে-কে আর একবার অস্ত্র ধরতে হয় কিউবার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি নিরন্তর কিউবার সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত। ১৯৬২ সালে আবার রাশিয়ায়, ১৯৬৩-তে সুইজারল্যান্ডে এবং ১৯৬৪-তে আলজিরিয়াতে। এই সমস্ত সময় তিনি নিরলসভাবে সংগ্রাম করেছেন আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্টির ভিতরে এবং বাইরে। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রথম গেলেন ভিয়েতনামে এবং তারপরে আফ্রিকার কঙ্গোতে। ১৯৬৬ সালে চে যান বলিভিয়ায়। আর সেখানেই তিনি লাতিন আমেরিকার দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করতে গিয়ে মার্কিন মদতপুষ্ট বলিভিয়ান সামরিক শাসকদের হাতে যুদ্ধ করতে করতে আহত হয়ে বন্দি হন এবং সি আই এ-র নির্দেশে চেকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

কাস্ত্রো সংক্রান্ত

কিউবা : বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা

ফিদেল কাস্ত্রো

আমাদের দেশ এখন উচ্চাভিলাষী আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণে কঠোর পরিশ্রমে রত। ধনতন্ত্রের এলোমেলো বিধিনিয়ম আমাদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে না। আমাদের দেশের প্রত্যেক নারী এবং পুরুষ হয় শিক্ষায়, নতুবা উৎপাদনে বা পরিষেবায় নিয়োজিত আছেন। আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে যাঁরা জীবন দিয়েছেন অথবা আহত হয়েছেন, তাঁদের নিকটাত্মীয় স্বজনদের কথাও আমরা ভুলে যাইনি। প্রিয়জনের বিয়োগ এবং নিজেদের একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ, উদার এমনকি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য প্রাপ্য যাবতীয় যত্ন ও বিবেচনা তাঁরা পেয়েছেন, এখনও পাচ্ছেন এবং পেতে থাকবেন।

যে হাজার হাজার কিউবাবাসী সামরিক বা অসামরিক আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্যপালন করেছেন, তাঁরা সকলেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁরা মর্যাদার সঙ্গে আমাদের জনগণের লড়াকু এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকেই তুলে ধরেছেন।

দেশে ফিরে তাঁরা দেখেছেন, তাঁদের দেশ একদিকে যেমন উন্নয়নের প্রচণ্ড সংগ্রামে ব্যস্ত, অন্যদিকে তেমন সাম্রাজ্যবাদীদের অবরোধের বিরুদ্ধেও মর্যাদার সঙ্গে মোকাবিলা করে চলেছে। এর সঙ্গে আছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বর্তমান সংকট, যার ফলাফল আমাদের দেশের নেতিবাচক হবারই সম্ভাবনা।

জঙ্গলের আইন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে

ওই দেশগুলির অধিকাংশের মানুষ না বলছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা, না বলছে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের কথা। তাঁদের পত্রপত্রিকায় ওইসব শব্দগুলির উল্লেখ পর্যন্ত দেখা যায় না। তাঁদের রাজনৈতিক অভিধান থেকে ওইসব ধারণাগুলি বস্তুত তুলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওইসব সমাজে ধনতন্ত্রী মূল্যবোধগুলি অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করছে।

পুঁজিবাদের অর্থ তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের সঙ্গে বাণিজ্যের অসম শর্ত, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা আর উগ্র স্বাদেশিকতার বিষ, বিনিয়োগ ও উৎপাদনে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব, অন্ধ অর্থনৈতিক বিধির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে নির্মম বলিদান, যোগ্যতমের বেঁচে থাকার তত্ত্ব, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যে যাঁর এই নীতি। পুঁজিবাদ বলতে আরও অনেক কিছুকেই বোঝায়। বোঝায়, বেশ্যাবৃত্তি, মাদক নেশা, জুয়া,

ভিক্ষাবৃত্তি, বেকারী, মানুষে মানুষে অপার বৈষম্য, প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করা। বাতাস, সাগর, নদী, অরণ্য—সব কিছুকে বিষাক্ত করে তোলা এবং বিশেষ করে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি লুণ্ঠন। অতীতে পুঁজিবাদ বলতে বোঝাত উপনিবেশবাদ। এখন বোঝায় অত্যাধুনিক ও সস্তা সব থেকে কার্যকর ও সব থেকে নির্মম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সাহায্যে কোটি কোটি মানুষের উপর চাপানো নয়া উপনিবেশবাদ।

পুঁজিবাদ তার বাজারি অর্থনীতি, তার মূল্যবোধ, তার গোষ্ঠীতন্ত্র, তার নিজস্ব উপায়গুলি দিয়ে সমাজতন্ত্রকে তার বর্তমান সমস্যা থেকে কখনই উদ্ধার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের সমস্যাগুলি যে কেবল ভুলভ্রান্তির ফল তা মোটেই নয়। এর পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নত পুঁজিবাদী শক্তিগুলির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর অবরোধ ও বিচ্ছিন্নতা চাপিয়ে দেবার ঘটনা। ওইসব শক্তিগুলোই তো বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। সমাজতন্ত্রের সমস্যাগুলির পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, যেটা তারা অর্জন করেছে তাদের উপনিবেশগুলিতে লুণ্ঠন, শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ এবং যেসব দেশ এখনও উন্নত নয় সেখান থেকে মেধা আমদানির দ্বারা।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে একের পর এক বিধ্বংসী যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা পড়েছেন। ধ্বংস হয়েছে উৎপাদনের প্রায় সমস্ত উপকরণ। ফিনিক্স পাখির মতোই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটিকে বার বার বেঁচে উঠতে হয়েছে তার নিজের ধ্বংসস্তূপ থেকে। ফ্যাসিবাদকে পর্যুদস্ত করে এবং উপনিবেশগুলির মুক্তি সংগ্রামগুলিকে সাহায্য করে এই দেশটি মানবজাতির পরম উপকার সাধন করেছে। আর এখন সে সমস্তই ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

দেখলেও বিরক্ত বোধ হয় কীভাবে, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নেরও বেশ কিছু লোক, সে দেশের বীর জনগণের ইতিহাস সৃষ্টিকারী কৃতিত্ব আর অসাধারণ দক্ষতাকে অস্বীকার করছে, বিলুপ্ত করছে। বিরাট অথচ পশ্চাদপদ, দরিদ্র সেই দেশে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হয়েছিল যে বিপ্লব তার ভুলভ্রান্তি ঘটেছে এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেগুলি শুধরাবার পথ এটা হতে পারে না। জারশাসিত রাশিয়াকেই ইতিহাসের বৃহত্তম বিপ্লবের স্থান হিসেবে বেছে নেবার জন্য লেনিনকে আজ অপরাধী করা যায় না।

এই জন্যই সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দিতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিনি। কারণ সেগুলির মধ্যে থাকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার। দৃশ্যতই ওই ধরনের প্রবণতার জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং প্রতিবিপ্লব। কিউবাতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবার মধ্যে ন্যায়সঙ্গত, সুষম বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ওইসব পত্র-পত্রিকার কতকগুলি এখন তার অবসান দাবি করছে। তারা চায়. সোভিয়েত আমাদের দেশে যে সব জিনিস বিক্রি করে তার দাম আগের তুলনায় বাড়ানো হোক। তারা চায় কিউবা থেকে সোভিয়েত যে সব জিনিস কেনে, তার দাম

তারও কমিয়ে দেওয়া হোক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে যা করে, এটাও ঠিক সেই রকম। এক কথায় তারা চায় কিউবা অবরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েতও হাত মিলাক।

সমাজতন্ত্রের উপর মার্কিনী আক্রমণ

সমাজতন্ত্রকে দুর্বল করার এবং সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ এবং একই সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি ওই দেশগুলির স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকটি দেশকে আলাদা আলাদাভাবে মোকাবিলা করার এবং ভিতর থেকে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার দীর্ঘমেয়াদী চক্রান্ত তৈরি করে তা প্রয়োগ করেছে।

পরিস্থিতি যেভাবে মোড় নিচ্ছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলি তাদের উল্লাস চাপা দিতে পারছে না। তারা নিঃসংশয়—অবশ্যই বিনা কারণে নয়—যে, এই মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক শিবির বলতে কার্যত আর কিছুই নেই। মার্কিন নাগরিকদের কিছু গোষ্ঠী, এই মুহূর্তেই পূর্ব-ইউরোপের কিছু কিছু দেশের জন্য ধনতন্ত্রী উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করতে বসে গেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টারাও এঁদের মধ্যে আছে। সম্প্রতি প্রচারিত এক সংবাদ অনুসারে তাঁরা এই "দুর্দান্ত অভিজ্ঞতায়" চমৎকৃত। তাঁদের মধ্যে একজন, জনৈক মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা, পোল্যান্ডে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর প্রবর্তিত 'নয়া কর্মসূচি' (নিউ ডিল) ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োগের পরামর্শও দিয়েছেন। পুঁজিবাদের তীব্র সংকট কাটিয়ে ওঠার উপায় হিসাবেই রুজভেল্ট ওই দাওয়াই বাতলেছিলেন। বাজারি অর্থনীতি চালু করার ফল হিসাবে ১৯৯০ সালে পোল্যান্ডের যে ৬ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হবেন, মোট যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ কর্মরত মানুষের অর্ধাংশকেই কাজে বহাল রাখার জন্য অন্য কাজ দিতে হবে, তাঁদের সাহায্য করার জন্যই 'নিউ ডিল' ধরনের কর্মসূচির কথা বলা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং ন্যাটো জোটভুক্ত ধনতন্ত্রী দেশগুলিকে বোঝানো হচ্ছে—এবং সেটা অকারণে নয়—যে ওয়ারশ চুক্তির আর কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং যে সব সমাজ ভিতর থেকেই ক্ষয়ে দুর্বল হয়ে গেছে তারা কোনো বাধা দিতেও সক্ষম হবে না।

কেন এই মার্কিন মদত?

বলা হচ্ছে, সমাজতন্ত্রকে উন্নত করতেই হবে। কেউই এই নীতির বিরোধিতা করবেন না। এটা মানুষের সকল কাজকর্মের অন্তর্নিহিত এবং চিরন্তন নীতি। কিন্তু, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল নীতিগুলি বিসর্জন দিয়ে সমাজতন্ত্রের উন্নতিবিধান কি সম্ভব? তথাকথিত এই সংস্কার পুঁজিবাদী পথেই করতে হবে কেন? ওই সব ধ্যান-ধারণাগুলি যদি সত্যিই বিপ্লবী হয়, যেটা তাঁরা দাবি করেছেন, তাহলে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডাদের ঐক্যবদ্ধ সোৎসাহ সমর্থন পাচ্ছেন কী করে?

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কিছু দেশে বর্তমানে যেসব তত্ত্বপ্রয়োগ করা হচ্ছে স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতি মারফত নিজেকে ওইসব তত্ত্বের পয়লা নম্বরের সমর্থক বলে জাহির করছেন। অদ্ভুত বিবৃতি!

সত্যিকার কোনো বিপ্লবী ধ্যান-ধারণার প্রতি মানবজাতির পরিচিত সব থেকে শক্তিমান, আগ্রাসী এবং লোভী সাম্রাজ্যের পাণ্ডার কাছ থেকে এরকম সোৎসাহ সমর্থন লাভ করার এরকম কোনো নজির ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

এ বছর (১৯৮৯) এপ্রিল মাসে কমরেড গোরবাচেভ কিউবা সফরে এসেছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে আমার খোলামেলা আলোচনা হয়। তখন প্রকাশ্যেই আমি জাতীয় সংসদে বলেছিলাম কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ যদি পুঁজিবাদ গড়ে তুলতে চায়, তাহলে তার সেই অধিকারকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, যেমন স্বীকৃতি আমরা দাবি করি কোনো পুঁজিবাদী দেশ যদি সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চায়, সেই অধিকারের জন্যও।

আমি বিশ্বাস করি যে, বিপ্লব আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না। কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা অথবা ভ্রূণ স্থাপন করে আর যাই হোক, কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিপ্লবের জন্য সামাজিক কিছু পূর্বশর্ত প্রয়োজন। একমাত্র জনগণই নিজ নিজ দেশে তা সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে বিপ্লবীদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা প্রসারিত করার প্রশ্নে কোনো বিরোধ নেই।

তাছাড়া, বিপ্লব এমন একটি প্রক্রিয়া, যা এগুতেও পারে অথবা পিছিয়েও যেতে পারে। এমন প্রক্রিয়া যেটা ব্যর্থও করে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা কমিউনিস্টদের হতে হবে সাহসী আর বিপ্লবী। যে কোনো পরিস্থিতিতে তা যত প্রতিকূলই হোক না কেন, সংগ্রাম করতে কমিউনিস্টরা কর্তব্যবদ্ধ। প্যারিসের কমিউনার্ডরা তাঁদের আদর্শের পক্ষে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বিনা সংগ্রামে বিপ্লব আর সমাজতন্ত্রের পতাকা সমর্পন করার কথা ভাবাও যায় না। কাপুরুষ এবং হতাশাবাদীরাই আত্মসমর্পণ করে—কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা নয়।

লুণ্ঠনে অংশ নেবার আহ্বান

এখন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি নেবার জন্য, পুঁজিবাদ গড়ে তোলার জন্য তৃতীয় বিশ্বর দেশগুলি লুণ্ঠনে ভাগ নেবার জন্য ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে পীড়াপীড়ি করছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্পদের একটা বড় অংশই আসে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে তাদের অসম বাণিজ্যের দৌলতে। শত শত বছর ধরে ওই দেশগুলিকে উপনিবেশ হিসাবে লুণ্ঠন করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেখানে দাসে পরিণত করা হয়েছে। ওইসব দেশের সোনা, রুপা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ নিঃশেষ করা হয়েছে। তাঁরা নির্মম শোষণের শিকার হয়েছে। পশ্চাৎপদতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ঘাড়ে। অনুন্নত থাকাটা উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টতম ফলশ্রুতি।

এখন পর্বত-প্রমাণ ঋণের সুদ আদায় করে ওইসব দেশগুলিকে ছিবড়ে করে দেওয়া

হচ্ছে। এদিকে ওইসব দেশগুলির যে পণ্য বিক্রি করে, তার হাস্যকরভাবে নগণ্য দাম দেওয়া হচ্ছে। অথচ তারা যেসব শিল্পজাত পণ্য কেনে সেগুলির জন্য অত্যন্ত চড়া দাম দিতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। পুঁজি আর মেধা চালান করার মাধ্যমে আর্থিক ও মানবসম্পদকে সাম্রাজ্যবাদীরা ওইসব দেশ থেকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। বাজারে ঢালাও পণ্য জোগান দিয়ে, চড়া শুল্ক বসিয়ে, আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিম বিকল্প তৈরি করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ভর্তুকি জুগিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বাণিজ্যে অবরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা এখন এই বিরাট লুণ্ঠনে যোগ দেবার জন্য ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এই আমন্ত্রণে ওইসব সমাজতান্ত্রিক দেশের পুঁজিবাদী সংস্কারের তাত্ত্বিকরা অখুশি বলেও মনে হচ্ছে না। ওইসব দেশের অনেকগুলিতেই তৃতীয় বিশ্বের এই দুর্দশার কথা বলে না। ক্ষুব্ধ জনসাধারণকে এইভাবে পুঁজিবাদের ও কমিউনিজম বিরোধের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটি দেশকে আবার নিখিল জার্মানবাদ তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইসব ঘটনা এমনকি ফ্যাসিবাদী প্রবণতার দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এর বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদীরা পারিতোষিক হিসাবে দিতে চাইছে আমাদের জনগণের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ। এবং এটাই হল পুঁজিবাদী ভোগবিলাসী সমাজ গঠনের একমাত্র পন্থা।

এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পূর্ব-ইউরোপেই বিনিয়োগ করতে বেশি আগ্রহী। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যেখানে শত শত কোটি মানুষ বাস করে দরিদ্রসীমার নিচে সেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কী সম্পদ আশা করতে পারে?

নয়া উপনিবেশবাদী "শান্তি"

তাঁরা আমাদের শান্তির কথা শোনায়। কিন্তু সে কেমন শান্তি? সে হল বৃহৎ শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে শান্তি। অথচ সাম্রাজ্যবাদীরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে হস্তক্ষেপ অথবা ওই দেশগুলিকে আক্রমণের অধিকার নিজেদের হাতে রেখে দিচ্ছে। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাবি এল সালভাদোরের বিপ্লবীদের সাহায্য করা চলবে না। যেহেতু নিকারাগুয়া এবং কিউবা এল সালভাদোরের বিপ্লবীদের প্রতি সহমর্মিতা জানায়, সেই কারণে আমাদের এই দুটি দেশকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও সোভিয়েতের সঙ্গে অস্ত্রচুক্তির শর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। এদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজে কিন্তু এল সালভাদোরের খুনি সরকারকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সেনা পাঠাচ্ছে। নিকারাগুয়ার প্রতিবিপ্লবীদের মদত দিচ্ছে। পানামায় ক্যুদেতা ঘটাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় সফল

শান্তি চুক্তি সত্ত্বেও অ্যাঙ্গোলায় ইউনিটা প্রতিবিপ্লবীদের সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সেনা সরে যাওয়া এবং জেনিভা চুক্তি সত্ত্বেও সেখানকার বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়াব্যাপী হস্তক্ষেপের নীতি

মাত্র কয়েকদিন আগেই মার্কিন জঙ্গি বিমান দুর্বিনীত হস্তক্ষেপ করেছে ফিলিপাইনের অভ্যন্তরীণ বিরোধে। বিদ্রোহী সেনাদের মতলব ভাল ছিল কি মন্দ ছিল সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়। ফিলিপাইনে মার্কিন হস্তক্ষেপ একটা গুরুতর ঘটনা। এটা বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির নিখুঁত প্রতিফলন, যা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের পুলিশের ভূমিকা নিজেই নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। লাতিন আমেরিকাকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই মনে করে। সেখানে তো বটেই, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও মার্কিন পুলিশি ভূমিকা চলছে।

একটি বৃহৎ শক্তির দ্বারা যত্রতত্র হস্তক্ষেপের নীতিকে পবিত্রতা দান বিশ্বে স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের অবসানই সূচনা করছে। আমাদের নিজেদের বীরত্ব দ্বারা অর্জিত শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনো শান্তি আর নিরাপত্তা আমাদের জনগণ ভোগ করতে পারেন না।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ধারণাটা খুবই চমৎকার, যদি অবশ্য এটা নিছক কল্পনাবিলাস না হয়ে রূপায়ণযোগ্য হয়। একদিন না একদিন এটা নিঃসন্দেহে উপকারে আসবে এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। কিন্তু সেটা ঘটবে কেবল মানবজাতির একটা অংশের ক্ষেত্রে। এর দ্বারা তৃতীয় বিশ্বে শান্তি নিরাপত্তা বা আশার সঞ্চার হবে না।

আমাদের জনগণকে আক্রমণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শক্তিশালী নৌবহর, সর্বত্র বসিয়ে রাখা সামরিক ঘাঁটিগুলি, অত্যাধুনিক ও মারাত্মক চিরাচরিত অস্ত্র—এগুলিই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভু আর পুলিশের ভূমিকা সুনিশ্চিত রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

এছাড়াও, তৃতীয় বিশ্বে প্রতিদিন ৪০ হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটছে। অনুন্নত থাকা আর দারিদ্র্যের কারণেই এটা ঘটেছে। আগেও আমি বলেছি এবং পুনরুল্লেখ করার যোগ্য বলেই আবারও বলছি, এটাই মনে হয় যেন হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যে বোমা ফেলা হয়েছিল সে রকম এক-একটা বোমা প্রতি তিনদিন অন্তর বিশ্বের শিশুদের উপর বর্ষণ করা হচ্ছে।

কেমনতর নতুন ভাবনা?

এইসব ঘটনাবলী যদি একইভাবে চলতে থাকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি এইসব ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য করা না যায়, তবে কেমনতর নতুন ভাবনার কথা আমরা বলব? এখনকার মত চলতে থাকলে যুদ্ধোত্তর যুগে যে দ্বি-মেরু বিশ্বের আবির্ভাব ঘটেছিল, তা অনিবার্যভাবেই মার্কিন আধিপত্যের অধীন এক মেরু বিশ্বে পরিণত হবে।

কিউবাতে আমরা ভুল-ভ্রান্তি শুধরে নেবার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। একটা শক্তিশালী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, শ্রদ্ধাভাজন পার্টি ছাড়া কোনো বিপ্লব বা সমাজতন্ত্রের ভুলগুলির প্রকৃত সংশোধন অসম্ভব। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করে, সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধগুলি ধ্বংস করে, পার্টির উপর কলঙ্ক আরোপ করে, পার্টির সামনের সারির লোকদের হতোদ্যম করে, পার্টির পথনির্দেশক ভূমিকাকে পরিত্যাগ করে, সামাজিক শৃঙ্খলাগুলি বরবাদ করে এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যের বীজ বপন করে প্রকৃত সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এর পরিণতি বিপ্লবী পরিবর্তন নয়, প্রতিবিপ্লব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা, কিউবা নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নতুন পরিস্থিতির সুযোগে তারা আমাদের বিপ্লবকে নতজানু হতে বাধ্য করতে পারবে।

কিউবার বিপ্লব বিজয়ী লালফৌজের পিছন পিছনে আসে নি। এখানে আমাদের জনগণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমাদের বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চায়। ৩০ বছর ধরে আমরা তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে আসছি। এ থেকেই প্রমাণ হবে, আমাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি কতখানি।

সংগ্রামভিত্তিক সুদৃঢ় নেতৃত্ব

আমাদের দেশে আমরা যাঁরা নেতৃত্বে আছি, তাঁরা কেউ ভুঁইফোঁড় বা দায়িত্বে নবাগত নই। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পুরনো সেই যোদ্ধাদের সাধারণ সারি থেকেই আমরা এসেছি, যাঁরা মেল্লা এবং গিতরাস-এর অনুসারী, যাঁরা 'গ্রানমা' তরীতে চড়ে এসে মনকাড়া প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল, যাঁরা সিয়েরামায়েস্ত্রাতে লড়েছিল আত্মগোপন করে, যাঁরা বে অব পিগ্‌স-এ (পিগ্‌স উপসাগর) লড়েছিল, অক্টোবর সংকটে যাঁরা ছিল অবিচল, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা ত্রিশ বছর যাবৎ দৃঢ় প্রতিরোধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যাঁরা বিরাট বিরাট শ্রম-সাফল্য অর্জন করেছে, যাঁরা সম্পন্ন করেছে মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্যসমূহ।

কিউবার তিনটি প্রজন্মের নর-নারী আজ আমাদের অতুলনীয় অগ্রবাহিনী ও সংগ্রামে পোড়-খাওয়া কমিউনিস্ট পার্টিতে যুব সংগঠনগুলিতে শক্তিশালী গণ সংগঠনগুলিতে আমাদের বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে এবং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে সদস্য হিসাবে এবং দায়িত্বশীল পদগুলিতে রয়েছেন।

কিউবাতে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

আজ আমাদের যা কিছু হয়েছে তা বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের দৌলতেই হয়েছে। কিউবাতে ধনতন্ত্র আনার অর্থ কিউবার স্বাধীনতা আর সার্বভৌমিকতার চির অবসান। তখন কিউবা হয়ে দাঁড়াবে মিয়ামির এক প্রসারিত অংশ, মার্কিন সাম্রাজ্যের লেজুড় মাত্র। তাহলে, উনিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কিউবা গ্রাসের মতলব করেছিল, সে সময়

জনৈক মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্তব্যকে সত্যে পরিণত করে কিউবা সত্যিই পাকাফলের মতো টুপ করে খসে পড়বে মার্কিন সাম্রাজ্যের কোলে। এটা ঠেকাতে আমাদের জনগণ প্রস্তুত এবং সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। এখানে, ম্যাসিও-র কবরের সামনে আমরা স্মরণ করব তাঁর অমর বাণী, "যে কেউ কিউবা গ্রাস করার চেষ্টা করবে, তাকেই জয় করতে হবে রক্তস্নাত কিউবার মাটি যদি অবশ্য সে নিজেই আগে ধ্বংস হয়ে না যায়।"

আমরা, কিউবার কমিউনিস্টরা এবং আমাদের জনগণের লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সৈনিকরা, পশ্চিম গোলার্ধের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে তো বটেই, বিশ্বের দুঃস্থ আর শোষিত মানুষের আদর্শের রক্ষক হিসাবেও ইতিহাস আমাদের যে ভূমিকা নির্দেশ করেছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত

আমরা কখনই বীরত্বময় ও প্রেরণাদায়ী বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ ও পতাকার ইজারাদার হবার বাসনা পোষণ করিনি। কিন্তু, যদি কখনও এমন দিন আসে, যেদিন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে পদানত করার হিটলারি স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করবে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে আমরাই হব শেষ সারির সৈনিক, সেদিন আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে যাব।

কিউবার বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকীর বক্তৃতা

ফিদেল কাস্ত্রো

আমার স্মৃতি আমাকে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারির সেই রাতে নিয়ে গেছে। আমি আবার সেই উত্তেজনার স্বাদ পাচ্ছি এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় আমাকে নাড়া দিচ্ছে, যেন তখন যা কিছু ঘটেছিল তার সবকিছু এখন, এই মুহূর্তে ঘটছে। এটা একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে যে, ৪০ বছর বাদে আবার সেই একই জায়গা থেকে সান্তিয়াগো ডি কিউবার মানুষকে সম্বোধিত করার দুর্লভ সুযোগ সময় আমাদের করে দিয়েছে।

সেদিন ভোর হওয়ার একটু আগে আমরা যখন খবর পেলাম আমাদের বাহিনীর অদম্য অগ্রগতির সামনে সেই কলঙ্কময় শাসকের অত্যাচারী এবং পালের গোদাগুলো পালিয়েছে, তখন আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কী করে এই অবিশ্বাস্য বিজয় সম্ভব হতে পারল? ১৯৫৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বরের সেই চরম পরাজয়, যাতে আমাদের গোষ্ঠীটিকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল, তারপর যখন আমরা আবার সাতখানা রাইফেল জোগাড় করতে পারলাম, সেই সময় থেকে মাত্র ২৪ মাসের কিছু বেশিদিন বাদে এই ঘটনা!

আমরা আবার সংগ্রাম শুরু করেছিলাম কয়েক হাজার আকাদেমি স্নাতক কম্যান্ডিং অফিসারের পরিচালনাধীন ৮০ হাজার মানুষের একটি যৌথ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই বাহিনী ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত, বিজয় সম্পর্কে যার ছিল প্রশ্নাতীত কিংবদন্তী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যর্থ উপদেশ ও ধারাবাহিক রসদের জোগানপ্রাপ্ত। যাইহোক, ন্যায়বিচারের আদর্শকে বরণ করে নেওয়া একদল সাহসী মানুষ এই সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য ঘটনাকে সম্ভব করেছিল। একই সঙ্গে শোষণ ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাদের রক্ষা করার ভিত্তিহীন এবং হাস্যকর প্রচেষ্টা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিপ্লবীবাহিনী, শ্রমিক এবং অবশিষ্ট জনসাধারণের তোড়ের মুখে ভেসে গিয়েছিল।

বিজয়ের সময় যে অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা ছিলাম, তার স্মৃতি রোমন্থন করার সময় যে বিষণ্ণতা আমাদের ছুঁয়ে যায়, তা হল সেই সমস্ত কমরেডদের টাটকা স্মৃতি যাঁরা গোটা সংগ্রাম জুড়েই ছিলেন, সেই অস্বাভাবিক কঠিন এবং প্রতিকূল বছরগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই, যা আমাদের বাধ্য করেছিল আগের থেকে অবস্থার একটু একটু করে উন্নতি ঘটাতে এবং আমাদের জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল বছরে সেটিকে পরিণত করতে। আমরা আমাদের পাহাড়কে, আমাদের খেত-খামারকে, পিছনে ফেলে

এসেছিলাম, আমাদের চরম এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অভ্যাসকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ৭৬১ দিন ধরে অত্যন্ত কঠিন, সতর্ক জীবন আমাদের কাটাতে হয়েছিল, যে শত্রু যে কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে, মাটিতে অথবা আকাশে। বিপদ এবং আত্মত্যাগের অংশীদারিত্বের মধ্যে দিয়ে কঠোর কিন্তু স্বাস্থ্যকর, বিশুদ্ধ জীবন কাটানো, যা মানুষকে একে অপরের কাছে ভাইয়ের মতো টেনে আনে। যে জীবন তাঁদের সবচেয়ে সেরা গুণগুলিকে একসাথে বিকশিত করার জন্য তৈরি করে, আত্মোৎসর্গ, স্বার্থহীনতা এবং পরহিতৈষীতার চরমতম ক্ষমতার সঙ্গে, যেন বিশ্বের প্রতিটি মানুষ তাঁদের নিজেদের মধ্যেই বিরাজ করছে।

শত্রুপক্ষ এবং আমাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও বাহিনীর দিক থেকে দুস্তর ব্যবধান আমাদের বাধ্য করেছিল অসম্ভবকে সম্ভব করতে। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে রাইফেল আর ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মাইনের সাহায্যেই আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলাম। এই নিয়েই আমাদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে গোলন্দাজবাহিনীর সঙ্গে, সাঁজোয়া গাড়ির সঙ্গে, এমনকি শত্রুপক্ষের বিমানবাহিনীর সঙ্গেও, যারা শত্রুবাহিনীকে মদত দিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হত।

রাইফেল, আধা-স্বয়ংক্রিয় এবং স্বয়ংক্রিয় যেসব হালকা পদাতিকবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের ছিল তা আমরা আক্রমণের সময় শত্রুদের থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম। সাঁজোয়া গাড়ি এবং তার সঙ্গে আসা পদাতিকবাহিনীকে রুখতে যে মাইন আমাদের আদ্যিকালের কারখানায় তৈরি হত, তার বিস্ফোরক আমরা পেতাম শত্রুপক্ষেরই ফেলা অগুনতি বোমা থেকে, যেগুলো ফাটত না। শত্রুবাহিনী যখন গতির মধ্যে রয়েছে তখন তাকে আক্রমণ করার অপরাজেয় কৌশলই ছিল মুখ্য বিষয়। আমাদের কম্যান্ডিং অফিসাররা শত্রুবাহিনীকে তাদের দুর্গের মতো ঠাসবুনোট এবং সাধারণভাবে আক্রমণসাধ্য নয় এমন অবস্থান থেকে সরে আসতে প্ররোচিত করার শিল্পে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিল।

সংশ্লিষ্ট শত্রুবাহিনীর শাখা বা গোটা বাহিনীটাকে অবরুদ্ধ করে ফেলা হত এবং ওদের জোগানসূত্রকে ধ্বংস করে ফেলা হত। তখন, ওরা খিদে-তেষ্টার জ্বালায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত। শত্রুবাহিনীর উপর দিনের পর দিন, অবিরত আমাদের বন্দুকবাজরা গুলিবর্ষণ করে যেত, অবরোধের বেষ্টনীকে আরও শক্ত করে তোলা হত। অবশ্যই আক্রমণের সময় বহুমূল্য মাথাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হত, যেহেতু সেগুলির জন্য উপযুক্ত রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল আমাদের। যা আমরা পাহাড় এবং ঘন জঙ্গলে শিখেছিলাম, তা আমরা সঠিকভাবেই প্রয়োগ করেছিলাম সমতলভূমিতে, বাঁধানো রাস্তায়, সাইট্রাস বাগিচার ছায়ার নিচে, ফলের বীথিতে, এমনকি আখের খেতেও, শত্রুবাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য যা খুব কাজে লেগেছিল। যত বেশি অস্ত্রশস্ত্র আমরা বাজেয়াপ্ত করছিলাম, ততই দ্রুতগতিতে আমাদের বাহিনী বেড়ে উঠছিল। তাই সাধারণভাবে আমাদের বাহিনী ছিল অনভিজ্ঞ যদিও তারা শত্রুবাহিনীর জোগানসূত্রের উপর আচমকা হামলা করায় আরও বেশি অভিজ্ঞ সৈনিকদের দ্বারাই সর্বদা পরিচালিত হত। পরে,

শত্রুবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানকে বিচ্ছিন্ন করতে আমরা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম।

এইভাবেই পামা সোরিয়ানো শহর মাত্র তিনদিনে আমরা দখল করেছিলাম। মাত্র ১২০০ বিপ্লবী যোদ্ধাকে দিয়ে ৫০০০টি ট্রুপের সমৃদ্ধ বাহিনীর সান্তিয়াগো ডি কিউবার সামরিক শহরকে আক্রমণ এবং বিজয় অর্জন করার নকশা তৈরি করা হয়েছিল এভাবেই। আক্রমণ শুরু করার পঞ্চমদিনের মাথায় অভ্যুত্থানের জন্য পামাতে আটক করা শতখানেক অস্ত্র সান্তিয়াগোর সৈকতে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সাফল্যের সঙ্গে চার ব্যাটিলিয়ন সৈন্যকে একটা চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলেছিল। আমি এই পরিকল্পনার আরও বিস্তারিতের মধ্যে যেতে চাইছি না। তার চেয়ে বরং আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব এইদিকে যে প্রতি চারটি শত্রুপক্ষের সৈনিকের বিরুদ্ধে আমাদের মাত্র একজন বিপ্লবী যোদ্ধা ছিল। শত্রুবাহিনীর সঙ্গে এর থেকে অনুকূল ভারসাম্য আর কখনই আমাদের জোটেনি।

বায়ামো থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গুইজাতে, মাত্র ১৮০ জনকে দিয়ে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, যাদের একটি বাঁধানো রাস্তা এবং শহর থেকে আসা অন্যান্য পথ দিয়ে আসা যোগানসূত্রকে কাটবার জন্য লড়তে হয়েছিল। আবার ওই শহরেই শত্রুবাহিনীর কার্যকরী সদরদপ্তর এবং ট্যাঙ্কসমৃদ্ধ সবচেয়ে সেরা ট্রুপগুলির কয়েক হাজার ঘাঁটি গেঁড়েছিল। আটক করা কিছু অস্ত্র এবং আরও কিছু যোগানের দ্বারা বলীয়ান আমাদের বাহিনীর নিশ্ছিদ্র আক্রমণের পর ১৯৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর, এগারো দিনের মাথায় গুইজা আমাদের হাতে চলে এল।

এই লড়াইটি ছিল আমাদের বাহিনীর অসাধারণ শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন। এ ঘটনার মাস পাঁচেক আগে, সেই বছরের জুনে, শত্রুবাহিনী সিয়েরামায়েস্ত্রার লা প্লাটায় জেনারেল কম্যান্ডের ওপর শেষবারের মতো আঘাত হেনেছিল। মনে হয়েছিল, এ আঘাত যেন সামলানো যাবে না। তবে আমরাও তখন আর অনভিজ্ঞ যোদ্ধা নই। আমরা মানে, ১৯৫৬-র ২রা ডিসেম্বর যারা পৌঁছেছিলাম। সংখ্যায় আমরা বেশি ছিলাম না। প্রতিরোধ গড়ার কাজ যখন শুরু করি, তখন আমরা সংখ্যায় প্রায় ১৭০জন। হপ্তাচারেক পর, আমাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ৩০০। এছাড়া চে, ক্যামিলো, র‍্যামিরো এবং আলমেইদার নেতৃত্বে বাহিনীগুলিকে আগেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা যেন প্রথম বাহিনী অধিকৃত এলাকায় এগিয়ে যায়। কারণ, শত্রুবাহিনীর লক্ষ্য ছিল ওই এলাকায় আক্রমণ চালানো। ফলে রাউলের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনী ছাড়া আমাদের সব বাহিনীই ছিল বেশ দূরে দূরে। রাউলের নেতৃত্বেধীন বাহিনীও ছিল অনেকখানি দূরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকায়। এছাড়া মিনাস-দেল-ফ্রিওতে আমাদের স্কুলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল কয়েকশো তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। অবশ্য এদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না।

৭৪ দিনের তীব্র লড়াইয়ের পর, শত্রুবাহিনীর প্রায় ১ হাজার জন হয় মারা, নয়তো

আহত হয়েছিল, অথবা বন্দি হয়েছিল। আমাদের হাতে বন্দি হয়েছিল ৪৪০ জন। কিছুদিন পর তাদের ফেরত পাঠানো হয় আন্তর্জাতিক রেডক্রশের মাধ্যমে। আমি এখন আমার স্মৃতির ওপর নির্ভর করে বলছি। ঐতিহাসিকরা সম্ভবত এইসব তথ্য আরও ভালভাবে খতিয়ে দেখতে পারবেন। আমাদের নথিপত্র সংরক্ষিত আছে। শত্রুদের মহাফেজখানায় যেসব তথ্য ছিল, তাও রাখা আছে। সেসব থেকে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন তথ্য মিলিয়ে নিতে পারবেন। আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, ৫০০-র বেশি অস্ত্র আমরা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমাদের স্কুলের স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এইভাবে, বিপ্লবীবাহিনীর মাত্র ৯০০ জন সশস্ত্র যোদ্ধা বিভিন্ন দিক থেকে এই দ্বীপের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত শত্রু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আক্রমণ করে।

আমাকে সদর দপ্তরে থেকে যেতে হয়েছিল। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে।

এই পশ্চাৎপটেই চে এবং ক্যামিলো, সংখ্যাটা যতদূর মনে করতে পারি, যথাক্রমে ১৪০ এবং ১০০ জনের মত মানুষ নিয়ে অন্যতম মহত্তম কাজ করেছিল, যা অনেকে ইতিহাস বই থেকে জেনেছেন। একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের পরই তারা রওনা দিয়েছিল এবং চারশো কিলোমিটারেরও বেশি পাড়ি দিয়ে সিয়েরা মায়েস্ত্রা থেকে এসকামব্রেতে পৌঁছয়।

কখনও জলাজমি, কখনও জঙ্গল, ক্রমাগত মশার কামড়, উপরে চক্কর দিচ্ছে শত্রুবাহিনীর নজরদারি বিমান, না আছে সঙ্গে গাইড, না খাবার। গোটা রাস্তায় আমাদের গোপন বাহিনীর সাংগঠনিক ক্ষমতাও ছিল দুর্বল। ফলে সাহায্যও তাঁদের করা যায়নি। তাঁদের অবরোধ ভাঙতে হয়েছিল, হঠাৎ আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়েছিল, মুখোমুখি হতে হয়েছিল বোমাবর্ষণের। কিন্তু তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। যোদ্ধাদের উপর আমাদের এতটাই আস্থা ছিল যে, তাঁরা শত্রু আক্রমণকে পরাস্ত করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, কী অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁদের ও তাঁদের প্রবাদপ্রতিম নেতাদের। তাঁরা ছিলেন সব লৌহমানব! যুবদের আমি বলি চে'র লেখা 'কিউবার বিপ্লবী যুদ্ধের ঘটনাবলী' বারবার পড়তে।

পাহাড়ে আমাদের লড়াইয়ের কথা এতক্ষণ বলে গেলাম। এখন আমি বলব সেই ১লা জানুয়ারির কথা, আমার এই প্রিয় শহরে যা ঘটেছিল। আজ আমরা ১লা জানুয়ারির চল্লিশতম বার্ষিকী পালন করছি। আমি লা প্লাটা ছেড়েছিলাম নভেম্বরের ১১ তারিখে। সঙ্গে ছিল ৩০ জন সশস্ত্র ব্যক্তি এবং নিরস্ত্র আরও একহাজার জন।

সেই সাহসী ও আত্মত্যাগী যুবকরা বেশি প্রশিক্ষিত ছিল খিদে সহ্য করায়, বোমাবর্ষণ সহ্য করায় এবং বাড়ন্ত সবকিছু সহ্য করায়। এটাই তারা বেশি শিখেছিল অস্ত্রচালনার চেয়ে। কারণ, হাতেকলমে গুলি চালানো শেখার জন্য একটাও কার্তুজ কখনও জোটানো যায়নি। গোটা দেশ থেকেই তারা এসেছিল প্রবল উৎসাহে। কিন্তু তখন পরিস্থিতি যা ছিল তা সহ্য করতে পারত দশজনে একজন। কিন্তু তারাই আমাদের বাহিনী ভর্তি করে দিয়েছিল। প্রবীণ যোদ্ধাদের চেয়েও তারা ছিল বেশি উৎসাহী। তারা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ঐতিহ্য থেকে। যে গল্প তারা শুনেছিল তা তারা নিজেরা করতে চেয়েছিল।

পথে আমরা বৈরী সেনাদের সমবেত করলাম। শত্রুবাহিনীর দুটি প্লেটুন থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলাম। এই দুটি প্লেটুন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাদের নেতা কম্যান্ডার জোস কুইভেদোর নেতৃত্বে। এইটাই বোঝাপড়া হয়েছিল তারা তাদের প্রাক্তন কমরেডদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আমরা ছিলাম ১৮০ জনের সশস্ত্র যোদ্ধাবাহিনী। গুইসা, বেইরে, জিওয়ানি, মাফো এবং পালমা সোরিয়ানোতে অসংখ্যবার লড়াই হয়েছিল। আমাদের সঙ্গীদের লড়াই করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। আমরা এগিয়ে চললাম। পালমা দখল করার পর আমার হিসেবে সবার কাছেই অস্ত্র ছিল এবং আমরা তখন একটা দক্ষ সেনাবাহিনীতে পরিণত। শত্রুর কাছ থেকে সাড়ে তিনশো অস্ত্র আমরা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।

আমার বলা উচিত, যে অস্ত্রগুলি আমাদের মিনান্নস দেল ফ্রিওর স্কুলের যুবকদের যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীতে পরিণত করেছিল সেগুলির সবকটিই যুদ্ধজয়ের স্মারক নয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ভেনেজুয়েলা যেতে সে দেশের জনগণের তরফে রিয়ার অ্যাডমিরাল লারাজাবাল এবং সেখানকার বিপ্লবী সরকার পাঠিয়েছিলেন দেড়শো সেমি অটোমেটিক রাইফেল এবং একটি লাইট অ্যাসল্ট রাইফেল। কিউবায় জয়লাভের মাস কয়েক আগেই ভেনেজুয়েলায় বিপ্লবী জুন্টা ক্ষমতায় এসেছিল। এই অস্ত্রগুলি বিদেশ থেকে আমরা যে সাহায্য পেয়েছি সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বলে আমার মনে হয়েছিল। এই অস্ত্রগুলি শীঘ্রই জিওয়ানি, মাফো এবং পালমা সোরিয়োনোর যুদ্ধে কাজে লেগে গিয়েছিল। সেকারণেই পালমা ও মাফো দখল করার পর আমাদের কাছে প্রচুর অস্ত্র ছিল এবং অস্ত্রহীন যোদ্ধাদের আমরা অস্ত্র দিতে পেরেছিলাম। এছাড়া তারপরও সান্তিয়াগোর অভ্যুত্থানে এবং বেলারমিনো কাস্তিলার অভ্যুত্থানের সময় ১০০ রাইফেল পাঠাতে পেরেছিলাম। সঙ্গে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল মায়ারিতে পশ্চাৎপসারণ থামানোর জন্য।

ভেনেজুয়েলা থেকে সাহায্যের কথা যখন বললাম, তখন আমার বলা উচিত যে, আমাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বিদেশ থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ পাইনি। যা পেয়েছিলাম তার প্রায় সবটাই ভেনেজুয়েলা থেকে। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ৯০ শতাংশেরও বেশি আমরা শত্রুবাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। সংখ্যায় সেগুলি ছিল কয়েক হাজার। কিন্তু আমাদের কঠোর নীতি ছিল যে অস্ত্রের প্রায় সবটাই ব্যবহৃত হবে যুদ্ধক্ষেত্রে।

এইসব ঘটনাই গত এক বছর ধরে স্মরণ করা হয়েছে। আমি কয়েকটি ঘটনার পুনরুল্লেখ করলাম।

দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন যাঁরা সম্ভব করেছিলেন তাদের জন্য সম্মান, অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই। সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই তাঁদের যাঁরা পাহাড়, গ্রাম, শহরে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, সেই গেরিলা ও আত্মগোপনে থাকা যোদ্ধাদের, তাঁদের যাঁরা বিজয় অর্জনের পর গৌরবোজ্জ্বলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এবং

বিনা দ্বিধায় নিজেদের যৌবন ও জীবন সঁপে দিয়েছিলেন সুবিচার, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের পুনর্জাগরণের জন্য; তাঁদের যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন এবং যাঁরা এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। ওই ১লা জানুয়ারি আমরা বলতে পারতাম যে ১৯৫৩-র ২৬শে জুলাইয়ের পাঁচ বছর পাঁচ মাস পাঁচ দিন পর বিজয় অর্জিত হয়েছে। আর এই বর্ষপূর্তিতে ওইদিন প্রসঙ্গে আমরা ৪৫ বছর ৫ মাস ৫ দিনের এক বীরত্বব্যঞ্জক লড়াই-সংগ্রামের কথা বলতে পারি।

এমনকি আজও তরুণতর প্রজন্মের কাছে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। এদের জন্য যদি কিছু না বলি তাহলে আজকের দিনটা অর্থহীন হয়ে যাবে। কারা এখানে উপস্থিত? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই সেই দিনকার মানুষ নন। সেই ১লা জানুয়ারি যাঁদের কাছে ভাষণ দিয়েছিলাম আজকে এখানে তাঁরা নেই। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা অন্য মানুষ কিন্তু এখনও সেই এক চিরন্তন মানুষ। এখানে বলছে যে মানুষটি সেও সেদিনকার মানুষটি নেই। এ হচ্ছে এমন একজন সেদিন যে ছিল বয়সে অনেক তরুণ! কিন্তু তার নাম এক, পরে একই পোশাক, ভাবে একই বিষয়, স্বপ্ন দেখে একই। দেশের বর্তমান এক কোটি এগারো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো মানুষের মধ্যে একাত্তর লক্ষ নব্বই হাজার চারশো মানুষ তখন জন্মায়নি; ১৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৯৮ জনের বয়স ছিল তখন দশ বছরের কম। তখন যাঁদের বয়স ছিল ৫০, তাঁদের বয়স আজ ৯০ হত, তাঁদের বেশিরভাগই আজ বেঁচে নেই। যদিও ক্রমশ বেশি বেশি মানুষ সেই বয়সে পৌঁছে যাচ্ছে।

তখন দেশের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ লিখতে পড়তে জানতেন না। আরও ৬০ শতাংশ মানুষও ছয় ক্লাসের বেশি পড়েননি। টেকনিক্যাল স্কুল ও হাইস্কুল ছিল কয়েক ডজন। তারও সবকটি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। শিক্ষার প্রশিক্ষণ কলেজ ছিল কয়েকটি মাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তিনটি সরকারি, একটি বেসরকারি। প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার। সম্ভবত পূর্ণবয়স্কদের পাঁচ শতাংশ স্কুলে ছয় ক্লাসের বেশি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আজকে হাইস্কুল শিক্ষকের সংখ্যা আড়াই লক্ষের বেশি, ডাক্তারের সংখ্যা ৬৪ হাজার, গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬ লক্ষ। কেউ নিরক্ষর নেই। ছয় ক্লাসের কম লেখাপড়া শিখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। নবম ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তারপরও তাঁরা বিনা বেতনে উচ্চতর শিক্ষা নিতে পারে। সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্য পাওয়া মোটেই সমস্যা নয়। এমন অনেক তথ্য আছে যা আজ আর কেউ অস্বীকার করে না। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমাদের দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু শিক্ষক, ডাক্তার, শারীর শিক্ষক, ক্রীড়াপ্রশিক্ষক। তৃতীয় বিশ্বে আমাদের দেশেই শিশু ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার নিম্নতম।

আমি এইসব বা আরও অন্যান্য সামাজিক অগ্রগতির কথা বলতে চাই না। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আজকের মানুষ অতীতের মানুষের সঙ্গেই কেবল নিজের তুলনা করেন না।

অতীতের নিরক্ষর, আধাসাক্ষর মানুষ সামান্যতম রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়েই বিপ্লব

সংগঠিত করেছিল, স্বদেশ রক্ষা করেছিল, তারপর অসাধারণ রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করেছিল, এমন এক বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু করেছিল পৃথিবীর এই গোলার্ধে যা তুলনাহীন। হাস্যকর জাতিদম্ভ বা অন্যদের থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ এমন আজগুবি ভণিতা থেকে একথা বলছি না। ১লা জানুয়ারি জন্ম নেওয়া বিপ্লবকে পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের থেকে কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

অতীতের এবং আজকের আমাদের বীর জনগণ, তিন প্রজন্মের জনগণ ৪০ বছরের আগ্রাসন ও অবরোধ প্রতিরোধ করেছেন। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত যুদ্ধকে প্রতিরোধ করেছে। দেশপ্রেমিক এবং বৈপ্লবিক দৃঢ়তার, গৌরবের সবচেয়ে অসাধারণ গাথা লেখা হয়েছে 'বিশেষ পর্বে' যখন পশ্চিম গোলার্ধে আমরা একেবারে একা হয়ে পড়লাম; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে এবং আমরা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

অন্য মানুষদের চেয়ে আমাদের জনগণ উন্নততর নন। তাদের বিপুল ঐতিহাসিক শৌর্যের উৎস হল তাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। উন্নত আদর্শ ও লক্ষ্যের ন্যায্যতাকে তারা রক্ষা করেছেন। এইরকম আদর্শ কখনও ছিল না।

আজ কেবল স্বার্থপরের মতো জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা অর্থহীন। আজকের পৃথিবীতে শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থই কোনো মহান স্বার্থ হতে পারে না। বিকাশ ও ঐতিহাসিক বিবর্তনে পৃথিবী ক্রমে বিশ্বায়িত হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এবং এর মুখ ঘোরানো অসম্ভব। জাতীয় ও সাংস্কৃতিক নির্বিশেষে, প্রত্যেক দেশের জনগণের ন্যায্য স্বার্থ সত্ত্বেও পৃথিবীর স্বার্থের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্বার্থ থাকতে পারে না। অর্থাৎ, মানবতার স্বার্থই সর্বোচ্চ।

এ আমাদের দোষ নয়, কৃতিত্বও নয় যে ১লা জানুয়ারি শুরু হওয়া সংগ্রাম আজকের ও আগামীদিনের জনগণের জন্য সমস্ত মানবজাতির স্বার্থের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। যত মহান আর ধনীই হোক কোনো দেশের জনগণই নিজে নিজে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সম্মুখপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেই কেবল এই বাস্তবতা অস্বীকার করা যায়।

মানবজাতির সমস্যার সমাধান তাদের সদিচ্ছাজাত হবে না যারা আজ শোষণ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের দখল নিচ্ছে। যদিও তাদের স্বপ্নে কেবল নিজেদের স্বর্গ আর অবশিষ্ট পৃথিবীর জন্য নরক। নরকই বটে!

আজকের বিশ্বে চালু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্যভাবেই পতন হবে। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ বুঝলে একজন স্কুলছাত্রও এই সত্য বুঝতে পারবে।

অনেকে এমনকি চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে উপনিবেশ বানানোর স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখার জন্য আমি তাঁদের দোষ দিচ্ছি না। যদি তাঁরা সত্যিই এটি করেন তাহলে কিছু লোকের জায়গা হতে পারে। যদি এই গ্রহে পাশবিক ও ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন ঠেকানো না যায়, তাহলে কিছু মানুষ সেখানে যেতে পারেন।

চলতি ব্যবস্থাটা টিকে থাকতে পারে না। কারণ এ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধ,

বিশৃঙ্খল এবং ধ্বংসাত্মক কতগুলো নিয়মের উপর। এমন নিয়ম যা সমাজ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে।

নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়নের তাত্ত্বিকরা, তাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা এবং এই ব্যবস্থার একনিষ্ঠ প্রবক্তারাই অনিশ্চিত, দ্বিধাগ্রস্থ এবং বিভ্রান্ত। হাজার একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। মানুষের স্বাধীনতা এবং বাজারের অবাধ স্বাধীনতার ধারণা অবিচ্ছেদ্য, একথা বলা মানে প্রতারণা করা। কারণ, বাজারের নিয়ম যা কিনা মানুষের জানা সবচেয়ে স্বার্থপর, অসম এবং হৃদয়হীন সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে—তা মানুষের স্বাধীনতাকে নিছক বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে।

এটা বলাই অধিকতর সঙ্গত যে, সমতা ও মৈত্রী বুর্জোয়া বিপ্লবের এই পবিত্র স্লোগান ছাড়া স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এবং ওই সমতা ও মৈত্রী বাজারের নিয়মের সঙ্গে কিছুতেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বে কোটি কোটি শিশু শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে, বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করছে বা মাদকদ্রব্য চোরাচালানের পথে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন, চরম দারিদ্র্য, মাদক চোরাচালান, অভিবাসী চালান এবং মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চোরাচালান, আগেকার উপনিবেশবাদের মতো অবস্থা এবং এর সাম্প্রতিক নাটকীয় ফলশ্রুতি অনুন্নয়ন—আজকের বিশ্বের প্রতিটি সামাজিক বিপর্যয়ের মূলে আছে ওইসব নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যবস্থা। এটাও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, বাজারের জন্য লড়াইয়ের ফলেই চলতি শতকে দুটি ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল।

এটা উপেক্ষা করা যায় না যে, বাজারের নীতি মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু, প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষেরই মানবজাতির পরবর্তী অগ্রগতির ভিত্তি হিসেবে ওইসব সামাজিক নীতিকে বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

বাজারনীতির অন্ধ প্রবক্তা ও অনুগামীরা একে নতুন একটা ধর্মীয় নীতির রূপ দিয়েছে। এ থেকেই গড়ে উঠেছে বাজারের ধর্মতত্ত্ব (থিওলজি)। বাজারনীতির বিশেজ্ঞরা বিজ্ঞানী নয়, ধর্মীয় গুরু। তাদের কাছে এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন। প্রকৃত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত, যা কিনা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ সততার সঙ্গে পালন করছেন এবং প্রকৃত ধর্মীয় গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমরা শুধু এটুকুই বলব যে, বাজারের ধর্মতত্ত্ব হচ্ছে একদেশদর্শী, মৌলবাদী এবং তা সার্বজনীনতা-বিরোধী।

বহুবিধ কারণেই বলা যায়, চলতি বিশ্বব্যবস্থা টিকে থাকার যোগ্য নয়। জৈব প্রযুক্তিবিদের ভাষায় বলতে গেলে এই ব্যবস্থার জিন-মানচিত্রে অসংখ্য আত্মধ্বংসী জিন বর্তমান।

এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যেগুলি নতুন এবং আগে থাকতে বোঝা যাচ্ছিল না। যেগুলি সরকার এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা আর প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে প্রভূত ধনবানদের কৃত্রিমভাবে তৈরি করার

বিষয় নয়। যেমন, গত কয়েক বছরে মার্কিন শেয়ারবাজার ফেঁপে ওঠায় কয়েকশো নতুন কোটিপতির ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। মার্কিন শেয়ার বাজার ফেঁপে উঠেছিল বেলুনের মতো, অস্বাভাবিক বেঢপ আকারে। এতটাই ফেঁপেছিল যে, আশঙ্কা ছিলই, এই বেলুন যে-কোনো সময় ফেটে যেতে পারে। এর আগে ১৯২৯ সালেও এটা হয়েছিল। মহামন্দার জের চলেছিল পুরো এক দশক।

১৯৯৮-র আগস্টে রাশিয়ায় সাধারণ একটা আর্থিক সঙ্কট দেখা গিয়েছিল। রাশিয়া বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র ২ শতাংশ উৎপন্ন করে। অথচ ওই সঙ্কটের দরুনই নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে ডাউ জোনসে শেয়ার সূচক পড়ে গিয়েছিল একদিনে ৫১২ পয়েন্ট। ছড়িয়ে পড়েছিল আতঙ্ক।

লাতিন আমেরিকাতেও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। দারুণ বিপদ ছিল মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে। এখনও পর্যন্ত তারা বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যেই তারা আছে। শেয়ার বাজারে গচ্ছিত যা ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে মার্কিন জনগণের ৫০ শতাংশের সঞ্চয় ও পেনশন তহবিল। ১৯২৯ সালের সঙ্কটের সময় তা ছিল মাত্র ৫ শতাংশ, এবং বহু মানুষ আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই বিশ্ব পৃথিবীতে যেখানে যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় অন্যত্র। চলতি ধাক্কার প্রভাব যথেষ্টই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানের পর বিশ্বের ধনীতম দেশগুলির সম্পদ মোতায়েন করা হয়েছে আগুন নেভাতে বা কমাতে। তবে তারা রাশিয়াকে সঙ্কটের কিনারে রাখতে চায়। ব্রাজিলের উপর অপ্রয়োজনীয়ভাবে তারা কঠিন শর্ত আরোপ করছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তার মৌলবাদী নীতি থেকে একচুলও সরছে না। বিশ্বব্যাঙ্ক বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।

প্রত্যেকেই বলছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা। একমাত্র যাদের কানে এটা ঢুকছে না তারা হল মার্কিনীরা : সবচেয়ে বেশি তারা খরচ করছে এবং তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ঠেকেছে শূন্যের নিচে। এটা কোনো ব্যাপারই নয়, তাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি অন্য লোকের পয়সা বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি এখন ২৪০ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকলেও কিছু যায় আসে না। সাম্রাজ্যের সুবিধা এমনই যে তারা বিশ্বের সঞ্চিত মুদ্রা ছাপে। সঙ্কটের সময়ে ফাটকাবাজরা সদলবলে ট্রেজারি বন্ডে আশ্রয় নেয়। অভ্যন্তরীণ বাজার যেহেতু বড় এবং বাড়তি খরচ হয়, তাই মনে হয় অর্থনীতির অবস্থা ভাল। যদিও কর্পোরেট মুনাফা কমে যায়। ফিরে আসে মেগা মার্জার, কুহকিনী আশা, শেয়ার বাজারে মূল্য বাড়ে।

সব কিছুই পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে যাবে। চলতি ব্যবস্থার তাত্ত্বিকরা নাকি পরশপাথর আবিষ্কার করেছে। সবার জন্যই দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে, যাতে কোনো দৈত্যদানো ঢুকে তাদের স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। বৃত্তকে আর চতুষ্কোণ করা সম্ভব নয়। সঙ্কট আর নাকি হবে না।

কিন্তু এই ফোলানো বেলুনই কি একমাত্র বিপদ বা একমাত্র ফাটকাবাজি? মুদ্রাবাজারে ফাটকাবাজি প্রতিদিন বাড়ছে। এখন তা ব্যাপক, নিয়ন্ত্রণের অতীত হয়ে উঠেছে। এর পরিমাণ নাকি দিনে অন্তত এক ট্রিলিয়ন ডলার। কেউ কেউ বলেন দেড় ট্রিলিয়ন। মাত্র চোদ্দ বছর আগেও এর পরিমাণ ছিল দিনে ১৫০ বিলিয়ন ডলার। সঠিক পরিমাণ নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। এটা বলা কঠিন। আরো কঠিন ইংরাজি থেকে স্প্যানিশে অনুবাদ করা। স্প্যানিশে আমরা যাকে বিলিয়ন বলি ইংরাজিতে তাই ট্রিলিয়ন। অন্যদিকে ইংরাজিতে যাকে বিলিয়ন বলা হয় স্প্যানিশে তাই ১০০০ মিলিয়ন। এখন বলা হচ্ছে 'মিলারডো', যার অর্থ স্প্যানিশ এবং ফরাসি ভাষায় ১০০০ মিলিয়ন।

ভাষাগত এই অসুবিধা দেখিয়ে দেয়, বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফাটকাবাজির .ব্যাপক পরিমাণ বোঝা কত শক্ত। বিশ্বে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পথে বসার নিয়ত আশঙ্কার মধ্যে বসে এর জন্য মূল্য দিচ্ছেন। এর ন্যূনতম যখন তারা আশঙ্কা করেন, তখনই ফাটকাবাজরা আক্রমণ করে। ফলে মুদ্রার মূল্যমান কমে যায়। মাত্র কয়েকটি দিনে তারা যে পয়সা হারায়, তা সঞ্চয় করতে লাগে সম্ভবত কয়েকটি দশক। চলতি বিশ্ব ব্যবস্থার এই পরিণতি। কেউই নিরাপদে নেই। কেউ না। আধুনিক কম্পিউটার সফটওয়্যার নিয়ে সজ্জিত নেকড়ের দলই একমাত্র জানে কোথায় আঘাত করতে হবে, ঠিক কখন এবং কেন।

অর্থনীতিতে একজন নোবেল প্রাপক চোদ্দ বছর আগে বলেছিলেন, এ ধরনের ফাটকাবাজির উপর ১ শতাংশ কর ধার্য করা হোক। যদিও আজকের তুলনায় তখন এই ফাটকাবাজি হত দু'হাজার গুণ কম। আর আজ, এই এক শতাংশই তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশে উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ জোগাতে পারে। তাছাড়া এভাবে কর ধার্য করে ক্ষতিকর ফটকাবাজিকে নিয়ন্ত্রণ করাও যেত। কিন্তু আমি কি নিয়ন্ত্রণের কথা বলব? এর সঙ্গে তো খাঁটি মৌলবাদী তত্ত্ব মিলবে না!

এই আরোপিত বিশ্ব ব্যবস্থার মৌলবাদীদের মন্দিরে কিছু শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না, যেমন, নিয়ন্ত্রণ, সরকারি কোম্পানি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ন্যূনতম পরিকল্পনা এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বা প্রভাব খাটানো। এ সবই মুক্তবাজার এবং বেসরকারি কোম্পানির দিবাস্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

এরা বলে, সব কিছু বিনিয়ন্ত্রিত করতে হবে, এমনকি শ্রম বাজারকেও। বেকারদের সুযোগ-সুবিধাকে কমাতে হবে, একেবারে অপরিহার্য স্তরে; কর্মহীন ও চাকরিচ্যুতদের সাহায্য করা যাবে না, পেনশন কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস্ত করতে হবে এবং বেসরকারিকরণ করতে হবে। রাষ্ট্রের কাজ হবে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীর তদারকি করা, প্রতিবাদ স্তব্ধ করা এবং যুদ্ধ করা। রাষ্ট্রকে এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি নির্ধারণেও অংশ নিতে দেওয়া হবে না। তা হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। চতুর্দশ লুই প্রকৃতই কষ্ট পেতেন, কারণ 'আমিই রাষ্ট্র' এই কথা যদি তিনি একদা বলতেন তাহলে এখন তাঁকে বলতে হত 'আমি কিছুই না'।

মুদ্রা নিয়ে অকল্পনীয় ফাটকাবাজি ছাড়াও তথাকথিত প্রতিরোধী তহবিল (hedge fund) মাথাচাড়া দিচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। সঙ্গে রয়েছে এর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে জড়িয়ে পড়া নতুন নতুন বাজার (derivatives market)—আর একটা নতুন পরিভাষা। আমি এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি না। এটা জটিল বিষয়। সময় লাগবে। শুধু এটাই বলছি যে, এটা আর এক ধরনের ফাটকাবাজি, আর একটা বড়সড়ো ক্যাসিনো, যেখানে তারা সব কিছুর উপরই সব কিছু বাজি ধরে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উঁচুমানের সফটওয়্যার সজ্জিত কম্পিউটার নিয়ে তারা আধুনিক পদ্ধতিতে ঝুঁকির হিসেব কষে এই বাজি ধরে। অনিশ্চয়তা থেকে তারা ফায়দা লোটে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সঞ্চয়কারীর অর্থকে তারা কাজে লাগায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। তারা প্রচুর মুনাফা কমাতে পারে এবং বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা যে ভঙ্গুর তা এর প্রতিটি দুর্বলতাতেই প্রমাণিত। এই ব্যবস্থাটা এই গ্রহকে একটা বিশাল ক্যাসিনোতে পরিণত করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ, কখনও কখনও গোটা সমাজকে তা জুয়াখেলায় শরিক করেছে। বিকৃত করেছে মুদ্রা এবং বিনিয়োগের ভূমিকাকে। যেহেতু যে কোনো মূল্যে তারা যা চায়, তা উৎপাদন নয়, বিশ্বকে সম্পদশালী করা নয়। তারা চায় টাকাকে আরও বেশি টাকায় পরিণত করতে। এ ধরনের বিকৃতি বিশ্ব অর্থনীতিকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক একটি ঘটনা কেলেঙ্কারির উৎসে পরিণত হয়েছে। গভীর উদ্বেগের বিষয়। 'প্রতিরোধী তহবিলের' যেকথা আমি উল্লেখ করেছি এবং ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি এটা হল তার উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লঙ টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট নামে একটি সংস্থা দেউলিয়া হয়েছে। যার পরিণতি আপাতভাবে হিসেবেরও বাইরে। অথচ এই সংস্থার সঙ্গে অর্থনীতির দুই নোবেলপ্রাপক যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন বিশ্বের সেরা কয়েকজন সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ এবং এই সংস্থার বার্ষিক মুনাফা ছিল তিরিশ শতাংশের বেশি।

বাজারে সংস্থার সুনামের উপর বিশ্বাস করে এবং এর বিখ্যাত সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতির নোবেল প্রাপকদের উপর অন্ধভাবে ভরসা রেখে এই সংস্থা ফাটকাবাজির জন্য ৭৫টি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ১২০ বিলিয়ন ডলার জোগাড় করেছিল। যদিও এর নিজের তহবিল ছিল মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ নিজের প্রতি ডলার পিছু ২৫ ডলারেরও বেশি এরা ধার করেছিল। এই ধরনের পদক্ষেপ তথাকথিত অর্থনৈতিক কাজের সমস্ত মানদণ্ডকেই ছাপিয়ে যায়। সব হিসেবনিকেশ এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যর্থ হয়। লোকসান হয় ব্যাপক। দেউলিয়াপনা—এক্ষেত্রে একটি নাটকীয় শব্দ—অবধারিত ছিল। মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যেই সব ঘটে গেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছিল প্রতিরোধী তহবিলকে রক্ষা করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে যা বলে তার সঙ্গে কিন্তু এই পদক্ষেপ মেলে না।

মেলে না নয়া-উদারবাদী দর্শনের সঙ্গেও। এই দর্শন তাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, যার মূলে আছে, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহার। সাধারণ নীতি অনুযায়ী, এই বিখ্যাত প্রতিরোধী তহবিল দেউলিয়া হলে বাজারের নীতি তাকে উপযুক্ত শাস্তিসহযোগে শিক্ষা দিতে পারত।

কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হল এবং মার্কিন সেনেট অ্যালান গ্রিনস্প্যানকে ডেকে পাঠাল। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান গ্রিনস্প্যান ওয়াল স্ট্রিট থেকে উঠে আসা। মার্কিন অর্থনীতির সবচেয়ে অভিজ্ঞ, অসাধারণ প্রশাসকদের একজন বলে পরিচিত। বর্তমান প্রশাসনের অর্থনৈতিক সাফল্যের অধিকাংশ কৃতিত্ব দেওয়া হয় তাঁকেই। আর্থিক মহল এবং সংবাদমাধ্যমে তাঁকে বিশেষ সম্মান জানানো হচ্ছে এই বলে যে তিনবার সুদের হার কমিয়ে তিনি মার্কিন শেয়ার বাজারের সঙ্কট রুখে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির পর তাঁকেই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। এই বিখ্যাত ও প্রশংসিত চেয়ারম্যান সেনেটে ঘোষণা করলেন যে যদি ওই তহবিলকে রক্ষা করতে এগিয়ে না আসা হত তাহলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিত, আমেরিকা এবং গোটা বিশ্বে তার প্রভাব পড়ত।

একটি ফাটকাবাজ সংস্থা, যাদের কেবলমাত্র ৪৫০ কোটি ডলার আছে, তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন, অস্বস্তিকর একটি কাজে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে এ কীরকম শক্তপোক্ত অর্থনীতি?

এই ধরনের প্রতিরোধক ব্যবস্থার দুর্বলতা, ব্যর্থতাকে এইডসের মত বলা চলে।

বর্তমান ব্যবস্থা ভুগছে মুদ্রাস্ফীতি, মন্দা, সম্ভাব্য অতি উৎপাদন, পণ্যমূল্যের ধারাবাহিক বিপর্যয়ে। সৌদি আরবের মত ধনী দেশও এখন বাজেট ও বাণিজ্য ঘাটতিতে ভুগছে। যদিও দৈনিক ৮০ লক্ষ ব্যারেল তেল রপ্তানি করে তারা। বৃদ্ধির হার নিয়ে আশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণী উঠে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা যে কীভাবে সমাধান হবে তা কেউ জানে না। তাদের যদি বাজার পেতে হয়, প্রতিযোগিতাক্ষম হতে হয়, রপ্তানি করতে হয় তাহলে প্রয়োজনীয় মূলধনী পণ্য, প্রযুক্তি, বণ্টন ব্যবস্থার কাঠামো, রপ্তানি ঋণ কোথা থেকে পাবে? তাদের উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতা কে হবে? আফ্রিকার ২ কোটি ২০ লক্ষ এইচ আই ভি আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য বছরে প্রয়োজন ২০,০০০ কোটি ডলার। শুধু একটি রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই অর্থ! কোথা থেকে আসবে? একটি সুরক্ষা ভ্যাকসিন বা ওষুধ তৈরি হবার আগে এই রোগে আর কত লোককে মরতে হবে?

বর্তমান বাস্তবতার মোকাবিলায় পৃথিবীর দরকার নেতৃত্ব। আমরা ৬০০ কোটি লোক পৃথিবীতে আছি। আর পাঁচ দশক পরে ৯৫০ কোটি হব। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে, বিশেষ করে দরিদ্রতম দেশে থাকা মানুষকে খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কাজ, পোশাক, জুতো, আবাসন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিবহণ দেওয়া বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। ক্রয়ের কাঠামো ঠিক করা হল প্রথম কাজ। শিল্পোন্নত সমাজের অমিতব্যয়ী মডেলে অনুপ্রাণিত পছন্দ আর জীবনধারা চালু করে যাওয়া অসম্ভব। শুধু অসম্ভবই না, আত্মঘাতী।

পৃথিবীর বিকাশ হতে হবে পরিকল্পিত। বহুজাতিক কোম্পানির হাতে বা বাজারের অন্ধ, নৈরাজ্যময় নিয়মের হাতে এই কাজ ছেড়ে দেওয়া যায় না। তথ্যের প্রাচুর্য ও দক্ষতার কারণে রাষ্ট্রসংঘ সহায়ক হতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের গণতন্ত্রীকরণে আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে, নিরাপত্তা পরিষদের স্বৈরাচারের অবসান ঘটাতে হবে, নিরাপত্তা পরিষদেরও গণতন্ত্রীকরণ চাই যাতে অন্তত তৃতীয় বিশ্বের কিছু নতুন স্থায়ী সাহায্য নেওয়া যায় যাদের বর্তমান স্থায়ী সদস্যদের সমস্ত অধিকার থাকবে, পালটাতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াও। সাধারণ পরিষদের কর্তব্য, অধিকারেরও সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় কোনো সমাধান বেরিয়ে আসুক আমি তা চাই না। তাহলে তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। প্রাযুক্তিক বাস্তবতার উপলব্ধি, আধুনিক অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণাই আমাদের স্বার্থের সংঘাত প্রতিহত করতে বলে কেননা তাতে রক্তাক্ত যুদ্ধ বেধে যাবে।

একটি সুপার পাওয়ারের অস্তিত্ব এবং একটি শ্বাসরোধী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কঠিন এমনকি হয়তো অসম্ভব হত আমাদের মতো বিপ্লবের টিকে থাকা যদি তা তদানীন্তন দ্বিমেরুবিশ্বে না ঘটে আজ ঘটত। তখনই এই বিপ্লব ঘটার ফলে আমাদের দেশ প্রতিরোধের অজেয় ক্ষমতা অর্জনের সময় পেয়েছে এবং বিশ্বময় এই উদাহরণের জোরদার প্রভাব ছড়িয়েছে। সম্ভাব্য সমস্ত মঞ্চ থেকে আমরা মতাদর্শের মহান যুদ্ধ চালিয়ে গেছি।

জনগণ সংগ্রামে নামবেন। তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া দারিদ্র্য ও কষ্টের জবাবে এই সংগ্রাম। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও চাপের হাজার হাজার সৃজনশীল, নব উদ্ভাবিত রূপ জন্ম দেবে। প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফাঁদে পড়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটে স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে অনেক সরকারের।

আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে যাচ্ছি যখন বাস্তব ঘটনার থেকে পেছনে পড়ে আছে সেই ঘটনা সম্পর্কে উপলব্ধি। আমাদের চিন্তার বীজ বপন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের বিপরীত পদ্ধতিতে প্রতারণা, কুতর্ক, ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে হবে। ৪০ বছর ধরে কিউবার ওপর মুষলধারায় কুৎসা বর্ষণ হয়েছে। এই অভিজ্ঞতাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে জনগণের সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে।

যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে কী করা যায় তার উদাহরণ রেখেছে ইউরোপের দেশগুলো। বহু শতাব্দী একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার পর তারা বুঝেছে তাদের মতো শিল্পোন্নত দেশও একা একা বাঁচতে পারবে না। আর্থিক জগতের পরিচিত চরিত্র সোরোস ও তাঁর গোষ্ঠী এমন ফাটকাবাজির আঘাত শুরু করেছিল যে গ্রেট ব্রিটেনের হাঁটুভাঙার দশা। অথচ ওই দেশ ছিল বিশাল সাম্রাজ্যের প্রভু, অর্থ জগতের নিরঙ্কুশ সম্রাজ্ঞী, বিপুল মুদ্রা সঞ্চয়ের অধিকারী। এখন ডলার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ভূমিকা পালন করে।

ফাঁ, পেসেতা, লিরাও ফাটকার ধাক্কা খেয়েছে। ডলার ও ইউরো একে অপরের দিকে

সতর্ক নজর রাখছে। সুবিধাপ্রাপ্ত মার্কিন মুদ্রাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এসে উপস্থিত। আমরাও নজর রাখব কী ঘটে।

নৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে যুক্তিহীন, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার অযোগ্য এবং অমানবিক এই নয়া-উদারনৈতিক বিশ্বায়নের একটিই বিকল্প: পরিশ্রমী দু'হাত আর সুফলা বুদ্ধি দিয়ে মানুষের তৈরি করা সম্পদের ন্যায্য বন্টন। অন্য কোনো বিকল্পই নেই।

মানব প্রজাতিকে অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা, তা চাপিয়ে দিচ্ছে অন্ধ, নৈরাজ্যময় কয়েকটি নীতি। এই ব্যবস্থার অবসান করতেই হবে। প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে। জাতীয় সত্তাকে বাঁচাতে হবে। প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে। সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং প্রকৃত স্বাধীনতা বজায় রাখতেই হবে। ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে, প্রত্যেক দেশের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের অনতিক্রম্য ব্যবধানকে আর প্রসারিত হতে দেওয়া যায় না। তাকে কমাতে হবে যতক্ষণ না তার পূর্ণাঙ্গ অবসান হয়।

চুরি, ফাটকাবাজি এবং দুর্বলের শোষণের বদলে মেধা, দক্ষতা, সৃজনশীল চেতনা, মানবকল্যাণে অবদান হোক পার্থক্যের ভিত্তি। মানবিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হোক। ভণ্ড বাগাড়ম্বরে নয়, কাজে।

'বিশেষ পর্বে' স্বদেশ, বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের সাফল্য রক্ষায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন কিউবার জনগণ। ক্যামিলো, চে'র মতো তাঁরা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। জুলিও আন্তোনিও মেল্লা যেমন বলেছেন, ভবিষ্যতের যে কোনো সময় হবে আরো ভালো।

সাফল্যকে সংহত করতে হবে। শত্রুর বিপুল আক্রমণ, যুদ্ধদিনের সেই গৌরবময় দিনগুলিতে উভেরোর বীর কমরেডদের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমাদের অধ্যয়ন, পরিশ্রম, লড়াই চালাতে হবে। আলেগ্রিয়া দে পিও'র বিপর্যয়কে ইতোমধ্যেই আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, খিজকো পালমাস অতিক্রম করে এসেছি, সেনাদের ফের সাজিয়ে নিয়েছি। যেভাবে ১০ হাজারকে হারিয়ে দিয়েছিল ৩০০, সেভাবেই বিজয়ের জন্য আমরা এখন প্রস্তুত। আমরা এখন অনেক শক্তিশালী, বিজয় নিশ্চিত।

আগামী ৪০ বছর হবে পৃথিবীর পক্ষে নির্ণায়ক। তুলনাহীন জটিল ও কঠিন কাজ সামনে। নতুন ও গৌরবোজ্জ্বল লক্ষ্য সামনে। কিউবার বিপ্লবী হওয়ার বিপুল সম্মান দাবি করে আমাদের জনগণ এবং সমগ্র মানব সমাজের জন্য আমরা লড়াই করব। বহুদূরে শোনা যাবে আমাদের কণ্ঠ।

প্রকৃত যুদ্ধের মতো মতাদর্শের যুদ্ধেও ক্ষতি, আঘাত সহ্য করতে হয়। কঠিন সময়, কঠিন পরিস্থিতিকে সহ্য করার মতো মনের জোর সকলের থাকে না। যেমন আমি বলছিলাম, যুদ্ধের সময় বোমার মধ্যে, যতরকমের কষ্টের মধ্যে আমাদের স্কুলে নাম লেখানো প্রতি দশজন স্বেচ্ছাসেবকের একজন টিকে গিয়েছিল। সেই একজন ছিল দশ,

একশো, একহাজারের সমান। চেতনা নির্মাণ করে, চরিত্র গঠন করে, আমাদের এই সময়ের জীবনের পাঠশালায় শিক্ষা নিয়ে, দৃঢ় চিন্তা গঠন করে, অকাট্য যুক্তি ব্যবহার করে, উদাহরণ সৃষ্টি করে, মানুষকে সম্মান দিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব যেখানে প্রতি দশ জনের নয় জন পতাকার পাশে, বিপ্লবের পাশে, মাতৃভূমির পাশে যোদ্ধা হিসাবে থাকবে।

সমাজতন্ত্র অথবা মৃত্যু!
স্বদেশ অথবা মৃত্যু!
আমরা জিতবই!

আধুনিকতম অস্ত্রের চেয়েও আদর্শ বড়

ফিদেল কাস্ত্রো

[এ-বছরের ১লা মে হাভানায় সমাবেশে ফিদেল কাস্ত্রোর ভাষণের বয়ান]

আমাদের এই ক্যারবিয়ান দ্বীপ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের বীর জনগণ গত ৪৪ বৎসর ধরে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। এই সময় তাঁরা ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায় রচনা করেছেন। পৃথিবী কখনোই এরকম অসম যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেনি।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন যে, একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যের সামরিক ও প্রযুক্তিগত একচ্ছত্র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ, অপরদিকে বিশ্বে কোনও ভারসাম্যকারী শক্তির প্রচণ্ড অভাবের ফলে কিউবার জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। যদিও আজ তাদের পক্ষে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এই সমস্ত সাহসী মানুষদের অসীম সাহস প্রত্যক্ষ করা ছাড়া কিছু করার নেই। আজকের এই মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে, যেদিনে শিকাগোর পাঁচ শহিদকে স্মরণ করা হয়, আমি এখানে জমায়েত কিউবান নাগরিকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে, আমরা যে কোনো হুমকির সামনেও চাপের কাছে মাথা নত করব না এবং আমরা আমাদের স্বদেশভূমি, আমাদের বিপ্লবকে মতাদর্শগতভাবে এবং সামরিকভাবেও আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত রক্ষা করতে প্রস্তুত।

কিউবার অপরাধটা কী? কোনো সৎ মানুষের কাছে কোনো কারণ আছে কি একে আক্রমণ করার? নিজেদের রক্ত এবং শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রের সাহায্যে মার্কিন সরকারের চাপিয়ে দেওয়া এক নিষ্ঠুর শাসনকে ৮০,০০০ সশস্ত্র মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কিউবা হল লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্ত অঞ্চল এবং উত্তর ঔপনিবেশিক যুগের এই গোলার্ধের প্রথম দেশ যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহরণকারী অত্যাচারী, খুনেবাহিনী ও যুদ্ধ-অপরাধীদেরকে নিদর্শনমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

দেশের সমস্ত জমি উদ্ধার করে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পগুলি এবং মৌলিক পরিষেবাগুলিকে তাদের একমাত্র প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কিউবান জাতিকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

'বে-অফ পীগে' মার্কিন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সাহায্যপুষ্ট ভাড়াটে সৈন্যদের আক্রমণকে একটানা ৭২ ঘণ্টা যুদ্ধ করে কিউবা গুঁড়িয়ে দিয়ে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ রুখে দিয়েছে এবং এক অপরিমেয় ক্ষতিকর যুদ্ধের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব

হয়েছে। বিপ্লবে ইতোমধ্যেই বিদ্রোহী সেনা চার লক্ষ অস্ত্রশস্ত্রসহ লক্ষাধিক সামরিক সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৬২ সালে কিউবা কোনও ধরনের সাহায্য ছাড়াই মর্যাদার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে যদিও একাধিক পারমাণবিক অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল।

মুক্তির যুদ্ধের সময়ের থেকেও অধিকসংখ্যক মানুষের জীবনের বিনিময়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়া নোংরা যুদ্ধটাকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই বিপ্লব নির্বিকারভাবে সহ্য করেছে মার্কিন সরকার সংগঠিত হাজারো অন্তর্ঘাত এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে।

বিপ্লবের নেতাদেরকে হত্যার শত শত চক্রান্ত কিউবা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী তীব্র অবরোধ এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম সত্ত্বেও কিউবা মাত্র এক বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও গত চার দশক পরেও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

এই বিপ্লব দেশের শিশুদের সবাইকে অবৈতনিক শিক্ষাদানে সমর্থ হয়েছে। এই গোলার্ধের দেশগুলির মধ্যে এখানে ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা সর্বাধিক, যা ৯৯ শতাংশের অধিক কিন্ডারগার্টেন থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত হিসেবে।

এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্বের মধ্যে প্রথম হয় তাদের মাতৃভাষা ও অঙ্কবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রশ্নে।

এই দেশ মাথাপিছু শিক্ষকের হার হিসেবে এবং শ্রেণীকক্ষ প্রতি কম ছাত্র সংখ্যার হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগ্রস্ত সমস্ত শিশু বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল কিশোর ও যুবদেরকে কম্পিউটার শিক্ষা ও দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, ১৭ থেকে ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবক যারা পূর্বে কখনও বিদ্যালয়ে যাননি ও বেকার তাঁদেরকে অনুদান সহ পঠনপাঠন শুরু করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছে কিন্ডারগার্টেন থেকে ডক্টরেট পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ বিদ্যমান।

বর্তমানে দেশে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রচুর সংখ্যায় স্নাতক, বুদ্ধিজীবী এবং পেশাদার শিল্পী রয়েছেন যা বিপ্লবের পূর্বে ছিলই না।

বর্তমানে কিউবার নাগরিকরা গড়ে অন্তত নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছেন।

কিউবায় এখন কোনো নিরক্ষর মানুষ অবশিষ্ট নেই।

দেশের সমস্ত প্রদেশে শিল্পী ও শিল্প-নির্দেশকদের প্রশিক্ষণ দানের বিদ্যালয় সমূহ স্থাপিত হয়েছে যেখানে বর্তমানে কুড়িহাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁদের মেধাবৃত্তির চর্চায় ব্যাপৃত। বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে আরও লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত যাদের অনেকেই পরবর্তীকালে পেশাদারিত্বের প্রশিক্ষণে নিযুক্ত হয়

দেশের সমস্ত পৌরসভা অঞ্চলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বিস্তৃতি ঘটছে। বিশ্বের অন্য কোথাও এত বিপুল পরিমাণে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিলক্ষিত হয়নি। "সংস্কৃতি ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয়"—মার্তির এই দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতি আস্থা রেখেই কিউবা ভবিষ্যৎ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সাংস্কৃতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাটাগোনিয়া পর্যন্ত এই গোলার্ধের মধ্যে সর্বনিম্ন শিশুমৃত্যুর হার কিউবার। অতীতে হাজার প্রতি ৬০ জন থেকে কমে এখন ৬ বা ৬-৫ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

জীবনের গড় আয়ু প্রায় ১৫ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোলিও, ম্যালেরিয়া, সদ্যোজাতের ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথেরিয়া, হাম, রুবেলা, মাম্পস, হুপিং কাশি এবং ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগকে দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও সংক্রমণ, মেনিনগোক্যাল ম্যানিনজাইটিস, হেপাটাইটিস বি, কুষ্ঠ, হিমেফিলাস ম্যানিনজাইটিস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি অসুখ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

অতি উন্নত দেশগুলির ন্যায় আজ আমাদের দেশের নাগরিকদের মৃত্যু হয় হৃদরোগ, ক্যান্সার, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য কারণে। মানুষের অমূল্য জীবন রক্ষা ও দুঃখকষ্ট নিবারণার্থে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এক নিগূঢ় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বংশগত, জন্ম-পূর্ববর্তী বা শিশুর জন্ম-সংক্রান্ত সমস্যার শৃঙ্খলভঙ্গ, উপশম বা সর্বনিম্নস্তরে নিয়ে আসার জন্য গভীর গবেষণার কাজ চালানো হচ্ছে।

বিশ্বে মাথাপিছু ডাক্তারের সংখ্যার দিক থেকে কিউবা সর্বোচ্চ এবং সন্নিহিত অঞ্চলের থেকে তা প্রায় দ্বিগুণ।

আমাদের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রগুলি দুরারোগ্য অসুখগুলি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সমস্যা সমাধানে বিরামহীন পরিশ্রম করে চলেছে।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পরিষেবা কিউবার নাগরিকেরা পান এবং এই সমস্ত পরিষেবাই তাঁরা পান বিনামূল্যে।

দেশের ১০০ শতাংশ মানুষই সামাজিক সুরক্ষার অধীনে।

কিউবায় ৮৫ শতাংশ মানুষের নিজস্ব বাসস্থান রয়েছে এবং তাদের কোনও সম্পত্তি কর দিতে হয় না। বাকি ১৫ শতাংশ কেবলমাত্র বেতনের ১০ শতাংশ প্রতীকী ভাড়া দিয়ে থাকেন।

বেআইনি মাদকসেবনকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম এবং তা প্রতিরোধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

লটারি এবং অন্যান্য ধরনের জুয়াকে বিপ্লবের প্রথম বর্ষ থেকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যাতে কেউ তাঁর উন্নতির জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর না করেন।

কিউবায় রেডিও, টেলিভিশন বা মুদ্রণমাধ্যমে কোনও ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয় না। এর পরিবর্তে বিভিন্ন জনপরিষেবামূলক বিজ্ঞপ্তি যথা—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি,

শরীরচর্চা, ক্রীড়া, বিনোদন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং মাদকসেবনের বিরুদ্ধে ও দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় প্রদর্শিত হয়। আমাদের প্রচারমাধ্যম মানুষকে শিক্ষিত করে। তাদের দূষিত বা বিচ্ছিন্ন করে না। এর মাধ্যমে কখনোই অবক্ষয়িত ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার প্রশংসা বা ভজনা করা হয় না।

কোনও জীবিত বিপ্লবীকে নিয়ে ব্যক্তিপূজার চর্চা আমাদের দেশে হয় না। অর্থাৎ, তাঁদের মূর্তিনির্মাণ, সরকারি চিত্রপ্রকাশ বা কোনও রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ কিছুই হয় না। এই দেশের নেতারা হলেন মানুষ, ভগবান নয়।

আমাদের দেশে আধা সামরিক বাহিনী বা কোনও খুনেবাহিনী নেই। এখানে জনগণের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার হিংসার ঘটনা ঘটেনি। এখানে বিচার-ব্যবস্থা বহির্ভূত শাস্তিদান বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটে না। জনগণ সবসময় বিপ্লবী কার্যকলাপকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছেন। আজকের এই সমাবেশ সেই কথাই প্রমাণ করে।

বিশ্বের অন্যত্র বিরাজমান সমাজব্যবস্থা থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থা কয়েক আলোকবর্ষ আগে অবস্থিত। আমরা দেশে এবং বিদেশে ব্যক্তিগত স্তরে ও জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার চর্চা করি।

বর্তমান প্রজন্ম এবং জনগণকে পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার চালানো হয়।

আমাদের দেশ অবিচলিতভাবে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে এবং অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে আহরণ করে থাকে ও যা কিছু বিকৃত, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী বা নৈতিকভাবে অধঃপতিত তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

সামগ্রিক উন্নয়ন ও অপেশাদার খেলাধূলার উন্নতির ফলে সারা বিশ্বে আমাদের নাগরিকরা পদকপ্রাপ্তি ও সম্মানের দিক থেকে সর্বোচ্চস্থানে বিরাজমান।

আমাদের দেশের জনগণ এবং সমগ্র মানবসমাজের সেবায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কয়েব শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বহু জীবনদায়ী ওষুধ কিউবা ও অন্যান্য দেশের মানুষের প্রাণরক্ষা করছে।

কিউবা কখনও কোনও জীবাণু অস্ত্রের গবেষণা বা উন্নতির জন্য চেষ্টা করেনি, কারণ এটা আমাদের দেশের অতীত ও বর্তমানের বিজ্ঞানকর্মীদের আদর্শ ও দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অন্য কোনও দেশের মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ এত গভীরভাবে প্রোথিত নয়।

ফ্রান্সের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিনষ্ট হলেও আমাদের দেশ ফরাসি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আলজেরীয় দেশপ্রেমিকদের সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছে।

আলজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে টিনডফ শহরের কাছে অবস্থিত গারা জেবিলেট

লৌহ খনি মরক্কোর রাজা দখল করার চক্রান্ত করেছিল। তখন মরক্কোর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা আলজেরিয়ার সুরক্ষায় অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে আরব রাষ্ট্র সিরিয়ার অনুরোধে এক ব্রিগেড ট্যাঙ্ক গোলান হাইটসের পাশে প্রহরারত ছিল যখন এই অঞ্চলটিকে অন্যায়ভাবে সিরিয়া থেকে দখল করা হয়েছিল।

কঙ্গো যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্বাধীনতা লাভের পর প্যাট্রিক লুমুম্বা বিদেশি শক্তির দ্বারা হেনস্থার সম্মুখীন হলে তখন তাঁরা আমাদের রাজনৈতিক সাহায্য পান। যখন ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে হত্যা করা হয় তখন আমরা তাঁর অনুগামীদেরকে সহযোগিতা করেছিলাম।

চার বৎসর পরে ১৯৬৫ সালে, লেক ট্যাঙ্গানিকার পশ্চিমাঞ্চলে কিউবার সৈনিকরা রক্তাক্ত হয়েছিলেন, যেখানে চে গেভারা ও আরও শতাধিক কিউবান প্রশিক্ষক কঙ্গোলিস বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন, যারা মোবুটুর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী সাহায্যপুষ্ট শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটে সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মোবুটু ৪০ বিলিয়ন ডলার চুরি করে কোনও এক অজানা ইউরোপীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করে।

পূর্বতন পর্তুগিজ উপনিবেশ গিনি ও কেপ ভার্দের স্বাধীনতার জন্য আমিলকার ক্যাব্রালের নেতৃত্বে যুদ্ধরত আফ্রিকার পার্টির যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও সাহায্য করতে গিয়ে কিউবার প্রশিক্ষকেরা রক্তাক্ত হয়েছিলেন।

অ্যাঙ্গোলায় স্বাধীনতার যুদ্ধে আগস্তিনো নেটো-র নেতৃত্বাধীন এম পি এল এ-কে সাহায্য করতে দশ বৎসরব্যাপী সময়কালে একই ঘটনা ঘটেছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৫ বৎসর কাল অধিক সময়ে লক্ষাধিক কিউবান স্বেচ্ছাসেবক অ্যাঙ্গোলাকে মার্কিন মদতপুষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিদ্বেষী সৈনিকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরা জঘন্য যুদ্ধকৌশল নিয়ে লক্ষাধিক মাইন পুঁতে রাখে, সমগ্র গ্রামকে ধুলিসাৎ করে অর্ধলক্ষাধিক অ্যাঙ্গোলিয়ান পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করে।

অ্যাঙ্গোলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ক্যুইটো ক্যুয়ানাভেল ও নামিবিয়ার সীমান্তে অ্যাঙ্গোলা ও নামিবিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে ৪০,০০০ কিউবার সৈন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভাড়াটে সৈনিকদের শেষ আঘাত দেয়। এর ফলে নামিবিয়া অতি সত্বর মুক্ত হয় এবং বর্ণবিদ্বেষবাদের অবসানের কাজ সম্ভবত আরও ২০ থেকে ২৫ বৎসর ত্বরান্বিত হয়। সেই সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে এবং তাদেরই যোগসাজশে ইজরায়েল সাতটি পারমাণবিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করে বা তাদের তৈরি করতে সাহায্য করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক বর্বর ও নিষ্ঠুর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ভিয়েতনামের বীর জনগণের পাশে দীর্ঘ ১৫ বৎসর সময়কালে সহমর্মীরূপে থাকতে পেরে কিউবা অত্যন্ত গর্বিত। এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের চার লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান, এছাড়াও প্রচুর সংখ্যায় মানুষ আহত এবং নির্যাতিত হন। ভিয়েতনামের সর্বত্র রাসায়নিক যৌগে ভর্তি হয়ে

গিয়েছিল যার ফলে দেশটি অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি দরিদ্র, অনুন্নত দেশ ভিয়েতনাম তাদের জাতীয় সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক—এই ছিল আমেরিকার ওজর।

লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সংগ্রামে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কিউবার মানুষও রক্তাক্ত হয়েছেন। এই সময় বলিভিয়ার মার্কিন দোসরদের নির্দেশে লাতিন আমেরিকা ও কিউবার রক্ত ধমনীতে বহনকারী চে গেভেরাকে যুদ্ধে আহত ও নিরস্ত্র থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট সান্দিনিস্তা বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষকেরা নিকারাগুয়ার বীর সৈন্যবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন। এছাড়াও আরও অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে।

অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য মুক্তি সংগ্রামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় দুই সহস্রাধিক কিউবান আন্তর্জাতিক যোদ্ধা তাঁদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। যদিও, ওই সমস্ত রাষ্ট্রে একটিও কিউবার সম্পত্তি নেই। আমাদের যুগে অন্য কোনও দেশ এইরকম একাত্মতা ও স্বার্থহীন সহমর্মিতা দেখাতে পারেনি।

কিউবা সর্বদা আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে। সে কখনওই এই আদর্শচ্যুত হয়নি। আমরা কখনও অন্যান্যদের স্বার্থের বিরোধিতা করিনি বা কোনও ক্ষেত্রে আপসও করিনি। আমরা কখনও আদর্শের পরিপন্থী কার্যকলাপ করি না। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে, যাতে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে, রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিশনে উচ্চপ্রশংসিত হয়ে পুনবায় ৩ বৎসরের জন্য কিউবা নির্বাচিত হয়েছে, অর্থাৎ টানা ১৫ বৎসরব্যাপী সদস্য থাকল।

কিউবার প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক নাগরিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিশনে যোদ্ধা, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ বা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বিগত ৪০ বৎসর ধরে লক্ষাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা দশ লক্ষাধিক মানুষের জীবনরক্ষা করেছেন। বর্তমানে ১৮টি তৃতীয় বিশ্বের দেশে ৩০০০ জন সাধারণ চিকিৎসা বিশেযজ্ঞ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়োজিত আছেন। প্রতিযেধক ও ভেযজ পদ্ধতিতে তাঁরা প্রতি বৎসর লক্ষাধিক মানুষের প্রাণরক্ষা করেন ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুস্থ থাকতে যাহায্য করেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রাষ্ট্রসংঘের সাব-সাহারা আফ্রিকার এইডস নিবারণ কর্মসূচি পর্যাপ্ত অর্থ না পাওযায় যখন সমগ্র জাতি এমনকি সাব-সাহারা আফ্রিকা ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছিল তখন কিউবার চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচি সফল হয়।

উন্নত ধনতান্ত্রিক বিশ্ব প্রচুর আর্থিক সম্পদে বলীয়ান হয়েছে, কিন্তু সে কোনওভাবেই মানব সম্পদ তৈরি করতে পারেনি যা তৃতীয় বিশ্বের ভীষণ প্রয়োজন।

কিউবা রেডিওর মাধ্যমে পড়া ও লেখার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছে। এই পাঠক্রম পাঁচটি ভিন্ন ভাষায়, যথা—হাইতিয়ান ক্রেওল, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরাজি ও স্প্যানিশ ভাষায় উপলব্ধ। এছাড়াও দূরদর্শনের মাধ্যমে সাক্ষরতার জন্য একটি অনুষ্ঠান

স্প্যানিশ ভাষায় প্রস্তুত করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এই সমস্ত কার্যক্রম কিউবায় তৈরি হয়েছে এবং সম্পূর্ণত কিউবান। আমরা পেটেন্ট বা নিজস্ব কপিরাইটের বিষয়ে আগ্রহী নই। আমরা সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে বিনামূলে এগুলিকে পৌঁছে দিতে চাই। যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নিরক্ষর মানুষ বসবাস করেন। পাঁচ বৎসর সময়কালে বিশ্বের ৮০ কোটি নিরক্ষর মানুষের ৮০ শতাংশকে নামমাত্র মূল্যে সাক্ষর করে তোলা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর কেউই বাজি ধরতে সাহস পায়নি যে কিউবার বিপ্লব রক্ষা পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবরোধ আরও কঠোর করল। এজন্য টরিসেলী এবং হেল্মস-বার্টন আইন পাশ করা হয়। দ্বিতীয়টি দেশ বহির্ভূত প্রকৃতির। আমরা আকস্মিকভাবে আমাদের মূল বাজার ও সরবরাহ উৎসগুলি হারালাম। জনগণের গড় ক্যালরি ও প্রোটিন গ্রহণ মাত্রা প্রায় অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদের দেশ এই চাপ প্রতিরোধ করে এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি লাভ সম্ভব হয়।

বর্তমানে, পুষ্টির সমস্যাটি অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও যোগানের দ্রুততার সঙ্গে অগ্রগতি ঘটছে। এই পরিস্থিতিতেও, সঠিক কর্মসূচি গ্রহণ ও সারা বৎসরব্যাপী চেতনা বিকাশের ফলে কার্যক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। আমরা কেন এত কষ্টসহিষ্ণু? কারণ বিপ্লবকে চিরকালই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আরও অধিক মাত্রায় কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তবে আমরা সমসময় জনগণের সমর্থন লাভ করে এসেছি। বুদ্ধিমান, ক্রমাগত ঐক্যবদ্ধ, শিক্ষিত এবং সংগ্রামী জনগণ।

কিউবা হল প্রথম রাষ্ট্র যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় সহমর্মিতা জানায়। আবার কিউবাই সর্বপ্রথম ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে প্রতারণাপূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির নয়া-ফ্যাসিবাদী চরিত্রের নীতিগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে, যা তারা সমগ্র বিশ্বে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই নীতি কেবলমাত্র মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে একটা উন্মাদ সংগঠনের নৃশংস উগ্রপন্থী কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয়, যদিও এই উগ্রপন্থীরা অতীতে অন্য মার্কিন প্রশাসন দ্বারাই ব্যবহৃত হয়েছিল। এই নীতিগুলি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এবং সতর্কতার সঙ্গে কল্পনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ২০০১-এর ১১ই সেপ্টেম্বরের বহু পূর্বে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবসান ও মার্কিনীদের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও সমরাস্ত্র তৈরিতে প্রভূত ব্যয়ের কারণেই নিবদ্ধ। সেদিনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি এই সমস্ত নীতি প্রয়োগের আদর্শ অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হল।

২০০১-এর ২০শে সেপ্টেম্বর। ৯ দিন পূর্বের ঘটনার আঘাতে স্তম্ভিত মার্কিন কংগ্রেসের এক সভায় রাষ্ট্রপতি বুশ খোলাখুলিভাবে এই নীতির কথা ঘোষণা করেন। উদ্ভট সব পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, 'অনন্ত বিচার' যা

আপাতভাবে অনন্তকালব্যাপীই হবে। "আমেরিকানদের শুধু কোনও একটি যুদ্ধ আশা করা উচিত নয়, পরিবর্তে একটি প্রলম্বিত প্রচারাভিযান, যা আমরা অতীতে কখনও দেখিনি।"

"আমরা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সমরাস্ত্রই ব্যবহার করব।"

"সমস্ত অঞ্চলের প্রতিটি দেশকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে, নয়তো তারা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আছে বলে ধরে নেওয়া হবে।"

"আমি সশস্ত্র বাহিনীকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছি এবং তার নির্দিষ্ট কারণ আছে। সময় আসন্ন যখন আমেরিকা প্রত্যাঘাত করবে।"

"এটা সভ্যতার যুদ্ধ।"

"... আমাদের সময়ের মহান সাফল্য এবং সর্বকালের সেরা আশা—এখন আমাদের উপর নির্ভর করছে।"

"এই সংঘাতের পথ অজানা, যদিও এর ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত .... এবং আমরা জানি যে ভগবান নিরপেক্ষ নয়।"

এটা কি কোনও রাজনীতিকের না কোনও লাগামহীন উন্মাদের বক্তব্য?

এর দু'দিন পরে, ২২শে সেপ্টেম্বর, কিউবা এই বক্তব্যর বিরোধিতা করে বলে যে, এটা বিশ্বব্যাপী সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিষ্ঠুর শক্তির নীল নকশা বিশেষ, যা কোনও ধরনের আন্তর্জাতিক আইন বা প্রতিষ্ঠানকে মান্য করে না।

"বর্তমান সমস্যার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসংঘকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে, যার কোনও কর্তৃত্ব বা বিশেষ অধিকার থাকবে না। তখন কেবলমাত্র একটি প্রভুই থাকবে, একজন বিচারক থাকবেন। এবার একটি আইনই বিদ্যমান থাকবে।"

কয়েকমাস পর, ওয়েস্ট পয়েন্ট মিলিটারি আকাদেমির ২০০তম সমাবর্তন উৎসবে, ২০০২ সালের ৩রা জুন ৯৫৮ জন ক্যাডেটের স্নাতক প্রদান অনুষ্ঠানে, রাষ্ট্রপতি বুশ এক অগ্নিগর্ভ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষণে নবীন সৈনিকদের উদ্দেশ করে তাঁর চিন্তাপ্রসূত স্থির মৌলিক ভাবনার কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

"আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য তোমাদের নেতৃত্বাধীন এমন এক সামরিক বাহিনী আমাদের প্রয়োজন যারা এক মুহূর্তের নির্দেশে পৃথিবীর যে কোনও অন্ধকার প্রান্তেও আঘাত হানতে সমর্থ হয়। এছাড়া আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন অতর্কিত দেশবাসীর দূরদৃষ্টিতা ও স্থির সঙ্কল্প, যাতে করে দেশের স্বাধীনতা ও প্রাণরক্ষার জন্য প্রয়োজনে সর্বাগ্রে পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হয়।"

"৬০ বা তারও বেশি দেশে বিদ্যমান উগ্রপন্থী ঘাঁটিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।"

"... আমরা আমাদের সৈনিকদের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই প্রেরণ করব।"

"আমরা আমেরিকা এবং বিশ্বের নিরাপত্তাকে কিছু উন্মাদ উগ্রপন্থী এবং নিপীড়ক শাসকদের দয়া-ভিক্ষার উপর ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা এই নিদারুণ শাসানিকে আমাদের দেশ এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবই।"

"কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হন যে ঠিক ও ভুল বলার ভাষাটা বোধহয় অকূটনৈতিক বা অভদ্র। আমি একমত নই... আমরা ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি। এবং আমেরিকা মন্দকে তার নামেই ডাকবে। দুষ্ট, বেআইনি রাজত্বের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা কোনও সমস্যা সৃষ্টি করছি না। আমরা একটা সমস্যাকে বিশ্বের দৃষ্টিগোচর করছি মাত্র এবং আমরা এর প্রতিরোধে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেব।"

২০০২ সালে ৮ই জুন কিউবার সান্তিয়েগোর জেনারেল অ্যান্টোনিও ম্যাকাও স্কোয়ারে সান্তিয়েগোর প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশে আমি বক্তৃতায় বলেছিলাম—

"আপনারা দেখেছেন যে, ওয়েস্ট পয়েন্টের বক্তৃতায় তিনি একবারের জন্যও রাষ্ট্রসংঘের নাম করেননি। সেখানে একবারও সকল মানুষের নিরাপত্তা বা শান্তির অধিকার বিষয়ে কোনও কথা নেই বা আদর্শ ও নীতিনিষ্ঠ বিশ্ব গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথার কোনো উল্লেখ নেই।"

"নাৎসিবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা মানবসমাজ সবেমাত্র শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ সময়কাল আগে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সময় হিটলারের অবিচ্ছেদ্য মিত্র এবং তার শয়তানির বিরুদ্ধে ভয় ছিল.... পরবর্তীকালে তাদের ভয়াবহ সামরিক শক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেয়। তৎকালীন ইউরোপের শক্তিশালী ক্ষমতালব্ধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাপুরুষতা ও দৃষ্টিহীনতা এক ভয়াবহ দুর্দশার জন্ম দেয়।"

"আমি মনে করি না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও ফ্যাসিস্ত রাজত্ব কায়েম হবে। অজস্র গুরুতর ভুল ও অবিচার করা হয়েছে তার বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যার অনেকগুলি এখনও প্রতীয়মান হলেও আমেরিকার জনগণের নিকট এখনও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য আছে। তাঁদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ একে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা বিদ্যমান। ওই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকার—এত বিস্তৃত এবং এই দেশের আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও সামরিক ক্ষমতার জাল এত পরিব্যাপক যে আমেরিকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও, বিশ্ব এক নাৎসি মতবাদ ও পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে।"

"তাঁর এবং সহযোগীদের মতানুযায়ী পৃথিবীর ৬০টি দেশে বিষাক্ত-পতঙ্গ বিশেষ যারা বসবাস করে এবং কিউবার ক্ষেত্রে তাদের মায়ামির বন্ধুদের মতামত সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এগুলি হল 'পৃথিবীর অন্ধকার কোণ বিশেষ' যারা তাদের অঘোষিত ও 'অতর্কিত' আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। কিউবা কেবলমাত্র এই সমস্ত দেশের মধ্যে পড়ে তাই নয়, আমরা তাদের মধ্যেও পড়ি যারা নাকি উগ্রপন্থাকে মদত দিয়ে চলে।"

আমি ইরাক আক্রমণের একবৎসর তিনমাস ও উনিশ দিন পূর্বেই সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী নিষ্ঠুরতার আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিলাম। যুদ্ধারম্ভের ক'দিন পূর্বেই রাষ্ট্রপতি বুশ

আবারও ঘোষণা করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে তার সমরাস্ত্র সম্ভারের যে কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রসমূহ।

ইতোমধ্যেই আফগানিস্তান আক্রান্ত ও দখলীকৃত হয়ে গেছে।

আজকালকার 'বিদ্রোহী'রা বাস্তবে বুশের হিটলারী সরকারের বেতনভুক ভাড়াটে সৈনিক, কেবলমাত্র তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গেই তারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

নির্বাচনী প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতালব্ধ নয়া-ফ্যাসিবাদী চরম দক্ষিণপন্থীরা ও তাদের দোসর মায়ামির উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের গৃহীত আইনসম্মত প্রতিরোধের বিরুদ্ধাচরণ করা তথাকথিত বামপন্থী ও মানবতাবাদী মনোভাবাপন্নদের ব্যবহার দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের তটরেখার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ও আমাদের অঞ্চলে সামরিক ছাউনি থাকা এই অত্যুচ্চ ক্ষমতাসম্পন্নদের নাৎসি-ফ্যাসিস্ত আন্তর্জাতিক নীতিসমূহকে অভিযুক্ত করে ক'জন এদের নিন্দা করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এদের উচ্চক্ষমতার সামরিক শক্তি অভাবনীয়, যার সমরাস্ত্র প্রতিরোধহীন মানবতাকে দশবারের অধিক ধ্বংস করার ক্ষমতা বিশিষ্ট।

বীভৎস বোমা বিস্ফোরণে শহরগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তি, বিকলাঙ্গ শিশুদের ছবি ও নিষ্পাপ মানুষদের চূর্ণ-বিচূর্ণ শবদেহগুলি দেখতে দেখতে সমগ্র বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। কেবলমাত্র নিহত ও পঙ্গু শিশুদের সংখ্যাবিচার করে মানুষের ক্ষতির পরিমাণ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ শিশু ও মা, মহিলা ও পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ যারা মানসিক আঘাতগ্রস্ত হয়ে রইলেন সারা জীবনের জন্য তা অকল্পনীয়।

যে সমস্ত ব্যক্তিরা ধর্মীয়, দার্শনিক ও মানবিক কারণে প্রাণদণ্ডের বিরোধিতা করেন, আমরা তাঁদের মতামতকে শ্রদ্ধা করি। বর্তমানে আমাদের দেশে পাঠ্যসমাজ বিজ্ঞানের আলোকে অপরাধের যে সকল কারণে প্রাণদণ্ডের বিরোধিতা করা হয়, আমরা কিউবার বিপ্লবীরা তার চেয়েও ব্যাপক কারণে, ঘৃণাভরে প্রাণদণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করি। রেভারেন্ড লুসিয়াস ওয়াকার তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতায় অত্যন্ত মহত্ত্বের সঙ্গে বলেন যে, একদিন আসবে যখন আমরা এই ধরনের শাস্তিদান থেকে বিরত হওয়ার বিষয়ে একমত হতে সক্ষম হব। এই বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যাবে, যখন আপনি জানবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বেশিরভাগ মানুষই হলেন আফ্রিকান আমেরিকান ও হিস্পানিক এবং বেশিরভাগই নিরপরাধ, বিশেষত টেক্সাসে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার শিরোপা দখলকারী, রাষ্ট্রপতি বুশ পূর্বে এখানকারই গভর্নর ছিলেন এবং কাউকেই ক্ষমা করা হয়নি।

কিউবার বিপ্লব এমন এক উভয় সঙ্কটে পড়ে যে, হয় একদিকে লক্ষ লক্ষ কিউবান

নাগরিকের জীবনরক্ষার স্বার্থে তিনজন যাত্রীবাহী ফেরি ছিনতাইকারীকে আইনসিদ্ধ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া বা কিছুই না করে বসে থাকা। মার্কিন সরকার সবসময় সাধারণ অপরাধীদেরকে যাত্রীবাহী জলযান বা উড়োজাহাজকে আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত করে থাকে, যাতে ভয়ঙ্করভাবে নিরপরাধ মানুষজনদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় এবং এভাবে একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে কিউবাকে আক্রমণ করা সম্ভব হয়। ছিনতাই করার একটা ঢেউ পরিলক্ষিত হল। যাকে অবশ্যই থামানোর প্রয়োজন ছিল।

আমরা কখনওই সংগ্রামী জনগণের সন্তানদের জীবনরক্ষার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হব না। আগ্রাসনকারীদের মদতপুষ্ট ভাড়াটে সৈন্যদেরকে গ্রেপ্তার করে উগ্রপন্থা নিবারণে প্রযোজ্য আইন মোতাবেক কঠোরতম শাস্তিবিধান করে থাকি।

এমনকি, গির্জা থেকে কশাঘাত করে ব্যবসায়ীদেরকে বের করে দেওয়া যিশুখ্রিস্টও জনগণকে রক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করতে পারতেন।

শ্রদ্ধেয় দ্বিতীয় পোপ জন পলের সম্বন্ধে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর জীবন ও শান্তি রক্ষার জন্য বিরাট প্রচেষ্টাকে। তাঁর মতো বারংবার ও অনমনীয়ভাবে আর কেউ ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেননি। আমি নিশ্চিত যে তিনি কখনওই নিরস্ত্র অসহায় শিয়া ও সুন্নি মুসলিমদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দেননি। তিনি কখনওই কিউবানদেরই এরকম করতে বলবেন না। তিনি জানেন যে, এটা মোটে কিউবার বিরুদ্ধেও নাগরিকদের মধ্যেকার সমস্যা নয়। এটা হল কিউবার জনগণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যেকার সমস্যা বিশেষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নীতিগুলি এমন উদ্ভটরকম উত্তেজনাকর যে গত ২৫শে এপ্রিল, সে দেশের বিদেশ দপ্তরের কিউবা ব্যুরোর প্রধান মিঃ কেভিন হোয়াইটেকার ওয়াশিংটনে আমাদের বিদেশ দপ্তরের প্রধানকে বলেছেন যে, কিউবায় এই ক্রমাগত ছিনতাইয়ের ঘটনা আমেরিকার জাতীয় সুরক্ষার কাছে বিপদস্বরূপ এবং কিউবার সরকারকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

তিনি এটা এমনভাবে বলেছেন, যেন যে তাঁরা এধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কোনওরকম প্ররোচনা দেন না এবং আমরা যাত্রীদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য যেন কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আদৌ গ্রহণ করিনি। অথচ আমরা.জানি যে, এ সমস্তই হল ফ্যাসিস্ত চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির কিউবায় আঘাত হানার চক্রান্ত বিশেষ। এ সংক্রান্ত সংবাদ ২৫ তারিখে ছড়িয়ে পড়ায়, মায়ামির উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যদিও তারা জানে না যে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও শাসানিতেই কিউবার কাউকে ভয় দেখাতে পারবে না।

পশ্চিমী রাজনীতিকদের ও বেশিরভাগ সাধারণ নেতাদের ভণ্ডামি এত প্রকাণ্ড যে তা অতলান্তিক সাগরেও ধরে উঠবে না। কিউবার পক্ষ থেকে নেওয়া যে কোনওরকম আইনসম্মত প্রতিরোধ ব্যবস্থাই প্রচারমাধ্যমের খবরের শীর্ষে চলে আসে। অপরদিকে

আমরা যখন অভিযোগ করলাম যে, একজন স্প্যানিশ সরকারি প্রধানের সময়কালে কোনও বিচার ছাড়াই কয়েক ডজন এটা (ই টি এ) -র সদস্যর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে তখন কেউ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে প্রতিবাদ বা নিন্দা করেনি। অপরদিকে আরেকজন স্প্যানিশ সরকারি প্রধান কসভো যুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে যুদ্ধ আরও তীব্র করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যার ফলে অসামরিক অঞ্চলে ব্যাপক বোমাবর্ষণের মাধ্যমে সহস্রাধিক নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়াবহ কষ্টের সম্মুখীন হন। এই ঘটনাগুলিকে প্রচারমাধ্যমে বলা হয়— "কাস্ত্রো ফেলিপ ও আজনারকে আক্রমণ করলেন"। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটা কথাও বলা হল না।

মায়ামি আর ওয়াশিংটনে এরা এখন শলাপরামর্শ করতে ব্যস্ত যে কোথায়, কখন, কীভাবে কিউবায় আক্রমণ নামিয়ে আনা হবে বা বিপ্লবের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে, তাঁরা বর্বরোচিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে আরও কঠোর করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে। যদিও তাঁরা আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ তারা প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য উপায়েই আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চালিয়েছে।

এক নির্লজ্জ দুর্বৃত্ত যার নামের আদ্যক্ষর দুর্ভাগ্যজনকভাবে লিঙ্কন এবং শেষটা হল ডিয়াজবালার্ট, রাষ্ট্রপতি বুশের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উপদেষ্টা মায়ামির একটি দূরদর্শন কেন্দ্রে এক বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পেশ করে বলেছেন যে, "আমি বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না, কিন্তু আমরা এই দুষ্টচক্র ভঙ্গ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।" কী পদ্ধতিতে তাঁরা এই দুষ্টচক্রকে প্রতিরোধ করবেন? নির্বাচনের পূর্বে টেক্সাসে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে তাঁদের উন্নত আধুনিক পদ্ধতিতে শারীরিকভাবে সরিয়ে দেবেন? বা ইরাকের মতো করে কিউবা আক্রমণ করবেন?

যদি প্রথম পছন্দটি হয় তবে আমার কোনও চিন্তা নেই। যে আদর্শের জন্য আমি চিরজীবন সংগ্রাম করেছি তার মৃত্যু নেই, সেই আদর্শ দীর্ঘজীবী হবে।

যদি কিউবাকে ইরাকের মতোই আক্রমণ করা হয় আমি ভীষণ কষ্ট পাব কারণ এর ফলে কিউবার প্রচুর জীবনহানি ও সম্পদহানি ঘটবে। কিন্তু, এটাই হয়তো এই প্রশাসনের শেষ ফ্যাসিস্ত আক্রমণ হবে, কারণ এই সংগ্রাম হবে সুদীর্ঘ। আগ্রাসনকারীরা কেবলমাত্র একটা সামরিক বাহিনীর সম্মুখীন হবে তাই নয়, বরং হাজার হাজার সৈনিক ক্রমাগত জন্মগ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রপতি বুশের অভিযান ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আমেরিকার জনগণকে তাঁদের সন্তান-সন্ততির জীবনের বিনিময়ে অভাবনীয় ক্ষতি স্বীকারের সম্মুখীন হতে হবে। আজ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু তা ক্রমশ কমছে, এবং আগামীতে তা শূন্যে এসে দাঁড়াবে।

আজ এই মে দিবসের সমাবেশে জমায়েত দশ লক্ষাধিক মানুষের পক্ষ থেকে আমি আমেরিকার ও বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে এক বার্তা ঘোষণা করতে চাই—

আমরা কোনও যুদ্ধে কিউবা ও আমেরিকার জনগণের রক্তপাত চাই না। আমরা সামরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে শতসহস্র মানুষের জীবনহানি চাই না। যারা কিনা পরস্পরের বন্ধু হতে পারতেন। কিন্তু এমন মানুষ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাদের প্রতিরোধ করবার জন্য এমন পবিত্র বস্তু আছে, বা যাদের এতটাই প্রচণ্ড দৃঢ় বিশ্বাস আছে যুদ্ধে ব্রতী হওয়ার, যে তাঁরা পৃথিবী থেকে মুছে যাবেন কিন্তু কিউবার বহু প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া মহান ও উদার সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস হতে দেবেন না।

আমরা এক গভীর প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি যে অস্ত্রের চেয়ে আদর্শ অনেক বড়, তা যতই আধুনিক ও শক্তিশালী অস্ত্র হোক না কেন।

আসুন আমরা চে গেভারার বিদায়কালীন সম্ভাষণের ন্যায় বলি—

সর্বদা বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চলো।

ইতিহাসের কাঠগড়ায় সাম্রাজ্যবাদ

অরিন্দম কোঙার

[ইতিহাস কাস্ত্রোকে মুক্তি দিয়েছে। মনকাদা অভিযান খ্যাত হয়ে আছে '২৬ শে জুলাই আন্দোলন' নামে। এই ঘটনার ৫ বছর ৫ মাস ৫ দিন পর কিউবা মুক্ত হয় ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি।—সম্পাদক]

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য

তখনও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে ভেঙে পড়েনি, তবে ভেতরের পচন থেকে ভাঙনের লক্ষণ স্পষ্ট। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরে তখন টালমাটাল অবস্থা। সেই সময়ে ১৯৮৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রো আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, "পরিস্থিতি যেভাবে মোড় নিচ্ছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলি তাদের উল্লাস চাপা দিতে পারছে না। তারা নিঃসংশয় অবশ্যই বিনা কারণে নয় যে, এই মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক শিবির বলতে কার্যত আর কিছু নেই..... এখনকার মতো চলতে থাকলে যুদ্ধোত্তর যুগে যে দ্বিমেরু বিশ্বের আবির্ভাব ঘটেছিল, তা অনিবার্যভাবেই মার্কিন আধিপত্যের অধীন এক মেরু বিশ্বে পরিণত হবে।" (কিউবা ঃ বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা)। কাস্ত্রোর এই আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়াজুড়ে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকভাবে বেপরোয়া অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আর এক দশক নয়, এক শতকের ওপর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন চেহারা দেখে আসছে কিউবা।

সংগ্রামী কিউবা

উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত কিউবা ছিল স্পেনের উপনিবেশ। ১৮৯৮ সালে কিউবা স্পেনের কবল থেকে মুক্ত হল বটে, তবে ইতোমধ্যে স্পেনে চলে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯০২ সালে কিউবা আনুষ্ঠানিকভাবে সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হয়, কিন্তু তখন কিউবায় অর্থনীতি ও সামরিক দিক দিয়ে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। ক্রমে ক্রমে মার্কিন পুঁজি কিউবার চিনি, খনি, নাগরিক পরিষেবা, ব্যাঙ্ক, বিদেশি ঋণ ও জমিতে

নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। মার্কিন পুঁজি প্রায় দখল করে নেয় বিদ্যুৎ, টেলিফোন, শক্তি, রেলপথ, সিমেন্ট, তামাক, টিনে সংরক্ষিত খাবারের কারখানা।

স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিনী স্বার্থরক্ষা করতে পারে, এমন সব সরকার গঠিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালের জুন মাসে নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনের আগেই মার্চ মাসে সাম্রাজ্যবাদী মদতে ঘটে যায় সামরিক অভ্যুত্থান, ফুলজেন্সিও বাতিস্তা হন রাষ্ট্রপ্রধান।

উনিশ শতকে কিউবার মানুষকে লড়তে হয়েছে স্পেনীয় উপনিবেশদের বিরুদ্ধে, জাতীয় বীর হয়েছেন হোসে মার্তি (১৮৫৩-৯৫)। বিশ শতকে কিউবার মানুষ লড়েছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের পরিণতিতে কিউবায় বিপ্লব হয়েছে ১৯৫৯ সালে। এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ১৯৬১ সালে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিউবার মানুষ লড়ে যাচ্ছে বিশ শতক থেকে একুশ শতকে।

বিপ্লবের গাথা

কিউবার বিপ্লবী গাথার একটি স্তবক হচ্ছে মনকাদা দুর্গ অভিযান। কিউবার দক্ষিণ প্রান্তে তৎকালীন ওরিয়েন্তে প্রদেশের স্যান্তিয়েগো দ্যো কিউবায় অবস্থিত দেশের বড় একটি দুর্গ মনকাদা। এই দুর্গ ছিল স্বৈরাচারী বাতিস্তার একটি প্রধান ঘাঁটি। ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই বিপ্লবীরা এই দুর্গ অভিযানে নামেন। নেতৃত্বে ছিলেন ২৭ বছর বয়সের ফিদেল কাস্ত্রো। আর সঙ্গে ছিলেন আবেল সান্তামারিয়া, রাউল কাস্ত্রোসহ সর্বসাকুল্যে ১৬৫ জন বিপ্লবী। তখন এর্নেস্তো 'চে' গুয়েভারা কিউবায় আসেননি। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সাল ছিল হোসে মার্তির জন্মশতবর্ষ। অভিযান শুরুর আগে ফিদেল কাস্ত্রো সহযোদ্ধাদের আহ্বান জানালেন, "মুক্তির অগ্রদূত (অর্থাৎ হোসে মার্তি)-এর জন্মশতবর্ষে যুবকেরা, ১৮৬৮ ও ১৮৯৫ সালের মতো এখানে, ওরিয়েন্তে আমরা প্রথম আওয়াজ তুলব 'মুক্তি অথবা মৃত্যু'।" অভিযান ব্যর্থ হয়, অন্তত ৭০ জন নিহত হন। কাস্ত্রোসহ ৩২ জন অভিযানকারীর (২জন মহিলা) ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। তবে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাপে তাঁরা মুক্তি পান ১৯৫৫ সালে।

বিচার চলাকালীন ফিদেল কাস্ত্রো আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বিবৃতি দেন, সেই বিবৃতি তিনি নিজেই সম্পাদনা করেন, জেল থেকে জেলের বাইরে হাভানায় পাঠিয়ে দেন এবং ছেপে প্রচারিত হয় ১৯৫৪ সালে। সেই বিবৃতি বিখ্যাত হয়ে আছে। 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' নামে। ২০০৩ সালের ৫০ বছর আগে এই বিখ্যাত উক্তিকে প্রচারে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয় ২০০০ সালের ১০-১৪ই নভেম্বর হাভানায় অনুষ্ঠিত কিউবার প্রতি বন্ধুত্ব ও সংহতির দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে। বিশ্বের ১১৮টি দেশের ৪,২৬৪ জন প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্ত করেন।

অভিযুক্ত থেকে অভিযোগকারী

অভিযুক্ত কাস্ত্রো ১৯৫৩ সালের ১৬ই অক্টোবর স্যান্তিয়েগো দ্যো কিউবার বিচালালয়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি দেন। এই বিচার জনসমক্ষে হয়নি। জেলে দণ্ডবিধির কোনও বই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি, এমনকি মার্তির বইও। জেলের ভেতরে কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি চলতে থাকে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কারণ হিসেবে বিবৃতির শুরুতে কাস্ত্রো বলেন, "আমার নিজের পক্ষে সওয়াল করার বাধ্যকতার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, আমাকে আইনি পরামর্শ নেওয়া থেকে প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, আমার মতো একজন, যে লাঞ্ছনায় গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যে নিজের দেশকে বঞ্চিত হতে দেখেছে, দেখেছে তার ন্যায়পরায়ণতাকে অবলুণ্ঠিত হতে, একমাত্র সেই পারে এমন একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তার হৃদয়ের রক্ত আর অমোঘ সত্যের মজ্জায় তৈরি ভাষায় কথা বলতে।"

কাস্ত্রো তাঁর বক্তব্যে বারে বারে হোসে মার্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা কত, তা বোঝা যায় একদিকে যেমন তিনি দান্তে, জাঁ জাক রুশো, জন মিলটন, জন স্যালিসবারি, টমাস অ্যাকুইনাস, মার্টিন লুথার, জন অ্যালথাস, টমাস পেইন প্রমুখের অভিমত তুলে ধরেছেন, অপরদিকে তেমনি বিচার-ব্যবস্থা, আইন, সংবিধান ও তার বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মনকাদা অভিযান সফল করার পর কাস্ত্রোবাহিনী কী কী কাজ করতেন, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন কাস্ত্রো। পাঁচটি বৈপ্লবিক আইন জারি করা হত। সেই আইনগুলি হল—১) ১৯৪০-এর সংবিধান সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সেই সংবিধান হত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, ২) পাঁচ ক্যাবালেরিয়া (১ ক্যাবালেরিয়া = ৩৩১/২ একর) পর্যন্ত ইজারায় জমি চাষ করে এমন কৃষক, ভাগচাষীকে হস্তান্তর বা জামিন অযোগ্য মালিকানা স্বত্ব দেওয়া, ৩) চিনি কলসহ সব বড় বড় শিল্প, সওদাগরি ও খনি সংস্থাগুলি মুনাফার ৩০ শতাংশ পাবার অধিকার শ্রমিক ও কর্মচারীদের দেওয়া, ৪) বাগিচা মালিকদের জন্য চিনি উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ এবং তিন বা তার বেশি বছর ধরে স্থায়ী ছোট কৃষকের জন্য ৪০ হাজার অ্যারোবার (১ অ্যারোবা = ২৫ পাউন্ড) ন্যূনতম কোটা মঞ্জুর করা, ৫) পূর্বে প্রতারণার দ্বারা অর্জিত সব সম্পত্তি ও অবৈধ আয় বাজেয়াপ্ত করা।

জনসাধারণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছটি সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত বলে জানিয়ে দেন কাস্ত্রো। সমস্যাগুলি হল - - ১) ভূমি সমস্যা, ২) শিল্পায়নের সমস্যা, ৩) গৃহ সমস্যা, ৪) বেকারি সমস্যা, ৫) শিক্ষা সমস্যা, ৬) জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করেন এইভাবে—"আমি জানি আমার জন্য কারাবাসে অন্য যে কারওর চাইতে কঠোরতম কাপুরুষোচিত হুমকি আর বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি কারাবাসকে ভয় পাই না, যেমন আমি ভয় পাই না সেই হীন স্বৈরাচারীর ক্রোধকে যে আমার সত্তরজন কমরেডের জীবন নিয়ে নিয়েছে। আমাকে আপনারা সাজা দিন। তাতে কিছু যায় আসে না। ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে।"

মুক্তি

ইতিহাস কাস্ত্রোকে মুক্তি দিয়েছে। মনকাদা অভিযান খ্যাত হয়ে আছে '২৬ শে জুলাই আন্দোলন' নামে। এই ঘটনার ৫ বছর ৫ মাস ৫ দিন পর কিউবা মুক্ত হয় ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি। গত চার দশক ধরে একদিকে যেমন কিউবায় চলছে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ, তেমনি অপরদিকে চলছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কিউবাকে পিষে মারার চক্রান্ত। কিউবার জনগণ সজাগ রয়েছে বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করতে, বিপরীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মদত জোগাচ্ছে প্রতিবিপ্লব কায়েম করতে।

সংহতি

কিউবা একা নয়। কিউবার সঙ্গে আছে সারা দুনিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয়, গণতন্ত্রপ্রিয় মুক্তিকামী মানুষ, আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষও। তাই ১৯৯৪ সালের ২১-২৫ নভেম্বর হাভানায় ১০৮টি দেশের তিন হাজারের বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় কিউবার প্রতি বন্ধুত্ব ও সংহতির প্রথম বিশ্ব সম্মেলন। দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে দেশ ও প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়ে যায়। সেই সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করতে, সংহতিকে আরও মজবুত করতে, সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে ১৫০ বছর পরও শুধু কিউবা নয়, সারা বিশ্বজুড়ে হোসে মার্তির মতাদর্শ প্রচার, ৫০ বছর পরও কাস্ত্রোর সেই বিখ্যাত উক্তি 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' কে স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছে দ্বিতীয় সম্মেলন। আর সেদিন কাস্ত্রোর ডাক 'মুক্তি অথবা মৃত্যু' (১৯৫৩) এখন পরিণত হয়েছে 'পিতৃভূমি অথবা মৃত্যু' (১৯৬০)-র ডাক পেরিয়ে 'সমাজতন্ত্র অথবা মৃত্যু' (১৯৯৪)-র ডাকে। বিশ্ব পরিস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কাস্ত্রোর এই ডাক কত বাস্তব।

ফিদেল কাস্ত্রো : একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্ব হতে কমিউনিস্টদের উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল সে যুগে তারই নাকের ডগায় লাতিন আমেরিকার এক ছোট্ট দ্বীপ, কিউবায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলে যিনি নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব হলেন ফিদেল কাস্ত্রোরুজ।

১৯২৬ সালের ১৩ই আগস্ট পূর্বতন অরিয়েন্ট প্রদেশের অন্তর্গত এক অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লী, বিরানে এই মহানায়কের জন্ম হয়। ধনী কৃষকের ঘরে জন্ম হলেও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়েছিল পল্লী অঞ্চলের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরে অবশ্য তিনি স্যান্তিয়েগো দ্যো কিউবার জ্যাসুয়েটদের পরিচালিত এক বেসরকারি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত আইনি বিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে কাস্ত্রো রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠিত এক ছাত্র-গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কিউবার পিপলস্ পার্টি যা অরথোডক্স পার্টি নামেও পরিচিত তার সদস্য হন এবং অচিরেই সেই দলের বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। ওই বছরই তিনি ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্রে ট্রুজিল্লো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক রূপে যোগদান করেন। কিন্তু অভিযাত্রীরা কিউবা থেকে বেরুবার সুযোগ না পাওয়ায় তাঁদের সে অভিযান ব্যর্থ হয়। ছাত্রনেতা হিসেবে কাস্ত্রো লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক ছাত্র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কলম্বিয়ায় যান এবং ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বগোটা গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫২ সালের ১০ই মার্চ ফুলগেনসিও বাতিস্তার সামরিক অভ্যুত্থানের পর হতে কাস্ত্রো মার্কিন সাহায্যপুষ্ট বাতিস্তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই স্যান্তিয়েগো দ্যো কিউবার মনকাদা সামরিক ঘাঁটির উপর আক্রমণ করা হয়। কিন্তু তাঁদের এই অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় কাস্ত্রো ও তাঁর দুই ডজন সহকর্মী বন্দি হন এবং বাতিস্তার সামরিক বাহিনীর হাতে ষাট জনেরও অধিক বিপ্লবী নিহত হন। বিচারে কাস্ত্রো ও তাঁর সহকর্মীরা দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁদের ১৫ বছরের কারাদণ্ড হয়।

জেলে বন্দি অবস্থায় যখন তাঁর বিচার চলছিল তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি

যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তা সংস্কারিত করে "ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে" এই শিরোনামায় যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় তা ২৬শে জুলাই আন্দোলনের ইস্তেহার রূপে গণ্য হয়। এই পুস্তিকার হাজার-হাজার কপি জনগণের মধ্যে বিলি করা হয়। এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পায় যে সরকার জনমতের চাপে কাস্ত্রো ও তাঁর সহকর্মীদের ১৯৫৫ সালের মে মাসে অর্থাৎ ২২ মাসের মধ্যে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই কাস্ত্রো মেক্সিকোতে যান এবং সেখান থেকে তিনি কিউবাতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে গেরিলা তৎপরতা চালান। ১৯৫৬ সালের ২রা ডিসেম্বর তিনি, তাঁর ভাই রাউল, চে গেভারা, কেমিলো সিয়েনফুয়েগো, জুয়ান আলমিৎদা এবং জ্যাসু মঁতানে সহ ৮১ জন বিপ্লবী যোদ্ধা কেবিন ক্রুজার গ্রানমাতে করে কিউবার সমুদ্র উপকূলে অবতীর্ণ করেন। পরবর্তী দুই বছর ধরে তিনি একাধারে বিদ্রোহী সেনাদলকে (রিবেল আর্মি) পরিচালনা করেন, অপর দিকে জুলাই ২৬ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে দেশব্যাপী গণআন্দোলন সংগঠিত করেন। প্রথম দিকে কিছু বিপর্যয় ঘটলেও গেরিলা বাহিনী তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের পুনর্গঠিত করে এবং ১৯৫৮ সালের শেষাশেষি সিয়েরা ম্যাস্ত্রা পর্বত হতে সাফল্যের সঙ্গে মূল ভূ-খণ্ডে সংগ্রামের বিস্তৃতি ঘটায়।

গেরিলা বাহিনীর সাফল্যে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি বাতিস্তা কিউবা থেকে পালিয়ে যান। এই সুযোগে কাস্ত্রো দেশব্যাপী ধর্মঘটের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার কিউবাবাসী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করলে বিপ্লবের সাফল্য ঘটে।

৮ই জানুয়ারি বিজয়ী বিদ্রোহী সৈনিকদলের প্রধান সেনানায়ক হিসেবে কাস্ত্রো বিজয়গর্বে হাভানায় উপনীত হন। ১৯৫৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী রূপে কিউবা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সে পদ অলঙ্কৃত করেন। ওই বছর ডিসেম্বর মাস হতে তিনি রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল ও মন্ত্রিসভার সভাপতি পদে আসীন হন। এছাড়া ১৯৬৫ সালে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধানসচিবের পদেও তিনি অধিষ্ঠিত হন।

* ইংরেজি থেকে অনুবাদ : স্নেহময় চাকলাদার

পরিশিষ্ট : ১

লেখক-পরিচিতি

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী ও লেখক।

তরুণ ঘটক : স্প্যানিশ ভাষাবিদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'সেন্ত্রো কুলতুরাল সেরভানতেস্'-এর শিক্ষক। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য : প্রখ্যাত বিপ্লবী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব। সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী রাজনীতির মেধাবী বিশ্লেষক।

পিনাকী ঘোষ : স্প্যানিশ ভাষাবিদ, কবি ও প্রাবন্ধিক।

ধীমান দাশগুপ্ত : বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। এ পর্যন্ত অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রণেতা।

প্রবীরকুমার লাহা : বিশিষ্ট মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী—মুক্ত সাংবাদিক, ডাকটিকিট-মুদ্রা ও সাংবাদিকতার উদীয়মান গবেষক।

আনন্দগোপাল গুপ্ত : পেশা—মহাবিদ্যালয়-শিক্ষকতা। বিষয়—ইতিহাস। নিজস্ব বিষয় ছাড়াও সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বামপন্থী রাজনীতি, মার্কসবাদ এবং উত্তর-আধুনিকতা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ আছে।

ভানুদেব দত্ত : বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও লেখক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় শতাধিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

হরকিষাণ সিং সুরজিৎ : সি পি আই (এম)-পলিট ব্যুরো-র সাধারণ সম্পাদক। বিশিষ্ট বামমার্গী বুদ্ধিজীবী, তাত্ত্বিক, কর্মবীর ও লেখক।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাংসদ—সুদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান। সর্বমান্য বিশিষ্ট প্রবীণতম বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রণেতা।

অশোক ভট্টাচার্য : প্রখ্যাত স্প্যানিশ ভাষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও লেখক।

কঙ্কণ সরকার : সহৃদয় সামাজিক দায়বদ্ধ কবি, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। পেশায়—সহ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পীসংঘের রাজ্য কমিটির সদস্য। গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব।

মাইকেল অ্যালবার্ট : বিশ্ববিখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, লেখক ও প্রাবন্ধিক।

নোয়াম চমস্কি : আন্তর্জাতিক রাজনীতির মেধাবী বিশ্লেষক এবং এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ভাষাতাত্ত্বিক। বিশিষ্ট মুক্তরাষ্ট্রিক সমাজবাদী চিন্তাবিদ (তিনি Liberative Socialist হিসেবে আখ্যাত হতে পছন্দ করেন)।

অচিন্ত্য রায় : বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও নিয়মিত নিবন্ধকার।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বিশিষ্ট প্রয়াত বিপ্লবী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, তাত্ত্বিক ও কর্মবীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক। অনেক মূল্যবান দায়বদ্ধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রণেতা।

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অধ্যাপক। বিশিষ্ট মানবিক অধিকারবাদী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। মূল্যবান অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-প্রণেতা এবং বর্তমানে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক।

বিকাশ চক্রবর্তী : কলকাতার বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিশিষ্ট গেভারা-গবেষক। বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও লেখক।

মাইকেল লোয়ি : বিশিষ্ট ট্রটস্কিপন্থী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী। অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের দায়বদ্ধ প্রণেতা।

গৌতম রায় : বিশিষ্ট বিপ্লবী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও লেখক। আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্ণসময়ের সাংবাদিক-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব।

অরিন্দম কোঙার : 'গণশক্তি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট বামপন্থী সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কর্মবীর ও নিয়মিত নিবন্ধকার।

সুজিত সেন : পেশা—মহাবিদ্যালয়-শিক্ষকতা। বিষয়—রাষ্ট্রবিজ্ঞান। মানবিক যে কোনও বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহশীল। তিনটি প্রবন্ধ-সংকলনের সম্পাদক এবং কবিতা ও মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থকার। সুস্থ-শোভন প্রগতিশীল ও দায়বদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচক ও স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তিকার। এবং বর্তমান সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদক।

পরিশিষ্ট : ২

কৃতজ্ঞতা : সহৃদয় সামাজিক

স্রেফ নিজের মাধ্যমে যে কোনও মাননিক নির্মাণকাণ্ড সম্পন্ন করা সহজে সম্ভব নয়। এই সংকলন-গ্রন্থটি সৃজনের ক্ষেত্রেও তাই অনেকেরই অনেকানেক অবদান বহমান হয়ে উঠেছে। যেসব পত্র পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিত্বমণ্ডলীর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে এই সৃষ্টিকর্মটি বাস্তবে আদৌ 'ক্ষমতাসীন' হয়ে উঠত না তাঁদের সপ্রশংস/সকৃতজ্ঞ সহৃদয় সামাজিক উল্লেখ তাই এখানে খুবই জরুরি কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠে :

পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান :

অগ্রণী বুক ক্লাব, ফ্রন্টিয়ার, তৃতীয় দুনিয়ার সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, নবপত্র প্রকাশন, চিরায়ত প্রকাশন, মনীষা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, নন্দন, মার্কসবাদী পথ, গণশক্তি, মল্লিক পুস্তকালয়, সোসাইটি অ্যান্ড চেঞ্জ, বালার্ক

শুভেচ্ছু ব্যক্তিত্বমণ্ডলী :

ভবানী সেন (মা), ননীগোপাল সেন (বাবা), গঙ্গা বেরা, নিত্যানন্দ বেরা, মোহিত ভট্টাচার্য, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপককুমার দাশ, সমীরকুমার দাস, বনিতা এলিয়াজ, স্মৃতি ভট্টাচার্য, তিমির বসু, মনস্বিতা সান্যাল, আনন্দ বিনায়ক সান্যাল, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু অধিকারী, সমীরকুমার মজুমদার, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুব্রত মাইতি, বীতশোক ভট্টাচার্য, কবিতা ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ বাগ, প্রবীরকুমার লাহা, সৌগত চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার মাহিন্দার, প্রসূন বসু, শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বরীষ মুখোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ মোদক, অনিল জানা, মইনুদ্দিন, কমলেশ সেন, সৃজন সেন, শচীদুলাল বিশ্বাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, আনন্দগোপাল গুপ্ত, দেবদত্ত গুপ্ত, সুনন্দা গুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি রায়, ধনঞ্জয় দাস অধিকারী, প্রশান্তকুমার কর, পারমিতা ভট্টাচার্য, অনিন্দিতা ভৌমিক, দেবদাস রায়, তুষার চক্রবর্তী, তুষার মণ্ডল, প্রভাত ভুইঞা, দিলীপ মান্না, শ্রীমতী পণ্ডিত, সেঁজুতি গিরি, অরুণকুমার জানা, রবিশংকর জানা, বিপ্লব দাস বর্মন, সংকেতবরণ ভুইঞা, কালাচাঁদ মাইতি, সঞ্জয় মণ্ডল, অরূপ কান্ডার, ইন্দ্রনীল অধিকারী, কালিদাস রক্ষিত, নারায়ণ দত্ত, অরবিন্দ দাস, কল্যাণব্রত ভৌমিক, লিপিকা মাইতি, স্বপন মাইতি ।